আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

সপ্তম খণ্ড

Contents

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

[ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত]

সপ্তম খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

ড. আহমদ আবূ মুলহিম — ড. আলী নজীব আতাবী
প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়িদ — প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (সপ্তম খণ্ড)
মূল ঃ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)
অনুবাদ উন্নয়ন প্রকল্প
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৩২

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৯৭
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩২৩
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ 297.09
ISBN : 984—06—0987—4

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ঃ ১৪১১
যিলহাজ্জ ঃ ১৪২৫
ফেব্রুয়ারী ঃ ২০০৫

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা – ১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (৪২
বাংলা বাজার, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
দি জামান প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রিজ
২১, বসু বাজার লেন, নারিন্দা, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)।

AL-BIDAYA WAN NIHAYA (Islamic History : First to Last) (Vol.-VII) writtrn by ABUL FIDAA HAFIZ IBN KASIR AD-DAMESHKI (R) in Arabic, translated into Bengali under the supervision of Editorial Board of Al-Bidaya Wan Nihaya and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 February 2005

Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation.org
Price : Tk. .00 US Dollar : 12.00

সূচিপত্র

Contents

Contents

Contents

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর, নশ্‌র, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বৃহৎ গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলাম-পূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর, নশ্‌র, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবিঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ, আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনদের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্ন কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাস্‌উদী ও ইব্ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের সপ্তম খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকেও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন-হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি সপ্তম খণ্ডের অনুবাদ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত'।

গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত তাঁদের সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির সপ্তম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনের মত জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজে আনজাম দিয়েছেন মাওলানা আবু তাহের সিদ্দিকী। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন।

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সম্পাদনা পরিষদ

অনুবাদকমণ্ডলী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

১৩ হিজরী সাল

এই বছরের শুরুতেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সৈন্য প্রস্তুত করছিলেন সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনা করার জন্যে। এটি তাঁর হজ্জ সম্পাদন করে ফিরে আসার পরের কার্যক্রম। তিনি সৈন্য প্রস্তুত করছিলেন।

এই আয়াতের অনুসরণে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

হে মু'মিনগণ কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং ওরা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (সূরা ৯, তাওবা ঃ ১২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন–

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ـ

"যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিয্য়া-কর দেয়।" (সূরা ৯, তাওবা ঃ ২৯)

হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই সৈন্য সমাবেশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কর্মের অনুসরণও বটে। কারণ তাবূক যুদ্ধে তিনি সিরিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। এই যাত্রায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব এবং তীব্র গরম ও দাবদাহ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবূক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিলেন। (অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওখানে যুদ্ধ হয়নি)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দলবলসহ মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর তাঁর ইনতিকালের পূর্বক্ষণে উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ

করেছিলেন মুজাহিদ বাহিনীসহ। উসামা ইব্ন যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন।

আরব ভূখণ্ড সম্পর্কিত ঝামেলা শেষ করে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইরাকের প্রতি মনোযোগ দিলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সেনাপতিত্বে তিনি একটি বাহিনী ইরাকের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। এরপর সিরিয়ার দিকে অভিযান প্রেরণের সংকল্প করলেন। আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি সেনাপতিদেরকে সমবেত করতে শুরু করলে আমর ইব্নুল আস (রা)-কে তিনি কুযাআ অঞ্চলে সাদাকাহ্ উশুল করার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন ওয়ালীদ ইব্ন উকবা। সিরিয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্যে আমর ইব্নুল আস (রা)-কে খলীফা নির্দেশ দিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) লিখলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে এক সময় যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি আপনাকে ওই কাজেরই দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আপনার সহযোগী হিসেবে অন্য একজনের নামও ঘোষণা করেছিলাম। তবে হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! আমি এখন আপনাকে এমন এক কাজে নিয়োজিত করতে চাচ্ছি যা আপনার জন্যে ইহকাল ও পরকালে অধিকতর কল্যাণময় হবে। অবশ্য আপনি এখন যে দায়িত্বে আছেন সেটি যদি আপনার নিকট অধিক প্রিয় হয় তবে সেটা আপনার ইচ্ছা, আমি জবরদস্তি করব না।" উত্তরে আমর ইব্নুল আস (রা) লিখলেন– "আমি ইসলামের একটি তীর, আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওই তীর নিক্ষেপের দায়িত্বশীল। সুতরাং যে স্থানে তীর নিক্ষেপ অধিক জরুরী এবং যেখানে পরিস্থিতি গুরুতর 'আমি তীর'কে আপনি সেখানে নিক্ষেপ করুন।"

হযরত আবূ বকর (রা) ওয়ালীদ ইব্ন উকবাকেও এ মর্মে চিঠি লিখলেন। তিনিও অনুরূপ উত্তর দিলেন। তাঁরা দু'জনে মদীনায় ফিরে এলেন। তাঁর পরিধানে ছিল রেশমী জুব্বা। এটি দেখে হযরত উমর (রা) রেগে গেলেন। তিনি উপস্থিত লোকজনকে ওই জুব্বা খুলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার জন্যে নির্দেশ দিলেন। এতে খালিদ ইব্ন সাঈদ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এবং হযরত আলী (রা)-কে বললেন "হে হাসানের পিতা! হে আব্দ মানাফের বংশধর! আপনারা কী শাসন ক্ষমতা গ্রহণে অক্ষম হয়ে পড়লেন ?" হযরত আলী (রা) উত্তরে বললেন, তুমি কি এটিকে শাসন ক্ষমতা গ্রহণে জয়-পরাজয় মনে কর, না কি খিলাফত মনে কর? খালিদ বললেন, মূলত এই পদের জন্যে আপনাদের চাইতে সঠিক উপযুক্ত কেউ নেই। হযরত উমর (রা) খালিদকে বললেন, "চুপ কর, আল্লাহ্ তোমার মুখ ফাটিয়ে দিন। তুমি একজন মিথ্যাবাদী। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলছ আর নিজেরই সর্বনাশ করছ।" হযরত উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে এই ঘটনা জানালেন। কিন্তু তাতে তাঁর মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো না।

পরিকল্পনা মুতাবিক কাম্য সেনাবাহিনী হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর মানুষকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে বললেন, "প্রত্যেক কর্মের জন্যে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা দরকার। যারা ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারে তারা হয় সফলকাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করবে আল্লাহ্ তার জন্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেককেই সুদৃঢ় মনোবল ও অটুট সংকল্প রাখতে হবে। কারণ সুদৃঢ় মনোবল সর্বাপেক্ষা কার্যকর। সাবধান যার ঈমান নেই

তার দীনও নেই, আর যার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি নেই তার মধ্যে ঈমান নেই, যার নিয়ত ও সংকল্প নেই তার কার্য বিবেচনাযোগ্য নয়। সাবধান! আল্লাহ্‌র কিতাবে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করার এত সাওয়াব ও পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলিমের ওই জিহাদে অংশ গ্রহণ করাকে প্রিয় মনে করা উচিত। জিহাদই মুক্তি ও নাজাতের পথ। আল্লাহ্ তা-ই বলেছেন। জিহাদের মাধ্যমে লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং জিহাদের মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদা ও সম্মান অর্জিত হয়।"

এরপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেনাপতিদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া এবং পতাকা বেঁধে দেয়া শুরু করলেন। কথিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আসের পতাকা বেঁধে দিয়েছেন। হযরত উমর (রা) এসে খালিদের পূর্ব বক্তব্য উল্লেখ করে তাঁকে বাদ দিতে চাইলেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাতে তেমন বিচলিত হননি যেমন বিচলিত হয়েছিলেন হযরত উমর (রা)। হযরত আবূ বকর (রা) এতটুকু করেছিলেন যে, তাঁকে সিরিয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে 'তায়মা' অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁর সাথী সৈন্য-সামন্তসহ ওখানেই থাকতে হবে।

এরপর তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফয়ানের পতাকা বেঁধে দেন। এই দলে বহু লোক ছিল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সুহায়ল ইব্‌ন আমর এবং তাঁর সমসাময়িক মক্কী লোকগণ ছিলেন। তিনি ওই দলের সাথে কিছুদূর অগ্রসর হলেন। দলপতি ইয়াযীদ ও দলভুক্ত সৈনিকদের প্রতি খলীফার গভীর আস্থা ছিল। সেই আলোকে তিনি ওদেরকে উপদেশ দিলেন। তাঁকে দামেশকের দায়িত্ব দিলেন। এরপর খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ ও তাঁর সাথীদের পতাকা বেঁধে দিলেন। উপদেশ দিতে দিতে তিনি পায়ে হেঁটে তাদের সাথে কিছুটা অগ্রসর হলেন। আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ (রা)-কে 'হিম্‌স' অঞ্চলের দায়িত্ব দিলেন। আমর ইব্‌নুল আসের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠালেন ফিলিস্তিনের দিকে। প্রত্যেক দলপতিকে এ নির্দেশ দিলেন যে, ওদের কেউ যেন অন্যজনের পথে অগ্রসর না হয়। কারণ এর মধ্যে বহু কল্যাণ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইয়াকূবের নীতি অনুসরণ করেছেন। হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন–

يَا بَنِيَّ لَاتَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ - اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ -

হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্যে কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করুক। (সূরা ১২, ইউসুফ ঃ ৬৭)

বস্তুত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান তাবূকের পথে যাত্রা করলেন। নিজ শায়খদের উদ্ধৃতি দিয়ে মাদাইনী বলেছেন যে, তাদের মতে, হযরত আবূ বকর (রা) এই সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন ১৩ হিজরীর শুরুতে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেছেন সালিহ্ ইব্ন কায়সান থেকে যে, হযরত আবূ বকর (রা) পায়ে হাঁটছিলেন আর ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান অগ্রসর হচ্ছিলেন সওয়ারীতে আরোহণ করে। তিনি অনবরত উপদেশ দিচ্ছিলেন ইয়াযীদকে। সবশেষে তিনি বললেন, আমি তোমাকে সালাম জানাচ্ছি এবং তোমাকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করছি। হযরত আবূ বকর (রা) ফিরে এলেন। ইয়াযীদ দ্রুত অশ্ব চালিয়ে এগিয়ে গেলেন। এরপর ইয়াযীদের সাহায্যার্থে বের হলেন শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানাহ্ (রা) এবং আবূ উবায়দাহ্ (রা) বের হলেন তাঁদের দুজনের সহায়তার জন্যে। তাঁরা ভিন্ন পথে অগ্রসর হলেন। আমর ইব্নুল আস যাত্রা করে সিরিয়ার 'আল আরামাত' নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান প্রথমে অবতরণ করেছিলেন 'বালকী' অঞ্চলে। শুরাহ্বীল তাঁবু খাটালেন ডানে। কেউ বলেছেন যে, শুরাহ্বীল শিবির স্থাপন করেছিলেন বুসরা নগরীতে। আবূ উবায়দা (রা) গিয়ে পৌঁছলেন 'জাবিয়া' অঞ্চলে। খলীফা হযরত সিদ্দীক-ই-আকবর (রা) দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করে তাঁদেরকে সাহায্য করছিলেন। পরবর্তীতে পাঠানো সৈন্যদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ওরা যেন ওদের পছন্দমত যে কোন সেনাপতির সাথে যোগ দেয়। বর্ণিত আছে যে, 'বালকা' অঞ্চল অতিক্রম করার সময় আবূ উবায়দাহ্ (রা) স্থানীয় লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত ওরা সন্ধি স্থাপন করে। সিরিয়া অঞ্চলে এটি প্রথম সন্ধি চুক্তি।

সিরিয়া অঞ্চলে সর্বপ্রথম সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয় যে, রোমান সৈন্যগণ ফিলিস্তিনী এলাকা 'আল আরয়াহ'তে সমবেত হয়েছিল। মুসলিম সেনাপতি আবূ উসামা (রা) বাহিনী অগ্রসর হলেন ওদেরকে মুকাবিলা করার জন্যে। তাঁর সাথে ছিল একদল মুসলিম সৈনিক। রোমানদেরকে পরাজিত ও হত্যা করে মুসলমানগণ অনেক ধন-সম্পদ লাভ করেন। মুসলমানগণ শত্রুপক্ষের জনৈক প্রসিদ্ধ নেতাকে হত্যা করেন। এরপর ওই অঞ্চলে সংঘটিত হয় 'আরজ আস সাফরা'-এর যুদ্ধ। ওই যুদ্ধে খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস সহ বহু মুসলমান শহীদ হন। কারো কারো মনে 'মার্‌জ আল সাফরা' যুদ্ধে খালিদের পুত্র নিহত হয়েছিলেন। খালিদ নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে হিজায অঞ্চলে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন : আল্লাহ্ ভাল জানেন। এটি ইব্ন জারীর (র)-এর বর্ণনা।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, খালিদ ইব্ন সাঈদ 'তায়মা' পৌঁছলেন। আরব খ্রিস্টানসহ বিপুল সংখ্যক রোমান সৈন্য তাঁর মুকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়। গায়রা, তানূখ, বানূ কালব, মুলায়হ, লাখম ও জুযাম এবং গাস্সান প্রমুখ আরব গোত্রের বহু খ্রিস্টান শত্রু বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। খালিদ ইব্ন সাঈদ তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে এগিয়ে গেলেন। তিনি কাছে গিয়ে পৌঁছতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ওদের মধ্য থেকে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করল। খালিদ ইব্ন সাঈদ খলীফা সিদ্দীক-ই-আকবর (রা)-এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ পাঠালেন। তিনি তাঁকে ফিরে না এসে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। ওয়ালীদ ইব্ন উকবা, ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্লও একদল সৈনিক পাঠিয়ে খলীফা তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করলেন। তিনি যেতে যেতে 'ঈলিয়া'-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। সেখানে তিনি রোমান বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ওই রোমান সেনাপতির নাম ছিল 'মাহান'। খালিদ

তাকে পরাজিত করেন। সে দামেশকে পালিয়ে যায়। পেছন ধাওয়া করে দামেশকে পৌঁছে খালিদ ইব্ন সাঈদ 'মাহানের' নিকট এসে যান। শত্রুপক্ষের নিকট জিয্য়া কর দাবি করেন। মুসলিম সৈন্যগণ 'মারজ আস সাফরা' অঞ্চলে পৌঁছে যায়। মাহানের সৈন্যগণ মুসলমানদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে। মাহান নিজে যুদ্ধে অংশ নেয়। খালিদ ইব্ন সাঈদ পালিয়ে যান। তিনি 'যুল মারওয়া'তে আসতে পারেন নি। রোমান সৈনিকগণ প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করে মুসলিম সেনাবাহিনীর উপর। তারা বিজয় লাভ করে। অশ্বারোহী মুসলিম সৈনিকগণ পালিয়ে যায়। ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্ল দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেন। তিনি সিরিয়া থেকে সামান্য কিছুদূর পিছিয়ে আসেন। যে সকল মুসলিম সৈনিক পালিয়ে আসছিল তিনি তাদেরকে আশ্রয় ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করছিলেন। শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানাহ্ (রা) ইরাকে অবস্থানরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের নিকট থেকে মদীনায় খলীফার নিকট ফিরে আসেন। খলীফা তাঁকে সংশ্লিষ্ট সৈনিকদের সেনাপতি মনোনীত করে সিরিয়ার দিকে পাঠিয়ে দেন। যুল মারওয়াতে খালিদের সৈনিকদের নিকট যখন তিনি পৌঁছেন তখন পলাতক সকল সৈনিক তাঁর সাথে যোগ দেয়। এরপর কতক লোক হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট একত্রিত হয়। তিনি মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে ওদের সেনাপতি মনোনীত করেন এবং তাঁর সহোদর ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফয়ানের সহযোগিতার জন্যে প্রেরণ করেন। তিনি খালিদ ইব্ন সাঈদের পাশ দিয়ে যাবার সময় 'যুল মারওয়া'তে অবস্থানকারী অন্যান্য সৈনিককে সাথে নিয়ে নেন এবং সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এরপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খালিদ ইব্ন সাঈদকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দেন। তিনি বলেন যে, খালিদ সম্পর্কে উমর (রা) অধিক অবগত ছিলেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

সায়ফ ইব্ন উমরের মতে এই বছরের দামেশক বিজয়ের পূর্বে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র) এই মত সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দাহ্, ওয়ালীদ, ইব্ন লাহি'আ, লায়ছ ও আবূ মা'শার প্রমুখের সূত্রে ইব্ন আসাকির (র) উল্লেখ করেছেন যে, এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৫ হিজরী সনে দামেশ্ক বিজয়ের পর। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের বর্ণনায় এটি সংঘটিত হয়েছে ১৫ হিজরী সনের রজব মাসে। খিয়াতের পুত্র খলীফা ইব্ন কালবী সূত্রে বলেন যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৫ হিজরী সনের ৫ই রজব সোমবারে। ইব্ন আসাকির মন্তব্য করেছেন যে, এই অভিমত অধিকতর বিশুদ্ধ। সায়ফ (রা) বলেছেন যে, এটি সংঘটিত হয়েছে ১৩ হিজরী সনে দামেশ্ক বিজয়ের পূর্বে, অন্য কেউ তাঁকে এ বিষয়ে সমর্থন করেনি।

আমি বলি, সায়ফ ও অন্যদের এসব বক্তব্য উদ্ধৃতি করা হয়েছে ইব্ন জারীর ও অন্যান্যের অনুসরণে। ইব্ন জারীর (র) বলেছেন, এই মুসলিম সেনাবাহিনী যখন সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে তখন রোমানগণ বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে তারা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানায়। হিরাক্লিয়াস তখন হিম্স রাজ্যে অবস্থান করছিলেন। বলা হয় যে, ওই বছর সম্রাট বায়তুল মুকাদ্দাসের হজ্জ পালন করেন। মুসলিম অভিযানের সংবাদ শুনে সম্রাট বললেন যে, ওরা নতুন ধর্মের অনুসারী। ওদেরকে প্রতিহত করার শক্তি কারো নেই। তোমরা আমার কথা শোন। তোমরা এই মর্মে ওদের সাথে সন্ধি করে

নাও যে, সিরিয়ার মোট করের $\frac{১}{২}$ অংশ তোমরা ওদেরকে দিয়ে দিবে। আর রোমান পর্বত এককভাবে তোমাদের থাকবে। তোমরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ওরা তোমাদের নিকট থেকে সিরিয়া ছিনিয়ে নিবে এবং রোমান পর্বতে তোমাদের যাতায়াত সংকটময় করে তুলবে। এ কথা শুনে তারা জংলী গাধার ন্যায় চিৎকার দিয়ে উঠে। ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার কারণে তারা এরূপ চিৎকার দিয়েই থাকে। এটা হলো তাদের অভ্যাস।

এ সময় হিরাক্লিয়াস অবস্থান করছিলেন হিম্স-এ। তিনি রোমান সৈন্য নিয়ে অভিযানে বের হবার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিল প্রত্যেক মুসলিম সেনাপতির মুকাবিলায় রোমান সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানে বিশাল বিশাল রোমান বাহিনী প্রস্তুত থাকতে হবে। বস্তুত মুসলিম সেনাপতি আমর ইব্ন আসকে মুকাবিলা করার জন্যে তিনি তার সহোদর ভাই 'তাযারূক'-কে ৯০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহনীসহ পাঠান। জুরজাহ্ ইব্ন বুযীহাকে প্রেরণ করেন ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফয়ানের মুকাবিলা করার জন্যে। তার সাথে ছিল ৫০ থেকে ৬০ হাজার সৈন্য। তার সেনাপতি দারাকিসকে পাঠালেন মুসলিম সেনাপতি শুরাহবীল ইব্ন হাসানাহ্-এর বিরুদ্ধে। লাকীকার মতান্তরে তার নাম লাকী কালানকে পাঠালেন আবূ উবায়দা (রা)-কে মুকাবিলা করার জন্যে। তার সাথে ছিল ৬০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। রোমনরা বলেছিল— আল্লাহ্র কসম, আমরা আবূ বকর (রা)-কে এত ব্যস্ত ও অস্থির করে রাখব যে, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে অশ্ববাহিনী প্রেরণের সুযোগই পাবেন না।

এই অভিযানে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২১ হাজার। অবশ্য এই সংখ্যা ছিল ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহলের সাথে থাকা সৈন্য ব্যতীত। ইকরিমা অবস্থান করছিলেন সিরিয়ার এক প্রান্তরে। তাঁর সাথে ছিল ছয় হাজার মুসলিম সৈন্য। তিনি অবস্থান করছিলেন যুদ্ধরত বাহিনীর সহযোগী-বাহিনী নিয়ে। মুসলিম সেনাপতিগণ রোমানদের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি ও বিশাল সেনাবাহিনী সম্পর্কে খলীফা আবূ বকর (রা)-কে জানালেন। তিনি নির্দেশ দিয়ে লিখলেন, আপনারা সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাত্র বাহিনী হন। তারপর মুশরিকদের মুকাবিলা করুন। আপনারা আল্লাহ্র সাহায্যকারী। যারা আল্লাহ্কে সাহায্য করে তিনি তাদের সাহায্য করেন। আর যারা তাঁকে অস্বীকার করে তিনি তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন। আপনাদের সৈন্য সংখ্যাকে কম বলা যায় না। তবে কথা হলো পাপাচারিতা ও অন্যায় থেকে সকলকে মুক্ত থাকতে হবে। আর সবাই নিজ নিজ সঙ্গীদের সাথে মিলিত হবে। সিদ্দীক-ই-আকবর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম সেনাপতি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে নিয়োজিত করে খ্রিস্টানদেরকে আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দূরে সরিয়ে রাখব। তিনি খালিদ (রা)-কে ইরাক ছেড়ে সৈন্য-সামন্তসহ সিরিয়া চলে যেতে এবং সেখানে যারা আছে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পত্র লিখলেন। তিনি এও লিখলেন যে, যুদ্ধ শেষে তিনি পুনরায় ইরাক ফিরে এসে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবেন।

মুসলিম সেনাপতিদের এক বাহিনীতে সমবেত হওয়ার বিষয়ে খলীফার নির্দেশের কথা হিরাক্লিয়াস অবগত হলো। তিনিও তার বাহিনীসমূহকে এক বাহিনীতে সমবেত হবার নির্দেশ দেন। তিনি এ নির্দেশও দেন যে, তারা যেন এমন একস্থানে অবস্থান নেয় যেখানে ময়দান

বিস্তৃত, অবতরণ স্থল প্রশস্ত কিন্তু পালানোর পথ সংকীর্ণ। রোমান বাহিনীর সেনাপতি ছিল তার ভাই 'তাযারুক'। অগ্রবাহিনীর অধিনায়ক 'জুরজাহ্'। দুপার্শ্ব বাহিনীর অধিনায়ক মাহান ও দারাকিম। মধ্য বাহিনীর অধিনায়ক কায়কালান।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আইয বলেছেন, আবদুল আ'লা সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয থেকে যে, ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য ছিল চব্বিশ হাজার। সেনাপতি ছিলেন আবূ উবায়দাহ্। রোমানদের সৈন্য ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। ওদের সেনাপতি মাহান ও সাকলাব।

ইব্‌ন ইসহাকও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন যে, সেদিন রোমানদের সেনাপতি ছিল সাকলাব খাসী। তার অধীনে ছিল এক লাখ সৈন্য। সম্মুখ বাহিনীর অধিনায়ক ছিল জুরজায্। তার অধীনে ছিল ১২ হাজার আর্মেনীয় সৈন্য। আরব খ্রিস্টানদের নেতৃত্বে ছিল জাবালাহ্ ইব্‌ন আয়হাম। তারা ছিল সংখ্যায় ১২ হাজার। মুসলিমদের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার মাত্র। মুসলমানগণ তা সত্ত্বেও প্রচণ্ড যুদ্ধ করে রোমানদের বিরুদ্ধে। পুরুষ যোদ্ধাদের সমর্থনে মুসলিম মহিলারাও যুদ্ধে অংশ নেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যান।

ওয়ালীদ ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র থেকে বর্ণিত যে, মাহান আরমানীর নেতৃত্বে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস দুই লাখ সৈন্য প্রেরণ করেন। সায়ক বলেন, রোমানগণ অগ্রসর হলো। ইয়ারমুকের নিকটবর্তী 'ওয়াকওয়াসা' নামক স্থানে এসে তারা শিবির স্থাপন করে। ওই ময়দানে তারা পরিখা খনন করে। অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য চেয়ে এবং ইয়ারমুকে খ্রিস্টান সৈন্য সমাবেশের সংবাদ জানিয়ে সাহাবিগণ খলীফার নিকট দূত পাঠান। খলীফা এই মর্মে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে চিঠি লিখলেন যে, তিনি যেন ইরাকে অন্য কাউকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিজে সেনাবাহিনীসহ দ্রুত সিরিয়া গিয়ে পৌঁছেন। ওখানে গিয়ে তিনিই হবেন যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। তিনি মুছান্না ইব্‌ন হারিছাকে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দ্রুত সিরিয়ার পথে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে ছিল নয় হাজার পাঁচশ মুসলিম সৈন্য। রাফি ইব্‌ন উমায়রা তাঈ হলো পথপ্রদর্শক। সে অগ্রসর হতে লাগল পাহাড়ী পথে। তারা এসে পৌঁছলেন 'কারাকির' অঞ্চলে। পথপ্রদর্শক রাফি' এমন পথে চলছিল যে পথে ইতোপূর্বে কেউ আসেনি। তাঁরা পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, ধু-ধু ময়দান, গাছ-গাছড়া বিহীন বিরান ভূমি অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। কখনো পাহাড়ের চূড়ায়, কখনো সমতল ভূমি পার হচ্ছিলেন তাঁরা। রাফি' তাদেরকে এমন পথে নিয়ে এসেছে যেখানে শুধু পানিবিহীন মরু প্রান্তর। উটগুলো হয়ে পড়ে তৃষ্ণার্ত। তাঁরা উটকে বার বার পানি পান করিয়ে নেন। তারপর সেগুলোর নিচের ঠোঁট কেটে মুখ বেঁধে ফেলা হয় যাতে সে মুখ নাড়াচাড়া ও পেটের কিছু মুখে আনতে না পারে। এগুলোকে সাথে নিয়েই তাঁরা পথ চলতে লাগলেন। যেতে যেতে যখন এমন স্থানে পৌঁছলেন যে, সেখানে কোন পানি নেই। তখন তারা এই উট জবাই করে সেগুলোর পেটে রক্ষিত পানি পান করলেন।

কথিত আছে যে, কোন জায়গায় পানি পাওয়া গেলে ওই পানি তাঁরা তাঁদের ঘোড়াগুলোকেও ভালভাবে পান করিয়েছেন। আর পানিবিহীন স্থানে আসার পর ওই ঘোড়া জবাই করে পেটে রক্ষিত পানি বের করে, পান করেছেন এবং ওগুলোর গোশত খেয়েছেন। অবশেষে তাঁরা সিরিয়া এসে পৌঁছলেন। আলহামদুলিল্লাহ্! পাঁচদিনের একটানা সফরের পর তাঁরা এখানে এলেন। 'তাদমুর' অঞ্চল দিয়ে তাঁরা রোমানদের উপর চড়াও হলেন। তাদমুরের

অধিবাসিগণ আত্মসমর্পণ করেন এবং সন্ধি স্থাপন করে। 'আযরা' অঞ্চল অতিক্রমের সময় সেখানকার ধন-সম্পদ সংগ্রহ বৈধ ঘোষণা করা হয়। ফলে মুসলিম সৈন্যরা গাস্সানী শত্রুদের প্রচুর ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নেয়। তাঁরা দামেশকের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বের হন। তারপর যেতে যেতে বুসরা গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সাহাবা-ই-কিরাম ওখানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সেখানে পৌঁছার পর এলাকাবাসী তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করে এবং ওই অঞ্চল তাঁর নিকট হস্তান্তর করে। সিরিয়া এটিই প্রথম বিজিত শহর। গাস্সান গোত্রের ধন-সম্পদ যা মুসলিম সৈন্যদের অধিকার করেছিল নিয়মানুযায়ী তার $\frac{১}{৫}$ অংশ হযরত খালিদ (রা) খলীফা সিদ্দীক-ই-আকবার (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানীর মাধ্যমে।

এরপর হযরত খালিদ, আবূ উবায়দা, মুরছাদ ও শুরাহ্বীল (রা) প্রমুখ সেনাপতি হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর সাহায্যার্থে এগিয়ে গেলেন। মা'ওয়ারের আরবা অঞ্চলে রোমান সৈন্যরা আমর ইব্ন আস (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অবশেষে 'আজনাদায়ন' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত খালিদ (রা)-এর ওই অভিযানে অংশগ্রহণকারী জনৈক মুসলিম মুজাহিদ এ সম্পর্কে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেন ঃ

لِلّٰهِ عَيْنَا رَافِعٍ اَنَّى اهْتَدٰى * فَوْزَ مِنْ قُرَاقِرٍ اِلَى سُوٰى -

পথ প্রদর্শনকারী রাফি'-এর দুটো চোখ আল্লাহ্র জন্যে উৎসর্গ হোক, কীভাবে সে পথ চিনল ? সদলবলে উটে চড়ে কারাকির থেকে নাওয়া গিয়ে পৌঁছল ?

خِمْسًا اِذَا مَا سَارَهَا الْجَيْشُ بَكٰى * مَا سَارَهَا قَبْلَكَ اِنْسِىٌّ اَرٰى -

মাত্র পাঁচ দিনেই খালিদ এই পথ অতিক্রম করেছেন। এই পথ এমন দুর্গম ও কঠিন ছিল যে, চলতে গিয়ে সৈনিকগণ কেঁদে ফেলেছে। আমার জানা মতে, এই পথে ইতিপূর্বে কোন মানব সন্তান যাতায়াত করেনি।

এই যাত্রায় জনৈক আরব দলনেতা খালিদকে বলেছিলেন, ভোরবেলা যদি আপনি অমুক গাছের নিকট পৌঁছতে পারেন তবে আপনিও প্রাণে বাঁচবেন, আপনার সঙ্গী-সাথিগণও বেঁচে যাবে। অন্যথায় দলবলসহ আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। হযরত খালিদ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে যাত্রা করলেন এবং ভোরবেলা ওই গাছের নিকট পৌঁছে গেলেন। সেনাপতি খালিদ (রা) বললেন, "নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করা হয় ভোরবেলা"— এরপর এটি একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হলো। তিনিই সর্বপ্রথম এ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন।

পূর্ববর্তী বর্ণনার উপসংহার স্বরূপ সায়ফ ইব্ন উমর এবং আবূ নাহীফ প্রমুখ বলেছেন যে, সেনাপতিগণসহ রোমান সৈন্যগণ 'ওয়াকওয়াসায়' সমবেত হলো। মুসলমানগণও তাদের অবস্থান স্থল থেকে বের হন এবং রোমানদের কাছাকাছি এসে এমন এক রাস্তায় অবস্থান গ্রহণ করেন যে, ওই রাস্তা ব্যতীত রোমানদের বের হওয়ার কোন রাস্তা ছিল না। এ প্রেক্ষিতে আমর ইব্ন আস উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিয়ে বললেন, 'হে লোক সকল! সবাই সুসংবাদ নিন। আল্লাহ্র কসম, রোমানগণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর অবরুদ্ধ ব্যক্তি খুব কমই কল্যাণ লাভ করে।

কথিত আছে যে, রোমানদের প্রতি অভিযান পরিচালনার নীতি ও কৌশল সম্পর্কে যখন সাহাবীগণ পরামর্শ করছিলেন তখন সমরনেতাগণও সেখানে উপস্থিত হলেন। এক পর্যায়ে সেখানে উপস্থিত হলেন আবূ সুফিয়ান। তিনি বললেন, আমি ধারণা করতাম না যে, আমি এমন আয়ু পাব যে, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত এমন কোন শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হব অথচ ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজির হতে পারব না। এরপর তিনি পরামর্শ দিলেন যে, পুরো মুজাহিদ বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করা হোক। তারপর $\frac{১}{৩}$ অংশ সবার আগে যাত্রা করে রোমানদের মুখোমুখি কোন জায়গায় অবস্থান নিবে। তারপর $\frac{১}{৩}$ অংশ সৈন্যের ২য় দলটি মালপত্র এবং মহিলাদেরকে নিয়ে অগ্রসর হবে। খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে অপর $\frac{১}{৩}$ অংশ অপেক্ষা করতে থাকবে। আপাতত অগ্রসর হবে না। মালপত্র ও মহিলাসহ ২য় দল ১ম দলের সাথে মিলিত হয়েছে এমন তথ্য নিশ্চিত হয়ে খালিদ (রা) তাঁর সাথী সৈন্যদেরকে নিয়ে অগ্রসর হবেন। তাঁর বাহিনী নিয়ে তিনি শিবির স্থাপন করবেন সমতল ভূমি ও উন্মুক্ত ময়দান পেছনে রেখে। যাতে বাহির থেকে সাহায্য-সামগ্রী ও রসদপত্র তাঁদের নিকট পৌঁছানো যায়। বস্তুত আবূ সুফিয়ান (রা) যে পরামর্শ দিয়েছেন মুসলিম নেতৃত্ব তা-ই গ্রহণ করেছেন। ওই পরামর্শ খুবই উত্তম ছিল।

ওয়ালীদ উল্লেখ করেছেন সাফওয়ান সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন জুবায়র থেকে। তিনি বলেছেন যে, রোমানগণ অবস্থান করেছিল দিয়ার-ই-আইয়ুব ও ইয়ারমুকের মধ্যবর্তী স্থানে। আর মুসলমানগণ অবস্থান নিয়েছিল অন্য প্রান্তে নদীর পাশে। আযরুআত অঞ্চলকে তারা পেছনে রেখেছিল যাতে ওই পথে মদীনা থেকে তাদের নিকট সাহায্য পৌঁছতে পারে।

কেউ কেউ বলেন যে, খালিদ (রা) ওখানে এসেছিলেন পরে। প্রথমে সাহাবা-ই-কিরাম (রা) রোমানদের মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে ওদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। পুরো রবিউল আউয়াল মাস অবরোধ চলতে থাকে। ওই মাস যখন শেষ হয় এবং এ সকল আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন তারা অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে খলীফার নিকট দূত পাঠান। খলীফা সিদ্দীক-ই-আকবর (রা) বললেন, ওই দায়িত্ব পালনের জন্যে খালিদ আছে। তিনি সিরিয়া যাবার জন্যে খালিদকে নির্দেশ দেন। এরপর রবিউল আখির মাসে হযরত খালিদ (রা) সিরিয়া গিয়ে মূল মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেন। এদিকে খালিদ (রা) মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হন আর ওদিকে রোমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসে সেনাপতি 'মাহান'। তার সাথে ছিল খ্রিস্টান পাদ্রী, সন্ন্যাসী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবায়েতগণ। খ্রিস্ট ধর্মের রক্ষা ও বিজয়ের জন্যে তারা খ্রিস্টান সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করছিল। অবশেষে রোমান সৈন্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় দু'লাখ চল্লিশ হাজারে। তাদের মধ্যে ৮০ হাজার হলো লোহার শিকল ও রশিতে বাঁধা। ৮০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৮০ হাজার পদাতিক। সায়ফ বলেন, যারা শিকলে বাঁধা ছিল তাদের প্রতি দশজন এক শিকলে বাঁধা ছিল যাতে তারা যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে। এরূপ বাঁধা সৈন্যের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

সায়ফ বলেন, এক পর্যায়ে সাথী সৈন্যদেরকে নিয়ে ইকরামা এসে যোগ দিলেন মুসলিম বাহিনীর সাথে। ফলে সাহাবীদের সৈন্য সংখ্যা ৩৬ হাজার থেকে ৪০ হাজারে উন্নীত হলো।

ইব্ন ইসহাক এবং মাদাইনী অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'আজনাদায়ন' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের পূর্বে। ১৩ হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসের দুদিন

অবশিষ্ট থাকতে আজনাদায়ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওই যুদ্ধে বহু সাহাবী শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত রোমানদের পরাজয় ঘটে। বিজয়ী হয় মুসলমানগণ। রোমান সেনাপতি কায়কালান ওই যুদ্ধে নিহত হয়।

সেনাপতি কায়কালান একজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিল মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্যে। গুপ্তচর লোকটি ছিল আরব খ্রিস্টান। গুপ্তচর গোপনে মুসলমানদের অবস্থান দেখে এসে তাকে বলে যে, আমি দেখলাম, ওরা এমন এক সম্প্রদায় রাতভর ইবাদত-বন্দেগী করে আর দিনভর ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে। আল্লাহ্র কসম! ওদের কোন রাজপুত্রও যদি চুরি করে তবে তারা তার হাত কেটে দেয়। রাজপুত্রও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তারা পাথর নিক্ষেপে ওকে হত্যা করে। একথা শুনে সেনাপতি কায়কালান বলল, 'আল্লাহ্র কসম! তোমার বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে দুনিয়ার অভ্যন্তর তার বহির্ভাগের চেয়ে ভাল। পৃথিবীর পেট তার পিঠের চেয়ে উত্তম।'

সায়ফ ইব্ন উমর বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এসে মুসলিম সৈন্যদের বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত দেখতে পান। আবূ উবায়দা ও আমর ইব্ন 'আসের নেতৃত্বাধীন সৈন্যগণকে পেলেন একদিকে আর ইয়াযীদ ও শুরাহবীলের নেতৃত্বাধীন সৈন্যগণকে পেলেন একদিকে। হযরত খালিদ দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে খুতবা দিলেন। তিনি সকলকে এক দলে অন্তর্ভুক্ত হবার নির্দেশ দিলেন। বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করলেন। সবাই সমবেত ও একদলে অন্তর্ভুক্ত হলো এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হলো। এটি হলো জুমাদাল উখরা মাসের প্রথম দিকের ঘটনা। হযরত খালিদ (রা) বক্তৃতার জন্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। তাঁর গুণগান করলেন। তারপর বললেন, এটি আল্লাহ্র দিনগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। এই দিনে গর্ব করাও উচিত নয়, সীমালংঘন করাও সমীচীন নয়। খাঁটি নিয়তে আপনারা জিহাদ করুন। একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করুন। আজকের এই দিন পরবর্তী দিনগুলোর জন্যে মাইল ফলক। আজ যদি আমরা ওদেরকে পরাজিত করতে পারি তবে ভবিষ্যতে আমরা ওদেরকে পরাজিত করেই যাব। আর আজ যদি ওরা আমাদেরকে পরাজিত করে তাহলে আমরা পরবর্তীতে ওদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারব না। সুতরাং আসুন আমরা পালাক্রমে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করি। আমাদের কেউ আজ নেতা হবে, কেউ পরের দিন। আর কেউ নেতা হবে তারও পরের দিন। এভাবে আপনাদের সকলে নেতৃত্বের আসনে আসীন হবেন। আজকের জন্যে সকলে নেতৃত্ব আমার নিকট হস্তান্তর করুন। সকলে তাঁকে নেতৃত্ব হস্তান্তর করলেন। সবাই ধারণা করেছিল যে, এই যুদ্ধ অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে।

রোমানগণ পূর্ণ প্রস্তুতি ও সতর্কতা সহকারে বের হলো। এমন প্রস্তুতি ইতিপূর্বে তারা কখনো নেয়নি। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-ও এমন প্রস্তুতি ও সতর্কতা সহকারে বের হলেন যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। তিনি সেনাবাহিনীকে ৩৬ থেকে ৪০টি গ্রুপে বিভক্ত করে বের হলেন। প্রতি গ্রুপে সৈনিক সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রতি হাজারে একজন করে সেনাপতি। মূল বাহিনীর সেনাপতিত্বে নিয়োজিত করলেন আবূ উবায়দাহ্ (রা)-কে। ডান বাহু বা ডান দিকের বাহিনীর অধিনায়কত্ব দেন আমর ইব্ন আস (রা)-কে এবং তাঁর সহযোগী হিসেবে নিয়োজিত করেন শুরাহবীল (রা)-কে। বাম বাহু বা বাম দিকের বাহিনীর সেনাপতিত্ব দিলেন ইয়াযীদ ইব্ন আবী সুফিয়ান (রা)-কে। প্রত্যেক বড় গ্রুপের জন্যে পৃথক পৃথক

সেনাপতি নিয়োগ দিলেন। একটি দলের অধিনায়ক কুবাব ইব্ন আশীম এবং অপর একটি দলের অধিনায়ক নিয়োগ করেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে। বিচারক নিযুক্ত করলেন আবূ দারদা (রা)-কে। সৈনিকদের উপদেশ দাতা ও উৎসাহ দানকারী ছিলেন আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব। কুরআন তিলাওয়াতকারী দিলেন মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)-কে। তিনি এখানে-ওখানে গিয়ে গিয়ে সৈনিকদের নিকট সূরা আনফাল ও জিহাদের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলেন।

ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আপন সনদে বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন সেনাবাহিনীর চার বাহুতে চারজন সেনাপতি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁরা হলেন আবূ উবায়দাহ্, আমর ইব্ন আস, শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানাহ্ এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবী সুফিয়ান (রা)। মুজাহিদগণ নিজ নিজ পতাকা অনুসরণ করে যাত্রা করলেন। সেনাবাহিনীর ডান বাহুতে অধিনায়ক ছিলেন মুআয ইব্ন জাবাল (রা)। বাম বাহুতে নাফাছাহ্ ইব্ন উসামা কিনানী। পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক হাশিম ইব্ন উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস এবং অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)। তিনি ছিলেন যুদ্ধের মূল পরিকল্পনাকারী ও উপদেষ্টা। তাঁর সিদ্ধান্তে সকলে সন্তুষ্ট ছিল।

প্রচণ্ড বীরত্ব, অহংকার ও গৌরব প্রদর্শন করে রোমান বাহিনী ময়দানে নেমে এল। সমতল ও পার্বত্য সকল স্থান জুড়ে ওই দিক অন্ধকার করে তারা এগুতে লাগল। তারা যেন কালো মেঘ। উচ্চৈঃস্বরে হাঁক ডাক দিতে দিতে তারা অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের ধর্মযাজকগণ ইনজীল পাঠ করছিল এবং ওদেরকে যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করছিল। হযরত খালিদ (রা) অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে সেনাবাহিনীর সম্মুখে ছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট গেলেন। তাঁকে বললেন, আমি একটি পরামর্শ দিতে চাই। আবূ উবায়দা বললেন, আল্লাহ্ যে নির্দেশ গিয়েছেন তা আমাদেরকে বলুন, আমরা তা শুনব ও মানব।

খালিদ (রা) বললেন, ওই শত্রুপক্ষের উপর একটি প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করা জরুরী। যে আক্রমণ সামলাতে তারা অক্ষম হয়ে পড়বে। তবে আমি আমাদের সেনাবাহিনীর ডান ও বাম বাহু সম্পর্কে শংকিত। আমি মনে করি, আমার অশ্বারোহী বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ডান বাহু ও বাম বাহুর পেছনে নিয়ে যাই। তাহলে মূল সেনাবাহিনী অক্ষম হয়ে পড়লে অশ্বারোহী বাহিনী ওদেরকে সাহায্য করবে। আবূ উবায়দা (রা) বললেন, আপনার অভিমত অতি উত্তম। তারপর হযরত খালিদ (রা) সেনাবাহিনীর ডান বাহুর পেছনে অশ্বারোহী বাহিনীর এক অংশের নেতৃত্বে থাকলেন আর অশ্বারোহী বাহিনীর অপর অংশের নেতৃত্ব দিলেন কায়স ইব্ন হুবায়রাকে। তিনি আবূ উবায়দা (রা)-কে নির্দেশ দিলেন মূল বাহিনী থেকে সরে গিয়ে পুরো সেনাবাহিনীর পেছনে গিয়ে অবস্থান নিতে। যাতে কোন সৈন্য পালিয়ে যেতে চাইলে তাঁকে দেখে লজ্জা পায় এবং যুদ্ধে ফিরে আসে। আবূ উবায়দা তাঁর স্থলে মূল বাহিনীতে সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা)-কে দায়িত্ব দিলেন। সাঈদ ইব্ন যায়দ ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারা বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। ঘোড়া ছুটিয়ে সর্বাধিনায়ক খালিদ (রা) সেনাবাহিনীর পেছনে অবস্থানকারী মহিলাদের নিকট এলেন। ওদের নিকট কতক তরবারি, বর্ম ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ছিল। মহিলাদেরকে তিনি বললেন, যদি তোমরা কোন সৈন্যকে দেখতে পাও

যে, সে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তবে তোমরা ওকে খুন করে ফেলবে। এরপর হযরত খালিদ নিজ স্থানে ফিরে এলেন।

উভয় দল মুখোমুখি হলো। দু'দলই যুদ্ধের আহ্বান জানাল। তখন হযরত আবূ উবায়দা (রা) উপদেশ দিতে গিয়ে মুসলমানদের বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহ্কে সাহায্য করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে সাহায্য করবেন এবং আপনাদেরকে স্থির ও অবিচল রাখবেন। হে মুসলিমগণ! ধৈর্য অবলম্বন করুন, কারণ ধৈর্য হলো কুফরী থেকে মুক্তির উপায়, প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম এবং অপমান ও লজ্জা দমনকারী। আপনারা সারি ত্যাগ করবেন না। সাধারণ অবস্থায় ওদের দিকে এক কদমও অগ্রসর হবেন না। প্রথমে নিজেরা যুদ্ধের সূচনা করবেন না। শত্রুর লক্ষ্য করে তীর তাক করে থাকবেন। ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা করবেন। অবশ্যই নির্বাক ও নীরব থাকবেন। মনে মনে আল্লাহ্র যিক্র করবেন। আমার নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এভাবে থাকবেন।

বর্ণনাকারীগণ বলেন, মুআয ইব্ন জাবাল (রা) সম্মুখে এলেন। তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে উপদেশ দিয়ে বলতে লাগলেন, হে কুরআন অনুসারী লোকজন! কিতাব রক্ষাকারী মানুষগণ! সত্য হিদায়াতের সাহায্যকারিগণ। জেনে রাখুন, শুধু কামনা ও বাসনা দিয়ে আল্লাহ্র রহমত ও জান্নাত পাওয়া যায় না। সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাগফিরাত ও প্রশস্ত রহমত দান করেন না। আপনারা কি শুনেন নি? আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ـ يَعْبُدُوْنَنِى وَلاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ـ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই যেমন তিনি দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন। এবং তাদেরকে ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না। তারপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। (সূরা ২৪, নূর ঃ ৫৫)

আল্লাহ্ আপনাদেরকে অনুগ্রহ করুন। আপনারা শত্রুর মুকাবিলায় পালিয়ে যাচ্ছেন এমনটি আল্লাহ্র নজরে পড়বে বলে লজ্জা করুন। আপনারা সকলেই তো তাঁর কর্তৃত্বাধীন। তিনি ছাড়া কোন আশ্রয় নেই, তিনি ব্যতীত কোন শক্তিদাতা নেই।

আমর ইব্ন আস বলেন, হে মুসলিম জনতা! দৃষ্টি অবনত রেখো। সওয়ারীতে বস মজবুতভাবে। তীর তাক করে থেকো। ওরা তোমাদের উপর হামলা করলে ওদেরকে একটু সুযোগ দিয়ে দিবে। ওরা যখন তোমাদের বর্শার নাগালে এসে যাবে তখন সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে

পড়বে ওদের উপর। কসম সেই মহান সত্তার যিনি সত্যবাদিতা পছন্দ করেন এবং তাতে পুরস্কৃত করেন। যিনি মিথ্যাবাদিতাকে ঘৃণা করেন। যিনি সৎকর্মের প্রতিদান সৎকর্ম দিয়েই প্রদান করেন। আমি শুনেছি মুসলমানগণ এই দেশ জয় করবে। প্রত্যেক কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। প্রতিটি প্রাসাদ দখল করবে। সুতরাং শত্রুপক্ষের বিশাল সমাবেশ ও সংখ্যাধিক্যে তোমরা ভীত হয়ো না, ভয় পেয়ো না। এটা নিশ্চিত যে, তোমরা যদি যথোচিত হামলা চালাতে পার তবে ওরা উড়ে যাবে, পালিয়ে যাবে ডাহুকের বাচ্চার ন্যায়।

আবূ সুফিয়ান বললেন, হে মুসলিমগণ! আপনারা আরব জাতি। এখন আপনারা অবস্থান করছেন অনারব অঞ্চলে। তবে পরিবার-পরিজন থেকে এখন আপনারা বিচ্ছিন্ন। মুসলিম শহর নগর থেকে এবং আমীরুল মু'মিনীন-খলীফা থেকে এখন আপনারা দূরে, বহু দূরে। এখন আপনারা শত্রুদের মুখোমুখি। শত্রু সংখ্যা বহু বেশি। আপনাদের প্রতি ওরা ক্ষ্যাপা, মহাক্ষ্যাপা। ইতোপূর্বে আপনারা ওদের দেশে এসে ওদের পরিবার-পরিজনের নিকট এসে ওদের মালের ক্ষতি করেছেন, ওদের উপর আক্রমণ করেছেন। মনে রাখবেন, সততা ও নিষ্ঠার সাথে ওদের মুকাবিলা না করলে এবং বিপদসঙ্কুল স্থানে ধৈর্য না ধরলে আল্লাহ্ আপনাদেরকে ওদের হাত থেকে মুক্তি দিবেন না। এবং তিনি আপনাদের প্রতি সন্তুষ্টও হবেন না। মনে রাখবেন এটিই চিরাচরিত নিয়ম। আপনাদের জন্মভূমি আপনাদের নিকট থেকে অনেক দূরে। আমীরুল মু'মিনীন-খলীফা এবং মুসলিম জনগণ আর আপনাদের মাঝে রয়েছে বহু মাঠ-প্রান্তর পাহাড়-পর্বতের ব্যবধান। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহ্র দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের আশা ব্যতীত কোন আশ্রয় ও রক্ষাস্থল নেই। আল্লাহ্ই সর্বোত্তম সাহায্যকারী। আপনারা নিজ নিজ তরবারির সাহায্যে আত্মরক্ষা করুন। একে অন্যকে সাহায্য করুন। এটি যেন আপনার জন্যে দুর্গ ও নিরাপত্তা-স্থান হয়। এরপর আবূ সুফিয়ান (রা) গেলেন মহিলাদের নিকট। ওদেরকে ওয়ায ও নসীহত করলেন। তারপর ফিরে এসে ডেকে ডেকে বললেন, হে মুসলিম জনতা! উপস্থিত হয়ে গিয়েছে যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও জান্নাত আপনাদের সম্মুখে। শয়তান ও জাহান্নাম আপনাদের পেছনের দিকে। তারপর আবূ সুফিয়ান স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

সেদিন আবূ হুরায়রা (রা)-ও লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলছিলেন, মুসলিমগণ! দ্রুত অগ্রসর হোন আয়তলোচনা হুরদের প্রতি এবং আপন প্রতিপালকের সান্নিধ্য অর্জনের প্রতি, নিআমতে ভরপুর জান্নাতের প্রতি। এখানে আপনারা আপনাদের প্রতিপালকের যত প্রিয় স্থানে অবস্থান করছেন অন্য কোন স্থানে তা হয় না। জেনে রাখুন, ধৈর্যশীলদের জন্যে তাদের মর্যাদা রয়েছেই।

সায়ফ ইব্ন উমর তাঁর শায়খদের সনদ উল্লেখ করে বলেছেন যে, ঐতিহাসিকদের অভিমত যে, ওই মুসলিম সেনাবাহিনীতে এক হাজার সাহাবী ছিলেন এবং তাঁদের একশ ছিলেন যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আবূ সুফিয়ান সৈন্যদের সকল ডিভিশনে গিয়ে গিয়ে বলছিলেন, আল্লাহ্, আল্লাহ্ হে সৈনিকগণ! তোমরা আরবদের প্রতিনিধি এবং ইসলামের সাহায্যকারী। ওরা খ্রিস্টানদের প্রতিনিধি এবং শিরকবাদের সাহায্যকারী। হে আল্লাহ্ ! আপনার দিনগুলোর মধ্যে আজকের এই দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হে আল্লাহ্ ! আপনার বান্দাদের উপর আপনার সাহায্য নাযিল করুন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ যখন ইরাক থেকে এখানে এলেন তখন জনৈক আরব খ্রিস্টান খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে বলেছিলেন, হায় ! রোমানগণ সংখ্যায় কত বেশি! আর মুসলমানগণ কত কম! হযরত খালিদ (রা) তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে রোমানদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা ভয় দেখাচ্ছ ? মনে রেখ, আল্লাহ্র সাহায্য পেলে কম সংখ্যক সৈন্য বেশি সংখ্যক সৈন্যে পরিণত হয় আর লাঞ্ছনা ও অবমাননা এসে গেলে বহু সংখ্যক সৈন্যও কম সংখ্যার ন্যায় হয়ে যায়। জয়-পরাজয় সৈন্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। আমি কামনা করছি যে, আশকার যদি তার ব্যাথা থেকে মুক্ত হয়ে এখানে আসতে পারত। আর ওই শত্রুরা যদি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও দুর্বল হয়ে যেত। মূলত আশকার-এর ঘোড়া তাঁকে আহত করে দিয়েছে এবং তিনি ইরাক ছেড়ে আসতে অপারগ হয়ে পড়েছেন।

মুসলিম ও রোমান সৈন্যগণ যখন মুখোমুখি তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে এগিয়ে গেলেন আবূ উবায়দা ও ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)। তাঁদের সাথে ছিলেন দিরার ইব্ন আযওয়ার, হারিছ ইব্ন হিশাম এবং আবূ জানদাল ইব্ন সুহায়ল। রোমানদের নিকট গিয়ে তাঁরা ডাক দিয়ে বললেন, আমরা তোমাদের সেনাপতির সাথে সাক্ষাত করতে এবং কথা বলতে চাই। ওরা তাঁদেরকে সেনাপতি 'তাযারুক'-এর নিকট যাবার অনুমতি দিল। তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখলেন, 'তাযারুক' বসে আছে রেশমের তৈরি এক তাঁবুর মধ্যে। তাঁরা বললেন এমন স্থানে প্রবেশ করা আমরা বৈধ মনে করি না। সে তাঁদের জন্যে বাইরে রেশমের বিছানা বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল। সাহাবা-ই-কিরাম (রা) বললেন, আমরা এটির উপর বসব না। তারপর সাহাবা-ই-কিরামের পছন্দমত স্থানে 'তাযারুক' তাঁদের সাথে আলোচনায় বসল এবং উভয় পক্ষ সন্ধি স্থাপনে রাজী হলো। ওদেরকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান জানিয়ে সাহাবা-ই-কিরাম (রা) ওখান থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু তারা এই দাওয়াত গ্রহণ করল না।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম উল্লেখ করেছেন যে, মাহান খালিদ (রা)-কে তলব করেছিল উভয় পক্ষের মাঝখানে এসে আলোচনায় অংশ নিতে। যে মাহান ও খালিদ (রা) দু'জনে আলোচনা করে এমন সিদ্ধান্ত নিবেন যা উভয় দলের জন্যে কল্যাণকর হবে। দু'জনে আলোচনায় বসলেন। মাহান বলল, আমরা জানি যে, অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ আপনাদেরকে এ কাজে ঠেলে দিয়েছে। সুতরাং আসুন আমরা এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হই যে, আমরা আপনাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দশ দিনার, কিছু জামা-কাপড় ও খাদ্য প্রদান করব আর আপনারা তা নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন। আগামী বছরও আমরা আপনাদের জন্যে অনুরূপ দান-দক্ষিণা প্রেরণ করব। খালিদ (রা) বললেন, আপনি যা বলেছেন মূলত আমরা সেজন্যে বের হইনি। আমরা বরং বের হয়েছি এজন্যে যে, আমরা রক্ত-পিপাসু জাতি। আর আমরা জানতে পেরেছি যে, রোমানদের রক্ত খুব ভাল ও মজাদার। আমরা ওই রক্ত পান করার জন্যে এসেছি।

মাহান বলল, হায় এটা তো সে কথাই আরবদের সম্পর্কে যা আমরা বলাবলি করতাম। এরপর খালিদ (রা) এগিয়ে গেলেন ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্লের নিকট এবং কা'কা ইব্ন আমরের নিকট। তাঁরা দু'জনে মূল বাহিনীর দু'পাশে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে যুদ্ধ শুরুর নির্দেশ দিলেন। তাঁরা অবিলম্বে রণ-সঙ্গীত গেয়ে ঐ শত্রু পক্ষকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানান। উভয় পক্ষের সাহসী যোদ্ধাগণ বেরিয়ে এল এবং সাহসিকতার সাথে পায়চারি করতে

লাগল। যুদ্ধ তীব্রতা পেল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। একদল দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা সহকারে হযরত খালিদ সারির সম্মুখে অবস্থান নিলেন। উভয় পক্ষের বীর যোদ্ধাগণ পরস্পর হামলা ও আক্রমণ চালাচ্ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং তাঁর পক্ষের প্রত্যেক সেনা ইউনিটকে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধের যথোচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করছিলেন।

ইসহাক ইব্ন বাশীর সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয সূত্রে এবং তিনি দামেশকের প্রাচীন শায়খদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এরপর রোমান সেনাপতি মাহান যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে এল। এদিক থেকে বের হলেন সেনাপতি আবূ উবায়দাহ্ তিনি মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে। বাম বাহুর সেনাপতি কুবাব ইব্ন আশীম কিনানী। পদাতিক ডিভিশনের সেনাধ্যক্ষ হাশিম ইব্ন উতবা ইব্ন আবী ওয়াক্কাস এবং অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ। সৈন্যগণ নিজ নিজ পতাকা অনুসরণ করে যুদ্ধে নেমে পড়ল। আবূ উবায়দাহ্ (রা) মুসলমানদের নিকট যাচ্ছিলেন আর তাঁদেরকে ডেকে বলছিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ ! আপনারা আল্লাহকে সাহায্য করুন, তিনি আপনাদেরকে সাহায্য করবেন এবং আপনাদেরকে অবিচল রাখবেন। হে মুসলিম সম্প্রদায় ! ধৈর্য অবলম্বন করুন। ধৈর্য হলো কুফরী থেকে মুক্তির পথ। প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উপায় এবং লজ্জা ও অপমান দূরীকরণের মাধ্যম। আপনারা নিজ নিজ সারিতে স্থির থাকুন। শত্রুর দিকে পা বাড়াবেন না। নিজেরা যুদ্ধের সূচনা করবেন না। তীরগুলো সাজিয়ে প্রস্তুত থাকুন। ঢাল দিয়ে নিজেদেরকে আড়াল করে রাখুন। নীরবতা অবলম্বন করুন। অবশ্য আল্লাহর যিক্র তো করবেনই।

মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বেরিয়ে এলেন। তিনি উপদেশ দিয়ে বলছিলেন, হে কুরআন পন্থিগণ! আল্লাহ্র কিতাবের হিফাজতকারিগণ, হিদায়াত ও সত্যের সাহায্যকারিগণ, শুধু কামনা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা জান্নাত ও রহমত পাওয়া যায় না, সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা মাগরিফরাত ও তাঁর বিস্তৃত রহমত দান করেন না। আপনারা কি মহান আল্লাহ্র বাণী শোনেন নি? আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ـ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِى لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্র তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন। এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে আমার কোন শরীক করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। (সূরা– ২৪, নূর ঃ ৫৫)

আল্লাহ্ আপনাদেরকে দয়া করুন। আপনারা এটাকে লজ্জাকর মনে করুন যে, শত্রুর মুকাবিলায় আপনারা পালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ্ তেমনটি দেখবেন। আপনারা তো তাঁরই অধীনস্থ। তিনি ব্যতীত আপনাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই।

সেনাপতি আমর ইব্ন আস মুজাহিদদের সম্মুখে পায়চারি করছিলেন আর বলছিলেন, "হে মুসলিমগণ! দৃষ্টি অবনত রাখুন। সওয়ারীতে দৃঢ়ভাবে বসুন। তীর ও বর্শা প্রস্তুত করে ওদের দিকে তাক করে রাখুন। ওরা আপনাদের ওপর হামলা করলে আপনারা ওদেরকে অবকাশ দিবেন। ওরা যখন আপনাদের বর্শার নাগালে পৌঁছে যাবে তখন ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন সিংহের ন্যায়। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি সত্যবাদিতা পছন্দ করেন এবং সত্যবাদিতার পুরস্কার দেন। যিনি মিথ্যাবাদিতাকে ধ্বংস করেন এবং উত্তম কর্মের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমি শুনেছি মুসলিমগণ এই অঞ্চল জয় করবে শীঘ্রই। প্রতিটি কাফিরকে তারা পরাস্ত করবে এবং প্রতিটি দালান-কোঠা দখল করবে। সুতরাং শত্রুসেনাদের এই সমাবেশ ও সংখ্যাধিক্যে যেন আপনারা ভয় না পান। কারণ আপনারা যদি খালিস নিয়তে ওদের উপর সজোরে হামলা করেন তাহলে ওরা ডাহুকের ছানার ন্যায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে।

এরপর কথা বললেন আবূ সুফিয়ান। তিনি সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন এবং দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছেন। সেনাসদস্যদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, হে ইসলাম অনুসারী ব্যক্তিবর্গ! আপনারা যা দেখছেন তাতো উপস্থিত রয়েছেই। এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং জান্নাত আপনাদের সম্মুখেই। শয়তান ও জাহান্নাম রয়েছে আপনাদের পেছনে। তিনি মহিলাদেরকেও উৎসাহিত করলেন। তাদেরকে বললেন যে, কাউকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে দেখলে এই পাথর ও লাঠি দিয়ে তোমরা ওকে মারবে, যতক্ষণ না সে যুদ্ধ ময়দানে ফেরত না যায়।

সর্বাধিনায়ক খালিদ (রা) নির্দেশ দিলেন যে, সাঈদ ইব্ন যায়দ মূল বাহিনীতে থাকবেন। আবূ উবায়দা (রা) থাকবেন সকলের পেছনে। পলায়নকারীদের তিনি ফেরত পাঠাবেন। খালিদ (রা) অশ্বারোহী বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগ নিয়োজিত করলেন ডান পার্শ্ব বাহিনীর পেছনে আর অপর ভাগ থাকল বাম পার্শ্ব বাহিনীর পেছনে। যাতে মানুষ পালিয়ে যেতে না পারে। আর অশ্বারোহী যেন সাধারণ বাহিনীর পেছনে থেকে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। তাঁর সাথীগণ যুদ্ধ পরিকল্পনায় তাঁকে সমর্থন দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে যেমন বুঝিয়ে দেন আপনি তেমন করে চালিয়ে যান। ক্রুশ চিহ্ন উর্ধ্বে তুলে রোমানগণ অগ্রসর হলো। তারা বজ্রনিনাদের ন্যায় শব্দ ও চিৎকার করছিল। ধর্মযাজক ও পণ্ডিতগণ তাদের যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করছিল। সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে তারা এত উন্নত ছিল যে, তা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। মহান আল্লাহ্ই সাহায্যকারী এবং তাঁর উপরই নির্ভরতা।

ইয়ারমুক যুদ্ধে যারা ছিলেন তাঁদের একজন হযরত যুবায়র ইব্ন 'আওয়াম (রা)। সেখানে উপস্থিত সকল সাহাবীর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম। তিনি দক্ষ অশ্বারোহী ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন।

সেদিন কতক মুসলিম নেতা তাঁর নিকট একত্রিত হয়ে তাঁকে বলল, 'আপনি শত্রুর উপর হামলা চালাচ্ছেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার সাথে একযোগে ওদের উপর হামলা

চালাতাম।' তিনি বললেন, 'আপনারা তো স্থির থাকতে পারবেন না।' ওরা বলল, 'অবশ্যই আমরা স্থির থাকতে পারব।' তারপর তিনি শত্রুপক্ষের উপর হামলা করলেন। সাথী নেতারাও হামলা করলেন। রোমানদের মুখোমুখি হবার পর তাঁর সাথীগণ ফিরে এলে আর তিনি এগিয়ে গেলেন। তরবারি পরিচালনা করতে করতে তিনি রোমানদের সারি ফাঁক করে সোজা অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথীদের নিকট ফিরে এলেন। তাঁর সাথীগণ পুনরায় তাঁর নিকট আসেন। তারা প্রথমে যেমন বলেছিল পুনরায় তেমনি বলল। দ্বিতীয়বারেও তারা প্রথমবারের অনুরূপ আচরণ করল সেদিন তিনি তাঁর দু'কাঁধে দু'টো আঘাত পেয়েছিলেন। এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি একটি আঘাত পেয়েছিলেন। আমরা যা উল্লেখ করেছি এই মর্মের হাদীস ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এই যুদ্ধে হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) যখনই খ্রিস্টান যাজক ও পাদ্রীদের শব্দ শুনতেন তখনই বলতেন—

اَللّٰهُمَّ زَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَرْعِبْ قُلُوْبَهُمْ وَاَنْزِلْ عَلَيْنَا السَّكِيْنَةَ وَاَلْزِمْنَا كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَحَبِّبْ اِلَيْنَا اللِّقَاءَ وَاَرْضِنَا بِالْقَضَاءِ ـ

"হে আল্লাহ্! ওদের পা টলটলায়মান করে দিন। ওদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করে দিন। আমাদের উপর শান্তি নাযিল করুন। আমাদেরকে তাকওয়ার উপর অবিচল থাকতে দিন। শত্রুর মুখোমুখি হওয়াকে আমাদের নিকট পছন্দনীয় করে দিন এবং আপনার ফায়সালায় রাজী ও সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দিন।"

খ্রিস্টান সেনাপতি মাহান বেরিয়ে এল। তার বাম বাহু সৈন্যের সেনাপতি দাবারীজান-কে সে মুসলমানদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিল। আল্লাহ্র এই দুশমন ওদের মধ্যে ভাল উপাসনাকারী ছিল। সে মুসলিম সেনাদলের ডান বাহুর উপর আক্রমণ করল। ওখানে ছিল আয্দ, মুযহাজ, হাদারা-মাওত ও খাওলান গোত্রের সৈন্যগণ। তারা খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করল এবং আল্লাহ্র দুশমনদেরকে রুখে দিল। এরপর পাহাড়ের ন্যায় রোমান সৈন্যগণ মুসলমানদের উপর হামলা করে। মুসলিম সৈন্যগণ ডান বাহু থেকে সরে গিয়ে মূল সেনাদলের সাথে মিলিত হয়। শত্রুপক্ষের কিছু লোক মূল দল অতিক্রম করে মুসলিমদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মুসলমানগণ নিজ নিজ পতাকার ছত্রছায়ায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এরপর উভয় পক্ষ গণযুদ্ধ আহ্বান করে। একে অপরের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ তাদের সম্মুখস্থ রোমান সৈন্যদেরকে হটিয়ে দেয় এবং দলছুট লোকদের সাথে মিলিত হতে বাধা দেয়। ওদিকে মুসলিম সৈন্যদের মধ্য থেকে অস্থির ও অধৈর্য সৈন্যগণ যুদ্ধ ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চাইলে অপেক্ষমাণ মহিলাগণ ওদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে ও কাঠ দিয়ে প্রহার শুরু করে। এ সময়ে খাওলাহ্ বিন্ত ছালাবাহ নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

يَاهَارِبًا عَنْ نِسْوَةٍ تَقِيَّاتٍ * فَعَنْ قَلِيْلٍ مَاتَرٰى سَبِيَّاتٍ ـ

হে পলাতক ব্যক্তি! তুমি পালাচ্ছ সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে ফেলে রেখে। জেনে রাখ, অবিলম্বে তুমি ওদেরকে খ্রিস্টানদের হাতে বন্দী দেখতে পাবে।

وَلاَ حَصِيَّاتٍ وَلاَ رَضِيَّاتٍ -

এই বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ ও পছন্দের মহিলাদেরকে তোমরা আর দেখতে পাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সবাই স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যায়।

সায়ফ ইব্ন উমর আবূ উসমান গাস্সানী সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা বলেছেন যে, ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল বলেছিলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিরুদ্ধে আমি বহু যুদ্ধ করেছি আর হে খ্রিস্টানগণ তোমাদের মুকাবিলায় আজ আমি পালিয়ে যাব ? তারপর তিনি ঘোষণা দিলেন, 'কে আছ মৃত্যুবরণের জন্যে শপথ করতে পার ?' তাঁর আহ্বানে তাঁর চাচা হারিছ এবং দিরার ইব্ন আযওয়ার সহ প্রায় চারশ নেতৃস্থানীয় অশ্বারোহী মুজাহিদ শহীদ হবার জন্যে শপথ করেন। তাঁরা সবাই হযরত খালিদ (রা)-এর তাঁবুর সম্মুখে অবস্থান নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাঁদের সকলে আহত হন। অনেকেই শাহাদাতবরণ করেন। শাহাদাত বরণকারীদের অন্যতম হলেন দিরার ইব্ন আযওয়ার (রা)।

ওয়াকিদী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বলেছেন যে, তাঁরা যখন আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন তখন তাঁরা পানি চেয়েছিলেন। কিছু পরিমাণ পানি সেখানে আনা হলো। তাঁদের একজনের নিকট পানি আনা হলে অন্য একজন সেদিকে তাকিয়েছিলেন। তাই প্রথমজন বললেন, 'পানি আগে তাঁকে দিন।' তাঁর নিকট পানি আনা হলে অন্য একজন সেদিকে তাকিয়েছিলেন। ফলে দ্বিতীয়জন পানি পান না করে বললেন, 'অমুককে দিন।' এভাবে তাঁরা একে অন্যের নিকট পানি পাঠাতে লাগলেন। অবশেষে সকলে মারা গেলেন। কেউই পানি পান করলেন না। (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। বর্ণিত আছে যে, ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন যে ব্যক্তি তিনি হযরত আবূ উবায়দাহ্ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর আবূ উবায়দাহ্কে বললেন, 'আমি আমার লক্ষ্য হাসিলের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি কি কোন সংবাদ পাঠাবেন ? তাঁর সাথে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে ? আবূ উবায়দাহ্ (রা) বললেন, হ্যাঁ, আছে। আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার সালাম জানাবেন আর বলবেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তার সবগুলোই সত্য ও সঠিক পেয়েছি।'

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ওই লোক সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। সেদিন প্রত্যেক দল নিজ নিজ পতাকার অধীনে অবিচল থাকে। রোমানগণ তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল। যেন তারা যাঁতাকল। ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মগজ, ছড়ানো-ছিটানো হাতের কব্জি ও উড়ন্ত হাতের তালু ছাড়া কিছুই দেখা যায়নি। হযরত খালিদ (রা) তার সাথী অশ্বারোহীদেরকে নিয়ে শত্রু সৈন্যের বাম বাহুর উপর আক্রমণ চালালেন। ওরা ইতিপূর্বে মুসলিম সৈন্যদের ডান বাহুর উপর আক্রমণ করেছিল। তাঁরা ওদের বাম বাহুকে আক্রমণে আক্রমণে অস্থির করে মূল সৈন্যদলে মিশিয়ে দিলেন। এই হামলায় প্রায় ছয় হাজার রোমান সৈন্য নিহত হয়। তারপর হযরত খালিদ (রা) বলেন, তখন শত্রুপক্ষের আর ধৈর্য ও শক্তি নেই। আমি আশা করছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওদের ঘাড়গুলো তোমাদেরকে দান করবেন।' অর্থাৎ অবিলম্বে তোমরা ওদের উপর বিজয়ী হবে। তিনি মুখোমুখি হলেন শত্রু

সৈন্যের। তাঁর সাথী একশ' অশ্বারোহীকে নিয়ে প্রায় এক লাখ শত্রু সৈন্যের উপর আক্রমণ করলেন। যেদিকেই আক্রমণ করছিলেন সেদিকেই শত্রু সৈন্যদেরকে খতম করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সকল মুসলমান সেদিন একযোগে এক সাথে ওদের উপর হামলা চালিয়েছিল। হামলা প্রতিহত করতে না পেরে ওরা পিছু হটতে থাকে। মুসলমানগণ ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ওরা পরাজিত হয়।

বর্ণিত আছে যে, উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। প্রত্যেক পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বীর-বিক্রমে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ চালাচ্ছিল। তখনই আরব থেকে এক পত্রবাহক আসে। সে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নিকট খলীফার পত্র হস্তান্তর করে। খালিদ বললেন, খবর কী ? পত্রে কী সংবাদ রয়েছে ? পত্রবাহক একান্তে গিয়ে খালিদ (রা)-কে জানালেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইন্‌তিকাল করেছেন। হযরত উমর (রা) খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। এই সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে খলীফা আপনার স্থলে আবূ উবায়দা আমির ইবনুল জার্‌রাহ (রা)-কে নিয়োগ করেছেন। হযরত খালিদ (রা) বৃহত্তর স্বার্থে এই সংবাদ গোপন রাখলেন। এটি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করলেন না। এই আশংকায় যে, তাহলে সৈনিকদের মধ্যে দুর্বলতা ও হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। তিনি লোকজনকে শুনিয়ে পত্রবাহককে বললেন, আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন। তিনি চিঠিখানা গ্রহণ করলেন এবং নিজের ঝুড়িতে রাখলেন এবং পূর্বের ন্যায় আক্রমণ পরিচালনা ও যুদ্ধ পরিকল্পনায় মনোযোগ দিলেন। পত্রবাহক মুনাজ্জামাহ্ ইব্‌ন যানীমকে তাঁর পাশে রাখলেন। ইব্‌ন জারীর আপন সনদে এরূপই উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এক পর্যায়ে রোমান সৈন্য দলের অন্যতম সেনাপতি জুরজা বেরিয়ে এসে হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে কথা বলার প্রস্তাব দিল। হযরত খালিদ (রা) তার নিকট গেলেন। উভয়ের ঘোড়ার কাঁধ মিলে গেল, দু'জন খুব কাছাকাছি হয়ে গেলেন। জুরজা বলল, 'হে খালিদ! আপনি আমার সাথে সত্য কথা বলবেন, মিথ্যা নয়। কারণ স্বাধীন ও সাহসী ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে না। আমার সাথে প্রতারণা করবেন না। কারণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রতারণা করে না। বলুন তো, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাদের নবীর নিকট আকাশ থেকে কোন তরবারি নাযিল করেছিলেন যে, নবী নিজে ওই তরবারি আপনাকে হস্তান্তর করেছেন। আর ওই তরবারি আপনি যার উপর চালান সে-ই পরাজিত হয়—পরাস্ত হয়। হযরত খালিদ (রা) বললেন, না, তা তো নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি কোন তরবারি নাযিল করেননি। জুরজা বলল, 'তাহলে আপনাকে সায়ফুল্লাহ্— আল্লাহ্‌র তরবারি বলা হয় কেন ?' উত্তরে খালিদ (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ডেকেছেন, আমরা সকলে তাঁর নিকট থেকে পালিয়েছিলাম এবং দূরে বহু দূরে সরে গিয়েছিলাম। এরপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাঁকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং তাঁর অনুসরণ করে। আমাদের কতক তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর থেকে বহু দূরে চলে যায়। আমি ছিলাম তাদের দলে যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দূরে সরে গিয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অন্তর ও কপাল চেপে ধরলেন এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে হিদায়াত ও সত্য পথ দেখিয়েছেন। আমরা তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। তাঁর অনুসরণের অঙ্গীকার করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্‌র একটি

তরবারি, এই খোলা তরবারি আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের উপর নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সাহায্য করার জন্যে মহান আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন। এই প্রেক্ষাপটে আমি সায়ফুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র তরবারি নামে আখ্যায়িত হয়েছি। আর আমি মুশরিকদের জন্যে সর্বাধিক কঠোর ব্যক্তি।'

জুরজা বলল, খালিদ! আপনারা কোন্ বিষয়ের দিকে মানুষকে ডাকেন? তিনি বললেন, আমরা ডাকি এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিবে যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। জুরজা বলল, 'যদি কেউ আপনাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তার কী অবস্থা হবে?' খালিদ বললেন, 'তাহলে সে জিযিয়া কর দিবে এবং বিনিময়ে আমরা তার জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। সে বলল, যদি ওই ব্যক্তি জিযিয়া কর দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে কী হবে? হযরত খালিদ (রা) বললেন, 'তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিব এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' সে বলল, 'আজকের এই মুহূর্তে যদি কেউ আপনাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে তার কি অবস্থা হবে?' হযরত খালিদ (রা) বললেন 'তাহলে আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুসারে সে এবং আমরা সকলের অবস্থান এক হয়ে যাবে।' সে আমাদের সমমর্যাদার হয়ে যাবে। আশরাফ-আতরাফ উঁচু-নীচ ও পূর্ববর্তী-পরবর্তী সব একই মর্যাদার অধিকারী। জুরজা বলল, যে ব্যক্তি আজ ইসলাম গ্রহণ করবে আপনাদের দলভুক্ত হবে তার আর আপনাদের সওয়াব ও পুণ্য কি এক সমান হবে? তিনি বললেন 'হ্যাঁ, তা-ই, তবে সে আরো উত্তম পুণ্য পাবে।' সে বলল, 'ওই ব্যক্তি কীভাবে আপনাদের সমান হবে অথচ ইসলাম গ্রহণে আপনারা তার চেয়ে অগ্রবর্তী ও পুরাতন।' খালিদ (রা) বললেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি বাধ্য হয়ে। তারপর আমরা নবী ﷺ-এর হাতে বায়আত করেছি যখন তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর কাছে আসমান থেকে সংবাদ আসত। তিনি আমাদেরকে কুরআনের আলোকে বিভিন্ন বিষয় জানাতেন। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন ও মু'জিযা দেখাতেন। আমরা যা দেখেছি কেউ তা দেখলে এবং আমরা যা শুনেছি তা কেউ শুনলে সে ইসলাম গ্রহণ ও বায়আত সম্পাদনে সে বাধ্য হয়ে পড়ে। ইসলাম গ্রহণ ও বায়আত সম্পাদন তার কর্তব্য হয়ে যায়। আমরা যা স্বচক্ষে দেখেছি আপনারা তো তা দেখেন নি। আমরা যে সব আশ্চর্যজনক ঘটনা ও প্রমাণাদি শুনেছি আপনারা তা শুনেন নি। তসত্ত্বেও আপনাদের কেউ যদি খাঁটি নিয়তে—স্বচ্ছ বিশ্বাসে এই ইসলামে প্রবেশ করে সে আমাদের চাইতে উত্তম হবে না বা কেন?

জুরজা বলল, আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমার নিকট সত্য বলেছেন তো? প্রতারণা করেন নি তো? হযরত খালিদ (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার নিকট সত্য বলেছি এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে আপনি যা জিজ্ঞেস করেছেন, আমি যা বলেছি সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন। তখনি জুরজা তার ঢাল উল্টিয়ে ধরেন এবং হযরত খালিদ (রা)-এর দিকে ঝুঁকে পড়েন। জুরজা বলেন, আপনি আমাকে ইসলাম শিখিয়ে দিন। হযরত খালিদ জুরজাকে নিয়ে নিজ তাঁবুতে যান। মশক থেকে পানি ঢেলে তাঁকে ওযূ করিয়ে দেন এবং তাঁকে নিয়ে হযরত খালিদ (রা) দু'রাকআত নামায আদায় করেন, জুরজা হযরত খালিদ (রা)-এর সঙ্গে যাবার সাথে সাথে রোমানগণ মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। জুরজা-এর গমনকে তারা মনে করেছিল তাদের পক্ষে ওটা আক্রমণস্বরূপ। হঠাৎ আক্রমণে তারা মুসলমানদেরকে

পিছু সরিয়ে দেয়। তবে বিশেষ রক্ষী বাহিনীকে পারেনি। ওখানে নেতৃত্বে ছিলেন ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল এবং হারিছ ইব্ন হিশাম। হযরত খালিদ সওয়ারীতে উঠে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন জুরজা। রোমান সৈন্যগণ তখন মুসলিম সৈন্যদের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে।

হযরত খালিদের উপস্থিতিতে মুসলিম সৈন্যগণ পরস্পর ডাকাডাকি করে পাল্টা আক্রমণ চালায়। রোমানগণ নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যায়। হযরত খালিদ (রা) মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। তরবারি-তরবারিতে সংঘর্ষ শুরু হয়। দুপুর থেকে সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত হযরত খালিদ ও জুরজা প্রচণ্ড আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। মুসলমানগণ জোহর ও আসরের নামায আদায় করলেন ইশারায়। জুরজা (র) আহত হলেন এবং শহীদ হলেন। খালিদ (রা)-এর সাথে উক্ত দু'রাকআত ব্যতীত তিনি আর নামায পড়তে পারলেন না। রোমানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। মূল সৈন্যদল নিয়ে হযরত খালিদ অগ্রসর হলেন। তিনি শত্রু সৈন্য খতম করে করে রোমানদের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন রোমানদের সকল অশ্বারোহী পালিয়ে যায়, মুসলমানগণ নিজেদের ঘোড়া নিয়ে ওদেরকে তাড়া করেন। শেষ পর্যন্ত ওরা সকলে পালিয়ে যায়। সেদিন মাগরিব ও ইশার নামায বিলম্বিত হয়। বিজয় অর্জনের পর এই দু নামায আদায় করা হয়। হযরত খালিদ (রা) রোমানদের একটি কাফেলার দিকে এগিয়ে যান। ওরা ছিল পদাতিক বাহিনী। তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করলেন। একজনও অবশিষ্ট রাখেন নি। তাদের পতিত লাশগুলোকে মনে হচ্ছিল ভেঙ্গে পড়া প্রাচীর, ওদের যে সকল অশ্বারোহী পালিয়ে গিয়েছিল মুসলমানগণ ওদের পেছনে ছুটলেন। হযরত খালিদ বীরবিক্রমে ওদের পরিখা এলাকায় প্রবেশ করলেন।

বেঁচে যাওয়া রোমানগণ রাতের অন্ধকারে ওয়াক ওয়াসায় গিয়ে পৌঁছে। একই রশিতে বাঁধা কয়েদিদেরকে যখন সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল তখন একজন পরিখার মধ্যে পড়ে গেলে তার সাথে যারা ছিল তারাও পড়ে যাচ্ছিল। ইব্ন জারীর ও অন্যরা বলেছেন যে, ওইদিন পরিখার মধ্যে পড়ে ওদের এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল। এগুলো হলো যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহতদের অতিরিক্ত। ইয়ারমুক যুদ্ধের এই দিনে মুসলিম মহিলাগণও যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা বহু রোমান সৈন্যকে হত্যা করেছেন। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে যারা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল মহিলাগণ ওদেরকেও প্রহার করেছেন আর বলেছেন, 'আমাদেরকে নাস্তিকদের হাতে ছেড়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' ওদের ধমক শুনে কোন মুসলমান সৈন্যই পালাতে পারেনি। বরং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে এসেছে।

কায়কালান নিজে এবং বড় বড় রোমান নেতৃবৃন্দ জমকালো শিরস্ত্রাণ ও মুকুট পরিধান করে বীরত্বের সাথে বের হয়। তারা বলেছিল যে, খ্রিস্ট ধর্ম যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তাহলে খ্রিস্ট ধর্মে অবিচল থেকে মরে যাওয়াই ভাল। অবিলম্বে মুসলমানগণ তাদের উপর আক্রমণ করে এবং সকলকে হত্যা করে। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ওই দিন তিন হাজার মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইকরিমা (রা), তাঁর পুত্র আমর, সালামা ইব্ন হিশাম, আমর ইবন সাঈদ, আবান ইব্ন সাঈদ। খালিদ ইব্ন সাঈদ যুদ্ধে অবিচল ছিলেন তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিণতি কি হয়েছে তা জানা যায়নি। ওই যুদ্ধে আরো শহীদ হয়েছেন দিরার ইব্ন আযওয়ার, হিশাম ইব্ন আস, আমর ইব্ন তুফায়ল ইব্ন আমর দাওসী। ইয়ামামা যুদ্ধের দিনে

তাঁর বাবা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা ওই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে দিলেন। ওই দিন বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেদিন আমর ইব্ন আসসহ চারজন পরাজিত হয়ে পেছনে চলে যাচ্ছিলেন। পেছনে অবস্থানকারী মহিলাদের নিকট আসার পর মহিলাগণ তাঁদেরকে ধমক দেয় ও তিরস্কার করে। ফলে তাঁরা মূল যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যান। শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা এবং তাঁর সাথীরাও পালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা ফিরে আসেন যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন তাঁদের সেনাপতি তাঁদেরকে নসীহত করেন– উপদেশ দেন। তাঁদের সেনাপতি উপদেশ দানকালে কুরআন মজীদের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

'আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্যে জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্যে আনন্দ কর এবং সেটিই মহাসাফল্য। (সূরা-৯, তাওবা ঃ ১১১)

ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান ওই যুদ্ধে সুদৃঢ় এবং অবিচল ছিলেন। তিনি সেদিন ভীষণ যুদ্ধ করেছেন, তাঁর বাবা সেদিন তাঁর নিকট গিয়ে বলেছিলেন, পুত্র! অবশ্যই আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্ব করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে। কারণ এখন এই ময়দানে এমন কোন মুসলমান নেই, যে যুদ্ধ দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়। তাহলে তুমি সহ তোমার মত অন্যান্য দায়িত্বশীল নেতাদের কী ভূমিকা পালন করা দরকার? তারা-ই তো ধৈর্যধারণ ও উপদেশ গ্রহণে অধিকতর উপযুক্ত। সুতরাং হে পুত্র! আল্লাহ্কে ভয় কর। আর সওয়াব অর্জন, যুদ্ধে ধৈর্যধারণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনায় তোমার কোন সাথী যেন তোমার চেয়ে অধিক উদ্যমী ও অগ্রগামী হতে না পারে। ইয়াযীদ বললেন, 'ইনশাআল্লাহ্, আমি তা করব।' সেদিন তিনি প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। তিনি মূল বাহিনীর একপাশে দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন।

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, ইয়ারমুক দিবসে প্রচণ্ড হৈ-চৈ, রৈ-রৈ শব্দ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন আমরা একটি আহ্বান শুনলাম। ওই আহ্বান প্রায় সকল মুসলিম সেনা শুনেছে। বলা হচ্ছিল, ওহে আল্লাহ্র সাহায্য; নিকটবর্তী হও। ওহে মুসলিম সৈন্য বাহিনী স্থির থাক, অবিচল থাক। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকিয়ে দেখলাম ওই আহ্বানকারী হলেন আবূ সুফিয়ান। তিনি তাঁর পুত্র ইয়াযীদের পতাকার নিচে অবস্থান করছিলেন।

হযরত খালিদ (রা) ওই রাত পুরোটাই অতিবাহিত করেছেন 'তাযারুক'-এর তাঁবুতে। তাযারুক হলো হিরাক্লিয়াসের ভাই। সকল রোমান সৈন্যের সে ছিল সর্বাধিনায়ক, পলায়নকারী

রোমান সৈন্যদের সাথে সর্বাধিনায়ক তাযারুকও পলায়ন করেছিল। মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্যরা হযরত খালিদ (রা)-এর তাঁবুর সম্মুখে বীরদর্পে টহল দিচ্ছিল। ওইপথে যাতায়াতকারী সকল রোমান সৈন্যকে তারা হত্যা করছিল। ভোর পর্যন্ত তারা এভাবে অভিযান পরিচালনা করে। শেষ পর্যন্ত তাযারুক নিহত হয়। তার ৩০টি তাঁবু ও ৩০টি বিলাসবহুল আসন ছিল। ওই সবগুলোর বিছানাপত্র ছিল রেশমের তৈরি। সকাল বেলা মুসলমান সৈন্যগণ গনীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়। প্রচুর ধন-সম্পদ তারা হস্তগত করেন। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ (রা) তাদেরকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ওফাতের সংবাদ জানান। খলীফা আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকালে তারা যে ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছে গনীমতলব্ধ বহু ধন-সম্পদ প্রাপ্তির আনন্দ ওই ব্যথাকে দূর করতে পারেনি। বস্তুত হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে হযরত উমর (রা)-কে মনোনীত করে দিয়েছেন– এই ছিল সান্ত্বনা।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিদায় ব্যথায় মুসলমানগণ যখন শোকাহত তখন হযরত খালিদ (রা) বললেন, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র যিনি হযরত আবূ বকরের জন্যে মৃত্যুর ফায়সালা করে দিয়েছেন। তিনি আমার নিকট হযরত উমর অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিলেন এবং সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র, যিনি হযরত উমর (রা)-কে শাসনকর্তারূপে মনোনীত করেছেন। হযরত উমর (রা) আমার নিকট আবূ বকর (রা)-এর অপেক্ষা কম প্রিয় ছিলেন। এখন তাঁকে ভালবাসা আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্যে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।

রোমানদের মধ্যে যারা পালিয়ে গিয়েছিল সেনাপতি খালিদ (রা) তাদেরকে ধাওয়া করলেন। ওদেরকে তাড়া করতে করতে তিনি দামেশ্ক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। দামেশকের অধিবাসীগণ তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হয়। তারা বলল, আমরা কি আমাদের অঙ্গীকার ও সন্ধির উপর বিদ্যমান নেই? হযরত খালিদ (রা) বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো আছই।' এরপর তিনি রোমানদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে ছানিয়াতুল উকাব পর্যন্ত পৌঁছেন। তিনি ওদের বহু লোককে ওখানে হত্যা করেন। তারপর তিনি ওদের পেছনে যেতে যেতে হিম্স পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। তিনি ওদের সাথে সন্ধি চুক্তি স্থাপন করেন। যেমন সন্ধি স্থাপন করেছিলেন দামেশ্কের অবিশ্বাসীদের সাথে। অন্যদিকে সেনাপতি আবূ উবায়দা ইয়াস ইব্ন গানামকে প্রেরণ করেন রোমানদের তাড়া করতে। ইয়ায ইব্ন গানাম ওদেরকে তাড়া করতে করতে 'মালতিয়া' পর্যন্ত পৌঁছেন এবং তাদের সাথে সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ হন। পরে তিনি ফিরে যান। রোমানগণ পালিয়ে গিয়ে হিরাক্লিয়াস-এর নিকট এ সংবাদ দিলে তিনি সেনাবাহিনী মালতিয়াকে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। হিরাক্লিয়াস তখন অবস্থান করছিলেন 'হিম্স' অঞ্চলে। মুসলমানগণ তখনো ওদেরকে তাড়া করছিলেন এবং হত্যা ও বন্দী করে তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করছিলেন। হিরাক্লিয়াসের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে। তিনি হিম্স ছেড়ে চলে যান। হিম্স-এর দখল ছেড়ে দিয়ে তিনি এটিকে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় হিসেবে গণ্য করেছিলেন। হিরাক্লিয়াস বলেছিলেন, সিরিয়া আর আমাদের সিরিয়া নেই। আর অশুভ সিরিয়ার সন্তানরা রোমানদের জন্যে দুর্ভোগ বয়ে এনেছে।

ইয়ারমুক যুদ্ধের দিনে যে সকল কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে তার একটি হলো কা'কা' ইব্ন আমর-এর কবিতা। তিনি বলেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَنَا عَلَى الْيَرْمُوْك فَزْنَا * كَمَا فُزْنَا بِاَيَّامِ الْعِرَاقِ ـ

তুমি কি আমাদেরকে দেখনি যে, আমরা ইয়ারমুক যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। যেমন জয়ী হয়েছিলাম ইরাক যুদ্ধে।

وَعَذْرَاءَ الْمَدَائِنِ قَدْ فَتَحْنَا * وَمَرْجَ الصُّفْرِ بِالْجُرْدِ الْعِتَاقِ ـ

মাদায়েন-এর রাজ্যগুলো আমরা জয় করেছি। সুদক্ষ অশ্ববাহিনী দিয়ে আমরা 'মারজ-আল সাফর' এলাকাও জয় করেছি।

فَتَحْنَا قَبْلَهَا بُصْرى وَكَانَتْ * مُحَرَّمَةَ الْجَنَابِ لَدَى النَّعَاقِ ـ

ইতিপূর্বে আমরা বুসরা জয় করেছি। সেটি ছিল কাক রঙের হাবশীদের দখলে।

قَتَلْنَا مَنْ اَقَامَ لَنَا وَفِيْنَا * نَهَابُهُمْ بِاَسْيَافٍ رِقَاقٍ ـ

আমাদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়েছিল যারা আমরা তাদের সকলকে হত্যা করেছি। তীক্ষ্ণধার তরবারির মাধ্যমে ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মত সাহসী যোদ্ধা আছে আমাদের মধ্যে।

قَتَلْنَا الرُّوْمَ حَتَّى مَاتَسَاوٰى * عَلَى الْيَرْمُوْك مَفْرُوْقُ الْوَرَاقِ ـ

আমরা রোমানদেরকে হত্যা করেছি। ইয়ারমুকের যুদ্ধে ওরা সামান্যতমও প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেনি।

فَضَضْنَا جَمْعَهُمْ لَمَّا اسْتَجَالُوْا * عَلَى الْوَاقُوْصِ بِالْبُتْرِ الرِّقَاقِ ـ

ওরা যখন ওয়াকওয়াস অঞ্চলে গর্বের সাথে ঘোরাঘুরি করছিল তখন সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে আমরা ওদের সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করে দিই।

غَدَاةَ تَهَافَتُوْا فِيْهَا فَصَارُوْا * اِلَى اَمْرٍ يَعْضُلُ بِالذَّوَاقِ ـ

ওই ভোরে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। তারপর তারা এমন এক পরিস্থিতিতে পৌঁছেছিল, যার স্বাদ খুব তিক্ত।

ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন আসওয়াদ ইব্ন মুকাররিন তামীমী নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

وَكَمْ قَدْ اَغَرْنَا غَارَةً بَعْدَ غَارَةٍ * يَوْمًا وَيَوْمًا قَدْ كَشَفْنَا اَهَاوِلَهُ

وَلَوْلاَ رِجَالُ كَانَ عَشْوَ غَنِيْمَةٍ * لَدَى مَأْقِطٍ رَجَّتْ عَلَيْنَا اَوَائِلُهُ

لَقِيْنَاهُمُ الْيَرْمُوْك لَمَّا تَضَايَقَتْ * بِمَنْ حَلَّ بِالْيَرْمُوْك مِنْهُ حَمَائِلُهُ

فَلاَ يَعْدِ مَنْ مِنَّا هِرَقْلَ كَتَائِبًا * اِذَا رَامَهَا رَامَ الَّذِىْ لاَيُحَاوِلُهُ ـ

এই যুদ্ধে আমর ইব্ন আস বলেছিলেন ঃ

اَلْقَوْمُ لَخْمُ وَجُذَامُ فِى الْحَرْبِ * وَنَحْنُ وَالرُّوْمُ بِمَرْجٍ نَضْطَرِبُ

যুদ্ধের জন্যে যোগ্য সম্প্রদায় হলো লাখম ও জুযাম সম্প্রদায়। আমরা আর রোমানগণ 'মারজ' নামক স্থানে মুখোমুখি তরবারি বিনিময় করছি।

فَاِنْ يَعُوْدُوْا بِهَا لاَنَصْطَحِبْ * بَلْ نَعْصِبُ الْفَرَّارَ بِالضَّرْبِ الْكَرْبِ ـ

ওরা ওখানে ফিরে এলেও আমরা ওদের সাথে সহ অবস্থান মেনে নেব না। বরং ওদের পলায়নকারী সৈন্যদেরকে আমরা প্রচণ্ড তরবারি-আঘাতে ধ্বংস করে দিব।

আহমদ ইব্ন মারওয়ান মালিকী তাঁর নিয়মিত বৈঠকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ ইসমাঈল তিরমিযী– আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবিগণ এমন ছিলেন যে, তাঁদের মুকাবিলায় দণ্ডায়মান শত্রুগণ আক্রমণের মুখে সামান্য সময়ও টিকে থাকতে পারত না। এক সময় হিরাক্লিয়াস অবস্থান করছিলেন ইনতাকিয়া গ্রামে। তখন রোমানগণ পরাজিত হয়ে তাঁর নিকট এসে একত্রিত হয়। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোদের সর্বনাশ হোক! বলতো, যারা তোমাদেরকে হত্যা করেছে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হচ্ছে ওরা কি তোমাদের মত মানুষ নয়? ওরা বলল, হ্যাঁ মানুষই তো। তিনি বললেন, 'সংখ্যায় ওরা বেশি না তোমরা?' ওরা বলল, 'বরং আমরাই বেশি।' সর্বক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যা ওদের চেয়ে বহুগুণ বেশি।' তিনি বললেন তাহলে কী হলো যে, তোমরা একের পর এক পরাজয় বরণ করছ? তখন ওদের জনৈক প্রধান ও বিজ্ঞ লোক বলেছিল, আমাদের পরাজয় আর ওদের বিজয় এজন্যে যে, ওরা রাতভর ইবাদত-বন্দেগী করে আর দিনভর রোযা রাখে। ওরা প্রতিশ্রুতি পালন করে, সৎ কাজের নির্দেশ দেয়। অসৎ কাজে বারণ করে, নিজেদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে আমরা রোমানগণ মদ পান করি, ব্যভিচারে লিপ্ত হই, হারাম ও অবৈধ কাজ করি, অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, রাগান্বিত হই এবং জুলুম-বেইনসাফী করি। আল্লাহ্র অপছন্দ বিষয় বাস্তবায়নের নির্দেশ দিই। আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট তা থেকে নিজেরাও বিরত থাকি অন্যকেও বিরত রাখি। আর আমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করি। এ প্রেক্ষিতে হিরাক্লিয়াস বললেন, আপনি আমাকে ঠিক তথ্যটিই দিয়েছেন।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বলেছেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহয়া গাস্সানীর বর্ণনা শুনেছেন এমন জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া গাস্সানী তাঁর সম্প্রদায়ের দুজন লোক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানগণ যখন জর্ডানের এক প্রান্তে এসে পৌঁছলেন তখন আমরা দুজনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম যে, অবিলম্বে দামেশ্ক অবরোধ করা হবে। তাই অবরোধ করার পূর্বে আমরা অন্যত্র চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দামেশকের খ্রিস্টান শাসক আমাদেরকে ডেকে পাঠায়। আমরা দু'জন তার নিকট যাই। সে বলল, 'আপনারা কি আরব লোক?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, তাই।' সে বলল, 'আপনারা খ্রিস্টান।' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ'। সে বলল, আপনাদের দু'জনের একজন সদ্যাগত মুসলমান লোকদের নিকট গিয়ে গোপন তথ্য নিয়ে আসবেন। ওদের জীবনাচার ও মতাদর্শ সম্পর্কে গোপনে জেনে নিবেন। অন্যজন নিজ সাথীর মালপত্র রক্ষা করবেন। আমাদের একজন তাই করল। সে কিছুক্ষণ মুসলমানদের নিকট অবস্থান করে শাসকের নিকট ফিরে আসল। ওদের তথ্য সম্পর্কে সে বলল, 'আমি ফিরে এসেছি এমন একদল লোকের নিকট থেকে যারা হালকা-পাতলা দেহ বিশিষ্ট। তেজী অশ্বে আরোহণে অভ্যস্ত। রাতের বেলায় তারা ইবাদতকারী, দিনের বেলায় অশ্বরোহী। তারা নিজেরা বর্শা তৈরি করে এবং ধার দেয়। তারা নিজেরা তীর বানায়। ওরা এত উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ ও যিক্র করে যে, আপনি যদি যেখানে আপনার সাথীকে কোন কথা বলেন ওদের শব্দের কারণে সে

আপনার কথা শুনতে পাবে না। একথা শুনে শাসক তার সাথীদেরকে বলল, 'তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্যে এমন কতক লোক এসেছে যাদেরকে প্রতিরোধ করার শক্তি তোমাদের নেই।'

ইয়ারমুক যুদ্ধের পর সিরিয়ার শাসনভার খালিদ (রা) হতে আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট হস্তান্তর

আবূ উবায়দা (রা)-এর সিরিয়ার শাসনভার গ্রহণের পর, তাঁকে সর্বপ্রথম 'আমীর-আল-উমারা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ওফাতের সংবাদ নিয়ে বাহক এসেছিল। তখন মুসলমানগণ রোমানদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুক যুদ্ধের জন্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত খালিদ (রা) এ সংবাদ মুসলমানদের নিকট থেকে গোপন রেখেছিলেন, যাতে তাদের মধ্যে দুর্বলতা ও হতাশা সৃষ্টি না হয়। পরদিন সকালবেলা তিনি মুসলমানদেরকে এ সংবাদ জানান এবং ওদেরকে যা বলার তা বলেন। এরপর হযরত আবূ উবায়দা সেনাপতি হিসেবে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালামাল সংগ্রহ করতে থাকেন। তিনি বিধি মুতাবিক ওই মালামালের $\frac{1}{5}$ অংশ রাষ্ট্রের জন্যে ও অন্যান্য অংশ বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। $\frac{1}{5}$ অংশ মালামাল ও বিজয় সংবাদ নিয়ে তিনি কুবাব বা কুবাছ ইবন আশয়ামকে খলীফা উমর (রা)-এর নিকট পাঠান। তারপর সকল সৈন্য-সামন্তকে দামেশ্ক অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেন। তারা যাত্রা করে 'মারজ আল সাফর' নামক স্থানে অবতরণ করেন। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) সংবাদ সংগ্রহের জন্যে আবূ উমামা বাহিনীকে দু'জন লোকসহ প্রেরণ করেন।

আবূ উমামা (রা) বলেন, আমি যাত্রা করলাম। কিছু দূর অগ্রসর হবার পর আমি দ্বিতীয়জনকে নির্দেশ দিলাম। সে ওখানে লুকিয়ে রইল। (সম্ভবত এ স্থানে কিছু বিবরণ বাদ পড়েছে) আমি একাই অগ্রসর হলাম। যেতে যেতে আমি শহরের প্রধান ফটকের নিকট পৌঁছি। রাতের বেলা বলে ফটক বন্ধ ছিল। ওখানে কেউ ছিল না। আমি সেখানে নেমে পড়লাম। আমার বর্শাটি মাটিতে গেঁড়ে রাখলাম। আমার ঘোড়ার লাগাম খুলে নিলাম। আসবাবপত্র রশিতে ঝুলিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরবেলা আমি জেগে উঠি এবং ওযূ করে ফজরের নামায আদায় করি। হঠাৎ শুনতে পাই যে, ফটকে শব্দ হচ্ছে। দরজা খোলার সাথে সাথে আমি দারোয়ানের উপর হামলা করি। তাকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করি। এরপর আমি ফেরত আসতে থাকি। ওদের গোয়েন্দা দল আমার পেছন পেছন আসতে থাকে। পথে আত্মগোপনকারী আমার সাথীর নিকট যখন আমরা এসে পৌঁছি তখন ওদের লোকেরা বুঝে নিয়েছে যে, এই লোক আমার পক্ষে আত্মগোপনকারী লোক এবং তখন তারা ভয়ে ফিরে যায়। আমরা অগ্রসর হলাম। পথে লুকিয়ে থাকা আমাদের অপর সাথীকে আমরা তুলে নিলাম। আমি সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট এসে যা যা দেখেছি তার সব বললাম। আবূ উবায়দা (রা) তখন দামেশক সম্পর্কে দিক নির্দেশনা সম্বলিত হযরত উমর (রা)-এর পত্রখানা দেখতে লাগলেন। চিঠিতে নির্দেশ ছিল দামেশক অভিমুখে অগ্রসর হবার। সকলে সেদিকে অগ্রসর হলো এবং দামেশক অবরোধ করে রাখল।

বাসীর ইব্ন কা'ব (রা)-কে ইয়ারমুকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিলেন হযরত আবূ উবায়দা (রা)। বাসীরের সাথে একদল অশ্বারোহী নিযুক্ত করে দিলেন।

হযরত খালিদের সিরিয়ায় চলে আসার পর ইরাকে যা ঘটেছে

পারসিকদের রাজা ও তার পুত্র উভয়ে নিহত হবার পর ওরা শাহরিয়ার[১] ইব্ন আব্দশীর ইব্ন শাহ্রিয়ারকে রাজা মনোনয়নে একমত হয়। ওদের নিকট থেকে হযরত খালিদের চলে যাওয়াকে তারা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। মুসলমানদেরকে পরাভূত করার জন্যে তারা হযরত খালিদের স্থলাভিষিক্ত সেনাপতি মুছান্নার বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। ওই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিল হরমুয ইব্ন হাদবিয়াহ। শাহরিয়ার মুসলিম সেনাপতি মুছান্নাকে লিখেছিল যে, পারসিকদের মধ্যে জংলী স্বভাবের একদল সৈনিক আমি তোমার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছি। ওরা মূলত মুরগী ও শূকর চরানো লোক। তোমাদের মুকাবিলার জন্যে আমরা নিজেরা আসব না। ওদেরকেই পাঠালাম।

তার পত্রের উত্তরে মুসলিম অধিনায়ক হযরত মুছান্না (রা) লিখলেন। মুছান্নার পক্ষ থেকে শাহ্রিয়ারের প্রতি, তুমি দু' চরিত্রের যে কোন এক চরিত্রবান তো হবেই। তুমি হয়ত সত্যদ্রোহী। যদি তাই হও তবে তা তোমার জন্যে অকল্যাণ আর আমাদের জন্যে কল্যাণকর। অথবা তুমি মিথ্যাবাদী। যদি তাই হও তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্র নিকট জঘন্য শাস্তি ভোগকারী ও লাঞ্ছনাময় মিথ্যাবাদী হলো মিথ্যাবাদী-রাজা বাদশাহগণ। আমাদের মনে হচ্ছে যে, যোদ্ধা হিসেবে ওই রাখালদেরকে প্রেরণ করতে তুমি বাধ্য হয়েছ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র, যিনি তোমার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে মুরগীপালক ও শূকর-রাখালের প্রতি ন্যস্ত করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এই চিঠি পেয়ে পারসিকগণ অস্থির ও অশান্ত হয়ে ওঠে। ওই চিঠি দেয়ার জন্যে তারা শাহরিয়ারের সমালোচনা ও নিন্দা করে।

শাহরিয়ারের বুদ্ধি-বিবেককে তারা অপরিপক্ক ও অপরিণামদর্শীরূপে জ্ঞান করে। মুসলিম অধিনায়ক মুছান্না তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাররা থেকে ব্যবিলন গমন করেন। 'আদওয়া-তুস সুরাতুল উলা'-এর নিকটবর্তী একটি স্থানে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়। সেখানে সংঘটিত হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুসলমানদের অশ্বগুলোকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে ওরা সারির মধ্যে একটি হাতি ছেড়ে দেয়। মুসলিম অধিনায়ক মুছান্না নিজেই ওই হাতির উপর আক্রমণ চালান এবং সেটিকে হত্যা করেন। সেনাপতির নির্দেশে মুসলমানগণ ওদের উপর তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করে। অতঃপর পারসিকদের পরাজয় ও পলায়ন ছাড়া সেখানে অন্য কিছু দেখা যায়নি। মুসলমানগণ ওদেরকে অতি দ্রুত হত্যা করতে থাকেন। মুসলমানগণ ওদের নিকট থেকে প্রচুর গনীমতের মাল অর্জন করেন। অত্যন্ত করুণ অবস্থায় পারসিকগণ পলায়ন করে মাদাইন গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারা সেখানে গিয়ে দেখতে পায় যে, ওদের রাজা মারা গেছে। এবার তারা কিসরার কন্যা বূরান বিন্ত আবরবীয (পারভেয)-কে সিংহাসনে বসায়, সে দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। সুন্দর আদর্শে দেশ পরিচালনা করে। এক বৎসর সাত মাস সে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

এরপর তার মৃত্যু হয়। এরপর ওরা বূরানের বোন 'আযরমীদখত যিনান'-এর হাতে শাসন ক্ষমতা প্রদান করে। সে দেশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। ফলে জনগণ তাকে বাদ দিয়ে সাবূর ইব্ন শাহ্রিয়ারকে রাজা মনোনীত করে। ফারখাযায ইব্ন বুনদুওয়ানকে তারা

---

১. তাবারীর বর্ণনা মতে শাহরবরায।

রাজার অভিভাবক নিযুক্ত করে। রাজা সাবূর কিসরার কন্যাও সাবেক রাণী আযরমীদখতের সঙ্গে তার অভিভাবকের ফারখাযায ইব্‌ন বুনদুওয়ানের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। রাজকন্যার তা পছন্দ হয়নি। সে বলেছিল, ওই ফারখাযায তো আমাদের গোলাম মাত্র। বাসর রাতেই রাণীর লোকেরা কারখাযাযকে হত্যা করে। এরপর ঘাতকচক্র রাজা সাবূর-এর নিকট যায় এবং তাকে হত্যা করে। তারা ক্ষমতাচ্যুত রাণী আযারমীদখতকে পুনরায় সিংহাসনে বসায়, ওই মহিলাকে ক্ষমতায় বসিয়ে পারসিকগণ প্রচুর ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ-আহলাদে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ওরা ওই মহিলাকেই শাসন ক্ষমতায় বসায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন–

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً ـ

"যারা কোন মহিলাকে তাদের কাজের দায়িত্বশীল ও নেতা নির্বাচন করে সেই সম্প্রদায় কখনো সফলকাম হবে না। যে ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি সেটি সম্পর্কে আবদাহ্ ইব্‌ন তাবীব সা'দী নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছে। আবদাহ্ ইব্‌ন তাবীব সাদী মূলত ওখানে গিয়েছিল তার এক স্ত্রীর কারণে। ওই মহিলা স্বদেশ ত্যাগ করে ওখানে গিয়েছিল। এই সূত্রে আবদাহ্ ব্যবিলনের এই ঘটনায় হাজির হয়। শেষ পর্যন্ত ওই মহিলা তাকে নিরাশ করে। ফলে সে গ্রামে ফিরে যায় এবং বলে ঃ

هَلْ حَبْلُ خَوْلَةَ بَعْدَ الْبَيْنِ مَوْصُوْلُ * اَمْ اَنْتَ عَنْهَا بَعِيْدُ الدَّارِ مَشْغُوْلُ

বিচ্ছেদের পর খাওলার সাথে সম্পর্ক কি পুনঃস্থাপিত হবে, নাকি তুমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে বহু দূরে অবস্থান করবে ?

وَلِلْاَحِبَّةِ اَيَّامٌ تَذَكَّرُهَا * وَلِلنَّوٰى قَبْلَ يَوْمِ الْبَيْنِ تَاْوِيْلُ ـ

প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে এমন কিছু স্মৃতিময় দিবস থাকে যা স্মরণযোগ্য। পৃথক হওয়ার পূর্বেকার এদিক সেদিক যাওয়া ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

حَلَّتْ خُوَيْلَةُ فِىْ حَىٍّ عَهِدْتُهُمْ * دُوْنَ الْمَدِيْنَةِ فِيْهَا الدِّيْكُ وَالْفِيْلُ ـ

প্রেমিকা খাওলা এসে পৌঁছেছে এমন এক গোত্রে যাদের সাথে সে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ওই গোত্রের অবস্থান শহরতলিতে। সেখানে রয়েছে প্রচুর মোরগ ও হাতির পাল।

يُقَارِعُوْنَ رُؤُسَ الْعَجَمِ ضَاحِيَةً * مِنْهُمْ فَوَارِسُ لاَ عُزْلٌ وَلاَمِيْلُ ـ

ওরা অনারবদের মাথায় আঘাত হানে ভোরবেলা। ওদের মধ্যে আছে সুদক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা, ওরা পা-পিছলানো লোকও নয়, ঢাল-তলোয়ার বিহীন যোদ্ধাও নয়।

মুসলিম অধিনায়ক মুছান্না কর্তৃক নিহত হাতির ঘটনা উল্লেখ করে কবি ফারাযদাক তাঁর কবিতায় বলেছেন ঃ

وَبَيْتُ الْمُثَنّٰى قَاتِلَ الْفِيْلَ عَنْوَةً * بِبَابِلَ اِذْ فِىْ فَارِسٍ مُلْكُ بَابِلِ ـ

হাতি হত্যাকারী মুছান্নার ঘর তো ব্যবিলন রাজ্যে। কারণ ব্যবিলনের রাজত্ব ও শাসনভার অশ্বারোহীদের হাতেই থাকে। এদিকে সেনাপতি মুছান্না খলীফা সিদ্দীক-ই-আকবর (রা)-এর

খোঁজ-খবর পাচ্ছিলেন না দীর্ঘদিন যাবত। কারণ সিরিয়ায় অভিযান এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধ নিয়ে তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন। এদিকটা মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে তিনি সশরীরে যাত্রা করলেন খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে দেখা করার জন্য। যাত্রার পূর্বে তিনি সাময়িকভাবে বাশীর ইব্ন খাসাসিয়্যাকে ইরাকের শাসনভার এবং সাঈদ ইব্ন মুররা আজালীকে 'মাসালিহ'-এর শাসনভার হস্তান্তর করেন। মুছান্না যখন মদীনায় এসে পৌঁছলেন তখন হযরত সিদ্দীক-ই-আকবর (রা) গুরুতর অসুস্থ। এটি তাঁর অন্তিম মুহূর্ত। ইতিমধ্যে তিনি পরবর্তী খলীফারূপে হযরত উমর (রা)-কে মনোনীত করে ফেলেছেন। হযরত মুছান্না (রা)-কে দেখতে পেয়ে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর (রা)-কে ডেকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর অবিলম্বে আপনি মুছান্নার সাথে সেনাবাহিনী পাঠাবেন ইরাকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। আর আমাদের সেনাপতিদের হাতে যদি আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ার বিজয় দেন তবে খালিদকে ইরাকে পাঠিয়ে দিবেন। কারণ ইরাকে যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি অধিকতর দক্ষ ও অভিজ্ঞ।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইনতিকালের পর দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা) ইরাকের জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যে মুসলমানদেরকে আহ্বান জানালেন। কারণ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের প্রস্থানের পর সেখানে যুদ্ধ পরিচালনায় সক্ষম লোকের সংখ্যা ছিল কম। জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন বহু লোক। খলীফা উমর (রা) আবূ উবায়দা ইব্ন মাসউদ (রা)-কে অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। আবূ উবায়দা ইব্ন মাসউদ ছিলেন সাহসী যুবক বীর। যুদ্ধের কলাকৌশল তাঁর খুব ভালই জানা ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের শেষ পর্ব ও হযরত উমরের খিলাফতের সূচনা পর্বে ইরাকের পরিস্থিতি এরকমই ছিল।

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত লাভ

সোমবার বিকেলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ওফাত হয়, কারো মতে তাঁর ওফাত হয় মাগরিবের পর, ওই রাতেই তাঁকে দাফন করা হয়। হিজরী তের সনের জুমাদাল উখরা মাসের আটদিন অবশিষ্ট থাকতে তাঁর ইন্‌তিকাল হয়। ১৫ দিন যাবত তিনি অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার এই মেয়াদে তাঁর অবর্তমানে হযরত উমর (রা) নামাযের ইমামতি করেছিলেন। এই মেয়াদেই তিনি পরবর্তী খলীফা হিসেবে হযরত উমর (রা)-এর মনোয়ন চূড়ান্ত করেন। এই অঙ্গীকারপত্র লিখেছিলেন হযরত উসমান (রা)। এটি মুসলমান আম জনতার সামনে পাঠ করা হয়। সবাই স্বীকার করে নেন এবং হযরত উমর (রা)-এর খলীফা মনোনয়ন সকলে মেনে নেন এবং তারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর নির্দেশ পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল ২ বছর ৩ মাস। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও ৬৩ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেছেন। তাঁদের দু'জন জীবন ও আয়ুর ক্ষেত্রে যেমন কাছাকাছি ছিলেন মাটিতে তথা কবরেও তাঁরা দু'জন পাশাপাশি অবস্থান করছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সিদ্দীক-ই-আকবরের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন!

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ আবূ কুতন আমর ইব্‌ন হায়ছাম সূত্রে রাবী' ইব্‌ন হাস্‌সান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর আংটির উপর লেখাছিল نـعْمَ الْقَادِرُ اللّٰهُ! আল্লাহ্ তা'আলা কতই না শক্তিমান! অবশ্য এই বর্ণনাটি অপরিচিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবন-চরিত, তাঁর বর্ণনা করা হাদীস এবং তাঁর থেকে বর্ণিত বিধি-বিধানগুলো আমরা একটি পূর্ণ খণ্ডে সন্নিবেশিত করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর পূর্ণতা সহকারে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রা)। তিনিই সর্বপ্রথম আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত হলেন। সর্বপ্রথম তাঁকে 'আমীরুল মু'মিনীন' সম্বোধন করেন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) মতান্তরে অন্য কেউ তা করেছে। হযরত উমর (রা)-এর জীবন-চরিত বিষয়ক একটি পূর্ণ ও পৃথক গ্রন্থে আমরা ওই বিষয়টি আলোচনা করেছি। তাঁর বর্ণনা করা হাদীসগুলো এবং তাঁর দেয়া মন্তব্যগুলো বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়ে আমরা অন্য একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

খলীফা উমর (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর ওফাতের সংবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠালেন সিরিয়ায় অবস্থানরত সেনাপতিদের নিকট। চিঠি নিয়ে গেলেন শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন জুরায়জ। পত্রবাহক দু'জন যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন মুসলিম সেনাবাহিনী ইয়ারমুক যুদ্ধের দিনে রোমান সৈন্যদের মুকাবিলা করার জন্যে সারিবদ্ধ ও পূর্ণ

প্রস্তুত ছিল। এটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ওই চিঠিতে হযরত উমর (রা) আবূ উবায়দা (রা)-কে সর্বাধিনায়ক নিয়োগ ও খালিদ (রা)-কে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে বরখাস্তের আদেশ দেন। সালামা উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেছেন যে, হযরত খালিদ (রা) সম্বন্ধে কিছু আপত্তিকর তথ্য হযরত উমর (রা)-এর গোচরীভূত হওয়ায় তিনি তাঁকে বরখাস্ত করেন। মালিক ইব্ন নুওয়াইরা-এর ঘটনা এবং যুদ্ধে হযরত খালিদের প্রতি গণ-আস্থা ইত্যাদি বিষয়ও তাঁর বরখাস্তে ভূমিকা পালন করে। হযরত উমর (রা) শাসনভার গ্রহণের পর সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তাহলো খালিদ (রা)-কে অপসারণ করা। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, আমার অন্য কোন কাজ এর সমতুল্য হবে না।

উমর (রা) আবূ উবায়দা (রা)-কে লিখলেন যে, খালিদ যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে তবে সে যেমনটি আছে সেনাপতিরূপে তেমনটি থাকবে। আর যদি নিজেকে মিথ্যাবাদীরূপে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে সে বরখাস্ত ও অপসারিত হবে। তখন আপনি তার পাগড়ি খুলে নিবেন এবং তার মালামাল দু'ভাগ করে এক ভাগ সরকারী তহবিলে নিয়ে নিবেন। আবূ উবায়দা (রা) খলীফার নির্দেশের কথা খালিদ (রা)-কে জানালেন। খালিদ (রা) বললেন, তবে একটু সময় দিন আমি আমার বোনের সাথে পরামর্শ করে দেখি। তিনি আপন বোন ফাতিমার নিকট গেলেন।

ফাতিমা তখন হারিছ ইব্ন হিশামের স্ত্রী, তিনি তাঁর সাথে পরামর্শ করলেন। তার মতামত চাইলেন। তিনি বললেন, খলীফা উমর তো মূলত তোমাকে পছন্দ করেন না। আজ তুমি নিজেকে মিথ্যাবাদীরূপে স্বীকৃতি দিলে অবিলম্বে তিনি তোমাকে বরখাস্ত করবেনই। হযরত খালিদ (রা) বললেন, হ্যাঁ, তা বটে, আল্লাহ্র কসম! তুমি ঠিকই বলেছ। সঙ্গত কারণে হযরত খালিদ অপসারিত হলেন। নবনিযুক্ত সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) খলীফার নির্দেশ মুতাবিক খালিদ (রা)-এর মালামাল দু'ভাগ করে এক ভাগ সরকারী তহবিলে নিয়ে গেলেন। এমনকি তাঁর দুটো জুতোর মধ্যে একটি জুতা নিয়ে যান আর একটি খালিদ (রা)-এর জন্যে রেখে যান। খালিদ (রা) বলছিলেন, 'খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছি তাঁর নির্দেশ মেনে নিচ্ছি।'

ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেছেন সালিহ ইব্ন কায়সান থেকে যে, তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আবূ উবায়দা (রা)-কে যে চিঠি লিখেন তাতে হযরত খালিদের অপসারণ এবং আবূ উবায়দা (রা)-এর নিয়োগের বিষয়টি ছিল। ওই পত্রে খলীফা লিখেছেন, 'আমি আপনাকে আল্লাহ্র তাকওয়া অর্জনের আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ্ চিরদিন থাকবেন আর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। যিনি আমাদেরকে গোমরাহি থেকে হিদায়াতে এনেছেন, অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছেন। আমি আপনাকে সে সকল সৈন্যের সেনাপতি পদে নিয়োগ করলাম খালিদ যাদের সেনাপতি ছিলেন। যথাযথভাবে আপনি ওদের দেখাশোনা করুন। নিজ কর্তব্য পালন করুন। নিছক গনীমতের আশায় মুসলিম সৈন্যদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবেন না। কোন স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর না নিয়ে এবং সেখানকার পরিবেশ সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সেনাবাহনীকে ওই স্থানে নিয়ে শিবির স্থাপন করবেন না। অধিক সংখ্যক সদস্য ব্যতীত কোন অভিযানে লোক পাঠাবেন না। মুসলমানদেরকে অযথা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করবেন। মহান আল্লাহ্ আপনার দ্বারা আমাদের পরীক্ষা

করবেন এবং আমার দ্বারা আপনাকে পরীক্ষা করবেন। পার্থিব স্বার্থ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবেন। অন্তরকে তা থেকে উদাসীন রাখুন। আপনার পূর্ববর্তী লোকগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমন ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। ওদের ধ্বংসস্থান তো আপনি দেখেছেন।

খলীফা তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন দামেশক অভিমুখে যাত্রা করার জন্যে। হযরত উমর (রা)-এর পক্ষ থেকে এই চিঠি ও নির্দেশ জারি করা হয়েছিল ইয়ারমুক যুদ্ধ বিজয়ের সংবাদ প্রাপ্তি ও গনীমতের $\frac{১}{৫}$ অংশ খলীফার দরবারে জমা হবার পর।

ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, ইয়ারমুক যুদ্ধে বিজয়ী হবার পর সাহাবা-ই-কিরাম (রা) 'আজনাদায়ন' যুদ্ধে অংশ নেন। তারপর তাঁরা অংশ নেন 'ফিহ্ল' যুদ্ধে। ফিহ্ল হচ্ছে গাওর অঞ্চলে বীসান-এর নিকটবর্তী রাদগাহ্ নামক স্থানের একটি এলাকা। প্রচুর আঠালো কাদামাটির কারণে ওই স্থানের নাম রাদগাহ্ হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ ওই কাদামাটি দিয়ে প্রাচীর তুলে সাহাব-ই-কিরাম-এর গতিরোধ করেছিল। তাঁরা চারদিক থেকে ওই এলাকা ঘিরে ফেলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এসময়েই হযরত উমর (রা)-এর পক্ষ থেকে আবূ উবায়দা (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্তির ও খালিদ (রা)-এর অপসারণের ফরমান আসে। দামেশক অবরোধের প্রাক্কালে আবূ উবায়দা (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্তির ফরমান আসার যে কথা ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন তা অতি মশহুর ও প্রসিদ্ধ কথা।

দামেশক বিজয়

সায়ফ ইব্ন উমর বলেন, আবূ উবায়দা (রা) সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুকে থেকে যাত্রা করলেন। তিনি 'মারজ সাকর' নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল দামেশক অবরোধ করা। তখন তাঁর নিকট সংবাদ এল যে, তাঁর সাহায্যে হিম্স থেকে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী আসছে। তাঁর নিকট এই সংবাদও এল যে, ফিলিস্তিনের সিংহল নামক স্থানে রোমানগণ একটি বিশাল সৈন্য বহর সমবেত করেছে। তিনি একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে, প্রথমে কোন্ কাজটা করবেন। তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে খলীফা উমর (রা)-এর নিকট পত্র পাঠালেন। উত্তর এল, তিনি যেন প্রথমে দামেশকে অভিযান পরিচালনা করেন। কারণ দামেশক হলো সিরিয়ার দুর্গ ও রাজধানী। খলীফা লিখলেন, দামেশকের জন্যে প্রস্তুত হন আর একদল অশ্বারোহী ফিহ্ল অভিমুখে প্রেরণ করে রোমানদেরকে বাধা দিন। দামেশ্ক বিজয়ের পূর্বে যদি ওই অশ্ববাহিনীর হাতে আল্লাহ্ তা'আলা ফিহ্লের বিজয় দান করেন তবে তাতো আমাদের কাম্যই। আর ফিহ্ল বিজয়ের পূর্বে যদি আপনি দামেশ্ক জয় করতে পারেন তাহলে দামেশকে কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করে সৈন্য-সামন্তসহ আপনি ফিহ্ল অভিমুখে যাত্রা করবেন। আর ফিহ্ল জয় করার পর আপনি এবং খালিদ দু'জনেই হিম্স অভিমুখে যাত্রা করবেন। আমর আর শুরাহ্বীলকে জর্ডান আর ফিলিস্তিনের দায়িত্ব দিয়ে যাবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আবূ উবায়দা (রা) দশজন সেনাপতি প্রেরণ করলেন ফিহ্ল অভিমুখে, প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে আরো পাঁচজন করে সেনাপতি দিলেন। এদের অধীনে সাধারণ সৈন্য তো ছিলই। ওই অভিযানের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন সাহাবী আম্মারা ইব্ন

মুখ্‌শী-কে। তাঁরা 'মারজুস সাফর' থেকে ফিহ্‌ল গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন প্রায় আশি হাজার রোমান সৈন্য সেখানে প্রস্তুতি নিয়ে আছে। তাদের আশেপাশে তারা প্রচুর পানি ছেড়ে দিয়েছিল যার ফলে ওই অঞ্চল নরম কাদায় পরিণত হয়। এজন্যে ওই স্থানের নাম হয়েছে রাদগাহ্‌ বা কর্দম অঞ্চল। ওই অভিযানে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। দামেশক বিজয়ের পূর্বে এটিই মুসলমানদের প্রথম বিজিত দুর্গ। সর্বাধিনায়ক আবূ উবায়দা' (রা) একদল সৈন্য পাঠালেন যারা অবস্থান গ্রহণ করল দামেশক ও ফিলিস্তিনের মাঝখানে।

যুলকিলা-এর নেতৃত্বে আরেক দল সৈন্য পাঠালেন দামেশ্‌ক আর হিমসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যাতে হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে শত্রু সৈন্যের নিকট আগমনকারী সাহায্য দলকে তারা প্রতিরোধ করতে পারে। এরপর আবূ উবায়দা (রা) তাঁর দলবলসহ 'মারজুস সাফর' থেকে দামেশক অভিমুখে যাত্রা করলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ছিলেন মূল দলের দায়িত্বে। আর আবূ উবায়দা ও আমর ইব্‌ন আস দু'পাশের দু'দলের দায়িত্বে। অশ্ববাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ইয়ায ইব্‌ন গানাম। পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানা (রা)। তাঁরা দামেশক এসে পৌঁছলেন। তখন দামেশকের প্রশাসক ছিল নিসতাস ইব্‌ন নাসতূস। হযরত খালিদ (রা) পূর্ব দরজায় অবস্থান নিলেন। পাশে ছিল কায়সান দরজা, আবূ উবায়দা থাকলেন সুবিশাল জাবিয়া দরজার নিকট। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান থাকলেন ছোট জাবিয়া দরজার নিকট। আমর ইব্‌ন আস ও শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানাহ্‌ অবস্থান নিলেন শহরের অন্যান্য দরজার নিকট। তাঁরা কামান ও তোপ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সর্বাধিনায়ক আবূ উবায়দা (রা) হযরত আবূ দারদা (রা)-কে কতক সেনাবাহিনীসহ বাহির এলাকায় নিয়োজিত করেছিলেন যাতে তারা সমগ্র মুসলিম সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে পারে। অনুরূপ হিম্‌স-এর দিক থেকে আসন্ন শত্রু সৈন্যদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে যে মুসলিম সৈন্যবাহিনী নিয়োজিত ছিল ওদেরকেও যেন তাঁরা সাহায্য করতে পারে।

বস্তুত তাঁরা দামেশক অবরোধ করে রাখেন একাদিক্রমে ৭০ দিন ৭০ রাত। মতান্তরে অবরোধ চলেছিল ৪ মাস। কারো মতে ৬ মাস। কেউ বলেছেন ১৪ মাস। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

দামেশকের অধিবাসিগণ নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি ও আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ওদের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট তারা সাহায্য চেয়ে লোক পাঠিয়েছে। সম্রাট তখন অবস্থান করছিল হিম্‌স নগরীতে। সেনাপতি যুলকিলা-এর বাধার মুখে হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য তাদের নিকট আসতে পারেনি। সর্বাধিনায়ক আবূ উবায়দা (রা) যুলকিলা-কে কতক সৈনিকসহ নিয়োজিত করেছিলেন দামেশ্‌ক ও হিমস্‌ নগরীর মাঝপথে। যাতে হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে দামেশ্‌ক অধিবাসীদের নিকট কোন সাহায্য চাইলে তাতে বাধা দেন। মূলত হয়েছেও তাই। দিনের বেলা তো নয়ই রাতেও কোন সাহায্য আসতে পারেনি। ওরা যখন নিশ্চিত হলো যে, হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য তাদের নিকট আসছে না এবং আসবে না তখন তারা ভীষণভাবে হতাশ, সাহসহারা ও দুর্বল হয়ে পড়ল। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণ অধিকতর সাহসী ও শক্তিশালী হয়ে উঠলেন এবং তাদের অবরোধ কঠিন থেকে

কঠিনতর হলো। এক পর্যায়ে শীত মওসুম এসে গেল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা শুরু হলো। সেখানে অবস্থান এবং যুদ্ধ পরিচালনা দু'টোই কষ্টকর হয়ে উঠল। এমন এক ক্রান্তিলগ্নে সর্বোচ্চ সুমহান আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেন। ওই সময়েই একরাতে ওদের জনৈক সেনাপতির একটি ছেলে জন্ম নেয়। এক রাতে সে এই উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করে। সকলে ইচ্ছা মত ভূড়িভোজন করে এবং পরে পানীয় পান করে। রাতে ওরা ওখানেই অবস্থান করে। অতিরিক্ত খাবার দাবার পানাহার ও ক্লান্তিতে তারা ওখানে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের পাহারার স্থান এবং নির্ধারিত দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা ওখানে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে থাকে। সেনাপতি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তা উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ তিনি নিজেও ঘুমাতেন না, তাঁর অধীনস্থ অন্য কাউকেও ঘুমাতে দিতেন না। বরং দিনে-রাতে সার্বক্ষণিক তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শত্রুবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। তা দ্বারা তাঁর কিছু গুপ্তচর ও গোয়েন্দা ছিল যারা সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধের পরিস্থিতি তাঁকে জানাত।

হযরত খালিদ (রা) যখন ওই রাতে দুর্গের ভেতর থেকে আগুন শিখা লক্ষ্য করলেন এবং প্রাচীরের উপর পাহারা দিতে যুদ্ধ করতে কেউ আসছে না তখন তিনি রশি দিয়ে মই বানালেন। তারপর তিনি নিজে এবং তাঁর নেতৃস্থানীয় সাথী যেমন কা'কা' ইব্ন আমর ও মাযউর ইব্ন আদীকে নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদেরকে ফটকের কাছে এনে প্রস্তুত রাখলেন। তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, প্রাচীরের উপর আমাদের তাকবীর ধ্বনি শোনার সাথে সাথে তোমরা আমাদের নিকট উঠে আসবে। তিনি এবং তাঁর সাথিগণ এগিয়ে গেলেন। গলায় তীরের থলি নিয়ে সাঁতরিয়ে তাঁরা পরিখা পার হলেন। তাঁরা মইগুলো স্থাপন করলেন। মইয়ের উপরিভাগ স্থাপন করলেন প্রাচীরের উপরিভাগে আর নিম্নভাগ স্থাপন করলেন পরিখার বাইরে। তাঁরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা সজোরে ও উচ্চৈঃস্বরে তাকবির ধ্বনি দিলেন। সাথে সাথে অপেক্ষমাণ মুসলিম সৈনিকগণ দৌড়ে এসে মই বেয়ে প্রাচীরে উঠে গেল। হযরত খালিদ ও তাঁর সাহসী সাথিগণ কালবিলম্ব না করে প্রাচীরের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রহরীদের উপর। ওদেরকে তাঁরা হত্যা করলেন। তিনি ও তাঁর সাথিগণ তরবারির আঘাতে দরজার সকল তালা কেটে ফেললেন এবং প্রবল আক্রমণে দরজাগুলো খুলে ফেললেন। হযরত খালিদের অনুগামী বাহিনী পূর্ব দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। নগরের অধিবাসিগণ তাকবির ধ্বনি শুনে হতচকিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। প্রত্যেক দল তাদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছে। প্রকৃত ঘটনা তাদের কারো জানা ছিল না। পূর্ব দরজার দায়িত্বে ছিল যারা তারা সেদিকে এগিয়ে আসার সাথে সাথে খালিদ বাহিনী তাদেরকে হত্যা করছিল।

বীরবিক্রমে এবং আক্রমণাত্মকভাবে সেনাপতি খালিদ নগরে প্রবেশ করেন। তিনি যাকেই সম্মুখে পাচ্ছিলেন হত্যা করছিলেন। প্রত্যেক দরজার পাহারায় নিয়োজিত রোমান প্রহরীগণ ওই দরজার বাহিরে নিয়োজিত মুসলিম সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল। মুসলিম সেনাপতিগণ সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ইতিপূর্বে মুসলমানগণ ওদেরকে বিতর্কে অবতীর্ণ হবার আহবান জানিয়েছিলেন কিন্তু ওরা তাতে সাড়া দেয়নি। এবং ওরা প্রস্তাব দিয়েছে মুসলমানগণ তা গ্রহণ করেছেন। হযরত খালিদ (রা) কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ

করেছেন অবশিষ্ট মুসলমানগণ তা তাৎক্ষণিক অবগত ছিলেন না। তাই তাঁরা সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। এবার মুসলমানগণ প্রত্যেক দিক ও দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেন। তাঁরা দেখতে পেলেন যে, হযরত খালিদ (রা) রোমানদের যাকেই পাচ্ছেন তাকেই হত্যা করছেন। অন্যান্য মুসলিম সেনাপতি বললেন, আমরা তো ওদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি। খালিদ (রা) বললেন, আমি এই নগর জয় করেছি যুদ্ধ করে, সংগ্রাম করে, শক্তি প্রয়োগ করে। তারপর সকল সেনাপতি একত্রিত হলেন শহরের মধ্যস্থলে মুকসিলাতের গির্জায়। সেটি ছিল এখনকার রায়হান সেনানিবাসের কাছে। সায়ফ ইব্‌ন উমর ও অন্যরা এরূপই বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খালিদ (রা) শক্তিপ্রয়োগে এবং যুদ্ধ করে ওই দরজা জয় করেছেন এবং এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত। অন্যরা বলেছেন যে, শক্তিপ্রয়োগে দামেশ্‌ক জয় করেছেন আবূ উবায়দা (রা)। কেউ বলেছেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী সুফিয়ান জয় করেছেন, আবার কারো মতে খালিদ (রা) সেটা জয় করেছেন সন্ধির মাধ্যমে। এ মন্তব্য প্রসিদ্ধ অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত বটে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ বিষয়ে সাহাবা-ই-কিরাম (রা) ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন সেনাপতি আবূ উবায়দা সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে জয় করেছেন। অন্যরা বলেছেন শক্তিপ্রয়োগে জয় করেছেন। কারণ সর্বপ্রথম তরবারির আক্রমণ দ্বারা তিনি বিজয়ের সূচনা করেন। হযরত খালিদের প্রবল আক্রমণের কথা উপলব্ধি করার পর ওরা অন্যান্য সেনাপতির নিকট যায়। ওই সেনাপতিদের সাথে আর উবায়দা (রা)-ও ছিলেন। তারপর সন্ধি স্থাপিত হয়। বস্তুত তারা একমত হয়েছেন যে, দামেশ্‌ক নগরীর অর্ধেক বিজিত হয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আর অর্ধেক বিজিত হয়েছে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে। এজন্যে ওখানকার অধিবাসিগণ ওদের ধন-সম্পদের অর্ধেকের মালিক থেকে গেল আর তারা ওখানে বসবাসের অধিকারও পেল। আর অবশিষ্ট অর্ধেকের মালিক হলেন সাহাবা-ই-কিরাম তথা মুসলিম মুজাহিদগণ। সায়ফ ইব্‌ন উমরের মন্তব্য উপরোক্ত অভিমতকে সমর্থন ও শক্তি জোগায়। সায়ফ ইব্‌ন উমর মন্তব্য করেছেন যে, সাহাবা-ই-কিরাম (রা) ওই খ্রিস্টানদের নিকট সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তখন তা প্রত্যাখ্যান করেছিল আর এখন যখন তারা বিজয় অর্জন ও সম্রাটের পক্ষ থেকে সাহায্য আসা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়ল তখন তারা সাহাবীদের দেয়া প্রস্তাবের প্রতি ছুটে চলল এবং অবিলম্বে ওই প্রস্তাবে সাড়া দিল তা গ্রহণ করে নিল। ইতিপূর্বে হযরত খালিদের নেয়া সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবী অবগত ছিলেন না। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এজন্যে দামেশ্‌কের সর্ববৃহৎ গির্জা ইউহানা গির্জার অর্ধেক মাত্র সাহাবা-ই-কিরাম দখলে নিয়েছিলেন এবং সেটির পূর্ব অংশে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। আর পশ্চিম অর্ধেক ওদেরই থাকল। ওটা ওদের গির্জা হিসেবেই থাকল। ওই গির্জার অর্ধেকের সাথে আরো ১৪টি গির্জা সাহাবা-ই-কিরাম স্থানীয় রোমানদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। উক্ত ইউহানা গির্জা এখন দামেশকের জামে মসজিদ হিসেবে পরিচিত। সেনাপতি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এ বিষয়ে ওদের সাথে লিখিত চুক্তি করেন। সাক্ষী হিসেবে ওই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন আবূ উবায়দা, আমর ইব্‌ন আস, ইয়াযীদ এবং শুরাহ্‌বীল (রা)। ওইসব গির্জার একটি হলো মুকসিলাতের গির্জা। দামেশ্‌ক বিজয়ের পর নেতৃস্থানীয় সাহাবা-ই-কিরাম ওখানে সমবেত হয়েছিলেন। একটি বড় বাজারের উপকণ্ঠে ওই গির্জা নির্মিত হয়েছিল। সাবূনীন বাজারে দৃশ্যমান সেতুটি ওই গির্জার

পাদদেশে অবস্থিত সেতুর ধ্বংসাবশেষ। পরবর্তীতে ওই সেতু নষ্ট হয়ে যায় এবং পাথরগুলো ইমরাত নির্মাণের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয়টি হলো কারশীল সেনানিবাসের মাথায়। এটি ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির বলেন, সেটির কিছু অংশ এখনো অবশিষ্ট আছে। তবে তা শ্রীহীন ও ভাঙ্গা-চোরা। তৃতীয়টি ছিল বাতীখ আল আতীকা মহল্লায়। আমি বলি, সেটি ছিল নগরীর অভ্যন্তরে কাউশেক-এর নিকটে। আমি মনে করি ওখানে ইতিপূর্বে যে মসজিদটি ছিল সেটিই ওই গির্জার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। কালপরিক্রমায় ওই গির্জা ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ওদেরকে ছেড়ে দেয়া ৪র্থ গির্জা হলো বানূ নাসর ফটকের গির্জা। এটি হাবালীন ফটক ও তামীমী ফটকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির বলেন, সেটির ধ্বংসাবশেষ আমি দেখেছি। তবে এর অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ৫ম গির্জাটি ছিল পুলিশ গির্জা। ইব্‌ন আসাকির বলেছেন, এটি ছিল কায়মারিয়া-আল ফাখরিয়্যার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। সেটির ভবনের কতক কাত হয়ে যাওয়া স্তম্ভ আমি দেখতে পেয়েছি। ৬ষ্ঠ গির্জা ছিল উকিল ভবনের পাশে। সেটি এখন কিলানসীন গির্জা নামে পরিচিত। আমি বলি কিলানসীন হলো এ যুগের হাওয়াহীন। ৭ম গির্জা হলো এখনকার সাকীল ফটকের পাশে অবস্থিত গির্জা। পূর্বে এটি হুমায়দ ইব্‌ন দাররাহ্-এর গির্জা নামে পরিচিত ছিল। কারণ এই এলাকা তাঁর মালিকানায় ছিল। তিনি হলেন, হুমায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুসাহিক কুরাশী আমিরী। দাররাহ তাঁর মায়ের নাম। তিনি হলেন দাররাহ বিনত হাশিম ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রাবীআ, তাঁর বাবা হলেন মুআবিয়া-এর মামা। এই ফটকটি তিনি নিজের নামে বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। তাই গির্জাটি তাঁর নামে পরিচিতি লাভ করেছে। হুমায়দ ইব্‌ন ছাররা মুসলমান ছিলেন। এই গির্জা ব্যতীত ওদের অন্য কোন গির্জা অবশিষ্ট নেই। এটিরও অধিকাংশ স্থান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ইয়াকুবিয়্যাহ্ অঞ্চলে ওদের একটি গির্জা আছে। সেটি খালিদের জমিদারী ও তালহা ইব্‌ন আমিরের ফটকের মাঝে তুমা দরজার অভ্যন্তরে। এই খালিদ হলো খালিদ ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন আবী ঈস্। এটি ৮ম গির্জা। ইয়াকূবী সম্প্রদায়ের অন্য একটি গির্জা ছিল তানাবী ফটক ও আলী বাজারের মধ্যখানে। ইব্‌ন আসাকির বলেন, ওই গির্জার কিছু প্রাচীর এখনও অবশিষ্ট আছে। মূল গির্জা অনেক আগে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এটি ৯ম গির্জা। ওদের দখলে থাকা ১০ম গির্জা হলো মুসাল্লাবাহ্ গির্জা। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির বলেন, সেটি এখনও অবশিষ্ট আছে। সেটি পূর্ব দরজা ও তুমা দরজার মধ্যবর্তী প্রাচীরের কাছাকাছি নীবতান-এর নিকটে অবস্থিত। এখনকার লোকজন ওই স্থানকে নীবতন-এর পরিবর্তে 'নীতূন' বলে। ইব্‌ন আসাকির বলেন, সেটিরও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির-এর মৃত্যুর ৫৮০ বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজেতা সালাহ্উদ্দীন-এর হাতে ওই গির্জা ধ্বংস ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

ওদের ১১তম গির্জা হলো মারয়াম গির্জা। এটি পূর্ব দরজার ভেতরে ছিল। ইব্‌ন আসাকির (র) বলেন, ওদের হাতে যে গির্জাগুলো ছিল, সেগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম বড় গির্জা। আমি বলি, তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর বাদশাহ্ যাহির রুকনুদ্দীন বায়বারস বুন্দুকদারী-এর শাসনামলে এই গির্জা ধ্বংস হয়। এ বিষয়ে একটু পরে আলোচনা হবে।

ওদের হাতে থাকা ১২তম গির্জা হলো ইয়াহূদীদের গির্জা। এখনও ওদের মরু অঞ্চলে সেটি তাদের দখলে আছে। আলজাবর-এর নিকট এটি অবস্থিত। ওই স্থানকে এখন লোকে 'বুসতান আলকাত' বলে। আল বালাগা ফটকেও ওদের একটি গির্জা ছিল। সেটি সন্ধির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরবর্তীতে সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। ওখানে 'ইব্ন সাহ্রওয়ার্দী মসজিদ' নামে একটি প্রসিদ্ধ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। ওই এলাকাকে এখন 'খোষশায়ূরী' ফটক বলে ডাকে। আমি বলি, ওদের একটি নবনির্মিত গির্জাও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। ইব্ন আসাকির কিংবা অন্য কোন ঐতিহাসিক কেউই ওই গির্জার কথা উল্লেখ করেননি। ৭১৭ হিজরী সনের দিকে সেটি ভাঙ্গা হয়। মুররাহ্-এর সামিরা গির্জার কথাও ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেননি। এরপর ইব্ন আসাকির বলেছেন যে, খ্রিস্টানদের একটি নব নির্মিত গির্জা হলো যেটি আবূ জাফর মনসূর নির্মাণ করেছেন। পরবর্তীতে সেটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং সেটিকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে। সেটি 'জানিক' মসজিদ ও আবূ ইয়ামানের মসজিদ নামে পরিচিত। ওদের নব নির্মিত গির্জাগুলোর দুটো হলো আব্বাদ-এর গির্জা। এর একটি হলো ইব্ন মাশিলীর বাড়ীর নিকটে। সেটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি নাক্কাসীন ফটকের মাথায়। সেটিও মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। হাফিজ ইব্ন আসাকির দামেশকী-এর বর্ণনা এখানে শেষ।

আমি বলি, সায়ফ ইব্ন উমরের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, দামেশক বিজিত হয়েছে ১৩ হিজরী সালে। কিন্তু জমহুর তথা অধিকাংশ জ্ঞানীজনের ন্যায় সায়ফ ইব্ন উমরও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, দামেশক বিজিত হয়েছে ১৪ হিজরী সালের রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে। হাফিজ ইব্ন আসাকির–ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, দাশেক বিজিত হয়েছে ১৪ হিজরী সালে। সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয, আবূ মা'শার, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, মা'মার, আপন শায়খ থেকে উমাবী ইব্নুল কালবী, খলীফা ইব্ন খায়য়াত এবং আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, দামেশক বিজয়ের ঘটনা ঘটেছিল ১৪ হিজরী সালে। সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয, আবূ মা'শার এবং উমাবী প্রমুখ এতটুকু অতিরিক্ত বলেছেন যে, তার এক বছর পর ইয়ারমুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ১৪ হিজরী সালের শাওয়াল মাসে দামেশক বিজিত হয়েছে। খলীফা বলেছেন যে, রজব, শাবান, রমযান ও শাওয়াল মাস ওদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন মুসলিম সেনাপতি আবূ উবায়দা। এরপর যুলকাদাহ্ মাসে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উমাবী তাঁর মাগাযী গ্রন্থে লিখেছেন যে, আজনাদায়ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৩ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে আর ফিহ্ল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ওই বছর যুলকাদা মাসে, আর দামেশক যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৪ হিজরী সালে। দাহীম বলেছেন ওয়ালীদ থেকে যে উমাবী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ফিহ্ল ও আজনাদায়ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে। এরপর মুসলমানগণ দামেশক অভিমুখে যাত্রা করে। ১৩ হিজরী সনের রজব মাসে তাঁরা দামেশকে অবতরণ করেন, অর্থাৎ ১৪ হিজরী সালেই তারা দামেশক জয় করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল ১৫ হিজরীতে, হযরত উমর (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন করেন ১৬ হিজরী সনে।

Contents

অধ্যায় ঃ দামেশ্ক শক্তি প্রয়োগে না সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয় ?

দামেশক শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হলো, নাকি সন্ধির মাধ্যমে এ বিষয়ে উলামা-ই-কিরাম ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ উলামা-ই-কিরামের অভিমত এই যে, সেটি সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। কারণ তাঁরা সন্দিহান যে, সেটি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হবার পর রোমানগণ সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়েছে, নাকি পুরোটাই সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, নাকি পুরোটাই শক্তি প্রয়োগে বিজিত হয়েছে, এ পরিস্থিতিতে উলামা-ই-কিরাম সতর্কতা সূত্রে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, সেটি সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্ধেক বিজয় এসেছে যুদ্ধের ফলে আর অর্ধেক বিজয় এসেছে সন্ধির ফলে, এ বক্তব্য এসেছে সাহাবা-ই-কিরামের একটি কাজের দৃষ্টিকোণ থেকে। দামেশক বিজয়ের পর তাঁরা খ্রিস্টানদের সর্ববৃহৎ উপাসনালয় 'বড় গির্জার' অর্ধেক নিজেরা দখলে নিয়েছিলেন আর বাকি অর্ধেক খ্রিস্টানদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এর পরের আলোচনা হলো মুসলমানদের পক্ষে সন্ধিপত্র তৈরি ও তাতে স্বাক্ষর করেছেন আবূ উবায়দা (রা)। এটিই প্রসিদ্ধ ও বাস্তবসম্মত অভিমত। কারণ ইতিপূর্বে খালিদ (রা) সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, ওই সন্ধিপত্র তৈরি ও তাতে স্বাক্ষর করেছেন হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-কে ওই দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ঐতিহাসিক আবূ হুযায়ফা ইসহাক ইব্ন বিশর উল্লেখ করেছেন যে, দামেশক বিজিত হবার পূর্বে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। খলীফা উমর (রা) হযরত সিদ্দীক-ই-আকবরের ইন্তিকালের শোক সংবাদ আবূ উবায়দা (রা) ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদেরকে জানান। তিনি আবূ উবায়দাকে সিরিয়ায় অবস্থানকারী সৈনিকদের দায়িত্ব দেন এবং যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে খালিদ (রা)-এর সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ দেন। চিঠি আবূ উবায়দার হস্তগত হবার পর তিনি নিজে তা গোপন রাখেন। হযরত খালিদ (রা)-কেও তা জানাননি। এ প্রায় ২০ দিন পর দামেশক জয় করা হয়। তখন তিনি খালিদ (রা)-কে ঘটনা জানান। হযরত খালিদ (রা) বললেন, এতদিন জানান নি কেন? আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করুন। আবূ উবায়দা (রা) বললেন, যুদ্ধের গতি থেমে যাক, আমাদের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হোক তা আমি চাইনি বলে। আমি তো পার্থিব কীর্তি ও খ্যাতি চান না। আমি দুনিয়া পাওয়ার জন্যে কাজ করি না, যা আপনার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তার সবই তো একদিন ধ্বংস ও বিনাশ হবে। আমরা সকলে ভাই ভাই। আপন ভাই সাথে থাকলে কারো ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি হয় না।

এ প্রসঙ্গে ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান ফাসাবী যা উল্লেখ করেছেন তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বটে। তিনি বলেছেন, হিশাম ..... আবূ উছমান সানআনী শারাহীল ইব্‌ন মারছাদ বলেছেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন ইয়ামামা অধিবাসীদের নিকট আর ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে পাঠিয়েছিলেন সিরিয়ায়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর খালিদ বললেন.........। এরপর বর্ণনাকরী বলেন যে, ইতিমধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ইনতিকাল করেন এবং হযরত উমর (রা) খলীফা নিযুক্ত হন। তিনি আবূ উবায়দা (রা)-কে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। আবূ উবায়দা (রা) দামেশক আসেন। তিনি খলীফার নিকট অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য চান। খলীফা উমর (রা) খালিদ (রা)-কে লিখেন যে, তিনি যেন সিরিয়ায় আবূ উবায়দা (রা)-এর সাথে মিলিত হন। হযরত খালিদ (রা) ইরাক থেকে সিরিয়া গিয়ে পৌঁছেন। বস্তুত এই বর্ণনা ও তথ্য চূড়ান্তভাবে সমর্থনহীন। কারণ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং খলীফা আবূ বকর (রা) আবূ উবায়দা ও অন্যান্য সেনাপতিকে সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আর তিনিই খালিদ (রা)-কে লিখেছিলেন— তিনি যেন ইরাক থেকে সিরিয়ায় যান ওখানকার মুসলিম সৈন্যদের সাহায্যার্থে এবং তিনি ওদের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। তারপর হযরত খালিদ (রা)-এর হাতেই আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সিরিয়ার বিজয় দান করেন। এ বিষয়টি অবিলম্বে আলোচনা করব ইন্‌শাআল্লাহ্।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আইয বলেন, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বলেছেন সাকওয়ান ইব্‌ন আমর বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র থেকে যে, দামেশক জয় করার পর মুসলিম সৈন্যগণ সেনাপতি আবূ উবায়দাকে খলীফা আবূ বকর (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন বিজয়ের সুসংবাদ বহনকারী হিসেবে। তিনি মদীনা এলেন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ওফাত হয়। হযরত উমর খলীফার মসনদে বসেন। আবূ উবায়দা (রা)-এর উপর অন্য কেউ আমীর ও সেনাপতি হবে হযরত উমর (রা) তা অত্যন্ত গুরুতর মনে করলেন। তিনি আবূ উবায়দা (রা)-কে একদল লোকের সেনাপতিরূপে নিয়োগ দিলেন। যথাসময়ে তিনি দামেশক ফিরে গেলেন। তাঁকে দেখে তাঁর সাথিগণ আনন্দে বলে উঠল, সুস্বাগতম, যাঁকে আমরা বার্তবাহক হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম তিনি আমীর ও সেনাপতিরূপে ফিরে এসেছেন।

লায়ছ, ইব্‌ন লাহ্‌য়াআ, শুরায়হ, মুফাদ্দাল অন্যরা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবীব ..... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আবূ উবায়দা (রা) তাঁকে দামেশক বিজয়ের সংবাদ সহকারে মদীনায় প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি জুমআর দিন হযরত উমর (রা)-এর নিকট এসে পৌঁছলাম। তিনি আমাকে বললেন, কতদিন যাবত পায়ের মোজা খুলছ না? আমি বললাম, গত জুমাবার থেকে আজ জুমাবার পর্যন্ত। তিনি বললেন, সুন্নত মুতাবিক কাজ করেছ বটে।

লায়ছ (র) বলেন, আমরা এই অভিমতই পোষণ করি। অর্থাৎ মুসাফিরের জন্যে মোজা মসেহ করার কোন নির্ধারিত মুদ্দত বা মেয়াদ নেই। বরং মুসাফির ব্যক্তি যতদিন ইচ্ছা পা না ধুয়ে মোজার উপর মসেহ করে যেতে পারবে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর পূর্বতন অভিমতও তাই। ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) উবাই ইব্‌ন আম্মারা সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জমহুর তথা অধিকাংশ উলামা-ই-কিরাম অনুসরণ করেন ইমাম মুসলিম (রা) কর্তৃক

উদ্ধৃত হযরত আলী (রা)-এর হাদীসের। হযরত আলী (রা) থেকে মোজা মসেহ করার বিধান সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মোজা মসেহর মুদ্দত বা মেয়াদ মুসাফিরের জন্যে তিন দিন তিন রাত আর মুকীম বা স্থানীয় লোকের জন্য একদিন এক রাত। কেউ কেউ মুসাফিরের ক্ষেত্রে বার্তাবাহক এবং বার্তাবাহক নয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিধান সাব্যস্ত করেন। তাঁরা বলেন যে, মুসাফির যদি বার্তাবাহক হয় তাহলে তার মোজা মসেহর জন্যে কোন মেয়াদ থাকবে না। আর অন্যদের জন্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ প্রযোজ্য হবে। উকবা (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর হাদীস দ্বারা তাঁরা প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এরপর হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে পাঠালেন। 'বিকা' অঞ্চলে। যুদ্ধ করে তিনি ওই অঞ্চল জয় করেন। তিনি অপর একটি সেনা অভিযান প্রেরণ করেন। মীসনূনের এক কুয়োর নিকট তারা রোমানদের মুখোমুখি হয়। সেখানে রোমান-অধিনায়ক ছিল সিনান নামের এক লোক। বৈরূতের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে তারা দ্রুত গতিতে এসে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওই দিন বহু মুসলমান শহীদ হন। এর ফলে ওই কুয়োর নাম হয় 'শহীদী কুয়ো'। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে দামেশকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ইয়াযীদ তখন দিহ্য়া ইব্ন খালীফকে একদল সৈন্যসহ 'তাদমুর' প্রেরণ করেন ওখানকার পরিবেশ উন্নয়নের জন্যে।। তিনি আবূ যাহরা কুশায়রীকে প্রেরণ করেন বাছানিয়াহ ও হুরান অঞ্চলে। ওখানকার অধিবাসীগণ সন্ধি সম্পাদন করে।

আবূ উবায়দা কাসিম ইব্ন সাল্লাম বলেন, হযরত খালিদ (রা) দামেশ্‌ক জয় করেছেন সন্ধি ও সমঝোতার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে সিরিয়ার সকল নগর ও শহর সমঝোতার মাধ্যমে জয় করা হয়েছে। জমি ও ভূ-সম্পত্তিগুলো অবশ্য বিজিত হয়েছে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান, শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা এবং আবূ উবায়দা (রা)-এর হাতে।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বলেন, দামেশকের একাধিক বয়স্ক ও বিজ্ঞজন আমাদের জানিয়েছেন যে, আমরা দামেশকে অবরুদ্ধ ছিলাম। হঠাৎ সালামী পর্বত থেকে রেশমী বস্ত্রে মুখাবৃত একদল অশ্বরোহী প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসে মুসলমানদের দিকে। মুসলমানগণ বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর। বায়ত লাহ্য়া এবং ওই পর্বতের মাঝখানে উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুসলমানগণ ওদেরকে পরাজিত করেন এবং হিম্‌স দরজার দিকে গড়িয়ে নিয়ে যান। হিম্‌স অধিবাসীগণ এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে। তারা মনে করেছিল যে, মুসলমানগণ দামেশক জয় করে নিয়েছে। তারা প্রস্তাব পাঠায় যে, দামেশকের অধিবাসীগণ যে নিয়মে সমঝোতা ও সন্ধি স্থাপন করেছে আমরাও তাই করতে চাই। তারপর মুসলমানদের সাথে ওরা সন্ধি স্থাপন করে।

খালীফা ইব্ন খায়য়াত বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগীরা তাঁর পিতা থেকে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা) তারারিয়্যা ব্যতীত পুরো জর্দান জয় করেছেন যুদ্ধের মাধ্যমে ও শক্তি প্রয়োগে। তারাবিয়্যা-এর অধিবাসীগণ তাঁর সাথে সমঝোতা ও সন্ধি স্থাপন করেন। ইব্ন কালবী অনুরূপ বলেছেন। তাঁরা দু'জনেই বলেছেন যে, সর্বাধিনায়ক হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বিক্কা

অঞ্চল জয় করেন। বাআলা বাক্কের অধিবাসীগণ তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করে। তিনি তাদের জন্যে একটি চুক্তিপত্র ও নির্দেশনামা তৈরি করেছেন। ইব্নুল মুগীরা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খালিদ এই শর্তে ওদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন যে, ওদের ঘরবাড়ি ও উপাসনালয়গুলো অর্ধেক অর্ধেক হারে মুসলমানদের অধিকারে আসবে এবং তাদের জিয্য়াকর রহিত হবে। ইবন ইসহাক ও অন্যরা বলেন যে, ১৪ হিজরী সনের যুলকাদা মাসে সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা)-এর হাতে সমঝোতা ও সন্ধির মাধ্যমে হিম্স ও বাআলা বাক্কা রাজ্য জয় করা হয়। কারো কারো মতে এই জয় সংঘটিত হয় ১৫ হিজরী সনে।

ফিহ্ল-এর যুদ্ধ

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন যে, দামেশক বিজয়ের পূর্বে ফিহ্লের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তবে ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর বলেছেন যে, সেটি সংঘটিত হয়েছে দামেশক বিজয়ের পর, সায়ফ ইব্ন উমরের বর্ণনাও তা সমর্থন করে। সায়ফ ইব্ন উমর আবূ উছমান ইয়াযীদ ইব্ন উসায়দ গাস্সানী ও আবূ হারিছ কায়সী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনে বলেছেন যে, মুসলিম সৈন্যগণ ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে তাঁর অশ্বারোহীসহ দামেশকে রেখে সম্মুখে অগ্রসর হয়। তারা অগ্রাভিযান চালায় ফিহ্ল রাজ্যের উদ্দেশ্যে। তখন গাওর অঞ্চলে অবস্থানকারী মুসলিম সৈন্যদের সেনাপতি ছিলেন শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা (রা)। এই অভিযানে হযরত আবূ উবায়দা (রা) অংশ নেন, তিনি সম্মুখ বাহিনীর দায়িত্ব দেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে। ডান পার্শ্বস্থ বাহিনীর দায়িত্বে আবূ উবায়দা এবং বাম পার্শ্বের বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন আমর ইব্ন আস (রা)। অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব দিরার ইব্ন আযওয়ার এবং পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন ইয়ায ইব্ন গানাম। তাঁরা ফিহ্ল গিয়ে পৌঁছলেন। সেটি গাওর অঞ্চলের একটি শহর। রোমানগণ বীসান এসে জড়ো হয়। ওরা সেখানকার সব পানি সকল জমিতে ছেড়ে দেয়। পানিতে জমিগুলো সয়লাব হয়ে যায়।

মুসলিম সৈন্য ও রোমান সৈন্যদের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ওই পানিসিক্ত জমিগুলো। মুসলিমগণ রোমানদের এই কূটকৌশল ও প্রতারণামূলক কার্যক্রম খলীফা উমর (রা)-এর গোচরীভূত করেন। তাঁরা এও জানান যে, মুসলমানগণ বেশ ভাল অবস্থানে আছে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আছে। এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা (রা)। দিনে-রাতে তিনি ভীষণ পরিশ্রম করছিলেন। রোমানগণ মনে করেছিল যে, মুসলমানগণ অসতর্ক ও উদাসীন হয়ে আছে। হঠাৎ আক্রমণে পরাভূত করার লক্ষ্যে একরাতে তারা মুসলমানদের উপর হামলা চালায়। তখন রোমানদের সেনাপতি ছিল সাকলাব ইব্ন মিখরাক। তারা মুসলমানদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে। একযোগে পাল্টা আক্রমণ চালায় মুসলমানগণ তাদের উপর। কারণ মুসলমানগণ সার্বক্ষণিক সতর্ক ও প্রস্তুত ছিলেন। উভয় পক্ষে সকাল পর্যন্ত এবং ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই চলল। রাতের গভীর অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে রোমানগণ পালিয়ে যায়। ওদের সেনাপতি সাকলাব নিহত হয়। মুসলমানগণ ওদের ঘাড়ে আক্রমণ করতে থাকে। পালাতে পালাতে ওরা ওই জলরাশিতে গিয়ে পড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা যা তৈরি করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ওই জলরাশিতে ডুবিয়ে মারেন।

সেদিন ওদের প্রায় ৮০ হাজার লোক নিহত হয়। যারা পালিয়ে গিয়েছিল শুধু তারাই প্রাণে বেঁচেছে। মুসলমানগণ গনীমত হিসেবে ওদের বহু মালামাল ও ধন-সম্পদ অধিকার করেন। এরপর খলীফা উমর (রা)-এর নির্দেশ মুতাবিক হযরত আবূ উবায়দা (রা) ও খালিদ (রা) নিজেদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে হিম্স অভিমুখে যাত্রা করেন। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) জর্ডানে শুরাহবীল ইব্ন হাসানাকে শাসনের দায়িত্ব দিয়ে যান। শুরাহবীল এবং আমর ইব্ন আস যাত্রা করেন 'বীসান'-এর দিকে। তাঁরা বীসান অবরোধ করেন। সেখানকার অধিবাসীগণ যুদ্ধের জন্যে বের হয়। সংঘটিত হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। এরপর তারা সন্ধি স্থাপন করে। যেমন করেছিল দামেশক অধিবাসীগণ। শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা তাদের ভূমি ও স্থাবর সম্পত্তিতে জিযিয়া কর আরোপ করেন। আবূ আওয়ার সুলামী তাবারিয়্যা অধিবাসীদের ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ইরাকে সংঘটিত যুদ্ধ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত খালিদ (রা) ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর মুছান্না (রা) ইরাকে রয়ে গেলেন। হযরত খালিদ (রা) যাত্রা করেছিলেন এক বিশাল সেনাদল নিয়ে। কারো মতে, সৈন্যসংখ্যা ছিল নয় হাজার। কেউ বলেছেন তাঁর সাথে যাত্রা করা সৈন্য ছিল তিন হাজার। কারো মতে সাতশ। কেউ বলেছেন আরো কম। তবে সবাই একমত যে, ইরাকে অবস্থানকারী বড় বড় যোদ্ধা ও নেতৃস্থানীয় সৈনিকগণ তাঁর সাথে যাত্রা করেছিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যসহ মুছান্না (রা) ইরাকে রয়ে গেলেন। তাঁর সাথে থাকা সৈন্য ছিল নিতান্ত কম। অন্যদিকে পারসিকদের আক্রমণের আশংকা ছিল খুব বেশি। ওদের রাজা-রাণী পরিবর্তনের ঝামেলা না থাকলে তারা অবশ্যই আক্রমণ করত। খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবত মুছান্না (রা)-এর নিকট কোন সংবাদ যাচ্ছিল না। তাই তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি এসে দেখলেন, হযরত সিদ্দীক-ই-আকবর তখন জীবন সায়াহ্নে। তিনি খলীফাকে ইরাক পরিস্থিতি জানালেন। খলীফা সিদ্দীক-ই-আকবর (রা) হযরত উমর (রা)-কে অসিয়ত করলেন তিনি যেন জনসাধারণকে ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। হযরত সিদ্দীক-ই-আকবর (রা) ইন্তিকাল করলেন। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে দাফন করা হলো। পরদিন ভোরে উমর (রা) লোকজনকে ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে উৎসাহিত করলেন। এর সওয়াব ও পুরস্কার সম্পর্কেও জানালেন। কিন্তু কেউই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। কারণ পারসিকদের শক্তির দাপট এবং যুদ্ধ-নৈপুণ্যের প্রেক্ষিতে কেউই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাইত না। তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও যুদ্ধে অংশ নেবার আহ্বান জানান। কেউই কিন্তু সাড়া দেয়নি। সেনাপতি মুছান্না (রা) বক্তব্য রাখলেন। হযরত খালিদ (রা)-এর হাতে ইরাকের একটি বিরাট অংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন তিনি তা উল্লেখ করলেন। ওখানে যে সকল ধন-সম্পদ ও মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে তাও তিনি সকলকে অবহিত করলেন। কিন্তু তৃতীয় দিনের আহ্বানেও কেউ সাড়া দেয়নি। চতুর্থ দিনের আহ্বানের পর সর্বপ্রথম সাড়া দেন এবং যুদ্ধে যেতে সম্মতি দেন আবূ উবায়দ ইব্ন মাসউদ ছাকাফী। এরপর একের পর এক লোকজন সাড়া দিতে শুরু করেন।

মদীনার একাধিক ব্যক্তিকে খলীফা উমর (রা) সেনাপতি নিযুক্ত করেন। সবার উপরে সেনাপতির দায়িত্ব দেন এই আবূ উবায়দ ইব্ন মাসউদ ছাকাফীকে। তিনি কিন্তু সাহাবী ছিলেন না। কেউ কেউ হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন সাহাবীকে আপনি প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন না কেন ? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম যে সাড়া দিয়েছে আমি তাকেই প্রধান সেনপতি নিযুক্ত করেছি। আপনারা তো দীনের সাহায্যে সবার আগে এগিয়ে এসেছেন। আর এই ঘটনায় এই লোক আপনাদের সবার আগে এগিয়ে এসেছে। সবার আগে সাড়া দিয়েছে। এরপর খলীফা উমর (রা) আবূ উবায়দা ইব্ন মাসউদ ছাকাফীকে ডেকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোদাভীতি ও তাকওয়া অবলম্বন ও সাথী মুসলিম সৈন্যদের কল্যাণ কামনার উপদেশ দিলেন। সকল কাজে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিলেন। সালীত ইব্ন বাশীরের সাথেও পরামর্শ করার কথা বললেন। কারণ সালীত ইবন বাশীরের রয়েছে যুদ্ধ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা। তিনি সরাসরি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত মুসলমানদের এই সেনাদল ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাদের সংখ্যা সাত হাজার।

খলীফা উমর (রা) হযরত আবূ উবায়দা (র)-কে লিখলেন, খালিদ (রা)-এর সাথে যে সকল সৈন্য ইরাক থেকে এসেছে ওদেরকে যেন পুনরায় ইরাকে পাঠিয়ে দেন। তিনি দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। হাশিম ইব্ন উতবাকে নেতা মনোনীত করে তাঁর তত্ত্বাবধানে ওই সেনাবাহিনী ইরাকে প্রেরণ করেন। ওদিকে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালীর নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী হযরত উমর (রা) ইরাকে প্রেরণ করেন। জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁর বাহিনী নিয়ে কূফা পৌঁছেন। সেখানে "হারকারান আল মাদার"-এর সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হারকারান নিহত হয় এবং তার সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। ওদের অধিকাংশই দজলা নদীতে ডুবে মারা যায়। মুসলিম বাহিনী ইরাক গিয়ে পৌঁছে। তখন পারসিকগণ তাদের রাজা-রাণী মনোনয়ন ও অপসারণ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অবশেষে রাণী 'আযার মীদাখ্ত'-কে হত্যা করে তারা বূরান বিন্ত কিসরাকে ক্ষমতায় বসায়। রাণী বূরান রুস্তম ইব্ন ফারাখযায নামের এক সাহসী বীর যোদ্ধার নিকট দশ বছরের জন্যে রাজত্ব হস্তান্তর করে এই শর্তে যে, সে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। এরপর রাজত্ব ফিরে আসবে কিসরার বংশধরদের নিকট। রুস্তম তা মেনে নেয়। এই রুস্তম ছিল একজন জ্যোতির্বিদ। জোতিষ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর ছিল পর্যাপ্ত জ্ঞান। একদিন তাঁকে বলা হয়েছিল—আপনি জানতেন যে, এই রাজত্ব আর পূর্ণতা পাবে না–স্থায়ী হবে না। তবু এটি গ্রহণে কিসে আপনাকে উৎসাহিত করল ? তিনি বলেলেন, 'লোভ-লালসা এবং মর্যাদা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে এটি গ্রহণে উৎসাহিত করেছে।'

নামারিকের যুদ্ধ

সেনাপতি রুস্তম জাবান নামের এক ব্যক্তিকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রেরণ করেছিল। তার দু'পাশে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল হাশনাস মাহ্ ও মারদান শাহ নামের দু'জন লোক। মারদান শাহ্ ছিল সেনাপতি রুস্তমের কিন্তু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তারা নামারিক নামক স্থানে সেনাপতি আবূ উবায়দ-এর মুখোমুখি হয়। নামারিক হলো হীরা ও কাদেসিয়া নগরীর মধ্যবর্তী একটি স্থান। মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্বে তখন হযরত

মুছান্না ইব্ন হারিছা। বাম বাহিনীর দায়িত্বে আমর ইব্ন হায়ছাম। ওখানে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পারসিকদেরকে পরাজিত করে দেন। জাবান ও মারদান শাহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। যে মুসলিম সৈনিক মারদান শাহকে বন্দী করেছিল সে নিজেই মারদান শাহকে হত্যা করে ফেলে। আর জাবান গ্রেপ্তার হয়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ফলে যে ব্যক্তি তাকে বন্দী করেছিল সে জাবানকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু অন্য মুসলমানরা তাকে আটক করে রাখেন। ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন। তারা বলেন এই যে, প্রধান সেনাপতি। তারা তাকে নিয়ে আসেন সর্বাধিনায়ক হযরত আবূ উবায়দ-এর নিকট। ওরা তাঁকে বলেছিল যে, জাবানকে হত্যা করুন। কারণ সে শত্রু-সৈন্যের প্রধান ব্যক্তি। আবূ উবায়দ বললেন, সে যদি সেনাধ্যক্ষও হয় তবুও আমি ওকে হত্যা করব না। কারণ আমাদেরই জনৈক মুসলমান তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল।

এরপর আবূ উবায়দ পরাজিত পারসিক সৈনিকদেরকে তাড়া করতে বের হলেন। ওরা তখন কাস্কার মহলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ওখানকার শাসক ছিল কিসরা-এর খালাত ভাই। তার নাম নারসী। সে ওদেরকে প্রস্তুত করল আবূ উবায়দ-এর মুকাবিলা করার জন্যে। তিনি ওদের উপর আক্রমণ করলেন প্রচণ্ডভাবে। ওরা পরাজিত হলো। বহু মালামাল ও খাদ্যদ্রব্য মুসলমানদের অধিকারে এল। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। যুদ্ধে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও মালামালের $\frac{১}{৫}$ অংশ নিয়মানুযায়ী মদীনায় খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হলো। ওই যুদ্ধ সম্পর্কে জনৈক মুসলমান নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

لَعَمْرِىْ وَمَا عُمْرِىْ عَلَى بِهَيِّنٍ * لَقَدْ صَبَّحَتْ بِالْخِزْىِ اَهْلَ النَّمَارِقِ -

আমার জিন্দেগীর কসম। আমার জীবন অত সহজ ও নিষ্কণ্টক নয়। নামারিকের অধিবাসিগণ ভোর বেলা যিল্লতী ও অপমানের বোঝা নিয়ে উঠেছে।

بِاَيْدِىْ رِجَالٍ هَاجَرُوْا عَوْرَتِهِمْ * يُحَوِّشُوْنَهُمْ مَا بَيْنَ دِرْنَاوَ بَارِقٍ -

ওরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে এমন কতক লোকের হাতে যারা হিজরত করেছে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে। এরা নামারিক বাসীদেরকে পদদলিত ও অপদস্ত করেছে দিরনা ও বারিকের মধ্যবর্তী স্থানে।

قَتَلْنَاهُمْ مَابَيْنَ مَرْجِ مُسَلَّحٍ * وَبَيْنَ الْهَوَانِىْ مِنْ طَرِيْقِ التَّدَارُقِ -

আমরা ওদেরকে হত্যা করেছি। হত্যা করেছি তাদারুকের পথে হাওয়ানী ও মারজ মুছাল্লাহের মধ্যবর্তী স্থানে।

উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল কাসকার আর সাফাতিয়্যাহ্-এর মধ্যবর্তী স্থানে। ওদের ডান পার্শ্বের সেনাদলের দায়িত্বে ছিল নারসী। আর বাম পার্শ্বের সেনাদলের দায়িত্বে ছিল তার মামাত ভাই বান্দাবিয়্যাহ ও বায়রাবিয়্যাহ। ওদের পিতার নাম নিযাম। এদিকে রুস্তম জালীনূসের নেতৃত্বে একটি সুসজ্জিত দল পাঠিয়েছিল। এ সংবাদ অবগত হয়ে আবূ উবায়দ ত্বরিত গতিতে 'নারসী'-এর উপর আক্রমণ করেন। জালীনূসের বাহিনী ওদের সাথে মিলিত হবার আগেই তিনি এই আক্রমণ করেন। আবূ উবায়দা (রা) ও নারসীর মধ্যে সেখানে প্রচণ্ড

যুদ্ধ হয়। পারসিকগণ পরাজিত হয় এবং নারসী পালিয়ে যায়। ওদিকে 'বারুসমা' নামক স্থানে জালীনূসের সাথে আবূ উবায়দা (রা)-এর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জালীনূস পরাজিত হয়ে মাদাইনে পালিয়ে যায়। নারসীও মাদাইনে গিয়ে পৌঁছে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত মুছান্না (রা)-কে এবং অন্যান্য সেনাদলকে নাহ্‌র জূর ও অন্যান্য সীমান্তের দিকে প্রেরণ করেন। তাঁরা অবস্থাভেদে শক্তি প্রয়োগ ও সন্ধির মাধ্যমে ওই সব স্থান জয় করেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উপর জিয্‌য়া কর নির্ধারণ করেন। তারা বহু মালামাল যুদ্ধ বিজয়ী মাল হিসেবে লাভ করে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। জাবানের সাহায্যে এসেছিল জালীনূস। মুসলমানগণ তাকে চরমভাবে পরাস্ত করেন। এবং তার সৈন্য-সামন্ত ও মালপত্র গনীমতের মালরূপে মুসলমানগণ হস্তগত করেন। জালীনূস লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যায়।

আবূ উবায়দা-এর সেতুর যুদ্ধ, মুসলিম প্রধান সেনাপতি ও বহু মুসলিম সৈনিকের শাহাদাত

মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পারসিক সেনাধ্যক্ষ জালীনূস পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার পর ওরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়। পারসিকগণ সমবেত হয় মহাবীর রুস্তমের নিকট। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল এক সেনাদল প্রেরণ করে। এদের সেনাপতি ছিল বাহমান হাদাবিয়্যাহ্। সে তার হাতে তুলে দিল আফরীদুনের পতাকা। এটির নাম দুরফাশ কবিয়ানও বটে। পারসিকগণ ওই পতাকা দ্বারা বরকত ও শুভযাত্রা কামনা করত। ওরা নিজেদের সাথে কিসরার পতাকাও বহন করে নিয়ে যায়। এই পতাকা ছিল চিতা বাঘের চামড়ায় তৈরি। পতাকাটির প্রস্থ ছিল আট হাত। ওরা মুসলমানদের নিকট এসে পৌঁছে। উভয় পক্ষের মাঝে একটি নদী ছিল। সেখানে ছিল একটি সেতু। পারসিকগণ প্রস্তাব দিল যে, হয়ত তোমরা সেতু পার হয়ে আমাদের নিকট আস, নতুবা আমরা সেতু পার হয়ে তোমাদের নিকট যাব। মুসলমানগণ তাঁদের সেনাপতি আবূ উবায়দকে বলল, ওদেরকে বলুন আমাদের নিকট আসতে। সেনাপতি বললেন, আমরা মৃত্যুর ব্যাপারে যত নির্ভীক ওরা ততটা নির্ভীক নয়। এই বলে তিনি সেতু পেরিয়ে নিজ সৈন্যসহ ওদের নিকট পৌঁছে গেলেন। সংকীর্ণ এক জায়গায় সকলে সমবেত হলো। উভয় পক্ষে সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ইতিপূর্বে এমন যুদ্ধ দেখা যায়নি।

মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার, পারসিকগণ সাথে করে বড় বড় বহু হাতী নিয়ে এসেছিল। ওইগুলোর পিঠে ছিল প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টিকারী ঘণ্টা, হাতীগুলো দাঁড়িয়েছিল যাতে মুসলমানদের ঘোড়াগুলো হাতী দেখে আর প্রচণ্ড শব্দ শুনে ভয় পায়। তারা মুসলমানদের উপর হামলা চালায়। বস্তুত বিশাল বিশাল হাতী দেখে এবং প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনি শুনে মুসলমানদের ঘোড়াগুলো ভয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। শক্তিপ্রয়োগে মাত্র অল্প সংখ্যক ঘোড়াকে ধরে রাখা হয়। অন্যদিকে মুসলমানগণ যখন ওদের উপর আক্রমণে অগ্রসর হতে চায় তখন হাতীর ভয়ে তাদের ঘোড়াগুলো সামনে এগুতে চায় না। তাছাড়া প্রচণ্ড তীর নিক্ষেপে পারসিকগণ সেগুলো রক্তাক্ত করে ফেলে। ফলে বহু মুসলমানকে তারা হত্যা করে ফেলে। পক্ষান্তরে মুসলমানগণও প্রায় ছয় হাজার শত্রু হত্যা করেন। আবূ উবায়দ (রা) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন

প্রথমে হাতীগুলোকে হত্যা করা হয়। ফলে মুসলমানগণ হাতীগুলোকে ঘিরে ফেলেন এবং সবগুলোকে হত্যা করে ফেলেন। পারসিকগণ একটি সুবিশালদেহী সাদা হাতীকে সামনে ঠেলে দেয়। সেটি হত্যা করার জন্যে সেনাপতি আবূ উবায়দ সামনে অগ্রসর হন। তিনি তরবারির আঘাত হানেন হাতীটির উপর। হাতীর শুঁড় কেটে যায়। হাতী মাতাল ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ভয়ংকর একটি চিৎকার দিয়ে সেনাপতি আবূ উবায়দ (রা)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'পায়ে তাঁকে দলিত-মথিত করে ফেলে। তিনি মারা যান। হাতীটি তাঁর দেহের উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

আবূ উবায়দ তাঁর অবর্তমানে যাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি এসে হাতীর উপর আক্রমণ করলেন। হাতীটি তাঁকেও মেরে ফেলে। এরপর তাঁর পরবর্তী দায়িত্ব প্রাপ্ত সেনাপতি এসে হামলা করলেন। হাতীটি তাঁকেও মেরে ফেলল। এরপর তাঁর পরবর্তী সেনাপতি, এরপর তাঁর পরবর্তী সেনাপতি। এভাবে আবূ উবায়দের মনোনীত সাতজন সেনাপতি নিহত হন। এঁরা সকলে ছিলেন ছাকীফ গোত্রের লোক। এরপর সেনাপতি আবূ উবায়দের অসিয়ত অনুযায়ী সেনাপতির দায়িত্ব পান মুছান্না ইব্ন হারিছা। সেনাপতি আবূ উবায়দ (রা)-এর স্ত্রী দাওমা ঠিক এরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন যা হুবহু বাস্তবায়িত হলো। এসব ঘটনায় মুসলমানগণ সাহস হারা হয়ে গেলেন। বাকি থাকল শুধু পারসিকদের বিজয়। মুসলমানগণ দুর্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। সকলে পেছনে পালাতে শুরু করে। পারসিকগণ ওদেরকে তাড়া করতে থাকে; ওরা বহু মুসলমানকে হত্যা করে, মুসলমানগণ বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা সেতু পর্যন্ত আসে। কেউ কেউ সেতু পার হয়ে আসে। এরই মধ্যে ভেঙ্গে যায় ওই সেতু। ফলে ওপাড়ে যারা ছিল পারসিকগণ তাদেরকে আটক করে ফেলে। সেখানেও তারা বহু মুসলমানকে হত্যা করে। প্রায় চার হাজার মুসলমান ফোরাত নদীতে ডুবে মারা যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সেনাপতি মুছান্না ইব্ন হারিছা সেতুর উপর এসে দাঁড়ালেন। সেই সেতু যেটি অতিক্রম করে তাঁরা ওপারে গিয়েছিলেন। পরাজিত হয়ে কেউ কেউ ফোরাত নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং ডুবে গিয়েছিল।

সেতুর উপর দাঁড়িয়ে সেনাপতি মুছান্না ডেকে ডেকে বললেন, হে লোকসকল! শান্ত হোন, স্থির হোন, আমি সেতুর মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আপনাদের সকলে পার না হওয়া পর্যন্ত আমি সেতু পার হব না। সকল মুসলমান সেতু পার হলো। এরপর মুছান্না (রা) সেতু পার হয়ে ওদের নিকট গেলেন। তিনি এবং সাহসী সৈনিকগণ পাহারা দিতে লাগলেন। উপস্থিত অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন আহত, রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত। কতক মুসলমান বনে-জঙ্গলে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত তাদের গন্তব্য জানা যায়নি। ওদের কতক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মদীনা শরীফ ফিরে আসে। এই দুঃখজনক পরাজয়ের সংবাদ মদীনায় খলীফার নিকট নিয়ে আসেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাযদ ইব্ন আসিম মুযানী। তিনি এসে দেখেন খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) মিম্বরে আছেন। খলীফা বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ, কী সংবাদ? আবদুল্লাহ্ বললেন, নিশ্চিত সংবাদ এনেছি আপনার নিকট। এরপর মিম্বরে খলীফার নিকট গেলেন। এবং কানে কানে প্রকৃত ঘটনা জানালেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, যুদ্ধ-পরাজয়ের সংবাদ সর্বপ্রথম খলীফার নিকট নিয়ে আসেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন হুসায়ন হুতামী। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সায়ফ ইব্ন উমর বলেন, এ ঘটনা ঘটেছিল ১৩ হিজরী সনের শা'বান মাসে ইয়ারমুক যুদ্ধের ৪০দিন পর। মুসলমানগণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর দলবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। হযরত উমর (রা) কাউকে তিরস্কার করেন নি— মন্দ বলেন নি। বরং তিনি বলেছেন, আমি আপনাদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ওই অগ্নিপূজারীদেরকে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যস্ত রাখেন। মাদায়েনবাসিগণ রুস্তমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং তাকে পদচ্যুত করে। পরে তাকে পুনরায় দায়িত্ব দেয় এবং তার সাথে ফীবুজানকেও ক্ষমতা প্রদান করে। শেষে তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পারসিকগণ মাদায়েনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে হযরত মুছান্না (রা)-এর নেতৃত্বাধীন একদল মুসলিম সৈনিকের মুখোমুখি হয় তারা। দুই পারসিক সেনাপতি নিজেদের সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলিম সেনাপতি মুছান্না (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তিনি ওদের দু'জনকে এবং ওদের সাথে থাকা বহু পারসিককে বন্দী করেন এবং হত্যা করেন। এরপর সেনাপতি মুছান্না ইরাকে অবস্থানরত মুসলিম সেনাপতিদের সাহায্য চেয়ে লোক পাঠালেন। ওরা তাঁর নিকট সাহায্য পাঠাল। মদীনা থেকে খলীফা উমর (রা) তাঁর নিকট প্রচুর সাহায্য পাঠান। ওই সাহায্য দলে ছিলেন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী ও তাঁর পূর্ণ গোত্র। শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দও সেই দলে ছিল। ফলে এবারকার সৈন্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।

বুওয়ায়ব-এর যুদ্ধ ঃ পারসিকদের উপর মুসলমানদের প্রতিশোধ গ্রহণ

মুসলমানদের রণপ্রস্তুতির কথা পারসিক সেনাপতিগণ অবগত হলো। মুসলিম সেনাপতি মুছান্না (রা)-এর অধীন বিশাল সৈন্য বাহনীর কথাও তারা জানতে পারে। এদেরকে প্রতিরোধ করার জন্যে তারা মিহরানের সেনাপতিত্বে একটি বিশাল সেনাদল প্রেরণ করে। উভয়পক্ষ বুওয়ায়ব নামক স্থানে মুখোমুখি হয়। বুওয়ায়ব হলো কূফার নিকটবর্তী একটি স্থান। উভয় পক্ষের মাঝে ছিল ফোরাত নদী। পারসিকগণ বলল, 'হয় তোমরা নদী পার হয়ে আমাদের নিকট আস নইলে আমরা নদী অতিক্রম করে তোমাদের নিকট যাব।' মুসলমানগণ বললেন, 'তোমরাই নদী পার হযে আস।' তারা নদী পার হয়ে এল। তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকল। এটি রমযান মাসের ঘটনা। সেনাপতি মুছান্না মুসলিম সৈনিকদেরকে রোযা না রাখার কথা বললেন। সকলে রোযা ছেড়ে দিল। যাতে যুদ্ধে শক্তি পায়, সৈন্যগণ প্রস্তুত। সেনাপতি মুছান্না প্রত্যেক গোত্রের সেনাপতিদের পতাকা ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতে লাগলেন এবং তাদেরকে জিহাদে উৎসাহ দিয়ে ধৈর্য ও নীরবতা অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছিলেন। ওই যুদ্ধে নিজ গোত্রসহ জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী এবং বহু শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছিলেন। ওদের উদ্দেশ্যে মুছান্না বললেন, আমি তিনবার আল্লাহু আকবর বলব। তাতে সকলে প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমি চতুর্থ বার আল্লাহু আকবর বলার সাথে সাথে শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ করবে। জবাবে সকলে তাঁর নির্দেশ মান্য ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দিল। কিন্তু তাঁর ১ম তাকবীরের সাথে সাথে পারসিকগণ হামলা চালায় মুসলমানদের উপর। তারা ঘিরে ফেলে মুসলিম সৈন্যদেরকে। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সেনাপতি মুছান্না একটি সারিতে কিছুটা ত্রুটি লক্ষ্য করেন। তিনি সেখানে একজন লোক পাঠালেন। সে ওই সারির লোকদেরকে বলছিল,

'সেনাপতি তোমাদেরকে সালাম জানিয়েছেন আর বলেছেন যে, আজ আরবদেরকে অপমানিত করো না বরং সুশৃঙ্খল থাক। নিয়মমত যুদ্ধ চালাও।'

ওই গোত্র ছিল বানূ আজাল গোত্র। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আনুগত্য ও হৃদ্যতা দেখে মুছান্না খুশি হলেন এবং এ সংবাদ দিয়ে লোক পাঠালেন যে, হে মুসলিমগণ! যুদ্ধ ও জিহাদ তো আপনাদের নিয়মিত কার্যক্রম। আপনারা আল্লাহ্কে সাহায্য করুন আল্লাহ্ আপনাদেরকে সাহায্য করবেন। সেনাপতি মুছান্না ও অন্যান্য মুসলিম সাহায্য ও বিজয়ের জন্যে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছিলেন। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ চলার পর মুছান্না তাঁর কতক সাহসী অনুসারীকে একত্রিত করে পেছনের দিক পাহারায় নিয়োজিত করলেন। তিনি নিজে শত্রু-সেনাধ্যক্ষ মিহরানের উপর আক্রমণ করলেন। মিহরানকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দিলেন। মিহরান তার সৈনিকদের ডান পার্শ্বস্থ দলে ঢুকে গেল। বানূ তাগলিব গোত্রের জনৈক খ্রিস্টান বালক মিহরানের উপর আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করে ঘোড়ায় চড়ে বসে। সায়ফ ইব্ন উমর এরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেছেন যে, মিহরানের উপর প্রথম আক্রমণ করেছিল মুনযির ইব্ন হাস্সান ইব্ন দিরার দাব্বী। তিনি তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এরপর জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী তার মাথা কেটে নেন। তার বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র তারা দু'জনে ভাগ করে নেন। জারীর নিলেন অস্ত্রশস্ত্র আর মুনযির নিলেন কোমরবন্দ ও তীরের ঝুলি। সেনাপতির হত্যাকাণ্ড দেখে অগ্নিপূজক পারসিকগণ পালাতে শুরু করে। মুসলমানগণ ওদের ঘাড়ে আঘাত করে ওদেরকে ধরাশায়ী করতে থাকেন। মুছান্না ইব্ন হারিছা এগিয়ে গিয়ে সেতুর উপর অবস্থান গ্রহণ করেন। যাতে পারসিকগণ সেতু অতিক্রম করে পালাতে না পারে। আর তাতে মুসলমানগণ ওদেরকে হত্যা করার সুযোগ পায়। সেদিনের অবশিষ্ট সময়, ওই রাত এবং পরের দিনেও রাত অবধি মুসলমানগণ ওদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে থাকেন। কথিত আছে যে, ওই যুদ্ধে প্রায় এক লাখ পারসিক সৈন্য অস্ত্রের আঘাতে ও পানিতে ডুবে মারা যায়। মুসলমানদের পক্ষেও অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওই যুদ্ধে শহীদ হন। এই ঘটনায় পারসিকদের গর্ব ও অহংকার ধূলোয় মিশে যায়। তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়। মুসলিম সৈনিকগণ ফোরাত ও দজলা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ পারস্য এলাকাতে লুটতরাজ চালায়। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করে। বুওয়ার যুদ্ধের পর আরো বহু ঘটনা ঘটেছে যা বিস্তারিত উল্লেখ করলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। ইরাকের এই যুদ্ধ সিরিয়ায় ইয়ারমুকের যুদ্ধের মত হলো।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে আওয়ার শানী আবদী নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে মুসলিম বীরত্ব ও পারসিকদের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরেন ঃ

هَاجَتْ لاَعَوَرَ دَارُ الْحَىِّ اَحْزَانًا * وَاسْتَبْدَلَتْ بَعْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حَسَّانَا

وَقَدْ اَرَانَا بِهَا وَالشَّمْلُ مُجْتَمِعٌ * اِذْ بِالنُّخَيْلَةِ قَتْلَى جُنْدُ مَهْرَانَا

اِذْ كَانَ سَارَ الْمُثَنّٰى بِالْخُيُوْلِ لَهُمْ * فَقَتَّلَ الزَّحْفَ مِنْ فُرْسٍ وَجِيْلاَنَا

سَمًّا لِمَهْرَانَ وَالْجَيْشِ الَّذِىْ مَعَهُ * حَتّٰى اَبَادَهُمْ مُثَنّٰى وَوَحْدَانَا ـ

অধ্যায় ঃ এরপর খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ইরাকের সেনাপতি হিসেবে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস যুহরী (রা)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। তাঁর সাথে ছিল ছয় হাজার সৈনিক। খলীফা উমর (রা) জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং মুছান্না ইব্ন হারিছার নিকট লিখলেন তাঁরা দু'জনে যেন সা'দ (রা)-এর নেতৃত্ব মেনে নেন। তাঁরা যেন তাঁর নির্দেশ শোনেন। তাঁর প্রতি অনুগত হন। সা'দ (রা) ইরাক পৌঁছলেন। তাঁরা দু'জনে তাঁর সহযোগী হলেন। ইতিপূর্বে মুছান্না ও জারীর (রা) নিজেদের মধ্যে মতবিরোধে লিপ্ত ছিলেন। মুছান্না জারীরকে বলেছিলেন যে, খলীফা তো আপনাকে প্রেরণ করেছেন আমার সাহায্যের জন্য। সুতরাং এখানকার মূল আমীর ও সেনাপতি আমি। আর জারীর বলছিলেন যে, খলীফা আমাকে আপনার উপর আমীর ও সেনাপতি রূপে প্রেরণ করেছেন। সেনাপতি হিসেবে হযরত সা'দ (রা)-এর ইরাক আগমনের ফলে তাঁদের দু'জনের বিবাদ মীমাংসা হয়ে যায়। ইব্ন ইসহাক বলেন, এই বছর মুছান্না (রা) ইন্তিকাল করেন। বিশুদ্ধ অভিমত হলো উমর (রা) সা'দ (রা)-কে ইরাক প্রেরণ করেছিলেন ১৪ হিজরী সনের প্রথম দিকে।

মতবিরোধের পর পারসিকদের সম্রাট হিসেবে ইয়াযদগিরদকে মনোনয়ন[১]

শীরীন এক সময় পারসিক সম্রাটদের যত বংশধর ছিল সকলকে শ্বেত প্রাসাদে একত্র করেছিল। তারপর নির্দেশ দিয়েছিল এদের মধ্যে পুরুষ যারা আছে তাদের সকলকে হত্যা করে ফেল। শ্বেত প্রাসাদে উপস্থিত রাজকীয় লোকদের মধ্যে ইয়াযদগিরদ-এর মাও ছিল। তার সাথে ছিল পুত্র ইয়াযদগিরদ। সে তখন অল্প বয়স্ক, মা তার ছেলেকে তার মামার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। মামারা এসে ইয়াযদগিরদকে তাদের দেশে নিয়ে যায়। বুওয়াবে যা ঘটার তাতো ঘটেছে। বহু পারসিক মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। মুসলমানগণ ওদের উপর চড়াও হয়। ওদের বিরুদ্ধে বিজয় হয় এবং ওদের শহর-নগর ও গ্রাম দখল করে নেয়। এরপর পারসিকগণ শুনতে পেল যে, উমর (রা)-এর পক্ষ থেকে নতুন সেনাপতি হিসেবে সা'দ (রা) ইরাকে আসছেন। এই প্রেক্ষাপটে পারসিকগণ এক পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। ওদের দুই প্রধান সেনাপতি রুস্তম ও ফীরুজানকেও তারা ওই সভায় উপস্থিত রাখে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তারা নিজেদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করে এবং ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করে। এরপর তারা উপদেশমূলক কথাবার্তা বলে এবং সেনাপতিদ্বয়কে এই বলে শাসিয়ে দেয় যে, যথোচিত ও যথাযোগ্য কৌশলে যুদ্ধ চালাতে না পারলে আমরা তোমাদের দু'জনকেই খুন করে ফেলব এবং তোমাদেরকে খুন করে আমরা মনের ক্ষোভ নিরসন করব। এরপর তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা সম্রাট বংশের সকল মহিলার খোঁজ নিবে এবং ওদের কারো নিকট পুত্র সন্তান থাকলে তাকে রাজা মনোনীত করবে। তারা খুঁজতে শুরু করে। সম্রাট বংশীয় কোন মহিলাকে পেলে তারা জিজ্ঞেস করে তার পুত্র সন্তান আছে কি না, সন্তান থাকলে হত্যার ভয়ে মায়েরা বলতে থাকে যে, তাদের কোন পুত্র সন্তান নেই। তারা খুঁজতেই থাকে। এক পর্যায়ে তারা ইয়াযদগিরদ -এর মায়ের সন্ধান পায়। তারাপুত্র সহ তাকে নিয়ে আসে এবং ইয়াযদগিরদকে রাজা মনোনীত করে। তখন তার বয়স ২১ বছর। তার পিতা ছিল শাহরিয়ার ইব্ন কিসরা। তারা রাণী

---

১. এখানে মূল গ্রন্থের ফটোকপির ছাপায় আগ-পিছ রয়েছে। তবে এতে তথ্যের ব্যাপারে হেরফের হয়নি।

বূরানকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সেও ইয়াযদগিরদকে মেনে নেয়। সকলে তার রাজারূপে অধিষ্ঠানকে স্বাগত জানায়। তারা সকলে খুশি হয়। তার সাহায্যার্থে সবাই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়। তাকে পেয়ে পারসিকদের মনোবল ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। সকল গ্রাম, মহল্লা ও জনপদে মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রত্যাহার করার জন্যে তারা সংবাদ পাঠায়। মুসলিম সৈনিকগণ মদীনায় খলীফার নিকট পরিস্থিতির রিপোর্ট প্রেরণ করেন। খলীফা তাঁদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন আপাতত পারসিকদের নাগালের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে শহরের প্রান্তে নদীর তীরে অবস্থান নেয়। আর প্রত্যেক গোত্র যেন অপর গোত্রের প্রতি সতর্ক নজর রাখে যাতে কোন গোত্রের কোন ঘটনা ঘটে গেলে অন্যরা তা তাৎক্ষণিকভাবে অবগত হতে পারে। পরিস্থিতি খুব জটিল আকার ধারণ করে। এটি ছিল ১৩ হিজরীর যুলকাদা মাসের ঘটনা। এই বছর হযরত উমর (রা) লোকজন নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। কেউ বলেছেন যে, এই বছর হযরত উমর (রা) হজ্জ করেন নি বরং এই বছর লোকজন নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেছেন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

১৩ হিজরী সনের ঘটনাপঞ্জি

এই হিজরীতে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সেনাপতিত্বে ইরাক যুদ্ধের বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এই হিজরী সনে হীরা ও আম্বার নগরী মুসলমানগণ জয় করেন। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে এই হিজরীতে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ইরাক থেকে সিরিয়ায় গমন করেন। ঐতিহাসিক সায়ফ ইব্ন উমরের তথ্যানুসারে এই সনে ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইব্ন জারীর এই মত সমর্থন করেছেন। এই যুদ্ধে বহু মুসলমান শহীদ হন। তাদের সকলের নাম ও জীবনী উল্লেখ করলে এই গ্রন্থের আকার অনেক বড় হয়ে যাবে। আল্লাহ্ ওই শহীদগণের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

এই হিজরী সনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইনতিকাল করেন। একটি পৃথক গ্রন্থে আমরা তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছি। এই হিজরী সনের জুমাদাল আখির মাসের ৮ দিন বাকি থাকতে রোজ মঙ্গলবার হযরত উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মদীনার বিচারক হিসেবে হযরত আলী (রা)-কে এবং সিরিয়ার সেনাপতি হিসেবে আবূ উবায়দা আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাররাহ ফিহ্রীকে নিযুক্ত করেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে ওই পদ থেকে অপসারণ করেন। অবশ্য তাঁকে সমর বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটিতে রেখে দেন। এই হিজরী সনে সন্ধির ভিত্তিতে বুসরা নগরী জয় হয়। এটিই সিরিয়ার প্রথম বিজিত শহর। এই হিজরী সনে দামেশক নগরী মুসলমানদের অধীনস্থ হয়। সায়ফ ইব্ন উমর তাই বলেছেন। এটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি। সেখানে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হন ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান। দামেশকে তিনি প্রথম মুসলিম প্রশাসক। এই হিজরী সনে গাওর এলাকায় ফিহ্ল যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ওই যুদ্ধে অনেক সাহাবী নিহত হন। সাহাবী নন এমন অনেক লোকও ওই যুদ্ধে নিহত হন। আবূ উবায়দ -এর সেতুর যুদ্ধও অনুষ্ঠিত হয় এই হিজরী সনে। এই যুদ্ধে প্রায় চার হাজার মুসলিম নিহত হন। মুসলিম সেনাপতি আবূ উবায়দ ছাকাফী ওই যুদ্ধে নিহত হন। আবূ উবায়দ ইব্ন মাসউদ ছাকাফী ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর শ্বশুর, তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যার পিতা। সাফিয়্যা খুব সতী-সাধ্বী ও পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। উক্ত আবূ উবায়দ-এর আরেকটি পরিচয় হলো তিনি ভণ্ড নবী মুখতার ছাকাফীর পিতা। ইরাক যুদ্ধের সময় মাঝে মাঝে তিনি ইরাকে প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। সেনাপতি মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক তাই বলেছেন, মুছান্না মাঝে মাঝে ইরাকে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ সিরিয়া যাবার সময় মুছান্নাকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক বড় বড় ঘটনায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা উল্লেখ করার মত।

বিশেষত আবূ উবায়দ-এর সেতুর যুদ্ধের পর বুওয়াবের যুদ্ধে জয়ে তাঁর ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ওই যুদ্ধে তরবারির আঘাত ও ফোরাত নদীতে ডুবে প্রায় এক লাখ পারসিক সৈন্য মারা যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই তথ্য সমর্থন করেন। কথিত আছে যে, ১৪ হিজরী পর্যন্ত এই যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়েছিল। এই বিষয়ে আরো বর্ণনা পরে আসবে। কারো কারো মতে, এই হিজরী সনে খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সদলবলে হজ্জ আদায় করেন। অবশ্য কারো কারো মতে, এই বছর খলীফা হজ্জ করেননি বরং আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) লোকজন নিয়ে হজ্জ আদায় করেছেন। এই বছরেই খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব আরব গোত্রগুলোকে ইরাক ও সিরিয়ায় যুদ্ধে অংশ নেবার আহ্বান জানান। ফলে প্রত্যেক স্থান ও প্রান্ত থেকে তারা মদীনায় আসে। খলীফা তাদের সকলকে ইরাক ও সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন।

ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী এই সনে জুমাদাল উলা মাসের ৩ তারিখ শনিবার "আজনাদায়ন" যুদ্ধ সংঘটিত হয়. ওয়াকিদীও তাই বলেছেন। এই যুদ্ধ হয়েছিল রামাল্লা ও জাসরায়ন-এর মধ্যবর্তী স্থানে। তাতে রোমানদের সর্বাধিনায়ক ছিল কায়কালান আর মুসলমানদের সেনাধ্যক্ষ হযরত আমর ইব্ন আস (রা)। মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০,০০০। কায়কালান ওই যুদ্ধে নিহত হয়। রোমানগণ পরাজিত হয়। তাদের বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। মুসলমানদের মধ্য থেকেও একদল মুজাহিদ শহীদ হন। শহীদগণের মধ্যে আছেন হিশাম ইব্ন আস, ফাদাল ইব্ন আব্বাস, আবান ইব্ন সাঈদ, তাঁর দুই ভাই খালিদ ও আমর, নুআয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাহ্হাম, তোফায়ল ইব্ন আমর দাওসী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর দাওসী, দিরার ইব্ন আযওয়ার, ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল, তাঁর চাচা সালামা ইব্ন হিশাম, হাববার ইব্ন সুফিয়ান, সাখর ইব্ন নাসর, তামীম ইব্ন হারিছ ইব্ন কায়স এবং সাঈদ ইব্ন হারিছ ইব্ন কায়স (রা) প্রমুখ।

মুহম্মদ্ ইব্ন সা'দ বলেন, সেদিন হুলায়ব ইব্ন আমর এবং তাঁর মাতা আরওয়া বিন্ত আবদুল মুত্তালিব নিহত হন। আরওয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফুফু। সেদিন আরো যারা নিহত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী তখন আবদুল্লাহ্র বয়স ছিল ৩০ বছর। তাঁর থেকে বর্ণিত কোন হাদীস নেই।। হুনায়ন যুদ্ধে যারা যুদ্ধ মাঠে অটল ও স্থির ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ইব্ন জারীর বলেছেন যে, ওই যুদ্ধে উছমান ইব্ন তালহা ইব্ন আবূ তালহা এবং হারিছ ইব্ন আওস ইব্ন আতীক (রা) নিহত হয়েছেন। খলীফা ইব্ন যায়য়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এই হিজরী সনে 'মারজুস সাফর' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জুমাদাল উলা মাসের ১২ দিন বাকি থাকতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মুসলিমদের অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস। তিনি সেদিন নিহত হন। কারো মতে তাঁর ভাই আমর এবং মতান্তরে তাঁর পুত্র ওই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এই যুদ্ধে রোমানদের সেনাপতি ছিল কালকাত। রোমানদের বহু লোক নিহত হয়েছিল। সেদিন এমন হয়েছিল যে, ওদের রক্তের স্রোতে যাঁতা ঘুরতে পারত। বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, মারজুস-সাফর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৪ হিজরীর শুরুর দিকে। এ বিষয়ে অবিলম্বে আলোচনা হবে।

হিজরী ১৩ সালে যাঁরা ইনতিকাল করেছেন ঃ আরবী অক্ষরের ক্রমানুসারে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হল ঃ হাফিজ যাহাবী এরূপ উল্লেখ করেছেন ঃ

১. আবান ইব্ন সাঈদ ইব্নুল আস ইব্ন উমাইয়া উমাবী আবূ ওয়ালীদ মক্কী (রা) উঁচু স্তরের সাহাবী। হুদায়বিয়া সন্ধির দিবসে তিনি হযরত উসমান (রা)-কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যার ফলে হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ -এর বার্তা কুরায়শদের নিকট পৌঁছানোর জন্যে মক্কায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাই খালিদ ও আমর প্রথম যুগের মুসলমান ছিলেন। এবং আবিসিয়ায় হিজরত করে ছিলেন। আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা তিন ভাই মক্কা ত্যাগ করে মদীনা যাত্রা করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ -এর সাথে মিলিত হন। তখন মুসলমানগণ খায়বার জয় করেন। হিজরী নয় সালে রাসূলুল্লাহ্ আলোচ্য সাহাবী আবান ইব্ন সাঈদ (রা)-কে বাহরাইনের প্রশাসক নিয়োগ করেন। আজনাদায়ন-এর যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

২. রাসূলুল্লাহ্ -এর আযাদকৃত ক্রীতদাস আনাসাহ্ (রা)। প্রসিদ্ধ অভিমত হলো ইনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। ইমাম বুখারী ও অন্যরা তাই বলেছেন। ওয়াকিদী বিজ্ঞজনদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আনাসাহ্ (রা) উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং এরপর বহুদিন জীবিত ছিলেন। ওয়াকিদী বলেন, ইব্ন আবূয যিনাদ আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ সূত্রে জানিয়েছেন যে, হযরত আনাসাহ্ (রা) ইনতিকাল করেছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে। তাঁর উপনাম আবূ মাসরূহ। যুহরী বলেন যে, আনাসাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ -এর দরজায় দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের জন্যে অনুমতি এনে দিতেন।

৩. তামীম ইব্ন হারিছ ইব্ন কায়স সাহমী (রা) ৪. তাঁর ভাই কায়স ইব্ন হারিছ সাহ্মী (রা)। তাঁরা দু'জন উঁচু দরের সাহাবী ছিলেন। দু'জনেই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। দু'জনেই আজনাদায়ন যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। ৫. হারিছ ইব্ন আওস ইব্ন আতীক (রা)। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের একজন। আজনাদায়নের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

৬. খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস উমাবী (রা) প্রথম যুগের মুসলমান। আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন। ১০ বছরের অধিককাল সেখানে অবস্থান করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ -এর পক্ষ থেকে তিনি সানাআ-এর প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কতক বিজয় অভিযানে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে সেনাপতিরূপে প্রেরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কেউ বলেছেন তিনি মারজুস-সাফর যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। কেউ বলেছেন তিনি যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) শাস্তিস্বরূপ তাঁকে মদীনায় ঢুকতে দেননি। ফলে তিনি একমাস বাইরে অবস্থান করছিলেন। শেষ পর্যন্ত মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, আসলাম তাঁকে হত্যা করেছিল। সে বলেছিল, আমি যখন তাঁকে হত্যা করি তখন একটি আলোর ঝলকানি আকাশের দিকে উঠে যায়।

৭. সা'দ ইব্ন উবাদা ইব্ন দালীম ইব্ন হারিছা ইব্ন আবূ খুযায়মা (রা)। কেউ বলেছেন, হারিছা ইব্ন খুযায়মা ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন তারীক ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাইদা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ আনসারী খাযরাজী। তিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা। উপনাম আবূ ছাবিত। মতান্তরে

আবূ কায়স। উঁচুমানের সাহাবী। তিনি আকাবার শপথে অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উরওয়া ও মূসা ইব্ন উকবা তাই বলেছেন। ইমাম বুখারী ও ইব্ন মাকূলা তা সমর্থন করেছেন। ইব্ন আসাকির ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বদর যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা ছিল আলী (রা)-এর হাতে আর আনসারদের পতাকা ছিল সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর হাতে।

আমি বলি, প্রসিদ্ধ অভিমত হলো যে, এই ঘটনা ঘটেছিল মক্কা বিজয় অভিযানে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, সা'দ ইব্ন উমদা (রা) বদর যুদ্ধে অংশ নেননি। কারণ যুদ্ধে যাবার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর তাঁকে সাপে কামড় দিয়েছিল। ফলে তিনি যুদ্ধে যেতে পারেন নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্যে গনীমতের অংশ এবং সওয়াবের ঘোষণা দিয়েছিলেন। উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশ নিয়েছেন। খলীফা ইব্ন খায়য়াত তাই বলেছেন। তাঁর একটি বড় গামলা ছিল। ওই গামলায় গোশত ও রুটি ভর্তি করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাথে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর সহধর্মিণীগণের কক্ষে যেতেন হযরত সা'দ (রা) তাঁর সাথে যেতেন। গামলায় আবার কখনো দুধ-রুটি, কখনো ঘি-রুটি আর কখনো সির্কা ও তেল থাকত। প্রতিদিন গভীর রাতে তিনি ডেকে ডেকে বলতেন "কেউ মেহমান হবেন কি ?" তিনি খুব সুন্দর আরবী লিখতে পারতেন। ভাল তীর নিক্ষেপ করতে ও সাঁতার দিতে জানতেন। এ সকল কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হিসেবে তাঁর নাম-ডাক ও খ্যাতি ছিল। আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার্ ও অন্য ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত করা থেকে বিরত ছিলেন এবং সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে ১৩ হিজরী সনে হাওরানের একটি গ্রামে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইব্ন ইসহাক মাদাইনী ও খলীফা এই তথ্য উল্লেখ করেছেন। কারো কারো মতে, হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলের প্রথম দিকে তাঁর ইন্তিকাল হয়। কেউ বলেছেন ১৪ হিজরীতে; কেউ বলেছেন ১৫ হিজরীতে এবং কালাস ও ইব্ন বকর বলেছেন ১৬ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়।

আমি বলি যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বায়'আত সম্পর্কে আমরা মুসনাদ-ই আহমদে বর্ণিত বর্ণনা উল্লেখ করেছি যে, সিদ্দীক-ই-আকবার (রা) যা বলেছিলেন, "খলীফা হবে কুরায়শ বংশ থেকে" একথা হযরত সা'দ (রা) মেনে নিয়েছিলেন। হযরত সা'দ (রা) সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেছেন, এটি হলো প্রকৃত ও নিশ্চিত তথ্য। কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, তিনি হাওরানে ইন্তিকাল করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন আইয দামেশকী বর্ণনা করেছেন আবদুল আলা সূত্রে সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয থেকে। তিনি বলেছেন, সিরিয়ার প্রথম বিজিত শহর হলো বুসরা। হযরত সা'দ (রা) ওখানেই মারা যান। আমাদের যুগের অনেক বিজ্ঞজনের মতে দামেশকের 'গাওতাহ' নামক স্থানের একটি গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়, ওই গ্রামের নাম 'মানীহা'। সেখানকার তাঁর কবরটি প্রসিদ্ধ। ইব্ন আসাকির হযরত সা'দের জীবনী বর্ণনায় ওই কবরের কথা উল্লেখ করেন নি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন আবদিল বার্ বলেছেন, এতে কোন দ্বিমত নেই যে, হযরত সা'দ (রা)-কে তাঁর গোসলখানায় মৃত পাওয়া গেছে। তাঁর শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কেউ

অবহিত হয়নি যতক্ষণ না একটি কবিতা শুনেছে। এক পর্যায়ে তাঁরা শুনতে পান যে, নেপথ্যে কে যেন বলছে ঃ

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ * رَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ يُخْطِئْ فُؤَادَهُ ـ

খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইব্‌ন উবাদাকে আমরা হত্যা করেছি। আমরা তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছি। ওই তীর তাঁর কলিজা ও অন্তর ভেদ করেছে।

ইব্‌ন জুরায়জ বলেন, আমি শুনেছি হযরত আতা বলছিলেন যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) সম্পর্কে জিনগণ এ দু'টো পংক্তি উচ্চারণ করেছে। হযরত সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও গম্ভীর ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি কুমারী ব্যতীত কোন মেয়েকে বিয়ে করেন নি। যে মহিলাকে তিনি তালাক দিয়েছেন তাকে বিয়ে করার ধৃষ্টতা কেউ দেখাতে পারেনি। কথিত আছে যে, মদীনা থেকে বের হবার সময় তিনি তাঁর সমুদয় ধন-সম্পদ তাঁর দুই পুত্রের নামে বণ্টন করে দেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আরেকটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) তাঁর পুত্র কায়স-এর নিকট উপস্থিত হন। নব প্রসূত ভাইকে নিজেদের সাথে সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন দু'জনে। কায়স বললেন, আমার বাবা সা'দ যা করে গিয়েছেন আমি তা ভঙ্গ করব না, বরং আমার অংশ আমি আমার নব প্রসূত ভাইকে দিয়ে দিব।

৮. সালামা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা (রা) আবূ জাহলের ভাই। সালামা (রা) প্রথম যুগে ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন। ওখান থেকে ফেরার পর তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে আটকে রাখে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করছিলেন। তাঁর সাথী অন্য দুর্বল মুসলমানদের জন্যেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করেছিলেন। একদিন তিনি ভাইদের বেষ্টনী থেকে চুপিসারে বেরিয়ে গেলেন এবং মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলেন। এটা হলো খন্দক যুদ্ধের পরের ঘটনা। এরপর থেকে তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথেই ছিলেন। তিনি আজনাদায়ন যুদ্ধে অংশ নেন এবং ওই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

৯. দিরার ইব্‌ন আযওয়ার আসাদী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ঘোড় সওয়ার ও খ্যাতিমান নেতাদের একজন ছিলেন। তাঁর বহু উজ্জ্বল কৃতিত্ব রয়েছে। বহু প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড রয়েছে তাঁর। ঐতিহাসিক মূসা ইব্‌ন উকবা ও উরওয়া বলেছেন যে, দিরার ইব্‌ন আযওয়ার 'আজনাদায়ন' যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। "দুধ দোহন করার সময় স্তনের কিছু দুধ রেখে দেয়া মুস্তাহাব" বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে।

১০. তুলায়ব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন হিন্দ ইবন কুসাই কুরাশী, আবাদী (রা)। তাঁর মা হলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফুফু। তুলায়ব প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় বার হিজরত করার সময় তিনি হিজরত করেছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক, ওয়াকিদী ও ইব্‌ন বাক্কার তাই বলেছেন। বলা হয় যে, মুশরিকদের উপর সর্বপ্রথম দৈহিক আক্রমণ করেন তিনি। ঘটনা হলো—আবূ জাহ্‌ল একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গালি দিয়েছিল। তখন উটের পশমে পাকানো

একটি রশি দিয়ে তিনি আবূ জাহ্‌লকে প্রহার করেন। আজনাদায়নের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তিনি দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। তিনি বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

১১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম কুরায়শী, হাশিমী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাচাত ভাই, খ্যাতিমান নেতা এবং প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। আজনাদায়নের যুদ্ধে দশজন রোমান নেতৃস্থানীয় যোদ্ধাকে সম্মুখ যুদ্ধে হত্যা করার পর শত্রুর আঘাতে তিনি নিহত হন। তিনি ৩০ বছরে সামান্য বেশি আয়ু পেয়েছিলেন।

১২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর দাওসী। আজনাদায়নের যুদ্ধে নিহত হন। ইনি খুব বেশি পরিচিত লোক ছিলেন না।

১৩. উসমান ইব্‌ন তালহা আবদারী হুজাবী। কারো কারো মতে আজনাদায়নের যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছেন। বিশুদ্ধ অভিমত হলো ৪০ হিজরী পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

১৪. আত্তাব ইব্‌ন আসীদ ইব্‌ন আবু ঈস ইব্‌ন উমাইয়া উমাবী। উপনাম আবূ আবদুর রহমান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ওই পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। ওই বছরই তিনি 'আমীর-আল-হাজ্জ' হয়ে লোকজন নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে ওই পদে বহাল রাখেন। তাঁর ইন্‌তিকাল হয় মক্কাতে। কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ওফাতের দিনেই তাঁর ওফাত হয়। তাঁর একটি হাদীস রয়েছে। সুনান সংকলনকারী ইমাম চতুষ্টয় ওই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

১৫. ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌ল আমর ইব্‌ন হিমাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম। উপনাম আবূ উছমান, কুরায়শী মাখযূমী। পিতার ন্যায় তিনিও জাহেলী যুগে নেতা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সত্যের নিকট ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। সিদ্দীক-ই-আকবর (রা)-এর শাসনামলে ইয়ামনের ধর্মত্যাগী ও মুরতাদদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে ইকরিমা (রা)-কে প্রশাসকরূপে প্রেরণ করা হয়। তিনি মুরতাদদেরকে পরাজিত করেছিলেন। এরপর তিনি সিরিয়া এলেন। এ সময়ে তিনি সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছিলেন। বলা হয় যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত কেউ তাঁকে গুনাহ ও পাপ করতে দেখেনি। তিনি কুরআন শরীফে চুমু খেতেন। অধিক কান্নাকাটি করতেন এবং বলতেন যে, আমার প্রতিপালকের বাণী, আমার প্রতিপালকের বাণী। এই বর্ণনার দ্বারা ইমাম আহমদ (র) প্রমাণ পেশ করেন যে, কুরআন শরীফে চুমু খাওয়া জাইয ও শরীয়তসম্মত। ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, হযরত ইকরামা (রা) ইসলাম গ্রহণের পর সকল পরীক্ষায় প্রশংসনীয়ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। উরওয়া (রা) বলেন যে, হযরত ইকরামা (রা) 'আজনাদায়নের' যুদ্ধে নিহত হন। কারো মতে তিনি নিহত হন ইয়ারমুকের যুদ্ধে। মৃত্যুর পর গণনা করে দেখা গিয়েছে যে, তরবারির আঘাত ও তীরের আঘাত মিলিয়ে তাঁর দেহে ৭০-এর অধিক ক্ষতচিহ্ন রয়েছে।

১৬. ফাদল ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, কারো কারো মতে এই বছর তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হলো ১৮ হিজরী সন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

১৭. নু'আয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাহ্‌হাম। তিনি বানূ আদী গোত্রের লোক। তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত হিজরত করার সুযোগ হয়নি। তা এজন্যে যে, তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদাচরণকারী ও তাদের কল্যাণকামী ছিলেন। তাই কুরায়শের লোকেরা তাঁকে বলেছিল যে, তুমি যে কোন ধর্মের অনুগামী হয়ে আমাদের মাঝে থাকতে পার। আল্লাহ্‌র কসম! কেউ যদি তোমাকে কষ্ট দেয় তবে তোমাকে রক্ষার জন্যে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বস্তুত আজনাদায়নের যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নিহত হয়েছেন ইয়ারমুকের যুদ্ধে।

১৮. হাববার ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আসাদ আবূ আসওয়াদ কুরায়শী আসাদী। রাসূল-তনয়া হযরত যায়নাব (রা) যখন মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তখন এই লোক তাঁর সওয়ারীর গায়ে আঘাত করেছিল। আর ওই সওয়ারী হযরত যায়নাব (রা)-কে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর সুন্দরভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করেন। আজনাদায়নের যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

১৯. হুবার ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল আসওয়াদ মাখযূমী। তিনি উম্মু সালামা (রা)-এর ভাতিজা। প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। বিশুদ্ধ অভিমত হলো আজনাদায়নের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। কারো কারো মতে, 'বির-ই-মাউনা'র ঘটনায় তিনি শহীদ হন। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

২০. হিশাম ইব্‌নুল আস ইব্‌ন ওয়াইল সাহ্‌মী। তিনি আমর ইব্‌নুল আস-এর ভাই। ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ। 'আস-এর দু পুত্রই মু'মিন। উভয়ের মধ্যে হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আমরের পূর্বে এবং তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর মক্কায় আটকা পড়েন। তারপর খন্দকের যুদ্ধের পর মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে দূত হিসেবে রোমান সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি দক্ষ ঘোড় সওয়ার ছিলেন। আজনাদায়নের যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কারো কারো মতে তিনি নিহত হন ইয়ারমুকের যুদ্ধে। প্রথম অভিমত সঠিক। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

২১. ১৩ হিজরী সনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইন্‌তিকাল করেন। ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। তাঁর জীবনী আমরা একটি পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বর্ণনা করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

হিজরী ১৪ সন

এই হিজরী সনের সূচনাকালে হযরত উমর (রা) মুসলমানদের সাথে ইরাকীদের উদ্ধত আচরণের মুকাবিলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে তাদেরকে উৎসাহিত করছিলেন, তাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যেই "সেতুর যুদ্ধে" সেনাপতি আবূ উবায়দের নিহত হওয়া, পারসিকরা মোটামুটি গুছিয়ে ওঠা এবং রাজ-পরিবারের সন্তান রাজপুত্র ইয়াযদগির্দকে সম্রাট বানিয়ে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হবার সংবাদ খলীফার নিকট পৌঁছে। তিনি আরো অবহিত হন যে, ইরাকের নগরবাসিগণ মুসলমানদের সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তিগুলো ভঙ্গ করেছে এবং প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রত্যাহার করেছে। তারা মুসলমানদেরকে নির্যাতন করতে শুরু করে এবং মুসলিম শাসকদেরকে বহিষ্কার করতে শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে খলীফা উমর (রা) ইরাকে অবস্থানকারী সৈন্যদেরকে লিখিত নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ইরাকের মূল শহর থেকে সরে শহরতলি তথা শহরের প্রান্তে-প্রান্তে গিয়ে অবস্থান নেয়।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই সনের ১লা মুহাররম হযরত উমর (রা) বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। সারার নামক এক জলাশয়ের নিকট গিয়ে তাঁরা যাত্রা বিরতি করেন। ইরাকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণের প্রত্যয় নিয়ে খলীফা উমর (রা) সেখানে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। মদীনায় শাসনভার দিয়ে যান হযরত আলী (রা)-এর হাতে। হযরত উসমান (রা)সহ নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ খলীফার সাথে ছিলেন। নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে তিনি সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এক পরামর্শ সভার ব্যবস্থা করেন। সভার দাওয়াত দিতে গিয়ে বলা হয় 'আস্সালাতু জামিআতুন'–নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

ইতিমধ্যে মদীনায় হযরত আলী (রা)-কে দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি আসেন মদীনা থেকে। সকলে মিলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও তা মুকাবিলা করার বিষয়ে পরামর্শ করেন। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) ব্যতীত সকলে একমত হন যে, খলীফা স্বয়ং ইরাক যুদ্ধে অংশ নিবেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বললেন, "আমি আশংকা করছি– "আল্লাহ্-না করুন যদি যুদ্ধে আপনি নিহত হন তাহলে সকল অঞ্চলের মুসলমান মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে, সামগ্রিকভাবে হতাশা নেমে আসবে তাদের মধ্যে। আমি মনে করি আপনার স্থলে অন্য কাউকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে আপনি মদীনায় ফিরে যান। তাঁর প্রস্তাব খলীফার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তখনও সকলে সেখানে উপস্থিত। তাঁরা আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর প্রস্তাব সঠিক বলে সিদ্ধান্ত নেন। খলীফা বললেন, 'তবে আপনি সেনাপতি হিসেবে কার নাম প্রস্তাব করেন ? কাকে আমরা সেনাপতি হিসেবে ইরাক পাঠাতে পারি?' আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বললেন, উপযুক্ত লোক আমি পেয়ে গেছি। কে সেই লোক? খলীফা জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি বললেন, সেই লোক হলেন আক্রমণে সিংহ-পুরুষ সা'দ ইবন মালিক যুহরী (রা)। খলীফা এই প্রস্তাব পছন্দ করলেন। ডেকে পাঠালেন হযরত সা'দকে। ইরাক অভিযানে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করলেন তাঁকে এবং উপদেশ সূত্রে বললেন, হে সা'দ ইব্‌ন উহায়ব! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাতুল গোত্রীয় ও তাঁর সাহাবী– এই মর্যাদা যেন আপনাকে মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা মন্দ দ্বারা মন্দ মোচন করেন না। বরং ভাল দ্বারা মন্দ মোচন করেন। একমাত্র পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত মহান আল্লাহ্‌র সাথে কারো কোন বংশীয় সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অভিজাত ও সাধারণ সকল মানুষ সমান। আল্লাহ সকলের মালিক; সবাই তাঁর বান্দা। সততা গুণে তাদের মর্যাদার তারতম্য হয়। আনুগত্যের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত অর্জন করে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে শুরু করে আমাদের থেকে তাঁর বিদায় গ্রহণ পর্যন্ত তাঁর নীতিমালা আপনি পর্যালোচনা করে তার অনুসরণ করবেন অবশ্যই। কারণ মূলত ও প্রকৃত কর্ম তাই। এটি আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্যে উপদেশ। আপনি যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তা বর্জন করেন তবে আপনার সকল কর্ম বিনষ্ট হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবেন। উভয়ে পৃথক হবার পূর্বক্ষণে খলীফা বললেন, আপনি একটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। ওই বিপদে আপনাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। শুধুই ধৈর্যধারণ করতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র পূর্ণ ভয় অন্তরে পোষণ করুন। জেনে রাখুন, দুটো বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র ভয় রাখতে হয়। তাঁর আনুগত্যে এবং তাঁর অবাধ্যতা বর্জনে। দুনিয়াকে অবজ্ঞা করে আখিরাতের মহব্বতে যে তাঁর আনুগত্য করেছে সেটিই প্রকৃত আনুগত্য। দুনিয়ার মহব্বতে আখিরাতের অবজ্ঞায় যে তাঁর অবাধ্য হয়েছে সেটিই প্রকৃত অবাধ্যতা। অন্তরসমূহের কিছু হাকীকত ও সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে। আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো সৃষ্টি করে দেন। গোপনীয়তা ও প্রকাশ্য সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ্য হলো সত্যের অনুসরণে তার প্রশংসাকারী ও সমালোচনাকারী তার নিকট সমান। আর গোপনটি উপলব্ধি করা যায় তার অন্তর থেকে মুখের মাধ্যমে হিকমত ও প্রজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যমে, তার প্রতি গণ-মানুষের মহব্বতের মাধ্যমে এবং মানুষের প্রতি তার মহব্বতের মাধ্যমে। সুতরাং মানুষের প্রতি মহব্বত স্থাপনে কমতি ও কার্পণ্য করবেন না। সকল নবী মানুষের মহব্বত প্রাপ্তি কামনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে ভালবাসেন তখন তাকে সকলের ভালবাসার পাত্র বানিয়ে দেন। আর তিনি কাউকে ঘৃণা করলে তাকে সকলের ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দেন। সুতরাং মানুষের নিকট আপনার অবস্থানের নিরিখে আল্লাহ্‌র নিকট আপনার অবস্থান মূল্যায়ন করুন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এরপর ৪০০০ সৈন্য নিয়ে হযরত সা'দ (রা) ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন। তন্মধ্যে ৩০০০ সৈন্য ছিল ইয়ামানের অধিবাসী আর ১০০০ সৈন্য অন্যান্য অঞ্চল ও গোত্রের। কারো মতে, ওই অভিযানে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০০০। হযরত উমর (রা) সিরার থেকে আ'ওয়াস পর্যন্ত তাদেরকে এগিয়ে দেন। সেখানে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করে তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ আপনাদের জন্যে উদাহরণ বর্ণনা করেছেন এবং আপনাদের জন্য বাণী প্রদান করেছেন যাতে অন্তরগুলো জীবন্ত হয়। কারণ মহান আল্লাহ্ যতক্ষণ পর্যন্ত বক্ষে থাকা অন্তর জীবিত না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তা মৃতই থাকে। যে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে

তা দ্বারা কল্যাণ অর্জন করা দরকার। কারণ ন্যায়পরায়ণতার কতক চিহ্ন ও কতক সৌন্দর্য রয়েছে। চিহ্নগুলো হলো লজ্জা, দানশীলতা, বিনয় ও নম্রতা, আর সৌন্দর্য হলো দয়া ও করুণা। মহান আল্লাহ্ সকল বিষয়ের জন্যে দরজা সৃষ্টি করেছেন। সকল দরজা খোলার চাবি সহজলভ্য করে দিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণতার দরজা হলো বিবেচনা-শক্তি ও শিক্ষা গ্রহণ, আর তার চাবি হলো সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। শিক্ষা গ্রহণ হলো মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং ধন-সম্পদ প্রেরণ করে তার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া। সংযম হলো সত্য গ্রহণকারীর নিকট হতে সত্য অর্জন করা এবং সংসার ধর্ম পালনের জন্যে ঠিক যতটুকু পার্থিব বস্তু দরকার ততটুকুতে তুষ্ট থাকা। প্রয়োজন পরিমাণ বস্তু যাকে তুষ্ট করতে না পারে কোন কিছুই তাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। আমি আপনাদের মাঝে ও আল্লাহ্র মাঝে দূত ও প্রতিনিধি। আমার মাঝে ও আল্লাহ্র মাঝে কোন দূত নেই। মহান আল্লাহ্ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যাতে তাঁর নিকট কারো আহাজারি করতে না হয়। সুতরাং আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমাকে জানাবেন। কেউ যদি সরাসরি আমার নিকট আসতে সক্ষম না হয় তাহলে এমন কারো নিকট পেশ করবে যে তা আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। তাহলে বিনাকষ্টে আমরা তার অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিব।

এরপর হযরত সা'দ (রা) ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে হযরত উমর (রা) মদীনায় ফিরে এলেন। হযরত সা'দ যারূদ নদীর নিকট পৌঁছলেন। অপর সেনাপতি হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা তাঁর নিকট এসে পৌঁছার মাত্র অল্প দূরত্ব ছিল। উভয়ে মিলিত হবার পরম আগ্রহ ছিল উভয়ের মধ্যে। এরই মধ্যে হযরত মুছান্না (রা)-এর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করে। সেতুর যুদ্ধে তিনি ওই যখম ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পথেই তাঁর ওফাত হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তাঁর ইনতিকালের পর সেনাপতি পদে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন বাশীর ইব্ন খাসাসিয়্যাহ্। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে হযরত সা'দ (রা) তাঁর জন্যে দু'আ করলেন এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর বিধবা স্ত্রী সালমাকে বিয়ে করলেন। হযরত সা'দ (রা) ইরাকে মুসলিম সৈন্য শিবিরে গিয়ে পৌঁছলেন। ওখানকার সকল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁর হাতে সমর্পিত হয়। সকল আরব নেতা ও সেনাপতি তাঁর অধীনস্থ হয়। এদিকে অতিরিক্ত সৈন্যদল পাঠিয়ে খলীফা উমর (রা) তাঁকে সাহায্য করেন। ফলে কাদেসিয়া যুদ্ধের দিনে তাঁর অধীনস্থ সৈন্য সংখ্যা ৩০,০০০ গিয়ে পৌঁছে। কারো মতে তখন সৈন্য ছিল ৩৬,০০০। হযরত উমর (রা) মন্তব্য করলেন যে, আমি অবশ্য আরব নেতৃত্ব দ্বারা অনারব রাজা-বাদশাহদেরকে আক্রমণ করব। তিনি সেনাপতি সা'দকে লিখিত নির্দেশ দিলেন যে, তিনি অধঃস্তন সেনাপতিদেরকে যেন প্রত্যেক গোত্রের সেনাপতিত্ব প্রদান করেন এবং প্রতি দশজনে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। আর তাদের সবাইকে কাদেসিয়া প্রান্তরে যুদ্ধের জন্যে উপস্থিত করেন। হযরত সা'দ (রা) তাই করলেন। তত্ত্বাবধায়কদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। প্রত্যেক গোত্রে সেনাপতি নিয়োগ করলেন এবং প্রতিটি সেনা শাখায় পৃথক পৃথক দায়িত্বশীল নিযুক্ত করলেন। মূল শাখা, অগ্র বাহিনী, পার্শ্ববাহিনী, পশ্চাৎ দল, পদাতিক ও অশ্বারোহী সকল বাহিনীর জন্যে যোগ্য পরিচালক নির্ধারিত করে দিলেন। যেমনটি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক সায়ফ তাঁর শায়খদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা বলেছেন খলীফা উমর (রা) বিচারক পদে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন রাবীআ বাহিনী যুননূনকে নিয়োগ দিলেন। রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ ও সরকারী মালামাল বণ্টনের দায়িত্বও দিলেন তাঁকে। জনসংযোগ ও দীনি দাওয়াত বিভাগের দায়িত্ব দিলেন হযরত সালমান ফারসী (রা)-কে। লেখক ও সচিব হিসেবে নিয়োগ করলেন যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, ওই যুদ্ধে প্রায় তিনশ দশ জনের অধিক সাহাবী (রা) উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সত্তরের অধিক হলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। প্রায় সাতশ ছিলেন সাহাবী পুত্র (রা)। হযরত উমর (রা) তাড়াতাড়ি কাদেসিয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন সর্বাধিনায়ক সা'দকে। কাদেসিয়া ছিল জাহিলী যুগে পারসিকদের প্রধান প্রবেশ পথ।

খলীফা আরো নির্দেশ দিলেন যে, মুসলিম সেনাগণ যেন পাথর ও বালুময় স্থানের মাঝখানে অবস্থান নেয়। তারা যেন পারসিকদের চলাচলের রাস্তা ও সকল পথ আগলে থাকে। আর শত্রুসৈন্যের প্রতি অবিলম্বে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ওদের সংখ্যাধিক্য এবং যুদ্ধ প্রস্তুতিকে মোটেই ভয় করবেন না। কারণ ওরা প্রতারক ও ধোঁকাবাজ জাতি। আপনারা যদি ধৈর্যধারণ করেন, ভাল কাজ করেন, আমানত ও বিশ্বস্ততার সাথে দয়িত্ব পালনের নিয়ত করেন তাহলে আমি আশা করছি যে, ওদের বিরুদ্ধে আপনারা জয়ী হবেন এবং ওরা এমন ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে যে, কখনো আর একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। ওদের অন্তর ওদের সাথে থাকবে না। আর যদি দ্রুত আক্রমণ সম্ভব না হয় তবে আপাতত পেছনে গিয়ে পাথুরে অঞ্চলে অবস্থান নিন। কারণ পাথুরে এলাকায় অবস্থান নেয়ার সাহস আছে আপনাদের। ওরা কিন্তু পাথুরে এলাকাকে ভয় পায়। তেমন স্থানে যুদ্ধে অনভিজ্ঞ। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং ওদের উপর পাল্টা আক্রমণের সুযোগ দিবেন। খলীফা উমর (রা) সেনাধ্যক্ষ সা'দকে আত্ম-সমালোচনা ও সৈনিকদেরকে উপদেশ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে পরিচ্ছন্ন নিয়ত ও ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। আর নিয়ত অনুপাতে আল্লাহ্র সাহায্য আসে। নিষ্ঠা অনুপাতে সওয়াব আসে। আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করেন। বেশি বেশি করে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম" পাঠ করুন। সৈন্যদের সকল অবস্থা ও বিবরণ আমাকে লিখে জানাবেন। আপনারা কোথায় থাকছেন, শত্রুগণ কোথায় থাকছে—সবকিছু অবহিত করবেন। আপনার চিঠির মাধ্যমে আপনাদের অবস্থা আমাকে এমনভাবে জানাবেন যেন আমি আপনাদেরকে স্বচক্ষে দেখছি। আপনাদের সকল বিষয় আমার নিকট উন্মুক্ত রাখবেন। আল্লাহ্কে ভয় করুন, কোন বিষয় ঝুলিয়ে রাখবেন না।

জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়টি আপনার প্রতি ন্যস্ত করেছেন। এর বিকল্প কিছু নেই। সতর্ক থাকুন— এই দায়িত্ব যেন আপনার নিকট থেকে প্রত্যাহার করতে না হয় এবং এ কাজের জন্যে আপনাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিযুক্ত করতে না হয়। হযরত সা'দ ওই স্থানের ও ভূমির বিস্তারিত বিবরণ খলীফাকে লিখিতভাবে জানালেন যেন খলীফা স্বচক্ষে তা দেখছেন। তিনি এটাও লিখলেন যে, শত্রুপক্ষ পারসিকগণ তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রুস্তম ও তার সমপর্যায়ের লোকদেরকে নিযুক্ত করেছে। ওরা আমাদেরকে খুঁজছে,

আমরা ওদেরকে খুঁজছি। অবিলম্বে আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকর হবে। তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে। আমাদের পক্ষে-বিপক্ষে তার ফায়সালা মেনে নিতে হবে। আমরা আল্লাহ্র নিকট নিরাপত্তাসহ কল্যাণময় ফয়সালার জন্যে প্রার্থনা করছি।

হযরত উমর (রা) তাঁকে জবাবে লিখলেন, আপনার চিঠি পেয়েছি। সকল বিষয় অবগত হয়েছি। আপনি যখন শত্রুর মুকাবিলা করবেন এবং মহান আল্লাহ্ আপনাদেরকে ওদের পিঠে আঘাতের সুযোগ দিবেন, মূলত তাই হবে ইনশাআল্লাহ্। কারণ আমার অন্তরে এই ভাব জন্মেছে যে, অবিলম্বে এবং নিশ্চিতভাবে আপনারা ওদেরকে পরাজিত করবেন। এতে কিন্তু কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। যা হোক আপনারা যখন ওদেরকে পরাজিত করবেন তখন শক্তি প্রয়োগ ও আক্রমণে আক্রমণে ওদেরকে জর্জরিত করে মাদাইন দখল করে নিবেন। এর আগে ক্ষান্ত হবেন না কিন্তু। আর মাদাইন নগরের পতন আপনাদের হাতে ঘটবে ইনশাআল্লাহ্। খলীফা উমর (রা) খাসভাবে সেনাপতি সা'দ (রা)-এর জন্যে এবং সাধারণভাবে তাঁর ও সকল মুজাহিদের জন্যে দু'আ করতে লাগলেন।

মুসলিম বাহিনী 'উযায়ব' নামক স্থানে পৌঁছার পর শেরযাদ ইব্ন আরাযাবিয়্যাহ্-এর নেতৃত্বাধীন একদল পারসিক সৈন্য মুসলমানদের মুখোমুখি হয়। মুসলমানগণ তাৎক্ষণিক আক্রমণে ওদেরকে পরাজিত করে প্রচুর মালামাল হস্তগত করে। সেনাপতি সা'দ (রা) প্রাপ্ত মালামাল $\frac{১}{৫}$ অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্যে রেখে $\frac{৪}{৫}$ অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এতে মুসলমান সৈনিকগণ খুব খুশি হয়। এই জয়কে তারা বড় বিজয়ের শুভ পূর্বাভাসরূপে মনে করে। সেনাপতি সা'দ (রা) তাঁদের সাথে থাকা মহিলাদের নিরাপত্তার জন্যে একটি আলাদা সেনাদল তৈরি করেন। ওই সেনাবহরের ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ লায়ছী।

কাদেসিয়ার যুদ্ধ

এরপর সেনাপতি সা'দ (রা) সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে কাদেসিয়ায় তাঁবু স্থাপন করেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের ছোট ছোট দল গঠন করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে একমাস অবস্থান করলেন কিন্তু পারসিক কোন সেনাবাহিনীর নাগাল পাননি। বিষয়টি তিনি মদীনা শরীফে খলীফা উমর (রা)-কে জানালেন। এদিকে তাঁর প্রেরিত ক্ষুদ্র সেনাদলগুলো বিভিন্ন স্থান থেকে রসদপত্র ও খাদ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করে। মুসলিম সৈন্যদের লুটপাট ও বন্দী করার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে শহরতলির পারসিক প্রজাগণ সম্রাট ইয়াযদগিরদ-এর নিকট সমবেত হয়। তারা সম্রাটকে বলে যে, হয় আপনারা আমাদেরকে রক্ষা করবেন নতুবা আমরা আমাদের হাতে যা আছে তার সবকিছুসহ দুর্গগুলো মুসলমানদেরকে দিয়ে দিব। শেষ পর্যন্ত পারসিকগণ এ বিষয়ে একমত হলো যে, মহাবীর রুস্তমকে সেনাপতি করে পারসিক বাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হবে। সম্রাট ইয়াযদ্গিরদ রুস্তমকে ডেকে পাঠালেন। তাকে সেনাদলের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। রুস্তম ওই পদ গ্রহণে সবিনয়ে অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে যে, যুদ্ধকৌশলে এটি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নয়। এক সাথে বিশাল শত্রুসেনা ধ্বংস করে দেয়ার চাইতে আরবদের বিরুদ্ধে বারবার সৈন্যদল প্রেরণ করা ওদের জন্য অধিক দুরূহ কাজ বলে আমি মনে করি। সম্রাট কিন্তু এটি ছাড়া অন্য প্রস্তাবে রাজী ন

থাকায় শেষ পর্যন্ত অভিযানে বের হবার জন্যে রুস্তম প্রস্তুত হয়। মুসলিম সেনাপতি সা'দ গোয়েন্দা পাঠালেন হীরা ও সালুবায়। তাঁকে জানানো হলো যে, পারস্য সম্রাট মহাবীর রুস্তমকে সেনাপতি নিয়োগ করেছেন এই যুদ্ধের জন্যে এবং বহু সেনা দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছে। পরিস্থিতি তিনি খলীফা উমর (রা)-কে লিখে জানালেন। হযরত উমর (রা) জবাবে লিখলেন, ওদের পক্ষ থেকে কোন কিছুই যেন আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে না পারে। ওদের শক্তিমত্তাও যেন আপনাকে ভীত-শংকিত না করে। আপনি আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করুন এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল রাখুন। একজন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সম্রাট ইয়াযদ্গিরদ-এর নিকট পাঠান এজন্যে যে, সে সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। কারণ ওদেরকে দাওয়াত দেয়াটাকে মহান আল্লাহ্ ওদের জন্যে লাঞ্ছনা এবং ওদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের উসিলা করে দিবেন। প্রতিদিন আমাকে সংবাদ জানাবেন।

রুস্তম তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মুসলমানদের কাছাকাছি এসে গেল। সে 'সাবাত' নামক স্থানে তাঁবু ফেলল। সেনাপতি সা'দ হযরত উমর (রা)-কে লিখলেন যে, রুস্তম 'সাবাত'-এ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। প্রচুর হাতী-ঘোড়া সে সাথে এনেছে। সে আমাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। এ মুহূর্তে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি ওদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা ও তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা। তিনি আরো লিখলেন যে, রুস্তম তার সেনাবাহিনীকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত করে রেখেছে। অগ্রবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছে জালিনূসকে। এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা চল্লিশ হাজার। ডান পার্শ্ব বাহিনীর দায়িত্ব দিয়েছে হরমুযানকে। বাম বাহিনীর দায়িত্বশীল করেছে মাহরান ইব্ন বাহরামকে। এই বাহিনীর সৈন্য ছিল ৬০,০০০। পশ্চাত বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছে বুনদুরান। এই বাহিনী গঠিত হয় ২০,০০০ সৈন্য সমন্বয়ে। অতএব, মূল সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮০,০০০। সায়ফ ও অন্যরা তাই বলেছেন। এক বর্ণনায় আছে যে, রুস্তমের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার, ওদের পেছনে ছিল আরো আশি হাজার। ওদের সাথে ৩৩টি হাতী ছিল। একটি হাতী ছিল সাদা। ওটি ছিল সাবূরের। এটি ছিল সবচেয়ে বড়। এটি সবার সম্মুখে ছিল। ওই হাতীটি তার খুব প্রিয় ছিল।

মুসলিম সেনাপতি সা'দ একদল নেতৃস্থানীয় লোক প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন নু'মান ইব্ন মুকাররিন, ফুরাত ইব্ন হাব্বান, হানযালা ইব্ন রাবী তামীমী, আতারিদ ইব্ন হাজিব, আশআছ ইব্ন কায়স, মুগীরা ইব্ন শু'বা, আমর ইব্ন মা'দীকারাব তাঁরা সকলে মিলে রুস্তমকে মহান আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেন। রুস্তম তাঁদেরকে বলল, আপনারা আমার নিকট কেন এসেছেন ? তারা বললেন, আমরা এসেছি আল্লাহ্র দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্যে। তিনি তোমাদের শহর-নগর-ছিনিয়ে নিয়ে, তোমাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ তুলে নিয়ে আমাদের হাতে সমর্পণ করবেন। ওই প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে তা আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি।

সেনাপতি রুস্তম একটি স্বপ্ন দেখেছিল। সে দেখেছিল যে, এক ফেরেশতা আকাশ থেকে নাযিল হলো। ওই ফেরেশতা পারসিকদের সকল অস্ত্রশস্ত্রে সীলমোহর মেরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে সমর্পণ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই অস্ত্রশস্ত্র হস্তান্তর করলেন হযরত উমর (রা)-এর নিকট।

সায়ফ ইব্ন উমর বর্ণনা করেছেন যে, সেনাপতি সা'দের মুখোমুখি হওয়া ও যুদ্ধ শুরু করার জন্যে রুস্তম দীর্ঘ সময় নিয়েছে। মাদাইন থেকে বের হওয়া থেকে কাদেসিয়ায় যুদ্ধ শুরু করা পর্যন্ত সে চার মাস সময় অতিবাহিত করেছে। এতে তার উদ্দেশ্য ছিল যে, ধৈর্যহারা ও বিরক্ত সেনাপতি সা'দ তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ফিরে যাবেন। বস্তুত পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে তাগাদা না এলে সে আদৌ যুদ্ধে জড়াত না। কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে, এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হবে এবং পারসিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিকট মহান আল্লাহ্র সাহায্য আসবে। তার দেখা স্বপ্ন, পরিস্থিতির মূল্যায়ন, মুসলমনাদের পক্ষ থেকে শোনা বক্তব্য এবং একজন দক্ষ জ্যোতিষ হিসেবে নক্ষত্ররাজির অবস্থান পর্যালোচনার মাধ্যমে তার মনে এই বিশ্বাস জন্ম নেয়।

রুস্তমের সেনাবাহিনী সেনাপতি সা'দের কাছাকাছি আসার পর তিনি শত্রু-পক্ষ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চাইলেন। এই সূত্রে তিনি একজন গুপ্তচর প্রেরণ করলেন শত্রুপক্ষের কোন এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট উপস্থিত করার জন্যে। ওই গুপ্তচর ছিলেন তুলায়হা আসাদী। তুলায়হা একবার নিজেকে নবীরূপে দাবি করেছিলেন পরে তাওবা করেন। হারিছ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার ফেরত এসেছিলেন। সেনাপতি সা'দ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তুলায়হা শত্রুপক্ষের সেনাদল ও সারিতে ঢুকে পড়েন। তিনি হাজার হাজার সৈন্যের ভেতরে গিয়ে পৌঁছেন। সুযোগ বুঝে ওদের নেতৃস্থানীয় বহু লোককে হত্যা করেন। ওদের একজনকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। সেনাপতি সা'দের নিকট তিনি এমনভাবে ওকে নিয়ে আসেন যে,ওর কিছুই করার ছিল না। সেনাপতি সা'দ তার নিকট শত্রুদলের সার্বিক অবস্থা জানতে চাইলেন। সে তুলায়হার বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনা দিতে লাগল। সা'দ বললেন ওই বর্ণনা নয়, রুস্তম সম্পর্কে বল। সে বলল, এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রুস্তম যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। আরো সমসংখ্যক সৈন্য তার পেছনে আছে সাহায্যের জন্যে। অবশ্য ওই লোক তখনই ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন।

আপন শায়খদের উদ্ধৃতি দিয়ে সায়ফ বলেছেন, উভয় পক্ষ মুখোমুখি হবার পর পারস্য সেনাপতি রুস্তম মুসলিম সেনাপতি সা'দ-এর নিকট এ মর্মে সংবাদ পাঠাল যে, তিনি যেন একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক তার নিকট পাঠান, সে তার সাথে একান্ত আলাপে মিলিত হবে। কিছু বিষয় জানতে চাইবে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হলো মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-কে। মুগীরা (রা) রুস্তমের নিকট এসে পৌঁছলেন। রুস্তম বলতে লাগল, 'আপনারা আমাদের প্রতিবেশী। আমরা আপনাদের সাথে তো সদাচরণই করি। আপনাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে থাকি। আপনারা বরং নিজ দেশে ফিরে যান। ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে আপনারা আমাদের দেশে আসতে চাইলে আমরা বাধা দিব না।' উত্তরে হযরত মুগীরা (রা) বললেন, আমাদের কামনা তো দুনিয়ার স্বার্থ নয়। আমাদের চাওয়া-পাওয়া হলো আখিরাত ও পরকালীন কল্যাণ। মহান আল্লাহ্ আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে বলেছেন, আমি এই লোকগুলোকে কর্তৃত্বশীল ও ক্ষমতাশালী করে দিলাম ওই সব লোকের বিরুদ্ধে যারা আমার দীন মানে না। এদের দ্বারা আমি ওদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিব। এরা যতদিন আমার সত্যের স্বীকৃতিতে অবিচল থাকবে ততদিন আমি এদেরকে বিজয়ী করে যাব।

এটি সত্য দীন। যে ব্যক্তি এই দীন প্রত্যাখ্যান করবে সে লাঞ্ছিত হবে। যে ব্যক্তি এই দীন শক্তভাবে ধরে রাখবে সে সম্মানী ও বিজয়ী হবে।

রুস্তম বলল, ওই দীনের পরিচয় দিন। মুগীরা (রা) বললেন, 'ওই দীনের মূল স্তম্ভ হলো সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। আর তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা এনেছেন, তা সত্য বলে স্বীকার করা। রুস্তম বলল, বাহ্ কত চমৎকার কথা এটি! আর কিছু আছে ? মুগীরা (রা) বললেন, আছে। আর তাহলো মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহ্র গোলামিতে নিয়ে যাওয়া। রুস্তম বলল, 'বেশ, ভাল তো। আরো কিছু ? মুগীরা (রা) বললেন, 'সকল মানুষ হযরত আদম (আ)-এর সন্তান। সুতরাং তারা সহোদর ভাই। সে বলল, 'বেশ, ভালই তো'। এরপর রুস্তম বলল, 'আচ্ছা বলুন তো আমরা যদি আপনাদের দীনে প্রবেশ করি, আপনাদের দীন গ্রহণ করি তাহলে কি আপনারা আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন ?' হযরত মুগীরা (রা) বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম তাই করব এবং এরপর ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা অন্য কোন প্রয়োজন ছাড়া আপনাদের দেশের কাছেও আসব না।' রুস্তম বলল, 'এটি ওতো চমৎকার কথা।' হযরত মুগীরা (রা) ফিরে এলেন। রুস্তম তার দলের শীর্ষস্থানীয় লোকদেরকে ডেকে ইসলামে প্রবেশ করা এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা সম্পর্কে পরামর্শ করল। তারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করলেন।

এরপর সেনাপতি রুস্তমের অনুরোধে সা'দ (রা) অন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। তিনি হলেন, রিব্ঈ ইব্ন আমির। তিনি রুস্তমের নিকট গেলেন, তার লোকেরা মজলিস সাজিয়েছিল সোনালি গদি ও রেশমী চাদর দিয়ে, থরে থরে ঝুলিয়ে ছিল মহামূল্যবান মণিমুক্তো ও নয়নকাড়া সাজ-সজ্জায়। তার মাথায় ছিল মুকুট। সে বসেছিল স্বর্ণ-নির্মিত সিংহাসনে, মুসলিম প্রতিনিধি রিব্ঈ ইব্ন আমির সেখানে প্রবেশ করেছিলেন পুরাতন পোশাক, তরবারি, ঢাল ও ছোট একটি ঘোড়া নিয়ে, তিনি ঘোড়ার পিঠেই ছিলেন।

ঘোড়া গিয়ে রুস্তমের সুসজ্জিত বিছানা মাড়ায়, রিব্ঈ ঘোড়া থেকে ওখানে অবতরণ করেন। একটি গদির সাথে সেটিকে বাঁধেন। হাতে অস্ত্র, পরিধানে বর্ম এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ নিয়ে তিনি রুস্তমের দিকে এগিয়ে যান। রুস্তমের লোকজন তাঁকে বলল, 'অস্ত্র রেখে দিন।' তিনি বললেন, 'আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি। আমাকে ডেকেছ বলে এসেছি। আমাকে এভাবে থাকতে দিলে থাকব নতুবা ফিরে যাব।'

রুস্তম বলল, 'তাকে আসতে দাও।' বর্শায় ভর করে গদির উপর দিয়ে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। বর্শার আঘাতে অনেক গদি ছিঁড়ে যায়। ওরা বলল, 'আপনাদের নিকট কী এসেছে?' তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন। তিনি যাদেরকে চান আমরা তাদেরকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহ্র গোলামিতে নিয়ে যাই। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার বিশালত্বে নিয়ে যাই। অন্যান্য ধর্মের হুকুম ও অত্যাচার থেকে বের করে ইসলামের ন্যায় বিচারের দিকে নিয়ে যাই। মহান আল্লাহ্ তাঁর দীন সহকারে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রতি যাতে আমরা ওদেরকে তাঁর দিকে ডাকি। যারা আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করবে আমরা তাদের ওই অবস্থা মেনে নিয়ে ফিরে যাব। আর যারা ওই দাওয়াত

ও আহবান গ্রহণ করবে না আমরা অবিরাম ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত বিষয় অর্জন না করা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করেই যাব।' ওরা বলল, 'আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত বিষয় বলতে কী বুঝাচ্ছেন ?' তিনি বললেন, 'তা হলো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে জান্নাত লাভ করা অথবা জীবিত থেকে বিজয় অর্জন করা।'

রুস্তম বলল, 'আপনাদের বক্তব্য আমি শুনেছি। আমাদেরকে কি একটু সময় দিবেন যাতে আমরা আরেকটু চিন্তা করতে পারি, আপনারাও পুনরায় চিন্তা করে দেখতে পারেন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কয়দিন সময় চান ? একদিন না দু'দিন ?' রুস্তম বলল, না, তা নয় আমরা বরং এমন একটা সময় অবকাশ চাচ্ছি যাতে আমরা আমাদের বুদ্ধিজীবী ও বিবেকবান লোকদের সাথে পরামর্শ করি।' তিনি বললেন, 'শত্রুর মুখোমুখি হবার পর তিনদিনের বেশি অবকাশ দেয়ার নিয়ম তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) রেখে যাননি। সুতরাং আপনি নিজের জন্যে এবং আপনার লোকজনের জন্যে বিষয়টি ভেবে দেখুন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনটি থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করুন।'

রুস্তম বলল, 'আপনি কি আপনার সম্প্রদায়ের নেতা?' রিবঈ বললেন, 'না আমি নেতা নই। তবে মুসলমান সম্প্রদায় একই দেহের ন্যায়। ওদের নিম্নস্তরের লোক উচ্চস্তরের লোকদের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করে।'

বাস্তবিকই রুস্তম তার সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় লোকদের সাথে পরামর্শ বৈঠকে বসে। ওদের উদ্দেশ্যে সে বলল, 'এই ব্যক্তির বক্তব্য অপেক্ষা অধিক মর্যাদাময় ও অধিক গ্রহণযোগ্য কথা কি আপনারা কোনদিন শুনেছেন?' তারা বলল, 'আপনি ওসব কথার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই কুকুরের কারণে নিজের ধর্ম ত্যাগ করুন তা থেকে আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করছি। আপনি কি ওর জামা-কাপড় দেখেননি।' সে বলল, না। তোমরা জামা-কাপড় দেখবে না বরং তার অভিমত, বক্তব্য ও চরিত্র দেখ। আরবগণ জামা-কাপড় ও খাবার-দাবারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তারা নিজেদের ইয্যত ও বংশ মর্যাদা রক্ষা করে।'

দ্বিতীয় দিন তারা অন্য একজন লোক চেয়ে পাঠায়। সেনাপতি যদি এবার পাঠালেন হুযায়ফা ইব্ন মিহসানকে। তিনি তাই বললেন যা রিবঈ বলেছিলেন। তৃতীয় দিনে তারা অন্য একজন লোক চেয়ে পাঠায়। এবার প্রেরণ করা হলো মুগীরা ইব্ন শু'বাকে। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন। এবার মুগীরা (রা)-এর উদ্দেশ্যে সেনাপতি রুস্তম বলল, 'আমাদের দেশে তোমাদের প্রবেশ হলো মধু দেখা মাছির ন্যায়। মাছি বলছিল, যে আমাকে মধুর নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পারবে আমি তাকে দু'দিরহাম প্রদান করব। যখন সে মধুতে পড়ে গেল, মধুর মধ্যে ডুবে গেল। এবার খুঁজতে লাগল এমন কাউকে যে তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু কাউকেই সে খুঁজে পেল না। চিৎকার করে বলতে লাগল, কে আছ যে আমাকে উদ্ধার করবে, আমি তাকে চার দিরহাম প্রদান করব। রুস্তম আরো বলল, 'তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি দুর্বল শেয়ালের ন্যায়। শেয়াল আঙ্গুর বাগানের একটি গর্তে ঢুকেছিল। দুর্বল ও রুগ্ন দেখে বাগানওয়ালা সেটির প্রতি দয়া দেখাল এবং বাগানে থাকতে দিল। খেয়ে খেয়ে সেটি যখন মোটা-সোটা ও হৃষ্টপুষ্ট হলো তখন বাগানের অনেক কিছু নষ্ট করে ফেলল। মালিক সেটিকে মেরে ফেলার জন্যে তার লোকজন ও ছেলেপিলে নিয়ে উপস্থিত হলো। বিপদ বুঝতে

পেরে সেটি পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু শরীর মোটা হয়ে যাওয়ায় গর্ত থেকে বের হতে পারল না। অবশেষে প্রহারে প্রহারে তার মৃত্যু হয়। এভাবেই তোমরা মুসলমানেরা আমাদের দেশ থেকে বের হবে।'

এরপর রুস্তম রাগে গর গর করছিল আর ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে সূর্যের কসম করে বলেছিল, 'আগামীকাল আমি অবশ্যই তোমাদেরকে হত্যা করব।' মুগীরা (রা) বললেন, 'ঠিক আছে, অতিসত্বর তুমি বাস্তবতা বুঝতে পারবে।' এরপর মুগীরা (রা)-এর উদ্দেশ্যে রুস্তম বলল, 'আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে বস্ত্র উপহার এবং তোমাদের সেনাপতির জন্যে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা, পোশাক ও বাহন প্রদানের নির্দেশ দিয়েছি। সুতরাং সে সব নিয়ে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও।' মুগীরা (রা) বললেন, 'তোমাদের সম্রাট কাপুরুষ এবং তোমাদের শক্তি দুর্বল তা জানার পরও কি আমরা তোমাদেরকে অক্ষত রেখে চলে যাব ? আমরা বহুদিন তোমাদের দেশে থাকব। তোমাদেরকে পদানত ও লাঞ্ছিত করে তোমাদের থেকে জিয্য়া কর উশুল করব। অবিলম্বে বাধ্য হয়ে তোমরা আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে।' মুগীরা (রা)-এর এ কথা শুনে সেনাপতি রুস্তম রাগে ফেটে পড়ে এবং পায়চারি করতে থাকে।

ইব্ন জারীর বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান ছাকাফী ..... আবূ ওয়াইল বলেছেন সা'দ এলেন। তিনি কাদেসিয়ায় অবস্থান নিলেন। তাঁর সাথে ছিল মুসলিম সৈন্যদল। তবে আমার মনে হয় আমাদের সংখ্যা ৭/৮ হাজারের বেশি ছিল না। মুশরিকদের সৈন্য ছিল প্রায় ৩০,০০০। ওরা আমাদেরকে বলল, 'তোমাদের না আছে জনশক্তি আর না আছে অস্ত্র বল, তোমরা কেন এসেছ ? তোমরা বরং আরবে ফিরে যাও।' সেনাপতি সা'দ বললেন, 'আমরা তো ফিরে যাওয়ার লোক নই। আমাদের যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে তীর বর্শা দেখে ওরা হাসাহাসি করছিল। আর বলছিল, পরাজয়-পরাজয়, মুসলমানদের জন্যে পরাজয়।' ওরা আমাদেরকে সুতা তৈরির চরকার সাথে তুলনা করছিল। আমরা ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালে তারা বলল, 'তোমাদের একজন বুদ্ধিমান লোক আমাদের নিকট পাঠাও, তোমাদের উদ্দেশ্য কি তা যেন আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করতে পারে।' মুগীরা ইব্ন শু'বা বললেন, আমি তার ব্যাখ্যা দিব। তিনি ওদের নিকট গেলেন। রুস্তমের পাশেই সিংহাসনে বসলেন। তাঁর এই বেপরোয়া আচরণ দেখে ওরা সবাই চিৎকার করে ওঠে। তিনি বললেন, বস্তুত এই কাজে আমার কোন মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না আর রুস্তমের মর্যাদা কমবে না।' রুস্তম বলল, 'হ্যাঁ, ইনি সত্য বলেছেন।'

আচ্ছা আপনারা কোন্ উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে এসেছেন ?' মুগীরা (রা) বললেন, 'একসময় আমরা ছিলাম একটি মন্দ ও গোমরাহ্ জাতি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি একজন নবী পাঠালেন। ওই নবীর মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন, তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে জীবিকা দান করলেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে যা দিয়েছেন তার একটি হলো শস্য। এই শহরে যা উৎপন্ন হয়। আমরা যখন সেটি খেলাম এবং আমাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়ালাম তখন তারা বলল, 'না, আমাদের আর তর সইছে না, আমাদেরকে ওই শহরে নিয়ে যাও। আমরা পেট ভরে ওই শস্য খাব।' রুস্তম বলল, 'তাহলে আমরা কিন্তু তোমাদেরকে কতল করব।' মুগীরা (রা) বললেন, 'তোমরা যদি আমাদেরকে কতল কর তবে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব। আর আমরা যদি তেমাদেরকে কতল করি তবে তোমরা প্রবেশ করবে জাহান্নামে

এবং তোমরা জিযয়া কর পরিশোধ করবে।' মুগীরা (রা) জিয্য়া কর প্রদানের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে তারা প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার দিয়ে উঠল এবং বলল, 'আমাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে কোন সন্ধি হবে না।' মুগীরা (রা) বললেন তাহলে কি যুদ্ধের জন্যে তোমরা আমাদের চৌহদ্দিতে যাবে, না আমরা তোমাদের নিকট আসব ?' রুস্তম বলল, 'আমরা বরং তোমাদের নিকট যাব।' মুসলমানগণ পেছনে সরে এল। পারসিকগণ মুসলমানদের চৌহদ্দিতে গেল। মুসলমানগণ পারসিকদের উপর প্রচণ্ড হামলা চালাল এবং ওদেরকে পরাজিত করে ছাড়ল।

ঐতিহাসিক সায়ফ বলেন, সেদিন সেনাপতি সা'দ 'ইরক আল-নিসা (সায়াটিকা) রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ -

'আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা-২১, আম্বিয়া ঃ ১০৫)। তিনি লোকজন সাথে নিয়ে জামাতের সাথে জোহরের নামায আদায় করলেন। এরপর চারবার তাকবীর বললেন। তিনি সকলকে "লাহাওলা ওয়াল কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম" বলার নির্দেশ দেয়ার পর সকলে একযোগে পারসিকদের উপর হামলা করল। ওদেরকে পিছু হটিয়ে দিতে, হত্যা করতে এবং ওদেরকে ধরার জন্যে সকল প্রবেশ পথে প্রহরা দেওয়ার জন্যে তিনি নির্দেশ দিলেন। ওদের কাউকে কাউকে এমন স্থানে অবরুদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দিলেন যাতে ওরা খাদ্যাভাবে কুকুর বিড়ালের গোশত খেতে বাধ্য হয়। ওদের কোন আক্রমণকারীকে মুসলমানগণ অক্ষত ফেরত যেতে দেননি। অগ্রসর হতে হতে সেনাপতি সা'দ নিহাবন্দ গিয়ে পৌঁছলেন। শত্রুদের অধিকাংশ তখন মাদাইনে আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলমানগণ মাদাইনের প্রবেশ পথসমূহে ওদেরকে পাকড়াও করলেন।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সেনাপতি সা'দ তাঁর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট। যাতে তারা তাকে আল্লাহর পথে আসার দাওয়াত দেয়। তারা সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চায়। তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়।

নগরের অধিবাসিগণ মুসলিম প্রতিনিধিদলের চেহারা-সুরত দেখে আশ্চর্য হয়ে তাদেরকে দেখতে বের হয়। তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে, এ সব লোকের কাঁধে চাদর, হাতে চাবুক, পায়ে জুতা। তাদের ঘোড়াগুলো দুর্বল ও ক্ষীণ। দীর্ঘপথ চলার কারণে ওদের পাগুলো ক্ষত-বিক্ষত। শহরবাসিগণ বিস্মিত হয়ে এই প্রতিনিধিকে দেখতে থাকে। তারা ভাবতে থাকে যে, নিজেদের বহু সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত ও ব্যাপক রণ প্রস্তুতির মুখে এই ক্ষীণ দুর্বল লোকেরা কী করে টিকে থাকবে!

মুসলিম প্রতিনিধিদল সম্রাট ইয়ায্গিরদ-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চায়। সম্রাট তাদেরকে অনুমতি দেয়। সে তাদেরকে তার সম্মুখে বসায়! সম্রাট ইয়াযগিরদ ছিল একজন অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তি। সে ছিল বেআদব। সে মুসলমানদেরকে তাদের জামা-কাপড়ের নাম

জিজ্ঞেস করে। চাদর, জুতা এবং চাবুক সম্পর্কে সে মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করে। তারা যখনই এক একটি বস্তুর নাম বলছিল সম্রাট তাতে তার বিজয়ের শুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করছিল। মহান আল্লাহ্ সম্রাটের ওই শুভ ইঙ্গিত বুমেরাং করে তার মাথায় নিক্ষেপ করেন।

সম্রাট বলল, 'তোমরা এ অঞ্চলে এসেছ কী উদ্দেশ্যে ? তোমারা কি মনে করেছ যে, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কাজে লিপ্ত থাকলে তোমরা আমাদের উপর আক্রমণ করে আমাদেরকে পরাজিত করবে ? উত্তরে নু'মান ইব্ন মুকাররিন বললেন, মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। তিনি আমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। ওই রাসূল আমাদেরকে ভাল কাজে পথ প্রদর্শন করতেন এবং তা বাস্তবায়নে নির্দেশ দিতেন। তিনি আমাদেরকে মন্দ ও অকল্যাণকর বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দিতেন এবং ওইগুলো থেকে বিরত রাখতেন। তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতেন যে, যারা তাঁর ডাকে সাড়া দিবে তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করবে। তিনি যে গোত্রকেই এ দিকে আহ্বান করেছেন সে গোত্রই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এক দল তাঁর নৈকট্য লাভ করেছে আর অন্যদল তাঁর থেকে দূরে সরে গিয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিরাই মাত্র তাঁর অনুসরণ করেছে। যতদিন আল্লাহ্ চেয়েছেন ততদিন ওই রাসূল আমাদের মাঝে এভাবে থেকেছেন। তারপর মহান আল্লাহ্ ওই রাসূলকে নির্দেশ দিলেন তাঁর বিরোধিতাকারী আরবিদেরকে বাধা দেবার জন্যে। ওদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্যে। সত্য বিরোধী আরব সম্প্রদায়কে প্রতিরোধের মাধ্যমে এই অভিযান শুরু হোক আল্লাহ্ তা'আলা এই নির্দেশ দান করলেন। রাসূল ﷺ তাই করলেন। আরবগণ ইসলামে প্রবেশ করল দু'ভাবে। কতক প্রবেশ করল বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ফলে তারা ঈর্ষা বোধ করছিল। আর কতক ইসলামে দীক্ষিত হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ফলে তাদের ঈমানী শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ আরো বৃদ্ধি পেল।

আমরা ইতোপূর্বে নিজেদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের জীবন অতিবাহিত করছিলাম। দুঃখ-দৈন্য ও সংকট আমাদের নিত্যসহচর ছিল। ইসলামে প্রবেশের পর আমরা সকলে তাঁর আনীত বিষয় ইসলামের মর্যাদা ও কল্যাণ উপলব্ধি করলাম। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশী লোকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার দাওয়াত দিই– আহ্বান জানাই। সেই সূত্রে আমরা আপনাদের এই অঞ্চলে এসেছি আপনাদেরকে আমাদের ওই কাঙ্ক্ষিত দীন, দীন-ই ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এই দীন ভালকে ভালরূপে চিহ্নিত করে, মন্দকে মন্দরূপে। আপনারা যদি ওই দীন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তবে আপনাদের জন্যে অকল্যাণ অপেক্ষা করছে। আর তা হলো জিয়্য়া কর পরিশোধ করতে হবে মুসলমানদের সরকারী কোষাগারে—বায়তুল মালে। আর তাতে অস্বীকৃতি জানালে যুদ্ধ সুনিশ্চিত। আর যদি আপনারা আমাদের দীন গ্রহণ করেন তবে আমরা আপনাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব রেখে চলে যাব। আপনাদেরকে আমরা আল্লাহ্র কিতাবের অনুসারী বানাব যে, ওই কিতাব অনুযায়ী আপনারা সকল বিধান কার্যকর করবেন। আমরা ফিরে যাব। আপনাদের শহর নগর নিয়ে আপনারা থাকবেন। আপনারা যদি জিয়্য়া কর দিতে রাযী হন তবে আমরা তা গ্রহণ করব এবং আপনাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। যদি তাও না করেন তবে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'

এবার সম্রাট ইয়ায্দগিরদ কথা বলল। সে বলল, 'তোমাদের চেয়ে অধিক হতভাগ্য স্বল্প সংখ্যক এবং মন্দ কোন জাতি পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। আমরা তোমাদের প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করব তাতে তোমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জেনে যাবে। পারসিকগণ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরাও যেন ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়। তোমাদের সৈন্য সংখ্যা অধিক হলেও তাতে যেন তোমরা প্রতারিত না হও। আর যদি অভাব-অনটনের কারণেই তোমরা এখানে এসে থাক তাহলে তোমাদের খাদ্য-দ্রব্যে সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত আমরা তোমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করব। তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করব। তোমাদেরকে জামা-কাপড় দিব। তোমাদের জন্যে একজন প্রশাসক নিয়োগ করব, যে তোমাদের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল ও দয়ার্দ্রচিত্ত।

সম্রাটের কথা শুনে সকলে নীরব থাকল। মুগীরা ইব্ন শু'বা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'রাজন'! এরা সকলে আরবের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা সম্ভ্রান্ত লোক। কোন সম্ভ্রান্ত লোকের মুখে মুখে জবাব দিতে তাঁরা লজ্জাবোধ করেন। সম্মানিত লোকেরাই সম্মানিত লোকদের কদর করে। মর্যাদাবান লোকেরাই অপর মর্যাদাবান লোকের দাবির প্রতি সম্মান দেখায়। তাঁরা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তার সবটুকু আপনাকে বলা হয়নি। আর আপনি যা বলেছেন তার সবটা তাঁরা গ্রহণ করেন নি। তাতে তাঁরা সায় দেননি। তাঁরা সুন্দর আচরণ করেছেন। তাঁদের মত লোকেরা এরূপ সুন্দর আচরণই করে থাকেন। সম্রাট! আপনি আমাকে সুযোগ দিলে আমি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলব, তাঁরা আমার বক্তব্য সমর্থন করবেন। আমার বক্তব্য সঠিক বলে সাক্ষ্য দিবেন। বস্তুত আপনি আমাদের এমন কিছু বিবরণ দিয়েছেন যে সম্পর্কে আপনার কোন জ্ঞান নেই। আপনি বলেছেন, আমরা খুব মন্দ লোক। মূলত ইতিপূর্বে আমরা যে অবস্থায় ছিলাম তা অত্যন্ত মন্দ অবস্থা ছিল বটে। আপনি বলেছেন আমরা ক্ষুধার্ত সম্প্রদায়। মূলত তাই ছিল। আমাদের ক্ষুধার সাথে কোন ক্ষুধার তুলনা ছিল না। আমরা তখন পোকা-মাকড় ও জীব-জন্তু ভক্ষণ করতাম। আমরা বিচ্ছু খেতাম। সাপ খেতাম। এগুলোকে আমরা খাদ্যরূপে বিবেচনা করতাম। আমাদের বাড়ীঘরের কথা বলেছেন আপনি। বস্তুত গোটা পৃথিবীই আমাদের বাড়ি-ঘর। আপনি আমাদের জামা-কপড় সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন। আমাদের উট ও বকরীর পশম থেকে তৈরি বস্ত্র ব্যতীত আমরা অন্য কিছু পরিধান করতাম না। আমাদের ধর্ম ছিল তখন পরস্পর খুনোখুনি। একের উপর অন্যের অত্যাচার ও সীমালংঘন। নিজের খাবারে ভাগ বসাবে এই ভয়ে আমাদের কন্যা সন্তানকে আমরা জীবন্ত কবর দিতাম। আপনি আমাদের যে অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন পূর্বে আমরা সে অবস্থায় ছিলাম বটে। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যে অবস্থায় পৌঁছেছি তা আমার মুখে শুনুন।' আল্লাহ্ তা'আলা একজন লোককে রাসূলরূপে আমাদের নিকট পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশ-বুনিয়াদ চিনি। তাঁর চেহারা চিনি এবং তাঁর জন্মস্থানও চিনি। বস্তুত তাঁর জন্মভূমি সর্বোত্তম জন্মভূমি। তাঁর বংশ-বুনিয়াদ আমাদের সকলের বংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাঁর পরিবার আমাদের সকলের চাইতে উত্তম পরিবার। তাঁর গোত্র আমাদের সকল গোত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গোত্র। আমরা যে সময়ে নিকৃষ্টতম অবস্থায় ছিলাম সে সময়েও তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সকলের চাইতে ভালো ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের সকলের মধ্যে অধিক সত্যবাদী, ধৈর্যশীল।

তিনি আমাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করলেন। কেউই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। তিনি একের পর এক ডেকে যেতে লাগলেন। তিনিও বলছিলেন আমরাও বলছিলাম। তিনি সত্য বলছিলেন আমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করছিলাম। তিনি আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চাইলেন আমরা পিছু হটতে চাইলাম। তিনি যা যা বলছিলেন তার সবই বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এক সময় মহান আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে তাঁকে সত্য বলে মেনে নেয়ার ভাব সৃষ্টি করে দিলেন। তাঁর অনুসরণ করার মানসিকতা তৈরি করে দিলেন। তিনি আমাদের জন্যে মহান আল্লাহ্ ও আমাদের মাঝে সেতু বন্ধন রূপে স্বীকৃতি পেলেন। তিনি আমাদেরকে যা বলতেন তা মূলত আল্লাহ্র কথা। তিনি যা নির্দেশ দিতেন, তা আল্লাহ্রই নির্দেশ। তিনি আমাদেরকে বললেন যে, তোমাদের প্রতিপালক বলছেন, আমি আল্লাহ্ একক। আমার কোন শরীক ও সমকক্ষ নেই। যখন কিছুই ছিল না তখনও আমি ছিলাম। আমি ব্যতীত অন্য সব কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি। সব কিছু আমারই নিকট ফিরে আসবে। আমার রহমত তোমাদের ভাগ্যে জুটেছে। তাই এই ব্যক্তিকে আমি-তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি তোমাদেরকে এমন একটি পথের দিশা দেন যে পথে চললে আমি তোমাদেরকে মৃত্যু পরবর্তী শাস্তি থেকে মুক্তি দিব। আমি তোমাদেরকে আমার তৈরি বাসস্থান 'দারুস-সালাম' জান্নাতে স্থান দিব। আমি নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ওই রসূল মহা সত্য প্রভুর নিকট থেকে শেষ সত্য নিয়ে এসেছেন।

মহান আল্লাহ্ আরো বললেন, এই দিক নির্দেশনায় যারা তোমাদের অনুসরণ করবে সে তা-ই পাবে যা তোমরা পাবে। আর যে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তোমরা তাকে জিয্য়া কর প্রদানের প্রস্তাব দিবে এবং জিয্য়া কর পরিশোধ করলে তোমরা যেভাবে নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করবে ঠিক সেভাবে ওদের নিরাপত্তা বিধান করবে। যারা জিয্য়া কর দিতে অস্বীকৃতি জানাবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমিই তোমাদের মধ্যে ওই যুদ্ধের ফায়সালা করব। তোমাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে নিহত হবে তাদেরকে আমি আমার জান্নাতে দাখিল করব। তোমাদের যারা জীবিত থাকবে তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করব। সুতরাং হে সম্রাট! এখন আপনার মর্জি। আপনি হয়ত আমাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে জিয্য়া কর প্রদান করুন। অথবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হোন। অথবা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে নাজাত ও মুক্তির পথে নিয়ে আসুন।

সম্রাট ইয়ায্দগিরদ বলল, 'আমার সামনে আপনি এতসব কথা বললেন?' হযরত মুগীরা (রা) জবাবে বললেন, 'আমার সাথে যিনি কথা বলেছেন আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি মাত্র। অন্য কেউ আমার সাথে কথা বললে আমি তাকে ছেড়ে আপনার সাথে কথা বলতাম না। সম্রাট বলল, 'দূত ও প্রতিনিধিদলকে হত্যা করার রীতি নেই, না হলে আমি আপনাদের সবাইকে এখন খুন করে ফেলতাম। এখন আমার নিকট আপনাদের কিছু চাওয়া-পাওয়ার নেই।' সে তার লোকদেরকে বলল, 'এক ঝুড়ি মাটি নিয়ে এস এবং ঝুড়িটি ওদের সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তির মাথায় তুলে দাও। তারপর তাদেরকে তাড়িয়ে মাদাইন থেকে বের করে দাও। আর হে প্রতিনিধি দল! আপনারা আপনাদের সেনাপতির নিকট ফিরে গিয়ে বলুন যে, আমি মহাবীর রুস্তমকে পাঠাচ্ছি। সে ওই সেনাপতি ও তার সকল সৈন্য-সামন্তকে কাদেসিয়ার গর্তে দাফন

করে তারপর ফিরে আসবে। সে আপনাদের সকলকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ছাড়বে। তারপর সে আপনাদের দেশে যাবে। সাবেক সেনাপতি সাবূর যেভাবে আপনাদের নাগরিকদেরকে নির্যাতন করেছিল রুস্তম তার চেয়ে আরো কঠিন নির্যাতন করবে।'

এরপর সম্রাট বলল, 'আপনাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কে ? সবাই নীরব থাকলেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মাটির ঝুড়ি গ্রহণ করার জন্যে আসিম ইব্ন আমর বললেন, আমি সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। আমি তাঁদের নেতা, মাটি আমার মাথায় দিন। সম্রাট বলল, তাঁর বক্তব্য কি সঠিক ? মুসলিম প্রতিনিধি দল বলল, হ্যাঁ, তাই। সে মাটির ঝুড়ি তুলে দিল তাঁর ঘাড়ে। আসিম (রা) মাটির বোঝা কাঁধে নিয়ে শাহী ভবন ও নিরাপত্তা ফটকসমূহ অতিক্রম করে নিজ সওয়ারীর নিকট এলেন। সেটির উপর রাখলেন মাটি, তারপর দ্রুত গতিতে ছুটলেন সেনাপতি সা'দ (রা)-এর সাথে দেখা করার জন্যে। প্রতিনিধি দলও তাঁর সাথে ছিল। কিন্তু তিনি সকলের আগে সেনাপতি সা'দের নিকট চলে আসেন। কুদায়স দরজায় এসে সেনাপতির সাথে সাক্ষাত করে তিনি বললেন, হে মহান সেনাপতি, যুদ্ধ-বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহ্ বিজয় আমাদের হবেই। তিনি গিয়ে মাটিগুলো একটি পাথরের উপর রেখে ফিরে এলেন সেনাপতির নিকট। তাঁকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। সেনাপতি বললেন, 'সকলে সুসংবাদ নিন। আল্লাহ্‌র কসম, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে ওদের রাজ্যের চাবি দিয়েই দিয়েছেন।' এই মাটি গ্রহণকে তাঁরা পারস্য দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণের শুভ সূচনা রূপে মনে করলেন। সেদিন থেকে ক্রমান্বয়ে মুসলিম সৈন্যদের সাহস, মনোবল ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর পারসিক সৈন্যদের মধ্যে ভীরুতা, দুর্বলতা ও সাহসহীনতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। রুস্তম সাক্ষাত করল সম্রাট ইয়ায্‌দগিরদের সাথে এবং মুসলমানদের ক্রমোন্নতির কারণ জানতে চাইল। সম্রাট তাকে মুসলিম প্রতিনিধিদের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও জবাবের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে অবহিত করল। এও জানাল যে, তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবে। প্রতিনিধি দলের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তির মাথায় মাটির বোঝা চাপিয়ে দেয়া এবং এর মাধ্যমে তাকে বোকা বানানোর ঘটনাও সম্রাট রুস্তমকে অবহিত করল। সম্রাট বলল, 'ওই লোক ইচ্ছা করলে আমার অজান্তে অন্য কাউকে মাটির বোঝা নেয়ার জন্যে মনোনীত করে নিজে বাঁচতে পারত।' রুস্তম বলল, 'আহ্! সেতো বোকা নয়, আর সে ওদের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিও নয়। সে চেয়েছে মাটির বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে অন্যদেরকে রক্ষা করতে। তবে আসল ঘটনা হলো, মাটি নিয়ে তো তারা প্রকারান্তরে আমাদের দেশের চাবিগুলো নিয়ে গিয়েছে।' সেনাপতি রুস্তম জ্যোতির্বিদ ছিল। তৎক্ষণাৎ সে একজন লোক পাঠাল মুসলিম প্রতিনিধি দলের পেছনে। তাকে বলল, যদি ওই মাটি পাও তবে তা ফিরিয়ে আনবে এবং তাতে আমরা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারব। আর যদি ওই মাটি নিয়ে তারা তাদের সেনাপতির নিকট পৌঁছে যায় তাহলে নিশ্চিত যে, তারা আমাদের দেশ দখল করে নিবে।

রুস্তমের পাঠানো লোকটি দ্রুত এগিয়ে গেল মুসলিম প্রতিনিধি দলের খোঁজে। সে তাদেরকে নাগাল পায়নি। বরং মাটি নিয়ে তাঁরা আগেই সেনাপতি সা'দের নিকট পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাতে পারসিকগণ কুযাত্রা অনুভব করে। তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করে। সম্রাটের এই কাজকে তারা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়করূপে গ্রহণ করে।

অধ্যায় ঃ কাদেসিয়ার যুদ্ধ ছিল এক বিশাল যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ ইরাকে ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়নি। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো। মুসলিম সেনাপতি সা'দ অসুস্থ ছিলেন। 'ইরকুন-নিসা' রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। তাঁর শরীরে ফোঁড়া উঠেছিল। তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করতে পারছিলেন না। তিনি একটি সুউচ্চ প্রাসাদের মধ্যে বালিশের উপর বসে বুকে ভর দিয়ে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে তিনি সৈন্যদের উপর নজর রাখছিলেন এবং যুদ্ধের কৌশল প্রণয়ন করছিলেন। মাঠ পর্যায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন খালিদ ইব্ন উরফাতাহ্কে। সেনাবাহিনীর ডান বাহুর দায়িত্বে ছিলেন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালা। বাম বাহুর দায়িত্বে কায়স ইব্ন মাকশূহ। কায়স ও মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) দু'জনে সা'দ-এর সাহায্যার্থে সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। তাঁরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) তাঁদেরকে সা'দ-এর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল সাত থেকে আট হাজার। অন্যদিকে রুস্তমের সেনাবাহিনী ছিল ৬০ হাজার সৈন্য বিশিষ্ট। সেনাপতি সা'দ সবাইকে নিয়ে জামাআতের সাথে জোহরের নামায আদায় করলেন। তারপর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন, উৎসাহিত করলেন। তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ -

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা-১৭, আম্বিয়া ঃ ১০৫)

কারিগণ এ উপলক্ষে জিহাদ বিষয়ক সূরা ও আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন। এরপর হযরত সা'দ (রা) ৪ বার তাকবীর উচ্চারণ করলেন। চতুর্থ তাকবীরের পর মুসলিম বাহিনী শত্রু সৈন্যের উপর হামলা করে। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। এমতাবস্থায় রাত হয়ে যায়। ফলে আপাতত যুদ্ধ মুলতবি হয়ে যায়। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষে বহুলোক হতাহত হয়। পরদিন পুনরায় তারা নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়ায় এবং যুদ্ধ শুরু হয়। দিনভর যুদ্ধের পর রাতেরও অনেকটা সময় যুদ্ধ চলে। পরের দিন ভোরে তারা পুনরায় নিজ নিজ স্থানে অবস্থান নেয় এবং তৃতীয় দিনের যুদ্ধ শুরু হয়। রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। এ রাতের নাম 'লায়লা-আল-হারীর বা হারীরের রাত। ৪র্থ দিন সকালে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। আরবী ঘোড়ার বিপরীতে পারসিকদের হাতীর উপস্থিতির কারণে মুসলমানগণ ভীষণ অসুবিধায় পড়েন। আরব ঘোড়াগুলো হাতীর ভয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তাই মুসলমানগণ হাতী ও হাতীর আরোহীদেরকে ধ্বংস করতে শুরু করেন। তারা হাতীর চোখ খুলে নিয়ে অন্ধ করে দিতে থাকেন। এই যুদ্ধে কত সাহসী মুসলিম নেতা তাঁদের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের অপূর্ব সাক্ষর রাখলেন। তাঁরা হলেন তুলায়হা আসাদী, আমর ইব্ন মা'দীকারাব, কা'কা' ইব্ন আমর, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী, দিরার ইব্ন খাত্তাব, খালিদ ইব্ন উরফাতাহ্ ও তাঁদের মত অন্য কতেক সৈন্যবৃন্দ।

এই দিন অর্থাৎ যুদ্ধের ৪র্থ দিবস কাদেসিয়া দিবস হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এটি ছিল ১৪ হিজরী সনের ২রা মুহাররম। সায়ফ ইব্ন উমর তাই বলেছেন। ওই কাদেসিয়া দিবসের সন্ধ্যায়

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। পারসিকদের তাঁবুগুলোর খুঁটি উৎপাটিত হয়ে যায়। তাঁবুগুলো উড়ে দূরে বহু দূরে গিয়ে পড়ে। রুস্তমের রাজকীয় আসন উল্টে যায়। সে তাড়াতাড়ি তার খচ্চরের পিঠে চড়ে পালাতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। তারা তাকে হত্যা করেন। পারসিকদের অগ্রবাহিনীর দায়িত্বশীল জালীনূসকেও মুসলমানগণ হত্যা করেন। পারসিকগণ সর্ববিবেচনায় সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

মুসলমানগণ ওদের পিছু ধাওয়া করেন। সেদিন মুসলমানগণ প্রায় ৩০ হাজার পারসিক সৈনিককে হত্যা করেন। ইতিপূর্বে যুদ্ধের ময়দানে ওদের দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। তার পূর্বেও প্রায় সমসংখ্যক পারসিক সৈন্য নিহত হয়। শেষদিন ও তার পূর্বের দিনগুলোতে সর্বমোট প্রায় দু'হাজার পাঁচশ মুসলিম মুজাহিদ শহীদ হন। (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি দয়া করুন।)

মুসলমানগণ পরাজিত পারসিক সৈন্যদেরকে ধাওয়া করে। ওদেরকে ধাওয়া করতে করতে মুসলমানগণ রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছেন। ওটা হলো মাদাইন শহর। ওখানেই ছিল রাজপ্রাসাদ। রাজকীয় কার্যালয়। ইতিপূর্বে কতক মুসলিম নেতাকে ওই প্রাসাদে ডেকে নেয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানগণ যুদ্ধলব্ধ মালামাল হিসবে এত বেশি ধন-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন যা প্রায় সীমাহীন— গণনাতীত। বিধি মুতাবিক বায়তুল মালের জন্যে $\frac{১}{৫}$ অংশ রেখে বাকি মালামাল সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়। গনীমতের $\frac{১}{৫}$ অংশ এবং বিজয়ের সুসংবাদ পাঠানো হয় মদীনায় খলীফার নিকট। খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) নিয়মিত কাদেসিয়া যুদ্ধের খোঁজ-খবর নিতেন। ওইদিক থেকে আসা সকল আরোহী ও যাত্রীর নিকট তিনি সংবাদ জানতে চাইতেন। এই বিষয়ে সংবাদ জানার জন্যে কোন কোন সময় তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে ইরাক সীমান্তের কাছাকাছি চলে যেতেন। এভাবে একদিন তিনি এক অশ্বারোহীর সাক্ষাত পেলেন। দূর থেকে তাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। হযরত উমর (রা) তার মুখোমুখি হলেন এবং যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, মহান আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে কাদেসিয়ায় বিজয় দান করেছেন। তারা বহু গনীমত অর্জন করেছেন। ওই আগন্তুক হযরত উমর (রা)-কে চিনতে পারেনি। সে সওয়ারীতে চড়ে খলীফার সাথে কথা বলছিল আর খলীফা তার সওয়ারীর পাশে পাশে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। দু'জনে যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন জনসাধারণ খলীফাকে "আমীরুল মু'মিনীন" সম্বোধন করে অভিবাদন জানাচ্ছিল। তাতে আগন্তুক বুঝে নিল যে, ইনি স্বয়ং খলীফা উমর (রা)। আগন্তুক বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করুন। আপনি যে খলীফা তা আমাকে জানান নি কেন? খলীফা বললেন, 'ভাই! তাতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, সেনাপতি সা'দ ছিলেন অসুস্থ। তার শরীরে ফোঁড়া ছিল। আর তিনি ইরক-আন-নেসা রোগে ভুগছিলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁকে যুদ্ধ অভিযানে অংশ নিতে বারণ করেছেন। তবে তিনি একটি প্রাসাদের চূড়ায় বসে সৈনিকদের সুবিধা-অসুবিধা পর্যালোচনা করছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ওই প্রাসাদের দরজা বন্ধ করতেন না। এটি তাঁর সাহসের প্রমাণ। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, কোন পারসিক যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে গেলে অন্যান্য পারসিকগণ তাকে ধরে ফেলত। তারপর সে আর রক্ষা পেত না।

ওই প্রাসাদে সেনাপতি সা'দের সাথে তাঁর স্ত্রী সালমা বিনত হাফস অবস্থান করছিলেন। সালমা হলেন মুছান্না ইব্ন হারিছার সাবেক স্ত্রী। মুছান্না নিহত হবার পর সা'দ তাঁকে বিয়ে করেন। সেদিন কতক মুসলিম অশ্বারোহী পালিয়ে যেতে চাইলে সালমা অস্থির হয়ে উঠেন এবং বলে উঠেন, "আহ্ মুছান্না! আজ আমার মুছান্না কাছে নেই।" এতে সেনাপতি সা'দ ক্ষেপে যান এবং স্ত্রীকে চপেটাঘাত করেন। সালমা বলল, 'হায়, আত্মমর্যাদা এবং কাপুরুষতা ? অর্থাৎ যুদ্ধের সময় সা'দ ঘরে বসে রয়েছেন বলে স্ত্রী তাঁকে লজ্জা দিল। মূলত এটি সালমার বাড়াবাড়ি। কারণ সেই-তো সবচেয়ে বেশি জানত যে, সেনাপতি সা'দ অসুস্থ, রোগাক্রান্ত। রোগের কারণেই তিনি যুদ্ধের মাঠে যেতে পারছিলেন না।

যে প্রাসাদে সা'দ ছিলেন ওই প্রাসাদেই তাঁর কাছাকাছি একজন শরাবখোর লোক বন্দী ছিল। মদ পান করার কারণে তাকে কয়েকবার দোররা মারা হয়েছিল। কিন্তু তাতে নিবৃত্ত না হওয়ায় শেষে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রায় সাতবার তাকে দোররা মারা হয়েছিল। সেনাপতি সা'দ ওই লোককে প্রাসাদে বন্দী করে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে যখন দেখল শত্রুবাহিনী প্রাসাদের চারদিকে ঘুরাঘুরি করছে তখন সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করল। সে নিজে একজন সাহসী বীর ছিল বটে ঃ

كَفٰى حُزْنًا اَنْ تَدْحَمَ الْخَيْلُ بِالْفَتٰى * وَاَتْرُكُ مَشْدُوْدًا عَلَيَّ وَثَاقِيَا ـ

দুঃখ পাবার জন্যে তো এটুকুই যথেষ্ট যে, আমার মত যুবকের সম্মুখে শত্রুপক্ষের অশ্বদল ঘোরাঘুরি করছে। আর আমি শিকলাবদ্ধ হয়ে বন্দী হয়ে পড়ে রয়েছি। শত্রুর উপর আক্রমণ করতে পারছি না।

اِذَا قُمْتُ عَنَّانِى الْحَدِيْدُ وَغُلِّقَتْ * مَصَارِيْعَ مِنْ دُوْنِى تَصَمُّ الْمُنَادِيَا ـ

আমি এমন অবস্থায় আছি যে, দাঁড়াতে গেলে লোহার শিকল আমাকে দাঁড়াতে অক্ষম করে দেয়। আমি পড়ে রয়েছি মেঝেতে।

وَقَدْ كُنْتُ ذَامَالٍ كَثِيْرٍ وَاِخْوَةٍ * وَقَدْ تَرَكُوْنِىْ مُفْرَدًا لاَ اَخَالِيَا ـ

আমার বহু ধন-সম্পদ ও ভাই-বেরাদর ছিল, এখন তারা আমাকে একাকী অবস্থায় রেখেছে। আমার কোন ভাই-বেরাদর নেই।

এরপর সে সা'দের ক্রীতদাসী যাবরাকে অনুরোধ করল তাকে শৃঙ্খল মুক্ত করে সা'দের ঘোড়াটি ধার দিতে। সে ওই ঘোড়ায় চড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সে কসম করে বলেছিল যে, দিন শেষে সে অবশ্যই ফিরে আসবে এবং স্বেচ্ছায় বন্দীখানায় প্রবেশ করবে— বন্দীত্ব বরণ করে নিবে। ক্রীতদাসী যাবরা তাকে ছেড়ে দেয়। সে সেনাপতি সা'দের ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এদিকে সেনাপতি সা'দ যুদ্ধ ময়দানে তাঁর ঘোড়াটি দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি সেটি চেনা-অচেনার দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন আবার ঘোড়ার পিঠে আরোহী ব্যক্তিকে বন্দী আবূ মিহজানের মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাও নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। যেহেতু সে ছিল বন্দী। দিন শেষে আবূ মিহজান ফিরে আসে। শিকলে পা ঢুকিয়ে বন্দীত্ব বরণ করে নেয়। সা'দ প্রাসাদ থেকে নিচে নেমে এলেন। তিনি দেখতে পলেন যে, ঘোড়ার শরীর

থেকে ঘাম ঝরছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি ? তাঁকে বন্দী আবূ মিহজানের ঘটনা অবহিত করা হলো। তিনি তাতে খুশি হলেন এবং আবূ মিহজানকে ছেড়ে দিলেন। (আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়ের প্রতি খুশি হোন।)

এ প্রসঙ্গে হয়রত সা'দের দিকে ইঙ্গিত করে জনৈক মুসলিম ব্যক্তি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

تُقَاتِلُ حَتَّى اَنْزَلَ اللّٰهُ نَصْرَهُ * وَسَعْدُ بِبَابِ الْقَادِسِيَّةِ مَعْصَمُ ـ

আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্র সাহায্য এল। সেনাপতি সা'দ কিন্তু কাদেসিয়ার প্রবেশ পথে নিরাপদে অবস্থান করছিলেন।

فَاُبْنَا وَقَدْ اٰمَتْ نِسَاءَ كَثِيْرَةً * وَنِسْوَةُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ اَيِّمُ ـ

যুদ্ধ জয় করে আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম। এসে দেখি বহু মহিলা বিধবা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সা'দের কোন স্ত্রী-ই বিধবা হয়নি।

কথিত আছে যে, সেনাপতি সা'দ জনসমক্ষে এসে তাঁর উরু ও নিতম্বে ফোঁড়া ও জখমের কথা উল্লেখ করে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেন। জনসাধারণ তাঁর এই ওযর ও অক্ষমতা মেনে নেয়। বর্ণিত আছে যে, উপরোক্ত পংক্তি দু'টো যে কবি আবৃত্তি করেছে সা'দ তার জন্যে বদ দু'আ করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! সে যদি আপন বক্তব্যে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে অথবা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ—মানুষকে শোনানো ও মিথ্যাবাদিতার আশ্রয় নিয়ে সে এটি বলে থাকে তবে আপনি তার হাত ও জিহ্বা কেটে দিন।' হঠাৎ দেখা গেল ওই লোক দু'টো সারির মাঝে দাঁড়িয়েছিল। একটি তীর উড়ে এসে তার জিহ্বায় আঘাত করল। তার জিহ্বা ছিঁড়ে গেল। সে আর কথা বলতে পারছিল না। এভাবে তার মৃত্যু হয়। সায়ফ ইব্ন উমর এটি আবদুল মালিক ইব্ন উমরের সূত্রে কাবীবা ইব্ন জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। সায়ফ ইব্ন উমর মিকদাম ইব্ন শুরায়হ হারিছী সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

اَنَا جَرِيْمَرُ وَكُنِيَتِي اَبُوْ عَمْرٍو * قَدْ فَتَحَ اللّٰهُ وَسَعْدُ فِي الْقَصْرِ ـ

আমি জারীর, আমার উপনাম আবূ আমর। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে কাদেসিয়া যুদ্ধে বিজয় দিয়েছেন। আমাদের সেনাপতি সা'দ এই যুদ্ধে প্রাসাদে বসে থেকেছিলেন।

এই কবিতার প্রত্যুত্তরে সা'দ তাঁর প্রাসাদ থেকে বের হয়ে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

وَمَا اَرْجُوْ بُجَيْلَةَ غَيْرَ اِنِّي * اُؤَمِّلُ اَجْرَهَا يَوْمَ الْحِسَابِ ـ

বুজায়লার প্রশংসা পাওয়া আমার কাম্য নয়। তবে আমি কামনা করি তারা যেন হিসাবের দিনে যুদ্ধের সওয়াব ও বিনিময় অর্জন করেন।

وَقَدْ لَقِيْتَ خَيُوْلُهُمْ خَيُوْلاً * وَقَدْ وَقَعَ الْفَوَارِسُ فِي الْفِرَابِ ـ

ওদের অশ্বারোহীগণ আমাদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ অশ্বারোহীদের মুখোমুখি হয়েছিল, পারসিকগণ প্রচণ্ড মারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

وَقَدْ دَلَفَتْ لِعَرْصَتِهِمْ خَيُوْلُ * كَانَّ زُهَاءَهَا اِبِلُ الْجِرَابِ ـ

ওদের এলাকায় এমন সব ঘোড়া প্রবেশ করেছিল সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বে মনে হচ্ছিল ওগুলো যেন বড় বড় উট।

فَلَوْلَا جَمْعُ قَعْقَاعِ بْنِ عَمْرٍو * وَحَمَّالُ لَلَجُوا فِى الرِّكَابِ -

অবশ্য কা'কা' ইব্ন আমরের সৈন্যদল যদি না থাকত আর তারা যদি পারসিকদের উপর প্রচণ্ড হামলা না চালাত তাহলে ওরা মুসলিম সওয়ারীদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ক্ষতিসাধন করত।

وَلَوْلَا ذَاكَ اَلْفَيْتُمْ رِعَاعًا * تَسِيْلُ جُمُوْعُكُمْ مِثْلَ الذُّبَابِ -

কা'কা' ইব্ন আমরের আক্রমণ না থাকলে তোমরা হতে ভীতসন্ত্রস্ত। তোমাদের সেনাদল মাছির ঝাঁকের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ও পালিয়ে যেত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেছেন– ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ সূত্রে কায়স ইব্ন আবী হাযিম বাজালী থেকে। কায়স ইব্ন আবী হাযিম বাজালী কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমার সাথে ছাকীফ গোত্রের একজন লোক ছিল। সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পারসিকদের দলে চলে যায়। সে গিয়ে ওদেরকে সংবাদ দেয় যে, বুজায়লী যেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে সেখানে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমরা ছিলাম মোট সৈন্য সংখ্যার মাত্র $\frac{১}{৪}$ অংশ। সংবাদ পেয়ে পারসিকদের পক্ষ থেকে ষোলটি হাতী আমাদের দিকে অগ্রসর হয়। ওরা আমাদের ঘোড়াগুলোর পায়ের নিচে লোহার পেরেক ছিঁটিয়ে দিতে থাকে। আর তীর নিক্ষেপে আমাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে থাকে। ওরা তীর নিক্ষেপ করছিল বৃষ্টির ন্যায়। ওদের ঘোড়াগুলোকে তারা পরস্পর কাছাকাছি করে রেখেছিল যাতে সেগুলো পালিয়ে না যায়।

বর্ণনাকারী বলেন, আমর ইব্ন মা'দীকারাব যুবায়দী আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে মুহাজিরগণ! আপনারা সিংহের রূপ ধারণ করুন। কারণ পারসিকগণ হলো পাঁঠা-বকরীর ন্যায়। ওদের দেহে লৌহ বর্মের সাথে সাথে হাতে ছিল বাজুবন্দ। বাজুবন্দে হাত ঢাকা থাকার কারণে মুসলিমদের নিক্ষিপ্ত তীর ওদের দেহে আঘাত করতে পারত না। আমরা বললাম, হে আবূ ছাওর! ওই যে একজন পারসিক সৈন্য তার থেকে সাবধান! সৈনিকটি আবূ ছাওরের উদ্দেশ্যে এগুচ্ছিল। সে আবূ ছাওরের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করে। আবূ ছাওর ঢাল দ্বারা তা প্রতিহত করেন। আমর এসে ওই পারসিক সৈন্যের উপর হামলা করেন এবং ওকে চেপে ধরে জবাই করে হত্যা করেন। এরপর তার দুটো স্বর্ণের বাজুবন্দ, একটি কোমরবন্দ এবং রেশমের একটি জুব্বা ছিনিয়ে নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুসলমান সৈন্য ছিল ছয় কিংবা সাত হাজার। মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় রুস্তমকে হত্যা করা হলো। তাকে হত্যা করেছিল হিলাল ইব্ন আলকামাহ্ তায়মী নামে এক লোক। রুস্তম নিজে তীর নিক্ষেপ করেছিল হিলালের প্রতি। ওই তীর গিয়ে পড়ে হিলালের পায়ে। প্রতি আক্রমণে হিলাল আক্রমণ চালায় রুস্তমের উপর। সে রুস্তমকে হত্যা করে তার মাথা কেটে নেয়।

এ ঘটনা দেখে পারসিকগণ পেছনের দিকে পালাতে শুরু করে, মুসলমানগণ ওদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা এক জায়গায় অনেক পারসিককে খুঁজে পান। ওরা ওখানে আরাম-আয়েশে অবস্থান করছিল। ওরা সেখানে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে

ছিল। কেউ কেউ মদ পান করে মাতাল হয়ে পড়েছিল। মুসলমানগণ হঠাৎ ওদের উপর আক্রমণ করে বসেন। বহুসংখ্যক পারসিক সৈন্যকে তারা ওখানে হত্যা করেন। সেখানে পারসিক সেনাপতি জালীনূসও নিহত হয়। যুহরা ইব্ন হুওয়াইযাহ্ তামীমী তাকে হত্যা করে। মুসলমানগণ ওদের তাড়া করছেন তো করছেনই। যেখানেই ওদেরকে পাওয়া যাচ্ছিল সেখানেই হত্যা করছিলেন। আর শয়তানের দল ও অগ্নিপূজারীদেরকে করছিলেন লাঞ্ছিত ও অপমানিত। মুসলমানগণ এই যুদ্ধে এত বেশি ধন-সম্পদ ও মালামাল পারসিকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন যা আর পাল্লায় ও নিক্তিতে মাপা যাচ্ছিল না। এমনকি এত ঘোড়া তাঁরা ভাগে পেয়েছিলেন যে, একে অন্যকে বলছিল সাদা ঘোড়া নিয়ে হলুদ ঘোড়া কে বিনিময় করবে। তাঁরা পারসিকদেরকে ধাওয়া করতে করতে ফোরাত নদী পার হয়ে মাদাইন এবং জালূলাও অধিকার করে নেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ অচিরেই আসবে ইনশাআল্লাহ্।

সায়ফ ইব্ন উমর সুলায়মান ইব্ন বাশীর সূত্রে হাম্মাম ইব্ন হারিছ নাখঈ-এর স্ত্রী উম্মু কাছীর থেকে বর্ণনা করেছে। উম্মু কাছীর বলেছেন যে, আমরা আমাদের স্বামীদের সাথে সা'দের নেতৃত্বে কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন আমরা আমাদের জামা-কাপড় শক্তভাবে বেঁধে লাঠি হাতে আমাদের হতাহত লোকদের নিকট গেলাম। মুসলমান লোকদেরকে আমরা পানি পান করালাম এবং তুলে নিয়ে এলাম। আর মুশরিকদেরকে আমরা হত্যা করলাম। আমাদের সাথে শিশু-কিশোররা ছিল। ওদেরকে আমরা লাগিয়ে দিলাম নিহত মুশরিকদের অস্ত্রশস্ত্র ও লৌহবর্ম খুলে নিতে। যাতে মুসলিম মহিলাদেরকে নিহত মুশরিক পুরুষদের সতর ও গোপন স্থান দেখতে না হয়।

সায়ফ তাঁর সনদে তাঁর শায়খদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা বলেছেন সেনাপতি সা'দ (রা) বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে খলীফা উমর (রা)-এর নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। ওই পত্রে মুসলিম শহীদের সংখ্যা এবং নিহত কাফিরদের সংখ্যাও উল্লেখ করেছিলেন। সা'দ ইব্ন উমায়লা ফাযারী ছিলেন ওই পত্রের বাহক। পত্রটি ছিল এই ঃ পর সমাচার মহান আল্লাহ্ পারসিকদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ওদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় ওদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। ওরা এত অধিক সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেত করেছিল, যা ইতোপূর্বে কেউ দেখেনি। কিন্তু তাতে আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে কোন কল্যাণ দেননি, বরং ওরা ওই অস্ত্রশস্ত্র ও মালামাল রেখে পালিয়েছে। মহান আল্লাহ্ ওগুলো মুসলমানদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানগণ ওদেরকে নদীপথে, বনে-বাদাড়ে এবং পার্বত্য পথে ধাওয়া করেছেন। যুদ্ধে সা'দ ইব্ন উবায়দ কারী, অমুক অমুক নিহত হয়েছেন এবং এমন বহু মুসলমান নিহত হয়েছেন যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। তাঁদের সম্পর্কে তো তিনিই সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। মুসলিম মুজাহিদগণ রাতের বেলা মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় গুণ গুণ করে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। আর দিনের বেলায় তারা সিংহের রূপ ধারণ করতেন, যে সিংহের কোন তুলনা হয় না। যারা পরপারে চলে গিয়েছেন তাঁরা জীবিতদের চাইতে শাহাদাত বরণের বিশেষ মর্যাদা ব্যতীত অন্য কোন অতিরিক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। কারণ জীবিতদের জন্যে শাহাদাত বরণ মঞ্জুর হয়নি শুধু এতটুকু পার্থক্য।

বর্ণিত আছে যে, খলীফা উমর (রা) কাদেসিয়ার যুদ্ধে বিজয় লাভের এই সুসংবাদ মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকজনকে জানালেন। এরপর তিনি তাদেরকে বললেন, এখন আমাদের প্রত্যেকের যে সচ্ছলতা ও সামর্থ্য আছে আমি মনে করি তাতে আমাদের সকল অভাব পূরণ হয়ে যাবে। যদি তাতে সকল অভাব পূরণ না হয় তাহলে আমরা কৃচ্ছ্রতা সাধন করব। যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণের পরিসীমাতে আমরা সকলে সমান হয়ে যেতে পারি। আমি আশা করছি যে, আপনাদের কল্যাণ সাধন সম্পর্কে আমার অন্তরে যে মনোভাব ও মানসিকতা আছে তা আপনারা জেনে নিবেন। আমি কাজ ছাড়া আপনাদেরকে অন্য কিছু শিক্ষা দেব না। আমি আপনাদের রাজা নই যে, আপনাদের সাথে ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করব। আমি বরং আল্লাহ্র বান্দা। তিনি এই আমানত আমাকে দিয়েছেন। আমি যদি আপনাদেরকে এটি ফেরত দিয়ে আমি আপনাদের অনুসরণ করি আর তাতে আপনারা নিজ নিজ ঘরে বসে বিনাশ্রমে তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে পারেন তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। আর যদি ওই আমানত আমি বহন করি আর আপনাদেরকে আমার বাড়ির দিকে লাইন ধরতে বলি তবে আমি নিজেকে দুর্ভাগা বলে গণ্য করব। তাতে আমি অল্পই খুশি হব আর ভীষণভাবে দীর্ঘকাল ধরে দুঃখ পাব। কারণ আমি তখন তা ফেরতও দিতে পারব না ঠিকমত রাখতেও পারব না। এমন অবস্থা থেকে আমি মুক্তি চাই।

সায়ফ তাঁর শায়খদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তারা বলেছেন উযায়ব থেকে আদন-ই-আবয়ান পর্যন্ত সকল আরব কাদেসিয়া যুদ্ধের ফলাফলের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা মনে করেছিল যে, এই যুদ্ধে বিজয়ী হলে তাদের রাজত্ব থাকবে আর পরাজিত হলে তাদের রাজত্বের পতন ঘটবে। প্রত্যেক শহরবাসী নিজেদের পক্ষ থেকে দূত পাঠিয়েছিল খবর সংগ্রহের জন্যে। তারপর মুসলমানগণ যখন বিজয়ী হলেন তখন সবার আগে জিনগণ শহরের আনাচে-কানাচে এই সুসংবাদ ছড়িয়ে দিল। মানুষ দূতদের পূর্বেই তারা সমগ্র অঞ্চলে এই সংবাদ প্রচার করে দিল। জনৈক মহিলা রাতের বেলা সানাআর পর্বত শৃঙ্গে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

فَحَيَّيْتَ عَنَّا عِكْرِمَ ابْنَةَ خَالِدٍ * وَمَا خَيْرُ زَادٍ بِالْقَلِيْلِ الْمُصَرَّدِ -

আমাদের পক্ষ থেকে ইকরিমা বিনত খালিদকে অভিনন্দন জানিয়ে দাও। পরিমাণে কম হলেও খাঁটি ও নির্ভেজাল বস্তু উত্তম সম্বল।

وَحَيِّيتَ عَنِّى الشَّمْسَ عِنْدَ طُلُوْعِهَا * وَحَيَّيتَ عَنِّى كُلَّ تَاجٍ مُفْرَدٍ -

আমার পক্ষ থেকে সূর্যকে অভিনন্দন জানিয়ে দিও তার উদয়ের সময়। আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে দিও প্রত্যেক শিরস্ত্রাণ পরিহিত সৈনিককে।

وَحَيَّتْكَ عَنِّىْ عُصْبَةٌ نَخْعِيَّةٌ * حِسَانُ الْوُجُوْهِ اٰمَنُوْا بِمُحَمَّدٍ -

আমার পক্ষে নাখঈ সম্প্রদায় তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তারা সকলে গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখ। তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে।

اَقَامُوْا لِكِسْرٰى يَضْرِبُوْنَ جُنُوْدَهٗ * بِكُلِّ رَقِيْقِ الشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّدٍ -

তারা পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তার সৈন্যদেরকে তারা আক্রমণ করেছে দু'ধারি ভারতীয় তরবারি দ্বারা।

إِذَا ثَوَّبَ الدَّاعِيْ أَنَاخُوا بِكَلْكَلَ * مِنَ الْمَوْتِ مُسْوَدِّ الْغَيَاطِلِ أَجْرَدِ ـ

যুদ্ধে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনলে তারা যুদ্ধে উপস্থিত হয়ে উৎপাটিত ঘন কালো জংলী বৃক্ষের ন্যায় মৃত ও নিহতের সারি সৃষ্টি করে দেয়।

ইয়ামামার অধিবাসিগণ জনৈক পথিক যা বলতে শুনেছিল। সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছিল ঃ

وَجَدْنَا الْأَكْرَمِيْنَ بَنِيْ تَمِيْمٍ * غَدَاةَ الرَّوْعِ أَكْثَرُهُمْ رِجَالاً ـ

যুদ্ধের দিন সকালে সম্মানিত লোকদের মধ্যে আমি বনু তামীম গোত্রের লোকদেরকে পেয়েছি। ওদের অধিকাংশই বীর পুরুষ ও সাহসী।

هُمْ سَارُوْا بِأَرْعَنَ مُكْفَهِرٍّ * إِلَى لَجِبٍ يَرَوْنَهُمْ رِعَالاً ـ

ওরা গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে এগিয়ে গিয়েছে শত্রু সেনাদের উদ্দেশ্যে। যাদেরকে তারা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় উট পাখির ন্যায় মনে করত।

يَحُوْرُ لِلْأَكَاسِرِ مِنْ رِجَالٍ * كَأُسْدِ الْغَابِ تَحْسَبُهُمْ جِبَالاً ـ

ওরা এগিয়ে গিয়েছে এমন সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যারা ছিল পারস্য সম্রাটের জন্যে সমুদ্রের ন্যায়। এবং বনের সিংহের ন্যায়, দৃঢ়তা ও স্থিরতায় তুমি তাদেরকে পর্বত মনে করবে।

تَرَكْنَ لَهُمْ بِقَادِسَ عِزَّ فَخْرٍ * وَبِالْخَيْفَيْنِ أَيَّامًا طِوَالاً ـ

ওদের অপেক্ষায় আছে কাদেসিয়াতে শত্রু সেনাদল গৌরব ও অহংকার নিয়ে। আরো অপেক্ষায় আছে খায়ফায়ন অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত।

مُقَطَّعَةً أَكُفُّهُمْ وَسُوْقٌ * بِمُرْدٍ حَيْثُ قَابَلَتِ الرِّجَالاَ ـ

ওরা হাত কাটা, লম্বা লম্বা নলা বিশিষ্ট নওজোয়ান। তারা পূর্ণবয়স্ক যোদ্ধাদের মুকাবিলা করে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবের সর্বত্র এ ধরনের সংবাদ শোনা গিয়েছে। ওদিকে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইতিপূর্বে ইরাক জয় করে, ওদেরকে যে চুক্তিবদ্ধ করেছিলেন ইতিমধ্যে তারা সকলেই চুক্তি ভেঙ্গে ফেলেছিল। একমাত্র বানকিয়া ও বারিসমার অধিবাসী ব্যতীত। [illegible]-এর অধিবাসীগণও চুক্তি রক্ষা করেছিল। কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভের পর চুক্তি ভঙ্গকারী সকলে পুনরায় চুক্তিতে ফিরে আসে। তারা দাবি করে যে, পারসিকগণ চুক্তি ভঙ্গ করতে তাদেরকে বাধ্য করেছিল এবং ওদের থেকে খাজনা নিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানগণ ওদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে ওদের যুক্তি গ্রহণ করেন এবং তা সত্য বলে মেনে নেন। আমাদের কিতাব "আল আহকামুল কবীরে" আমরা গ্রাম্য অধিবাসীদের বিধান আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্। ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কাদেসিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ১৫ হিজরীতে। ওয়াকিদী বলেছেন ১৬ হিজরীতে। সায়ফ ইব্‌ন উমর ও একদল ঐতিহাসিক বলেছেন ১৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। ইব্‌ন জারীরও ১৪ হিজরীতে সংঘটিত হবার কথা বলেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন জারীর এবং ওয়াকিদী বলেছেন যে, ১৪ হিজরীতে খলীফা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) লোকজনকে উবাই ইব্‌ন কা'বের ইমামতিতে জামাআতের সাথে তারাবীহ্-এর নামায আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। এটি ছিল ১৪ হিজরীর রমযান মাসে। তিনি সকল শহরে রমযান মাসে তারাবীহ-এর নামায জামাআতে আদায় করার লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এই হিজরী-সনে খলীফা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) উতবা ইব্‌ন গাযওয়ানকে বসরা পাঠিয়েছিলেন। উতবা নিজে এবং তাঁর সাথী মুসলমানগণ সকলে মিলিত হয়ে যেন মাদাইনে ও তার আশেপাশে অবস্থানকারী অবশিষ্ট পারসিকদেরকে শেষ করে দেন তিনি ওই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি ঐতিহাসিক মাদাইনী-এর বর্ণনা।

সায়ফ ইব্‌ন উমর মনে করেন যে, ১৬ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল-রবিউস সানী ঋতুতে বসরা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান মাদাইন থেকে বসরা গিয়েছিলেন জালূলা ও তিকরীতে যুদ্ধের পর। জালূলা ও তিকরীত যুদ্ধ শেষ হবার পর সেনাপতি সা'দ খলীফা উমরের নির্দেশে উতবা ইব্‌ন গাযওয়ানকে বসরা প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আবূ মিখনাফ বর্ণনা করেছেন– মুজালিদ সূত্রে শা'বী (র) থেকে যে, উমর (রা) তিনি শতাধিক যোদ্ধাসহ উতবা ইব্‌ন গাযওয়ানকে বসরা প্রেরণ করেন। আরো আরব বেদুঈন যোগ দেয়ার ফলে তাঁদের সংখ্যা পাঁচশোতে পূর্ণ হয়। ১৪ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে তিনি বসরায় গিয়ে পৌঁছেন। সেকালে বসরার নাম ছিল হিন্দভূমি। সেটি ছিল কঠিন শ্বেত পাথরের দেশ। তিনি তাঁর সাথীদের থাকার জন্যে একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা ছোটপুল এলাকায় এসে পৌঁছেন। সেখানে তাঁরা একটি বৃক্ষ-বন ও বাড়ন্ত বাঁশঝাড় দেখতে পান। তাঁরা সেখানে অবতরণ করেন এবং তাঁবু তৈরি করেন। ফোরাত অধিপতি তার চার হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে। মধ্যাহ্নের পর উতবা তার মুখোমুখি হন। তিনি প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চালানোর জন্যে তাঁর সঙ্গীদেরকে নির্দেশ দেন। তাঁরা ওদের উপর আক্রমণ করেন। সকল পারসিক সৈন্যকে তাঁরা হত্যা করেন। ফোরাত অধিপতি রাজাকে তাঁরা বন্দী করেন। এ পর্যায়ে উতবা তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবার অনুমতি নিয়ে নিয়েছে। সেটি বিদায়ের পথে চলেছে। এখন তার আয়ুষ্কাল মাত্র পাত্রে থাকা অবশিষ্ট পানির ন্যায়। আপনারা এই দুনিয়া ছেড়ে চিরস্থায়ী জগতে স্থানান্তরিত হবেন। সুতরাং এখানে যে অবস্থায় আছেন তার চাইতে উত্তম সম্বল নিয়ে স্থানান্তরিত হোন।

আমাকে জানানো হয়েছে যে, জাহান্নামের তীর থেকে যদি একটি পাথর ভেতরে নিক্ষেপ করা হয় তবে তার গভীরে গিয়ে পৌঁছতে ৭০ বছর লাগবে। ওই জাহান্নাম তো মানুষ দ্বারা ভর্তি করা হবে এতে আপনারা কি অবাক হচ্ছেন? আমার নিকট আরো আলোচনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার দু'কপাটের মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে ৪০ বছরের পথ। এমন একদিন আসবে যা ভয়ংকর ও ভয়ানক। একবার আমি সাতজনের মধ্যে সপ্তম ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সামুরাহ বৃক্ষের পাতা ছাড়া আমাদের নিকট কোন খাদ্য-সামগ্রী ছিল না। ওই পাতা খেতে খেতে আমাদের ঠোঁট কেটে গিয়েছিল। চোয়ালে ঘা হয়ে গিয়েছিল। আমি একটি চাদর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমি আর সা'দ দু'জনে সেটি ভাগ করে নিয়েছিলাম।

আমাদের সেই সাতজনের প্রতিজনই এখন কোন না কোন শহরের শাসনকর্তা নিয়োজিত আছেন। আমাদের পরে তাঁরা মানুষ সম্পর্কে আরো অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই হাদীসটি প্রায় এভাবে সহীহ মুসলিম গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ মাদাইনী বর্ণনা করেছেন যে, খলীফা উমর (রা) উতবা ইব্‌ন গাযওয়ানকে যখন বসরা পাঠাচ্ছিলেন তখন তাঁকে লিখেছিলেন, "হে উতবা! আমি আপনাকে হিন্দ ভূমির প্রশাসক নিযুক্ত করছি। সেটি একটি শত্রুর ডিপো। ওখানে আমাদের বহু শত্রু রয়েছে। আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করবেন। শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করবেন। আমি আলা ইব্‌ন হাযরামীর নিকট লিখেছি আরফাজাহ্ ইব্‌ন হারছামাহ্‌কে পাঠিয়ে আপনাকে সহযোগিতা করার জন্যে। আরফাজাহ্ আপনার নিকট এলে তার সাথে পরামর্শ করবেন এবং তাকে কাছে টেনে নিবেন। মহান আল্লাহ্‌র পথে লোকজনকে ডাকবেন। যে আল্লাহ্‌র পথে আসতে অস্বীকার করবে তাকে অনুগত হয়ে জিয্‌য়া কর দিতে বলবেন। অন্যথায় তরবারি হবে মীমাংসাকারী। আপনাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালনে আল্লাহ্‌কে ভয় করবেন। সতর্ক থাকবেন আপনার প্রবৃত্তি যেন আপনার অহংকারের দিকে টেনে নিয়ে না যায়। তাহলে আপনার আখিরাত নষ্ট হবে।

মনে রাখবেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য পেয়েছেন। লাঞ্ছনা ও অপমানের পর সম্মান লাভ করেছেন। দুর্বল থাকার পর শক্তিশালী হয়েছেন। এখন আপনি একজন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রশাসক। আনুগত্যপ্রাপ্ত রাজা। আপনি যা বলেন তা শ্রবণ করা হয়। আপনার নির্দেশ পালন করা হয়। এ পর্যায়ের নি'আমত কতই না উত্তম নি'আমত, যদি না সেটি আপনাকে আপনার প্রাপ্য থেকে উপরে তুলে দেয় এবং যদি সেটি দ্বারা আপনার অধীনস্থদের উপর দম্ভ করা হয়। পাপ থেকে যেমন বাঁচিয়ে রাখেন নিজেকে তেমনি নি'আমত ও বিলাসিতা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আপনার জন্যে আমার অধিকতর ভয় সেটি, যে ক্রমে ক্রমে দুনিয়া আপনাকে আসক্ত করে নেয় এবং আপনাকে প্রতারিত করে। যদি আপনি প্রতারিত হন তাহলে এমন পড়া পড়বেন যে, একবারে জাহান্নামের গভীরে গিয়ে পৌঁছবেন। আমি আমাকে এবং আপনাকে তা থেকে রক্ষা করার জন্যে মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করছি। মানুষ খুব দ্রুত আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হয়েছে। এক পর্যায়ে তাদের সম্মুখে পার্থিব ধন-সম্পদ ভোগ-বিলাস তুলে ধরা হলো। এবার তারা দুনিয়া কামনা করল। আল্লাহ্ তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। আপনি দুনিয়া পাওয়ার ইচ্ছা করবেন না। জালিমদের বাসস্থান থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করুন।

এই সনের রজব কিংবা শা'বান মাসে উতবা (রা) উবুল্লা অঞ্চল জয় করেন। এই সনে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর ইনতিকালের পর খলীফা উমর (রা) তদস্থলে মুগীরা ইব্‌ন শু'বাকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। দু'বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। এরপর কথিত অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন। খলীফা তাঁকে অপসারণ করেন এবং হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

এই বছরই খলীফা নিজে এবং তাঁর সাথে আরো কতক লোক মিলে খলীফা-পুত্র উবায়দুল্লাহ্‌কে মদপানের অপরাধে বেত্রাঘাত করেন। এই বছরই মদ পানের অপরাধে আবূ মিহজান একে একে সাতবার শাস্তি ভোগ করেন। তাঁর সাথে রাবীআ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন

খালফও শাস্তি ভোগ করেন। এই বছরেই সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস কূফা নগরীতে পদার্পণ করেন। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এই বছর জনসাধারণকে সাথে নিয়ে নিজে আমীরুল হজ্জ হয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। তখন মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন আত্তাব ইব্ন আসীদ, সিরিয়ায় আবূ উবায়দা, বাহরায়নে উসমান ইব্ন আবিল 'আস, মতান্তরে সেখানে আলি ইব্ন হাযরামী, ইরাকে সা'দ এবং ওমানে শাসনকর্তা ছিলেন হুযায়ফা ইব্ন হাসান।

১৪ হিজরী সালে যে সকল প্রসিদ্ধ লোক ইন্তিকাল করেন

এক বর্ণনায় আছে যে, ১. সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) এই হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তাঁর ওফাত হয়েছে ১৩ হিজরী সালে। ২. উতবা ইব্ন গাযওয়ান ইব্ন জাবির ইব্ন হাযর আল মুযানী (রা)। তিনি আব্দ শামস গোত্রের মিত্র ছিলেন। বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির এক বছর পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সে হিসেবে তিনি প্রথম ধাপে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। হযরত উমরের শাসনামলে তাঁর নির্দেশে তিনি সর্বপ্রথম বসরায় গমন করেন। তাঁর বহু মর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থানের স্বীকৃতি রয়েছে। ১৪ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কারো মতে, ১৫ হিজরী, কারো মতে ১৭ হিজরী এবং কারো মতে ২০ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তাঁর বয়স ৫০ বছর অতিক্রম করেছিল। কেউ বলেছেন, তিনি ৬০ বছর বয়সে পৌঁছেছিলেন। ৩. আমর ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) অন্ধ সাহাবী। কারো মতে, তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ্।

মুহাজির সাহাবী, মুস'আব ইব্ন উমায়রের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পূর্বে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একাধিকবার তাঁকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। কেউ বলেছেন, ১৩ বার তিনি এই দায়িত্ব পেয়েছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে সেনাপতি সা'দ-এর সাথে তিনি কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ওই যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কারো মতে, তিনি মদীনা ফিরে এসেছিলেন এবং সেখানে তাঁর ওফাত হয়। আল্লাহ্ ভাল জানেন। ৪. মুছান্না ইব্ন হারিছা ইব্ন সালামা ইব্ন দামদাম ইব্ন সা'দ ইব্ন মুররাহ ইব্ন যুহল ইব্ন শায়বান শায়বানী (রা)। তিনি ইরাকে হযরত খালিদের উপ-প্রধান প্রশাসক ছিলেন। সেতু যুদ্ধে আবূ উবায়দের নিহত হবার পর তিনি সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম সৈনিকদের ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে সেদিন পারসিকদের কবল থেকে উদ্ধার করে আনেন। তিনি অন্যতম দক্ষ ঘোড়-সওয়ার নেতা ছিলেন। তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে ইরাক আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) তাঁর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন। (মহান আল্লাহ্ তাদের দু'জনের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। ইব্ন আছীর তাঁর 'আল গাবাহ' গ্রন্থে সাহাবীদের নামের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।

৫. আবূ যায়দ আনসারী আল নাজ্জারী (রা)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে যে ৪জন আনসারী সাহাবী কুরআন মজীদ সংরক্ষণ করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। হযরত আনাস ইব্ন

মালিকের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। ৪জন আনসারী সাহাবী হলেন মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), উবাই ইব্ন কা'ব (রা), যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) ও আবূ যায়দ (রা)। আনাস (রা) বলেছেন যে, আবূ যায়দ আমার চাচা হন। কালবী বলেছেন যে, এই আবূ যায়দ-এর নাম কায়স ইব্ন সাকান ইব্ন কায়স ইব্ন যা'উরা ইব্ন হাযম ইব্ন জুনদুব ইব্ন গানাম ইব্ন আদী ইব্ন নাজ্জার। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মূসা ইব্ন উকবা বলেন, আবূ যায়দ (রা) আবূ উবায়দের সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। মূসা ইব্ন উকবার মতে, সেতুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৪ হিজরী সালে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আবূ যায়দ নামে যিনি কুরআন সংরক্ষণ করেছিলেন তিনি হলেন সা'দ ইব্ন উবায়দ (রা)। আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে কাতাদার বর্ণিত হাদীস দ্বারা ওদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত হয়।

আনাস ইব্ন মালিক বলেছেন, আওস ও খাযরাজ গোত্র একদিন নিজ নিজ গোত্রের গৌবর ও সম্মান বর্ণনা করতে বসেছিল। আওস গোত্র বলেছিল, আমাদের মধ্যে ছিলেন 'গাসীলুল মালাইকা' বা ফিরিশতাদের গোসল পাওয়ার অধিকারী হানযালাহ্ ইব্ন আবী আমির। আমাদের মধ্যে ছিলেন আসীম ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবূ আফলাহ্ বিশেষ ভ্রমর এসে যাঁর লাশ রক্ষা করেছিল। আমাদের মধ্যে ছিলেন সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপেছিল। আমাদের মধ্যে আছেন খুযায়মা ইব্ন ছাবিত যাঁর একার সাক্ষ্য দু'জনের সাক্ষ্যের সমান।

উত্তরে খাযরাজ গোত্র বলেছিল, আমাদের মধ্যে আছেন সেই চার ব্যক্তি যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন উবাই (রা), যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা), মু'আয (রা) ও আবূ যায়দ (রা)।

৬. আবূ উবায়দ ইব্ন মাসউদ ইব্ন আমর ছাকাফী (রা)। তিনি ইরাকের সেনাপতি মুখতার ইব্ন আবূ উবায়দ-এর পিতা। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর স্ত্রী সাফিয়্যার পিতা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। শায়খ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার তাঁকে সাহাবী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শায়খ হাফিজ আবদুল্লাহ্ যাহাবী বলেছেন যে, আবূ উবায়দের বর্ণিত দু'একটি হাদীস থাকতেও পারে তা অসম্ভব নয়।

৭. আবূ কুহাফা (রা)। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পিতা। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বংশ পরিচয় হলো আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী কুহাফা উসমান ইব্ন আমির ইব্ন সাখর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন লুওয়াই ইব্ন গালিব। হযরত আবূ কুহাফা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের বছর। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে ধরে ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এনে হাজির করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "আহ্! বৃদ্ধ লোকটিকে নিজ গৃহে রেখে দিলেন না কেন? প্রয়োজনে আমরা তাঁর নিকট যেতাম। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্মানার্থে তিনি একথা বলেছিলেন। উত্তরে আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! বরং আপনার নিকট আসাটা তাঁর অধিক জরুরী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ কুহাফা (রা)-কে তাঁর সম্মুখে বসালেন। আবূ কুহাফা (রা)-এর চুল পেকে শনের ন্যায় সাদা হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্যে দু'আ করলেন এবং বললেন যে, কোন কিছু ব্যবহার করে সাদা চুল

পরিবর্তন করে ফেলবেন। তবে কালো করবেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা হলেন। তখন আবূ কুহাফা (রা) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। পুত্রের খলীফা হবার কথা তাঁকে জানানো হলো। তিনি বললেন, বানূ হাশিম ও বানূ মাখযূম গোত্র কি তা মেনে নিয়েছে? বলা হলো, হ্যাঁ তারা মেনে নিয়েছে। তিনি বললেন–

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ـ

এটি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন।' এরপর পিতার জীবদ্দশায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইনতিকাল হয়। তারপর ১৪ হিজরী সালের রজব মাসে মতান্তরে মুহাররম মাসে মক্কায় আবূ কুহাফা (রা)-এর ওফাত হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। মহান আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন এবং তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান দান করুন।

১৪ হিজরী সালে শাহাদতবরণকারী

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ যাহাবী ১৪ হিজরী সালে শাহাদাত বরণকারী লোকদের নাম আরবী অক্ষরের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর তা হলো ঃ ১. আওস ইব্ন আওস ইব্ন আতীক। তিনি সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। ২. বাশীর ইব্ন আব্বাস ইব্ন ইয়াযীদ যাফারী উহুদী (রা)। তিনি কাতাদা ইব্ন নু'মানের চাচাত ভাই। তিনি প্রখ্যাত ঘোড়সওয়ারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ঘোড়ার নাম ছিল 'হাওয়া'। ৩. ছাবিত ইব্ন আতীক (রা) তিনি বানূ আমর ইব্ন মাবযূল গোত্রের লোক। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন। তিনি সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। ৪. ছা'লাবাহ ইব্ন আমর ইব্ন মুহ্সিন নাজ্জারী বদরী (রা)। তিনি সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। ৫. হারিছ ইব্ন আতীক ইব্ন নু'মান নাজ্জারী (রা)। তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। ৬. হারিছ ইব্ন মাসঊদ ইব্ন আবদাহ্ আনসারী সাহাবী (রা)। তিনিও সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। ৭. হারিছ ইব্ন আদী ইব্ন মালিক আনসারী (রা)। তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। ৮. খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন 'আস (রা)। কথিত আছে যে, মারজুয সাফর যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এক বর্ণনা অনুযায়ী মারজুয সাফর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৪ হিজরী সনে। ৯. খুযায়মা ইব্ন আওস আশাহালী। তিনি সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। ১০. রাবী'আ ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। ইব্ন কানি' তাঁরা ওফাতের তারিখ ১৪ হিজরীতে বলে মন্তব্য করেছেন। ১১. যায়দ ইব্ন সুরাকা, তিনি সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। ১২. সা'দ ইব্ন সালামা ইব্ন ওয়াক্স আশহালী। ১৩. এক বর্ণনা অনুযায়ী সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)। ১৪. সালমা ইব্ন আসলাম ইব্ন হুরায়শ। তিনি সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। ১৫. দামরা ইব্ন গায়্য়াহ। তিনি শহীদ হয়েছেন সেতুর যুদ্ধে। ১৬. আব্বাদ, ১৭. আবদুল্লাহ্ ১৮. আবদুর রহমান। তাঁরা সকলের মুরী' ইব্ন কায়যী-এর পুত্র। তাঁরা সেতুর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। ১৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা-সা'আহ ইব্ন ওয়াহ্ব আনসারী নাজ্জারী।' তিনি উহুদ এবং তার পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। 'আল গাবাহ' গ্রন্থে ইব্নুল আছীর উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সেতুর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। ২০. উতবা ইব্ন গাযওয়ান (রা)। ইতিপূর্বে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। ২১. উকবা ২২. আবদুল্লাহ্। তাঁরা দু'জনে ভাই। তাঁদের পিতা কায়যী ইব্ন কায়সের সাথে তাঁরা সেতুর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং দু'ভাই সেদিন শহীদ

হয়েছেন। ২৩. আলা ইব্ন হাযরামী। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি এই সনে ইনতিকাল করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বরং এর পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৫ হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেছেন। এ বিষয়ের আলোচনা পরে আসবে। ২৪. আমর ইব্ন আবূ য়ুসর। তিনি সেতুর যুদ্ধের শহীদ হন। ২৫. কায়স ইব্ন সাকান আবূ যায়দ আনসারী (রা)। ইতিপূর্বে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। ২৬. মুছান্না ইব্ন হারিছা শায়বানী। এই বছরেই তাঁর ওফাত হয়। ২৭. নাফি' ইব্ন গায়লান, সেতুর যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। ২৮. নাওফল ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)। তিনি তাঁর চাচা আব্বাস (রা)-এর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। কেউ বলেছেন, তিনি এই বছর ইনতিকাল করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত হলো তিনি পূর্বে ইনতিকাল করেছেন। ২৯. ওয়াজিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তিনি শহীদ[১] হয়েছেন।

৩০. ইয়াযীদ ইব্ন কায়স ইব্ন খাতীম আনসারী যাফারী (রা)। তিনি উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশ নিয়েছেন। সেতুর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁর দেহে বহু আঘাত লেগেছিল। বহু ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর পিতা প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ৩১. আবূ উবায়দ ইব্ন মাসউদ ছাকাফী। সেতু যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। ওই সেতুর নিকট তিনি শহীদ হয়েছিলেন বলে তাঁর নামে ওই সেতু পরিচিত হয়েছে এবং ওই যুদ্ধকে আবূ উবায়দের সেতুর যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। শত্রুপক্ষের হাতি তাঁকে পা দিয়ে পিষে ফেলে। প্রথমে তিনি নিজ তরবারি দ্বারা ওই হাতির শুঁড় কেটে ফেলেছিলেন। ৩২. আবূ কুহাফা তায়মী (রা)—হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পিতা। এই বছর তাঁর ওফাত হয়। ৩৩. হিনদা বিনত উতবা ইব্ন রাবী'আ ইব্ন আবদ শাম্স ইব্ন উমাইয়া আল উমাবিয়্যাহ। মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফয়ানের মাতা। তিনি কুরায়শী নেত্রীস্থানীয় মহিলাদের একজন ছিলেন। বুদ্ধি-বিবেচনা ও নেতৃত্বগুণে তিনি মহিলাদের মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী আবূ সুফয়ানের সাথে মুশরিকদের পক্ষে তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুসলিম হত্যায় সেদিন তিনি ছিলেন অতি উৎসাহী। হযরত হামযা (রা) শহীদ হওয়ার পর হিন্দা তাঁর নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গ কর্তন করে। তাঁর কলিজা মুখে পুরে চিবাতে থাকে। কিন্তু গিলতে পারেনি। হযরত হামযা (রা) বদর যুদ্ধে হিন্দার বাবা ও ভাইকে হত্যা করেছিলেন। সব কিছুর পর মক্কা বিজয়ের বছর হিন্দা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে সুন্দরভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করেন। তাঁর স্বামী আবূ সুফয়ানের ইসলাম গ্রহণের এক রাত পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

বায়আত করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে যাবার পূর্বে তিনি স্বামীর অনুমতি চাইলেন। আবূ সুফয়ান বললেন, তুমি তো গতকালও এটি অস্বীকার করতে, প্রত্যাখ্যান করতে। হিন্দা বললেন, এ রাতের পূর্বে অন্য কোন রাতে এই মসজিদে এমন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে আমি কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্র কসম! ওরা সারা রাত নামায পড়ে পড়ে কাটিয়েছে। আবূ সুফয়ান বললেন, তুমি তো অনেক দোষ-ক্রটি করেছ, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে একা যেও না। হিন্দা তখন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) কিংবা আপন সহোদর আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত

১. মূল গ্রন্থে ফাঁকা রয়েছে। ইসাবা গ্রন্থে আছে, তিনি উমর (রা)-এর খিলাফতকালের প্রথম দিকে ইনতিকাল করেন।

হলো নেকাব পরিধান করে, মুখ ঢেকে। অন্যান্য মহিলার সাথে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকেও বায়আত করছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন যে, অঙ্গীকার কর যে, আল্লাহ্র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না।" হঠাৎ হিন্দা বলে উঠল যে, স্বাধীন মহিলা কি কোন সময় ব্যভিচার করে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বললেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।" তখন হিন্দা বলে উঠল, 'তাদেরকে আমরা ছোট বেলায় লালন-পালন করেছি এখন বড় হবার পর কি হত্যা করতে পারি?' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসলেন।

বায়আত প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বাণী উদ্ধৃত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন যে, "তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং আপনার অবাধ্য হবে না।" এতটুকু বলার পর হিন্দা বলে উঠলেন, 'অবাধ্য হবে না সৎকার্যে।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, সৎকার্যে। হিন্দার এই সকল বক্তব্য তার বাগ্মিতা ও বুদ্ধিমত্তার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উদ্দেশ্যে বললেন, আল্লাহ্র কসম হে মুহাম্মদ ﷺ ! দুনিয়াতে তাঁবুবাসীদের মধ্যে আপনার তাঁবুবাসী ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হোক তার চাইতে প্রিয় কিছু আমার নিকট ছিল না। আর এখন দুনিয়ার তাঁবুবাসীদের মধ্যে আপনার তাঁবুবাসীগণ সম্মানী, মর্যাদাবান ও উন্নত হোক তার চাইতে প্রিয় কিছু আমার নিকট নেই।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মহান আল্লাহ্র কসম ব্যাপার সে রকমই হয়।

হিন্দা ভরণ্পোষণে নিজ স্বামীর কার্পণ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ পেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সততার সাথে তাঁর নিজের এবং সন্তানদের ভরণ-পোষণের সমপরিমাণ অর্থ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ থেকে নিয়ে নেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। ফাকিহ্ ইব্ন মুগীরার সাথে সংঘটিত তার ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

হিন্দা পরবর্তীতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁর স্বামী আবূ সুফয়ানের সঙ্গে। ১৪ হিজরী সনের যে দিনে হযরত আবূ কুহাফা (রা) ইনতিকাল করেন সেদিনই হিন্দার ইনতিকাল হয়। তিনি আবূ সুফ্য়ানের পুত্র মু'আবিয়া (রা)-এর মাতা।

১৫ হিজরী সন

ইব্‌ন জারীর বলেন, কারো কারো মতে ১৫ হিজরী সনে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা) কূফা নগরীর গোড়াপত্তন করেন। ইব্‌ন বাকীলাহ্ নামের এক লোক তাঁকে ওই স্থানের পথ দেখায়। সে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে বলেছিল, আমি আপনাকে এমন একটি স্থান দেখাব যেটি জলাশয় থেকে উঁচু এবং পাহাড়ী ভূমি থেকে নীচু। তারপর সে তাঁকে এখনকার কূফা নগরীর স্থানে নিয়ে যায়।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এই বছর মারজুব রূম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের পটভূমি এই যে, আমীরুল মু'মিনীন খলীফা উমর ইব্‌ন খাত্তাবের নির্দেশানুসারে আবূ উবায়দা (রা) ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ ফিহ্‌ল যুদ্ধ শেষে হিম্‌সের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সায়ফ ইব্‌ন উমর-এর বর্ণনায় ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। তাঁরা দু'জনে যাত্রা করে যুলকিলা নামক স্থানে পৌঁছেন। এদিকে হিরাক্লিয়াস তূযরা নামে তার এক সেনাপতিকে কতক সৈন্যসহ প্রেরণ করে। তারা মারজু দামেশ্‌ক ও তার পশ্চিম প্রান্তে অবতরণ করে। তখন শীতকাল। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) মারজুর রূম-এ অবতরণ করেন। ওদিকে রোম থেকে শান্‌স নামের অন্য এক সেনাপতি বহু সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসে। আবূ উবায়দা তাদেরকে রুখে দাঁড়ান। তারা তূযরার কথা ভুলে গিয়ে আবূ উবায়দা (রা)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তূযরা যাত্রা করেছিল দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে। তার লক্ষ্য ছিল দামেশ্‌কে অবতরণ এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফয়ানের নিকট থেকে দামেশ্‌কের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়া। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ তার পেছনে ছুটলেন। আর ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী সুফয়ান তাকে মুকাবিলা করার জন্যে দামেশ্‌ক থেকে বের হলেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী সুফয়ানের সৈন্য এবং তূযরার সৈন্য মুখোমুখি হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধ চলছিল। পেছন থেকে খালিদ গিয়ে তূযরার বাহিনীর উপর আক্রমণ করেন। পেছনের দিক থেকে তিনি ওদেরকে হত্যা করতে থাকেন। আর সামনের দিক থেকে ইয়াযীদ ওদেরকে আক্রমণে আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ওদের সবাইকে হত্যা করেন। দু'পাশে থাকা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে যাওয়া সৈন্যগণ ব্যতীত কেউই রেহাই পায়নি। হযরত খালিদ নিজে রোমান সেনাপতি তূযরাকে হত্যা করেন। ওদের প্রচুর ধন-সম্পদ গনীমত হিসেবে মুসলমানদের অধিকারে আসে। উভয় সেনাপতি নিজ নিজ সৈন্যদের মাঝে বিধি মুতাবিক তা বণ্টন করে দেন। যুদ্ধশেষে ইয়াযীদ দামেশকে ফিরে যান আর খালিদ যাত্রা করেন আবূ উবায়দা (রা)-এর উদ্দেশ্যে। তিনি দেখতে পেলেন যে, মারজুর রোম নামক স্থানে আবূ উবায়দা (রা) রোমান সেনাপতি শান্‌স-এর সাথে যুদ্ধ করছেন। সেখানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ওদের ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে জমি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা)

তাঁর প্রতিপক্ষ শান্‌সকে হত্যা করেন এবং ওদেরকে ধাওয়া করতে করতে হিম্‌স নগরীতে নিয়ে যান। ওখানে তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন।

হিমসের প্রথম যুদ্ধ

পরাজিত রোমানদেরকে তাড়া করে সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) হিম্‌স নগরীতে নিয়ে যান। তিনি ওই নগরীতে অবতরণ করে সেটি অবরোধ করেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) গিয়ে তাঁর সাথে যোগ দেন। তাঁরা অবরোধ আরো কঠিন করেন। তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ছিল। নগরবাসিগণ এই আশায় ছিল যে, ঠাণ্ডায় অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানগণ অবরোধ তুলে চলে যাবে। কিন্তু সাহাবীগণ পরম ধৈর্য অবলম্বন করলেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, কতক রোমান ঠাণ্ডার কারণে ফিরে গিয়েছিল কিন্তু সাহাবীদের কেউ স্থান ত্যাগ করেন নি। ঠাণ্ডায় রোমানদের কারো কারো পা খসে পড়েছিল। অথচ ওদের পা ছিল মোজার মধ্যে। সাহাবীদের পায়ে জুতা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তা সত্ত্বেও তাদের কারো পায়ে কোন সমস্যা হয়নি। এমনকি কোন আঙ্গুলেও নয়। তাঁরা অবরোধ চালিয়েই যাচ্ছিলেন। এভাবে শীত মওসুম চলে গেল। তাঁরা অবরোধ আরো কঠিন করলেন। হিম্‌স অধিবাসীদের মুরব্বী স্থানীয় লোকজন মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সক্রিয় নাগরিকগণ তা গ্রহণ করেনি। তারা বলেছিল, আমরা সমঝোতায় যাব কেন ? আমাদের সম্রাটতো আমাদের কাছেই অবস্থান করছেন। কথিত আছে যে, একদিন সাহাবীগণ এমন জোরে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন যে, তাতে পুরো শহর থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। কতক প্রাচীর ফেটে গিয়েছিল। এরপর আরেক বার তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন তাতে কতক ঘরবাড়ি ভেঙ্গে পড়েছিল। এবার ওদের সাধারণ নাগরিকগণ শীর্ষস্থানীয় ও সক্রিয় নাগরিকদের নিকট এসে বলল, আমাদের অবস্থা কি আপনারা অবগত নন? আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা সন্ধি করছেন না কেন? এরপর ওরা সেই সকল শর্তে সন্ধি স্থাপন ও সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করল, যে সকল শর্তে দামেশকের অধিবাসীগণ সন্ধি করেছিল যে, অর্ধেক ঘরবাড়ি মুসলমানদের দখলে যাবে। ভূমির খাজনা পরিশোধ করতে হবে এবং ধনী-গরীব অনুপাতে প্রত্যেককে জিয্‌য়া কর পরিশোধ করতে হবে। ওখানে প্রাপ্ত গনীমতের $\frac{১}{৫}$ অংশ বিধি মুতাবিক খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দিলেন সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা)। গনীমতের $\frac{১}{৫}$ অংশ এবং বিজয়ের সংবাদসহ খলীফার নিকট পাঠানো হলো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) বহু সৈন্যের সমবায়ে সেখানে একটি সেনা ক্যাম্প স্থাপন করেন। সৈনিকদের সাথে কয়েকজন সেনাপতিও নিযুক্ত করে দেন। তাঁরা হলেন হযরত বিলাল (রা) এবং মিকদাদ (রা)। আবূ উবায়দা (রা) খলীফাকে জানালেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস জাযিরা অঞ্চলের পানি বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি এও জানালেন যে, সম্রাট কখনো বাহিরে বের হয় আবার কখনো লুকিয়ে থাকে। হযরত উমর (রা) তাঁকে আপাতত ওই শহরে থাকার নির্দেশ দিলেন।

কিন্নাসরীনের যুদ্ধ

হিম্‌স অধিকারের পর আবূ উবায়দা (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে কিন্নাসরীন অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছলে স্থানীয় অধিবাসীগণ এবং আরব খ্রিস্টানগণ

তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে আসে। হযরত খালিদ (রা) ওদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করেন। ওদের বহু লোক নিহত হয়। সেখানে রোমান যারা ছিল তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। ওদের আমীর ও সেনাপতি মীতাস[১] নিহত হয়। এরপর গ্রাম্য বেদুঈনগণ এসে আত্মসমর্পণ করে এবং ওযর পেশ করে বলে যে, এই যুদ্ধে আমাদের কোন সম্মতি ছিল না। বরং খ্রিস্টানদের প্ররোচনায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সেনাপতি খালিদ তাদের ওযর মঞ্জুর করেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করেন। তিনি শহরে প্রবেশ করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। হযরত খালিদ (রা) ওদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা যদি আকাশেও থাক তবে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের নিকট তুলে নিবেন অথবা তোমাদেরকে আমাদের নিকট নামিয়ে আনবেন।' তিনি ওখানেই অবস্থান করলেন। শেষ পর্যন্ত পুরো কিন্নাসরীন মুসলমানদের অধিকারে আসে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

এই যুদ্ধে হযরত খালিদের দূরদর্শিতা ও কৃতিত্বের সংবাদ খলীফা উমর (রা) অবগত হন। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ হযরত আবূ বকরের প্রতি দয়া করুন। তিনি মানুষ চিনতেন আমার চাইতে বেশি। আল্লাহ্র কসম কোন দোষ কিংবা অপরাধের কারণে আমি খালিদকে বরখাস্ত করেছিলাম তা নয় এবং আমি আশংকা করেছিলাম যে, মানুষ তাঁর উপর নির্ভরশীল না হয়ে যায়।

এই বছরই অর্থাৎ ১৫ হিজরী সনে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার সৈন্য সামন্তসহ পিছু হটে যায়। সে সিরিয়া ছেড়ে রোমে চলে যায়। ইব্ন জারীর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে তাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সায়ফ ইব্ন উমারা বলেছেন, এ ঘটনা ঘটেছিল ১৬ হিজরী সালে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, হিরাক্লিয়াস প্রতিবার বায়তুল মুকাদ্দাসের তীর্থ যাত্রা শেষে যাবার সময় বলত, "তোমার প্রতি সালাম হে সুরিয়া! সালাম এমন বিদায় গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে তোমার সম্পর্কে যার সব আশা এখনো পূর্ণ হয়নি। সে আবার ফিরে আসবে।" কিন্তু সে যখন সিরিয়া ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল এবং যাত্রাপথে 'রাহা' পর্যন্ত পৌঁছল তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে তার সাথে চলে যাবার আহ্বান জানাল। তারা বলল, আপনার সাথে যাবার চাইতে আমরা এখানে থাকি তা আপনার জন্য বেশি কল্যাণকর হবে। সে তাদেরকে রেখে চলে গেল। শামশান পৌঁছে সেখানকার উঁচু ভূমিতে আরোহণ করে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তাকিয়ে সম্রাট বলল, হে সুরিয়া! তোমার প্রতি সালাম। আর দেখা হবে না। তবে দূর থেকে বিরহীর সালাম জানাব। কোন রোমান নির্ভয়ে আর তোমার যিয়ারতে আসবে না। যতদিন না অশুভ শিশুটির জন্ম হয়। তবে আমি কামনা করি ওই শিশুটির জন্ম না হোক। কারণ তার কর্মকাণ্ড ভাল হবে না। রোমের প্রতি তার চূড়ান্ত আচরণ সন্তোষজনক হবে না। এরপর হিরাক্লিয়াস যাত্রা করে। সে কনস্টানটিনোপল গিয়ে অবতরণ করে এবং সেখানে রাজত্ব করতে থাকে। তার সাথে থাকা একজন বন্দী মুসলমানকে সে জিজ্ঞেস করে বলেছিল, 'আচ্ছা বল তো, ওই মুসলমানগণ কেমন মানুষ? বন্দী মুসলমানটি বললেন, আমি আপনাকে ওদের এমন বিবরণ দেব যেন আপনি স্বচক্ষে তা দেখতে পাবেন। ওরা দিনের বেলায় অশ্বারোহী মুজাহিদ আর রাতের বেলা সংসার ত্যাগী ইবাদতকারী। তাদের জিম্মাদারীতে থাকা অন্যের মালামাল তারা

---

১. তাবারীতে মীনাস বলা হয়েছে।

বিনামূল্যে ভক্ষণ করে না। কোন স্থানে তারা বিশৃংখলা ও অশান্তি নিয়ে প্রবেশ করবে না। যুদ্ধবাজ প্রতিপক্ষের জন্যে তারা অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের সূচনা করে। এসব শুনে হিরাক্লিয়াস বলেছিল, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয় তাহলে আমার পায়ের নিচের এই স্থানটিও তারা দখল করে নিবে। তারা এটিরও অধিকারী হবে।

আমি বলি, উমাইয়া শাসনামলে মুসলমানগণ কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু সেটি জয় করতে পারেন নি। অবশ্য পরবর্তী যুগে তারা এটি অধিকার করে নিবে ইনশাআল্লাহ। 'কিতাব আল মুলাহিম' গ্রন্থে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব। এই জয় আসবে দাজ্জাল আগমন করার সামান্য পূর্বে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে এগুলো উদ্ধৃত আছে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

কোনকালেই রোমানরা আর পূর্ণ সিরিয়া অধিকার করতে পারবে না। সমগ্র সিরিয়া পুনঃদখল করা আল্লাহ্ তা'আলা রোমানদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন–

اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

পারস্য সম্রাট ধ্বংস হলে এমন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী পারস্য সম্রাট আর জন্ম নিবে না। রোমান সম্রাট ধ্বংস হলে এমন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রোমান সম্রাট আর জন্ম নিবে না। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, ওদের সকল ধন-সম্পদ ও সঞ্চয় মহান আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়িত হবে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন তা ঘটেছেই, যেমনটি আমরা দেখেছি এবং এটা নিশ্চিত যে, আরো ঘটবে। সিরিয়ায় কখনো রোমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ 'কায়সার' শব্দ দ্বারা আরবগণ বুঝে থাকে একই সাথে রোম ও সিরিয়ার শাসনকর্তা। সুতরাং কোন ব্যক্তি একই সাথে রোমান শহর নগর ও সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করবে সে সুযোগ আর ফিরে আসবে না।

কায়সারিয়্যার যুদ্ধ

ইব্‌ন জারীর বলেন, এই বছর খলীফা উমর (রা) মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফয়ানকে কায়সারিয়্যা অভিযানের সেনাপতি নিয়োগ করেন। তাঁর নিকট প্রেরিত চিঠিতে খলীফা লিখেন যে, আমি আপনাকে কায়সারিয়্যা অভিযানের সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছি। আপনি সেখানে গমন করুন এবং ওদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করুন। আর বেশি বেশি করে এই কলেমা পাঠ করুন ঃ

لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ - اَللّٰهُ رَبُّنَا وَثِقَتُنَا وَرَجَاؤُنَا وَمَوْلاَنَا فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ -

"মহান আল্লাহ্র দেয়া শক্তি সামর্থ্য ব্যতীত আমাদের কোন শক্তি নেই। মহান আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভরসা, আমাদের আশা এবং তিনি আমাদের প্রভু। কত উত্তম সেই প্রভু! কত উত্তম সেই সাহায্যকারী।

মু'আবিয়া যাত্রা করলেন কায়সারিয়্যার অভিমুখে। তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। ওই শহর অবরেধ করলেন। সেখানকার নাগরিক ও অধিবাসিগণ একাধিকবার মুসলিম অবরোধকারীদের উপর হামলা করে। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মু'আবিয়া (রা) ওদের উপর চূড়ান্ত ও কঠোরতম আঘাত হানেন। তিনি বিজয়ের জন্যে অবিরাম চেষ্টা চালান। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। ওই যুদ্ধে প্রায় ৮০ হাজার শত্রু সৈন্য নিহত হয়। যারা যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়েছে তারাসহ মোট সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ। সেনাপতি মু'আবিয়া বিধি মুতাবিক গনীমেতর $\frac{১}{৫}$ অংশ এবং বিজয়ের সংবাদ পাঠালেন আমীরুল মু'মিনীন খলীফা উমর (রা)-এর নিকট।

ইব্ন জারীর বলেন, ওই বছরই খলীফা উমর (রা) আমর ইব্নুল 'আস (রা)-কে নির্দেশ দিলেন জেরুযালেম অভিযানে যেতে এবং সেখানকার শাসনকর্তার সাথে যুদ্ধ করতে। তিনি যাত্রা করলেন। তারা রামাল্লার নিকট একদল রোমান সৈন্যের মুখোমুখি হলেন। ফলে আজনাদায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আজনাদায়নের যুদ্ধ

হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সেনাপতি আমর ইব্নুল 'আস তাঁর বাহিনী নিয়ে জেরুযালেম অভিযানে যাত্রা করেন। সৈন্যদলের ডান বাহুর নেতৃত্বে ছিলেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর। বাম বাহুর দায়িত্বে জুনাদা ইব্ন তামীম মালিকী, তিনি মালিক ইব্ন কিনানা গোত্রের লোক। তাঁর সাথে ছিলেন শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা। জর্ডানের শাসনভার দিয়েছিলেন আবূ আওয়ার সুলামীর হাতে। তাঁরা রামাল্লা পৌঁছলেন। সেখানে আরতাবূনের নেতৃত্বাধীন একদল রোমান সৈন্য তাঁদের মুখোমুখি হয়। আরতাবূন ছিল রংয়ের দিক থেকে সকল রোমানের মধ্যে সবচাইতে কালো আর কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে নিষ্ঠুর। সে রামাল্লাতে বিশাল একদল সৈন্য এবং জেরুযালেমে বিশাল একদল সৈন্য নিয়োজিত করে রেখেছিল। মুসলিম সেনাপতি আমর ইব্নুল 'আস খলীফা উমর (রা)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। আমরের চিঠি পেয়ে খলীফা উমর (রা) বললেন, আমরা আরবের আরতাবূনকে পাঠিয়েছি রোমান আরতাবূনকে শায়েস্তা করার জন্যে। সুতরাং ভেবে দেখ কিভাবে বিজয় অর্জন করা যায়। সেনাপতি আমর ইব্নুল 'আস্ আলকামা ইব্ন হাকীম কিরাসী এবং মাসরূক ইব্ন বিলাল আক্কীকে প্রেরণ করলেন জেরুযালেমে অবস্থানরত রোমান সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। আবূ আইয়ুব মালিকীকে প্রেরণ করলেন রামাল্লায় অবস্থানরত রোমানদের বিরুদ্ধে। সেখানে রোমান সেনাপতি ছিল তাযারুক। আবূ আইয়ুব মালেকী ওদেরকে ওখানেই ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলেন যাতে তারা আমর ইব্নুল 'আস ও তাঁর সৈনিকদের নিকট আসতে না পারে।

খলীফার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য এলে তিনি তার একদল পাঠাতেন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আর একদল পাঠাতেন রামাল্লার দিকে। আমর নিজে অবস্থান করছিলেন আজনাদায়নে আরতাবূনের মুকাবিলায়। তিনি সরাসরি আরতাবূনের সাথে কথাও বলতে

পারছিলেন না আবার প্রতিনিধির মাধ্যমে কথা বলিয়েও তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। এবার তিনি ছদ্মবেশে নিজেই যাত্রা করলেন। তিনি নিজেকে সেনাপতির দূত পরিচয় দিয়ে আরতাবূনের সীমানায় প্রবেশ করলেন এবং আরতাবূনের নিকটেই চলে গেলেন। তিনি নিজের মনের কথা আরতাবূনকে জানালেন। আরতাবূন তাঁর কথা শুনল এবং চিন্তা-ভাবনা করে তাঁর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করল। আরতাবূন আপন মনে বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! এই লোক নিজেই সেনাপতি আমর ইব্‌নুল 'আস। অথবা এই সেই ব্যক্তি সেনাপতি 'আমর যার কথা গ্রহণ করবেন। এখন তাকে হত্যা করা ছাড়া আমার অন্য কোন বড় কাজই নেই। সে তার প্রহরীকে ডাক দিল এবং গোপনে এই আগন্তুককে হত্যার নির্দেশ দিল। সে বলল, তাঁকে অমুক অমুক স্থানে নিয়ে যাবে এবং অমুক স্থানে যাওয়ার পর হত্যা করবে। আমর ইব্‌নুল 'আস আরতাবূনের ষড়যন্ত্র বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি আরতাবূনকে বললেন, 'সেনাপতি! আমি তো আপনার কথা শুনেছি আর আপনিও আমার কথা শুনেছেন। আমি তো খলীফা উমর (রা)-এর পাঠানো দশজনের একজন। খলীফা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আপনার মত ব্যক্তিত্বের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করার জন্যে। আমি চাই আমার অবশিষ্ট সাথীদেরকে আপনার নিকট নিয়ে আসব যাতে তারাও আপনার কথা শুনে এবং আপনার মনোভাব অবগত হয়।' আরতাবূন বলল, বেশ তাই হোক। আপনি যান, ওদেরকে নিয়ে আসুন। আরতাবূন এক লোককে ডেকে কানে কানে বলল পূর্বের ঘাতককে ফিরিয়ে আনতে।

সেনাপতি আমর ইব্‌নুল 'আস উঠে এলেন। তিনি তাঁর সৈনিকদের নিকট ফিরে এলেন। পরবর্তীতে আরতাবূন নিশ্চিত হলো যে, এই লোক ধোঁকা দিয়েছে মুলত সে-ই আমর ইব্‌নুল 'আস। সে-ই আরবের দুর্ধর্ষ ও সাহসী সেনাপতি। এই সংবাদ খলীফা উমর (রা) অবগত হলেন এবং বললেন, 'মহান আল্লাহ্ আমরের হায়াত দারাজ করুন।' এরপর আমর ইব্‌নুল 'আস মাঠে নেমে এলেন এবং আজনাদায়নের উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো যুদ্ধ চলল ইয়ারমুকের যুদ্ধের ন্যায় কঠোর যুদ্ধ। উভয় পক্ষে প্রচুর সৈন্য হতাহত হলো। অবশিষ্ট মুসলিম সৈন্যগণ আমর ইব্‌নুল 'আসের নিকট সমবেত হয়। ইতিমধ্যে আরতাবূন তার সৈন্যদেরকে নিয়ে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবশে করে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণ করে। নতুন সৈন্য যোগ দেয়ার ফলে তার সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। এক পর্যায়ে আরতাবূন মুসলিম সেনাপতি আমর ইব্‌নুল 'আসকে লিখল যে, আপনি আমার বন্ধু ও সমকক্ষ। আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার যে মর্যাদা আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার একই মর্যাদা। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি কোন কালেই আজনাদায়ন অতিক্রম করে ফিলিস্তিন জয় করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি ফিরে যান। সম্মুখে অগ্রসর হবেন না। তাহলে কিন্তু আপনার পূর্ববর্তীগণ যেমন পরাজিত হয়েছে আপনিও পরাজয়ের মুখোমুখি হবেন।

সেনাপতি আমর ইব্‌নুল 'আস রোমান ভাষা জানে এমন এক লোককে ডেকে এনে আরতাবূনের নিকট পাঠালেন এবং বললেন, আরতাবূন কী বলতে চায় তা শুনে এসে আমাকে জানাবে। তিনি দূতের সাথে একটি চিঠিও পাঠালেন। তাতে তিনি আরতাবূনকে লিখলেন যে, আপনার চিঠি আমার নিকট এসেছে। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার ন্যায়ই। তবে আপনার কোন ত্রুটি থেকে থাকলে আপনি আমার প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবনে ভুল করবেন।

আপনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন, আমি এই শহর জয় করবই। আপনি আমার চিঠিখানা আপনার সভাসদ ও উপদেষ্টাদের সম্মুখে পাঠ করবেন। চিঠি পেয়ে আরতাবূন তাই করল। তার মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদেরকে ডেকে তাদের সামনে চিঠিটি পাঠ করল। তারা আরতাবূনকে বলল, আপনি কীভাবে বুঝলেন যে, উনি এই নগর জয়ের মহানায়ক নয়? আরতাবূন বলল, এই শহর বিজয়ের মহানায়ক হবেন এমন এক ব্যক্তি যার নাম তিন অক্ষর বিশিষ্ট। প্রেরিত দূত ফিরে এল আমর (রা)-এর নিকট এবং ওদের কথোপকথন তাঁকে জানাল।

সেনাপতি আমর ইব্নুল 'আস সাহায্য চেয়ে খলীফা উমর (রা)-এর নিকট চিঠি লিখলেন। তিনি লিখলেন যে, আমি প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কতক শহরের বিজয় আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি। এখন আপনার সিদ্ধান্তে যা হয়। চিঠি পেয়ে হযরত উমর (রা) বুঝে নিলেন যে, কোন বিষয় নিশ্চিত না জেনে আমর এই কথা বলেন নি। তাই হযরত উমর (রা) বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করার উদ্দেশ্যে সিরিয়া প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলেন। অচিরেই আমরা এই ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করব।

আপন শায়খদের উদ্ধৃতি দিয়ে সায়ফ ইব্ন উমর বলেছেন যে, হযরত উমর (রা) চারবার সিরিয়া প্রবেশ করেছেন। প্রথমবারে তিনি প্রবেশ করেছেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করার জন্যে। দ্বিতীয়বার প্রবেশ করেছেন উটের পিঠে চড়ে। তৃতীয়বার সারা' পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিলেন। তখন সেখানে মহামারী প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। চতুর্থবার প্রবেশ করেছিলেন গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে। সায়ফ ইব্ন উমর থেকে ইব্ন জারীর এরূপই বর্ণনা করেছেন।

Contents

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনা ঘটেছে ১৫ হিজরী সনে। তিনি এটি বর্ণনা করেছেন সায়ফ ইব্‌ন উমর থেকে। তিনি এবং অন্যরা এ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম এই যে, সেনাপতি আবূ উবায়দা দামেশক অভিযান শেষ করেন। তারপর তিনি জেরুযালেমের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র পথে এবং ইসলামের পথে আসার আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেন। তিনি লিখেন যে, হয় ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা জিয্‌য়া কর প্রদান করবে অথবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবে। তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে। তিনি তাঁর সেনাদল নিয়ে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দামেশ্‌কের শাসনভার দিয়ে যান সাঈদ ইব্‌ন যায়দকে। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন। সেখানে খ্রিস্টানদের জীবন যাত্রা সংকটময় হয়ে ওঠে। তারপর তারা চুক্তি সম্পাদনে রাজী হয় এই শর্তে যে, স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীন খলীফা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এসে সন্ধিপত্র সম্পাদন করবেন। সেনাপতি আবূ উবায়দা এই সংবাদ খলীফাকে জানান। খলীফা তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান বললেন, স্বয়ং খলীফা ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। তাহলেই ওরা চরমভাবে অপমানিত হবে। হযরত আলী (রা) খলীফার যাবার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। তাহলে অবরোধ আরোপকারী মুসলিম সৈন্যদের কষ্ট লাঘব হবে এবং সহজে ওই শহর জয় করা যাবে। খলীফা উমর (রা) হযরত আলী (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তিনি জেরুযালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মদীনার শাসনভার দিয়ে গেলেন হযরত আলী (রা)-এর হাতে। তাঁর আগে আগে যাচ্ছিলেন হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব।

খলীফা সিরিয়া পৌঁছলে সেনাপতি আবূ উবায়দা ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সেনাপতিগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফয়ান। আবূ উবায়দা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, উমর (রা)-ও পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আবূ উবায়দা (রা) হযরত উমর (রা)-এর হাতে চুমু খেতে চাচ্ছিলেন তখন হযরত উমর (রা) আবূ উবায়দার কদমবুচি অর্থাৎ পায়ে চুমু খেতে চাইলেন। আবূ উবায়দা (রা) তা দিলেন না। উমর (রা)-ও তাঁর হাতে চুমু খেতে দিলেন না। খলীফা উমর (রা) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টানদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করলেন এবং শর্ত করলেন যে, তিন দিনের মধ্যে সকল রোমান নাগরিক বায়তুল মুকাদ্দাস ছেড়ে চলে যাবে। এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করলেন সেই দরজা দিয়ে, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় তিনি তালবিয়া পাঠ করেছিলেন। ভেতরে গিয়ে দাঊদ (আ)-এর মিহরাবের পার্শ্বে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করলেন। পরের দিন ফজরের নামায মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করলেন। প্রথম রাক'আতে পাঠ করলেন সূরা সাদ (ص)। তাতে তিনি তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করলেন। তাঁর সাথে মুসলমানগণও সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করলেন। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা বনী ইসরাঈল পাঠ করলেন। এরপর তিনি 'সাখরা' বা বিশেষ পাথরের নিকট এলেন। কা'ব আল আহবার (রা) থেকে তিনি ওই স্থান সম্পর্কে জেনে নিয়েছিলেন। কা'ব (রা) এই ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যেন তিনি মসজিদটি ওই পাথরের পেছনে তৈরি করেন। হযরত উমর (রা) বললেন, ইয়াহূদী ধর্ম তো শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাসের সম্মুখে মসজিদ নির্মাণ করলেন। এখন সেটি উমরী মসজিদ নামে পরিচিত। এরপর তিনি সাখরা বা বিশেষ পাথর থেকে মাটি সরাতে লাগলেন। নিজ চাদর ও জামাতে করে তিনি মাটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে মুসলমানগণও মাটি সরানোরা কাজে শরীক হয়। জর্ডানবাসীকে অবশিষ্ট মাটি সরানোর কাজে নিয়োজিত করা হয়। রোমানগণ ওই পাথরের স্থানকে ময়লার ডাস্টবিন বানিয়েছিল। কারণ ওই পাথর ছিল ইয়াহূদীদের কেবলা। এমনকি ঋতুমতী খ্রিস্টান মহিলাগণ তাদের রক্তমাখা কাপড় এনে ওখানে ফেলে যেত। এটি ছিল প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। কারণ ইয়াহূদীগণ 'আল কামামা' নামক স্থানটিকে এভাবে ডাস্টবিন বানিয়েছিল। কামামা হলো সেই স্থান যেখানে ইয়াহূদীগণ ঈসা (আ) ভেবে তাঁর অনুরূপ এক ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। ওই ব্যক্তির কবরে তারা ময়লা ও নোংরা বস্তু নিক্ষেপ করত। এজন্যে ওই স্থানটি আল-কামামা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে খ্রিস্টানগণ সেখানে যে গির্জা বানিয়েছিল সেটির নাম দিয়েছিল 'আল কামামা' গির্জা।

হিরাক্লিয়াস যখন জেরুযালেমে অবস্থান করছিল তখন তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চিঠি এসে পৌঁছেছিল। সে তখন খ্রিস্টানদের অপকর্মের বিরুদ্ধে ওদেরকে নসীহত করে। ওরা তখন ব্যাপকহারে ময়লা-আবর্জনা ফেলছিল সাখরা বা বিশেষ পাথরটির উপর। এমনকি ওই ময়লার ডিপো দাঊদ (আ)-এর মিহরাব পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন হিরাক্লিয়াস বলেছিল, এই ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপের কারণে তোমরা খুন হবার- নিহত হবার যোগ্য। এর দ্বারা তোমরা এই মসজিদের অবমাননা করছ। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ)-এর খুনের অপরাধে যেমন বনী ইসরাঈল নিহত হয়েছিল, এই অপরাধে তোমরা নিশ্চয় খুন হবে। এরপর হিরাক্লিয়াস এই ময়লা আবর্জনা অপসারণের জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা অপসারণ শুরু করেছিল। ⅓ অংশ অপসারণের পরই মুসলমানগণ বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে নেয়। এরপর খলীফা উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) ওগুলো অপসারণ করেন। হাফিজ বাহাউদ্দীন ইব্ন হাফিজ আবুল কাসিম ইব্ন আসাকির তাঁর "আল মুখতাস্কা ফী ফাদাইলিল মাসজিদিল আকসা" গ্রন্থে এই সকল হাদীস সনদ ও মতনসহ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

আপন সনদে সায়ফ উল্লেখ করেছেন যে, উমর (রা) মদীনা থেকে একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন যাতে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। তাঁর অবর্তমানে মদীনার শাসনভার দিয়ে যান হযরত আলী (রা)-এর হাতে। তিনি দ্রুত অগ্রসর হয়ে জাবিয়া গিয়ে পৌঁছেন। তিনি সেখানে অবতরণ

করেন এবং জাবিয়াতে একটি দীর্ঘ, গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেনঃ "হে লোক সকল! তোমাদের ভেতরটা পরিশুদ্ধ কর তাতে বাহিরটা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তোমরা আখিরাতের কল্যাণের জন্যে কাজ কর তাতে তোমাদের দুনিয়ার কাজ সম্পাদিত হয়ে যাবে। জেনে রাখ, এমন কোন এক ব্যক্তিও নেই যার থেকে আদম পর্যন্ত কোন পিতা বেঁচে আছে এবং যার মাঝে ও আল্লাহ্র মাঝে কোন সুসম্পর্ক নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি জান্নাতের পথ পেতে চায় সে যেন দলবদ্ধ থাকে। কারণ কেউ একা থাকলে শয়তান তাকে যতটুকু বিভ্রান্ত করতে পারে দু'জন এক সাথে থাকলে ততটুকু পারে না। কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাত করে সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান থাকে। যার সৎকাজ তাকে খুশি করে এবং অসৎ কাজ তাকে অসন্তুষ্ট করে সে ঈমানদার ও মু'মিন।" মূলত সেটি একটি দীর্ঘ ভাষণ। আমরা সংক্ষেপে এতটুকু উল্লেখ করলাম।

এরপর খলীফা উমর (রা) জাবিয়ার অধিবাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তি স্থাপন করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আজনাদের সেনাপতিদেরকে তিনি লিখিত নির্দেশ দিলেন যাতে তারা নির্ধারিত তারিখে জাবিয়ায় একত্রিত হয়। ওই দিন সকল সেনাপতি জাবিয়ায় এসে উপস্থিত হয়। সবার আগে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ খুকরান (রা), তারপর আবূ উবায়দা (রা), তারপর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)। তাঁরা তাঁদের অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের শরীরে রেশমী পোশাক চমকাচ্ছিল। হযরত উমর ক্ষুব্ধ হলেন রেশমী পোশাক দেখে। তিনি তাঁদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন। তাঁরা ওযর পেশ করে বললেন যে, তাঁদের দেহে এখনও যুদ্ধ পোশাক বিদ্যমান। যুদ্ধ পোশাক হিসেবে তাঁদের রেশমী বস্ত্রও পরিধান করতে হয়। এই ব্যাখ্যা পেয়ে তিনি শান্ত হন। নিজ নিজ দায়িত্বে অন্যকে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে সকল সেনাপতি সেখানে সমবেত হয়। অবশ্য আমর ইব্নুল আস এবং শুরাহ্বীল আসতে পারেন নি। কারণ তাঁরা আজনাদায়নে রোমান সেনাপতি আরতাবূনকে প্রতিরোধ করছিলেন। হযরত উমর (রা) জাবিয়ায় ছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল সশস্ত্র একদল রোমান নাগরিক তাঁর দিকে আসছে। তাদের সবার হাতে খাপ খোলা তলোয়ার।

মুসলমান সৈন্যগণ অস্ত্র হাতে ওদেরকে মুকাবিলা করার জন্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন। খলীফা বললেন, প্রতিরোধের প্রয়োজন নেই। ওরা নিরাপত্তা পাবার জন্যে আসছে। লোকজন ওদের নিকট গেল। দেখা গেল যে, ওরা বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রহরী। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা)-এর আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁর নিকট এসেছে নিরাপত্তা কামনা ও সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের জন্যে। হযরত উমর (রা) তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন এবং একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। তাদের উপর জিয্য়া কর ধার্য করা হলো এবং আরো কিছু শর্ত আরোপ করা হলো। ইব্ন জারীর (রা) ওই শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন। সন্ধিপত্রে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ, আমর ইব্নুল 'আস, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ এবং মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফয়ান। মু'আবিয়া নিজে সন্ধিপত্র রচনা করেছিলেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৫ হিজরী সনে। এরপর লুদ্দ-অধিবাসী এবং ওই এলাকার জনসাধারণের জন্যে অপর একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। ওদের উপর জিয্য়া কর ধার্য করেন। জেরুযালেম অধিবাসীদের জন্যে যে সকল শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল এরাও ওই শর্তের অন্তর্ভুক্ত হলো।

রোমান সেনাপতি আরতাবূন মিসর পালিয়ে গেল। সে ওখানেই অবস্থান করতে লাগল। এক পর্যায়ে মুসলিম সেনাপতি আমর ইব্নুল 'আস মিসর জয় করেন। তখন আরতাবূন মিসর ছেড়ে সমুদ্রের দিকে চলে যায়। মাঝে মাঝে সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। হঠাৎ একদিন কায়স গোত্রীয় লোক এক সেনাপতি আরতাবূনকে ধরে ফেলে। সে কায়সী লোকটির হাত কেটে ফেলে। আর কায়সী লোকটি তাকে খুন করে ফেলে। এ সম্পর্কে কায়সী লোকটি বলেছিল ঃ

فَانْ يَكُنْ اَرْطَبُوْنَ الرُّوْمِ اَفْسَدَهَا * فَاِنْ فِيْهَا بِحَمْدِ اللّٰهِ مُنْتَفَعًا ـ

রোমান আরতাবূন যদিও বা রোমান সাম্রাজ্যকে বিপর্যস্ত করেছে, তবুও আল্লাহ্র শোকর এখন সেখানে কল্যাণময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

وَاِنْ اَرْطَبُوْنَ الرُّوْمِ قَطَّعَهَا * فَقَدْ تَرَكْتُ بِهَا اَوْ مَالَةً قِطَعًا ـ

আরতাবূন সেনাপতি রোমান সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল বটে। এখন আমি তার দেহের ছিন্ন-ভিন্ন, খণ্ড-বিখণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেখানে রেখে এসেছি।

রামাল্লা ও এর আশপাশের নগরসমূহের অধিবাসিগণ যখন সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করল তখন সেনাপতি আমর ইব্নুল 'আস (রা) এবং শুরাহ্বীল জাবিয়া এসে পৌঁছেন। তাঁরা এসে দেখতে পান যে, খলীফা সওয়ারীতে আরোহণ করেছেন। খলীফার কাছাকাছি এসে পৌঁছে তাঁরা খলীফার দু'হাঁটুতে চুমু খান। খলীফা একসাথে তাঁদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, কোলাকুলি করেন।

সায়ফ বলেন, এরপর খলীফা জাবিয়া থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর ঘোড়া দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। তারা তাঁর নিকট একটি খচ্চর হাজির করে। তিনি তাতে আরোহণ করেন। সেটি তাঁকে নিয়ে লাফালাফি করতে থাকে। তিনি নেমে যান এবং সেটির মুখে থাপ্পড় মেরে বললেন, তোকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে মূলত আল্লাহ্, তাকে কোন প্রশিক্ষণ দেননি, এটি তো অহংকারী আচরণ। এরপর থেকে আগে পরে কখনো তিনি আর খচ্চরের পিঠে চড়েন নি। বস্তুত জেরুযালেম ও এর আশপাশের অঞ্চল এভাবে হযরত উমর (রা)-এর হাতে জয় হয়। আজনাদায়ন বিজিত হয় হযরত আম্র ইব্নুল আসের হাতে। কায়সারিয়্যা বিজিত হয় মু'আবিয়ার (রা)-এর হাতে। সায়ফ ইব্ন উমর এরূপই বর্ণনা করেছেন। কতক ঐতিহাসিক তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন বটে। তাঁরা বলেছেন, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজিত হয়েছে ১৬ হিজরী সালে।

মুহাম্মদ ইব্ন আইয বর্ণনা করেছেন, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম সূত্রে উসমান ইব্ন হাসান ইব্ন আলান থেকে যে, ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দা বলেছেন, ১৬ হিজরী সনে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজিত হয়। ওই সালেই খলীফা উমর (রা) জাবিয়ায় এসেছিলেন। আবূ যুরআহ দামেশকী বর্ণনা করেছেন দাহীম সূত্রে ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম থেকে। তিনি বলেছেন যে, এরপর খলীফা ১৭ হিজরী সালে পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাস এসেছিলেন এবং সারা' থেকে ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর পুনরায় এসেছিলেন ১৮ হিজরী সালে, তখন সেনাপতিগণ সকলে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিকট সঞ্চিত গনীমতের মাল তাঁর সম্মুখে পেশ করেছিলেন। তিনি ওগুলো বিধি মুতাবিক বণ্টন করে দিয়েছিলেন। সেনানিবাস স্থাপন করেছিলেন এবং নতুন নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন।

ইয়াকুব ইব্ন সুফয়ান বলেন, এরপর জাবিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের ঘটনা ঘটে। এটি হলো ১৬ হিজরী সালের ঘটনা। আবূ মা'শার বলেন, এরপর ঘটেছিল আমওয়াস ও জাবিয়া বিজয়ের ঘটনা ১৬ হিজরী সালে। তারপর ১৭ হিজরী সালে সারা' বিজয়ের ঘটনা। তারপর ১৮ হিজরী সালে রামাদা বিজয়ের ঘটনা। তিনি আরো বলেন যে, এই হিজরীতে আমওয়াস অঞ্চলে মহামারীরূপে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। উপরোক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ১৬ হিজরীতে আমওয়াস নামে প্রসিদ্ধ শহরটি বিজয় হয়। আর ওই শহরের সাথে সংশ্লিষ্ট মহামারী রোগ প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল ১৮ হিজরী সালে। এ সম্পর্কে শীঘ্রই আলোচনা হবে।

আবূ মিখনাফ বলেন, খলীফা উমর (রা) সিরিয়া আগমন করে যখন দামেশ্‌কের শ্যামল উদ্যান, জলাশয়, বিশাল বিশাল অট্টালিকা চোখ ধাঁধানো শহর ও বাগ-বাগিচা দেখলেন, তখন এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ـ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ ـ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ـ

ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝর্ণা কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ কত বিলাস উপকরণ যা ওদেরকে আনন্দ দিত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (সূরা– ৪৪, দুখান ঃ ২৫-২৮)

এরপর প্রসঙ্গক্রমে হযরত উমর (রা) কবি নাবিখার নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

هُمَا فَتَيَا دَهْرٍ يَكُرُّ عَلَيْهِمَا * نَهَارٌ وَلَيْلٌ يَلْحَقَانِ التَّوَالِيَا ـ

ওরা দু'জন যুগের দুই নওজোয়ান। তাদেরকে কেন্দ্র করে যুগ আবর্তিত হয়। তারা হলো রাত ও দিন। একটির পর একটি আসা-যাওয়া করে।

اِذَا مَا هُمَا مَرَّا بَحِيَّ بِغِبْطَةٍ * اَنَاخَابِهِمْ حَتّٰى يُلَاقُوْا الدَّوَاهِيَا ـ

ঈর্ষা নিয়ে যখন তারা কোন গোত্রের উপর দিয়ে যায় তখন তারা ওই গোত্রে অবস্থান নেয় তারপর এক পর্যায়ে ওই গোত্রভুক্ত লোকজন বিপদের সম্মুখীন হয়।

উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা বাহ্যত মনে হবে যে, খলীফা উমর (রা) দামেশ্‌কে প্রবেশ করেছিলেন। আসলে বাস্তবতা তা নয়। কেউই একথা উল্লেখ করেনি যে, তিনবার সিরিয়া আগমনের কোন একবার তিনি দামেশ্‌কে প্রবেশ করেছেন। তাঁর প্রথম আগমন তো আমরা আলোচনাই করছি। এই যাত্রায় তিনি জাবিয়া থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছেন। সায়ফ ও অন্যরা তা-ই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ওয়াকিদী বলেন, সিরিয়ার অধিবাসী নয় এমন লোকজন বলেছে যে, খলীফা উমর (রা) দামেশ্‌কে প্রবেশ করেছেন দু'বার। তৃতীয়বার সারা থেকে ফিরে এসেছেন। সেটি হলো ১৭ হিজরী সনের ঘটনা। তারা বলেন, তৃতীয়বার দামেশ্‌ক এবং হিম্‌স নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু ওয়াকিদী এই মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমি বলি, খলীফা উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহিলী যুগে দামেশ্‌ক গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর দামেশ্‌ক গিয়েছেন তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই বিষয়টি আমরা তাঁর সীরাত গ্রন্থে আলোচনা করেছি। আমরা বর্ণনা করেছি যে, হযরত উমর (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে কা'ব ইব্‌ন আহবার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিশেষ পাথর বা "সাখরার" অবস্থান সম্পর্কে। উত্তরে কা'ব (রা) বলেছিলেন, আমিরুল মু'মিনীন! আপনি "ওয়াদী জাহান্নাম" নামে পরিচিত স্থানটুকু থেকে এত এত গজ মেপে যাবেন তারপরের স্থানে "সাখরা" বা বিশেষ পাথরটির অবস্থান। লোকজন তত গজ মেপে গিয়ে সাখরার অবস্থান নির্ণয় করে। সাখরা খুঁজে পায়। খ্রিস্টানগণ ওই স্থানটিকে ময়লার ডিপো বানিয়ে ছিল। যেমন ইয়াহূদীরা নাসারাদের পবিত্র স্থান আলকুমামাহ্‌কে ময়লার ডিপো বানিয়েছিল। কুমামা হলো সে স্থান যেখানে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত লোকটিকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। ইয়াহূদী ও নাসারাগণ মনে করেছিল যে, ওই ব্যক্তি ঈসা (আ)! তারা এ সম্পর্কে পুরোপুরি ভুলের মধ্যে রয়েছে। মহান আল্লাহ্ কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা তা নাকচ করে দিয়েছেন।

মোদ্দাকথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির ৩০০ বছর পূর্ব থেকে খ্রিস্টানগণ যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের কর্তৃত্ব অর্জন করে, তখন তারা "আল-কুমামাহ্" নামক স্থানটিকে পরিষ্কার করে নেয় এবং সেখানে "হাইলা" গির্জা নির্মাণ করে। রাজা কনস্টানটিনোপলের মাতা ওই গির্জা নির্মাণ করেন। রাজার মায়ের নাম ছিল হায়লানাহ্ হিরানিয়্যাহ বুনদুকিয়্যাহ্। সে তার পুত্রকে আদেশ দিল—সে যেন ঈসা (আ)-এর জন্ম স্থানে 'বেথেলহাম' তৈরি করে, আর মাতা নিজে তাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁর কবরের উপর হাইলা গির্জা নির্মাণ করে। অর্থাৎ তারাও প্রতিশোধ হিসেবে ইয়াহূদীদের কিবলাকে ময়লার ডিপোতে পরিণত করে।

হযরত উমর (রা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করলেন এবং সাখরার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন তখন সাখরার উপর স্তূপীকৃত ময়লা-আবর্জনা সরানোর নির্দেশ দিলেন। কথিত আছে যে, হযরত উমর (রা) নিজের চাদরে ভরে নিজে ময়লা সরিয়েছেন। তারপর হযরত কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন—মসজিদ স্থাপন করবেন কোন্ জায়গায়। ক'াব পরামর্শ দিয়েছিলেন সাখরার পেছনে নির্মাণের। খলীফা উমর (রা) তাঁর বুকে হাত মেরে বললেন, হে কা'ব! ইয়াহূদী যুগের তো অবসান ঘটেছে। আমরা এখন ওই ধর্মের পক্ষে কাজ করব কেন ? শেষ পর্যন্ত খলীফা নির্দেশ দিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের সম্মুখে মসজিদ নির্মাণ করার জন্যে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্‌ন আমির আবূ শু'আয়ব থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) জাবিয়ায় অবস্থান করেছেন তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেছেন। তিনি বলেন যে, ইব্‌ন সালামা বলেছেন, আবূ সিনান বর্ণনা করেছেন উবায়দ ইব্‌ন আছম সূত্রে। তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) কাব (রা)-কে বলেছেন, বলুন তো আমি কোন্ স্থানে নামায পড়ব? কাব বললেন, আপনি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে সাখরার পেছনে নামায পড়ুন তাহলে পুরো বায়তুল মুকাদ্দাস আপনার সম্মুখে থাকবে। হযরত উমর (রা) বললেন, "ইয়াহূদী ধর্মের তো অবসান হয়েছে, না—আমি বরং সেখানেই নামায পড়ব, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে নামায পড়েছেন। তারপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যে কিবলার দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানে নামায পড়লেন। তারপর তাঁর

চাদর বিছিয়ে সাখরা থেকে ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে নিতে লাগলেন। লোকজনও তা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। এটি একটি উত্তম সনদ। হাফিজ যিয়াউদ্দীন মুকাদ্দেসী তাঁর 'আলমুসতাখরাজ' গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। 'মুসনাদই উমর' নামে আমাদের লিখিত গ্রন্থে আমরা এই সনদের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি। তাছাড়া তিনি যে সব মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন আর তাঁর থেকে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের অধ্যায় অনুযায়ী সন্নিবেশিত করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

সায়ফ ইব্‌ন উমর তাঁর শায়খদের সূত্রে সালিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) দামেশ্‌কে প্রবেশ করলেন, তখন দামেশকের জনৈক ইয়াহূদী তাঁর নিকট এসে বলল, আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া ফারুক! আপনি জেরুযালেম অধিপতি! আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ আপনার হাতে জেরুযালেমের বিজয় না দেয়া পর্যন্ত আপনি ফিরে যাবেন না।

ইমাম আহমদ উমর ইব্‌ন খাত্তাবের মুক্ত করা ক্রীতদাস আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত উমর (রা) এক কুরায়শী ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে দামেশ্‌ক এসেছিলেন। ব্যবসায়ী কাফেলা ফিরতি যাত্রা করেছিল। ব্যক্তিগত কাজে হযরত উমর (রা) পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি শহরে অবস্থান করছিলেন হঠাৎ এক সৈন্য এসে তাঁর ঘাড় চেপে ধরে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি তা পারেন নি। সৈনিকটি তাঁকে একটি গৃহের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে একটি কুঠার, একটি ঝাড়ু, একটি ঝুড়ি এবং কতগুলো মাটি ছিল। সে উমর (রা)-কে বলল, এগুলো এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাবে। সে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। ফিরে এল দুপুর বেলা।

উমর (রা) বলেন, আমি চিন্তিত মনে বসে থেকেছিলাম। সে আমাকে যা বলেছিল তার কিছুই আমি করিনি। সে এসে আমাকে বলল, তুমি কাজটা করনি কেন? সে আমার মাথায় থাপ্পড় মারল। আমি কুঠার নিয়ে তাকে আঘাত করি। সে মারা যায়। আমি সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি পৌঁছি এক ধর্মযাজকের আস্তানায়। সেখানে বাইরে বসে থাকি সন্ধ্যা পর্যন্ত। ধর্মযাজক আমাকে দেখতে পায়। সে নিচে নেমে আসে এবং আমাকে ভেতরে নিয়ে খাদ্য-পানীয় দেয়। সে আমাকে গভীরভাবে দেখতে থাকে। আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আমি বললাম, আমার সাথী-সঙ্গীকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। সে বলল, তুমি তো ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছ। সে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তারপর আমাকে বলল, খৃস্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে, আমি ওদের কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমিই সে ব্যক্তি যে আমাদেরকে এই শহর থেকে বহিষ্কার করবে। তুমি কি আমার জন্যে আমার এই আস্তানার জন্যে একটি নিরাপত্তা সার্টিফিকেট লিখে দিবে ? আমি বললাম, ওহে যাজক! আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আপনার উপলব্ধি সঠিক নয়। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছামত তাকে আমি আমার পক্ষ থেকে একটি নিরাপত্তা সনদ স্বাক্ষর করে দিই। আমার বিদায় নেবার সময় সে আমাকে বাহন হিসেবে একটি গাধী দেয় এবং বলে যে, তুমি এটিতে চড়ে তোমার সাথীদেরকে খুঁজে নাও। ওদের সাক্ষাত পেলে এটি একাকী ছেড়ে দিবে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ সকল এলাকার লোকই এটিকে চিনে এবং সম্মান করে। আমি তার কথা মত কাজ করলাম।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের জন্যে যখন হযরত উমর (রা) জেরুযালেম এসে জাবিয়াতে অবস্থান করছিলেন তখন ওই নিরাপত্তা সনদ নিয়ে ওই খ্রিস্টান যাজক তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। হযরত উমর (রা) তার সনদ কার্যকর ও আইনসম্মত হবার ঘোষণা দেন। তবে শর্ত দেন যে, ওখানে যেসব মুসলমান যাবে তাদের মেহমানদারী করতে হবে, আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আর তাদেরকে তাদের গন্তব্য পথ চিনিয়ে দিতে হবে। ইব্ন আসাকির ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকির ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উবায়দিল্লাহ ইব্ন উসামা কুরায়শীর জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে যায়েদ ইব্ন আসলাম সূত্রে একটি দীর্ঘ ও আশ্চর্যজনক হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেই হাদীসের একটি অংশ হলো এই হাদীস। হযরত উমর (রা) কর্তৃক সিরিয়ার খ্রিস্টানদের জন্যে নির্ধারিত শর্তগুলো আমরা আমাদের "আল আহকাম" গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র। জাবিয়াতে প্রদত্ত হযরত উমরের ভাষণটি হুবহু সনদসহ আমরা 'মুসনাদ-ই-উমর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। তাঁর সিরিয়া প্রবেশকালে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের ঘটনা আমরা তাঁর জীবনী গ্রন্থে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি।

আবূ বকর ইব্ন আবীদ দুনয়া– আবূ গালিয়া শামী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) জেরুযালেম আগমনের পথে জাবিয়া এসে উপস্থিত হন একটি ছাই রঙের উটের পিঠে সওয়ার হয়ে। রোদের তীব্রতায় তাঁর মাথার খোলা চুলগুলো ঝলমল করছিল। তাঁর মাথায় টুপিও ছিল না, পাগড়িও নয়। উটের পিঠের দু'পাশে তাঁর পা দু'টো ঝুলছিল। উটের পিঠে বিছানা হিসেবে রেখেছিলেন একটি পশমী কাপড়। যখন উটের পিঠে চড়তেন তখন সেটি বসার বিছানা হিসেবে ব্যবহার করতেন আর যখন উটের পিঠ থেকে নামতেন তখন এটিকে বিছানা বানিয়ে তার উপর ঘুমাতেন। তাঁর সওয়ারীর গদি হিসেবে ছিল মোটা কাপড়ের তৈরি একটি খোল যা ছিল গাছের ছালে ভর্তি। সওয়ারীর পিঠে উঠলে সেটি ব্যবহার করতেন হেলান দেয়ার গদি হিসেবে আর ঘুমানোর সময় সেটি ব্যবহার করতেন বালিশ হিসেবে। তাঁর পরিধানে ছিল তালি লাগানো এবং এক পাশ ছেঁড়া একটি তুলার তৈরি জামা। তিনি বললেন, এখানকার নেতাকে ডেকে নিয়ে আস। লোকজন স্থানীয় নেতা 'জালমুস'কে ডেকে আনল। খলীফা বললেন, তাড়াতাড়ি আমার জামাটি ধুয়ে সেলাইয়ের ব্যবস্থা করে দাও। ততক্ষণের জন্যে আমাকে একটি জামা কিংবা কাপড় ধার দাও। তখন কাতানের তৈরি একটি জামা তাঁর নিকট আনা হলো। তিনি বললেন 'এটি কি'? বলা হয় 'এটি কাতান'। তিনি বললেন, কাতান কি? লোকজন তাঁকে কাতান কাপড়ের বর্ণনা দিল। তখনই তিনি নিজের জামা খুলে দিলেন। তা ধৌত করে তালি লাগিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি ওদের জামা খুলে নিজের জামা পরিধান করলেন।

গোত্রপ্রধান জালমুস বলল, 'আপনি আরবের রাজা, এই দেশে এই পরিবেশে উটের পিঠে চড়ার প্রচলন নেই। আপনি যদি এই জামা ছেড়ে অন্য কোন জামা পরিধান করতেন এবং উট ছেড়ে খচ্চরে চড়তেন তাতে রোমানদের মধ্যে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেত। উত্তরে খলীফা বললেন, আমরা এমন একটি সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্র পরিবর্তে আমরা অন্য কিছু চাই না। তবুও একটি খচ্চর নিয়ে আসা হলো। সেটির পিঠে একটি চাদর বিছিয়ে দেয়া হলো। কোন গদি ছিল না সেটির পিঠে আর না ছিল পাদানী। খলীফা সেটির পিঠে চড়ে বসলেন। পরক্ষণেই বললেন, 'থামাও,

থামাও। মানুষ শয়তানের পিঠে সওয়ার হয় তা ইতিপূর্বে আমি দেখিনি। এখন দেখলাম।' অতএব তিনি ওই খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে তাঁর উটের পিঠে চড়লেন।

ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ আল সাফফার বলেছেন, সা'দান ইব্ন নাসর ..... তারিক ইব্ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) যখন সিরিয়া এলেন, তখন তাঁর বাহন হিসেবে একটি গর্ভবতী উটনী হাজির করা হয়। তিনি তাঁর উট থেকে নেমে এলেন। মোজা দু'টো খুলে নিলেন। তারপর পানিতে নেমে গেলেন। সাথে তাঁর উটটিও পানিতে নেমে যায়। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই নগরবাসীর সম্মুখে আপনি যা করেছেন তা বড় বেমানান বটে। আপনি এই এই কাজ করলেন, খলীফা উমর (রা) আবূ উবায়দার বুকে মৃদু আঘাত করে বললেন, হে আবূ উবায়দা ! এমন মন্তব্য আপনি ছাড়া অন্য কারো মুখে হয়তো বা মানায়। এক সময় আপনারা হেয়, তুচ্ছ, লাঞ্ছিত ও নগণ্য সংখ্যক লোক ছিলেন। তারপর ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন। এরপর যদি আল্লাহ্র পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে ইয্যত ও সম্মান লাভের চেষ্টা করেন তবে আল্লাহ্ আপনাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

ইব্ন জারীর বলেন, এই বছরেই অর্থাৎ ১৫ হিজরী সনে মুসলমান ও পারসিকদের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হয়েছে। এটি বর্ণনা করেছেন সায়ফ ইব্ন উমর। ইব্ন ইসহাক ও ওয়াকিদী বলেছেন, এসব ঘটনা ঘটেছিল ১৬ হিজরী সনে। এরপর ইব্ন জারীর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তার একটি হলো উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সেনাপতি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে মাদাইন অভিমুখে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ দিলেন যে, বহু অশ্বের প্রহরী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে নারী ও পোষ্যদেরকে আকীক' নামক স্থানে রেখে যেতে হবে।

সেনাপতি সা'দ (রা) কাদেসিয়া যুদ্ধ শেষ করে মাদাইন অভিমুখে যাত্রা করেন। সৈনিকদের অগ্রবর্তী দলের দায়িত্ব দিলেন যুহরা ইব্ন হুওয়াইয়াকে। এরপর একেকজন সেনাপতির তত্ত্বাবধানে এক এক ডিভিশন সৈন্য পাঠাতে লাগলেন। সর্বশেষ সেনাপতি সা'দ নিজেই একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। ওই দিকে খালিদ ইব্ন উরফাতাহ্-এর স্থলে হাশিম ইব্ন উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলো। খালিদ ইব্ন উরফাতাহ্ অভিযানে শরীক হলেন। একটি বিশাল অশ্ব বাহিনী নিয়ে মুসলমানগণ যাত্রা শুরু করেন। তাঁদের সাথে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুদ ছিল। অভিযান শুরু হয়েছিল চলতি বছরের শাওয়াল মাসের কয়েকদিন বাকি থাকতে। তাঁরা কূফায় গিয়ে অবতরণ করেন। সবার আগে মাদাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন যুহরাহ। একদল পারসিক সৈন্যসহ সেনাপতি ইয়াসবুহারী তাঁর গতিরোধ করে। মুসলিম সেনাপতি যুহরাহ ওদেরকে পরাজিত করেন। পারসিকগণ পরাজিত হয়ে ব্যবিলন পালিয়ে যায়। কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর বহু পারসিক সৈন্য ব্যবিলনে গিয়ে সমবেত হয়। সেখানে তারা সংখ্যাধিক্য হয়ে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করে। ফীরুযানকে তারা সেনাপতি নিযুক্ত করে।

মুসলিম সেনাপতি যুহরাহ পরাজিত পারসিক সৈনিকদের ব্যবিলনে সমবেত হওয়া এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসকে জানান। হযরত সা'দ ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি

নিয়ে ব্যবিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ব্যবিলনের প্রবেশমুখে পারসিক সেনাপতি ফীরুযান মুসলমানদেরকে বাধা দেয়। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এক নিমিষেই মুসলমানগণ পরাজিত করে দেয় পারসিকদেরকে। তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পালিয়ে যায়। একদল চলে যায় মাদাইনের দিকে, আরেকদল পালিয়ে যায় নিহাওয়ান্দের দিকে। হযরত সা'দ কয়েকদিন ব্যবিলনে অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে মাদাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অপর একদল পারসিক সৈন্য তাঁর গতিরোধ করে। সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ওরা নিজেদের সেনাপতি শাহরিয়ারকে মাঠে পাঠায়। সে তার সাথে যুদ্ধের আহ্বান জানায়।

বনী তামীমের জনৈক সাহসী মুসলিম ব্যক্তি আবূ নাবাতা নাইল আ'রাজী শাহরিয়ারের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বের হন। কিছু সময় উভয়ে তীর নিক্ষেপ করে। তারপর তীর ফেলে দিয়ে তরবারি পরিচালনা করে। এরপর একেবারে মুখোমুখি হয়ে যায় এবং দু'জনেই ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যায়। শাহরিয়ার পড়ে আবূ নাবাতা-এর বুকের উপর। সে আবূ নাবাতাকে জবাই করার জন্যে একটি খঞ্জর বের করে। হঠাৎ তার হাতের আঙ্গুল ঢুকে যায় আবূ নাবাতা-এর মুখের মধ্যে। তিনি প্রচণ্ড শক্তিতে ওই আঙ্গুল কামড়ে ধরেন। শাহরিয়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কৌশলে আবূ নাবাতা খঞ্জরটি হাতে নেন এবং ওই খঞ্জর দিয়েই শাহরিয়ারকে জবাই করে দেন। তিনি তার ঘোড়া, বাজুবন্দ ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেন। শাহরিয়ারের করুণ মৃত্যু দেখে তার সৈনিকগণ পালিয়ে যায়। সেনাপতি সা'দ আবূ নাবাতাকে কসম দিয়ে বলেছেন যেন যুদ্ধের সময় তিনি শাহরিয়ারের অস্ত্রশস্ত্র ও বাজুবন্দ পরিধান করেন এবং তার ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের ময়দানে যান। বাস্তবিকই আবূ নাবাতা তাই করতেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইরাকে সর্বপ্রথম বাজুবন্দ পরিধান করেন। এই যুদ্ধ হয়েছিল কুছী নামক স্থানে। তাঁরা সেই স্থান পরিদর্শন করেন যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে আটক রাখা হয়েছিল। তাঁরা ইব্রাহীম (আ) ও অন্য নবীগণের প্রতি দরূদ পাঠ করেন। আর এই আয়াত তিলাওয়াত করেন- وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ মানুষের মধ্যে আমি এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই। (সূরা-৩,আলে ইমরান : ১৪০)

নাহারশীরের[১] যুদ্ধ

সেনাপতি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) যুহরাকে প্রেরণ করলেন সম্মুখ পানে নাহারশীরের উদ্দেশ্যে। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন। সাবাত পৌঁছার পর পারসিক সেনাপতি শীরযায তাঁর সাথে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে সাক্ষাত করে এই শর্তে যে, তারা জিয্য়া কর প্রদান করবে। যুহরা প্রস্তাবটি প্রধান সেনাপতি সা'দ (রা)-এর নিকট পাঠালেন। হযরত সা'দ (রা) তা মঞ্জুর করলেন। হযরত সা'দ তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। তিনি মাযলামই সাবাত নামে এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি সেখানে একটি বিশাল পারসিক বাহিনীর খোঁজ পেলেন। ওরা ওই বাহিনীর নাম রেখেছিল 'বূরান'। ওরা প্রতিদিন কসম করত যে, আমরা যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পারসিক সাম্রাজ্যের যেন পতন না ঘটে। ওদের সাথে পারসিক সম্রাটের পাঠানো

১. আরবীতে স্থানটির নাম 'বাহার সীর' বলে উল্লেখ রয়েছে।

একটি বিরাট সিংহ ছিল। সিংহটির নাম ছিল 'মুকাররিত'। সেটিকে তারা মুসলমানদের চলাচল পথে বেঁধে রেখেছিল। হযরত সা'দের ভাতিজা ওই সিংহটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর ভাতিজার নাম ছিল হাশিম ইব্‌ন উতবা। এই যুদ্ধে তিনি গিয়ে সিংহটিকে হত্যা করে ফেলেন। সবাই তাকিয়ে দেখছিল। সেদিন থেকে তাঁর তরবারির নাম রাখা হয় 'মাতীন'। সেদিন সেনাপতি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) হাশিমের মাথা চুম্বন করেছিলেন। আর হাশিম সা'দের কদমবুসি করেছিলেন—পায়ে চুমু খেয়েছিলেন। হাশিম পারসিকদের উপর বীর বিক্রমে আক্রমণ পরিচালনা করেন। তিনি তাদেরকে পেছনে সরিয়ে দেন, পরাস্ত করেন।

তিনি মহান আল্লাহ্‌র এই বাণী তিলাওয়াত করছিলেন–

اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِنْ زَوَالٍ -

'তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই?' (সূরা-১৪, ইব্রাহীম ঃ ৪৪)। রাতের বেলা মুসলমানগণ ওখান থেকে যাত্রা করেন এবং 'নাহারশীর' অঞ্চলে অবতরণ করে তাঁবু স্থাপন করেন। তাঁরা যখনই কোন স্থানে যাত্রাবিরতি করতেন তখনই তাকবীর বলতেন। এভাবে তাঁরা হযরত সা'দের সাথে মিলিত হন। তাঁরা সেখানে দু'মাস অবস্থান করেছিলেন। তৃতীয় মাসও শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৫ হিজরী সালও তখন শেষ।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেছেন যে, এই সালে অর্থাৎ ১৫ হিজরী সালে হযরত উমর (রা) আমীরুল হাজ্জ হয়ে জনসাধারণকে সাথে নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। ওই সময়টুকুতে মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন আত্তাব ইব্‌ন আসীদ, সিরিয়ায় শাসনকর্তা ছিলেন আবূ উবায়দা, কূফা ও ইরাকে ছিলেন হযরত সা'দ (রা), তায়েফে ছিলেন ইয়ালাহ্ ইব্‌ন উমাইয়া, বাহরায়ন ও ইয়ামামাতে উসমান ইব্‌ন আবীল 'আস, ওমানে হুযায়ফা ইব্‌ন মুহসিন।

আমি বলি ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৫ হিজরী সালের রজব মাসে। এই অভিমত পেশ করেন লায়ছ ইব্‌ন সা'দ, ইব্‌ন লাহ্‌য়াআ, আবূ মা'শার, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম, ইয়াযীদ ইব্‌ন উবায়দা, খলীফা ইব্‌ন খায়য়াত, ইব্‌ন কালবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আইয, ইব্‌ন আসাকির এবং আমাদের শায়খ হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ্ যাহাবী। অন্যদিকে সায়ফ ইব্‌ন উমর, আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়েছিল ১৩ হিজরী সনে। ইব্‌ন জরীরের অনুসরণে আমরা ১৩ হিজরীর ঘটনায় ইয়ারমুকের যুদ্ধ আলোচনা করেছি। অনুরূপ কাদেসিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি ১৫ হিজরী সনের শেষ দিকে সংঘটিত হয়েছে। আমাদের শায়খ হাফিজ যাহাবী সেই অভিমত গ্রহণ করেছেন। প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, কাদেসিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ১৪ হিজরী সনে। ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি।

১৫ হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন

আরবী অক্ষরের ক্রমানুসারে তাঁদের তালিকা ঃ

১. সা'দ ইব্‌ন উবাদা আনসারী খাযরাজী (রা)। তাঁর এই সনে মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কে কতক ইতিহাসবিদের বক্তব্য ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

২. সা'দ ইব্‌ন উবায়দ আবূ যায়দ আনসারী আওসী (রা)। তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে শহীদ হন। কেউ বলেছেন, তিনি আবূ যায়দ কারী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে যে চারজন পূর্ণ কুরআন

সংরক্ষণ করেছিলেন তাঁদের একজন। অন্যরা তা অস্বীকার করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি হিম্স-এর শাসনকর্তা, উমায়র-এর পিতা। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কাদেসিয়া যুদ্ধে। তিনি এও বলেছেন যে, কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৬ হিজরী সনে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

৩. সুহায়ল ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ শাম্স ইব্ন আব্দ উদ্ ইব্ন নাসর ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির ইব্ন লুওয়াই, আবূ যায়দ আমিরী (রা)। তিনি কুরায়শ বংশের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মক্কা বিজয়ের দিবসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করেছেন সুন্দরভাবে। তিনি অত্যন্ত রুচিশীল, দানবীর, বিশুদ্ধভাষী এবং নামায, রোযা, সাদাকা, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্র ভয়ে প্রচুর ক্রন্দনকারী ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি এত বেশি নামায-রোযা করতেন যে, তাঁর দেহের রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনে তাঁর সক্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ভূমিকা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ইনতিকালের পর তিনি মক্কায় এমন একটি ওজস্বী ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন যা লোকজনকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকতে সাহায্য করেছিল। এ উপলক্ষে তাঁর ভাষণ মদীনাতে দেয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাষণের সমপর্যায়ের ছিল। এরপর তিনি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একদল মুজাহিদের সাথে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ নেন। একটি সেনা ডিভিশনের তিনি দায়িত্বশীল ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ওই যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ও শাফিঈ (র) বলেন, তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে আমওয়াসে ইনতিকাল করেন।

৪. আমির ইব্ন মালিক ইব্ন উহায়ব যুহরী (র)। তিনি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ভাই। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তিনিই আবূ উবায়দা (রা)-এর সেনাপতি নিয়োগ ও হযরত খালিদের অপসারণ বিষয়ক খলীফা উমর (রা)-এর চিঠিটি আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট নিয়ে এসেছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুফয়ান ইব্ন আবদুল আসাদ মাখযুমী (রা)। প্রখ্যাত সাহাবী। তাঁর চাচা আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। আমর ইব্ন দীনার তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন 'মুনকাতি' বা সনদ বিচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে। কারণ তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

৬. আবদুর রহমান ইব্ন আওয়াম (রা)। যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)-এর ভাই। মুশরিক অবস্থায় বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

৭. উতবা ইব্ন গাযওয়ান (রা)। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হন।

৮. ইকরিমা ইব্ন আবী জাহ্ল, (রা)। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হন।

৯. আমর ইব্ন উম্মি মাকতূম (রা)। কাদেসিয়ার যুদ্ধে শহীদ হন। ইতিপূর্বে তাঁর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কেউ বলেছেন যে, তিনি মদীনায় ফিরে এসেছিলেন।

১০. আমর ইব্ন তোফায়ল ইব্ন আমর। ইতিপূর্বে তাঁর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

১১. আমির ইব্ন আবী রাবিআ। ইতিপূর্বে তাঁর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

১২. কিরাস ইব্ন নাদর ইব্ন হারিছ। তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন।

১৩. কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম (রা)। আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

১৪. কায়স ইব্ন আবী সা'সাআ'হ্।

১৫. আমর ইব্ন যায়দ ইব্ন আওফ আনসারী মাযানী (রা)। তিনি আকাবার শপথে এবং বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর একটি ডিভিশনের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ওই দিন তিনি শহীদ হন। তাঁর বর্ণিত একটি হাদীস এই– 'আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কয়দিনে আমি কুরআন পাঠ শেষ করব ? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, ১৫ দিনে। হাদীস শেষ পর্যন্ত। আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ যাহাবী বলেছেন, তাতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ -এর যুগে যাঁরা পূর্ণ কুরআন সংরক্ষণ করেছিলেন আলোচ্য আমর ইব্ন যায়দ তাঁদের একজন।

১৬. নাসীর ইব্ন হারিছ ইব্ন আলকামা ইব্ন কালদাহ ইব্ন আবদ্ মানাফ ইব্ন আব্দ দার ইব্ন কুসাই কুরায়শী, আবদারী (রা)। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন মক্কা বিজয়ের বছর। তিনি কুরায়শের জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। হুনায়নের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে একশটি উট প্রদান করেছিলেন। তিনি তা গ্রহণ স্থগিত রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে আমি ঘুষ নেব না। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্র কসম এটি তুমি না চেয়েছ না দাবি করেছ, এটি বরং রাসূলুল্লাহ্ -এর তরফ থেকে তোমার জন্যে হাদিয়া। এরপর তিনি তা গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলামী জীবন উন্নতমানের ছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

১৭. নাওফাল ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা)। রাসূলুল্লাহ্ -এর চাচাত ভাই। আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের হাতে বন্দী কুরায়শীদের মধ্যে তিনি ছিলেন। আব্বাস (রা) মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে নেন। কথিত আছে যে, তিনি খন্দক যুদ্ধের সময়ে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয় অভিযানে অংশ নিয়েছেন। হুনায়ন যুদ্ধে তিন হাজার তীর সরবরাহ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ -কে সাহায্য করেছেন। সেদিন তিনি নিজে যুদ্ধ-ময়দান ছেড়ে যাননি। ১৫ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ বলেছেন ২০ হিজরী সনে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। তাঁর ওফাত হয় মদীনা শরীফে। খলীফা উমর (রা) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন এবং তাঁর লাশের সাথে কবরস্থানে যান। জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়। একাধিক যোগ্য ও মর্যাদাবান ছেলে-মেয়ে তিনি রেখে গিয়েছেন।

১৮. হিশাম ইব্ন 'আস (রা)। আমর ইব্নুল 'আসের ভাই। তাঁর সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। ইব্ন সা'দ বলেছেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

১৬ হিজরী সাল

এই হিজরী সনের যখন আগমন ঘটল তখন হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) 'নাহারশীর' শহরে অবস্থান করছিলেন। পারস্য সম্রাটের দু'টো নামকরা শহরের এটি একটি। এটি দাজলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ১৫ হিজরী সনের যুলহাজ্জ মাসে তিনি এই শহরে আগমন করেন। তিনি ওখানে থাকা অবস্থায় ১৬ হিজরী সন শুরু হয়। তিনি তাঁর সেনা অভিযান ও চারিদিকে অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু কোনখানে কোন শত্রু সৈন্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং মুসলিম সৈন্যরা এক লাখের মত কৃষক ধরে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে বন্দী করে রাখে। খলীফা উমর (রা)-এর নিকট চিঠি লিখে জানতে চাওয়া হয় যে, এদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। খলীফা উমর (রা) লিখলেন যে, যারা নিরীহ কৃষক আপনাদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে সাহায্য করেনি, নিজ শহরে অবস্থান করছিল তারা নিরাপত্তা পাবে। আর যারা পালিয়ে গিয়েছিল আপনারা খুঁজে খুঁজে ধরে নিয়ে এসেছেন তারাও নিরাপত্তা পাবে। এরপর সেনপতি সা'দ (রা) ওদেরকে ইসলাম গ্রহণের আবেদন জানিয়ে ছেড়ে দিলেন। ওরা ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং জিয্য়া কর দিতে রাজী হয়েছিল। ফলে দাজলা নদীর পশ্চিম তীর থেকে আরব ভূমি পর্যন্ত যত কৃষক ছিল সকলে জিয্য়া করের আওতায় এসে গেল।

কিন্তু নাহারশীর শহর জয় করতে গিয়ে সা'দ (রা) ভীষণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সেনাপতি সা'দ ওই অভিযানে হযরত সালমান ফারসী (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন সেনাপতি হিসেবে। তিনি ওদেরকে আল্লাহ্র পথে আসার আহ্বান জানান। অন্যথায় জিয্য়া কর প্রদানে নতুবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে বলেন। ওরা যুদ্ধ ছাড়া অন্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে তারা কামান জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য সমরাস্ত্র নিয়োজিত করে। সেনাপতি সা'দ (রা) ওদের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে কতক কামান জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির নির্দেশ দেন। নির্দেশ মুতাবিক ২০টি কামান তৈরি করা হয়। এগুলো নাহারশীর-এর দিকে তাক করে বসানো হয়। মুসলমানগণ ওই নগরের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবরোধ আরোপ করে। অন্যদিকে ওরাও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ পরিচালনা করে আবার দুর্গে ঢুকে পড়ে। তারা কসম করে বলেছিল যে, কখনো তারা পালিয়ে যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছেন। তারা পালিয়ে গিয়েছিল। যুহরা ইব্ন হাবিয়্যাহ তাদেরকে পরাজিত করেন। ওদের একটি তীর এসে তাঁর গায়ে লেগেছিল। এরপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে তিনি বহু পারসিককে হত্যা করেন। তারা সকলে পালিয়ে গিয়ে শহরের মধ্যে আশ্রয় নেয়। মুসলমানগণ সেখানে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন কঠিনভাবে। এক পর্যায়ে খাদ্যের অভাবে তারা কুকুর-বিড়াল খেতে শুরু করে। হঠাৎ ওদের এক লোক মুসলমানদের নিকট বেরিয়ে আসে। এসে বলে আমাদের রাজা তোমাদেরকে

বলেছেন যে, তোমরা কি এই শর্তে সন্ধি চুক্তি করবে যে, দাজলা থেকে আমাদের পাহাড় পর্যন্ত এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর তোমাদের আশ-পাশের এলাকা দাজলা থেকে তোমাদের পাহাড় পর্যন্ত তোমাদের দখলে থাকবে? তাতে কি তোমাদের তৃষ্ণা মিটবে না, পেট ভরবে না? আল্লাহ্ তোমাদের পেট ভর্তি না করুন। তার কথা শুনে হঠাৎ মুসলিম শিবির থেকে আবূ মুকাররিন আল আসওয়াদ ইব্‌ন কুতবাহ নামের এক লোক বেরিয়ে পড়েন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখ দিয়ে এমন কথা বের করে দেন যা তিনি নিজেই বুঝতে পারেননি ওদেরকে কী বলেছেন। বক্তব্য শেষে তিনি শিবিরে ফিরে আসেন। আর আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সকল পারসিক নাহারশীর নগর ছেড়ে মাদাইনের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে।

আমাদের লোকজন আবূ মুকাররিনকে বলল, আপনি ওদেরকে কী বলেছেন যে, ওরা স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছে ? তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম যিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, ওদেরকে আমি কি বলেছি তা আমি নিজেও জানি না তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি যা বলেছি শান্তভাবে বলেছি এবং আমি আস্থাবান ছিলাম যে, আমি কল্যাণকর কথা বলেছি। আমাদের লোকজন একের পর এক এসে তাঁকে এর রহস্য জিজ্ঞেস করছিল। হযরত সা'দ (রা) নিজে উপস্থিত হয়েছিলেন আবূ মুকাররিনের তাঁবুতে। তিনি বললেন, 'আবূ মুকাররিন! আপনি তখন কী বলেছেন যে, ওরা সবাই দল বেঁধে পালাতে শুরু করল ?' আবূ মুকাররিন উত্তরে কসম করে বললেন যে, তিনি কি বলেছেন তা নিজেও জানেন না। সেনাপতি সা'দ (রা) এরপর মুসলিম সৈনিকদেরকে শহরে প্রবেশ করতে এবং শত্রুপক্ষের স্থাপিত কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিতে নির্দেশ দিলেন। এই পরিস্থিতিতে শহরের মধ্য থেকে এক লোক নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। আমরা তাকে নিরাপত্তা দিলাম। এরপর সেই লোক চিৎকার করে জানিয়ে দিল যে, এখন শহরের মধ্যে কেউই নেই। মুসলিম সৈন্যগণ প্রাচীর টপকিয়ে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু শহরের মধ্যে কাউকেই পায়নি। ওরা সকলে পালিয়ে গিয়ে মাদাইনে আশ্রয় নিয়েছিল। এটি ছিল এই বছর অর্থাৎ ১৬ হিজরী সালের সফর মাসের ঘটনা। পরে আমরা ওই লোককে এবং কয়েকজন বন্দীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কেন ওরা পালিয়ে গিয়েছিল ? উত্তরে তারা বলেছিল যে, আমাদের সম্রাট আপনাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তখনই আপনাদের লোকটি বলেছিল যে, "আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কূছী-এর লেবুর সাথে আফ্রীযীন ফুলের মধু মিশিয়ে না খাব ততক্ষণ তোমাদের সাথে আমাদের কোন সন্ধি হবে না।" এ উত্তর শুনে আমাদের সম্রাট বলল, হায় হায়! ওদের মুখে ফেরেশতারা কথা বলছে! আরবদের পক্ষে ফেরেশতাগণ আমাদেরকে উত্তর দিচ্ছে আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে। তৎক্ষণাৎ সম্রাট নির্দেশ দিলেন সেখান থেকে মাদাইন চলে যাবার জন্যে। আর এই সূত্রে সকল পারসিক নৌকা যোগে নাহ্রশীর ত্যাগ করে মাদাইন চলে যায়। উভয় শহরের মাঝে দাজলা নদীর ব্যবধান মাত্র। মাদাইন শহরটি সেখান থেকে খুব বেশি দূরত্বের হবে না।

মুসলিম সৈনিকগণ 'নাহ্রশীর' প্রবেশ করে মাদাইনের শ্বেত প্রাসাদ দেখতে পেল। সেটি সেই সম্রাটের শ্বেত প্রাসাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, অবিলম্বে মহান আল্লাহ্ এইসব প্রাসাদ-অট্টালিকা আমার উম্মতের জন্যে জয় করে দিবেন। এই ঘটনা ঘটেছিল সুব্‌হে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে। বস্তুত সেদিন ভোরে মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম ওই

প্রাসাদ দেখেছিলেন তিনি হলেন দিরার ইবনুল খাত্তাব। তিনি দেখেই বললেন, আল্লাহু আকবর। এ যে পারস্য সম্রাটের শ্বেত প্রাসাদ। এটি তো তা-ই যেটি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সবার দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ। এরপর সকলে ফজর পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকেন।

মাদাইন বিজয়

হযরত সা'দ নাহারশীর জয় করার পর ওখানে অবস্থান করছিলেন। মূলত নাহারশীরে কোন প্রতিরোধকারী শত্রুও পাওয়া যায়নি। আর গনীমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ মালামালও পাওয়া যায়নি। শত্রুপক্ষ সবকিছু নিয়ে মাদাইন পালিয়ে গিয়েছিল। তারা মাদাইন যাবার সময় নৌকায় করে গিয়েছিল। তারপর সবগুলো নৌকা নদীর ওপাড়ে বেঁধে রেখেছিল। সেনাপতি সা'দ নদী পাড়ি দেয়ার জন্যে কোন নৌকাই খুঁজে পেলেন না, নতুনভাবে নৌকা জোগাড় করাও ছিল কষ্টসাধ্য। তখন দাজলা নদী পানিতে ফুলেফেঁপে আছে। কানায় কানায় ভরা ওই নদী, পানির রং ছিল কালো। তাতে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে ফেনা সৃষ্টি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে সেনাপতি সা'দ (রা) সংবাদ পেলেন যে, পারস্য সম্রাট ইয়ায়দগির্দ সকল ধনসম্পদ নিয়ে হুলওয়ান চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁকে এও জানানো হলো যে, তিনদিনের মধ্যে ওদেরকে ধরতে না পারলে তারা মালামালসহ পালিয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে হযরত সা'দ (রা) দাজলা নদীর তীরে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন। মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন, আপনাদের শত্রুরা এই নদীর কারণে পার পেয়ে গেল। আপনাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। আপনারা ওদের নিকট পৌঁছতে পারছেন না। কিন্তু ওদের দখলে নৌকাগুলো থাকার কারণে ওরা যখন ইচ্ছা আপনাদের নিকট আসতে পারবে এবং আক্রমণ চালিয়ে ফিরে যেতে পারবে। অবশ্য এখন আপনাদের পেছনের দিক থেকে শত্রুর কোন ভয় নেই। আমি মনে করি শত্রুর আক্রমণে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হবার আগেই শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করা উচিত। আর আমি এই নদী পার হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সকলে তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলল যে, মহান আল্লাহ্ আপনার এবং আমাদেরকে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আপনি তাই করুন। তখন তিনি আহ্বান জানালেন নদী পার হতে আগ্রহী সাহসী মুজাহিদদের। তিনি বললেন, সবার আগে কে এই দুঃসাহসিক কাজের সূচনা করতে পারবে যে নদী পার হয়ে ওই পারের ঘাট নিজেদের দখলে নিয়ে নিবে যাতে অন্যান্য মুজাহিদ ওখানে গিয়ে নিরাপদে তীরে উঠতে পারে?

আসিম ইব্ন আমর এবং প্রায় ছয়শ দুঃসাহসী মুজাহিদ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন। তিনি আসিম ইব্ন আমিরকে তাদের দলনেতা মনোনীত করলেন। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এই দলটি নদীর তীরে দাঁড়ান। দলপতি আসিম বললেন, 'আমার সাথে আপনাদের মধ্য থেকে কে যাবেন যাতে আমরা আগে গিয়ে ওপারের ঘাট দখলে নিতে পারি? উল্লিখিত ছয়শ সাহসী মুজাহিদের মধ্য থেকে ষাটজন তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হলেন। নদীর অপর পাড়ে তখনও পারসিক শত্রুগণ দাঁড়িয়ে আছে। এপাড়ে মুসলিম মুজাহিদগণ পানিতে নামতে একটু ইতস্তত করছিলেন। জনৈক মুসলমান সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললেন, আরে এই পানি ফোঁটাকে আপনারা ভয় পাচ্ছেন?

তারপর তিনি কুরআন মজীদের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً ـ

আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু মেয়াদ অবধারিত। (সূরা–৩, আলে ইমরান ঃ ১৪৫)।

একথা বলে তিনি নিজে ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, অবিলম্বে অন্যরাও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ৬০ জনের এই দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগে নর ঘোড়ার সওয়ারিগণ অপরভাগে মাদী ঘোড়ার সওয়ারিগণ। অপর পাড় থেকে তারা যখন দেখল যে, এরা ঘোড়াসহ পানির উপর ভাসছে তখন তারা ব্যঙ্গস্বরে চিৎকার করে বলছিল, 'পাগল-পাগল, উন্মাদ-উন্মাদ'। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে, তোমরা তো কোন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ না– তোমরা যুদ্ধ করছ ওই জিনগুলোর বিরুদ্ধে। তারা ত্বরিত গতিতে তাদের অশ্বরোহীদেরকে পানিতে নামিয়ে দিল যাতে মুসলিমদেরকে নদীতে বাধা দেয়। যাতে তারা এ পাড়ে উঠতে না পারে। মুসলিম দলপতি আসিম ইব্ন আমর তাঁর সাথীদেরকে নির্দেশ দিলেন ওদেরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করার জন্যে এবং তাঁরা যেন শত্রু পক্ষের ঘোড়াগুলোর চোখ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েন। তাঁরা তাই করলেন। তীরের আঘাতে শত্রুপক্ষীয় ঘোড়াগুলোর চোখ খসে পড়ল। তারা ঘোড়াগুলোকে পানিতে ধরে রাখতে পারল না, বরং মুসলমানদের আগে আগে ওই ঘোড়াগুলো তীরে ফিরে গেল।

আসিম ও তাঁর সাথিগণ ওদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং ওদের সবাইকে নদীর ওপার থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁরা ওপারের দখল নিলেন। এবার ছয়শ জনের অবিশিষ্ট মুজাহিদগণ পানিতে নেমে পড়লেন এবং ওপারে গিয়ে আসিম ও তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হলেন। সকলে মিলে পারসিকদের উপর আক্রমণ করে ওদেরকে ওই তীর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। নদী অতিক্রমকারী ১ম দলটির নাম দেয়া হলো– "কাতীবাহ্ আল আহ্ওয়াল" আর ২য় দলটির নাম দেয়া হলো– "কাতীবাহ্-আল খারছা"। ১ম দলের দলপতি ছিলেন আসিম। ২য় দলের দলপতি ছিলেন কা'কা' ইব্ন আমর। এতসব ঘটনা ঘটছিল— সেনাধ্যক্ষ সা'দ ও অন্যান্য মুসলিম মুজাহিদ নদী তীরে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন। তাঁরা যখন দেখতে পেলেন যে, নদীর অপর তীর এখন নিরাপদ তখন তাঁরা হযরত সা'দের নির্দেশে নদীতে নেমে পড়লেন। নদীতে অবতরণের সময় সকলকে এই তাসবীহ পাঠ করার নির্দেশ দিলেন সেনাপতি সা'দ (রা)।

نَسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ـ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

(আমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করছি। আমরা ভরসা রাখি তাঁর উপর। মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক। মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহ্র দেয়া শক্তি সামর্থ্য ব্যতীত আমাদের কোন শক্তি নেই)।

এরপর হযরত সা'দ (রা) নিজে ঘোড়া নিয়ে নদীতে নেমে পড়লেন। সকল মুজাহিদ নেমে পড়ল খরস্রোতা দাজলার উত্তাল পানিতে। কেউই অবশিষ্ট রইল না। তাঁরা স্থলপথে যেমন পথ অতিক্রম করতেন, ঠিক তেমনি অনায়াসে নিশ্চিন্তে অথৈ পানি অতিক্রম করতে লাগলেন।

তাঁদের উপস্থিতিতে নদীর দু'কূল ভরে গেল। ভরে গেল পুরো নদী। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের কারণে দাজলা নদীর পানি তখন দেখা যাচ্ছিল না। নদীতে শুধু মানুষ আর মানুষ। ঘোড়া আর ঘোড়া। স্থলপথে তাঁরা যেমন গল্প-গুজব ও কথাবার্তা বলতেন পানিতে সাঁতরে সাঁতরেও তাঁরা কথাবার্তা বলছিলেন। নিরাপত্তা সম্পর্কে সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের কারণে তাঁরা এমনটি করতে পেরেছিলেন। মহান আল্লাহ্র ওয়াদা ও তাঁর সাহায্য প্রাপ্তির প্রতি অবিচল বিশ্বাস তাঁদের এরূপ নির্ভীক করে তুলেছিল। তাদের সেনাপতি হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) তো জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়েছে এ অবস্থায় যে, তিনি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত সা'দ (রা)-এর জন্যে দু'আ করে বলেছিলেন– اَللّٰهُمَّ اَجِبْ دَعْوَتَهٗ وَسَدِّدْ رَمْيَتَهٗ হে আল্লাহ্ আপনি তাঁর দু'আ কবূল করবেন এবং তাঁর নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভেদী করবেন"।

এটি নিশ্চিত যে, ওই দিন তাঁর ওই সেনাদলের জন্যে হযরত সা'দ শান্তি, নিরাপত্তা ও সাহায্যের দু'আ করেছিলেন। তিনি তাঁর সৈনিকদেরকে সেদিন নদীতে নিক্ষেপ করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ ওদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং নিরাপদ রেখেছেন। সেদিন একজন সৈনিকও তীব্র খরস্রোতে হারিয়ে যায়নি। শুধুমাত্র গারকাদা আল বারিকী নামের একজন লোক তার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ কা'কা' ইব্ন আমর ওই ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন এবং অন্য হাতে ওই লোকের হাত ধরে রাখেন। ফলে লোকটি নিজ ঘোড়ার পিঠে পুনরায় উঠে বসে। সেও সাহসী ও দক্ষ লোক ছিল। তখন সে বলেছিল, "কা'কা' ইব্ন আমরের মত সন্তান জন্ম দিতে অন্য মায়েরা অক্ষম। ওই নদী অতিক্রম অভিযানে মুসলমানদের সামান্য মালপত্রও হারায়নি। শুধু মালিক ইব্ন আমির নামে একজন লোকের একটি কাঠের পেয়ালা ঢেউয়ের ধাক্কায় হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

সে তখনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করে বলেছিল– اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْنِىْ مِنْ بَيْنِهِمْ يَذْهَبُ مَتَاعِىْ 'হে আল্লাহ্ আমার সাথীদের মধ্যে আমার এমন পরিণতি যেন না হয় যে, আমার মালটি হারিয়ে যাবে।" পরে ঢেউয়ের ধাক্কায় তাঁর পেয়ালাটি ঠিক সেই ঘাটে গিয়ে পৌঁছে যেখানে তাদের তীরে ওঠার কথা। তাঁর সাথিগণ ওই পেয়ালা তুলে নেয় এবং তাঁর নিকট ফেরত দেয়।

পরিস্থিতি এমন সুখকর ছিল যে, কোন ঘোড়া যদি সাঁতরাতে সাঁতরাতে ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে পড়ত তখনই আল্লাহ্ তা'আলা পানির মধ্যে ওই ঘোড়ার জন্যে একটি উঁচু মাটির ব্যবস্থা করে দিতেন। ঘোড়াটি সেখানে দাঁড়াত। বিশ্রাম নিত এবং পুনরায় যাত্রা করত। এমনও দেখা গেছে যে, কোন কোন ঘোড়া ওই গভীর অথৈ নদী পার হয়ে এসেছে কিন্তু তার বুক পর্যন্ত পানি পৌঁছেনি।

বস্তুত এই দিনটি ছিল বড় গুরুত্বপূর্ণ দিন। খুবই বিপজ্জনক দিন এবং এক বিরল ও অতুলনীয় দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মু'জিযা প্রকাশের দিন। সেইদিনে মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদেরকে উপলক্ষ করে এমন ঘটনা ঘটালেন যা কখনো ওই সব অঞ্চলে দেখা যায়নি। শুধু ওই সব অঞ্চলে নয় পৃথিবীর কোথাও এমন ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য

ইতিপূর্বে উল্লেখিত আলা ইব্‌ন হাযরামী ঘটনাটিও এমনতর ব্যতিক্রমী ছিল। এই ঘটনা সেই ঘটনা থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক। কারণ এখানকার সৈন্যসংখ্যা ওখানকার সৈন্যসংখ্যা থেকে বহুগুণ বেশি ছিল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, দাজলা নদী পার হবার সময় হযরত সা'দ (রা)-এর একান্ত সাথী ছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রা)। হযরত সা'দ তখন বলছিলেন–

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلَ وَاللّٰه لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ وَلِيَّهُ وَلَيُظْهِرَ مِنَّ اللّٰهُ دِيْنَهُ وَلَيَهْزِمَنَّ اللّٰهُ عَدُوَّهُ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِى الْجَيْشِ بَغِىٌّ لَوْ ذُنُوْبُ تَغْلِبُ الْحَسَنَاتِ ـ

আমাদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক! আল্লাহ্র কসম, মহান আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁর বন্ধুকে সাহায্য করবেন। তাঁর দীনকে জয়ী করবেন এবং তাঁর শত্রুকে পরাজিত করবেন যদি সৈন্যদলের মধ্যে কোন সত্যদ্রোহী না থাকে এবং যদি পুণ্যের উপর প্রাধান্য পায় তেমন পাপ না থাকে। তখন হযরত সালমান (রা) বললেন, দীন-ই-ইসলাম এমন যোগ্যতা রাখে যে, তার অনুসারীদের জন্যে জলভাগ অনুগত হয়ে যাবে যেমন অনুগত হয়ে যায় স্থলভাগ। সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমি সালমানের প্রাণ! এই মুজাহিদ বাহিনী যেমন দলবদ্ধভাবে পানিতে নেমেছে ঠিক তেমনি দলবদ্ধভাবে তীরে গিয়ে উঠবে। বস্তুত পানিতে অবস্থান করে হযরত সালমান (রা) যা বলেছিলেন বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। সকল সৈনিক তীরে গিয়ে উঠেছেন। তাঁদের একজনও পানিতে ডুবে মরেননি কিংবা নিখোঁজ হননি।

মুজাহিদগণ অপর তীরে উঠে সুস্থির হলেন। তাঁদের ঘোড়াগুলো বিজয়ের ডাক ছাড়ছিল আর কেশর ঝাড়া দিচ্ছিল। এরপর তারা পারসিকদের পিছু ধাওয়া করে, মাদাইনে প্রবেশ করেন। কিন্তু শহরের মধ্যে কাউকেই তারা খুঁজে পায়নি। বরং পারস্য সম্রাট তার পরিবার-পরিজন ও সাধ্যমত মালপত্র নিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যায়। সে বহু পশু, সম্পদ, জামা-কাপড়,আসবাবপত্র, তৈজসপত্র ও মহামূল্যবান তৈল সামগ্রী রেখে যায়। তার কোষাগারে তখন প্রায় তিন লক্ষ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। মুসলিম সৈন্যগণ সেখান থেকে যতদূর সম্ভব স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেছিল আর অবশিষ্টগুলো ফেলে রেখেছিল। তারা যা এনেছিল মূল সম্পদের প্রায় অর্ধেক ছিল। ওই নগরে সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছিল "কাতীবাহ্ আল আহওয়াল" নামের মুসলিম সেনাদল। এরপর "কাতীবাহ্ আল খারসা"। তারা নগরীর অলিগলিতে শত্রু সৈন্য খুঁজেছে কিন্তু কাউকে পায়নি। তাদের মনে কোন ভয়ও ছিল না। কিন্তু শ্বেত প্রাসাদ সম্পর্কে তাদের শংকা ছিল। কারণ সেটি ছিল একটি সুরক্ষিত দুর্গ। সেখানে যুদ্ধবাজ শত্রু সৈন্য লুকিয়ে থাকার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

হযরত সা'দ (রা) সকল সৈন্য নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। শ্বেত প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে হযরত সালমান (রা)-এর মাধ্যমে তিনি তিন দিন পর্যন্ত প্রাসাদের লোকজনকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া-শব্দ এল না। তৃতীয় দিনে মুসলিম সৈন্য প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করে। হযরত সা'দ সেখানে অবস্থান করেন এবং শাহী আস্তানাকে নামাযের জায়গা হিসেবে ঘোষণা করেন। ওই শাহী প্রাসাদে প্রবেশের সময় তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন–

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ * وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ -

তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছে উদ্যান ও প্রস্রবণ। কত শস্যক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ। কত বিলাস উপকরণ যা ওদেরকে আনন্দ দিত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (সূরা- ৪৪, দুখান ঃ ২৫-২৮)

এরপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং আট রাকআত বিজয়ের শোকরানা নামায আদায় করলেন। সায়ফ ইব্‌ন উমর তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এক সালামে ওই নামায আদায় করেন। এই বছরের সফর মাসে তিনি শাহী দফতরে জুমুআর নামায আদায় করেন। এটি হলো ইরাকে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম জুমুআর নামায। কারণ সেনাপতি সা'দ (রা) ওখানে ইকামত বা অবস্থান করার নিয়ত করেছিলেন। বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে তিনি সেনা অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। এই সূত্রে জালূলা, তিকরিত ও মুসেল জয় হয়। এরপর তাঁরা কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। এরপর তিনি পারসিক সম্রাটের সন্ধানে সেনা অভিযান প্রেরণ করেন। একদল শত্রুসেনা তাদের মুখোমুখি হয়। মুসলিম সেনাবাহিনী ওদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তাদের নিকট থেকে প্রচুর মালামাল ছিনিয়ে নেয়। মুসলমানগণ যা নিয়ে আসেন তার অধিকাংশ ছিল পারস্য সম্রাটের জামা-কাপড়, শিরস্ত্রাণ ও গহনা। সেনাপতি সা'দ (রা) সেখানকার আসবাপত্র ও উপহার-উপঢৌকন সংগ্রহ করতে থাকেন। এগুলো এত বেশি ছিল যে, তার মূল্য নির্ধারণ, গণনা করণ এবং বিবরণ প্রদান কোনটিই সম্ভব ছিল না।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, শাহী দফতরে কাঁচের তৈরি অনেকগুলো মূর্তি ছিল। হযরত সা'দ একটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সেটির হাত দ্বারা একদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। তিনি বললেন যে, এটির এরূপ নির্মাণের পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। তিনি ওই অঙ্গুলির অনুসরণে অগ্রসর হলেন। অবিলম্বে তিনি সন্ধান পেলেন পূর্ববর্তী সম্রাটদের বিশাল বিশাল ধন-সম্পদের। তিনি সেখান থেকে বহু মালামাল, ধন-রত্ন ও হীরা-জহরত বের করে আনলেন। অন্য মুসলিম সৈন্যরা প্রচুর ধন-রত্ন ওখান থেকে সংগ্রহ করলেন। এমন ধনরত্ন দুনিয়াতে কেউ দেখেনি। এর মধ্যে ছিল সম্রাটের মুকুট। এটি মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরত দ্বারা মোড়ানো ও অলংকৃত ছিল। দেখলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। এমনিভাবে সম্রাটের কোমরবন্দ, তার তরবারি, বাহুবন্দ, জুব্বা-কাবা এবং দরবারের ফরাশ ও বিছানাসমূহ হস্তগত হয়। ওই একটি ফরাশ ছিল ৬০×৬০ গজ। এটি ছিল স্বর্ণ, মণি-মুক্তা ও মহামূল্যবান হীরার তৈরি। তাতে ছিল পূর্ববর্তী সকল সম্রাটের ছবি। আরো ছিল পারস্য দেশের নদ-নদী, দুর্গ-কিল্লা, রাজ্য-রাষ্ট্র, ধন-সম্পদ এবং ফল-ফসলের চিত্র।

সম্রাট সিংহাসনে আসন গ্রহণ করত এবং নীচের দিক থেকে মুকুটের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিত। তার মুকুট থাকত স্বর্ণের শিকলে ঝুলন্ত। কারণ মুকুটটি এত ভারী ছিল যে, সম্রাট তা মাথায় বহন করতে পারত না। তাই যথানিয়মে সম্রাট সিংহাসনে বসত এবং বসত মুকুটটির সরাসরি নিচে। তারপর মুকুটের তলদেশ দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিত। স্বর্ণের শিকল তো

মুকুটটিকে প্রয়োজন অনুপাতে উর্ধ্বে ধরে রাখত। সিংহাসনে আরোহণ ও মুকুট পরিধান এর সবকিছু হতো পর্দার মধ্যে। পূর্ণ প্রস্তুতির পর পর্দা উঠে গেলে তাৎক্ষণিক সকল আমীর-উমারা তাকে সিজদা করত। তার পরিধানে থাকত কোমরবন্দ, দু'খানা বাজুবন্দ, তরবারি, স্বর্ণে মোড়ানো শাহী জামা। এরপর সম্রাট একে একে সকল শহর-নগরের সংবাদ নিত। কোন্ গ্রামে কে শাসক, ওই গ্রাম কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা তার খোঁজ-খবরও নিত। তারপর অন্য গ্রাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। এভাবে সে তার অধীনস্থ শহর ও জনপদের খোঁজ-খবর নিত। অবহেলায় ছেড়ে দিত না কোন গ্রামকে। রাজত্বের অবস্থান ও চিত্র স্মরণ রাখার জন্যে এই বিছানা তার সম্মুখে বিছিয়ে রাখা হতো। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল বেশ ভাল পদক্ষেপ।

এরপর আল্লাহ্র বিধান কার্যকর হলো। ওই রাজ্য-সাম্রাজ্য ও এলাকা-অঞ্চল থেকে তার দখল রহিত হলো। মুসলমানগণ প্রচণ্ড শক্তিতে সে সবের মালিকানা লাভ করলেন। পারসিকদের সকল দম্ভ-অহংকার ধুলোয় মিশে গেল। মহান আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়ে দিলেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

সেনাপতি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) সংগৃহীত ও দখলীকৃত মালামাল সংরক্ষণের দায়িত্ব দিলেন আমর ইব্ন আমর ইব্ন মুকাররিনকে। তিনি সর্বপ্রথম শ্বেতপ্রাসাদ ও শাহী প্রাসাদে যে মালামাল ছিল সেগুলো হস্তগত করলেন। মাদাইনের গৃহগুলো এবং শাহী দফতরে যা পেলেন তাও হস্তগত করলেন। যুহরাহ ইব্ন হাবিয়্যাহ্-এর সহসেনাকর্মীগণের পক্ষ থেকে যা জমা হলো তাও হস্তগত করলেন। যুহরাহ্ সেনাপতি যা জমা দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল একটি খচ্চর। সেটি তিনি পারসিকদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

পারসিক সৈন্যরা অনেকগুলো তরবারির সাহায্যে ওই খচ্চরটিকে পাহারা দিচ্ছিল। সেনাপতি যুহরা বললেন, নিশ্চয়ই এ খচ্চরের মধ্যে কোন রহস্য আছে। তিনি ওদের হাত থেকে সেটি ছিনিয়ে এনে সংগৃহীত মালামালের মধ্যে শামিল করে দিলেন। দেখা গেল দুই খচ্চরের পিঠে দু'টো থলি রয়েছে। তার মধ্যে ছিল পারস্য সম্রাটের জামা-কাপড়, গহনা ও শাহী পোশাক। অন্য একটি খচ্চর তিনি ছিনিয়ে এনেছিলেন, ওই খচ্চরের পিঠেও দু'টো থলে ছিল। ওই থলেতে সম্রাটের মুকুট ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানে গিয়ে সৈনিকগণ এগুলো শত্রুদের থেকে ছিনিয়ে এনেছিল এবং সংগৃহীত মালামালের মধ্যে জমা রেখেছিল। তারা যা জমা দিয়েছিল তাও ছিল প্রচুর সম্পদ। তার অধিকাংশ ছিল সম্রাটের আসবাবপত্র, তৈজস সামগ্রী এবং মূল্যবান মালামাল। পারসিক সৈনিকগণ এগুলো নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মুসলমানগণ তাদেরকে ধরে ফেলেন এবং মালপত্র ছিনিয়ে নেন। পারসিকগণ ভীষণ ভারী হবার কারণে সম্রাটের বিছানাগুলো নেয়ার চেষ্টা করেনি এবং একই কারণে সাধারণ মালামালও নেয়নি। মুসলিমগণ ওইসব ঘরে প্রবেশ করে দেখেন যে, ঘরের ছাদ পর্যন্ত থরে থরে সাজানো স্বর্ণ-রৌপ্যের থালা-বাসন পড়ে রয়েছে। তারা অনেক সুগন্ধি কর্পূর সামগ্রী পরিত্যক্ত অবস্থায় পান। তারা মনে করেছিলেন সেগুলো লবণ। কেউ কেউ রুটির আটার মধ্যে সেগুলো মিশ্রিতও করেছিলেন। পরে খেতে গিয়ে তিক্ততা অনুভব করলেন। অবশেষে বিষয়টি পরিষ্কার জানা গেল যে, ওগুলো লবণ নয় কর্পূর।

বস্তুত ওই অভিযানে ফাই বা যুদ্ধবিহীন অর্জিত মালামালের পরিমাণ বহু বৃদ্ধি পেল। সেনাপতি সা'দ (রা) ওই মালামাল ৫ ভাগে বিভক্ত করে। বিধি মুতাবিক $\frac{১}{৫}$ অংশ বায়তুল মালের জন্যে রেখে $\frac{৪}{৫}$ অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা নেন। তিনি এগুলো বণ্টনের দায়িত্ব দেন হযরত সালমান ফারসীকে। তিনি $\frac{৪}{৫}$ অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তাতে প্রত্যেক অশ্বারোহী পেয়েছিল ১২ হাজার মুদ্রা করে। অবশ্য এই অভিযানে সকল মুজাহিদ ছিল অশ্বারোহী। কারো কারো নিকট নিজস্ব ঘোড়া ছিল না বরং অন্য থেকে নেয়া ঘোড়া ছিল। সেনাপতি সা'দ চাইলেন যে, শাহী বিছানা ও সম্রাটের জামা পোশাকগুলো ভাগ না করে, না কেটে আস্ত যেন খলীফার দরবারে প্রেরণ করা হয় যাতে খলীফা নিজে এবং স্থানীয় মুসলমানগণ এই নজরকাড়া আশ্চর্যজনক বস্তুগুলো দেখতে পান। এজন্যে তিনি বিছানা ও জামা-কাপড়ে প্রাপ্য নিজ নিজ অংশ বায়তুল মালের জন্যে দান করে দেয়ার অনুরোধ জানালেন সকল মুজাহিদকে। সকলে সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং আস্ত মদীনায় পাঠানোর অনুমতি দিল। সেনাপতি সা'দ (রা) বাশীর ইব্‌ন খাসাসিয়্যাহ-এর মাধ্যমে $\frac{১}{৫}$ অংশ গনীমতের মাল এবং শাহী ফরাশ ও সম্রাটের জামা-কাপড় মদীনায় খলীফার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে হালীস ইব্‌ন ফুলান আসাদীর মাধ্যমে খলীফা বিজয়ের সংবাদ অবগত হন।

বর্ণিত আছে যে, খলীফা উমর (রা) ওগুলো দেখে বলেছিলেন, 'আমাদের লোকেরা এসব প্রেরণ করেছে আমানতদার লোকদের নিকট।' তখন হযরত আলী (রা) বললেন, আপনি পবিত্র থেকেছেন তাই আপনার প্রজারাও পবিত্র থেকেছে। আপনি যদি হালাল-হারাম বিবেচনা না করে যা পেতেন তাই নিতেন তাহলে আপনার প্রজারাও তা-ই করত। এরপর খলীফা উমর (রা) ওগুলো স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এই সূত্রে হযরত আলী (রা) ওই বিছানার একটি টুকরা পেয়েছিলেন। সেটি তিনি ২০ হাজার দিরহামে বিক্রি করেছিলেন।

সায়ফ ইব্‌ন উমর উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর (রা) একটি কাঠ দাঁড় করিয়ে সম্রাটের পোশাক তাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে মানুষ দেখতে পায় যে, এই সাজ-সজ্জার মধ্যে কেমন অহংকার সৃষ্টি হয় এবং এই ধ্বংসশীল দুনিয়াতে কেমন চাকচিক্য ও চমক সৃষ্টি করা যায়। আমরা আলোচনা করেছি যে, হযরত উমর (রা) সম্রাটের পোশাকগুলো বনু মুদলাজ গোত্রের আমীর সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুশাম (রা)-কে দিয়েছিলেন ব্যবহার করার জন্যে, পরিধান করার জন্যে।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী তাঁর "দালাইলুন নুবূওয়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ ইস্পাহানী বলেছেন ..... হাসান থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট পারস্য সম্রাটের শাহী পোশাক আনয়ন করা হলো। সেটি তাঁর সম্মুখে রাখা হলো। সেখানে অন্যান্যের মধ্যে সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শাম ছিলেন। সম্রাট কিসরা ইব্‌ন হুরমুযের দু'টো বাজুবন্দ সুরাকাকে দেয়া হলো। তিনি সেই দু'টো পরিধান করলেন। সেগুলো তাঁর কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সুরাকার পরিধানে এ দুটো বাজুবন্দ দেখে খলীফা উমর (রা) বললেন, 'সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র যিনি পারস্য সম্রাটের বাজুবন্দ এনে পরিয়ে দিলেন বানূ মুদলাজের বেদুঈন লোক সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শামের হাতে। ..... বায়হাকী এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) বাজুবন্দ দু'টো সুরাকার হাতে পরিয়ে দিলেন। এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সুরাকার হাতের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে দেখছি যেন তোমার দু'বাহুতে পারস্য সম্রাটের বাজুবন্দ পরিধান করানো।" শাফিঈ (র) বলেন, সুরাকার হাতে সম্রাটের বাজুবন্দ পরিয়ে দিয়ে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন, হে সুরাকা! তুমি বল, "আল্লাহু আকবার"। সুরাকা বললেন, "আল্লাহু আকবার" এরপর খলীফা বললেন, 'তুমি বল, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র যিনি পারস্য সম্রাটের বাজুবন্দ দু'টো খুলে এনে বানূ মুদলাজ গোত্রের বেদুঈন লোক সুরাকার হাতে পরিয়ে দিলেন।'

হায়ছাম ইব্ন আদী বলেন, উসামা ইব্ন যায়েদ লায়ছী বর্ণনা করেছেন কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর থেকে। তিনি বলেছেন, কাদেসিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস খলীফা উমর (রা)-এর নিকট পারস্য সম্রাটের রাজকীয় কোট, তার তরবারি, বাজুবন্দ, কোমরবন্দ, পায়জামা, জামা, মুকুট ও মোজা জোড়া পাঠায়। এগুলো পেয়ে হযরত উমর (রা) উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকালেন। সকলের মধ্যে দৈহিক বিশালত্বের বিবেচনায় সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। খলীফা বললেন, সুরাকা! দাঁড়াও, এগুলো পরিধান কর। সুরাকা বললেন, আমিও আশাবাদী ছিলাম পরিধান করার জন্যে। আমি দাঁড়িয়ে তা পরিধান করে নিলাম। খলীফা বললেন, পেছনে ফিরে দাঁড়াও। আমি পেছনে ফিরে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন 'সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়াও', আমি তা-ই করলাম। তারপর খলীফা বললেন, 'বাহ্বা, বাহ্বা, বানূ মুদলাজের একজন বেদুঈন লোক, তার দেহে শোভা পাচ্ছে পারস্য সম্রাটের রাজকীয় কোট, পায়জামা, তরবারি, কোমরবন্দ, মুকুট ও মোজা জোড়া। তারপর খলীফা বললেন, হে সুরাকা! এমন একদিন ছিল যে, পারস্য সম্রাট ও তার পরিবারের এই সব মালামাল যদি তোমার পরিধানে থাকত তবে তা হতো তোমার জন্যে এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে পরম মর্যাদা ও গৌরবের। এখন আর সেইদিন নেই। এগুলো খুলে ফেল। সুরাকা তা খুলে ফেললেন।

এরপর খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি আপনার নবী ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে এগুলো থেকে বিরত রেখেছেন অথচ তিনি আপনার নিকট আমার চাইতে বহু বেশি প্রিয় ও সম্মানিত ছিলেন। আপনি খলীফা আবূ বকর (রা)-কে এগুলো থেকে বিরত রেখেছেন। তিনি আপনার নিকট আমার চাইতে অধিক প্রিয় ছিলেন, অধিক সম্মানিত ছিলেন। এখন আপনি আমাকে এগুলো দিয়েছেন। হে আল্লাহ্ ! আপনি যদি আমাকে ফিতনার জালে আটকানোর জন্যে এগুলো দিয়ে থাকেন তাহলে এগুলো থেকে আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি। এরপর খলীফা কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদছেন তো কাঁদছেনই। উপস্থিত সকলে তাঁকে শান্ত করলেন– সান্ত্বনা দিলেন। তারপর তিনি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফকে বললেন, আমি আপনাকে কসম দিচ্ছি এখন থেকে সন্ধ্যা হবার আগে আগে আপনি এগুলো বিক্রি করে প্রাপ্য মূল্য যথানিয়মে মানুষদের মধ্যে বণ্টন করে দিন।

সায়ফ ইব্ন উমর তামীমী বলেছেন যে, ওই সব জামা-কাপড়, হীরা-জহরতের সাথে সম্রাটের তরবারি এবং আরো কতগুলো তরবারি হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত করা

হয়। তরবারিগুলোর মধ্যে একটি ছিল হীরা রাজ্যে সম্রাটের পক্ষে নিযুক্ত শাসনকর্তা নু'মান ইব্ন মুনযিরের। তখন হযরত উমর (রা) বলেছিলেন, "সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র যিনি পারস্য সম্রাটের তরবারিকে তার জন্যে ক্ষতিকর করেছেন, যেটি তার কোন কল্যাণে আসেনি। তারপর তিনি বললেন, 'আমাদের মুজাহিদগণ এগুলো প্রেরণ করেছে আমানতদার ও বিশ্বস্ত লোকদের নিকট। তিনি আরো বললেন, সম্রাট এসব ধন-সম্পদ পেয়ে পরকাল থেকে উদাসীন থাকা ব্যতীত কিছুই করতে পারেনি। সেগুলো সঞ্চয় করেছিল তার স্ত্রীর স্বামীর জন্যে অথবা তার কন্যার স্বামীর জন্যে। সে তার নিজের পরকালীন কল্যাণের জন্যে কিছুই করেনি। সে যদি তার নিজের পরকালীন কল্যাণের জন্যে কিছু সঞ্চয় করত এবং অতিরিক্ত ধন-সম্পদ যথাস্থানে ব্যয় করত তাহলে সে তা পেত। এ সম্পর্কে জনৈক মুসলিম কবি আবূ নুজায়দ নাফি' ইব্ন আসওয়াদ বলেছেন ঃ

وَاَمَلْنَا عَلَى الْمَدَائِنِ خَيْلاً * بَحْرُهَا مِثْلُ بَرِّهِنَّ اَرِيْضًا -

আমাদের লক্ষ্য ছিল যে, আমরা মাদাইন জয় করার জন্যে অশ্বদল পাঠাব। আমাদের ওই অশ্বদলের জন্যে স্থলভাগ-জলভাগ দুটোই সমান, দুটোই কল্যাণকর।

فَانْتَشَلْنَا خَزَائِنَ الْمَرْءِ كِسْرى * يَوْمَ وَلَّوْا وَحَاصَ مِنَّا جَرِيْضًا -

আমরা পারস্য সম্রাটের সকল ধনৈশ্বর্য দখল করে নিয়েছি। যেদিন তারা পালিয়ে গিয়েছে আমাদের ভয়ে। পালিয়েছে দুঃখ-বেদনা ভরা মন নিয়ে।

জালূলার যুদ্ধ

পারস্য সম্রাট ইয়ায্দগির্দের ইব্ন শাহারিয়ার মাদাইন থেকে পালিয়ে হুলওয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সে পথিমধ্যে স্থানীয় বিভিন্ন শহর ও গোত্রের লোকজন একত্র করে সেনাদল পুনর্গঠনের তৎপরতা চালায়। ফলে সেখানে পারসিকদের একটি বিশাল বাহিনী গড়ে ওঠে। সম্রাট ইয়াযদগিরদ তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করে মাহরানকে। ওদেরকে ওখানে রেখে সম্রাট ইয়াযদগির্দ হুলওয়ান গিয়ে পৌঁছে। এই সেনাবাহিনী মুসলিম সেনাবাহিনী ও পারস্য সম্রাটের সাথে বেরিকেড হিসেবে জালূলা নামক স্থানে অবস্থান নেয়। ওরা জালূলার চারদিকে বড় বড় পরিখা তৈরি করে। বহু সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে এবং অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকে। মুসলিম সেনাপতি হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) খলীফা উমর (রা)-কে এ সংবাদ অবহিত করেন। খলীফা তাঁকে লিখেন যে, সা'দ নিজে মাদাইনে থাকবেন। তাঁর ভাতিজা হাশিম ইব্ন উতবাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে একটি সেনাদল সম্রাট ইয়ায্দগির্দের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবেন। ওই বাহিনীর সম্মুখে থাকবে কা'কা' ইব্ন আমর, ডান বাহুতে সা'দ ইব্ন মালিক। বাম বাহুতে তাঁর ভাই আমর ইব্ন মালিক। মূল দলের দায়িত্বে আমর ইব্ন মুররাহ্ জুহানী। খলীফার নির্দেশে সেনাপতি সা'দ (রা) তাই করলেন।

প্রায় ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তাঁর ভাতিজা হাশিম ইব্ন উতবার নেতৃত্বে সম্রাট ইয়াযদগির্দের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। ওই বাহিনীতে নেতৃস্থানীয় মুহাজিরগণ, আনসারগণ এবং আরব মুসলমানগণ ছিলেন। এই অভিযান প্রেরণ করা হয় এই হিজরী সনের

অর্থাৎ ১৬ হিজরী সনের সফর মাসে মাদাইন যুদ্ধের পরে। সেনাদল যাত্রা করল। তারা অগ্নি উপাসক পারসিকদের নিকট গিয়ে পৌঁছল। ওরা ছিল জালূলা নামক স্থানে। তাদের চারদিক ছিল সদ্য খননকৃত পরিখাসমূহ। হাশিম ইব্‌ন উতবা ওদেরকে অবরুদ্ধ করলেন। ওরাও সার্বক্ষণিক শহর থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করত। এত প্রচণ্ড যুদ্ধ হতো যা ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। সম্রাট ইয়াযদগির্দ ওদের নিকট নিয়মিত সেনা সাহায্য পাঠান। মুসলিম সেনাপতি সা'দও একের পর এক অতিরিক্ত সেনাদল পাঠাচ্ছিলেন হাশিম ইব্‌ন উতবার সাহায্যার্থে। যুদ্ধ উত্তেজনাকর রূপ নিল। কঠিন আঘাত প্রতিঘাত চলল। যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। সেনাপতি হাশিম সৈনিকদের উদ্দেশ্যে একাধিকবার ভাষণ দিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখার এবং কঠিন যুদ্ধ পরিচালনায় উৎসাহিত করলেন। এদিকে পারসিকগণও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো এবং আগুন ছুঁয়ে শপথ নিল যে, আরবদের নিশ্চিহ্ন না করে তারা এই স্থান ত্যাগ করবে না।

যুদ্ধের শেষ দিন জয়-পরাজয় সাব্যস্ত হবার দিনও উভয়পক্ষ ভোর থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। এমন যুদ্ধ ইতিপূর্বে হয়নি। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষের বর্শা ফুরিয়ে গেল। তীর শেষ হয়ে গেল। তারা তরবারি ও কুঠার ব্যবহার শুরু করল। ইতিমধ্যে যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। মুসলমানগণ ইশারায়-ইঙ্গিতে নামায আদায় করে নিলেন। পারসিকদের প্রথম দল পেছনে গিয়ে নতুন দল সম্মুখে এল। এসময় কা'কা' ইব্‌ন আমর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে মুসলিম সৈন্যদল! আপনারা যা দেখছেন তা কি আপনাদের ভীত করছে?' মুসলিম সৈন্যরা বলল, 'তা তো বটে।' আমরা পরিশ্রমের পর পরিশ্রম করছি আর শত্রু সৈন্যরা বিশ্রাম নিচ্ছে। তিনি বললেন, 'এবার আমরা ওদের উপর প্রচণ্ডভাবে হামলা করব। ওদেরকে কাবু করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করব। যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের এবং তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। আপনারা সকলে এবার ওদের উপর একযোগে একসাথে সম্মিলিত আক্রমণ চালাবেন। ওদের রক্ষাব্যূহ ভেদ করে আমরা ওদের সাথে মিশে যাব এবং কাছে থেকে মারব।' কা'কা' ইব্‌ন আমর আক্রমণ চালালেন। সকল মুসলিম সৈন্য একযোগে আক্রমণ চালাল। কা'কা' হামলা চালালেন প্রচণ্ড সাহসী বীর অশ্বারোহীর একটি দল সাথে নিয়ে। তিনি শত্রুপক্ষের পরিখার মুখে গিয়ে পৌঁছলেন।

ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকার নেমে এল। তাঁর অবশিষ্ট সাথিগণ সাধারণ সৈনিকদের মাঝে রয়ে গেল। তারা যুদ্ধ চালাতে ইতস্তত করছিল রাত নেমে আসার কারণে। সেদিন সাহসী সৈন্যদের মধ্যে তুলায়হা আসাদী, আমর ইব্‌ন মাদীকারাব যুবায়দী, কায়স ইব্‌ন মাকসূহ এবং হুজর ইব্‌ন 'আদী প্রমুখ ছিলেন। রাতের অন্ধকারে কা'কা' কোথায় গিয়ে পৌঁছেছেন, কী করেছেন তা তাঁরা জানতেন না। তবে তাঁরা জেনেছেন জনৈক ঘোষণাকারীর ঘোষণার মাধ্যমে। ঘোষক বলেন, 'হে মুসলিমগণ! তোমরা কোথায়? এই যে, তোমাদের সেনাপতি শত্রু সৈন্যের পরিখার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।' অগ্নি উপাসক পারসিক সৈন্যরা এই ঘোষণা শুনে পরিখা ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এদিকে কা'কা' এর অবস্থানে পৌঁছার জন্যে মুসলমান সৈন্যগণ শত্রু বেষ্টনীর উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। তারা এগিয়ে গিয়ে দেখে কা'কা ওদের খন্দকের দরজায়। তিনি দরজা দখল করে আছেন। পারসিক সৈন্যগণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাচ্ছে তত পালাচ্ছে। মুসলমানগণ চারদিক থেকে ওদেরকে ঘিরে ফেলে। ওদেরকে ধরার জন্যে

সকল চৌকিতে পাহারা দেয়। ওই যুদ্ধের ময়দানে প্রায় এক লাখ পারসিক সৈন্য নিহত হয়। নিহতদের লাশে ভূমির উপরিভাগ ঢাকা পড়ে যায়। এজন্যে ওই এলাকার নাম জালূলা অর্থাৎ আচ্ছাদিত রাখা হয়েছে।

মুসলমনগণ মাদাইনে যে পরিমাণ শত্রু সম্পদ হস্তগত করেছিলেন এই যুদ্ধেও প্রায় সে পরিমাণ শত্রু সম্পদ অর্জন করেন। যে কয়জন পারসিক সৈন্য পালিয়ে গিয়ে সম্রাট ইয়াযদগির্দের কাছে পৌঁছেছিল ওদেরকে ধ্বংস করার জন্যে সেনাপতি হাশিম ইব্‌ন উতবা কা'কা' ইব্‌ন আমরকে প্রেরণ করেন। কা'কা ইব্‌ন আমর শত্রুর খোঁজে অগ্রসর হন। তাঁরা পারসিক সেনাপতি মাহরানকে পলায়ন চেষ্টারত অবস্থায় ধরে ফেলেন। তারপর কা'কা' ইব্‌ন আমর তাকে হত্যা করেন। পারসিকদের অন্য একজন সেনাপতি ফীরুযান মুসলমানদের হাত থেকে বেঁচে পালিয়ে যায়। অনেক পারসিক সৈন্য বন্দী হয়। তাদেরকে হাশিম ইব্‌ন উতবার নিকট প্রেরণ করা হয়, মুসলমানগণ বহু পশু-প্রাণী দখল করে নেয়। হাশিম ইব্‌ন উতবা গনীমতের মালামাল তাঁর চাচা প্রধান সেনাপতি সা'দ (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। সেনাপতি সা'দ বিধি মুতাবিক সেগুলো প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

শা'বী বলেন, জালূলা-এর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালামালের মূল্য ছিল প্রায় তিন কোটি দিরহাম। তার $\frac{১}{৫}$ অংশ ছিল ৬০ লক্ষ দিরহাম প্রায়। অন্যরা বলেছেন যে, প্রত্যেক সৈন্য মাদাইন যুদ্ধে যে পরিমাণ গনীমতের মাল পেয়েছিল জালূলার যুদ্ধেও প্রায় সে পরিমাণ মালামাল পেয়েছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক অশ্বারোহী পেয়েছিল ১২ হাজার মুদ্রা করে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী যোদ্ধা পেয়েছিলেন ৯ হাজার দিরহাম ও নয়টি করে পশু। এগুলো সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্বে ছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রা)। এরপর সেনাপতি সা'দ (রা) মালামাল, দাস-দাসী ও জীব-জন্তুর $\frac{১}{৫}$ অংশ যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফয়ান, কুদা'আ ইব্‌ন আমর এবং আবূ মুকাররিন আসাদীর মাধ্যমে খলীফা উমর (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা খলীফার দরবারে উপস্থিত হলেন।

খলিফা উমর (রা) যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফয়ানের নিকট যুদ্ধের বিবরণ শুনতে চাইলেন। যিয়াদ সবিস্তারে ওই বিবরণ পেশ করলেন। যিয়াদ খুব বিশুদ্ধভাষী ও বাগ্মী লোক ছিলেন। তাঁর উপস্থাপনা ও বিবরণ খলীফার বেশ পছন্দ হয়। তিনি চাইলেন যে, মদীনার মুসলমানগণ যিয়াদের মুখে যুদ্ধের বিবরণ শুনুক। খলীফা যিয়াদকে ডেকে বললেন, 'তুমি আমাকে যেভাবে ওই বিবরণ শুনিয়েছ উপস্থিত লোকজনকে কি তা শুনাতে পারবে? যিয়াদ বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! হ্যাঁ পারব। কারণ এই জগতে একমাত্র আপনিই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়ের মানুষ। আপনার নিকট যখন বিবরণ দিতে পেরেছি তখন অন্যের নিকট পারব না কেন?' যিয়াদ সবার সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং যুদ্ধের বর্ণনা দিলেন। তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর ভাষায় নিহতের সংখ্যা, গনীমতের মালামালের পরিমাণসহ পুরো বৃত্তান্ত পেশ করলেন। তখন হযরত উমর (রা) বলেন, নিশ্চয়ই এই লোক বিশুদ্ধ ভাষী ব্যক্তি। তখন যিয়াদ বললেন, আমাদের সৈন্যগণ বিজয় লাভের মাধ্যমে আমাদের জিহ্বা মুক্ত করে দিয়েছে। সাহসের সাথে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে। এরপর খলীফা উমর (রা) কসম করে বললেন যে, এই মালামাল যেন বণ্টনের পূর্বে কেউ গৃহে না ঢোকে।

বস্তুত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম ও আবদুর রহমান ইব্ন আওফ সারারাত মসজিদের মধ্যে ওই মালামাল পাহারায় রেখেছেন। ভোরে ফজরের নামাযের পর এবং সূর্যোদয়ের পরে খলীফা উমর (রা) লোকজন নিয়ে ওই মালামালের নিকট আসেন। তাঁর নির্দেশে ওগুলোর পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়। মহামূল্যবান, ইয়াকূত, যবরজাদ, (চুনী পান্না, গোমেদ) হলুদ সোনা ও শ্বেতরূপা দেখে হযরত উমর (রা) কেঁদে ফেললেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! কাঁদছেন কেন? এটাতো শোকরগুজারী করার স্থান ও পরিবেশ। হযরত উমর (রা) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি তো সেজন্যে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এজন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সম্প্রদায়কে এই বিলাস-ব্যসন দিয়েছেন সেই সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয়েছে। আর যাদের মধ্যে হিংসা জন্মেছে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি এ মালামাল বণ্টন করে দিয়েছেন যেমন বণ্টন করেছিলেন কাদেসিয়া যুদ্ধে অর্জিত মালামাল।

সায়ফ ইব্ন উমর তাঁর শায়খের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, জালূলার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ১৬ হিজরী সনের যুলকাদা মাসে। মাদাইনের যুদ্ধ ও জালূলার যুদ্ধে ব্যবধান ছিল ৯ মাসের। সায়ফ থেকে বর্ণিত এই বর্ণনায় জমি ও জমির খাজনা সম্পর্ক ...... ইব্ন জারীর কিছু বিরূপ আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ের আলোচনার উপযুক্ত স্থান হলো "আহকাম বা বিধান" বিষয়ক অধ্যায়।

জালূলা যুদ্ধ সম্পর্কে হাশিম ইব্ন উতবা নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেন ঃ

يَوْمُ جَلُوْلاَءَ وَيَوْمُ رُسْتُمٍ * وَيَوْمُ زَحْفِ الْكُوْفَةِ الْمُقَدَّمِ -

জালূলার যুদ্ধ, রুস্তমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং কূফা বিজয়ের যুদ্ধ।

وَيَوْمُ عَرْضِ الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ * وَاَيَّامُ خَلَتْ مِنْ بَيْنَهِنَّ حَرَمَ -

মুহাররাম মাসের যুদ্ধ এবং এগুলোর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধগুলো।

شَيَّبْنَ اَصْرَاغِيْ فَهِيَ هَرَمُ * مِثْلُ ثُغَامِ الْبَلَدِ الْمُحَرَّمِ -

এ সবগুলো যুদ্ধ তো আমার চুলগুলো পাকিয়ে দিয়েছে। সেগুলোতে এখন বার্ধক্য। সেগুলো যেন ইহরাম শরীফের ছুগাম ঘাস।

এ প্রসঙ্গে আবূ নুজায়দ বলেন ঃ

وَيَوْمُ جَلُوْلاَءَ الْوَقِيْعَةِ اَصْبَحَتْ * كَتَائِبُنَا تَرْوِيْ بَاسَدٍ عَوَابِسِ -

জালূলার প্রচণ্ড যুদ্ধে আমাদের সৈন্যরা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করেছে জংলী সিংহের ন্যায়।

فَضَضْتُ جُمُوْعَ الْفَرْسِ ثُمَّ اَنْمَتْهُمْ * فَتَبًّا لاَجْسَادِ الْمُجُوْسِ النَّجَائِسِ -

আমাদের সৈন্যরা ঐক্যবদ্ধ পারসিক সৈন্যদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। তারপর পানিতে মিশিয়ে দিয়েছে। ওই নাপাক অগ্নি উপাসক লাশ ও দেহগুলোর জন্যে ধ্বংস ও ব্যর্থতা।

وَاَفْلَتْهُنَّ الْفِيْرُزَانُ بِجُرْعَةِ * وَمَهْرَانُ اَرَدْتَ يَوْمَ حَزَّ الْقَوَانِسِ -

পারসিক সেনাপতি ফীরুযান এবং মাহরান আমাদের সৈন্যবাহিনী ও অশ্বদলকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তা পারেনি।

اَقَامُوْا بِدَارٍ لِلْمَنِيَّةِ مَوْعِدٌ * وَلِلتُّرْبِ تَحْثُوْهَا خُجُوْجُ الرَّوَامِسِ

মূলত ওই পারসিকগণ দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর দুয়ারে। মৃত্যু ছিল প্রতিশ্রুত। আর তারা দাঁড়িয়েছিল মাটির নিকট। কবরের বাতাস তাদেরকে ওই মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়ার জন্য বইছিল।

হুলওয়ানের যুদ্ধ

জালূলার যুদ্ধ শেষ হবার পর খলীফা উমর (রা)-এর নির্দেশে হিশাম ইব্ন উতবা জালূলাতে অবস্থান করতে থাকেন। আর কা'কা' ইব্ন আমর অগ্রসর হন হুলওয়ানের উদ্দেশ্যে। তিনিও অগ্রসর হয়েছিলেন খলীফার নির্দেশে। উদ্দেশ্য ছিল পলাতক সম্রাটের খোঁজ করা এবং ওদিককার মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা। সেনাপতি কা'কা' অগ্রসর হলেন। পথে তিনি পলাতক পারসিক সেনাপতি মাহরান রাযীর নাগাল পান এবং তাকে হত্যা করেন। ফীরুযান পালিয়ে যায়। ফীরুযান সম্রাটের নিকট গিয়ে পৌঁছে এবং জালূলায় তাদের দুঃখজনক পরাজয়ের সংবাদ সম্রাটকে জানায়। যুদ্ধ পরবর্তী পারসিকদের করুণ দশা, তাদের লক্ষ সৈনিকের প্রাণহানি, মাহরানের নিহত হওয়া সব কিছু সে সম্রাটকে অবহিত করে। এসব শুনে সম্রাট হুলওয়ান ছেড়ে "রায়" দেশে পালিয়ে যায়। যাবার বেলায় খসরুশনুস নামের এক ব্যক্তিকে হুলওয়ানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে। মুসলিম সেনাপতি কা'কা' ইব্ন আমর তো খসরুশনুসের মুকাবিলা করার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হুলওয়ানের বাইরে এক জায়গায় খসরু এসে কা'কা'-এর মুখোমুখি হয়। সেখানে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করেন। খসরুশনুস পরাজিত হয়। কা'কা' তাঁর সেনাদল নিয়ে হুলওয়ান গিয়ে পৌঁছেন। তিনি এবং তাঁর সেনাদল বীর বিক্রমে হুলওয়ানে প্রবেশ করে। তারা প্রচুর যুদ্ধলব্ধ মালামাল গ্রহণ করে এবং সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে।

মুসলিম সেনাদল সেখান থেকে চারদিকে বেরিয়ে পড়ে। বিভিন্ন গ্রাম ও জনপদে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে থাকে। নতুবা জিয়্য়া প্রদান মেনে নিতে বলে। ওরা জিয়্য়া কর প্রদানটাই মেনে নিল। বস্তুত তারা সেখানেই বসবাস করতে থাকে এবং বিধর্মীদের জন্যে জিয্য়া কর নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

কা'কা' তারপর সেখানেই থেকে যান। পরবর্তীতে হযরত সা'দ (রা) মাদাইন থেকে কূফা চলে গেলেন। কা'কা' (রা)-ও সেখানে গিয়ে সেনাপতি সা'দের সাথে মিলিত হলেন। এই বিষয়টি আমরা অচিরেই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

তিকরীত ও মুসেল বিজয়

সেনাপতি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) মাদাইন জয় করলেন। এরপর তিনি সংবাদ পেলেন যে, মুসেলের অধিবাসীগণ 'ইনতাক' নামের এক কাফিরের নেতৃত্বে 'তিকরীত' নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেছে। সেনাপতি সা'দ (রা) জালূলার যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদ এবং তিকরীতে শত্রু সৈন্যদের সমবেত হবার সংবাদ খলীফা উমর (রা)-কে জানালেন। জালূলা

সম্পর্কে হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশনামা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। ইনতাকের নেতৃত্বে তিকরীত অঞ্চলে কাফিরদের সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে খলীফা লিখলেন যে, ওখানে অভিযান প্রেরণের জন্যে একদল সৈন্য বেছে নিন। আর তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করুন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তামকে। অগ্রবাহিনীর দায়িত্বে থাকবেন রিবঈ ইব্ন আককাল গাযী। ডান বাহুর দায়িত্বে হারিছ ইব্ন হিসান যুহলী। বাম বাহুর দায়িত্বে ফুরাত ইব্ন হাইয়ান আজালী। মূল দলের দায়িত্বে হানী ইব্ন কায়স। অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক থাকবেন আরফাজাহ্ ইব্ন হারছামাহ্।

৫০০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাম মাদাইন থেকে যাত্রা করলেন। ৪দিন পথ চলার পর তিনি তিকরীত এসে পৌঁছেন। শত্রু সেনাপতি ইনতাক সেখানে রোমান, শাহারিজী, আরব খ্রিস্টান, ইয়াদ, তাগলিব ও নামির গোত্রসহ বহুগোত্র ও সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে নিয়ে একটি বিশাল বাহনী তৈরি করে। তারা শহরের চারদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা করে।

মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাম ওদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। তিনি ওই শহর অবরোধ করেন। ৪০দিন পর্যন্ত ওই অবরোধ স্থায়ী হয়। এই মেয়াদে তারা প্রায় ২৪ বার মুসলিম সৈন্যদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালায়। কিন্তু প্রতিবারেই তারা ব্যর্থ হয়। তাদের লোকবল নষ্ট হয়। পর্যায়ক্রমে তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। সাহস কমে যায়। রোমান সৈন্যগণ নৌকায় মালামাল ভর্তি করে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাম স্থানীয় গোত্রসমূহ ও সম্প্রদায়গুলোর নিকট এই বলে লোক পাঠিয়ে দিলেন যে, আমরা এই শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করব তোমরা আমাদেরকে সহযোগিতা কর। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। তিনি তাদের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল! আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা এনেছেন তা সত্য বল মেনে নাও। দূতগণ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁকে জানাল যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সেনাপতি পুনরায় এই বলে দূত পাঠালেন যে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমরা যখন তাকবীর ধ্বনি দিব এবং রাতের বেলা শহর আক্রমণ করব তখন তোমরা নৌকার দরজাগুলো বন্ধ করে রাখবে, ওদের কেউই যেন নৌকায় উঠতে না পারে সে ব্যবস্থা করবে। আর যাদেরকে পার ওই শত্রুদেরকে হত্যা করবে।

সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাম তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে শহর আক্রমণ করলেন। তারা গগন বিদারী তাকবীর ধ্বনি দিলেন—একযোগে এককণ্ঠে এবং শহরে হামলা চালালেন। তাদের তাকবীর ধ্বনি শুনে অন্যদিক থেকে বেদুঈনরাও তাকবীর ধ্বনি দেয়। সবদিক থেকে তাকবীর ধ্বনি শুনে শহরবাসীগণ হতচকিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। তারা দাজলা নদীর কাছাকাছি দরজাগুলো দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ইয়াদ তাগলিব ও নামিরা গোত্রের বেদুঈন লোকেরা ওদেরকে আটক করে এবং দ্রুত হত্যা করতে শুরু করে। সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাম অন্য দরজা দিয়ে শহরে ঢোকেন। তাঁরা শহর অভ্যন্তরে যাকেই পেয়েছেন তাকেই খুন

করেছেন। বিভিন্ন গোত্রের স্থানীয় বেদুঈন লোকদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে শুধু তারা নিরাপদ থেকেছে।

হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের নিকট লিখিত পত্রে হযরত উমর (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মুসলিম সৈনিকগণ যদি তিকরীত জয় করতে পারে তবে রিবঈ ইব্ন আফ্ফানকে দ্রুত মুসেল পাঠিয়ে দিতে হবে। বস্তুত তিকরীত জয়ের পর খলীফার নির্দেশ অনুসারে 'রিবঈ' মুসেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে ছিল বহু সাধারণ সৈন্য এবং একদল সাহসী ও বীর যোদ্ধা। মুসেলের অধিবাসিগণ কিছু জানার আগেই তাঁরা মুসেল পৌঁছে যান। নিয়ম মাফিক ঈমান আনয়ন অথবা জিয্য়া করের প্রস্তাব পেয়ে তারা জিয্য়া কর প্রদানের শর্তে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে। আত্মসমর্পণ করে তারা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে। এরপর তিকরীতে অর্জিত গনীমতের মাল বণ্টন করা হয়। প্রতিজন অশ্বারোহী পায় তিন হাজার মুদ্রা আর প্রতিজন পদাতিক পায় এক হাজার মুদ্রা করে। $\frac{1}{5}$ অংশ খলীফার নিকট পাঠানো হয় ফুরাত ইব্ন হাইয়ানের মাধ্যমে। বিজয়ের সংবাদ নিয়ে যান হারিছ ইব্ন হাস্সান। মুসেলে যুদ্ধের দায়িত্ব পান রিব্ঈ ইব্ন আফ্ফান। আর জিয্য়া কর সংগ্রহ ও খলীফার দরবারে প্রেরণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন আরকাহা ইব্ন হারছামা।

ইরাকের 'মাসিবযান' বিজয়

হাশিম ইব্ন উতবা জালূলা বিজয়ের পর মাদাইন ফিরে আসেন। তখন সেনাপতি সা'দ (রা) খবর পান যে, আযীন ইব্ন হুরমুযান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে পারসিকদেরকে নিয়ে একটি সেনাদল গঠন করেছে। তিনি বিষয়টি খলীফা উমর (রা)-কে অবহিত করেন। খলীফা তাঁকে লিখেন যে, আপনি দিরার ইব্ন খাত্তাবের অধিনায়কত্বে একদল সৈনিক পাঠিয়ে দিন আযীনকে মুকাবিলা করার জন্যে। নির্দেশ মুতাবিক একদল সৈন্য নিয়ে দিরার ইব্ন খাত্তাব মাদাইন থেকে আযীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অগ্রবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন ইব্ন হুযায়ল আসাদী। ইব্ন হুযায়ল এগিয়ে গেলেন। সেনাপতি দিরার পৌঁছার আগেই ইব্ন হুযায়ল আযীনের মুখোমুখি হন। প্রচণ্ড আক্রমণে তিনি আযীন বাহনীকে ছত্রভঙ্গ করে আযীন ইব্ন হুরমুযানকে গ্রেপ্তার করেন। তার সাথী অনেক সৈন্যও গ্রেপ্তার হয়। ইব্ন হুযায়লের নির্দেশে তাঁর সম্মুখে আযীনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। পলায়নরত পারসিকদের পেছনে অভিযান চলে। ওদেরকে ধাওয়া করে মুসলমানগণ মাসিবযান শহরে এসে পৌঁছেন। এটি ছিল একটি বড় শহর। শক্তি প্রয়োগে তাঁরা এটি দখল করেন। শহরের অধিবাসিগণ পাহাড়ের গুহায় এবং পর্বত শৃঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাদেরকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে নেমে আসার আহ্বান জানানো হয়। তারা নেমে আসে। যারা ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে তাদের উপর জিয্য়া কর ধার্য করা হয়। খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে ইব্ন হুযায়ল সেখানে অবস্থান করেন। এক পর্যায়ে সেনাপতি সা'দ মাদাইন থেকে কূফায় গিয়ে পৌঁছেন।

কিরকীসিয়্যাহ ও হীত বিজয়

ইব্ন জারীর ও অন্যরা বলেছেন, হাশিম ইব্ন উতবা জালূলা থেকে মাদাইন ফিরে এলেন। হিরাক্লিয়াস যখন কিন্নাসরীন শহরে অবস্থানরত ছিল তখন জাযীরার অধিবাসিগণ হযরত উবায়দা ও খালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে হিমসের অধিবাসীদেরকে সাহায্য করেছিল। এবার তারা

হীত শহরে সমবেত হয়েছিল। সেনাপতি সা'দ (রা) বিষয়টি খলীফা উমর (রা)-কে অবহিত করলেন। খলীফা ওদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করার জন্য লিখলেন এবং উমর ইব্ন মালিক ইব্ন উতবা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আব্দ মানাফকে যেন ওই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। সেনাপতি উমর ইব্ন মালিক সেনাদল নিয়ে হীত শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি গিয়ে দেখেন যে, ওরা শহরের চারদিকে পরিখা খনন করে রেখেছে। তিনি বেশ কিছু সময় ওদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু তখনও বিজয় লাভ করতে পারেন নি। এরপর তিনি হারিছ ইব্ন ইয়াযীদকে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়ে নিজে কিরকীসিয়্যা নগরীর উদ্দেশ্যে চলে যান। তিনি শক্তি প্রয়োগে কিরকীসিয়্যা দখল করে নেন। সেখানকার অধিবাসিগণ জিয্য়া প্রদানে রাজী হয়। তিনি হীতে অবস্থানকারী তাঁর প্রতিনিধি হারিছ ইব্ন ইয়াযীদকে লিখলেন যে, ওরা যদি সমঝোতায় ও সন্ধিতে না আসে তাহলে পরিখার বাইরে কতগুলো পরিখা খনন করবে এবং সেগুলোর দরজা রাখবে নিজেদের সুবিধা মত। অবরুদ্ধ হীতবাসিগণ এই পরিকল্পনার কথা অবগত হয় এবং স্বেচ্ছায় সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে রাজী হয়।

আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিজ যাহাবী বলেছেন যে, এই হিজরী সনে অর্থাৎ ১৬ হিজরী সনে ইয়ারমুকের যুদ্ধ শেষে সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) আমর ইব্নুল আস (রা)-কে কিন্নাসিরীন পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখানে হালাব, মানবাজ ও ইনতাকিয়্যার অধিবাসীদের সাথে জিয্য়া কর প্রদানের শর্তে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং কিন্নাসিরীনের সবগুলো শহর ও জনপদ তিনি শক্তি প্রয়োগে জয় করেন। হাফিজ যাহাবী আরো উল্লেখ করেছেন যে, এই বছরই ইয়ায ইব্ন গানাম মারূজ এবং রুহা শহর জয় করেন।

ইব্ন কালবী উল্লেখ করেছেন যে, এই হিজরী সনে অর্থাৎ ১৬ হিজরী সনে সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) জেরুযালেম অবরোধ করেন। তাঁর বাহিনীর অগ্রশাখার দায়িত্বে ছিলেন হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)। জেরুযালেমবাসিগণ প্রস্তাব দিয়েছিল যে, স্বয়ং খলীফা উমর (রা) জেরুযালেম আসবেন এবং তাদের সাথে সন্ধিপত্রে নিজে স্বাক্ষর করবেন। আবূ উবায়দা (রা) প্রস্তাবটি হযরত উমর (রা)-কে লিখে জানালেন। খলীফা নিজে জেরুযালেম এলেন এবং সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করলেন। কয়েকদিন তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর মদীনায় ফিরে গেলেন। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ ঘটনা ঘটেছিল পূর্ববর্তী বছর অর্থাৎ হিজরী ১৫ সনে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ওয়াকিদী বলেছেন, এই বছরেই হযরত উমর (রা) 'রাবাযা' অঞ্চলকে মুসলমানদের অশ্ব চারণভূমিরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এই বছর খলীফা উমর (রা) আবূ মিহজান ছাকাফীকে "বাজি" এলাকায়[১] নির্বাসনে পাঠান। এই বছরেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আবূ উবায়দের কন্যা সাফিয়্যাকে বিয়ে করেন। আমি বলি সাফিয়্যার পিতা আবূ উবায়দ সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি ওই অভিযানে সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। সাফিয়্যা হলেন পরবর্তীকালে ইরাকের শাসনকর্তা মুখতার ইব্ন আবূ উবায়দের বোন। তিনি একজন পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তাঁর ভাই (মুখতার) ছিল একাধারে পাপাচারী ও কাফির।

---

১. ইয়ামান সাগরের একটি দ্বীপ।

ওয়াকিদী বলেন, এই বছরেই হযরত উমর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। হজ্জের প্রাক্কালে তিনি মদীনার শাসনভার দিয়ে যান যায়দ ইব্ন ছাবিতের হাতে। মক্কায় দায়িত্বশীল ছিলেন আত্তাব। সিরিয়ায় আবূ উবায়দা, ইরাকের দায়িত্বে ছিলেন হযরত সা'দ (রা)। তায়েফে উসমান ইব্ন আবুল আ'স। ইয়ামানে ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া। ইয়ামামা ও বাহরাইনে আলা ইব্ন হাযরামী। ওমানে হুযায়ফা ইব্ন মুহসান। বসরাতে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)। মুসেলে রিবঈ ইব্ন আফকাল। আর জাযীরাতে দায়িত্বশীল ছিলেন ইয়ায ইব্ন গানাম আশ'আরী।

ওয়াকিদী বলেন, এই হিজরী সনের অর্থাৎ ১৬ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হিজরী সন প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী সন প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। আমি বলি, এই সন পরিচালনার কারণ ও রহস্য আমরা 'উমর জীবনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। সেটি হলো, একদিন হযরত উমর (রা)-এর নিকট একটি দলীল উপস্থিত করা হলো। সেটিতে লেখা ছিল যে, আগামী শা'বান মাসে অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির নিকট ঋণের টাকা প্রাপ্য হবে। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, দলীলে উল্লেখিত শা'বান মাস বলতে কোন্ মাস বুঝানো হয়েছে ? চলতি বছরের শা'বান মাস না গত বছরের শা'বান মাস নাকি পরবর্তী বছরে শা'বান মাস ? এরপর তিনি লোকজনকে ডেকে দরবারে উপস্থিত করে বললেন, তোমরা এমন একটা বিষয় নির্ধারিত কর যাতে মানুষ ঋণ প্রাপ্তির সঠিক সময় জানতে পারে। কেউ কেউ বলল যে, পারসিকদের ন্যায় রাজাদের সিংহাসনে আরোহণের হিসাবে আমরা তারিখ গণনা শুরু করতে পারি। ওদের নিয়ম ছিল যে, এক রাজার মৃত্যুর পর নতুন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করলে তখন থেকে নতুন বছর শুরু হতো। উপস্থিত লোকজন এটি পছন্দ করেনি।

কেউ কেউ বলল, রোমানগণ যখন সেকান্দর (র)-এর সিংহাসনে অবস্থানের সময় থেকে তারিখ গণনা করে যাচ্ছে তখন আমরাও সেভাবে গণনা করে যাই। কণ্ঠভোটে এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। কেউ কেউ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের সময় থেকে সাল গণনা করা হোক। কেউ কেউ বললেন, নবূওয়াত প্রাপ্তির দিন থেকে তারিখ লেখা শুরু করা যায়। ইতিমধ্যে হযরত আলী (রা) এবং অন্যরা প্রস্তাব করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মক্কা থেকে মদীনায় যাবার দিন থেকে হিজরী সাল গণনা করা যায়। কারণ এই ঘটনা সবার জানা। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্ম ও নবূওয়াত প্রাপ্তির সময়ের তুলনায় এটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। হযরত উমর (রা) এবং সাহাবীগণ এই প্রস্তাব ভাল মনে করলেন। তারপর হযরত উমর (রা) নির্দেশ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিজরতের তারিখ থেকে আরবী হিজরী সন গণনা করা হবে। ওই বছরের মুহাররম মাস থেকে বছর গণনা করা শুরু হয়।

সুহায়লী প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মালিক (রা)-এর অভিমত হলো, হিজরতের বছরের রবিউল আউয়াল মাস থেকেই বছরের সূচনা। কারণ ওই মাসেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় এসেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামা-ই-কিরামের মতে, বছরের শুরু হলো মুহাররম মাস। কারণ এটি অধিকতর সুসংহত উপায় এবং তাহলে মাসগুলো সম্বন্ধে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। কারণ আরবী চান্দ্র মাসের প্রথম মাস মুহাররম।

এই বছরই অর্থাৎ ১৬ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা)-এর মাতা মারিয়া কিবতিয়্যা (রা) ইনতিকাল করেন। তাঁর ওফাত হয় মুহাররম মাসে। ওয়াকিদী ইব্ন জারীর ও অন্যান্য ঐতিহাসিক তাই বলেছেন। তাঁর জানাযায় ইমামাত করেছেন হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)। তাঁর জানাযায় বহু লোকের উপস্থিতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি মারিয়া কিবতিয়্যা (রা)। আলেকজান্দ্রিয়ার রাজা জুরায়জ ইব্ন মীনা অন্যান্য উপঢৌকনের সাথে তাঁকে ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উপহার দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই উপহার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর বোন শীরীনও উপহার হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসেছিল। তিনি শীরীনকে নিজে না রেখে হাস্সান ইব্ন ছাবিতকে দিয়ে দিয়েছিলেন। শীরীনের ঘরে হযরত হাস্সানের পুত্র আবদুর রহমানের জন্ম হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, রাজা মুকাওকিস ওই দুই দাসীর সাথে আরো দু'জন দাসী প্রদান করেছিলেন। এমন হতে পারে যে, ওই দুজন দাসী মারিয়া (রা) ও শীরীন (রা)-এর সেবিকা হয়ে এসেছিল। তাঁদের সাথে একজন খাসী করা ক্রীতদাসও দেয়া হয়েছিল, তার নাম ছিল মাবুর। এর সাথে ছিল একটি উজ্জ্বল রংয়ের খচ্চর। সেটির নাম ছিল দুলদুল। আলেকজান্দ্রিয়ায় তৈরি এক জোড়া রেশমী জামাও উপহার দেয়া হয়েছিল। এসব উপহার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসেছিল ৮ম হিজরী সনে। হযরত মারিয়া (রা)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীম (রা)-এর জন্ম হয়। তিনি ২০ মাস জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের ঠিক এক বছর পূর্বে ইব্রাহীম (রা)-এর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুব দুঃখ পেয়েছিলেন এবং কেঁদেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে, অন্তর ব্যথিত হচ্ছে, তবে মুখে আমরা এমন কিছু বলছি না যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নন। হে পুত্র ইব্রাহীম! তোমার মৃত্যুতে আমরা নিশ্চয়ই ব্যথিত, শোকাহত। এ ঘটনা ঘটেছিল ১০ম হিজরী সনে। হযরত মারিয়া কিবতিয়্যা (রা) পুণ্যবতী সুন্দরী ও কল্যাণময়ী মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তিনি মিষ্টি রংয়ের রূপবতী ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সহধর্মিণী হাজেরা (আ)-এর চেহারার সাথে তাঁর চেহারার মিল ছিল। কারণ দু'জনেই মিসরের মেয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একান্ত আলাপচারিতার পাত্রী আর উনি ছিলেন ইব্রাহীম (আ)-এর একান্ত আলাপচারিতার পাত্রী।

হিজরী ১৭ সাল

এই সনের মুহাররম মাসে হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) মাদাইন থেকে কূফায় চলে যান। কারণ এই সময়ে সাহাবিগণ মাদাইনে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের শরীরের রং বিবর্ণ হয়ে যায়। শরীর হয়ে পড়ে দুর্বল। ওখানকার মশা-মাছি ও ধুলো-বালির কারণে তা হয়েছিল। হযরত সা'দ (রা) বিষয়টি খলীফা উমর (রা)-কে জানালেন। খলীফা লিখলেন যে, যে স্থানটি উট বসবাসের উপযোগী নয় সে স্থান আরব লোকদের জন্যেও বসবাসের উপযুক্ত নয়। হযরত সা'দ (রা) হুযায়ফা সালমান ইব্ন যিয়াদ (রা)-কে প্রেরণ করলেন মুসলমানদের বসবাসের উপযোগী স্থান খুঁজে বের করার জন্যে। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা কূফা গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁরা দেখলেন যে, ওখানটা কংকর ও লাল বালিময় জায়গা। জায়গাটি তাঁদের পছন্দ হয়। তাঁরা সেখানে তিনটি যাজক নিবাস দেখতে পান। ১. হুরকা ইব্ন নু'মান যাজক নিবাস, ২. উম্ম আমর যাজক নিবাস এবং ৩. সিলসিলা যাজক নিবাস।

এগুলোর মাধ্যমে কূফার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা অবগত হলেন। তাঁরা সেখানে অবতরণ করে নামায আদায় করলেন। তাঁদের প্রত্যেকে বললেন, "হে আল্লাহ্, আসমান ও আসমানের ছায়ায় অবস্থিত সবকিছুর মালিক ! পৃথিবী ও পৃথিবীতে অবস্থিত সবকিছুর মালিক! বায়ু ও বায়ুতে ভাসমান সবকিছুর মালিক ! নক্ষত্ররাজি ও অস্তমান সবকিছুর মালিক ! সমুদ্র ও বহমান সবকিছুর মালিক! শয়তানগুলো ও তাদের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট সবগুলোর মালিক ! হে সুরাখানা ও মদ্যপদের মালিক! এই কূফাতে আমাদের জন্যে বরকত নাযিল করুন এবং এটিকে আমাদের স্থায়ী বাসস্থানরূপে মঞ্জুর করুন।

এরপর তাঁরা হযরত সা'দ (রা)-কে এ বিষয়ে অবহিত করেন। হযরত সা'দ (রা) সকলকে কূফা গমনের নির্দেশ দিলেন। এই বছর মুহাররম মাসে তিনি কূফায় গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে সর্বপ্রথম যে গৃহ তৈরী করা হলো তা হলো একটি মসজিদ। হযরত সা'দ (রা) সেখানে দাঁড়িয়ে জনৈক দক্ষ তীরন্দাজকে তীর ছোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। সে মসজিদ থেকে চারদিকে তীর ছুঁড়ল। যেখানে তার তীর পড়েছে সেখানে লোকজন বাড়িঘর তৈরি করেছে। মসজিদের মিহরাবের পেছনের দিকে তিনি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন প্রশাসনিক কার্যালয় ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। লোকজন প্রথমে তাদের ঘর-বাড়ি তৈরি করেছেন বাঁশ ও কাঠ দিয়ে। বছরের মাঝামাঝি একটি সময়ে ওই ঘরগুলো আগুনে পুড়ে যায়। তারপর খলীফা উমর (রা)-এর অনুমোদন নিয়ে তারা ইট দ্বারা ঘর তৈরি করেন। তবে তিনি এই শর্তে অনুমতি দিয়েছিলেন যে, অপচয় ও সীমালংঘন যেন না হয়।

সেনাপতি সা'দ (রা) অন্যান্য গোত্র ও শাসনকর্তাদেরকে সংবাদ পাঠালেন কূফা আগমনের জন্যে। তাঁরা এলেন। তিনি তাঁদেরকে সেখানে বসবাসের অনুমতি দিলেন। হযরত সা'দ (রা)

আবূ হিয়াজকে[১] নির্দেশ দিলেন লোকজনের ঘর-বাড়ি বানানোর ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে। তবে ঘর-বাড়ি এভাবে বানাতে হবে যেন প্রধান সড়কের জন্যে ৪০ হাত জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়। আর উপ-প্রধান সড়কগুলোর জন্যে যথাক্রমে ৩০ ও ২০ হাত করে জায়গা রাখা হয়। গলিপথের জন্যে ছাড়তে হবে ৭ হাত করে। বাজারের পাশে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয় হযরত সা'দের বাসস্থান হিসেবে। কিন্তু বাজারে আসা লোকজনের হৈ চৈ ও গুঞ্জনের কারণে তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতে ও শুনতে পারতেন না। এজন্যে তিনি নিজের দরজা বন্ধ করে রাখতেন এবং বলতেন, আহ্! শব্দ থেমে যাও, থেমে যাও।

সেনাপতি সা'দ (রা)-এর দরজা বন্ধ করে রাখার বিষয়টি খলীফা উমর (রা) অবগত হন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, কূফা গিয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করবে। কাঠ সংগ্রহ করবে এবং আগুন প্রজ্বলিত করে সা'দের প্রাসাদের দরজা পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর সোজা মদীনায় ফিরে আসবে। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা কূফায় এলেন এবং খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী যা যা করার তা করলেন। হযরত সা'দ (রা)-কে নির্দেশ দিয়ে গেলেন যেন মানুষকে তাঁর নিকট প্রবেশে বাধা না দেন। দরজা বন্ধ না করেন এবং দরজায় কোন প্রহরী না রাখেন, যে জনসাধারণকে তাঁর নিকট যেতে বাধা দিবে। হযরত সা'দ (রা) সব কিছু মেনে নিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাকে কিছু উপহার দিতে চাইলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন না। মদীনায় ফিরে এলেন। এরপর হযরত সা'দ (রা) শাসনকর্তা হিসেবে ৩½ বছর কূফায় ছিলেন। তারপর কোন প্রকারের অক্ষমতা কিংবা দোষের কারণ ব্যতীতই খলীফা উমর (রা) তাঁকে ওই পদ থেকে অপসারণ করেন।

আবূ উবায়দা (রা) ঃ রোমানগণ কর্তৃক হিম্‌সে তাঁর অবরুদ্ধ থাকা এবং খলীফা উমর (রা)-এর সিরিয়া আগমন

সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) হিম্‌সে তাঁর সেনাদলসহ অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে রোমানগণ সিদ্ধান্ত নিল তাঁদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখার। জাযীরার অধিবাসিগণ এবং আশেপাশে লোকদেরকে তারা এ ব্যাপারে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে তুলেছিল। তারা আবূ উবায়দা (রা)-এর উদ্দেশ্য এগুচ্ছিল। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সাহায্য কামনা করলেন। তিনি সাহায্য করার জন্যে কিন্নাসিরীন থেকে এসে পৌঁছলেন। খলীফা উমর (রা)-কেও বিষয়টি জানানো হলো। হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাঁর সাথী মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করলেন, সরাসরি রোমানদের প্রতিরোধ করবেন, না শহরে অবস্থান করে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিবেন, যতক্ষণ না কেন্দ্র থেকে খলীফার নির্দেশ থাকে। হযরত খালিদ (রা) ব্যতীত প্রায় সকলেই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করলেন সম্মুখ যুদ্ধের পক্ষে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) খালিদ (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণ না করে অন্যদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং হিমস নগরীর অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়ে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। রোমানগণ চারদিক থেকে তাঁদেরকে ঘিরে

---

১. তাঁর নাম ছিল আমর ইব্ন মালিক ইব্ন জানাহা।

ফেলল। ওদিকে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে অবস্থানরত মুসলিম সৈনিকগণ নিজ নিজ শহরের আইন-শৃংখলা ও প্রশাসন স্বাভাবিক রাখতে ব্যস্ত থাকায় আবূ উবায়দা (রা)-কে সাহায্য করতে পারছিলেন না। তারা যদি ওই সময়ে নিজ নিজ শহর ছেড়ে চলে আসতেন তাহলে সমগ্র সিরিয়ার প্রশাসনে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতো।

খলীফা উমর (রা) সেনাপতি সা'দ (রা)-কে লিখলেন, কা'কা' ইব্ন আমরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী গঠন করতে এবং এই চিঠি পাওয়া মাত্রই তাদেরকে 'হিম্সে' প্রেরণ করতে। তারা সেখানে অবিলম্বে আবূ উবায়দা (রা)-কে সাহায্য করতে শুরু করবে। খলীফা আরো লিখলেন যে, জাযীরার অধিবাসিগণ আবূ উবায়দা (রা)-এর বিরুদ্ধে রোমানদেরকে সাহায্য করেছে। সুতরাং ওদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে আরো একটি বাহিনী প্রেরণ করতে হবে। সেই বাহিনীর প্রধান হবেন ইয়ায ইব্ন গানাম। উভয় দল কূফা থেকে যাত্রা করল। চার হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে কা'কা' যাত্রা করলেন আবূ উবায়দা (রা)-কে সাহায্য করার জন্যে। মদীনা শরীফ থেকে খলীফা উমর (রা) নিজে কতক সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন আবূ উবায়দা (রা)-এর সাহায্যার্থে। তিনি জাবিয়া এসে পৌঁছলেন। মতান্তরে সারাগ এসে পৌঁছলেন। দ্বিতীয় অভিমত ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাকের। এ অভিমত অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইতিমধ্যে জাযীরার অধিবাসিগণ জেনে যায় যে, রোমানদেরকে সহযোগিতা করার অপরাধে তাদের উপর আক্রমণ করার জন্যে মুসলিম সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে। তখন তারা অবরোধ ছেড়ে নিজ নিজ শহরে চলে যায়। রোমানদেরকে রেখেই তারা ওই স্থান ত্যাগ করে। ওদিকে রোমানগণ জেনে যায় যে, নিজ প্রতিনিধিকে সাহায্য করার জন্যে স্বয়ং খলীফা সেনাদল নিয়ে যাত্রা করেছেন। তখন তাদের মন-মানসিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা ভয় পেয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা) আবূ উবায়দা (রা)-কে পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে রোমানদের উপর আক্রমণ করার জন্যে। আবূ উবায়দা (রা) তাই করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করলেন এবং বিজয় দান করলেন। রোমানগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। হযরত উমর (রা) ওখানে পৌঁছার এবং প্রেরিত সাহায্যসহ সেখানে মিলিত হবার তিনদিন পূর্বে বিজয় অর্জিত হয়ে যায়। হযরত উমর (রা) জাবিয়াতে অবস্থান করছিলেন। সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) খলীফাকে লিখলেন যে, প্রেরিত সেনা সাহায্য এখানে পৌঁছার তিনদিন পূর্বেই বিজয় অর্জিত হয়ে যায়। এখন সাহায্য-দলকে গনীমতের ভাগ দেয়া হবে কিনা? খলীফার পক্ষ থেকে উত্তর এল যে, হ্যাঁ ওদেরকে গনীমতের অংশীদার করতে হবে। কারণ এই সাহায্য-দল যাত্রা করেছে শুনেই শত্রু পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অবরোধ স্থান ত্যাগ করে। ফলে আবূ উবায়দা (রা) সাহায্য-দলকেও বিধিমত গনীমতের মাল প্রদান করেন। হযরত উমর (রা) বললেন, মহান আল্লাহ্ কূফাবাসীদেরকে দয়া করুন, তারা তাদের ভূখণ্ড রক্ষা করে এবং অন্যান্য নগরবাসীকে সহযোগিতা করে।

জাযীরা বিজয়

ইব্ন জারীর বলেন, সায়ফ ইব্ন উমরের বর্ণনা অনুযায়ী এই হিজরী সনে জাযীরা জয় হয়। তবে ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই বিজয় অর্জিত হয় এই বছর যিলহজ্জ মাসে। এদিক থেকে

তিনি সায়ফ ইব্‌ন উমরের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এই বছর জাযীরা বিজিত হয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এই বিজয় এসেছে ১৯ হিজরী সালে। জাযীরা জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ইয়ায ইব্‌ন গানাম। তাঁর সহযোগিতায় ছিলেন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এবং উমর[১] ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস। ইনি ছিলেন অল্পবয়সী বালক। যুদ্ধের কোন বড় দায়িত্ব তাঁর হাতে ছিল না। তাঁদের সাথে ছিলেন উসমান ইব্‌ন আবুল আস। তাঁরা 'রাহা' নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। সেখানকার লোক জিয্‌য়া কর প্রদানের শর্তে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে। 'হাররান' শহরের লোকেরাও একই শর্তে সন্ধি করে। এরপর আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে প্রেরণ করা হয় নসীবীনের উদ্দেশ্যে। উমর ইব্‌ন সা'দকে প্রেরণ করা হয় 'রাসুল 'আয়ন'-এর উদ্দেশ্যে। আর ইয়ায ইব্‌ন গানাম নিজে যাত্রা করেন 'দারা' অঞ্চলের উদ্দেশ্যে। এসব শহর তাঁরা জয় করে নেন। উসমান ইব্‌ন আবিল 'আসকে পাঠানো হয় আরমিনিয়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে সামান্য যুদ্ধ হয়। ওই যুদ্ধে সাফওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল সুলামী শহীদ হন। এরপর জিয্‌য়া কর প্রদানের শর্তে তারা উসমান ইব্‌ন আবিল 'আসের সাথে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করে। সমঝোতা হয় যে, প্রতি পরিবার এক দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা করে জিয্‌য়া কর পরিশোধ করবে।

সায়ফ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গাস্‌সান যাত্রা করে মুসেল পৌঁছেন। তারপর যেতে যেতে নসীবীন পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানকার অধিবাসিগণ সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। অতঃপর 'রিকা' অধিবাসিগণ যে শর্তে সন্ধি স্থাপন করেছে তারাও সেই শর্তে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে। তিনি জাযীরার নেতৃস্থানীয় আরব খ্রিস্টানদেরকে মদীনায় খলীফা উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। খলীফা উমর (রা) ওদেরকে বললেন, তোমরা জিয্‌য়া কর প্রদান কর। ওরা বলল, না, আপনি বরং আমাদেরকে আমাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন। আপনি যদি আমাদের উপর জিয্‌য়া কর ধার্য করেন তাহলে আমরা রোম দেশে চলে যাব, ওদের সাথে মিলিত হব। আরব হিসেবে আমাদেরকে অপমান করা হচ্ছে। হযরত উমর (রা) বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ না করে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে অপমানিত করেছ, তোমাদের মূলনীতির উল্টো কাজ করেছ। এখন তোমরা অবশ্যই নত হয়ে জিয্‌য়া কর প্রদান করবে। আর যদি তোমরা রোম দেশে পালিয়ে যাও তাহলে তোমাদেরকে ধরে আনার জন্যে আমি সেনা অভিযান প্রেরণ করব। তারপর তোমাদের বন্দী করে নিয়ে আসব।' তারা বলল, 'তবে আপনি আমাদের থেকে কিছু অর্থ সম্পদ গ্রহণ করবেন কিন্তু তা 'জিযয়া কর' নামে নয়। খলীফা বললেন, "আমরা 'জিয্‌য়া কর' নামেই তা গ্রহণ করব, তোমরা দেয়ার সময় যে নামেই দাও না কেন?" তখন হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) বললেন, "হযরত সা'দ (রা) কি তাদের উপর দ্বিগুণ সাদকা ধার্য করেন নি?" খলীফা বললেন, হ্যাঁ, তাইতো, তারপর হযরত আলী (রা)-এর বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং আরব খ্রিস্টানদের প্রস্তাব মেনে নিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এই বছর অর্থাৎ ১৭ হিজরী সালে হযরত উমর (রা) সিরিয়া আগমন করেছিলেন। তিনি সারা এসে পৌঁছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক তাই বলেছেন। সায়ফ ইব্‌ন উমর বলেছেন যে, খলীফা জাবিয়া এসে পৌঁছেন। আমি বলি, প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে তিনি

---

১. ওয়াকিদীর মতে তাঁর নাম ছিল উমায়র ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবায়দ।

'সারা' এসে পৌঁছেন। মুসলিম সেনাধ্যক্ষগণ সেখানে খলীফার সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবূ উবায়দা (রা), ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী সুফয়ান (রা), খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) প্রমুখ। তাঁরা খলীফাকে জানান যে, এখন সিরিয়ায় মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। খলীফা উমর (রা) এ বিষয়ে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। কেউ বললেন, আপনি একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে এদিকে এসেছেন, এখন ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। অন্য কেউ বললেন যে, সাহাবী (রা)গণকে সাথে নিয়ে মহামারী রোগের মুখোমুখি হওয়া আমরা ভাল মনে করি না। বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) এ যাত্রায় মদীনায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পরের দিনই মদীনায় ফেরত যাত্রার নির্দেশ দিলেন। তখন আবূ উবায়দা (রা) বললেন, 'আল্লাহ্‌র "তাকদীর ও নির্ধারিত বিষয়" থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন ?' খলীফা উত্তরে বললেন, 'এক তাকদীর থেকে অন্য তাকদীরে ফিরে যাচ্ছি।' তিনি আরো বললেন, আচ্ছা দেখুন তো, আপনি যদি এমন দু'টো ভূমির নিকট অবতরণ করেন, যার একটি উর্বর অন্যটি অনুর্বর। সেখানে আপনি যদি উর্বরটিতে পশু চরান তাও আল্লাহ্‌র তাকদীর অনুযায়ী আর যদি অনুর্বরটিতে পশু চরান তাও আল্লাহ্‌র তাকদীর অনুযায়ী, তাই নয় কি ?' তারপর খলীফা বললেন, 'হে আবূ উবায়দা (রা) এ মন্তব্যটি আপনি না করে অন্য কেউ করলে হয়ত মানাত।'

ইব্‌ন ইসহাক তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, অবশ্য এটি সহীহ বুখারীতেও আছে যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) কোন কারণে সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন এলেন তখন বললেন, "এ বিষয়ে আমার নিকট কিছু তথ্য আছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছিলেন—

اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ قَوْمٍ فَلاَ تَقْدِمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْ فِرَارًا مِنْهُ ـ

— (যখন তোমরা শুনতে পাবে যে, কোন দেশে মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তখন তোমরা ওই দেশে যেও না। আর যখন দেখবে যে, তুমি যেখানে অবস্থান করছ সেখানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে যেও না।) এ হাদীস শুনে খলীফা উমর (রা) মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। কারণ হাদীসটি তাঁর অভিমতের অনুকূল হয়েছে। এরপর তিনি সাথী-সঙ্গীদেরকে নিয়ে মদীনা যাত্রা করলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ওয়াকী' ..... সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত, ও উসামা ইব্‌ন যায়দ সকলে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন—

اِنَّ هٰذَا الطَّاعُوْنَ رِجْزٌ وَبَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ قَبْلَكُمْ فَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ اَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِ ـ

..... এই প্লেগ রোগ হলো শাস্তির অবশিষ্টাংশ। তোমাদের পূর্ববর্তী এক সম্প্রদায়েকে দেয়া শাস্তির অবশিষ্টাংশ হলো তোমাদের উপর আগত এই প্লেগ রোগ। যখন এমন কোন স্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে যেখানে তোমরা আবস্থান করছ, তাহলে ওই রোগ থেকে বাঁচার জন্যে

ওই স্থান ত্যাগ করো না। আর যখন শুনবে যে, অন্য কোন জনপদে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তখন ওই জনপদে তোমরা যেও না।" ইমাম আহমদ (র) এটি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) এবং ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ সূত্রে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

সায়ফ ইব্ন উমর বলেছেন, সিরিয়াতে মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এই সনে অর্থাৎ ১৭ হিজরী সনের মুহাররম মাসে। তারপর এটি সরে গিয়েছিল। সায়ফ মনে করতেন যে, এই মহামারী হলো প্রসিদ্ধ "তাউন-ই আমওয়াস" বা "আমওয়াসের প্লেগ মহামারী"। যে রোগে বহু সেনাপতি ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানের মৃত্যু হয়েছিল। অবশ্য সায়ফ যা মনে করতেন আসল ঘটনা তা নয়। কারণ আমওয়াসে প্লেগ রোগের প্রদুর্ভাব ঘটেছিল এর পরের বছর। আমরা শিগগিরই তা আলোচনা করব।

সায়ফ ইব্ন উমর আরো উল্লেখ করেছেন যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি সশরীরে শহরগুলো ঘুরে দেখবেন, শাসনকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করবেন, তাদের কাজকর্মের ভালমন্দ স্বচক্ষে দেখবেন। তাঁর যাত্রার প্রাক্কালে সাহাবিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। কেউ বললেন, আগে ইরাক চলুন আর কেউ বললেন, আগে সিরিয়া চলুন। হযরত উমর (রা) প্রথমে সিরিয়া যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ ওখানে "তাউন-ই-আমওয়াস" বা আমওয়াসের প্লেগ মহামারীতে যাঁরা মারা গেলেন তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। এটি নিরসনের জন্যে তিনি প্রথমে সিরিয়া যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে বোঝা যায় যে, হযরত উমর (রা) সিরিয়া এসেছিলেন "তাউন-ই-আমওয়াসের" পর। অথচ "তাউন-ই-আমওয়াসের" প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল ১৮ হিজরী সালে। সুতরাং এটা বলা হবে যে, তাঁর এই যাত্রায় সিরিয়ায় আগমন ১৮ হিজরীর পর অন্য একবার আগমন। 'সারা' পর্যন্ত এসে ফিরে যাওয়ার আগমন নয়। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আবূ উছমান, আবূ হারিছাহ্, ও রাবী ইব্ন নু'মান থেকে সায়ফ বর্ণনা করেন যে, তারা বলেছেন, খলীফা উমর (রা) বলেছিলেন, সিরিয়াতে মারা যাওয়া মানুষগুলোর ত্যাজ্য সম্পত্তি বিনষ্ট হচ্ছে, তাই আমি প্রথমে সিরিয়া যাব, সেখানে ত্যাজ্য সম্পত্তিগুলো বণ্টন করব এবং আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করব। তারপর আমি বিভিন্ন শহরে যাব। শহরবাসী ও শাসনকর্তাদের নিকট আমার পরিকল্পনা পেশ করব।

বর্ণনাকারিগণ বলেন, হযরত উমর (রা) সিরিয়া এসেছিলেন চার বার। ১৬ হিজরী সালে দু'বার, ১৭ হিজরী সালে দু'বার। ১৭ হিজরী সালের ১ম বার তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ করেন নি। এতে সায়ফের দেয়া তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় যে, "আমওয়াসের প্লেগ মহামারী" প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল ১৭ হিজরী সালে। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, আবূ মা'শার ও অন্যরা তার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, "আমওয়াসের প্লেগ" মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে ১৮ হিজরী সালে। এই মহামারী রোগে হযরত আবূ উবায়দা (রা), মু'আয (রা), ইয়াযীদ ইব্ন আবী সুফয়ান ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় আরব ব্যক্তিগণ মারা যান। এর বিস্তারিত বিবরণ অবিলম্বে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

আমওয়াসে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব

ওই মহামারীতে আবূ উবায়দা (রা), মু'আয (রা), ইয়াযীদ ইব্ন আবী সুফয়ান (রা) ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ইনতিকাল করেন। ইব্ন জারীরের মতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এই বছর অর্থাৎ ১৭ হিজরী সালে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক শু'বা সূত্রে মুখতার ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী হতে এবং তিনি তারিক ইব্ন শিহাব বাজালী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আবূ মূসা (রা)-এর নিকট এলাম। তিনি তখন তাঁর কূফার বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। আমরা এসেছিলাম তাঁর সাথে হাদীস বিষয়ে আলোচনা করতে। আমরা বসলাম। তিনি বললেন, আপনারা এখানে ভিড় জমাবেন না। কারণ এই বাড়িতে একজন ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আপনারা যদি আপাতত এই জনপদ থেকে বেরিয়ে আপনাদের নিরাপদ শহরে ফিরে যান তাতে আপনাদের কোন দোষ হবে না। এই রোগ কেটে গেলে আপনারা আবার আসবেন। আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যা অপছন্দনীয় যা পরিত্যাজ্য— সেটি হলো যদি কেউ রোগাক্রান্ত এলাকা থেকে বেরিয়ে যায় এবং এই ধারণা করে যে, ওখানে থাকলে তার মৃত্যু হতো তবে সেটি অপছন্দনীয়। আবার যদি কেউ ওই এলাকায় থেকে যায় এবং এক পর্যায়ে সে ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তারপর ধারণা করে যে, সে যদি বেরিয়ে যেত তবে আক্রান্ত হতো না। এটাও অপছন্দীয় এবং বর্জনীয়। যদি কেউ এমন ধারণা পোষণ করা ব্যতীত ওই এলাকা থেকে বেরিয়ে রোগ মুক্ত এলাকায় চলে যায়, তাহলে তার কোন দোষ হবে না।

আবূ মূসা (রা) আরো বলেন, আমওয়াস অঞ্চলে যখন প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে তখন আমি আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ্ (রা)-এর সাথে সিরিয়ায় ছিলাম। চারদিকে রোগ যখন গুরুতরভাবে ছড়িয়ে পড়ল, আক্রান্ত লোকদের আহাজারিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠল এবং হযরত উমর (রা) এ বিষয়ে অবগত হলেন, তখন আবূ উবায়দা (রা)-কে ওই স্থান থেকে বের করে নেয়ার জন্যে খলীফা লিখলেন, "সালামুন আলায়কা, পর সংবাদ, আপনার সাথে আমার একটি জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। আমি চাই যে, আপনার সাথে মুখোমুখি আলাপ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই চিঠি দেখার পর মুহূর্ত কালবিলম্ব না করে চিঠি হাত থেকে রাখার আগেই আপনি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।"

চিঠি পাঠ করে হযরত আবূ উবায়দা (রা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই মহামারী এলাকা থেকে তাঁকে বের করে নেয়ার জন্যে খলীফা এই কৌশল অবলম্বন করেছেন। উত্তরে আবূ উবায়দা (রা) লিখলেন, "মহান আল্লাহ্ আমীরুল মু'মিনীনকে ক্ষমা করে দিন। তারপর লিখলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার সাথে আপনার কী প্রয়োজন তা আমি উপলব্ধি করেছি। আমি তো একদল সৈন্যের মধ্যে আছি। ওদেরকে বাদ দিয়ে আমি শুধু আমার কল্যাণের কথা ভাবতে পারছি না। আমার এবং ওদের ব্যাপার মহান আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফয়সালা ছাড়া আমি ওদেরকে ছেড়ে যেতে পারব না। সুতরাং আপনার যা ইচ্ছা তা থেকে আমাকে বাদ দিন, আমাকে আমার সাথী সৈন্যদের সাথে থাকতে দিন।' হযরত উমর (রা) আবূ উবায়দা (রা)-এর চিঠি পড়ে কেঁদে ফেললেন। লোকজন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! কাঁদছেন কেন, আবূ উবায়দা (রা) কি মারা গেছেন ? খলীফা বললেন, না, মারা যায়নি। তবে যেন মারা যাবার

পথে। হযরত উমর (রা) পাল্টা চিঠি লিখলেন, আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট— 'সালামুন আলাইকা, পর সংবাদ এই, আপনি লোকজন নিয়ে একটু নীচু অঞ্চলে অবস্থান করছেন, আপনি তাদেরকে নিয়ে এবার উঁচু ও রোগমুক্ত অঞ্চলে চলে আসুন।'

আবূ মূসা (রা) বলেন, খলীফার চিঠি পেয়ে তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, এই দেখুন খলীফার চিঠি এসেছে, তাতে কি লেখা আছে তা তো দেখছেনই। আপনি বেরিয়ে পড়ুন, লোকজনের জন্যে উপযুক্ত জায়গা খোঁজ করুন। আমি ওদেরকে নিয়ে আপনার পেছনে পেছনে আসব। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি জায়গার খোঁজে বের হবার জন্যে প্রথমে আমার বাড়িতে গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী অসুস্থ। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আমি আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমার ঘরে রোগের প্রকোপ শুরু হয়ে গিয়েছে। আবূ উবায়দা (রা) বললেন, সম্ভবত প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছে ? আমি বললাম তাই। তিনি একটি উট আনতে বললেন তাতে সওয়ার হবার জন্যে। তিনি সওয়ার হচ্ছিলেন। পা-দানিতে পা রাখার সাথে সাথে উবায়দা (রা) প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তো প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। এরপর তিনি সাথী লোকদেরকে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং জাবিয়া এসে শিবির স্থাপন করলেন। এখানে আগমনের পর রোগের প্রাদুর্ভাব কেটে যায়। রোগের প্রকোপ বন্ধ হয়ে যায়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেছেন— আবান ইব্ন সালিহ সূত্রে শাহর ইব্ন হাওশাব থেকে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের রাবাহ্ নামের এক লোক থেকে। লোকটি তার বাবার মৃত্যুর পর তার মায়ের দেখাশোনা করত। সে আমওয়াসের প্লেগ রোগের সময় সেখানে ছিল। সে বলেছে যে,যখন প্লেগ রোগ মহামারী রূপ ধারণ করল, এই রোগের প্রকোপ আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেল তখন সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দান করলেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! এই রোগ তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের দয়া। এটি তোমাদের প্রতি তোমাদের নবীর দু'আর ফলশ্রুতি এবং তোমাদের পূর্বে নেককার লোকদের মৃত্যুর বাহন। তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করেছিলেন যেন এই রোগ ভোগ করে তিনি তার সুফল অর্জন করতে পারেন। তারপর তিনি প্লেগে আক্রান্ত হলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন।

একদিন হযরত মু'আয (রা) জনগণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'লোক সকল ! এই রোগ তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের দয়া। এটি তোমাদের নবী করীম ﷺ-এর দু'আর ফলশ্রুতি এবং তোমাদের আগে আগে নেককার লোকদের মৃত্যুর বাহন।' হযরত মু'আয আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যেন এই রোগের কিছু সুফল তাঁর পরিবারের লোকেরা অর্জন করতে পারে। একদিন তাঁর পুত্র আবদুর রহমান প্লেগে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। তারপর হযরত মু'আয তাঁর নিজের জন্যে দু'আ করলেন যেন এই রোগের সুফল তিনিও পান। একদিন তাঁর হাতের তালুতে প্লেগ দেখা দেয়। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি মুগ্ধ নয়নে সেদিকে তাকাচ্ছেন আর ওই তালুতে চুমু খেয়ে বলছেন, তোমার বিনিময়ে দুনিয়ার কিছুই আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। এক পর্যায়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

হযরত মু'আয (রা) মৃত্যুকালে আমর ইব্নুল 'আস (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত রেখে যান। তিনি একদিন জনগণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! এই রোগের যখন প্রাদুর্ভাব হয় তখন আগুনের ন্যায় লেলিহান শিখা ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে। সুতরাং তখন তোমরা পাহাড়ে গিয়ে তা থেকে আত্মরক্ষা কর। তখন আবূ ওয়াইল হুযালী প্রতিবাদ করে বললেন, 'আল্লাহ্র কসম, আপনি কথাটি ঠিক বলেন নি, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছেন বটে কিন্তু আপনি আমার এই গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট।' তখন আমর ইব্নুল 'আস বললেন, আপনি যা বললেন আমি তার প্রত্যুত্তর দিব না আর আল্লাহ্র কসম, আমরা এখানে থাকব না।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি ওই স্থান ত্যাগ করেন। লোকজনও সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ওই রোগ তাদের থেকে তুলে নেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমর ইব্নুল আস (রা)-এর এই অভিমত ও পদক্ষেপ খলীফা উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছেছে কিন্তু তিনি এটিকে অপছন্দ করেন নি।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত আবূ উবাদয়া (রা) এবং হযরত ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফয়ান (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ শোনার পর খলীফা উমর (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে দামেশকের সেনাধ্যক্ষ ও খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব দিলেন আর শুরাহবীল ইব্ন হাসানাকে জর্ডানের সেনাধ্যক্ষ ও খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব দিলেন।

সায়ফ ইব্ন উমর তাঁর শায়খদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা বলেছেন আমওয়াস অঞ্চলে প্লেগ মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল দু'বার। তখন এত ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। এগুলো দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল। তাতে বহু লোকের মৃত্যু হয়। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, শত্রুগণ মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতে সাহসী হয়ে উঠে। আর মুসলমান ভীতসন্ত্রস্ত ও শংকিত হয়ে পড়েন।

আমি বলি, এজন্যে খলীফা উমর (রা) ওই রোগের বিপদ কেটে যাওয়ার পর নিজে সিরিয়া আসেন এবং মৃত লোকদের ত্যাজ্য সম্পত্তি নিয়মমত বণ্টন করে দেন। কারণ শাসনকর্তাদের জন্যে এটি খুব জটিল বলে বিবেচিত হয়েছিল। খলীফার আগমনে জনগণের মন-মানসিকতা চাঙ্গা ও শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ ভয়ে গুটিয়ে যায়। মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

১৭ হিজরী সনের শেষ দিকে 'আমওয়াস-মহামারীর' পর হযরত উমর (রা)-এর সিরিয়া আগমনের ঘটনা উল্লেখ করার পর সায়ফ বলেছেন যে, তারপর খলীফা উমর (রা) মদীনা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। একই বছর যিলহজ্জ মাসে খলীফা যখন মদীনায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি মহান আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, শুনে নিন, আমাকে আপনাদের দায়িত্বশীল করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আমাকে আপনাদের যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন আমি তা পালন করে গেলাম। আমরা আপনাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৃদ্ধি করেছি, আপনাদের বাসস্থান ও যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত করেছি। আমাদের যা শিক্ষা ও জ্ঞান ছিল তা আপনাদের নিকট পৌঁছিয়েছে। আপনাদের জন্যে সেনাবাহিনী গঠন করে দিয়েছি। আপনাদের জীবন যাত্রায় সচ্ছলতার ব্যবস্থা করেছি,

আপনাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছি। আপনাদের জন্যে পর্যাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যবস্থা করেছি অথচ আপনারা সিরিয়ায় যুদ্ধ করেননি। আমরা আপনাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি। আপনাদের জন্যে রাষ্ট্রীয় অনুদানের ব্যবস্থা করেছি। আপনাদের কারো নিকট যদি এমন কিছু জানা থাকে যা বাস্তবায়ন ও আমল করা দরকার তা আমাদেরকে জানাবেন। আমরা তা বাস্তবায়ন করব ইনশাআল্লাহ্, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' তখন নামাযের সময় হলো। লোকজন বলল, আমীরুল মু'মিনীন! যদি হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিতেন আযান দেবার জন্যে, তবে খুশি হতাম। তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। হযরত বিলাল (রা) আযান দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছেন এমন সকল সাহাবী হযরত বিলালের আযান শুনে আকুলভাবে কাঁদতে থাকেন। চোখের পানিতে দাঁড়ি ভিজিয়ে দেন। সবচাইতে বেশি কেঁদেছেন হযরত উমর (রা)। যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেননি সাহাবীদের কান্না দেখে আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা স্মরণ করে তারাও কেঁদে কেঁদে বুক ভিজিয়েছে।

ইব্‌ন জারীর (র) সায়ফ ইব্‌ন উমর সূত্রে আবূ মুজালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই বছর অর্থাৎ ১৭ হিজরী সালে খলীফা উমর (রা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের গোসলখানা বিষয়ক কাজটির প্রতিবাদ জানান। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ গোসলখানায় গিয়ে পাথরে হাত ঘসে মদ মিশ্রিত সাবান ব্যবহার করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা) চিঠিতে লিখলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মদের জাহের ও বাতেন– প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যরূপ দু'টোই হারাম করেছেন। যেমন হারাম করেছেন পাপের জাহের ও বাতেন– প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রূপ। তিনি মদ স্পর্শ করাও হারাম করেছেন। সুতরাং শরীরের কোন অংশে যেন মদের ছোঁয়া না লাগে। এ কাজ যদি করেও থাকেন তবে পুনরায় তা করবেন না। উত্তরে হযরত খালিদ (রা) লিখলেন, আমরা প্রথমত পরিশোধনের মাধ্যমে মদের অস্তিত্ব বিনাশ করে দিই। তারপর সেটি মদ হিসেবে নয় বরং ধোঁয়ার উপকরণ হিসেবে বেরিয়ে আসে। জবাবে খলীফা উমর (রা) বললেন, আমি ধারণা করছি যে, মুগীরার বংশধরেরা অন্যায়কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, আহ্! মহান আল্লাহ্ যেন ওদেরকে এই কাজের উপর মৃত্যু না দেন। ফলশ্রুতিতে খালিদ তা পরিহার করেন। সায়ফ বলেন, ওই বছর অর্থাৎ ১৭ হিজরী সনে বসরা নগরীতে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে, [illegible] মানুষ মারা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি দয়া করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, আপন পরিবারের ৭০ জন লোক নিয়ে হারিছ ইব্‌ন হিশাম বসরা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। পথে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪ জন ছাড়া বাকি সকলের মৃত্যু হয়। এ প্রসঙ্গে মুহাজির ইব্‌ন খালিদ নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেন ঃ

مَنْ يَسْكُنِ الشَّامَ يُعَرَّسْ بِهِ * وَالشَّامُ اِنْ لَمْ يُفْنِنَا كَارِبٌ ـ

যে ব্যক্তি সিরিয়ায় বসবাস করবে সে ওখানে ভয়ভীতি পাবে। সিরিয়া আমাদেরকে ধ্বংস না করলেও আসলে সেটি বড় কষ্টের স্থান।

اَفْنٰى بَنِىْ رِيْطَةَ فُرْسَانَهُمْ * عِشْرُوْنَ لَمْ يَقْصُصْ لَهُمْ شَارِبٌ ـ

সিরিয়া ধ্বংস করে দিয়েছে বনু রীতা গোত্রের অশ্বারোহীদেরকে। ওরা ছিল নওজোয়ান। তখনো গোঁফ কাটেনি।

وَمِنْ بَنِي أَعْمَامِهِمْ * لِمِثْلِ هٰذَا يَعْجَبُ الْعَاجِبُ۔

ওদের চাচাতো ভাইদের মধ্য থেকেও সমসংখ্যক অশ্বারোহীকে ওই সিরিয়া ধ্বংস করেছে। আশ্চর্য হওয়ার ব্যক্তি এ জাতীয় ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে থাকে।

طُعِنَّا وَطَاعُوْنًا مَنَايَاهُمْ * ذٰلِكَ مَا خَطَّ لَنَا الْكَاتِبُ۔

ওরা মারা গেছে ওখানে— কেউ তরবারির আঘাতে আর কেউ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে। এভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছিল। এটি ছিল আমাদের জন্যে মহা শক্তিমান আল্লাহ্র লিখন!

এই বছরের অস্বাভাবিক ঘটনা

কিন্নাসরীন থেকে হযরত খালিদের অপসারণ

ইব্ন জারীর বলেন, এই বছরই অর্থাৎ ১৭ হিজরী সনে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এবং ইয়ায ইব্ন গানাম রোমান পার্বত্য এলাকায় অগ্রসর হন এবং সেখানকার অধিবাসীদের উপর আক্রমণ করেন। তাঁরা বহু গনীমতের মাল অর্জন করেন এবং বহু লোককে বন্দী করেন।

আর উসমান,আবূ হারিছা, রাবী' ও আবূ মুজালিদ সূত্রে সায়ফ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, হযরত খালিদ (রা) যখন গ্রীষ্মকালীন রোমান যুদ্ধশেষে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে এলেন, তখন দলে দলে লোকজন তাঁর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁর নিকট সাহায্য ও অনুদান প্রার্থনা করে। যারা তাঁর নিকট এসেছিল তাদের একজন ছিলেন আশআছ ইব্ন কায়স্। হযরত খালিদ তাঁকে ১০ হাজার দিরহামের অনুদান প্রদান করেন। এই সংবাদ পৌঁছে যায় খলীফা উমার (রা)-এর নিকট। তিনি সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা)-কে নির্দেশ দেন খালিদ (রা)-কে দাঁড় করিয়ে তাঁর পাগড়ি ও টুপি খুলে নিয়ে ওই পাগড়ি দ্বারা তাঁকে বেঁধে রাখতে এবং এই ১০ হাজার মুদ্রা কোত্থেকে দিয়েছেন তা জিজ্ঞেস করতে। তিনি যদি নিজ ব্যক্তিগত মাল থেকে তা দিয়ে থাকেন তবে তা অপচয় আর যদি যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে দেয়া হয় তাহলে তা খিয়ানত ও দুর্নীতি। এরপর তাঁকে ওই পদ থেকে অপসারণ করবেন।

খলীফার নির্দেশ মুতাবিক আবূ উবায়দা (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে ডেকে আনলেন। আবূ উবায়দা (রা) মিম্বরে উঠলেন। খালিদ (রা)-কে মিম্বরের সম্মুখে দাঁড় করালেন। হযরত বিলাল (রা) এবং চিঠি নিয়ে আগত বাহক দু'জনে খলীফার নির্দেশ মুতাবিক তাঁর পাগড়ি-টুপি খোলাসহ যা যা করার করলেন। সেনাপতি আর উবায়দা (রা) নীরবে সব দেখলেন। কিছুই বললেন না। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যা তাঁকে করতে হয়েছে তার জন্যে খালিদ (রা)-এর নিকট ক্ষমা চাইলেন। ওযর পেশ করলেন। হযরত খালিদ (রা) তাঁর ওযর গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝে নিলেন যে, আবূ উবায়দা (রা) স্বেচ্ছায় তা করেননি। এরপর খালিদ (রা) কিন্নাস্রীন গমন করলেন। ওখানকার লোকজনের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দিয়ে ওখান থেকে চলে এলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি হিম্স এসে পৌঁছলেন। সেখানেও জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বিদায় নিলেন। এবার তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হযরত খালিদ (রা) খলীফা উমর (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হবার পর খলীফা কবির নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

صَنَعْتَ فَلَمْ يَصْنَعْ كَصُنْعِكَ صَانِعُ * وَمَا يَصْنَعُ الأَقْوَامُ فَاللهُ صَانِعُ -

আপনি এমন কাজ করেছেন যা কখনো কেউ করেনি। লোকজন যা করে তার উপরে মহান আল্লাহ্ কর্মবিধায়ক আছেন।

এরপর খলীফা তাঁকে অনুদান হিসেবে দেয়া ১০ হাজার দিরহামের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এটি আমি দিয়েছি আমার প্রাপ্য যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে। খলীফা বললেন, এখন আপনার নিকট ৬০ হাজার দিরহামের অতিরিক্ত যা থাকবে তা আপনি পাবেন। তারপর তাঁর সাথে থাকা মালামাল ও আসবাবপত্রের মূল্য নির্ধারণ করা হলো।

হযরত উমর (রা) বিশ হাজার দিরহাম গ্রহণ করলেন। তারপর খলীফা বললেন, 'আপনি আমার নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। আপনি আমার পরম প্রিয় মানুষ। আমি আশা করি এরপর থেকে আপনি আমার কোন দায়িত্বে থাকবেন না।' অপর বর্ণনায় খালিদ বললেন, আর আমাকে কোন দোষারোপ করতে পারবেন না।

সায়ফ আবদুল্লাহ্ থেকে আদী ইব্ন সাহ্ল থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, খলীফা উমর (রা) সকল শহরে-নগরে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন যে, আমি কোন অসন্তুষ্টি কিংবা খিয়ানতের কারণে খালিদ (রা)-কে বরখাস্ত করিনি। তবে কথা হলো তাঁকে উপলক্ষ করে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ছে। তাই আমি এটা জানিয়ে দিতে চাইলাম যে, সবাই জানুক সর্বকাজের কর্মবিধায়ক মহান আল্লাহ্।'

এরপর সায়ফ মুবাশ্‌শির সূত্রে সালিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খালিদ (রা) যখন খলীফা উমরের নিকট উপস্থিত হলেন তখন খলীফা উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

ওয়াকিদী বলেন, এই বছর রজব মাসে হযরত উমর (রা) উমরাহ্ আদায় করেন। তিনি মসজিদুল হারামে কিছু নির্মাণগত সংস্কার করেন। হারম শরীফের সীমানা খুঁটিগুলো নতুনভাবে তৈরির নির্দেশ প্রদান করেন। এ কাজের দায়িত্ব দেন মাখরামা ইব্ন নাওফাল, আযহার ইব্ন আব্দ আওফ, হুওয়াইতিব ইব্ন আবদুল উয্যা, সাঈদ ইব্ন ইয়ারবূ' প্রমুখ ব্যক্তিকে।

ওয়াকিদী বলেন, কাছীর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, ১৭ হিজরীতে হযরত উমর (রা) উমরাহ্ করতে মক্কা আগমন করেন। রাস্তার জলাশয়ের মালিকরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানসমূহে মনযিল তৈরির অনুমতি চান। পূর্বে সে সব স্থানে কোন ঘর ছিল না। খলীফা অনুমতি দিয়ে বলেন, তবে পথচারী মুসলিমদেরকে ছায়া ও পানির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ওয়াকিদী বলেন, এই বছর অর্থাৎ ১৭ হিজরী সালে খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঔরসজাত হযরত আলী (রা)-এর কন্যা উম্মু কুলসুমকে বিয়ে করেন। যুলকা'দা মাসে তাঁদের বাসর হয়। "সীরাতে উমর ওয়া মুসনাদহী" গ্রন্থে আমরা এই বিয়ের বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এই বিয়েতে দেনমাহ্র ধার্য হয়েছিল ৪০ হাজার দিরহাম। খলীফা উমর (রা) বলেছিলেন, আমি উম্মু কুলসুমকে বিয়ে করেছি শুধু এজন্যে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :

(كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الاَّ سَبَبِيْ وَنَسَبِيْ)

(কিয়ামতের দিন সকল মাধ্যম ও বংশীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে একমাত্র আমার মাধ্যম ও আমার বংশীয় সম্পর্ক ব্যতীত।)

ওয়াকিদী বলেছেন, এই বছর খলীফা উমর (রা) আবূ মূসা আশ'আরীকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং অবিলম্বে মুগীরা ইব্ন শু'বাকে খলীফার দরবারে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন। এই ঘটনা ঘটেছিল রবিউল আউয়াল মাসে। আবূ বাকরা, শিবল ইব্ন মা'বাদ বুজালী, নাফি' ইব্ন উবায়দ ও যিয়াদ মুগীরার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন।

ওয়াকিদী সায়ফ এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যা সংক্ষেপে এই ঃ তখন উম্মু জামীল বিনত আফকাম নামের এক মহিলা ছিল। সে ছিল বনু আমির ইব্ন সা'সা'আ গোত্রের মেয়ে। কেউ বলেছেন, বনু হেলাল গোত্রের মেয়ে। তার স্বামী ছিল ছাকীফ গোত্রের লোক। তাকে রেখে স্বামী মারা যায়। নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত লোকদের স্ত্রীদের নিকট গিয়ে গিয়ে গল্প-গুজব করা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তখন বসরার শাসনকর্তা ছিলেন মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)। ওই মহিলা তাঁর বাড়িতেও যেত। মুগীরার ঘর ছিল আবূ বাকরা-এর ঘরের মুখোমুখি। উভয় ঘরের মধ্যখানে ছিল একটি রাস্তা। আবূ বাকরা-এর ঘরের দেয়ালে একটি ছোট জানালা ছিল যা দিয়ে মুগীরার ঘরের একটি জানালা স্পষ্ট দেখা যেত। দীর্ঘদিন যাবত মুগীরা ও আবূ বাকরার মাঝে ছিল দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ। একদিনের ঘটনা। আবূ বাকরা তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলেন। ঘরের উপরের তলায় তিনি কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে তাঁর ঘরের জানালার কপাট খুলে দেয়। তিনি দাঁড়ালেন কপাট বন্ধ করার জন্যে। ওই জানালার মধ্য দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, মুগীরা এক মহিলার বুকের উপর ও তার দু'পায়ের মাঝখানে উপুড় হয়ে আছেন। তিনি ওই মহিলার সাথে সহবাস করে যাচ্ছেন। আবূ বাকরা তাঁর সাথীদেরকে ডেকে বললেন, আসুন, আসুন আপনাদের শাসনকর্তাকে দেখুন। তিনি উম্মু জামীলের সাথে ব্যভিচার করছেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে দেখলেন যে, মুগীরা সত্যিই ওই মহিলার সাথে সঙ্গম করছেন। তারা আবূ বাকরাকে বলল, আপনি কীভাবে চিনলেন যে, মহিলাটি উম্মু জামীল ওদের দু'জনের মাথা তো অন্যদিকে? আবূ বাকরা বললেন, অপেক্ষা করুন। রতিক্রিয়া শেষে মহিলাটি দাঁড়াল। এবার তাকে দেখিয়ে আবূ বাকরা বললেন, এটি উম্মু জামীল। তাদের ধারণা যে, তারা উম্মু জামীলকে চিনেছে।

গোসলশেষে মুগীরা বের হলেন নামাযে ইমামতি করার জন্যে। তখনই আবূ বাকরা দাঁড়িয়ে তাঁকে বাধা দিলেন এবং পুরো ঘটনা খলীফা উমর (রা)-কে লিখে জানালেন।

খলীফা আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন এবং মুগীরাকে অপসারণ করলেন। আবূ মূসা (রা) বসরা এলেন। তিনি 'আল বারদ'-এ পৌঁছলেন। আবূ মূসা (রা)-কে দেখে মুগীরা বললেন, ইনি ব্যবসায়ী হিসেবেও নয়, পর্যটক হিসেবেও নয় বরং শাসনকর্তা হিসেবে খলীফার দেয়া চিঠি মুগীরাকে হস্তান্তর করলেন। এটি একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার, আমার নিকট একটি গুরুতর অভিযোগ এসেছে। আমি আবূ মূসা (রা)-কে শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করলাম। সরকারী সকল দায়িত্ব আবূ মূসা (রা)-কে বুঝিয়ে দিয়ে যথাশীঘ্র খলীফার দরবারে উপস্থিত হোন। খলীফা একই চিঠিতে বসরার অধিবাসীদেরকে লিখলেন, "আমি আপনাদের শাসনকর্তারূপে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে নিয়োগ দিয়েছি। তিনি আপনাদের শক্তিমানদের হাত থেকে দুর্বলের অধিকার রক্ষা করবেন। আপনাদেরকে সাথে নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবেন। আপনাদের দীনের হেফাজত করবেন।

আপনাদের জন্যে যুদ্ধলব্ধ মালামালের আয়োজন করবেন এবং তা আপনাদের মাঝে বণ্টন করবেন। মুগীরা 'আকীলা' নামে তাঁর তায়েফ বংশোদ্ভূত একটি ক্রীতদাসী আবূ মূসা (রা)-কে উপহার দিয়ে বললেন, আমি এটাকে আপনার জন্যে পছন্দ করেছি। মেয়েটি খুব সুন্দরী ও চালাক ছিল।

মুগীরা এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী তাঁরা খলীফার দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সাক্ষী হিসেবে যাত্রা করলেন আবূ বাকরা, নাফি ইব্‌ন কালদাহ, যিয়াদ ইব্‌ন উমাইয়া এবং শিব্‌ল ইব্‌ন মা'বাদ বাজালী। তাঁরা খলীফা উমর (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি উভয় পক্ষকে একত্রিত করলেন। মুগীরা বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! ওই গোলামদেরকে জিজ্ঞেস করুন ওরা আমাকে কোন্ অবস্থায় দেখেছে? আমি কি ওদের মুখোমুখি ছিলাম, না ওদেরকে পেছনে রেখেছিলাম? ওরা মহিলাটি কেমন করে দেখল এবং চিনল? ওরা যদি আমার মুখোমুখি থেকে থাকে তাহলে তারা পর্দা না করে থাকল কেমন করে? আর যদি ওরা আমার পেছনে থেকে থাকে তাহলে আমার ঘরে আমার স্ত্রীর সাথে আমার মিলন দেখা তাদের জন্যে বৈধ হলো কেমন করে? আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমারই স্ত্রীর সাথে সঙ্গবাস করছিলাম। আমার স্ত্রীর সাথে উম্মু জামীলের কিছুটা সামঞ্জস্য আছে বটে।

এবার খলীফা উমর (রা) প্রথমে আবূ বাকরা (রা)-কে জেরা করছিলেন। আবূ বাকরা সাক্ষ্য দিয়ে বললেন যে, তিনি মুগীরাকে দেখেছেন উম্মু জামীলের দু'পায়ের মধ্যখানে, তিনি সুরমাদানিতে সুরমাকাঠির ন্যায় ঢুকাচ্ছিলেন আর বের করছিলেন। খলীফা বললেন, আপনি ওদের দু'জনকে কোন্ অবস্থায় দেখলেন, আপনার প্রতি মুখ ফেরানো অবস্থায়, নাকি পিঠ ফেরানো অবস্থায়? আবূ বাকরা বললেন, ওরা দু'জন আমার দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছিল। খলীফা বললেন, তাহলে আপনি মহিলার মাথা ও মুখ নিশ্চিত চিনলেন কী করে? আবূ বাকরা বললেন, আমি উপরে উঠে তা দেখেছি।

এরপর খলীফা শিব্‌ল ইব্‌ন মা'বাদকে ডাকলেন। তিনিও আবূ বাকরা-এর ন্যায় সাক্ষ্য দিলেন। খলীফা বললেন, ওরা দু'জন কি আপনার মুখোমুখি ছিল, না পিঠ ফেরানো ছিল? শিব্‌ল বললেন, ওরা আমার মুখোমুখি ছিল। নাফি'ও সাক্ষ্য দিলেন আবূ বাকরা -এর সাক্ষ্যের ন্যায়। যিয়াদের সাক্ষ্য কিন্তু ওদের মত হলো না। যিয়াদ বললেন, আমি মুগীরাকে দেখেছি জনৈকা মহিলার দু'পায়ের মাঝখানে বসা অবস্থায়। আমি দু'টো রঙিন পা দেখেছি। সে পা দু'টো নড়াচড়া করছিল। আমি দু'টো উন্মুক্ত নিতম্ব দেখেছি। আমি চরম উত্তেজনাকর শব্দ শুনেছি। খলীফা বললেন, আপনি কি সুরমাদানিতে সুরমাকাঠি ঢুকানোর মত দেখেছেন? যিয়াদ বললেন, না তেমনটি দেখিনি। খলীফা বললেন, আপনি কি ওই মহিলাকে চিনতেন? যিয়াদ বললেন, না, তবে তার মত মনে হয়েছিল। খলীফা বললেন, ঠিক আছে আপনি সরে দাঁড়ান।

বর্ণিত আছে যে, এ সময়ে হযরত উমর (রা) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলেন, তারপর নিশ্চিতভাবে মুগীরার ব্যভিচার প্রমাণ করতে না পারায় এই তিনজনকে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত খলীফা উমর (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (فَإِنْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ) যেহেতু তারা সাক্ষ্য উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহ্‌র বিধানে মিথ্যাবাদী। (সূরা নূর-২৪ : ১৩)

এবার মুগীরা বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! এই গোলামদের হাত থেকে আপনি আমাকে মুক্তি দিন। খলীফা বললেন, চুপ থাকুন। আল্লাহ্ চিরদিনের জন্যে আপনার মুখ বন্ধ করে দিন। আল্লাহ্র কসম! যদি সাক্ষ্য পূর্ণ হতো তবে আপনার পাথর দ্বারা আমি আপনাকে হত্যা করতাম।

আহওয়ায, মানাযির ও নাহার তায়রী বিজয়

ইব্ন জারীর (র) বলেছেন, এই বিজয় অর্জিত হয়েছে এই বছরে অর্থাৎ ১৭ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিজয় এসেছে ১৬ হিজরী সনে। ইব্ন জারীর উল্লেখ করেছেন সায়ফ সূত্রে তাঁর শায়খদের থেকে যে পারসিক সেনাপতি হুরমুযান কাদেসিয়া যুদ্ধ শেষে পালিয়ে এসে এ শহরগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে। সে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বসরা থেকে আবূ মূসা আশ'আরী একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন আর উতবা ইব্ন গাযওয়ান কূফা থেকে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ্ ওই সৈনিকদেরকে হুরমুযান ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় প্রদান করেন। দাজলা হতে দাজীল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁরা দখল করে নেন। তাঁরা শত্রুসৈন্য থেকে বহু গনীমতের মাল অর্জন করেন এবং ইচ্ছামত শত্রু পক্ষকে হত্যা করেছেন। এরপর সমঝোতা ও সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে অবশিষ্ট শহরগুলোর দখল বুঝে নেয়ার প্রস্তাব আসে। সেনাপতি দু'জন এ বিষয়ে উতবা ইব্ন গাযওয়ানের সাথে পরামর্শ করেন এবং সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গনীমতের $\frac{১}{৫}$ অংশ এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রেরণ করেন খলীফার নিকট। তিনি একটি প্রতিনিধি দলও খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। ওই দলে আহ্নাফ ইব্ন কায়সও ছিলেন। আহনাফের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে খলীফা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি উতবাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে আহনাফের সাথে পরামর্শ করতে এবং তাঁর মতামতের সহযোগিতা নিতে উপদেশ দিলেন।

এরপর হুরমুযান তাঁর অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করে এবং কুর্দী জাতি-গোষ্ঠীর সাহায্য কামনা করে। সে নিজে প্রতারিত হয়। শয়তান তার কাজকে তার প্রতি সুশোভিত করে তোলে। এদিকে মুসলমান সৈন্যগণ হুরমুযানের মুকাবিলা করার জন্যে বের হয়। ওদের বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্যগণ বিজয়ী হয়। বহু পারসিক সৈন্যকে তাঁরা হত্যা করে। ওদের হাতে ও দখলে থাকা তুসতার পর্যন্ত সবগুলো শহর ও রাজ্যের দখল ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। হুরমুযান পরাজিত হয়ে তুসতার পালিয়ে যায় এবং সেখানে আত্মরক্ষা করে। মুসলমানগণ বিজয়ের সংবাদ জানালেন খলীফা উমর (রা)-এর নিকট। এ উপলক্ষে সাহাবী কবি আসওয়াদ ইব্ন সারী এই কবিতা আবৃত্তি করেছেন ঃ

لَعَمْرُكَ مَا اَضَاعَ بَنُوْ اَبِيْنَا * وَلٰكِنْ حَافَظُوْا فِيْمَنْ يُطِيْعُوْا -

আপনার জীবনের কসম আমার পূর্ব পুরুষগণ কোনকিছুই বিনষ্ট করেন নি। তাঁরা বরং আনুগত্যশীলদের সবকিছু সংরক্ষণ ও নিরাপদ রেখেছেন।

اَطَاعُوْا رَبَّهُمْ وَعَصَاهُ قَوْمٌ * اَضَاعُوْا اَمْرَهُ فِيْمَنْ يَضِيْعُ -

আমার পূর্ব পুরুষের বংশধরেরা তাঁদের প্রতিপালকের আনুগত্য করেছে। অন্য একদল তাঁর অবাধ্য হয়েছে এবং ধ্বংসকারীদের দলে গিয়ে আল্লাহ্র বিধান ধ্বংস করেছে।

مَجُوْسٌ لاَ يَنْهَتُهَا كِتَابٌ * فَلاَقَوْا كُبَّةً فِيْهَا قَبُوْعُ۔

ওরা অগ্নি উপাসক। তাদের প্রতি কোন কিতাব নাযিল হয়নি। তারা এমন এক আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে যা তাদের পা-মাথা এক করে দিয়েছে।

وَوَلَّى الْهُرْمُزَانَ عَلَى جَوَادٍ * سَرِيْعِ الشَّدِّ يَثْفَنُهُ الْجَمِيْعُ۔

ওরা হুরমুযানকে প্রবল আক্রমণকারী দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের সেনাপতি বানিয়েছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ মুসলিম আক্রমণে সে শক্তিহীন ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে।

وَخَلَّى سَرَّةَ الْاَهْوَازِ كَرْهًا * غَدَاةَ الْجِسْرِ اِذْ نَجَمَ الرَّبِيْعُ۔

সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহওয়াযের উর্বর ভূমি ছেড়ে চলে গিয়েছে। সেতুর যুদ্ধের দিনের সকাল বেলা যখন বসন্তকালের নক্ষত্র উদিত হয়েছিল।

হারকূস ইব্‌ন যুহায়র সা'দী সাহাবী কবি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেন ঃ

غَلَبْنَا الْهُرْمُزَانَ عَلَى بِلاَدٍ * لَهَا فِى كُلِّ نَاحِيَةٍ ذَخَائِرُ۔

আমরা হুরমুযানের উপর বিজয় লাভ করেছি। আমরা জয় করেছি এমন সব শহর-নগর যেগুলোর সকল প্রান্তে সম্পদ আর সম্পদে ভরপুর।

سَوَاءٌ بَرُّهُمُ الْبَحْرُهُمْ فِيْهَا * اِذَا صَارَتْ نَوَاحِيْهَا بَوَاكِرُ۔

ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে ওদের স্থলভাগ যেমন জলভাগও তেমন। যখন তার আশপাশ নতুন ফল-ফসলে ভরে উঠে।

لَهَا بَحْرٌ يَعُجُّ بِجَانِبِيْهِ * جَعَافِرُ لاَ يَزَالُ لَهَا زَوَاخِرُ۔

ওখানে একটি সমুদ্র আছে। তার দু'দিকে প্রবাহিত হয়েছে ছোট ছোট নদী, নদীর তীরে কচি সবুজ চোখ জুড়ানো উদ্ভিদ জন্মে সর্বদা।

প্রথম বার তুসতার জয় সন্ধির মাধ্যমে

ইব্‌ন জারীর বলেন, সায়ফের বর্ণনানুসারে এই বিজয় অর্জিত হয় এই বছরে অর্থাৎ হিজরী ১৭ সালে। অন্যরা বলেছেন, হিজরী ১৬ সালে। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী ১৯ সালে। এরপর ইব্‌ন জারীর বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি সায়ফ থেকে মুহাম্মদ, তালহা, মুহাল্লাব ও আমর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তাঁরা বলেছেন হারকূস ইব্‌ন যুহায়র আহওয়ায শহর জয় করলেন। পারস্য সেনাপতি হুরমুযান সম্মুখের দিকে পালিয়ে গেল। তিনি হুরমুযানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে মুআবিয়ার পুত্র জুযকে পাঠালেন। এটি করেছেন খলীফার নির্দেশ মুতাবিক। জুয ধাওয়া করলেন হুরমুযানকে। হুরমুযান গিয়ে পৌঁছল রাম হুরমুযান নামক স্থানে এবং ওখানে সে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিল।' জুয কিন্তু তার নাগাল পেতে ব্যর্থ হন। তারপর জুয ওইসব শহর, রাজ্য ও জনপদে প্রবল সৈন্য সমাবেশ করলেন। সেখানকার অধিবাসীদের উপর জিয্‌য়া কর ধার্য করলেন। সেখানকার আবাদযোগ্য জমিগুলোতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করলেন। অনাবাদী ও পতিত জমিগুলোতে পানি সেচের জন্যে খাল খনন করে সেগুলোকে আবাদযোগ্য করে তুললেন। ফলে ভূমিগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ে উর্বরতা ও উৎপাদন শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠল।

হুরমুযান দেখতে পায় যে, মুসলমানদের সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে ওই স্থানে বসবাস করা তার জন্যে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তখন সে মুসলিম সেনাপতি জুয্ ইব্ন মুআবিয়ার নিকট সন্ধির প্রস্তাব দেয়। জুয এই প্রস্তাবের কথা জানান তার উর্ধ্বতন সেনাপতি হারকূসকে। হারকূস বিষয়টি জানান তার উর্ধ্বতন সেনাপতি উতবা ইব্ন গাযওয়ানকে। উতবা বিষয়টি জানান খলীফা উমর (রা)-কে। খলীফা উমর (রা) উত্তরে লিখলেন, রাম হুরমুয, তুসতর, জুন্দি সাবূর, ও অন্য শহরগুলো মুসলমানদের দখলে ছেড়ে দিবে এই শর্তে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করা যায়। তারপর খলীফা উমর (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী উল্লেখিত শর্তে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করা হয়।

বাহ্রাইন অঞ্চলের শহরগুলো জয় করার জন্যে যুদ্ধ

এ বিষয়ে সায়ফ সূত্রে ইব্ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে বাহরাইনের শাসনকর্তা ছিলেন আলা ইব্ন হাযরামী। হযরত উমর (রা) এক পর্যায়ে তাঁকে অপসারণ করে কুদাম ইব্ন মাযঊনকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এরপর আবার আলা ইব্ন হাযরামীকে ওই পদে নিয়োগ দেন। মূলত আলা ইব্ন হাযরামী (রা) এবং সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ছিল। হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) যখন কাদেসিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করে পারস্য সম্রাটকে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন, সাওয়াদ ও তার আশে-পাশের অঞ্চল দখল করে আ'লা ইব্ন হাযরামীর বাহরাইন জয় অপেক্ষা বড় বিজয় অর্জন করেন তখন আলা ইব্ন হাযরামী চাইলেন পারসিকদের বিরুদ্ধে এমন একটি বিজয় অর্জন করবেন যা হযরত সা'দ (রা)-এর বিজয় থেকে বড় হবে।

তিনি পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে লোকজনকে আহ্বান জানালেন। তাঁর শাসনাধীন এলাকার লোকজন তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। তিনি ওদেরকে কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করেন। এক ইউনিটের দায়িত্ব দেন জারূদ ইব্ন মু'আল্লাকে, এক ইউনিটের দায়িত্ব দেন সওয়ার ইব্ন হাম্মামকে। এক ইউনিটের দায়িত্ব দেন খুলায়দ ইব্ন মুনযির ইব্ন সাবীকে। এই খুলায়দ ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তারা পারস্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করলেন। এ অভিযানে খলীফা উমর (রা)-এর পূর্বানুমতি ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে হযরত উমর (রা) এ অভিযানের বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে এবং প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা) কেউই মুসলমানদেরকে নৌপথের অভিযানে প্রেরণ করেন নি।

বস্তুত মুসলিম সৈন্যগণ বাহরাইন অতিক্রম করে পারস্যে গিয়ে পৌঁছে। তারা ইসতাখার গিয়ে অবস্থান নেয়। পারসিকগণ মুসলমানদের নৌযানগুলো এবং মুসলিম সৈন্যদের মাঝখানে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেনাপতি খুলায়দ ইব্ন মুনযির মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে বললেন, হে লোক সকল! ওরা তো তাদের এই আচরণের মাধ্যমে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর তোমরাও তো এসেছ যুদ্ধ করতে। সুতরাং মহান আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাও এবং ওদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু কর। কারণ ওই নৌযান ও এই ভূমি তারাই পাবে যারা যুদ্ধে জয়ী হবে। তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর। এটি কঠিন হলেও খোদাভীরুদের জন্যে কঠিন নয়। লোকজন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। তাঁরা যোহরের নামায আদায় করলেন। তারপর ওদের উপর আক্রমণ করলে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় 'তাউস' নামক স্থানে। এরপর খুলায়দ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন। তারা পদাতিক বাহিনী

হিসেবে অগ্রসর হয় এবং চরম ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এরপর তারা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। বহু মুশরিককে তারা সেদিন হত্যা করে। এতে অসংখ্য লোক নিহত হয়।

এরপর মুসলিম বাহিনী বসরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। নদীতে তাদেরকে নিয়ে নৌযান ডুবে যায়, তীরে ওঠার কোন অবলম্বন তারা পায়নি। ইসতাখার অধিবাসীদের একজন শাহরাফ বরং মুসলমানদের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই মুসলমানগণ পুনরায় সংঘবদ্ধ হয় এবং শত্রু থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে।

আলা ইব্ন হাযরামী (রা)-এর পারস্য অভিযান ও তার পরবর্তী সকল কার্যক্রম সম্বন্ধে খলীফা অবহিত হন। শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হন আলা ইব্ন হাযরামীর প্রতি। লোক পাঠিয়ে তিনি তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং শাস্তির ধমক দেন। বস্তুত খলীফা তাঁকে এমন এক নির্দেশ দেন যা পালন করা তাঁর জন্যে কষ্টকর ও কঠিন বটে আর তা হলো তার প্রতিদ্বন্দ্বী হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর অধীনে কাজ করা। খলীফা বললেন, আপনি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের নিকট গিয়ে পৌঁছুন। অতএব তাঁর সাথে থাকা মুসলমানদেরকে নিয়ে তিনি হযরত সা'দ (রা)-এর সাথে মিলিত হবার জন্যে যাত্রা করেন।

এদিকে খলীফা উমর (রা) উতবা ইব্ন গাযওয়ানকে লিখলেন যে, আলা ইব্ন হাযরামী (রা) একদল সৈনিক নিয়ে অভিযানে বের হয়েছিল। তাতে আমার অনুমোদন ছিল না। আমার মনে হয়–তাতে মহান আল্লাহ্ও রাজী ছিলেন না। পারসিকগণ ওই সেনাদলকে আটক করে রেখেছে। আমার আশংকা, ওরা কোন সাহায্য না পেলে পরাজিত হবে এবং পারসিকদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি তাড়াতাড়ি লোকজন নিয়ে ওদের সাহায্যের জন্য বেরিয়ে পড়ুন। ওরা নিশ্চিহ্ন হবার আগে ওদের নিকট গিয়ে পৌঁছুন। খলীফার নির্দেশ পেয়ে উতবা জনগণকে অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন। তিনি খলীফার পত্রের উদ্ধৃতি দিলেন। নেতৃস্থানীয় ও সাহসী ব্যক্তিবর্গসহ অনেক লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন। শীর্ষস্থানীয় লোকদের মধ্যে ছিলেন হাশমী ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, আসিম ইব্ন আমর, আরফাজা ইব্ন হারছামা, হুযায়ফা ইব্ন মুহসিন, আহনাফ ইব্ন কায়স। সব মিলিয়ে প্রায় ১২ হাজার সৈন্য একত্রিত হয়। অভিযানের সেনাধ্যক্ষ নিয়োজিত হয় আবূ সাবরা ইব্ন আবূ রুহম। তারা খচ্চরে চড়ে যাত্রা করলেন। তারা যাচ্ছিলেন নদীর তীর ধরে, উপকূলীয় পথে। কেউ বাধা দেয়নি। যেতে যেতে তাঁরা 'তাউস' গিয়ে পৌঁছেন। ওখানেই আলা ইব্ন হাযরামী ও পারসিকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাঁরা গিয়ে দেখেন ওখানে খুলায়দ ইব্ন মুনযির ও তাঁর সাথী কতক মুসলমান অবরুদ্ধ হয়ে আছেন। শত্রুগণ চারদিক থেকে তাঁদেরকে ঘিরে রেখেছে। তাঁদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে পারসিকগণ তাদের আশেপাশের গোত্রগুলোকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়। মুশরিকদের প্রস্তুতি প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শুধু আক্রমণ শুরু করাটা বাকি ছিল। এই মুহূর্তে আবূ সাবরার নেতৃত্বে মুসলিম সহযোগী বাহিনী ওখানে গিয়ে পৌঁছে। এমন একটি সাহায্য বাহিনীর ভীষণ প্রয়োজন ছিল অবরুদ্ধ মুসলমানদের জন্যে। মুসলমানগণ সর্বশক্তি দিয়ে মুশরিকদের উপর আক্রমণ করে। আবূ সাবরার বাহিনী শত্রুদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ওদের বহু লোক নিহত হয়। মুসলমানগণ শত্রুদের অনেক ধন-সম্পদ দখল করে নেয়।

অবরুদ্ধ খুলায়দ ও তাঁর সাথী মুসলমানদেরকে মুক্ত করে। মহান আল্লাহ্ এভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং শির্ক ও মুশরিকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

এরপর সকল মুসলমান বসরায় উতবা ইব্ন গাযওয়ানের নিকট ফিরে আসেন। ওই অঞ্চলে বিজয় সম্পন্ন করার পর উতবা ইব্ন গাযওয়ান খলীফার নিকট হজ্জে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা তাঁকে অনুমতি দেন। তিনি হজ্জের জন্যে যাত্রা করেন। বসরার শাসনকর্তার দায়িত্ব দেন আবূ সাবরা ইব্ন আবূ রুহ্মকে। হজ্জে গিয়ে উতবা সাক্ষাত করেন খলীফার সাথে। খলীফার নিকট তিনি শাসনকর্তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। খলীফা তা মঞ্জুর করেন নি। বরং কসম দিয়ে বলেছিলেন যে, অবশ্যই পূর্ব দায়িত্বে ফিরে যেতে হবে। উতবা আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করেছিলেন। বাতন-ই-নাখলাতে তাঁর ওফাত হয়। তখন তিনি হজ্জ শেষে ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে খলীফা উমর (রা) দারুণভাবে মর্মাহত হন। এবং তাঁর প্রশংসা করেন। এরপর বসরা ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলে শাসনকর্তার দায়িত্ব দেন মুগীরা ইব্ন শু'বাকে। মুগীরা ওই বছরের বাকি সময় এবং তার পরবর্তী সময় শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। এই মেয়াদে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এই সময় শান্তি বিরাজমান ছিল। এরপর উম্মু জামীল নামের মহিলা সম্পর্কিত আবূ বাকরার অভিযোগ ও সে সম্পর্কিত ঘটনা ঘটে। যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এই প্রেক্ষাপটে খলীফা মুগীরা (রা)-কে বরখাস্ত করে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

দ্বিতীয়বার তুসতার জয়, হুরমুযান বন্দী ও খলীফা উমর (রা)-এর দরবারে প্রেরণ

ইব্ন জারীর বলেন, এ ঘটনা ঘটেছে এই হিজরী সালে অর্থাৎ ১৭ হিজরী সালে। সায়ফ ইব্ন উমর তায়মী তাই বলেছেন। এর কারণ ছিল এই যে, পারস্য সম্রাট ইয়াযদগিরদ পারস্যবাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে নিয়মিত প্ররোচনা দিয়ে যাচ্ছিল। সে ওদেরকে ভয় দেখাচ্ছিল যে, ওরা যদি যুদ্ধ না করে তাহলে আরব রাজাগণ তাদের উপর আক্রমণ করবে, তাদের অবরুদ্ধ করে হত্যা করবে। সে এ মর্মে আহওয়ায অধিবাসী ও পারস্য অধিবাসীদেরকে চিঠি লিখে। তাতে তারা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্ররোচিত হয় এবং যুদ্ধের জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। তারা প্রথমত বসরায় অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সংবাদ খলীফা উমর (রা)-এর দরবারে পৌঁছে। তিনি কূফায় হযরত সা'দ (রা)-কে লিখলেন যে, একটি বিশাল বাহিনী খুব তাড়াতাড়ি নু'মান ইব্ন মুকাররিন-এর সেনাপতিত্বে আহওয়াযে প্রেরণ করুন। ওরা দ্রুত হুরমুযানের বাহিনীর মুকাবিলা করবে। খলীফা ওই সেনাদলে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাহসী যোদ্ধাকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। খলীফা ওদের নাম উল্লেখ করে দেন। তাঁরা হলেন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ হিমইয়ারী, নু'মান ইব্ন মুকাররিন, সুওয়াইদ ইব্ন মুকাররিন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যু সাহমাইন প্রমুখ।

খলীফা উমর (রা) বসরার শাসনকর্তা আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে সুহায়ল ইব্ন 'আদীর নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী আহওয়াযে প্রেরণ করার জন্যে পত্র লিখলেন। ওই বাহিনীতে যেন বারা ইব্ন মালিক, আসিম ইব্ন আমর, মাজ্যাহ ইব্ন ছাওর, কা'ব ইব্ন ছাওর, আরফাজা ইব্ন হারছামা, হুযায়ফা ইব্ন মহসিন, আবদুর রহমান ইব্ন সাহ্ল, হুসায়ন ইব্ন মা'বাদ প্রমুখ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকেন। কূফা থেকে প্রেরিত এবং বসরা থেকে প্রেরিত উভয় বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ থাকবেন আবূ সাবরা ইব্ন আবূ রুহম। পরবর্তীতে যে কোন সাহায্যকারী বাহিনীও তাঁরই অধিনায়কত্বে কাজ করবে।

কূফা থেকে প্রেরিত বাহিনী নিয়ে নু'মান ইব্ন মুকাররিন অগ্রসর হলেন। তিনি বসরা বাহিনী আসার আগে হুরমুযানের অবস্থান ক্ষেত্র রাম হুরমুয পৌঁছে যান। হুরমুযান তার সেনাবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে আসে যুদ্ধের জন্যে এবং ইতিপূর্বে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে। হুরমুযান অবিলম্বে নু'মান বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। সে মনে করেছিল পারস্য বাহিনীর সাহায্য সে পাবে এবং বসরার মুসলিম বাহিনী এসে পৌঁছার আগেই নু'মানের কূফা বাহিনীকে পরাস্ত করে দিবে। আরবাল নামক স্থানে নু'মান বাহিনী ও হুরমুযান বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত হুরমুযান পরাজয়বরণ করে এবং তুসতার পালিয়ে যায়। সে রাম হুরমুয ছেড়ে চলে যায়। এভাবে শক্তি প্রয়োগে নু'মান রাম হুরমুয দখল করেন এবং সেখানকার ধন-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে হস্তগত করেন। হুরমুযানের বিরুদ্ধে কূফা বাহিনীর বিজয়ের সংবাদ বসরায় পৌঁছে এবং হুরমুযানের তুসতার পালিয়ে যাবার সংবাদও তারা অবগত হয়। ফলে তারা তুসতারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে তারা কূফা বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। কূফা ও বসরার সম্মিলিত বাহিনী তুসতার অবরোধ করে। সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকেন আবূ সাবরা। অবশ্য হুরমুযান ও তুসতার ব্যাপক ও বিশাল সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটায়। শত্রু বাহিনীর এই বিশাল সমাবেশের সংবাদ খলীফাকে জানিয়ে মুসলিম অধিনায়ক অতিরিক্ত সেনা সাহায্য কামান করেন।

খলীফা উমর (রা) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে অতিরিক্ত সৈন্যসহ অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) তখনও বসরার শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন। খলীফার নির্দেশে তিনি সেনাদল নিয়ে যাত্রা করেন। সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যোগ দেন তিনি। সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব অব্যাহত রাখেন আবূ সাবরা। তারা কয়েক মাস পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে হুরমুযান বাহিনীকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। বারা ইব্ন মালিক একাই একদিনে ১০০ শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেন। এটি ছিল অন্যান্য দিনের হিসাবের অতিরিক্ত। বারা ইব্ন মালিক হলেন আনাস ইব্ন মালিকের ভাই। কা'ব ইব্ন ছাওর, মুজযাহ ইব্ন ছাওর, আবূ ইয়ামামা প্রমুখ বসরা বাহিনীর লোকজন অনুরূপভাবে শতাধিক করে শত্রু-সেনা খতম করেন। কূফা বাহিনীর হাবীব ইব্ন কুররা, রিব্ঈ ইব্ন 'আমির, আমির ইব্ন আবূ আসওয়াদ প্রমুখ যোদ্ধাও প্রত্যেকে শতাধিক করে শত্রু সৈন্য ধ্বংস করেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকদিন সম্মুখ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শেষের দিকে মুসলমানগণ হযরত বারা ইব্ন মালিক (রা)-কে বললেন, হে বারা! আপনার প্রতিপালককে কসম দিয়ে বলুন আমাদের পক্ষে শত্রু সেনাদেরকে পরাজিত করে দিতে। হযরত বারা ইব্ন মালিক ছিলেন এমন ব্যক্তি যাঁর দু'আ

কবূল হয়। তিনি দু'আ করে বললেন, "হে আল্লাহ্! আমাদের পক্ষে শত্রুদেরকে পরাজিত করে দিন। আর আমাকে শহীদ হিসেবে মঞ্জুর করে নিন।"

তারপর মুসলমানগণ শত্রুদেরকে পরাজিত করলেন। তাদেরকে ওদের পরিখার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ওদের উপর চড়াও হলো। মুশরিকগণ ওদের শহরে আশ্রয় নিল এবং সেখানে সুরক্ষার ব্যবস্থা নিল। কিন্তু সেখানে তাদের জীবনযাত্রা সংকটময় হয়ে উঠল। ওদের একজন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে হযরত আবূ মূসা (রা)-এর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। তিনি তাকে নিরাপত্তা দেন। তারপর তাকে পাঠান মুসলমানদেরকে কেল্লার ভেতরে প্রবেশের পথ দেখানোর জন্যে। মূলত পানি প্রবেশের নালা দিয়ে ওই দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা যেত। সে ওই পথ দেখিয়ে দেয়। সেনাপতিগণ তাঁদের সৈন্যদেরকে ভেতরে প্রবেশের জন্যে আহ্বান জানান। কত সাহসী বীর সৈনিক এগিয়ে আসে। তারা হাঁসের ন্যায় পানির ভেতর দিয়ে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এটি ছিল রাতের বেলার ঘটনা। কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মুযানী। ওরা প্রহরীদের নিকট এসে ওদের ঘুম পাড়িয়ে নেন এবং সবগুলো দরজা খুলে দেন। মুসলমান সৈন্যগণ গগনবিদারী—'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। ফজরের সময় থেকে দিনের প্রথম প্রহর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সেদিন তাঁরা সময় মত ফজরের নামায আদায় করেন নি। বরং সূর্যোদয়ের পর আদায় করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) হযরত আনাস (রা) সূত্রে তা-ই উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেছেন, আমি তুসতার বিজয়ের সময় উপস্থিত ছিলাম। এ বিজয় ঘটেছিল ফজরের নামাযের সময়। মুসলিম সৈন্যগণ বিজয় অর্জনের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। ফলে সূর্য উদয়ের আগে ফজরের নামায আদায় করতে পারেন নি। সূর্যোদয়ের পরে তা আদায় করেছেন। কিন্তু ওই নামাযের বিনিময়ে লাল লাল বড় বড় উট পাওয়াও আমার নিকট পছন্দনীয় ছিল না। এই হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (র) মাকহূল ও আওযাঈ (র)-এর পক্ষে দলীল উপস্থাপন করেছেন যে, যুদ্ধের ওযরের কারণে নির্ধারিত ওয়াক্ত থেকে নামায বিলম্বিত করা জায়েয। ইমাম বুখারী (র)-ও ওই অভিমতের দিকে ঝুঁকেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন (شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى مَلَاَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا ওরা আমাদেরকে মধ্যম নামায থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ্ ওদের কবরগুলো ও ঘরগুলো আগুনে ভরে দিন।)। তিনি আরো প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, বানূ কুরায়যা যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন (لَاَيُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْرَ اِلَّا فِىْ قُرَيْظَةَ তোমাদের কেউ যেন বানূ কুরায়যা গোত্রের এলাকায় না গিয়ে আসরের নামায না পড়ে)। ফলে কেউ কেউ পথে আর নামায পড়েন নি। বরং বানূ কুরায়যা এলাকায় গিয়ে সূর্যাস্তের পর আসরের নামায আদায় করেছেন। এই বিলম্বের কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে দোষারোপ করেননি— মন্দ বলেন নি। মক্কা বিজয় অভিযান অধ্যায়ে আমরা এই মাসআলা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মোদ্দাকথা মুসলমানদের হাতে শহরের পতন ঘটার পর পারস্য সেনাপতি হুরমুযান দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তার সেনাদলের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও তার সাথে ছিল। মুসলমানগণ

কঠিনভাবে তাকে অবরোধ করে ফেলেন। এখন হয়ত তার মৃত্যু, না হয় অবরোধকারী মুসলমানদের মৃত্যু। তৃতীয় কোন বিকল্প নেই এমন পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে তাদের হাতে বারা ইব্‌ন মালিক ও মুজযাহ্ ইব্‌ন ছাওর শহীদ হন। এ পর্যায়ে হুরমুযান বলল, আমার সাথে একটি থলে আছে। তাতে ১০০টি তীর আছে। তোমাদের যে কেউ আমার দিকে অগ্রসর হলে আমি তাকে লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করব তাতে তার মৃত্যু হবে। আমার একটি তীরও লক্ষ্যচ্যুত হবে না। একে একে তোমাদের একশত লোক হত্যা করার পর তোমরা আমাকে হত্যা করতে পারবে। সুতরাং তোমাদের একশত লোক নিহত হবার পর আমাকে বন্দী করে তোমাদের কতটুকু লাভ হবে ? মুসলমানগণ বললেন, তবে তুমি কি করতে চাও ? সে বলল, আমি চাই যে, তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দাও, আমি তোমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করব। এরপর তোমরা আমাকে খলীফা উমর ইব্‌ন খাত্তাবের নিকট নিয়ে যাবে। তারপর তিনি যা ব্যবস্থা নেন নিবেন। মুসলমানগণ তার প্রস্তাবে রাজী হলো। সে তার তীর-ধনুক মাটিতে রেখে দিল। মুসলমানগণ তাকে বন্দী করে নিরাপত্তা রক্ষীদের তত্ত্বাবধানে খলীফার নিকট প্রেরণ করলেন। ওখানে যত ধন-সম্পদ ও সোনা-দানা ছিল গনীমতের মাল হিসেবে মুসলিম সৈন্যগণ তা হস্তগত করলেন এবং বিধি মুতাবিক $\frac{১}{৫}$ অংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিলেন। তাঁদের প্রত্যেক অশ্বারোহী পেলেন ৩০০০ দিরহাম। আর প্রত্যেক পদাতিক সেনা পেলেন এক ১০০০ দিরহাম করে।

সুইস (সূস) বিজয়

একদল সৈন্য নিয়ে আবূ সাবরা যাত্রা করলেন। সাথে গেলেন আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ও নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন। সাথে নিয়ে গেলেন পারস্য সেনাপতি হুরমুযানকে। তাঁরা পলাতক পারসিক সৈন্যদের খোঁজ করছিলেন। যেতে যেতে তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন সুইস শহরে। তাঁরা শহরটি ঘিরে ফেললেন। বিষয়টি জানিয়ে আবূ সাবরা খলীফা উমরের নিকট পত্র লিখলেন। খলীফা উত্তরে লিখলেন যে,আবূ মূসা আশ'আরী (রা) যেন বসরায় ফিরে যান। খলীফা উমর (রা) যিরর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কালীব আকীমী সাহাবীকে জুন্‌দিসাবূর -এর দিকে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। যিরর যাত্রা করেন। এরপর সেনাপতি আবূ সাবরা গনীমতের মালের $\frac{১}{৫}$ অংশ এবং বন্দী হুরমুযানসহ একটি প্রতিনিধি দল খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। ওই দলে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক ও আহনাফ ইব্‌ন কায়স অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদীনার নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হয়ে সেনাপতি হুরমুযান তার রাজকীয় পোশাক পরিবর্তনের অনুমতি চায়। তারপর সে তার রেশমী ও স্বর্ণ খচিত ইয়াকূত ও মুক্তো জড়ানো জামা-কাপড় পরিধান করে। ওই অবস্থায় তাঁরা মদীনায় প্রবেশ করেন। তাঁরা খলীফার বাসগৃহে আসেন। বাড়িতে তিনি আছেন কিনা তা জিজ্ঞেস করেন। বলা হলো যে, কূফা থেকে লোকজন আসবে বলে তিনি মসজিদে গিয়েছেন। তাঁরা মসজিদে গেলেন কিন্তু মসজিদে কাউকে দেখলেন না। তাই তাঁরা ফিরে আসছিলেন। কতক শিশু রাস্তায় খেলা করছিল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করায় তারা বলল যে, খলীফা মসজিদেই আছেন। তিনি ঘুমোচ্ছেন টুপিকে বালিশ বানিয়ে। প্রতিনিধি দল পুনরায় মসজিদে গেলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন যে, ইতিপূর্বে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে তিনি যে টুপি পরিধান করেছিলেন সেটিকে বালিশ বানিয়ে তিনি ঘুমোচ্ছেন। মসজিদে তিনি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। তাঁর চাবুকটি তাঁর হাতে আটকানো ছিল।

হুরমুযান বলল, 'খলীফা উমর কোথায় ?' বলা হলো, 'এই যে, তিনি।' সবাই কথা বলছিল, খুব নিম্নস্বরে যাতে খলীফা জেগে না উঠেন। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। হুরমুযান বলছিল—'তাহলে তাঁর দারোয়ান, নিরাপত্তা রক্ষী এগুলো কোথায় ?' লোকজন বলল, 'তাঁর কোন দারোয়ান ও নিরাপত্তা রক্ষী নেই। তাঁর কোন সচিবও নেই, দফতরও নেই। হুরমুযান বলল, 'তাহলে তাঁর নবী হওয়াই উচিত ছিল।' বলা হলো যে, তিনি নবী হননি বটে কিন্তু কাজ করেন নবীদের কাজ। আস্তে আস্তে লোকজনের সংখ্যা বেড়ে গেল। হযরত উমর (রা) ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সোজা হয়ে বসলেন।

তারপর হুরমুযানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কি হুরমুযান ?' লোকজন বলল, 'হ্যাঁ, তাই।' তিনি হুরমুযান ও তার বহু মূল্যবান পোশাকের কথা চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'আমি জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় কামনা করছি। আমি আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করছি।' তারপর তিনি বললেন, 'সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র যিনি ইসলাম দ্বারা এই ব্যক্তি ও তার মত অন্যদেরকে অবনত করেছেন। হে মুসলিমগণ! সুদৃঢ়ভাবে এই দীন পালন কর। তা আঁকড়ে ধরে রাখ। তোমরা তোমাদের নবীর পথে অগ্রসর হও। দুনিয়া ও পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে দাম্ভিক ও অহংকারী করে না তোলে। কারণ দুনিয়া হলো গাদ্দার-বেওফা-বিশ্বাসঘাতক। প্রতিনিধি দল বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন! এই লোক হুরমুযান, আহওয়াযের রাজা তাঁর সাথে আলাপ করুন।' খলীফা বললেন, "না যতক্ষণ তার দেহে এসব অহংকারী সাজ-সজ্জা থাকবে ততক্ষণ আমি তার সাথে কথা বলব না।" তাই তারা সকল সাজ-সজ্জা খুলে তাকে সাধারণ পোশাক পরিয়ে দিল।

খলীফা বললেন, হুরমুযান! গাদ্দারী–চুক্তি ভঙ্গের পরিণাম এবং আল্লাহ্র বিধানের পরিণতি কেমন বুঝলে ?' সে বলল, 'হে উমর! যখন জাহেলী যুগ ছিল তখন আমাদের আর আপনাদের মাঝখানে কোন বাধা ছিল না। আমরা আপনাদের উপর বিজয়ী ছিলাম। প্রাধান্য বিস্তারকারী ছিলাম। তখন আল্লাহ্ আমাদের পক্ষেও ছিলেন না, আপনাদের পক্ষেও ছিলেন না, এখন আল্লাহ্ আপনাদের পক্ষে তাই আপনারা আমাদের উপর জয়ী হয়েছেন।' উমর (রা) বললেন, 'জাহেলী যুগে তোমরা আমাদের উপর জয়ী হয়েছিলে তোমাদের ঐক্য ও আমাদের বিভেদের কারণে। তারপর খলীফা বললেন, 'এক্ষণে তোমার বারবার চুক্তি ভঙ্গের যুক্তি কী ?' হুরমুযান বলল, 'আমি তো আশংকা করছি যে, আমার বক্তব্য শেষ করার আগেই আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন।' অভয় দিয়ে খলীফা বললেন, "না সে ভয় করো না।"

হুরমুযান পানি পান করতে চাইল। একটি মোটা পাত্রে তার জন্যে পানি নিয়ে আসা হলো। সে বলল, 'আমি যদি পিপাসায় মরেও যাই তবু এই মোটা পাত্রে তো আমি পানি পান করতে পারব না। তারপর তার পছন্দমত একটি পাত্রে পানি আনা হলো। সে পাত্র হাতে নিল। তার হাত কাঁপছিল। সে বলল, 'আমি ভয় পাচ্ছি যে, পানি পান করা অবস্থায় আমাকে হত্যা করা হবে।' খলীফা বললেন, 'সে ভয় করো না। পানি পান করে নাও।' সে পানি পান করল। খলীফা বললেন, 'ওকে আরো পানি দাও। হত্যা এবং তৃষ্ণা দুটো এক সাথে যেন তার উপর কার্যকর না হয়।' সে বলল, না পানির আর প্রয়োজন নেই। পানি পানের মাধ্যমে আমি

চেয়েছিলাম কিছুটা বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করতে। উমর (রা) বললেন, 'আমি তো এখন তোমাকে হত্যা করব।'

সে বলল, না, আপনি এখন তা পারবেন না, কারণ আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। খলীফা বললেন, 'না তো তুমি মিথ্যা বলছ, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিইনি।' হযরত আনাস (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমিরুল মু'মিনীন! সে তো সত্য বলেছে। খলীফা বললেন, আনাস! দুঃখ তোমার জন্যে আমি কি এমন ঘাতককে নিরাপত্তা দিতে পারি যে বারা এবং মুজযাহ্‌কে খুন করেছে। আনাস! তুমি যা বলেছ তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে প্রমাণ উপস্থিত কর নতুবা তুমিও শাস্তি ভোগ করবে। আনাস (রা) বললেন, আমিরুল মু'মিনীন! আপনি তো ওকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, "ভয় করো না তোমার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না।" আপনি এও বলেছেন যে, "তোমার পানি পান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার ক্ষতি করা হবে না।" পাশে যারা ছিল তারাও এ বক্তব্য সমর্থন করল।

এবার খলীফা মুখোমুখি হলেন হুরমুযানের এবং বললেন, "তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ। আল্লাহ্‌র কসম, ইসলাম কবূল না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ব না।" তখন হুরমুযান ইসলাম গ্রহণ করল। খলীফা তাঁর জন্যে দু হাজার দিরহাম ভাতা মঞ্জুর করলেন এবং মদীনায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত উমর (রা) ও হুরমুযানের মাঝে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)। উমর (রা) হুরমুযানকে বলেছিলেন, 'তুমি কোন্ দেশের লোক ?' সে বলেছিল মোহরজানের লোক। খলীফা বললেন, 'তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি পেশ কর।' সে বলল, 'জীবিত মানুষ হিসেবে কথা বলব, না নিজেকে মৃত মানুষ জ্ঞান করে?' খলীফা বললেন, 'জীবিত জ্ঞানেই কথা বল'। সে বলল, 'এই যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিলেন।' খলীফা বললেন, তুমি তো আমার সাথে প্রতারণা করেছ। ইসলাম কবূল না করা পর্যন্ত আমি তোমার বক্তব্য গ্রহণ করব না। তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। খলীফা তার জন্যে দুই হাজার দিরহাম ভাতা মঞ্জুর করেন এবং মদীনায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। এরপর যায়দ আসেন। তিনিও দোভাষীর ভূমিকা পালন করেন।

আমি বলি, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হুরমুযান অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করেন। হযরত উমর (রা)-এর নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি উমর (রা)-এর সাথে সাথেই থাকতেন। এক পর্যায়ে হযরত উমর (রা) আবূ লু'লু'-এর হাতে শাহাদতবরণ হন। কেউ কেউ আবূ লু'লু'-এর সাথে হুরমুযান ও জাফীনার গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে খলীফা নিহত হন বলে হুরমুযানকে অভিযুক্ত করা হয়– পরবর্তীতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হুরমুযান এবং জাফীনাকে হত্যা করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে। বর্ণিত আছে যে, উবায়দুল্লাহ্ যখন হুরমুযানকে হত্যার জন্যে তরবারি উঁচু করেন তখন হুরমুযান উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠে ,"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আর জাফীনা তাঁর মুখে আঘাত করেছিল।

মোদ্দাকথা হযরত উমর (রা) মুসলমানদের জন্যে অনারব শহর-নগর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ অনারব লোকদের ব্যাপারে তিনি শংকিত ছিলেন। কিন্তু আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স তাঁকে বোঝালেন যে, পরিস্থিতির চাহিদা হলো নতুন নতুন বিজয় অর্জনের

মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার করা। কারণ সম্রাট ইয়াযদগির্দ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তার অনুসারীদেরকে বরাবর প্ররোচনা দিয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে যদি সমূলে উৎখাত করা না যায় তাহলে তারা ইসলাম ধ্বংস করা ও মুসলিম রাজ্যগুলো দখল করার লোভ করবে। আহনাফ ইব্ন কায়সের যুক্তি খলীফার পছন্দ হয় এবং তিনি যুক্তিটি সঠিক বলে বিবেচনা করেন। তারপর মুসলিম সৈন্যদেরকে অনারব রাজ্য জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করার অনুমতি দিলেন। এই প্রেক্ষিতে মুসলমানগণ বহু রাজ্য জয় করেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র। অধিকাংশ রাজ্য জয় হয় হিজরী ১৮ সালে। তার বিবরণ শিগ্গিরই আসবে ইনশাআল্লাহ্।

আমরা আবার সুইস, জুন্দি সাবূর ও নিহাওয়ান্দ বিজয়ের আলোচনায় যাচ্ছি। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, আবূ সাবরা তাঁর সাথে থাকা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও একদল সৈনিক নিয়ে তুসতার থেকে সুইস অভিমুখে যাত্রা করেন। এক পর্যায়ে তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। ওই যুদ্ধে দু'পক্ষেরই বহু লোক হতাহত হয়। এক সময় ওই দেশের বিজ্ঞজনেরা উপরে উঠে বলল, হে মুসলমানগণ! আপনারা লাগাতার এই শহর অবরোধ করে রাখবেন না। কারণ আমাদের এই শহরের প্রবীণ লোকদের মুখ থেকে আমরা বংশ পরম্পরায় যা শুনে এসেছি তা আমরা প্রাধান্য দিই। আর তা হলো দাজ্জাল নিজে কিংবা যে দলের সাথে দাজ্জাল থাকবে সে দল ছাড়া অন্য কেউ এই শহর জয় করতে পারবে না।

ঘটনাক্রমে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর দলে সাফ ইব্ন সায়াদ ছিল। আবূ মূসা (রা) অবরোধকারীদের সহযোগিতার জন্যে তাকে পাঠালেন। সে ওদের দুর্গের দরজায় এসে এমন একটি লাথি মেরেছিল যে, লোহার শিকল-চেইন সব ছিঁড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তালাগুলো ভেঙ্গে ছিটকে পড়ে। মুসলমানগণ দলে দলে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং যাকে পেয়েছেন তাকেই কতল করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা নিরাপত্তা লাভ ও সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব দেয়। মুসলমানগণ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তখন সুইস শহরের রাজা ছিল শাহ্রিয়ার, সে ছিল হুরমুযানের ভাই। মুসলমানগণ সুইস নগরীতে আধিপত্য বিস্তার করেন। এটি পৃথিবীতে একটি সুপ্রাচীন নগরী। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি পৃথিবীর সর্বপ্রথম শহর। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুসলমানগণ সুইস নগরীতে দানিয়ালের কবর খুঁজে পেয়েছিলেন। সেনাপতি আবূ সাবরাহ জুন্দি সাবূর চলে যাবার পর আবূ মূসা (রা) সুইস নগরীতে আসেন। তিনি দানিয়েলের বিষয়টি খলীফাকে লিখে জানান। উত্তরে খলীফা লিখলেন যে, ওঁকে দাফন করে দাও এবং তার কবরের স্থানটি মানুষের নিকট অজ্ঞাত রাখো। আবূ মূসা (রা) তাই করলেন। সীরাত-ই-উমর গ্রন্থের মধ্যে আমরা বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইব্ন জারীর বলেছেন যে, কারো কারো মতে সুইস, ও রাম হুরমুয বিজয় এবং হুরমুযানের তুসতার থেকে খলীফার দরবারে উপস্থিতি এসব ঘটনা ঘটেছে ২০ হিজরী সনে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

খলীফা উমর (রা) চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নু'মান ইব্ন মুকাররিন নিহাওয়ান্দের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করবেন। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি যাত্রা করলেন।

নিহাওয়ান্দ পৌছার পূর্বে তাঁরা 'মাহ' নামের এক সুবিশাল নগরীতে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁরা ওই নগরী জয় করলেন। তারপর নিহাওয়ান্দ গিয়ে সেটি দখল করলেন।

আমি বলি, প্রসিদ্ধ অভিমত হলো নিহাওয়ান্দ বিজয়ের ঘটনা ঘটেছিল ২১ হিজরী সনে। তার বর্ণনা অচিরেই আসবে ইনশাআল্লাহ্। এটি একটি বিরাট ঘটনা। এটি একটি বিশাল বিজয়, এক বিস্ময়কর ইতিহাস।

যির্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ফরকীমী জুন্‌দী-সাবূর নগর অধিকার করেন এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য শহরে-নগরে মুসলমানদের জোরালো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে মুসলমানদের একের পর এক রাজ্য জয়ে অস্থির হয়ে সম্রাট ইয়াযদগিরদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। এক পর্যায়ে সে ইস্পাহানে বসবাস করতে শুরু করে। তার শীর্ষস্থানীয় সাথীদের প্রায় ৩০০ জনের একটি দলও তার সাথে সাথে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ওদের নেতা ছিল 'সিয়াহ'। ইতিমধ্যে মুসলমানগণ তুসতার ও ইসতাখার জয় করে নেন। একদিন 'সিয়াহ' তার সহচরদেরকে বলল, ওই যে মুসলিম সম্প্রদায় তারা এক সময়ে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছিল। এখন তো তারা প্রাচীন রাজা-বাদশাহদের সকল শহর-নগর ও রাজ্য দখল করে নিচ্ছে। যে কোন শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা প্রতিপক্ষকে অনায়াসে পরাজিত করে চলেছে। আল্লাহ্র কসম! এটি কোন বাতিল ও অসত্য মতবাদ নয়। বস্তুত তার অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল। তার সাথিগণ বলল, আপনার কথার সাথে আমরা একমত। ইতিমধ্যে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ওদেরকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান জানিয়ে লোক পাঠালেন। তারা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণে সম্মতি জানিয়ে লোক পাঠান। আবূ মূসা (রা) তাদের ঘটনা খলীফাকে জানালেন। খলীফা ওদের প্রস্তাব গ্রহণ এবং ওদের প্রত্যেকের জন্যে দু'হাজার করে ভাতা মঞ্জুরের নির্দেশ দেন। এদের মধ্যে ছয়জনের জন্যে ২৫০০ দিরহাম করে ভাতা মঞ্জুর করা হয়। তারপর তাঁরা সকলে সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধানাবলী পালন করেন।

নিজেদের গোত্রভুক্ত অগ্নি উপাসকদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষোভ তাদের মনে গুমরে মরছিল। একদিন তারা স্বগোত্রীয় অগ্নি উপাসকদের একটি দুর্গ অবরোধ করে। কিন্তু দুর্গটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। কোনক্রমেই তারা ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। তাদের একজন নিজের জামা-কাপড়ে রক্ত মেখে রাতের বেলা নিজেকে দুর্গের দরজায় ফেলে রাখে। দুর্গের অভ্যন্তরস্থ লোকেরা তাকে দেখে মনে করল যে, এই তো আমাদের লোক। তার ভেতরে প্রবেশের জন্যে তারা দুর্গের দরজা খুলে দেয়। সুযোগ পেয়ে অবিলম্বে সে দারোয়ানের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। ইতিমধ্যে তার অবশিষ্ট সাথিগণ সেখানে গিয়ে পৌঁছে। সে তাদের জন্যে দরজা খুলে দেয়। সকলে ভেতরে প্রবেশ করে এবং যত অগ্নি উপাসককে পেয়েছে সকলকে হত্যা করেছে। এমন আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী সেখানে ঘটেছে। মহান আল্লাহ্ যাকে চান সরল পথের দিশা প্রদান করেন।

ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে, পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওদের দেশ জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করার জন্যে খলীফা উমর (রা) ইরাকে ও খুরাসানে নিজ হাতে

মুসলিম বাহিনীর বড় বড় পতাকা বেঁধে দিয়েছিলেন। এই পরামর্শ দিয়েছিলেন আহ্নাফ ইব্ন কায়স। এই প্রেক্ষিতে পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৮ হিজরী সনে বহু বিজয় সংঘটিত হয়। বহু দেশ, রাজ্য ও শহর-নগর মুসলমানদের অধিকারে আসে। আমরা শিগগিরই সেগুলো বর্ণনা করব। ইন্শাআল্লাহ্, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

ইব্ন জারীর বলেন, এই বছর অর্থাৎ ১৭ হিজরী সনে আমীরুল মু'মিনীন খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) নিজে আমীরুল হজ্জ হয়ে লোকজন নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। তাঁর হজ্জে যাবার সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে তাঁরাই শাসনকর্তা ছিলেন যাঁরা পূর্ববর্তী বছরের হজ্জের সময় শাসনকর্তা ছিলেন। তবে শুধু বসরাতে মুগীরার পরিবর্তে আবূ মূসা আশ'আরী শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

আমি বলি, এই বছরে কতক নামজাদা লোকের ওফাত হয়। কিন্তু তাঁদের ওফাতের সন সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁরা এর পূববর্তী বছর মারা গেছেন, কেউ কেউ বলেছেন তাঁরা এর পূর্ববর্তী বছর মারা গেছেন। কেউ বলেছেন, পরবর্তী বছর মারা গেছেন। আমরা যথাস্থানে তাঁদের কথা উল্লেখ করব। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

১৮ হিজরী সাল

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে 'তাঊন-ই-আমওয়াস' বা 'আমওয়াসের প্লেগ মহামারীর' প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এই ১৮ হিজরীতে। তবে সায়ফ ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন জারীর বলেছেন, এটি ঘটেছিল ১৭ হিজরী সালে। তাঁদের অনুসরণে আমরা ওই প্লেগ মহামারীর বিবরণ ১৭ হিজরী সনের ঘটনায় উল্লেখ করেছি। তবে ওই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে যারা মারা গিয়েছেন তাদের কথা আমরা এই হিজরী সনের আলোচনায় উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

ইব্‌ন ইসহাক ও আবূ মা'শার বলেছেন যে, আমওয়াসে প্লেগের মহামারী এবং ছাইয়ের (দুর্ভিক্ষের) বছর দু'টোই এই হিজরী সন অর্থাৎ ১৮ হিজরী সনের ঘটনা। এই দুই ঘটনায় বহু লোক মারা গিয়েছিলেন।

আমি বলি, ছাইয়ের বছর মানে এমন দুর্ভিক্ষের বছর যা সমগ্র আরব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ সীমাহীন অভাব-অনটনের মুখোমুখি হয়েছিল। 'সীরাত-ই-উমর' গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই বছর ছাইয়ের বছর বলা হয় এজন্যে যে, অনাবৃষ্টির কারণে পথ-ঘাট ও সমগ্র ভূ-ভাগ কালো হয়ে ছাইয়ের রং ধারণ করেছিল। কেউ বলেছেন এজন্যে যে, তখন বাতাসের সাথে ছাইয়ের মত ধুলাবালি উড়ত। মরু ঝড় ছাই-ঝড়ে পরিণত হয়েছিল। এও বলা যায় যে, উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে বছরটিকে ছাইয়ের বছর নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এই বছর আরবের সকল লোক প্রচণ্ড অভাবে পতিত হয়। গ্রাম-গঞ্জ থেকে সব লোক মদীনায় এসে একত্রিত হয়। কারো নিকট কোন খাবার কিংবা অর্থ-কড়ি ছিল না। খলীফা রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে যা খাদ্য ও ধন-সম্পদ মজুদ ছিল তা তাদের মধ্যে বণ্টন করতে শুরু করেন। এক সময় তাও ফুরিয়ে যায়। খালি হয়ে যায় সরকারী গুদাম। খলীফা সিদ্ধান্ত নেন যে, মানুষের এই দুরবস্থা যতদিন লাঘব না হবে ততদিন তিনি কোন ঘি ও পুষ্টিকর খাবার খাবেন না। সচ্ছলতার সময় তিনি রুটি খেতেন শুধু দুধ আর ঘি দিয়ে, আর ছাইয়ের বছরে তিনি শুধু তেল আর সিরকা দিয়ে রুটি খেতেন। অনেক সময় শুধু যয়তুনের তেল দিয়েই রুটি খেতেন। তা-ও পেট ভরে খেতেন না। অভুক্ত থাকতে থাকতে খলীফার শরীরের রং কালো হয়ে যায়। দেহের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি এতই দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়েন যে, তাঁর জীবনহানির আশংকা সৃষ্টি হয়। একাদিক্রমে নয় মাস এই দুর্ভিক্ষ বিরাজমান ছিল। তারপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অভাবের পর সচ্ছলতা আসে। মানুষ মদীনা ছেড়ে নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে চলে যায়।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, লোকজন যখন মদীনা ছেড়ে নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরে যাচ্ছিল তখন জনৈক আরব হযরত উমর (রা)-কে বলেছিল, "আপনি স্বাধীন মহিলার ছেলে বলে

আপনার থেকে এই বিপদ কেটে গেল।" অর্থাৎ আপনি জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তাদের প্রতি সদাচার করেছেন, ন্যায় বিচার করেছেন বলেই এই বিষাদ দূর হলো।

আমরা বর্ণনা করেছি যে, ছাইয়ের বছরের এক রাতে হযরত উমর (রা) মদীনায় বের হন। তিনি কোন লোককে হাসতে দেখলেন না এবং নিত্যদিনের অভ্যাস অনুযায়ী কোন ঘরে গল্প-গুজবের শব্দও শুনেন না। তিনি কোন ভিক্ষুককে ভিক্ষা করতে দেখলেন না। তিনি কারণ জানতে চাইলেন। তাঁকে বলা হলো, আমীরুল মু'মিনীন! ভিক্ষুকগণ ইতিপূর্বে ভিক্ষা চেয়েছে কিন্তু কিছুই তারা পায়নি তাই তারা ভিক্ষা করা বন্ধ করে দিয়েছে। আর লোকজন চরম দুঃখ-কষ্টে দিন গুজরান করছে এজন্যে তারা হাসে না গল্প-গুজব করে না।

খলীফা উমর (রা) বসরাতে আবূ মূসা আশ'আরীর নিকট লিখলেন, "ইয়া গাওছাহ লি উম্মাতি মুহাম্মদ! আহ্! মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের জন্যে সাহায্য চাই।" তিনি মিসর আমর ইব্ন আ'সের নিকট পত্র লিখলেন, বললেন, "ইয়া গাওছাহ্ লি উম্মাতি মুহাম্মাদ ﷺ"— মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের জন্যে সাহায্য চাই। তাঁরা দু'জনেই গম ও অন্যান্য খাদ্য বোঝাই করে বিশাল প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করেন। আমরের পাঠানো কাফেলা সমুদ্র পথে জেদ্দা আসে এবং সেখান থেকে মক্কায় প্রেরণ করা হয়। এই বর্ণনাটির সনদ খুব মজবুত ও সুদৃঢ়। কিন্তু ছাইয়ের বছরে আমর ইব্নুল আসের সংশ্লিষ্টতা থাকার কথায় জটিলতা রয়েছে। কারণ বলা হয়েছে যে, মিসর থেকে আমর ইব্নুল 'আস খাদ্য-পানীয় প্রেরণ করেছেন। অথচ মিসর তখনও অর্থাৎ ১৮ হিজরী সনে মুসলমানদের অধিকারে আসেনি। তাহলে বলতে হবে যে, ছাইয়ের বছরের আগমন ঘটেছিল ১৮ হিজরীর পর অথবা এটা বলতে হবে যে, এই ঘটনায় আমর ইব্নুল আসের উল্লেখ করা ভুল ও অনুমান ভিত্তিক। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

সায়ফ ইব্ন উমর উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর শায়খদের থেকে তাঁরা বলেছেন যে, আবূ উবায়দা (রা) চার হাজার বাহনে খাদ্য বোঝাই করে মদীনায় নিয়ে আসেন। এগুলো মদীনার আশেপাশের গোত্রগুলোতে বণ্টন করে দেবার জন্যে খলীফা নির্দেশ দেন। বণ্টন শেষে খলীফা আবূ উবায়দা (রা)-কে চার হাজার দিরহাম নিজের জন্যে নেবার নির্দেশ দেন। আবূ উবায়দা (রা) তা নিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরে খলীফার পীড়াপীড়িতে তিনি তা নিতে সম্মত হন।

সায়ফ ইব্ন উমর আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ছাইযের বছরের দুর্ভিক্ষ ছিল ১৭ হিজরী সনের শেষ দিকে এবং ১৮ হিজরী সনের শুরুর দিকে। এই সময়ে মদীনা ও তার আশেপাশের লোকজন মারাত্মক খাদ্যাভাবে পতিত হয়। তাতে বহুলোক মারা যায়। পরিস্থিতি এত সংকটময় হয়ে পড়ে যে, বন্য জীবজন্তু পর্যন্ত মানুষের সাথে সখ্য গড়ে তোলে।

এই সময়ে খলীফা উমর (রা)সহ সকল জনসাধারণ অন্যান্য শহর নগর থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এমন এক সময়ে হযরত বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানী মদীনায় আসেন। তিনি খলীফার সাথে দেখা করার অনুমতি চান। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূত হিসেবে আপনার নিকট এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (স্বপ্নে) আপনার উদ্দেশ্যে বলছেন– (لَقَدْ عَهِدْتُكَ كَيِّسًا وَمَا زِلْتَ عَلَى ذَلِكَ فَمَا شَأْنُكَ) আমি তো আপনাকে বুদ্ধিমান পেয়েছি, আর সব সময় বুদ্ধিমান ছিলেন, এখন আপনার কী হলো? খলীফা বললেন, এ স্বপ্ন আপনি কখন দেখেছেন? বিলাল বললেন, গতরাতে দেখেছি।

তারপর খলীফা বের হয়ে লোকজনের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন "নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হবে।" লোকজন উপস্থিত হলো। তিনি তাদেরকে নিয়ে দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে লোক সকল! আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি আপনারা কি আমার পক্ষ থেকে এমন কোন কাজ দেখেছেন যার বিপরীতটি অধিক ভাল?' তারা বললেন, 'হায় আল্লাহ্! না তো তেমন কোন কাজ তো দেখিনি।' তারপর তিনি বললেন; এই যে বিলাল ইব্ন হারিছ, তিনি তো এমন এমন কথা বলেছেন। এবার সকলে বলল, 'হ্যাঁ, বিলাল ঠিকই বলেছেন। আপনি মহান আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করুন, তাঁর সাহায্য কামনা করুন। তারপর অন্যান্য মুসলিমের নিকট সাহায্য কামনা করুন। এতদিন পর্যন্ত খলীফা উমর (রা) তা থেকে বিরত ছিলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার, বিপদ তার নির্ধারিত মেয়াদে পৌঁছে গিয়েছে। হে আল্লাহ্! এবার বিপদ প্রত্যাহার করুন। কোন সম্প্রদায়কে দু'আ ও প্রার্থনার অনুমতি দেয়া হলে ওদের বালা-মুসিবত দূর হয়েই যায়।' তিনি অন্যান্য শহরের শাসন কর্তাদেরকে লিখলেন যে, মদীনাবাসীকে এবং তার আশপাশের অধিবাসীদেরকে সাহায্য করুন। কারণ তারা দুঃখের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। তিনি লোকজনকে ইসতিসকা-নামাযের জন্যে আহ্বান জানানো হলে লোকজন বেরিয়ে এল। তাদের সাথে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এলেন হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)। এরপর খলীফা একটি সংক্ষিপ্ত খুতবা দিলেন। তারপর নামায আদায় করলেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ্, আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাাহয্য চাই। হে আল্লাহ্, আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আমাদের প্রতি দয়া করুন, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।" তারপর তাঁরা ফিরে গেলেন। ফিরতি পথে তাঁরা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই বৃষ্টি নামতে থাকে। এবং কুয়া-পুকুর পানিতে ভর্তি হয়ে যায়।'

এরপর সায়ফ বর্ণনা করেছেন আসিম ইব্ন উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে যে, ছাইয়ের বছরের ঘটনা। মুযায়না গোত্রের এক লোকের পরিবারবর্গ তাকে তাদের জন্যে একটি বকরী জবাই করার জন্য তাকে অনুরোধ করল। সে বলল, বকরীর গায়ে তো কোন গোশত নেই, জবাই করে কী লাভ হবে? ওরা পীড়া-পীড়ি শুরু করলে সে একটি বকরী জবাই করল। হায়! সে দেখতে পেল যে, বকরীর হাড়গুলো লাল হয়ে গিয়েছে। তখন সে বলল, ইয়া মুহাম্মাদাহ! হে মুহাম্মাদ! ﷺ সে রাতে সে স্বপ্নে দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলছেন, জীবনের সুসংবাদ গ্রহণ কর, বেঁচে থাকার সুসংবাদ গ্রহণ কর। তুমি উমরের কাছে যাও, তাঁকে আমার সালাম জানাও। তারপর তাঁকে বল, 'আমার সাথে আপনার চুক্তি তো পূর্ণ করতেই হবে। ওই চুক্তি তো সুদৃঢ়, সুতরাং হে উমর! বুদ্ধিমত্তার পথ অনুসরণ করুন, বুদ্ধিমত্তার পথ অনুসরণ করুন।'

ওই লোক খলীফার দরবারে উপস্থিত হলো। প্রহরীকে বলল, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজনের দূতের জন্যে অনুমতি চাও।' সে উমর (রা)-এর নিকট এল এবং স্বপ্নের কথা জানাল। সব শুনে হযরত উমর (রা) অস্থির হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি মিম্বরে উঠে লোকজনের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যেই মহান আল্লাহ্ আপনাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন তাঁর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনারা কি আমার মধ্যে এমন কোন আচরণ লক্ষ্য করেছেন যা

আপনারা অপছন্দ করেন ?' তারা বলল, 'হায় আল্লাহ্! না, তেমন কোন আচরণ আমরা দেখিনি। আর আপনি এমন কথা কেন বলছেন ?' তিনি মুযানী গোত্রের লোকটির বক্তব্য তাদেরকে জানালেন। মূলত ওই লোক ছিলেন বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানী। এবার সকলে মূল রহস্য উপলব্ধি করেন। কিন্তু খলীফা তা পারেন নি। তারা বলল, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনার ইসতিস্কা নামাযে বিলম্বের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আপনি আমাদেরকে নিয়ে ইসতিস্কা নামায আদায় করুন। তিনি লোকজনকে ইসতিস্কা নামাযে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন। লোকজন হাজির হলো। তিনি সংক্ষিপ্ত খুতবা দিলেন। তারপর সংক্ষেপে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন, তারপর বললেন, 'হে আল্লাহ্! আমাদের সাহায্যকারীগণ অপারগ হয়ে পড়েছে। আমাদের নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্য অক্ষম হয়ে পড়েছে। আমরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে অপারগ হয়ে পড়েছি। আপনার শক্তি ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পানি দিন। মানব সমাজ ও শহর নগরে প্রাণচাঞ্চল্য দিন।'

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী বলেন, আবূ নসর ইব্ন কাতাদাহ এবং আবূ বকর ফারসী আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, ... মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর শাসনামলে একবার মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। তখন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কবর শরীফের নিকট এসে বলেছিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের জন্যে আল্লাহ্র কাছে পানি প্রার্থনা করুন। ওরা তো ধ্বংস হয়ে গেল। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকট এলেন এবং বললেন, 'তুমি উমরের নিকট যাও। তাঁকে আমার সালাম জানাও। আর বলে দাও যে, লোকজন অবশ্যই পানি পাবে। তাকে এও বলে দিও যে, আপনার কর্তব্য হলো বুদ্ধিমত্তার পথে অগ্রসর হওয়া। লোকটি খলীফার নিকট এল এবং বিষয়টি তাঁকে জানাল। খলীফা মহান আল্লাহ্র দরবারে ওযর পেশ করে বললেন, 'হে আল্লাহ্! হে রাব্ব্! ওরা কোন কসুরী করেনি। বরং যতটুকু কসুরী তা আমার। যত অক্ষমতা তা আমার। এই হাদীসের সনদ অত্যন্ত মজবুত ও বিশুদ্ধ।

তাবারানী বলেন, আবূ মুসলিম কুশী ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত উমর (রা) ইসতিস্কা নামাযের জন্যে বের হলেন, তাঁর সাথে বৃষ্টির জন্যে দু'আ করতে হযরত আব্বাস (রা)-কে নিয়ে গেলেন। হযরত উমর (রা) মহান আল্লাহ্র দরবারে এভাবে মিনতি জানাচ্ছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا اِذَا قَحَطْنَا عَلٰى عَهْدِ نَبِيِّنَا تَوَسَّلْنَا اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا ﷺ ـ

'হে আল্লাহ্! আমাদের নবী দুনিয়ায় অবস্থানকালে আমরা যদি দুর্ভিক্ষে পতিত হতাম, তখন আপনার নিকট আমাদের নবী করীম ﷺ-এর উছিলা পেশ করতাম। আমরা এখন আপনার নিকট আমাদের নবী করীম ﷺ-এর চাচার উছিলা পেশ করছি।' ইমাম বুখারী (র) এই হাদীস হাসান ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে এবং তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস বলেছেন মানুষ যখন অনাবৃষ্টির শিকার হতো, দুর্ভিক্ষে পতিত

হতো তখন হযরত উমর (রা) হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর উছিলা দিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে বৃষ্টি কামনা করতেন। তিনি বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتُسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا ـ

'হে আল্লাহ্! আমরা আমাদের নবী ﷺ-এর উছিলা দিয়ে আপনার দরবারে বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতেন– পানি দিতেন। এখন আমরা আমাদের নবী ﷺ-এর চাচার উছিলা দিয়ে আপনার দরবারে বৃষ্টি কামনা করছি। আপনি আমাদের প্রতি বৃষ্টি নাযিল করুন।'

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাদের প্রতি বৃষ্টি নাযিল করা হতো। আবূ বকর ইব্‌ন আবীদ দুনয়া 'বৃষ্টি বিষয়ক অধ্যায়' এবং 'দু'আ কবূল' বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ বকর নিশাপুরী .... খাওয়াত ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) তাঁদেরকে নিয়ে ইসতিস্‌কার নামাযের জন্যে বের হন। তারপর দু'রাকআত নামায আদায় করেন। এরপর বললেন, 'হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং পানি কামনা করছি। তারপর তিনি তাঁর স্থান থেকে সরতে পারেন নি সবাই বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল।

পরে জনৈক আরব বেদুঈন খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে বলে, আমীরুল মু'মিনীন! একদিন অমুক সময় আমরা আমাদের মাঠে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আমাদের মাথার উপর একটি মেঘখণ্ড। ওই মেঘ থেকে আমরা শুনতে পেলাম, "হে আবূ হাকম, আপনার নিকট আপনার কাম্যবস্তু এসে গিয়েছে, হে আবূ হাকম! আপনার নিকট আপনার কাম্য বস্তু এসে গিয়েছে।

ইব্‌ন আবীদ দুনয়া আরো বলেছেন, ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল ..... শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন হযরত উমর (রা) লোকজন নিয়ে ইসতিস্‌কার নামাযের জন্যে বের হলেন। এ যাত্রায় তিনি ইসতিস্‌কার বা ক্ষমা প্রার্থনার অতিরিক্ত কিছু করেন নি। তিনি ফিরে এলেন। লোকজন বলল, আমীরুল মু'মিনীন, আপনাকে বৃষ্টি কামনা করতে দেখলাম না! তিনি বলেন, আমি বৃষ্টি কামনা করেছি আকাশের সেই মাধ্যমগুলোর দ্বারা যেগুলোর মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা হয়।

এরপর তিনি পাঠ করলেন–

اَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ـ

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। (সূরা-৭১, নূহ : ১০-১১)

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন–

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ـ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ـ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্টকালের জন্যে উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করবেন; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করি মহা দিবসের শাস্তি। (সূরা-১১, হূদ ঃ ৩)

ইব্ন জারীর সায়ফ থেকে তিনি আবূ মুজালিদ প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা সকলে বলেছেন যে, এই বছর অর্থাৎ ১৮ হিজরী সালে আবূ উবায়দা (রা) লিখলেন, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট যে কতক মুসলমান মদ্যপানে লিপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে দিরার আবূ জানদাল ইব্ন সাহ্ল। আমি তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তারা বলে যে, কুরআনে আমাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আমরা মদ পানই বেছে নিয়েছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– (فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ তোমরা কি বিরত থাকবে?) চূড়ান্তভাবে তো আমাদেরকে নিষেধ করা হয়নি।

খলীফা উমর (রা) লোকজনকে একত্রিত করলেন এবং এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। সবাই ওদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অভিমত পেশ করে এবং তারা বলে যে, আয়াতে فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ তোমরা কি বিরত থাকবে ? অর্থ (اِنْتَهُوْا) তোমরা বিরত থাক। সবাই ঐক্যবদ্ধ অভিমত পেশ করল যে, ওই মদপানকারী প্রত্যেককে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করতে হবে। পুনরায় যদি কেউ ওদের ন্যায় ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং ওইরূপ ব্যাখ্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। খলীফা উমর (রা) আবূ উবায়দা (রা)-কে লিখলেন যে, ওদেরকে ডেকে মদ পান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। যদি তারা বলে যে, মদ পান হালাল বৈধ তবে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিন। আর যদি বলে যে, তা হারাম তাহলে ইতিপূর্বে মদ পানের অপরাধে ওদের প্রত্যেককে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করুন। আবূ উবায়দা (রা) ওদেরকে ডাকলেন। তারা মদ পান হারাম বলে স্বীকার করল। ফলে তাদের উপর বেত্রদণ্ড কার্যকর করা হলো। নিজেদের ভুল ব্যাখ্যার জন্যে তারা লজ্জিত হলো। এমনকি আবূ জানদাল তাঁর মনে চরম সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন যে, তাঁর ঈমান আছে কি নেই? আবূ উবায়দা বিষয়টি খলীফাকে জানালেন এবং আবূ জানদালের নিকট একটি চিঠি লিখে তাঁকে উপদেশ দিতে খলীফাকে অনুরোধ জানালেন। খলীফা এ বিষয়ে আবূ জানদালের নিকট একটি চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি লিখলেন, "উমর থেকে আবূ জানদালের প্রতি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এটি ব্যতীত অন্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। সুতরাং তওবা কর। মাথা উঠাও। বাইরে বের হও। নিরাশ হয়ো না।

আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ—আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা– ৩৯, যুমার ঃ ৫৩)

খলীফা উমর (রা) সকলের জন্যে এই নির্দেশনামা জারি করলেন, প্রত্যেকে নিজের জন্যে জবাবদিহি করবে। যদি কেউ সত্য বিকৃত করে তবে তোমার জন্যে বিপরীত বিধান দিবে। শুধু শুধু কাউকে লজ্জা দিবে না। তাহলে কিন্তু তোমাদের মধ্যে বালা-মুসিবত ছড়িয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে আবূ যাহরা কুশায়রী বলেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الدَهْرَ يَعْثُرُ الْفَتٰى * وَلَيْسَ عَلٰى صَرْفِ الْمَنُوْنِ بِقَادِرٍ -

তুমি কি দেখ না, যুগ ও সময় যুবকের পদস্খলন ঘটায়। কিন্তু কেউ মৃত্যু ঠেকাতে সক্ষম নয়।

صَبَرْتُ وَلَمْ اَجْزَعْ وَقَدْ مَاتَ اِخْوَتِیْ * وَلَسْتُ عَنِ الصَّهْبَاءِ يَوْمًا بِصَابِرٍ -

আমি ধৈর্যধারণ করেছি। অস্থির হইনি। আমার বহু ভাই-বোন মারা গিয়েছে তবুও অধৈর্য হইনি। কিন্তু মদ পান না করে একদিনও থাকতে পারিনি। মদ পানে বিরত থাকার ধৈর্যধারণ করতে পারিনি।

وَمَاهَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِحَتْفِهَا * فَخَلَّانُهَا يَبْكُوْنَ حَوْلَ الْمَقَاصِرِ -

আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা) এই মদ্যকে গলা টিপে দূরে বহু দূরে ফেলে দিয়েছেন। ফলে মদ্যপ্রেমী লোকজন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর কাঁদছে।

ওয়াকিদী ও অন্যরা বলেছেন যে, এই বছরে অর্থাৎ ১৮ হিজরী সালের যিলহজ্জ মাসে খলীফা উমর "মাকাম-ই-ইব্‌রাহীম"-কে স্থানান্তর করেন, এটি পূর্বে কা'বা গৃহের প্রাচীরের সাথে লাগোয়া ছিল। তিনি সেখান থেকে সরিয়ে বর্তমানে যেখানে আছে সেখানে স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য হলো, "মাকামে ইবরাহীমে"র সম্মুখে নামায পড়তে গিয়ে তাওয়াফকারীদের যেন কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয়। আমি বলি, এই হাদীসের সনদ আমি 'সীরাতে উমর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

এই বছর খলীফা উমর (রা) শরায়হকে কূফার বিচারক নিয়োগ করেন। কা'ব ইব্‌ন সুওয়ারকে বসরার বিচারক নিয়োগ করেন। এই বছর হযরত উমর (রা) নিজে আমীরুল হজ্জ হয়ে লোকজন নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। তাঁর হজ্জ আদায়ের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজ্যে তাঁরাই শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেছেন যাঁরা গত বছর দায়িত্বে ছিলেন। এই বছরেই রিকাহ, রাহা ও হারবান প্রদেশ জয় হয় ইয়ায ইব্‌ন গানামের হাতে।

ওয়াকিদী আরো বলেন যে, উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের হাতে "আয়নুল ওয়ারদা" জয় হয় এই বছর। কেউ কেউ ভিন্ন কথা বলেছেন। আমাদের শায়খ হাফিজ যাহাবী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই বছর আবূ মূসা আশ'আরী (রা) শক্তি প্রয়োগে 'রাহা ও 'শামশাত' অঞ্চল দখল করেন। এই বছরের শুরুর দিকে আবূ উবায়দা (রা) ইয়ায ইব্‌ন গানামকে জাযীরা পাঠিয়েছিলেন। জাযীরায় তাঁর সাথে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর দেখা হয়ে যায়। তারপর দু'জনে মিলে বলপ্রয়োগে হাররান, নসীবীন এবং জাযীরার কিছু অংশ দখল করে নেন। কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো জয় করেছেন সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে।

এই ১৮ হিজরী সালেই ইয়ায ইব্‌ন গানাম মুসেল অভিযানে যান এবং মুসেল ও তার আশেপাশের এলাকা বলপ্রয়োগে দখল করেন। এই হিজরী সনে সা'দ (রা) কূফার জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

ওয়াকিদী বলেন, এই বছরেই "তা'উন-ই-আমওয়াস"-এর প্রাদুর্ভাব করে। তাতে ২৫ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। আমি বলি, "আমওয়াস" একটি ছোট্ট শহর। এটি আল-কুদস ও রামাল্লার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। ওই মহামারী প্লেগ রোগ প্রথমে এখানেই শুরু হয়। তাই এটিকে তাউন-ই-আমওয়াস বা আমওয়াসের প্লেগ মহামারীরূপে নাম দেয়া হয়। পরবর্তীতে এই রোগ সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সূত্রে সিরিয়ার মহামারীও বলা যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

ওয়াকিদী বলেন, তাউন-ই- আমওয়াসের ফলে সিরিয়ায় প্রায় ২৫ হাজার মুসলমানের মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেছেন ৩০ হাজার, তাঁদের মধ্যে কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির বিবরণ এখানে দেয়া হলো ঃ

হারিছ ইব্ন হিশাম (রা) ঃ তিনি আবূ জাহ্লের ভাই। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। জাহেলী যুগে তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি অভিজাত ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। কারো কারো মতে, এই বছরে অর্থাৎ হিজরী ১৮ সালে সিরিয়ায় তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের পর হযরত উমর (রা) তাঁর স্ত্রী ফাতিমাকে বিয়ে করেন।

শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা (রা) ঃ ইনি ইতিহাস খ্যাত ৪ সেনাপতির একজন। তিনি ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় হলো শুরাহবীল ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুতা ইব্ন কাতান কিন্দী। বানু যুহরা গোত্রের মিত্র গোত্র।

হাসানা তাঁর মায়ের নাম। তিনি মায়ের নামেই অধিক পরিচিত। ইসলামের প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে সেনাপতি হিসেবে সিরিয়া প্রেরণ করেছিলেন। তিনি $\frac{১}{৪}$ অংশ সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলেও তিনি ওই দায়িত্বে ছিলেন। ১৮ হিজরী সালের একদিনে তিনি, আবূ উবায়দা (রা) এবং আবূ মালিক আশ'আরী প্লেগে আক্রান্ত হন। তাঁর দুটো হাদীস আছে। তার একটি ইব্ন মাজাহ্ ও অন্যরা ওযূ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন।

আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাররাহ্ ঃ তাঁর বংশ তালিকা হলো আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাররাহ্ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহায়র ইব্ন দাববাহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন ফিহ্র কুরায়শী, ওরফে আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ ফিহ্রী। তিনি এই উম্মতের 'আমানতদার' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি "আশারা-ই-মুবাশ্শারা" অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অন্যতম। একই দিনে যে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। অবশিষ্ট চারজন হলেন উসমান ইব্ন মাযউন (রা), উবায়দা ইব্ন হারিছ (রা), আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা), আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ (রা)। তাঁরা সকলে একই দিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মদীনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ উবায়দা (রা)-কে সা'দ ইব্ন মুআ'য (রা)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা-এর সাথে। তিনি বদরের যুদ্ধ এবং পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশ নিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন–

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার থাকে। এই উম্মতের আমানতদার হলো আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ্। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এই হাদীস উল্লিখিত আছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এটাও আছে যে, খলীফা নির্বাচন বিষয়ক জটিলতায় বানূ ছাকীফ গোত্রে অনুষ্ঠিত বৈঠকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেছিলেন, আমি দু'জনের যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচনে রাজী আছি। সুতরাং আপনারা তাঁদের যে কোন একজনের হাতে বায়আত করুন। সেই দু'জন হলেন হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এবং হযরত আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ্ (রা)।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সিরিয়া অভিযানে $\frac{১}{৪}$ অংশ সৈন্যের সেনাপতি হিসেবে আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্কে প্রেরণ করেন। এরপর হযরত খালিদ (রা)-কে যখন ইরাক থেকে ডেকে আনা হলো তখন তিনি তাঁর যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আবূ উবায়দা ও অন্যদের উপর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ওই পদ থেকে অপসারিত হলেন।

শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা)

তিনি ছিলেন চার আমীরের অন্যতম। আর তিনি ছিলেন ফিলিস্তীনের আমীর। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শুরাহবীল ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আল-মুতা' ইব্ন কাতান আল-কান্দি। তিনি ছিলেন বনু যুহ্রার মিত্র। তাঁর মায়ের নাম ছিল হাসানাহ। তিনি মায়ের নামে ছিলেন অধিক প্রসিদ্ধ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় হিজরত করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে সিরিয়ার যুদ্ধে সশস্ত্র প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন এক-চতুর্থাংশ সেনাবাহিনীর আমীর। হযরত উমর (রা)-এর যুগেও তিনি অনুরূপ খিদমত আঞ্জাম দেন। তিনি স্বয়ং, হযরত আবূ উবায়দা (রা) এবং আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রা) ১৮ হিজরী সালের একই দিনে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত দুটো হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ইব্ন মাজাহ একটিকে ওযূর অধ্যায়ে বর্ণনা করেন এবং অন্যটি অন্য একজন অন্যত্র বর্ণনা করেন।

আমীর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আল-জার্রাহ (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আমির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আল-জার্রাহ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহাইব ইব্ন দাব্বাহ বিন আল-হারিস ইব্ন ফিহর আল-কারশী (রা)। তিনি আবূ উবাইদা ইব্ন আল-জার্রাহ আল-ফিহ্রী নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি ইসলামী উম্মাহর আমীন বা নির্ভরশীল ব্যক্তি। তিনি দশজনের অন্যতম ব্যক্তি যাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আবার তিনি উক্ত পাঁচজনের অন্যতম যাঁরা একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন ঃ উসমান ইব্ন মায্‌উন (রা), উবাইদাহ ইব্ন আল-হারিস (রা), আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা), আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ (রা) ও আবূ উবাইদাহ ইব্ন আল-জার্রাহ (রা)। তাঁরা সকলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর যখন

মদীনায় হিজরত করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মধ্যে ও সা'দ ইব্ন মুয়ায (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর মধ্যে ও মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তিনি বদর ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক উম্মাহর জন্যে একজন আমীন বা নির্ভরশীল ব্যক্তি রয়েছেন আর এ ইসলামী উম্মাহর নির্ভরশীল ব্যক্তি আবূ উবাইদাহ ইব্ন আল-জার্রাহ (রা)। সহীহ বুখারী শরীফ ও সহীহ মুসলিম শরীফে এটার প্রমাণ রয়েছে। উক্ত সহীহদ্বয়ে আরো প্রমাণ রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সাকীফার দিন বলেছিলেন, "আমি এ দুজন ব্যক্তির মধ্য হতে যে কোন একজনের প্রতি তোমাদের জন্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম। তোমরা যে কোন একজনের প্রতি বাইয়াত গ্রহণ করতে পার। তারা উমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রা) ও আবূ উবাইদাহ (রা)। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে এক-চতুর্থাংশ সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে সিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। তারপর যখন খালিদ (রা)-কে ইরাক হতে ডাকা হলো তখন তিনি যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আবূ উবাইদাহ্ (রা) ও অন্যদের উপরেও আমীর নিযুক্ত হন। হযরত উমর (রা)-এর কাছে খিলাফত পৌঁছলে তিনি খালিদ (রা)-কে অব্যাহতি দিয়ে আবূ উবাইদাহ্ ইব্ন আল-জার্রাহ (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন এবং খালিদ (রা) হতে যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে আবূ উবাইদা (রা)-এর নির্ভরশীলতা এবং খালিদ (রা)-এর সাহসিকতা হতে ইসলামী উম্মাহ উপকৃত হয়।

ইব্ন আসাকির বলেন ঃ তিনি প্রথম ব্যক্তি যাকে সিরিয়ায় "আমীরদের আমীর" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ আবূ উবাইদাহ (রা) শরীরের গঠনে লম্বা, ছিপছিপে, কৃশমুখাবয়ব বিশিষ্ট, হালকা দাড়ির অধিকারী, সামনের দন্তহীন।

উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কষ্ট হবে এ ভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুগাল মুবারক হতে ডেবে যাওয়া শিরস্ত্রাণের দু'টি বৃত্তাকার লৌহ বস্তুকে দাঁত দিয়ে উঠাতে গিয়ে তিনি সামনের দুটো দাঁত হারান। এত সুন্দর সামনের দন্তহীন ব্যক্তি আর কাউকে কোন দিন দেখা যায়নি। সাইফ ইব্ন উমর (রা)-এর বর্ণনা মুতাবিক ১৬ হিজরী সনে আমওয়াসের বছর তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন। তবে শুদ্ধতম অভিমত হলো ঃ ১৮ হিজরী সনই ছিল আমওয়াসের বছর। মহামারী আকারে ঐ বছর প্লেগ দেখা দিয়েছিল ফহল গ্রামে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাবীয়া গ্রামে। এ সময়ে একটি কবর একটি আকাবাহ বা ছোট টিলার কাছে অবস্থিত হওয়ায় কবরটি আকাবাহ-এর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত। যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

আল-ফযল ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)

তিনি ছিলেন সুন্দর এবং তাঁর চেহারা ছিল অত্যন্ত চমৎকার। বিদায় হজ্জের সময় কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে নিজের সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন সুশ্রী যুবক। সিরিয়া বিজয় যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, যুবাইর ইব্ন বিকার, আবূ হাতিম ও ইব্ন আররুক্কার মতে তিনি আমওয়াসের প্লেগ রোগে ইনতিকাল করেন। আর এ

অভিমতটি শুদ্ধ। আবার কেউ কেউ বলেন মারজুস সাফার, কেউ কেউ বলেন ঃ আজনাদাইনের দিন তিনি শাহাদতবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ ইয়ারমুকের দিন ২৮ হিজরীতে তিনি শাহাদত লাভ করেন।

মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা)

তাঁর পূর্ণনাম ঃ আবূ আবদুর রহমান মুয়ায ইব্ন জাবাল ইব্ন আমর ইব্ন আউস ইব্ন আবিদ ইব্ন আ'দী ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর ইব্ন আদী ইব্ন আলী ইব্ন আসাদ ইব্ন সারিদাহ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাশাম ইব্ন আল-খায্রাজ আল-আনসারী আল-খায্রাজী আল-মাদানী (রা)। তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন।

আল্লামা ওয়াকিদী বলেন ঃ তিনি শরীরের গঠনের দিক দিয়ে লম্বা। তিনি সুন্দর চুল, মুখ এবং উজ্জ্বল সানাইয়ার (সামনের দাঁত) অধিকারী ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। অন্যান্য ইতিহাসবিদ বলেন ঃ তাঁর একজন ছেলে সন্তান ছিল, যার নাম আবদুর রহমান। তিনি তাঁর পিতার সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা) আকাবায়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন মুসলমানগণ মিদীনায় হিজরত করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মধ্যে ও ইব্ন মাসুদ (রা) -এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

আল্লামা ওয়াকিদী এ অভিমতের উপর ইজমা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মধ্যে ও জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তিনি বদর ও পরবর্তী অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন চারজন খায্রাজীর অন্তর্ভুক্ত, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় কুরআনুল করীমকে সংকলন করেছেন। তাঁরা হলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'ব (রা), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা), মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা) এবং আবূ যায়দ উমর ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক (রা)।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ও ইমাম নাসাঈ (র) একটি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনার ধারাবাহিকতায় রয়েছেন, হায়াত ইব্ন শুরাইন (র), উকবাহ ইব্ন মুসলিম (র), আবূ আবদুর রহমান আল-জীলী (র), আস-সুনাবাহ্হী (র) ও মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা)। মুয়ায (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন তাঁকে বলেন, হে মুয়ায! আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কাজেই তুমি প্রতিটি সালাতের সমাপ্তির পর এ দু'আটি পড়তে অলসতা করবে না ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادِكَ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! তোমার যিক্র, শোকর ও উত্তম ইবাদত করার জন্যে আমাকে সাহায্য কর ও তাওফীক দান কর।

আবূ কিলবাহ (রা) ও আনাস (রা)-এর মারফত মারফু' হিসেবে আল-মুসনাদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহতে বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্বন্ধে অধিক জ্ঞানী হলেন, হযরত মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা)। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানে আমীর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং প্রেরণের সময় প্রশ্ন করেছিলেন ঃ তুমি কেমন করে বিচার কার্য পরিচালনা করবে ? তিনি উত্তরে বলেন, "আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীসের আলোকে আমি বিচারকার্য পরিচালনা করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর হযরত আবূ

বকর সিদ্দীক (রা)-ও তাঁকে এ পদে বহাল রাখেন। তিনি ইয়ামানের জনগণকে কল্যাণমুখী শিক্ষা প্রদান করতেন। তারপর তিনি সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। আবূ উবাইদা (রা) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করার পর তিনি সিরিয়ার আমীর নিযুক্ত হন কিন্তু ঐ বছরই আবূ উবাইদাহ্ (রা)-এর ইনতিকালের পর তিনিও প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে তথায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। হযরত উমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রা) বলেছেন, নিশ্চয়ই মুয়ায (রা)-কে রাবওয়াহ নামক স্থানে আলিমদের ইমাম হিসেবে প্রেরণ করা হবে। এ বর্ণনাটি মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসুদ (রা) বলেন, "আমরা তাঁকে হযরত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ (আ)-এর সাথে তুলনা করতাম।" ইব্ন মাসুদ (রা) আরো বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মুয়ায (রা) আল্লাহ্র অনুগত ও সঠিক মতাবলম্বী এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল পূর্ব ঘুরবিসানে ১৮ হিজরী সালে। কেউ কেউ বলেন ঃ ১৯ হিজরী সনে। আবার কেউ কেউ বলেন প্রসিদ্ধ মতে ১৭ হিজরী সনে ৩৮ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ আবার অন্যরূপও বলেছেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান

তাঁর পূর্ণ নাম ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান, আবূ খালিদ সখর ইব্ন হারব ইব্ন উসাইয়া ইব্ন আবদে শামস ইব্ন আবদে মুনাফ আল-কারাশী আল-উমাবী (রা)। ইয়াযীদ (রা) আমীরে মুয়াবীয়া (রা)-এর বড় ভাই এবং তাঁর থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁকে يَزِيدُ الْخَيْر বা কল্যাণীয় ইয়াযীদ বলা হতো। তিনি পবিত্র মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হুনাইন যুদ্ধে অংশ নেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ১০০টি উট ও ৪০ আউন্স স্বর্ণ দান করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে এক-চতুর্থাংশ সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। তিনিই প্রথম আমীর হিসেবে তথায় গমন করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সাওয়ারীর সাথে কিছু পথ চলেন ও তাঁকে নসীহত করেন এবং তাঁর সাথে আবূ উবাইদাহ (রা), আমর ইবনুল আ'স (রা) ও শুরাহবীল ইব্ন হাসানাহ (রা)-কে প্রেরণ করেন। আর তাঁরাই হলেন প্রসিদ্ধ চার আমীর। যখন তিনি দামেশক জয় করেন, তখন তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে ছোট জাবীয়ার দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন।

অন্যদিকে খালিদ (রা) যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে দামেশকের আমীর নিযুক্ত করার অঙ্গীকার করেছিলেন। কাজেই হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শে তিনি আমীর নিযুক্ত হন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কর্তৃক ওয়াদাকৃত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হন। আর তিনিই ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে দামেশকের প্রথম আমীর। তিনি আমওয়াসের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেছেন বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে। আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বলেন ঃ তিনি কাইসারীয়াহ বিজয়ের পর ১৯ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন তাঁর ভাই আমীর মুয়াবীয়া (রা)-কে দামেশকে আমীর নিযুক্ত করে যান। অতঃপর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তা বহাল রাখেন। কিতাবপত্রে তাঁর অন্য কোন গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবূ আবদুল্লাহ আল-আশয়ারী (র) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে কিন্তু

রুকূ-সিজদা সঠিকমত আদায় করে না তাঁর উদাহরণ হচ্ছে এমন একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে মাত্র একটি কি দু'টি খেজুর খেতে পায় না তার ক্ষুধার কিছুই মিটাতে পারে না।

আবূ জানদাল ইব্‌ন সুহাইল (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ জান্‌দাল ইব্‌ন সুহাইল ইব্‌ন আমর (রা)। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম আল-আস। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনে বেড়িতে শৃংখলিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আনীত হন। কেননা তিনি তখন অসহায়দের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে আসেন এবং তাঁকে ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত সন্ধি করেত অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর আবূ জানদাল (রা) সমুদ্র উপকূলে প্রেরিত ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সাথে অবস্থানকালে আবূ বছীর (রা)-এর সংগে মিলিত হন। তারপর তিনি মদীনায় হিজরত করনে ও সিরিয়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মদ্য পান হারাম ঘোষিত হওয়ার আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করেন। পরে অবশ্য তিনি এ কাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আমওয়াসের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন।

উল্লিখিত আবূ উবাইদাহ ইব্‌ন আল-জার্রাহ (রা)-এর প্রকৃত নাম আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ।

আবূ মালিক আল-আশয়ারী (রা) জাহাজে ভ্রমণকারী (হাবশা গমনকারীদের) সাথে খায়বারের দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মুহাজির হিসেবে সাক্ষাৎ করেন। খায়বারের পর সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম কা'ব ইব্‌ন আসিম। তিনি হযরত আবূ উবাইদা (রা) ও মুয়ায (রা) আমওয়াসের বছরে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে একই দিনে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯ হিজরীর প্রারম্ভ

আল্লামা ওয়াকিদী (র) ও অন্যরা বলেন ঃ এ সনেই মাদায়েন ও জালুলার বিজয় সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ এ অভিমতের বিপরীত। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এ সনেই সংঘটিত হয়েছিল ইরাক, রুহা, হুর্রান, রা'সুল আইন এবং নাসীবাইনের বিজয়। অন্যরা অবশ্য এর বিপরীতও বলেছেন। আবু মাশার, খালীফা এবং ইবনুল কালবী বলেন ঃ এ বছরেই কাইসারীয়ার বিজয় সংঘটিত হয় এবং তার আমীর ছিলেন আমীরে মুয়াবীয়া (রা)। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ তার আমীর ছিলেন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুয়াবীয়া (রা) দু'বছর পূর্বে এটা জয় করেছিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ ফিলিস্তীনের কাইসারীয়ার বিজয়, হিরাক্লিয়াসের পলায়ন ও মিসরের বিজয় ২০ হিজরীতে সংঘটিত হয়। সাইফ ইব্‌ন উমর (র) বলেন ঃ কাইসারীয়া ও মিসর বিজয় ১৬ হিজরীতে সংঘটিত হয়। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ কাইসারীয়ার বিজয়ের কথা পূর্বে বলা হয়েছে তবে মিসরের বিজয় সম্পর্কে বিশ হিজরী সালের ঘটনাসমূহের সাথে ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করব।

আল্লামা ওয়াকিদী বলেন ঃ এ বছরেই রাতের বেলায় হার্রাহ থেকে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়। হযরত উমর (রা) লোকজন নিয়ে তথায় গমন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তারপর তিনি মুসলমানদেরকে সাদকা করার নির্দেশ দেন। তাতে অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্‌র জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।

কথিত আছে যে, এ বছরেই আর্মিনিয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়। আর তার আমীর ছিলেন উসমান ইব্‌ন আবূল আস (রা)। এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন ঃ সাফওয়ান ইব্‌ন মুয়াত্তাল ইব্‌ন রুখশাহ আস্-সামী, আয-যাকওয়ালী। তিনি ছিলেন তখনকার দিনের একজন অন্যতম আমীর। তার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "তাঁর সম্বন্ধে ভাল ব্যতীত অন্য কিছু আমার জানা নেই।' মুনাফিকরা তাঁকে ইফকির ঘটনায় জড়িয়ে ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তার পবিত্রতা বর্ণনা করেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর পবিত্রতা বর্ণনার্থে কুরআনুল কারীমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ঐ ঘটনার দিন পর্যন্ত তিনি বিবাহ করেননি। এজন্যেই তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ আমি কখনও কোন নারীর বুক খুলি নাই। এরপর অবশ্য তিনি বিয়ে করেন। তিনি প্রায় সময় নিদ্রায় বিভোর থাকতেন। কোন কোন সময় ঘুমের জন্যে সালাতে ফজর সময়মত পড়তে পারতেন না। আবূ দাঊদ ও অন্যান্য কিতাবে এর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন কবি। তারপর মহান আল্লাহ্‌র পথে তাঁর শাহাদত অর্জিত হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ এ শহরেই শাহাদত বরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ ইরাকে।

কেউ কেউ বলেন ঃ শামশাতে। পূর্বে এরূপ বর্ণনার কিছু অংশ পেশ করা হয়েছে। একটি অভিমত অনুযায়ী এ বছরেই তিকরীত বিজিত হয়েছিল। যুদ্ধ হলো ঃ তিকরীত এর পূর্বে বিজিত

হয়েছিল। এ বছরেই রোমানরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযায়্‌ফাকে বন্দী করেছিল। এ বছরের যুলহাজ্জ মাসে ইরাকের ভূমিতে একটি ঘটনা ঘটেছিল, অগ্নিপূজকদের আমীর শাহরাককে হত্যা করা হয়েছিল। ঐ সময়ে মুসলমানদের আমীর ছিলেন হাকাম ইব্‌ন আবুল 'আস (রা)। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এ বছরেই লোকজনকে নিয়ে হযরত উমর (রা) হজ্জব্রত পালন করেছিলেন। বিভিন্ন শহরে অবস্থিত প্রতিনিধিগণ ও পূর্বে উল্লিখিত কাজীগণও হজ্জব্রত পালন করেছিলেন। মহান আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত।

এ বছরে পরলোকগত মহান ব্যক্তিবর্গের বিবরণ

এ বছরে যে মহান ব্যক্তিবর্গ পরলোক গমন করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, কারীদের নেতা, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)। তাঁর পূর্ণ নাম ঃ উবাই ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন কাইস ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন মুয়াবীয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আন-নাজ্জার। তাঁর উপনাম ছিল ঃ আবুল মানযার ও আবুত তুফাইল। তিনি ছিলেন আনসারী ও আন-নাজ্জারী। তিনি আকাবায়, বদর এবং অন্যান্য জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সর্দার ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ঐ চারজন খায্‌রাজী কারীর মধ্যে অন্যতম যারা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর হায়াতেই কুরআন সংকলন করেছিলেন। একদিন তিনি উমর (রা)-কে বলেন, "আমি এমন ব্যক্তি থেকে কুরআন শিখেছি যার থেকে জিবরাঈল (আ) শিখেছেন। আর তিনি ছিলেন পরিপক্ব।

আবূ কিলাবাহ (রা) ও আনাস (রা)-এর মারফত মারফূ হিসেবে আল-মাসনাদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ -এ বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারী হলেন উবাই ইব্‌ন কা'ব। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাঁকে একদিন বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমার কাছে কুরআন পাঠ করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ' তারপর তার চোখ হতে অশ্রু ঝরতে লাগল।

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, "এ ব্যাপারে সূরায়ে বাইয়্যেনার তাফসীরে আমি বিস্তারিত বর্ণনা রেখেছি।"

হাইসাম ইব্‌ন আদী (র) বলেন ঃ ১৯ হিজরী সনে উবাই (রা) ইনতিকাল করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুয়ীন (র) বলেন, ১৭ কিংবা ২০ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লামা ওয়াকিদী (র) একাধিক সূত্র হতে বলেন ঃ তিনি ২২ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। অনুরূপ বলেছেন আবূ উবাইদ (র), ইব্‌ন নুমাইর (র) ও একদল বিশেষজ্ঞ। ফাল্লাস ও খালীফা (র) বলেন ঃ তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর খিলাফতের সময় ইনতিকাল করেন। আর এ বছরে ইনতিকাল করেছেন মুহাজিরদের মধ্য হতে উৎবাহ ইব্‌ন গাযওয়ান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম খাব্বাব (রা) ইনতিকাল করেন। তিনি বদর ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রবীণ সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান হযরত উমর (রা)। এ বছর ইনতিকাল করেছেন সাফওয়ান ইব্‌ন মুয়াত্তাল (রা)। মহান আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত।

২০ হিজরী সাল

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এ বছর মিসর বিজয় হয়। আল্লামা ওয়াকিদী (র)ও বলেন ঃ এ বছরেই মিসর ও ইসকান্দারীয়াহ বিজয় হয়েছিল। আবূ মাশার বলেন ঃ ২০ হিজরীতে মিসর বিজয় হয় এবং ২৫ হিজরীতে ইসকান্দারীয়াহ বিজয় হয়। সাইফ (র) বলেন, ১৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মিসর ও ইসকান্দারীয়াহ বিজয় হয়। আবুল হাসান ইবনুল আসীর আল কামিল নামক কিতাবে এই অভিমতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কেননা দুর্ভিক্ষের বছর (১৮ হিজরী) মিসর থেকে আমর (রা)-এর রেশন প্রেরণের ঘটনাটি সুপরিচিতি। এজন্যই তিনি এ অভিমতটিকে অগ্রাধিকার দিত বাধ্য হয়েছেন।

মহান আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত! সিরাতবিদ ওলামায়ে কিরামের একদলের অভিমত অনুযায়ী দুবছর কিংবা দেড় বছর অবরোধের পর এ বছরই তাসতুর বিজয় হয়।

ইব্‌ন ইসহাক ও সাইফ হতে বর্ণিত মিসর বিজয়ের রূপরেখা

তাঁরা বলেন ঃ হযরত উমর (রা) ও মুসলমানগণ যখন সিরিয়ার বিজয় পরিপূর্ণ করলেন তখন হযরত উমর (রা) হযরত আমর ইব্‌ন আস (রা)-কে মিসরের দিকে প্রেরণ করেন। আর সাইফ (র) বলেন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর তিনি তাঁকে প্রেরণ করেন এবং তার পিছনে হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে প্রেরণ করেন ও তাঁর সাথে বশর ইব্‌ন আরতাহ (রা)-কে পাঠান। আর খারিজাহ ইব্‌ন হুযাফাহ (রা) ও উমাইর ইব্‌ন ওহাব আল-জামাহী (রা)-কেউ পাঠান। তারা দুজন মিসরের দরজায় মিলিত হন। মিসরের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত ক্যাথলিক নেতা আবূ মারইয়াম ও তাঁর সাথে পাদরী আবূ মিরইয়াম মুসলমানদের সাথে মোলাকাত করলেন। ইসকান্দারীয়ার ধর্মীয় শাসক মকৃকাছ তাদেরকে দেশ রক্ষার জন্যে প্রেরণ করেন। যখন তারা একে অন্যের মোকাবিলা করেন আমর ইব্‌ন আল-'আস (রা) বলেন ঃ তোমরা তড়িঘড়ি করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না আমরা কিছু কথা পেশ করব। সে লক্ষ্যে এ এলাকার দুজন পাদরী আবূ মারইয়াম ও আবূ মিরইয়ামকে বলেন, আমার দিকে আপনারা এগিয়ে আসুন। তাঁরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসলেন তখন তাঁদেরকে আমর ইব্‌ন আল-'আস (রা) বললেন ঃ আপনারা দুজন এ এলাকার সম্মানিত পাদরী, আপনারা শুনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। এ সত্যকে মান্য করার জন্যে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। আবার মুহাম্মদ ﷺ এ সত্য মান্য করার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ আমাদের কাছে সমস্ত নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেন। তারপর এগুলোকে আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হলো জনগণকে সাবধান করা। কাজেই

আমরা তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। যে ব্যক্তি এ আহ্বানের প্রতি উত্তর দেবে সে আমাদেরই ন্যায় গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি প্রতি উত্তর দেবে না তার প্রতি আমরা কর প্রদানের প্রস্তাব পেশ করব এবং তার প্রতিরক্ষার জন্যে আমরা সচেষ্ট থাকব। আমরা তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা তোমাদের কুশলাদি দেখবো, আমরা তোমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেব এবং তোমাদের সাথে সদয় ব্যবহার করব। আর তোমরা যদি আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দাও তাহলে আমাদের উপর সমস্ত দায়িত্ব বর্তাবে।

আমাদের আমীর আমাদের প্রতি যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা হচ্ছে ঃ তোমরা কিবতীদের সাথে কল্যাণকর আচরণ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কিবতীদের প্রতি কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তাদের দায়িত্ব গ্রহণ কর্তব্য হিসেবে গণ্য। তাঁরা বললেন ঃ আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দূরবর্তী সম্পর্ক, শুধু নবীরাই এরূপ সম্মানিত কল্যাণময় সম্পর্ক রক্ষা করে থাকেন। আমাদের রাজা ও রাজকন্যা কোন এক কারণে নির্বাসনে বসবাস করছিলেন। কিন্তু আইনে শামস নামী এক কূয়ার বাসিন্দারা তাদেরকে প্রতারণা করল, তাদেরকে হত্যা করল, তাদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিল এবং তাদেরকে ভাসমান জনগোষ্ঠিতে পরিণত করল। তখনি রাজকন্যা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ) তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং যুগ যুগ ধরে উক্ত পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন। তারপর আমর (রা) বললেন ঃ "আমার মত লোক কখনও প্রতারণার আশ্রয় নেয় না তাই আমি তোমাদেরকে তিনদিনের সময় দিচ্ছি যাতে তোমরা নিজেদের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে পার এবং তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার। অন্যথায় আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব।" তারা দুজন পাদরী বললেন ঃ "আমাদেরকে সময় দিন" তখন তিনি তাদেরকে একদিনের সময় দিলেন। তারপর তারা আবার বললেন, "আমাদেরকে আরো সময় দিন।" তখন তিনি তাদেরকে আরো একদিনের সময় দিলেন। তারপর দুজন পাদরী মুকাওকাসের নিকট ফিরে গেলেন কিন্তু মুকাওকাসের অনুসারীরা তাদের দুজনকে প্রতি উত্তর দিতে বারণ করলেন এবং মুকাওকাস তাদেরকে বিরোধিতা করার জন্য হুকুম দিলেন। তখন দু'জন পাদরী মিসরের অধিবাসীদেরকে বললেন ঃ "আমরা তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব এবং আমরা শত্রুদের কাছে ফেরত যাব না। আর মাত্র চারদিন বাকি রয়েছে। তাই তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আসলে মুসলমানদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা করার জন্যে তিনি ইংগিত করলেন।

তাদের মধ্য হতে একদল বুদ্ধিমান লোক বললেন, "তোমরা কেমন করে এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা ইরানের কিসরা ও রোমের কায়সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেছে এবং তাদের শহর দখল করে নিয়েছে। মুকাওকাসের অনুসারীরা আবারও মুসলমানদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা করার জন্যে বার বার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল। তারা হামলা করল কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেনি। বরং মুকাওকাসের একদল অনুসারী শোচনীয়ভাবে নিহত হলো। মুসলমানগণ চতুর্থ দিনে মিসরের আইন শামস কূয়াটি ঘেরাও করে ফেললেন এবং হযরত যুবাইর (রা) তাদের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত দেয়ালের উপর চড়ে গেলেন। যখন তারা মুসলমানদের এরূপ আক্রমণের কথা অনুধাবন করলেন তারা অন্য একটি দরজা

দিয়ে হযরত আমর (রা)-এর কাছে গমন করলেন ও সন্ধি করলেন। যুবাইর (রা) শহরটি জ্বালিয়ে দিলেন এবং ঐ দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়লেন। যে দরজায় হযরত আমর (রা) অবস্থান করছিলেন। তারা সকলে সন্ধিনামায় স্বাক্ষর করলেন, হযরত আমর (রা) তাদেরকে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিলেন। নিরাপত্তানামা ছিল নিম্নরূপ ঃ

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। এটা হচ্ছে মিসরবাসীদের প্রতি দেয় হযরত আমর (রা)-এর একটি নিরাপত্তা নামা, তাদের জানের জন্যে, তাদের জনতার জন্যে, তাদের ধন-দৌলতের জন্যে, গির্জা, ক্রুশ, জল ও স্থলের জন্যে, কোন কিছুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হবে না। কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করা হবে না বা পরিহার করা হবে না। মিসরের বাসিন্দাগণ কর আদায় করবে যদি তারা এ সন্ধিনামায় একাত্মতা প্রকাশ করে। মিসরীয়দের জনসংখ্যা পৌঁছেছিল ৫ কোটিতে। তাদের হেফাজতের জন্যে তাদের উপর কর ধার্য ছিল। তাদের মধ্য হতে যদি কেউ কিছু পরিমাণ কর দিতে অস্বীকার করে তাহলে তার থেকে ঐ পরিমাণই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হবে। আর যদি কেউ কর দিতে একেবারেই অস্বীকার করে তাহলে তার প্রতি আমাদের কোন দায়িত্বই থাকবে না। যদি তাদের সংখ্যা কমে যায় তাহলে নিরাপত্তার দায়িত্ব তদনুযায়ী হ্রাস পাবে। আর যদি কেউ নতুন সন্ধিনামায় প্রবেশ করে, রোমের বাসিন্দা হোক কিংবা মিসরের বাসিন্দা হোক, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে যেরূপ কর প্রদান করতে হবে তার বেলায়ও অনুরূপ কর প্রদান করতে হবে এবং অন্যরা যেরূপ সুযোগ-সুবিধা পায় সেও সেরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। যে অস্বীকার করবে এবং চলে যাবে সেও নিরাপত্তা ভোগ করবে তবে তাকে নিরাপত্তাপূর্ণ জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে কিংবা খোদ সে আমাদের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে যাবে। এ ধরনের সকলকে এক-তৃতীয়াংশ বার প্রদান করতে হয়। অন্যদের উপর যে পরিমাণ কর ধার্য আছে তার এক-তৃতীয়াংশ তার থেকে আদায় করতে হবে। এ সন্ধিনামায় অংগীকার রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার, তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দায়িত্ব, আমীরুল মু'মিনীন খলীফার দায়িত্ব এবং সকল মু'মিনের নিরাপত্তার দায়িত্ব। এতে রয়েছে সুযোগ-সুবিধা যার প্রেক্ষিতে এরা সন্ধিতে প্রতিউত্তর করেছে এ শর্তে যে, মাথা পিছু নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ কর হিসেবে আদায় করবে ও তারা যুদ্ধ করবে না এবং আমদানী-রপ্তানী, বাণিজ্যে তারা কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করবে না।

এ নিরাপত্তানামায় যুবাইর (রা) ও তাঁর দুই ছেলে আবদুল্লাহ (রা) এবং মুহাম্মদ (রা) সাক্ষী ছিলেন। ওরদান (রা) এ নিরাপত্তানামা লিপিবদ্ধ করেন ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই সমগ্র মিসরবাসী এ নিরাপত্তানামায় প্রবেশ করেন ও সন্ধিপত্র গ্রহণ করেন। তাদের সৈন্য-সামন্ত মিসরে একত্রিত হলো ও তারা ফুসতাত আবাদ করল। সম্মানিত দু'জন পাদরী আবূ মারইয়াম ও আবূ মিরইয়াম উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে বন্দীকৃত কয়েদীদের সম্পর্কে হযরত আমর (রা)-এর সাথে আলোচনা করেন ও তাদের মুক্তি দাবি করেন। কিন্তু আমর (রা) তাদেরকে ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন এবং তাদেরকে তাঁর সম্মুখ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন।

যখন খলীফা উমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি ঐসব কয়েদীকে ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন যাদেরকে নিরাপত্তা আবেদন ও মঞ্জুরের সিদ্ধান্তে পৌঁছার পাঁচ দিনের মধ্যে কয়েদী করা হয়েছিল। আর এমন কয়েদীদের ফেরত দেবার নির্দেশ দিলেন

যারা যুদ্ধ করে নাই তবে যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্য হতে যারা কয়েদী হয়েছিল তাদেরকে তিনি ফেরত দিলেন না। কেউ কেউ বলেন, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তাঁর সামনে আনীত কয়েদীদেরকে ইসলাম গ্রহণ কিংবা তাদের পরিবারবর্গের কাছে ফেরত চলে যাবার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদেরকে যেন ফেরত দেওয়া না হয়। আর যারা তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হতে চায় তাদেরকে যেন ফেরত দেওয়া হয় এবং তাদের থেকে জিযিয়া বা কর আদায় করা হয়। আর যেসব কয়েদী দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং পবিত্র মক্কা, মদীনা কিংবা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে তাদেরকে ফেরত দেওয়া সম্ভব নয় কিংবা তাদের সাথে নিরাপত্তা সন্ধি করাও উচিত নয়। কেননা, এরূপ সন্ধি মেনে চলাও অসম্ভব। খলীফা যেরূপ নির্দেশ প্রদান করলেন হযরত আমর (রা) অনুরূপ করলেন। তিনি কয়েদীদেরকে একত্র করলেন, সামনে আনলেন এবং তাদেরকে ইখতিয়ার দিলেন। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেন। আবার কেউ কেউ স্বীয় ধর্মে ফিরে গেলেন এবং তাদের সাথে হযরত আমর (রা) নিরাপত্তা চুক্তি করলেন।

তারপর হযরত আমর (রা) ইসকান্দারীয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেন। ইসকান্দারীয়ার শাসক মুকাওকাস এর পূর্বে রোম সম্রাটের কাছে তার শহরে এবং মিসরের নিরাপত্তার জন্যে কর আদায় করতেন। যখন তাকে হযরত আমর (রা) অবরোধ করেন তখন সে তার পাদরীদের ও রাষ্ট্রের মহান ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ "এ আরবরা নিঃসন্দেহে পারস্যের কিসরা ও রোমের কায়সারের উপর বিজয় লাভ করেছে এবং তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। তাদের সাথে মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই; আমার অভিমত হলো, তাদেরকে কর প্রদান করা। তারপর উক্ত শাসক হযরত আমর ইব্নুল 'আস (রা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করলেন এবং তার মাধ্যমে বললেন, তোমাদের থেকে আমাদের বড় দুশমনের (রোম ও পারস্য) কাছেও আমি পূর্বে কর আদায় করতাম। তারপর তিনি কর আদায় করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করলেন। এদিকে হযরত আমর (রা) বিজয়ের সংবাদসহ গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ হযরত উমর (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন।

সাইফ (র) উল্লেখ করেন ঃ "যখন হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) মুকাওকাসের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্যে অগ্রসর হলেন তখন বহু মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে লাগল। কিন্তু আমর (রা) তাদেরকে ডাকতে লাগলেন এবং দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্যে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ইয়ামানের এক ব্যক্তি হযরত আমর (রা)-কে বলল ঃ "আমরা পাথরেরও তৈরি নই কিংবা লোহার তৈরিও নই।" আমর (রা) তাকে বললেন, "তুমি চুপ কর, তুমি একটি কুকুর।" লোকটি তাঁকে বলল, "তাহলে আপনি কুকুরের আমীর।" হযরত আমর (রা) তার প্রতি আর কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না এবং আসহাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আহ্বান করতে লাগলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম এদিক সেদিক থেকে এসে একত্রিত হলেন আমর (রা) তাদেরকে বললেন ঃ "আপনারা অগ্রসর হোন। আপনাদের দ্বারায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। মুসলমানগণ জীবন বাজী রেখে অগ্রসর হলেন ও শত্রুর প্রতি হামলা চালালেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে খৃস্টান ও কাফিরদের উপর বিজয় দান করলেন ও পরিপূর্ণ বিজয় দান করলেন।

সাইফ (র) বলেন ঃ ১৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মিসর ।বজয় হয় এবং সেখানে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ ২০ হিজরীতে মিসর বিজয় হয়। আর ইসকান্দারীয়া তিন মাস অবরোধের পর যুদ্ধের মাধ্যমে ২৫ হিজরীতে বিজয় হয়। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ ১২ হাজার দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা আদায়ের শর্তে সন্ধি সংঘটিত হয়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুকাওকাস প্রথমত হযরত আমর (রা)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু আমর (রা) গ্রহণ করেননি এবং তাকে বলেছিলেন ঃ তোমরা জান যে, তোমাদের সবচেয়ে বড় সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে আমরা সন্ধি করি নাই। মুকাওকাস তার সাথীদের বললেন ঃ তিনি সত্যি বলেছেন। আমরাই তাঁর কথা বিশ্বাস করার অধিক যোগ্য। তারপর কেমন করে সন্ধি স্থাপিত হলো উপরে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেন ঃ আমর (রা) এবং যুবাইর (রা) দুজন মিলে আইন শামস কূপে আগমন করেন এবং এটাকে অবরোধ করেন।

অন্যদিকে হযরত আমর (রা) আল-ফারমার দিকে আবরাহা ইব্ন আস সাবাহ (রা)-কে প্রেরণ করেন এবং ইসকান্দারীয়ার দিকে আউফ ইব্ন মালিক (রা)-কে প্রেরণ করেন। তারা দুজনে উক্ত স্থানদ্বয়ের বাসিন্দাদেরকে বললেন, যদি তোমরা আত্মসমর্পণ কর.তাহলে তোমাদের জন্যে রয়েছে নিরাপত্তা। কাজেই, তোমরা এখন অপেক্ষা করে থাক এবং দেখ আইন শামস বাসিন্দাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়। যখন তারা সন্ধি করল তখন বাকি অন্যরাও সন্ধি করতে রাযী হলো। আউফ ইব্ন মালিক (রা) ইসকান্দারীয়ার বাসিন্দাদেরকে বলেছিলেন ঃ তোমাদের শহরটি কতইনা সুন্দর! তখন তারা বলল, "ইসকান্দার যখন এ শহরটি নির্মাণ করেন তখন বলেছিলেন ঃ আমি এমন একটি শহর তৈরি করলাম যা মহান আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হবে এবং জনগণের মুখাপেক্ষী হবে না। তাই তার সৌন্দর্য চির অম্লান হয়ে রয়েছে। আবরাহা (রা) আল-ফারমার বাসিন্দাদের বলেছিলেন ঃ তোমাদের শহরটি কতইনা বিশ্রি ! তখন তারা বলল ঃ ইসকান্দারের ভাই আল-ফারসা যখন শহরটি নির্মাণ করেছিল তখন বলেছিল আমি এমন একটি শহর নির্মাণ করলাম যা মহান আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হবে না বরং জনগণের মুখাপেক্ষী হবে। তাই এটা সব সময় ধ্বংসের কবলে পতিত হয়ে রয়েছে।

সাইফ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ যখন মিসরের শাসক নিযুক্ত হন তখন জিযিয়া বা করের হার বৃদ্ধি করেন। প্রতি বছর মুসলমানদের কাছে যতগুলো গোলাম হাদীয়া হিসেবে প্রেরণ করতেন তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেন। আর এসব গোলামের পরিবর্তে মুসলমানগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার ও কাপড় লাভ করতেন। উসমান ইব্ন আফফান (রা) তাঁর পূর্বের নির্ধারিত হার বহাল রাখেন। তাঁর পরে যত শাসক এসেছেন সকলেই এ হার বহাল রাখেন। হযরত উমর ইব্ন আবদুল আজীজ (র)-ও তাদের দিকে নযর করে অঙ্গীকার পূরণার্থে পূর্ববৎ হার বহাল রাখেন।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন ঃ মিসর শহরকে ফুসতাত বলে নাম রাখার কারণ হচ্ছে ঃ হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) সেখানে একটি তাঁবু প্রতিষ্ঠা করেন। সে তাঁবুর জায়গায় আজকাল মিসর শহরটি অবস্থিত। আর আরবীতে তাঁবুকে ফুসতাতও বলা হয়। পরে এ তাঁবুটি উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। আর এটা জামে মিসর নামে

প্রসিদ্ধি লাভ করে। মিসর বিজয়ের পরও মুসলমানগণ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্যে অনেক যুদ্ধ করেন। আহত ও নিহত হন অনেক। যারা এসব যুদ্ধে জানমাল দিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদেরকে جُنْدُ الْحَدَقِ বলা হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেন। মিসর দেশটির বিজয়ের প্রকারভেদ নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, ইসকান্দারীয়া ব্যতীত সমগ্র মিসর সন্ধির মাধ্যমে বিজয় হয়। আর এটা হচ্ছে ইয়াযীদ ইব্ন হাবীরের অভিমত। আবার কেউ কেউ বলেন, সমগ্র মিসর যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়। আর এ অভিমত হচ্ছে ইব্ন উমর (রা) ও একদল উলামায়ে কিরামের।

হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন জনগণকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দেন এবং বলেন, "কোন কিবতীর সাথে আমার সম্পাদিত কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই। আমি যদি চাই তাহলে কোন অন্যায়ের জন্যে তাকে আমি হত্যা করতে পারি। আর যদি চাই তাহলে তাকে বিক্রি করতে পারি। আর যদি চাই তাহলে তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে পারি। তবে হ্যাঁ তাবলুসের বাসিন্দার জন্যে আমার সাথে একটি অঙ্গীকার আছে তা আমাকে পূর্ণ করতে হবে।

মিসরের নীলনদের কাহিনী

কাইস ইবনুল হাজ্জাজ (র) হতে ইব্ন লাহীয়াহ -এর মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেনঃ যখন মিসর বিজয় হয় তখন মিসরবাসীরা হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর কাছে আগমন করল। তখন ছিল তাদের স্থানীয়ভাবে প্রচলিত বোনাহ মাস। তারা আরয করল, হে আমীর! আমাদের এ নীলনদ, এটা ব্যতীত প্রবাহতি হয় না। শুষ্ক থাকে। আমীর বললেন, এটা কি? তারা বলল ঃ চলিত মাসের ১২ তারিখে আমরা একটি যুবতী কন্যাকে তার পিতামাতা থেকে রাযী করিয়ে নিয়ে আসি এবং তাকে সর্বোত্তম পোশাক ও অলংকার পরিধান করিয়ে এ নীলনদে নিক্ষিপ্ত করি। তারপর নীলনদ স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়। আমর (রা) তাদেরকে বললেন, "ইসলামে এ ধরনের কোন নিয়ম নেই। পূর্বের এসব কুসংস্কার ইসলাম বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারা বোনাহ, উবাইব ও মুসরী এ তিন মাস অপেক্ষা করে। কিন্তু নীলনদ কম কিংবা বেশি কোন প্রকার প্রবাহিত হলো না। এমনকি তারা সকলে দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আমর (রা) এ ঘটনা অবহিত করার জন্যে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে পত্র লিখেন। পত্রের প্রতি উত্তরে হযরত উমর (রা) বলেন ঃ "তুমি যা করেছ তা ঠিক করেছ। পত্রের ভিতর আমি তোমার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করছি। এ পত্রটি তুমি নীল নদে নিক্ষেপ করবে। যখন পত্র আসল তখন আমর (রা) পত্রটি হাতে নিলেন তাতে লিখা ছিলঃ

মুসলমানদের আমীর, আল্লাহ্র বান্দা, উমরের পক্ষ হতে মিসরের অধিবাসীদের নীল নদের প্রতি। মহান আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের পর সমাচার এই যে, হে নীলনদ! যদি তুমি তোমার পক্ষ হতে এবং নিজের ইচ্ছে মতে প্রবাহিত হয়ে থাক, তাহলে তোমার প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে প্রবাহিত হও এবং তিনিই তোমাকে প্রবাহিত হবার ক্ষমতা দান করে থাকেন তাহলে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত হবার তাওফীক দান

করেন।' বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারপর হযরত উমর (রা)-এর লিখিত পাত্রটি নীলনদে নিক্ষেপ করা হয় এবং শনিবার দিনে দেখা যায় যে, নীলনদ এক রাতে ১৬ হাত উঁচু হয়ে প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মিসরবাসীদের জন্যে প্রচলিত কুসংস্কারটি আজ পর্যন্ত বিলুপ্ত সাধন করেছেন।

সাইফ ইব্ন উমর (র) বলেন, এ বছর অর্থাৎ ১৬ হিজরীর যুলকাদা মাসে হযরত আমর (রা) মিসরের বিভিন্ন শহরতলি এলাকায় সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী পাঠান। কেননা, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়া ও মিসরের জলপথে যুদ্ধ করেছিলেন।

ইব্ন জারীর বলেন, এ বছরেই আবূ বাহারীয়াহ আবদুল্লাহ ইব্ন কাইস আল-আবদী (রা) রোম সাম্রাজ্যের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ "তিনিই প্রথম রোম সাম্রাজ্যে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন ও গনীমত প্রাপ্ত হন। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ মাইসারা ইব্ন মাসরুক আল-আবাসী সর্ব প্রথম রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন ঃ ১৬ হিজরীতে হযরত উমর (রা) কুদামাহ ইব্ন মাযয়ুনকে বাহরাইন হতে বরখাস্ত করেন। শরাব পান করার জন্যে শাস্তি প্রদান করেন এবং বাহরাইন ও ইয়ামামার জন্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে নিযুক্ত করেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ বছরেই কূফাবাসীরা হযরত সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপন করেন। এমনকি তারা বলতে থাকে যে, হযরত সা'দ (রা) উত্তমরূপে সালাত আদায় করেন না। হযরত উমর (রা) তাকে কূফা হতে বরখাস্ত করেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উত্বানকে আমীর নিযুক্ত করেন। আর তিনি ছিলেন সা'দ (রা)-এর নায়িব। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ "আমর ইব্ন ইয়াসারকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।"

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ জাবির ইব্ন সামূরার মাধ্যমে আবদুল মালিক হতে হযরত সুফিয়ান (র) বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, কূফাবাসীরা হযরত সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে হযরত উমর (রা)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করেন এবং তারা বলেন যে, তিনি উত্তমরূপে সালাত আদায় করেন না। হযরত সা'দ (রা) উত্তরে বলেন, "বেদুঈনরা কি এরূপ বলছে? আল্লাহ্র শপথ আমি যুহর ও আসর সালাতদ্বয়ের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত থেকে সংক্ষেপ করি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতের অনুকরণে প্রথম দু'রাকআতে লম্বা করি এবং শেষ দু'রাকআতে সালাত সংক্ষিপ্ত করি। হযরত উমর (রা) বলেন, "হে আবূ ইসহাক ! তোমার সম্বন্ধে এরূপই আমাদের ধারণা। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত উমর (রা) কূফাবাসীদের কাছে হযরত সা'দ (রা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে লোক পাঠান। একজন ব্যতীত সকলে তাঁর প্রশংসা করেন। লোকটির নাম আবূ সা'দাতাহ কাতাদাহ ইব্ন উসামাহ। সে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি যখন আমাদের কাছে সা'দ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন জেনে রাখুন সা'দ ঠিকমত গনীমতের মাল বণ্টন করে না, বিচারকার্য সঠিকমত সম্পাদন করে না এবং যুদ্ধ করার জন্যে ঘরের বের হয় না। তখন সা'দ (রা) বলেন, "হে আল্লাহ্ ! তোমার এ বান্দা, লোক দেখানো এবং প্রতিপত্তি লাভের লোভে মিথ্যা কথা বলছে। হে আল্লাহ্ ! তুমি তার হায়াত বাড়িয়ে দাও, তার দারিদ্র স্থায়ী করে দাও এবং তার ইয্যত হুরমত ফিতনা ফাসাদের শিকার কর। হযরত সা'দ (রা)-এর অভিশাপ মহান আল্লাহ্র দরবারে মঞ্জুর হয়। লোকটি অত্যন্ত বৃদ্ধে পরিণত হয় সে তার চোখ থেকে ভ্রূ উত্তোলন করে সে রাস্তায় দাসীদের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাকে

ভর্ৎসনা করতে থাকে। তার সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মন্তব্য হলো, "এ লোকটি অত্যন্ত বৃদ্ধে পরিণত হয় এবং হযরত সা'দ (রা)-এর অভিশাপ তার উপর পতিত হয়। হযরত উমর (রা) তাঁর ছয়টি অসিয়তের একটিতে বলেন ঃ হযরত সা'দ (রা)-কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁর পরে তোমাদের মধ্যে যে শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে সে যেন তাঁর প্রতি সদয় থাকে কেননা তাঁকে তাঁর অক্ষমতা কিংবা দুর্নীতির জন্যে আমি বরখাস্ত করিনি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ বছরেই হযরত উমর (রা) খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে খায়বার থেকে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্রে বিতাড়িত করেন। এ বছরেই হযরত উমর (রা) নাজরানের ইয়াহূদীদেরকে কূফায় বিতাড়িত করেন। তিনি খায়বার, ওয়াদিউল কুরা ও নাজরানের সম্পদ (গনীমতের মাল) মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এ বছরেই হযরত উমর (রা) দাপ্তরিক কার্যক্রম প্রণয়ন করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন ঃ এ বছরের পূর্বেই তিনি তা প্রণয়ন করেছিলেন।

এ বছরেই উমর (রা) আলকামাহ ইব্‌ন মুজমার আল-সাদলিজীকে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলের প্রধান হিসেবে সমুদ্রপথে হাবশায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সকলে শাহাদত লাভ করেন। তারপর উমর (রা) নিজে নিজে শপথ নেন যে, তিনি আর কখনও সমুদ্র পথে কোন সৈন্যদল প্রেরণ করবেন না।

এ সম্পর্কে আবূ মা'শার, আল্লামা ওয়াকিদীর বিরোধিতা করে বলেন, হাবশার যুদ্ধ ৩১ হিজরীতে অর্থাৎ উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর আমলে সংঘটিত হয়েছিল।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, এ বছরেই হযরত উমর (রা) ফাতিমা বিনত আল ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবাহকে বিয়ে করেন। তাঁর স্বামী হারিস ইব্‌ন হিশাম প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের ভগ্নি। এ বছরেই দামেশকে হিলাল (রা), শাবান মাসে উসাইদ ইব্‌ন আল-হুদাইর (রা) এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনত জাহাশ (রা) ইনতিকাল করেন। মুসলমানদের মাতাদের মধ্যে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর পর তিনিই প্রথম ইনতিকাল করেন। এ বছরেই হিরাক্লিয়াস পরলোক গমন করেন এবং তাঁর পরে তার ছেলে কুসতানতীন তাঁর উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন। আর এ বছরেই হযরত উমর (রা), তার প্রতিনিধি কিংবা আমীর ও বিচারকগণ নিয়ে হজ্বব্রত পালন করেন। শুধু একজন আমীরকে তিনি বরখাস্ত করেন ও তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

এ সনে যেসব মনীষী ইনতিকাল করেন, তাঁদের বর্ণনা

উসাইদ ইব্‌ন আল-হুদাইর

তাঁর দাদার নাম সাম্মাক আল-আনসারী আল-আশহালী। তিনি আউস গোত্রের। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ ইয়াহ্‌ইয়া। তিন আকাবাহর রজনীতে একজন নকীব ছিলেন। তাঁর পিতা বুয়াস যুদ্ধের সময় আউস গোত্রের প্রধান ছিলেন। হিজরতের পূর্বে তার বয়স ছিল ছয় বছর। তাঁকে হুদাইরুল কুতায়িব বলা হতো। কথিত আছে যে, তিনি মাসয়াব ইব্‌ন উমাইর (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ যখন মদীনায় হিজরত করেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মধ্যে ও যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত ও ইমাম তিরমিযী (র) দ্বারা বিশুদ্ধকৃত হাদীসে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আবূ বকর (রা) উত্তম ব্যক্তি, উমর (রা) উত্তম ব্যক্তি ও উসাইদ ইব্‌ন হুদাইর (রা) উত্তম ব্যক্তি। এভাবে একটি

দলের নাম উল্লেখ করেন। হযরত উমর (রা)-এর সাথে তিনি সিরিয়ায় আগমন করেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর প্রশংসা করেন। হযরত আলী (রা), সা'দ ইব্ন মুয়ায (রা) ও উব্বাদ ইব্ন বিশর (রা) তাঁর প্রশংসা করেন। ইব্ন বুকাইর (র) উল্লেখ করেন যে, তিনি ২০ হিজরীতে মদীনায় ইনতিকাল করেন। উমর (রা) তাঁর লাশের খাটের দু'পায়ার মধ্যখানে তাঁকে বহন করেন। তিনি তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

আল্লামা ওয়াকিদী, আবূ ওবাইদ ও অন্যান্য এক দল ওলামা ২১ হিজরীকে তাঁর মৃত্যুর বছর বলে উল্লেখ করেন।

উনাইস ইব্ন মিরসাদ ইব্ন আবূ মিরসাদ আলগানূভী

তিনি, তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উনাইস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গুপ্তচর ছিলেন। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনাইস (রা)-কে বলেছিলেন, হে উনাউস! আগামীকাল তুমি এমন একটি স্ত্রীলোকের সাথে সাক্ষাত করবে যদি সে স্বীকার করে তাহলে তুমি তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে শাস্তি প্রদান করবে। বিশুদ্ধমত হলো, তিনি ছিলেন অন্য এক ব্যক্তি। কেননা হাদীসের মধ্যে রয়েছে فقال الرجل من اسلم। অর্থাৎ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে বললেন, কেউ কেউ বলেন ঃ "তিনি ছিলেন উনাইস ইব্ন আদদুহাক আল-আসলামী।" ইবনুল আসীর এ অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফিতনা সম্পর্কে তাঁর বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। ইব্রাহীম ইব্ন আল মুনযার বলেছেন ঃ ২০ হিজরীর বরিউল আউয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবূ বকার (রা)-এর আযাদকৃত দাস মুয়ায্যিন বিলাল ইব্ন আর-রাবাহ আল-হাবশী (রা)

তাঁকে বলা হয় বিলাল ইব্ন হামাসাহ। তিনি তাঁর আম্মা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্র পথে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি তা সহ্য করেন। তারপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে খরিদ করেন ও আযাদ করে দেন। তিনি বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা) বলতেন, "আবূ বকর (রা) আমাদের সর্দার এবং তিনি আমাদের সর্দারকে আযাদ করে দিয়েছেন।" ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

মদীনায় যখন আযান আবিষ্কার হলো তখন থেকে তিনি মুয়ায্যিন ছিলেন। তিনি এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে আযান দিতেন। বিলালের কণ্ঠ ছিল খুবই শুদ্ধ ও মধুর। বিলালের শীন মহান আল্লাহ্র কাছে শীন বলে গণ্য এরূপ কথার কোন ভিত্তি নেই। পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন তিনি কা'বা শরীফের ছাদে আযান দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর তিনি আযান দেওয়া বন্ধ করে দেন। কথিত আছে, 'আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগে তিনি আযান প্রদান করেন।' কিন্তু তা শুদ্ধ নয়। তারপর তিনি জিহাদের অংশ নেওয়ার জন্যে সিরিয়ায় গমন করেন। হযরত উমর (রা) যখন আল জাবীয়ায় আগমন করেন তাঁর বক্তৃতার পর যুহর সালাতের জন্যে তিনি আযান দেন। জনগণ চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন করতে

থাকেন। কথিত আছে— তিনি যখন পবিত্র মদীনা যিয়ারাত করেন তখন তিনি আযান দেন এবং লোকজন অত্যন্ত ক্রন্দন করেন। আর একটা তাদের জন্য সমীচীন ছিল।

শুদ্ধরূপে প্রমাণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন বিলাল (রা)-কে বলেন, "আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তুমি যে আমলের জন্যে এরূপ মর্যাদা অর্জন করলে তার কথা কি আমাকে বলবে?" তিনি বললেন, 'আমি ওযু করার পরই দু'রাকআত সালাত আদায় করি।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'এ আমলের জন্যেই তোমার এরূপ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে।" অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে— তিনি বলেন, "ওযু ভঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে আমি ওযু করে নিতাম এবং ওযুর পর দু'রাকআত সালাত আদায় করে নিতাম।" ইতিহাসবিদগণ বলেন, বিলাল ছিলেন খুব বেশি বাদামী রংয়ের, লম্বা, ছিপছিপে, ঘনকেশী এবং হালকা গালের অধিকারী।" ইব্ন বুকাইর (র) বলেন, হযরত বিলাল (রা) আমওয়াসের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে দামেশকে ১৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও অন্যরা বলেন, "২০ হিজরীতে হযরত বিলাল (রা) ইনতিকাল করেন। আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, "হযরত বিলাল (রা)-কে باب الصغير। বাবুস সগীর নামক স্থানে দাফন করা হয়। আর তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছরের বেশি।' অন্যরা বলেন, "তিনি দারীয়া নামক স্থানে মৃত্যু মুখে পতিত হন এবং বাবে কাইসান নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।" কেউ কেউ বলেন, দারীয়া নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি হাল্ব নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। প্রথম অভিমতটি বেশি শুদ্ধ।

সাঈদ ইব্ন আমির ইব্ন হুযাইম

তিনি বনু জামহের মহৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খাযবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইবাদতকারী ও পরহেযগারদের অন্যতম। হযরত আবূ উবাইদা (রা) এরপর হিম্স-এ তিনি হযরত উমর (রা)-এর পক্ষ হতে আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর কাছে এক হাজার দীনার প্রেরণ করেন। তিনি সবগুলো দীনার সাদকা করে দিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে বললেন, "আমরা এ এক হাজার দীনার এমন লোকের কাছে দান করলাম যারা এগুলো দিয়ে আমাদের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ খালীফা (র) বলেন ঃ "হযরত সাঈদ (রা) ও আমীর মুয়াবিয়া (রা) কাইসারীয়া জয় করেন। তারা প্রত্যেকে একে অপরজনের উপর শাসক হিসেবে গণ্য।

আইয়ায ইব্ন গুনাম

তাঁর কুনিয়াত আবূ সা'দ। উপাধি আল-ফিহ্রী। তিনি প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বদর ও তার পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দাতা ও দয়ালু এবং সাহসী। তিনিই আলজেরিয়া জয়লাভ করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যে গাযী হিসেবে রোমের দ্বার অতিক্রম করেন। তারপর আবূ উবাইদা (রা) সিরিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি হতে চান। হযরত উমর (রা) তাকে ৬০ বছর বয়সে ২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দিলেন।

আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিস

তাঁর পূর্ণ নাম ঃ আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আম্মে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। কেউ কেউ বলেন ঃ "তাঁর নাম আল-মুগীরা। পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি উত্তম ইসলামী জীবন যাপন করেন। ইসলামের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কট্টর দুশমনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দীন ও অনুসারীদের বিরোধী ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি ইসলাম ও ইসলাম পন্থীদের দুর্নাম গাইতেন। হযরত হাসসান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁর বদনামের প্রতিউত্তর নিম্নরূপ প্রদান করেছিলেন ঃ

সাবধান! আবূ সুফিয়ানকে আমার পক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি পৌঁছিয়ে দাও। কেননা, এখন অবস্থা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবূ সুফিয়ান! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর বদনাম করছ আর আমি তার প্রতিউত্তর দিচ্ছি। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্যে রয়েছে সৎ প্রতিদান। তুমি তাঁর বদনাম করছ অথচ তুমি তার সমতুল্য নও। কাজেই তোমাদের অকল্যাণ কাম্যতা তোমাদের কল্যাণ কাম্যতার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য।

যখন আবূ সুফিয়ান ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া মুসলমান হওয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ক্যাম্পে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দিলেন না। তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রা) তাঁর ভাইয়ের জন্যে সুপারিশ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, উপরোক্ত আবূ সুফিয়ান বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র শপথ যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে মুসলমান হওয়ার জন্যে এবং তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি না দেন, তবে তিনি তাঁর ছোট একটি ছেলের হাত ধরে রাস্তায় বের হয়ে পড়বেন এবং যতদূর চোখ যায় তিনি চলতেই থাকবেন। এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি আগ্রহী হলেন এবং তাকে ক্যাম্পে প্রবেশ করার জন্যে অনুমতি দিলেন। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলেন। বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তার জন্যে জান্নাতের সনদপত্র দান করেন। আর বলেন ঃ "আমি আশা করি যে, তুমি হযরত হামযা (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর তিনি একটি কবিতা রচনা করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে শোকগাথা তৈরি করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনিতকালে আমি অশ্রু বিসর্জন দিলাম। তারপর রাত আর শেষ হয় না। কেননা, মুসীবতের রাত দীর্ঘ আকার ধারণ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে আমার কান্নাকাটি ও আহাজারি আমাকে ভাগ্যবান করেছে এরকম মুসীবতে ক্রন্দন করার সুযোগ খুব কম মুসলমানের ভাগ্যে জুটেছে। আমার উপর আপতিত সর্বগ্রাসী মুসীবত প্রচণ্ড আকার ধারণ করল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পূর্বের দিনের সন্ধ্যা বেলা আমাদের জন্যে একটি বিরাট মুসীবত হিসেবে দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের ফলে আমরা আল্লাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ এবং জিব্‌রাঈল (আ) ও তাঁর সকাল-সন্ধ্যা অবতরণ হারালাম। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর আর কুরআন

করীম অবতীর্ণ হবে না এবং কুআনের আয়াত নিয়ে জিবরাঈল (আ)ও আর সকাল-সন্ধ্যা দুনিয়ায় অবতরণ করবেন না।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, আবূ সুফিয়ান (রা) হজ্জব্রত পালন করেন। যখন তিনি মাথামুণ্ডন করেন নাপিত তার মাথার একটি আঁচিল কেটে ফেলে। তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এবং এ রোগেই তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করার পর ইনতিকাল করেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান। কথিত আছে যে, তাঁর ভাই নওফল তাঁর মৃত্যুর চার মাস পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আবুল হাইসাম ইব্ন আত-তাইহান

তাঁর পূর্ণনাম ঃ মালিক ইব্ন মালিক ইব্ন আসাল ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল আলাম ইব্ন আমির ইব্ন দা'ওরা ইব্ন জাশাম ইব্ন আল-হারিস ইব্ন আল-খায্রাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আল-আউস আল-আনসারী আল-আউসী। তিনি একজন নকীব হিসেবে আকাবায়ে উপস্থিত ছিলেন। বদর ও তার পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, ২১ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি আলী (রা)-এর পক্ষে সিফফিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইব্নুল আসীর (র) বলেন, "এটাই অধিকাংশের অভিমত।"

আল্লামা ইব্ন কাসির (র) বলেন ঃ "আমাদের ওস্তাদ এখানেই এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।"

যয়নাব বিনত জাহাশ

তাঁর পূর্ণনাম ঃ যয়নাব বিনত জাহাশ ইব্ন রুবার আল আসাদীয়া। তিনি আসাদ গোত্রের খুযাইমাহ বংশের একজন সদস্যা। উম্মুল মু'মিনীনগনের মধ্যে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর পর তিনি প্রথম ইনতিকাল করেন। তাঁর মায়ের নাম উমাইমাহ বিনত আবদুল মুত্তালিব। তাঁর নাম ছিল বার্রাহ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাম রেখেছেন যয়নাব। তাঁর কুনিয়াত ছিল উম্মুল হিকাম। স্বয়ং আল্লাহু তা'আলা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বিয়ে দেন। এ নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্য সকল স্ত্রীর মাঝে গর্ব করে বলতেন ঃ তোমাদের পরিবার তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন আর আমার বিয়ের ব্যবস্থা আসমান থেকে স্বয়ং আল্লাহু তা'আলা করেছেন। আল্লাহু তা'আলা সূরায়ে আহযাবে ঃ ৩৭ আয়াতে ইরশাদ করেন– فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِنْهَا زَوَّجْنَاكَهَا অর্থাৎ "তারপর যায়িদ (রা) যখন যয়নাবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম।"

পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম ও পালক ছেলে যায়িদ (রা)-এর সাথে বিয়ে হয়েছিল। তাদের মধ্যে মিল না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। যায়িদ (রা) যখন তাঁকে তালাক দেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ ঘটনাটি ঘটেছিল তৃতীয় হিজরীতে। আবার কেউ কেউ বলেন চতুর্থ হিজরীতে। আর এটাই বেশি প্রসিদ্ধ। আবার কেউ কেউ বলেন পঞ্চম হিজরীতে ঘটেছিল এ ঘটনা। আর সাথে সাথে বাসর ঘর করার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত

আনাস (রা)-এর মাধ্যমে এটা বর্ণিত রয়েছে। তিনি সৌন্দর্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত আয়িশা (রা)-এর সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তিনি ছিলেন দীনদার, পরহেযগার, ইবাদত গুযার ও দান-খয়রাতকারিণী। তাঁর এ বিশেষ গুণের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইংগিত করেন। তিনি বলেন–أَسْرَعُكُنَّ لِحَاقًا بِىْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا اى بالصَّدَاقَةِ অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে তিনি সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবেন যাঁর হাত হবে সকলের হাত হতে অধিক লম্বা। অর্থাৎ অধিক দানশীলা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ মহিলা। নিজের হাতে কাজ করতেন এবং ফকীরদের মাঝে সাদকা-খয়রাত বণ্টন করতেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি যয়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর চেয়ে অধিক দীনদার, মুত্তাকী, সত্যবাদী, আত্মীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষাকারী, আমানতদার ও সাদকা প্রদানকারী কোন মহিলাকে দেখি নাই। তিনি কিংবা হযরত সাওদা হাজ্জাতুল বিদার পর আর কোন হজ্জ করেন নাই। কেননা, হাজ্জাতুল বিদার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– هٰذِهِ ثُمَّ ظُهُوْرُ الْحُصُرِ অর্থাৎ আজকের দিন মুক্ত, এরপর বাধা-বিপত্তির বহি প্রকাশ। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীঃ হজ্জব্রত পালন করতেন। অন্যদিকে হযরত যয়নাব (রা) ও সাওদা (রা) বলতেন, "আল্লাহ্র শপথ! এরপর আমাদেরকে নিয়ে কোন জন্তু যেন চলাফেরা না করে। ইতিহাসবিদগণ বলেন, "একবার হযরত উমর (রা) হযরত যয়নাব বিনত জাহাস (রা)-এর অংশ ১২ হাজার দিরহাম তাঁর কাছে প্রেরণ করেন তখন তিনি সমস্ত অর্থ আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্! এরপর যেন হযরত উমর (রা)-এর প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় অনুদান আমার কাছে আর না পৌঁছে। এরপর তিনি ২০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন এবং উমর (রা) তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান। তাঁর জন্যে সর্বপ্রথম শবাধার তৈরি করা হয়েছিল এবং তাঁকে মদীনার গোরস্তান জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়েছিল।

সাফীয়া বিনত আবদুল মুত্তালিব, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফুফু

তিনি ছিলেন হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-এর মাতা এবং হযরত হামযা (রা), আল-মুকাওয়াম ও হাজালের সহোদরা। তাদের সকলের মাতা ছিলেন হালাহ বিনত ওহাইব ইব্ন আবদে মনাফ ইব্ন যুহবাজ্। তাঁর ইসলাম গ্রহণে কোন প্রকার মতবিরোধ নেই। তিনি উহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বীয় ভাই হামযা (রা)-এর শাহাদতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। খন্দক যুদ্ধে তিনি একজন ইয়াহূদী পুরুষকে হত্যা করেছিলেন। ইয়াহূদীটি ঐ দুর্গটির চতুর্দিকে আনাগোণা করতেছিল যে দুর্গে হযরত সাফীয়া (রা) অবস্থান করছিলেন। এ দুর্গটি হাস্‌সান (রা)-এর দুর্গের সংলগ্ন ছিল বিধায় তিনি হযরত হাস্-সান (রা)-কে বললেন নিচে নেমে এসে তাকে হত্যা করার জন্যে। কিন্তু হাস্‌সান (রা) অস্বীকার করায় তিনি নিজেই নেমে আসলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। তারপর তিনি হযরত হাসসান (রা)-কে নিচে নেমে এসে ইয়াহূদীটির পরিত্যক্ত মাল-সামান সংগ্রহ করার জন্যে অনুরোধ করলেন আর বললেন, "যদি সে পুরুষ না হতো তাহলে আমি নিজে তার পরিত্যক্ত সম্পদাদি সংগ্রহ করতাম। কিন্তু তিনি বলেন, "এগুলোর প্রতি আমার কোন প্রয়োজন নেই।" তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি একজন মুশরিক পুরুষকে হত্যা করেন। তিনি ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্য ফুফুদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফুফু আরওয়া ও আতিকা

ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন ঃ "ইবনুল আসীর এবং আমাদের ওস্তাদ হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ আয যাহাবী (র) বলেন ঃ বিশুদ্ধ অভিমত হলো, শাফীয়া (রা) ব্যতীত তাদের মধ্য হতে অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি। প্রথমত তিনি হারিস ইব্ন হারাব ইব্ন উমাইয়াকে বিয়ে করেন। তারপর তিনি আল-আওয়াম ইব্ন খুওয়াইলিদকে বিয়ে করেন এবং তার ঔরসে যুবাইর (রা) ও আবদুল কা'বা জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন "তিনি প্রথমেই আল-আওয়ামকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু প্রথম অভিমতটিই বিশুদ্ধ। ৭৩ বছর বয়সে ২০ হিজরীতে পবিত্র মদীনায় তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

উয়াইম ইব্ন সা'য়িদাহ আল-আনসারী

তিনি দু'টো আকাবাসহ সব কয়টি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করেছেন। তার সম্বন্ধে সূরায়ে তাওবার ১০৮নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

অর্থাৎ তথায় (মদীনায়) এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে আল্লাহ্পাক পছন্দ করেন। তাঁর বর্ণিত অনেকগুলো হাদীস রয়েছে।

বিশ হিজরীতে অন্য যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম ঃ

১. বশর ইব্ন আমর ইব্ন হানাস যাকে জারুদ বলা হতো। তিনি ১০ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভদ্র ও আবদে কাইসের অনুগত। তিনি কুদামাহ ইব্ন মাসওনের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলেন যে, তিনি শরাব পান করেছেন। হযরত উমর (রা) তাকে ইয়ামান থেকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং জারুদকে শহীদ করার জন্যে শক্তি প্রদান করেছিলেন।

২. আবূ খারাসা খুওয়াইলিদ ইব্ন মুর্রাহ্ আল-হাযালী। তিনিছিলেন একজন উত্তম মাখদারান কবি যিনি অন্ধকার যুগ ও ইসলামের যুগ পেয়েছেন। তিনি যখন দৌড়াতেন, ঘোড়ার আগে চলে যেতেন। তাকে সর্প দংশন করেছিল। তাতে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন।

২১ হিজরীর শুরু – নেহাওয়ান্দের ঘটনা

এটা ছিল একটি অত্যন্ত বড় ঘটনা। তার পদমর্যাদা ছিল অতি উচ্চে এবং এটা অত্যন্ত তথ্যবহুলও বটে। মুসলমানগণ তার নাম দিয়েছিল فتح الفتوح বিজয়সমূহের বিজয় অত্যন্ত বড় বিজয় ঃ

আল্লামা ইব্‌ন ইসহাক ও আল্লামা ওয়াকিদী বলেন ঃ ২১ হিজরীতে নিহাওয়ান্দের ঘটনা ঘটেছিল। সাইফ (র) বলেন ঃ উক্ত ঘটনাটি ১৭ হিজরীতে ঘটেছিল। আবার কেউ কেউ বলেন ১৯ হিজরীতে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন ঃ আমার ওস্তাদ আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর (র) ২১ হিজরীতে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন বিধায় আমিও এখানেই ঘটনাটি বর্ণনা করলাম তবে বিভিন্ন ইতিহাসবিদের বর্ণনাগুলো এক জায়গায় সুবিন্যস্ত করা হলো। আল্লামা সাইফ ও অন্যরা বলেন ঃ এ ঘটনাটির প্রেক্ষাপট হলো ঃ মুসলমানগণ যখন পারস্য সাম্রাজ্যের আহওয়ায নামক স্থানটি জয়লাভ করেন এবং শত্রু সৈন্যদের হাই কমান্ডকে বাতিল ঘোষণা করেন। সম্রাটের রাজধানীকে অন্যান্য প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টারগুলোসহ দখল করে নেন। প্রধান প্রধান শহর, বিভাগ ও এলাকাগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করেন তখন পারস্যবাসিগণ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে পড়ে। তাদের সম্রাট ইয়াযদগিরদ একটার পর একটা শহর ছেড়ে পিছু হটতে হটতে ইস্পাহানের প্রত্যন্তর এলাকা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। তিনি তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ মরণপণ হামলা করার জন্যে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন, সম্প্রদায়ের লোকজন ও সহায় সম্পদ নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি নিহাওয়ান্দ ও পার্শ্ববর্তী পাহাড় ও শহর এলাকাসমূহে পত্র লিখেন। তাতে তারা সকলে একত্রিত হন এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলত তারা বিরাট বাহিনী প্রতিষ্ঠার কাজটি সমাপ্ত করেন যা পূর্বে তারা এরূপ করতে পারেননি। হযরত সা'দ (রা) হযরত উমর (রা)-এর কাছে এ সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেন।

অন্যদিকে ইতিমধ্যে কূফাবাসিগণ হযরত সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল। প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো এমনকি তারা বলতে লাগল যে, তিনি উত্তমরূপ সালাতও আদায় করেন না। এসব অভিযোগ নিয়ে যে লোকটি প্রধান হিসেবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তার নাম আল-জার্রাহ ইব্‌ন সিনান আল-আসাদী। আর তার সাথে ছিল একটি দল। তারা সকলে মিলে হযরত উমর (রা)-এর কাছে আগমন করল ও অভিযোগ পেশ করল। হযরত উমর (রা) তাদেরকে বলেন, "যেসব খারাপ তোমরা তোমাদের কাছে আছে বলে মনে করছ এর উপর ভিত্তি করে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে এমন সময় সংগ্রাম করছ যখন সে

মহান আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে তবে এটা তোমাদের ব্যাপারে লক্ষ্য করার ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।" তারপর তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাকে কর্মচারীদের দূত হিসেবে অভিযোগের তদন্তের জন্যে প্রেরণ করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা যখন কূফা আগমন করেন তখন তিনি কূফার বিভিন্ন গোত্র, পরিবার-পরিজন ও মসজিদসমূহে খোঁজ-খবর নেন। দেখা গেল আল জার্রাহ ইব্ন সিনানের পক্ষের লোক ব্যতীত প্রত্যেকেই সা'দ (রা)-এর প্রশংসা করেন। আল-জার্রাহ ইব্ন সিনানের লোকেরা চুপ করে থাকে- কোন খারাপও বলেন না কিংবা কোন প্রশংসাও করে না। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা বনু আবস পর্যন্ত পৌঁছেন। তখন আবূ সা'দাহ উসামাহ ইব্ন কাতাদাহ নামী এক ব্যক্তি তাঁর দিকে এগিয়ে আসে এবং বলে ঃ আমাকে যখন জিজ্ঞেস করছেন তাহলে শুনুন সা'দ গনীমতের মাল সমান হারে বণ্টন করেন না, প্রজাদের মাঝে ইনসাফ করেন না এবং ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করে যুদ্ধ করেন না। সা'দ (রা) তার জন্যে অভিশাপ প্রদান করেন, এবং বলেন হে আল্লাহ্! এ ব্যক্তি যা বলছে তা মিথ্যে। লোক দেখানো এবং কুখ্যাতি ছড়ানোর লক্ষ্যে সে এরূপ করেছে, তাকে অন্ধ করে দাও, তার উর নিউরশীল পরিজনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দাও এবং ফেতনা ফ্যাসাদের গোমরাহিতে লিপ্ত করে দাও। তারপর সে অন্ধ হয়ে গেল, তার কাছে ১০টি অবিবাহিত কন্যা জমা হয়ে পড়ল এবং যখন সে কোন স্ত্রীলোকের কথা শুনত সে তার দিকে এগিয়ে যেত, তাকে খোঁজ করত ও হোঁচট খেয়ে পড়ত। বর্ণনাকারী বলেন, এটা ছিল মহান ব্যক্তি সা'দ (রা)-এর অভিশাপ। পুনরায় হযরত সা'দ (রা) আল-জার্রাহ ও তার দলের লোকদের প্রতি অভিশাপ দিলেন। এরপর জানা গেল যে, তাদের প্রত্যেকের গায়ে উকুন দেখা দিয়েছে এবং তাদের সম্পদে মুসীবত অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা), এ সময়ে কূফাবাসীদেরকে নিহাওয়ান্দবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রা)-এর পক্ষে আহ্বান জানান। এরপর সা'দ, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা, আল-জার্রাহ্ ও তার দলের লোকজন হযরত উমর (রা)-এর কাছে আগমন করলেন।

হযরত উমর (রা) মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, কেমন করে তিনি সালাত আদায় করেন। তিনি তখন তাকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি প্রথম দুরাকআতে সালাত/কিরাত দীর্ঘ করেন এবং শেষ দু রাকআতে সালাত/কিরাত সংক্ষিপ্ত করেন। তারা এ কথা বলতেও ইতস্তত করে নাই যে, তিনি সালাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করেননি। হযরত উমর (রা) তখন হযরত সা'দ (রা)-কে বলেন ঃ হে আবূ ইসহাক! তোমার সম্বন্ধেও এরূপ ধারণা, এ প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য কি ? এ ব্যাপারে হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমি মুসলমান হয়েছি ৫নং মুসলমান হিসেবে; এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল অভিযানে গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের খাবার কিছুই ছিল না এমনকি পরবর্তিতে আমাদের গালের ভিতরের অংশ আহত হয়ে গিয়েছিল; আমিই প্রথম ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ্র পথে প্রথম তীর পরিচালনা করে; রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু আমার ক্ষেত্রে তাঁর পিতা ও মাতাকে উল্লেখ করেছিলেন। আমার পূর্বে অন্য কারো ক্ষেত্রে এরূপ করেননি। তারপর বনু আসাদ বলছে যে, সে উত্তমরূপে সালাত আদায় করে না। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেছেন যে, ইসলাম সম্পর্কে আমাকে কপট আখ্যায়িত

করেছে। যদি তাই হয় তখন আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং আমার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারপর হযরত উমর (রা) সা'দ (রা)-কে বললেন, "আপনি কাকে কূফায় আপনার স্থলাভিষিক্ত করতে চান? তখন তিনি বললেন ঃ "আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবানকে।"

হযরত উমর (রা) পরবর্তিতে তাকে কূফায় হযরত সা'দ (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত তথা প্রতিনিধি হিসেবে বহাল রাখেন। তিনি ছিলেন বয়সে প্রবীণ এবং মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ও আনসারের বনু হুবাল-এর মিত্র। অক্ষমতা বা কোনপ্রকার দুর্নীতির অভিযোগ ব্যতীতই হযরত সা'দ (রা) বরখাস্ত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন এবং মিথ্যা অভিযোগকারীদের প্রতি হুমকি স্বরূপ বিরাজ করেন। তাদের প্রতি মারাত্মক ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করেননি। এ ভয়ে যে, মুসলমানদের আমীরের বিরুদ্ধে তারা হয়ত কোন প্রকার অনাহূত অভিযোগ তুলে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যদিকে পারস্যবাসিগণ দূরদূরান্ত থেকে আগমন করে নিহাওয়ান্দে একত্রিত হয়। তাদের এক লাখ পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা একত্রিত হয়। তাদের নেতা ছিল ফীরযান। তাকে বানদার অথবা যুল হাজিব কিংবা ভ্রূওয়ালা বলা হতো। তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর তর্জন-গর্জন শুরু করেছিল এবং বলতে লাগল ঃ "নিশ্চয়ই যে মুহাম্মদ আরবে আগমন করলেন তিনি আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কিছু করলেন না। তাঁর পরে যিনি স্থলাভিষিক্ত হলেন হযরত আবূ বকর, তিনিও আমাদের সাম্রাজ্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করলেন না কিন্তু উমর ইবনুল খাত্তাব-এর রাজত্ব দীর্ঘদিন হওয়ায় সে আমাদের ইয্যত-হুরমত বিনষ্ট করছে এবং আমাদের শহরগুলোকে দখল করে নিচ্ছে। এটা করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, সে আমাদের ভূখণ্ডে এসে আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। সে আমাদের রাজধানী হস্তগত করেছে এখন সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা ব্যতীত ক্ষান্ত হবে না। কাজেই তোমরা সকলে ওয়াদাবদ্ধ হও এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে, তোমরা কূফা ও বসরা আক্রমণ করবে এবং উমরকে তার দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। শত্রু সৈন্যরা সকলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল এবং মুসলমানদের উপর হামলা চালাবার জন্যে একটি চুক্তিনামা প্রণয়ন করল। হযরত সা'দ (রা) এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা)-এর কাছে পত্র লিখলেন, ইতোমধ্যে হযরত সা'দ (রা) দায়িত্বচ্যুত থাকায় তিনি উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে পারস্যবাসীদের প্রস্তুতি ও তাদের লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে খলীফাকে অবগত করালেন। আর তারা যে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাও অবগত করালেন।

অন্যদিকে কূফা হতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবানের লিতি পত্র কারীরব ইব্ন যুফর আল-আবদীর মাধ্যমে হযরত উমর (রা)-এর কাছে এ মর্মে এসে পৌঁছে যে, পারস্যবাসীরা একত্রিত হয়েছে এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং এ মর্মে নিজেদের মধ্যে পরস্পর তর্জন-গর্জন শুরু করেছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবান লিখেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের জন্যে উচিত তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং তারা যে আমাদের দেশের প্রতি কুমতলব পোষণ করছে তার একটি বিহিত ব্যবস্থা করা। হযরত উমর (রা) পত্র-বাহককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার নাম কি ?" উত্তরে তিনি বলেন, আমার নাম কারীব। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ "কার ছেলে?" উত্তরে বলেন ঃ "যুফারের ছেলে।" হযরত উমর (রা) এ দুটো নাম শুনে শুভ লক্ষণ মনে করলেন এবং বললেন

ظَفَرٌ قَرِيْبٌ অর্থাৎ বিজয় নিকটে। তারপর তিনি আদেশ করলেন সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে যেন আযান দেওয়া হয়। জনগণ একত্রিত হলেন। আর এ ব্যাপারে যিনি সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করেন তিনি হলেন হযরত সা'দ (রা) ইব্ন আবূ ওক্কাস।

সর্বপ্রথম হযরত সা'দ (রা)-কে পেয়ে খলীফা এটাকে শুভ লক্ষণ মনে করতে লাগলেন। হযরত উমর (রা) মিম্বরে আরোহণ করলেন। লোকজন জমায়েত হলেন। তিনি বললেন, "আজকে এমন একটি দিন, তারপর বহু দিন আসবে। সাবধান! আমি একটি কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি তোমরা এটা শুন। প্রতি উত্তর কর। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আমার অভিমত হলো যে, আমি আমার পূর্বসূরির পথ অনুসরণ করব। আমি এ দুইটি শহরের মধ্যস্থলে অবস্থান নিব। তাই লোকজনকে যুদ্ধের জন্যে আহ্বান কর। আমি তাদের মধ্যে একটি চাদরের ভূমিকা পালন করব এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করবেন। তারপর উসমান (রা), আলী (রা), তালহা (রা), যুবাইর (রা), আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর ন্যায় বুদ্ধিজীবিগণ নিজ নিজ অভিমত ও যুক্তি পেশ করলেন। তারা সকলে মিলে একথার উপর একমত হলেন যে, খলীফা পবিত্র মদীনা থেকে বের হয়ে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবে না তিনি বরং সৈন্যদল পাঠাবেন এবং তাদেরকে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও দু'আর মাধ্যমে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা) যে সুচিন্তিত মতামত পেশ করলেন তাহলো নিম্নরূপ ঃ

হযরত আলী (রা) বলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আলোচ্য বিষয়টির "জয় পরাজয়" অধিক সৈন্য সংখ্যা ও কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়নি যে দীনের আবির্ভাব ঘটেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সেনাবাহিনীকে ইয়যত-সম্মান দান করেছেন এবং ওয়ারিশ তাদের মাধ্যমে সাহায্য সহায়তা দান করেছেন। ফলে মহান আল্লাহ্র দীন বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। আমরা এখন আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া ওয়াদা অংগীকার সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছি। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর ওয়াদা অংগীকারকে পূর্ণ করবেন। তাঁর সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবেন। হে আমীরুল মুমিনীন! মুসলমানদের মধ্যে আপনার অবস্থান হলো একজন সংগঠকের ন্যায় যিনি মালার গুটি একত্রিত করেন ও সূতায় গেঁথে নেন। যদি মালা ছিঁড়ে যায় এবং গুটিগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তাহলে এগুলোকে আর কখনও সুশৃঙ্খলভাবে একত্রিত করা যাবে না। আরবরা যদিও পূর্বে সংখ্যায় কম ছিল এখন তারা ইসলামের বদৌলতে সংখ্যায় অনেক। কাজেই আপনি আপনার স্থানে অবস্থান করুন। কুফাবাসীদের নিকট পত্র লিখুন। তারা আরবদের মধ্যে বেশি জ্ঞানী ও তারা আরবদের সর্দার। তাদের তিন ভাগের দুই ভাগ যেন যুদ্ধে যায়। আর এক ভাগ বাসস্থানে অবস্থান করে। বসরা বাসীদেরকে লিখুন তারা যেন তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করেন।

উসমান (রা) নিজের কথায় ইংগিত করেন যে, খলীফা যেন সেনাবাহিনীতে ইয়ামান ও সিরিয়া থেকেও সাহায্য গ্রহণ করেন। আর বসরা ও কূফার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেওয়ায় উমর (রা)-এর অভিমতটি তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু আলী (রা) বসরা ও কূফার মধ্যবর্তি স্থানে অবস্থান নেওয়ার অভিমতটির বিরোধিতা করেন যেমন পূর্বেও তা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি উসমান (রা)-এর সিরিয়াবাসীদের সাহায্য সহায়তা করার অভিমতটির এজন্যে বিরোধিতা

করেন যে, তাদের সৈন্য সংখ্যা কম হয়ে গেলে তারা রোমানদের হুমকির সম্মুখীন হবে। অনুরূপভাবে ইয়ামানবাসীদের সাহায্য-সহায়তা করার অভিমতটির এজন্যে বিরোধিতা করেন যে, তাদের সৈন্যসংখ্যা কম হয়ে গেলে তারা হাবশীদের হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-এর কথা পছন্দ করলেন এবং খুশি হলেন।

আর হযরত উমর (রা) যখন কারো থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন তখন বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে হযরত আব্বাস (রা) হতে পরামর্শ নিতেন। এ ব্যাপারে যখন সাহাবাদের কথাবার্তা হযরত উমর (রা)-এর মনঃপূত হলো তিনি তা হযরত আব্বাস (রা)-এর খিদমতে পেশ করেন। আব্বাস (রা) বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি একটু ধীরস্থিরভাবে কাজ করুন। কেননা, পারস্যবাসী তাদের প্রতিপত্তি ও ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের প্রতিকারের জন্যে একত্রিত হয়েছে। তারপর উমর (রা) বলেন, আপনারা ইংগিত করুন, কাকে সেনাপতি নির্বাচন করা যায়। আমার মতে সেনাপতি হবেন তিনি, যে যুদ্ধ বিশারদ হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে এবং তাকে অবশ্যই ইরাকী কিংবা উচ্চ পদস্থ খিতাবধারী হতে হবে। তারা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আপনার সৈন্যদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন, আগামীতে যখন সেনাবাহিনীর মহড়া চলবে তখন আল্লাহ্র শপথ তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়স্ক তিনিই প্রথম হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাঁরা বললেন; "তিনি কে ? হে আমীরুল মু'মিনীন। তিনি বলেন, তিনি হলেন আন-নুমান ইব্ন মুকরিন। তাঁরা বললেন, "হ্যাঁ তিনিই একাজের যোগ্য।" আন-নুমান হযরত উমর (রা)-এর নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন একটি ব্যাটেলিয়নের প্রধানই তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাকে যেন বর্তমান পদবী হতে অব্যাহতি দিয়ে নিহাওয়ান্দবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। তাই হযরত উমর (রা) তাঁর আবেদনে সাড়া দেন এবং তাকে এ কাজের জন্যে নিয়োগ প্রদান করেন।

তারপর হযরত উমর (রা) হুযাইফা (রা)-এর কাছে পত্র লিখেন, তিনি যেন কূফা থেকে সৈন্য নিয়ে আগমন করেন এবং আবূ মূসা (রা)-এর কাছে পত্র লিখেন, তিনি যেন বসরা থেকে সৈন্য নিয়ে আগমন করেন। বসরায় অবস্থানরত আন্-নুমান (রা)-কে পত্র লিখেন-তিনি যেন তথায় অবস্থানরত সৈন্যদেরকে নিয়ে নিহাওয়ান্দ অভিমুখে রওয়ানা হন। আর তিনি আরো লিখেন, যখন সেনাবাহিনীর সকল সদস্য একত্রিত হবেন তখন প্রত্যেক আমীর তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে প্রধান সেনাপতির আয়ত্তে থাকবেন। আর তিনি হলেন আন-নু'মান ইব্ন মুকরিন। তিনি যদি শহীদ হন তাহলে সেনাপতি হবেন হুযাইফা ইবনুল ইয়াসান (রা)। আর তিনি যদি শহীদ হন তাহলে সেনপতি হবেন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)। আর তিনি যদি শহীদ হন তাহলে সেনাপতি হবেন কাইস ইব্ন মাকশূহ। আবার কাইস ইব্ন মাকশূহ যদি শহীদ হন তাহলে অমুক। এরপর অমুক। এভাবে তিনি সাতজনের নাম উল্লেখ করেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন আল-মুগীরাহ ইব্ন শু'বাহ। কেউ কেউ বলেন ঃ তাদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ মহান দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে। মুমিনদের আমীর আল্লাহ্র বান্দা, উমর হতে আন-নু'মান ইব্ন মুকরিন এর প্রতি, সালামুন আলাইকুম। আমি

তোমার কাছে মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। মহান আল্লাহ্র প্রশংসার পর সমাচার এই যে, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, অনারবদের একটি বিরাট দল তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে নিহাওয়ান্দ শহরে একত্রিত হয়েছে। আমার এ পত্রটি যখন তোমার কাছে পৌঁছবে তখন তুমি মহান আল্লাহ্র হুকুম ও মহান আল্লাহ্র সাহায্য সহায়তার কথা স্মরণ করে তোমার সাথে যে সব মুসলমান রয়েছে তাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে কঠোর ব্যবহার করবে না, তাহলে তুমি তাদেরকে কষ্ট দেবে। তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না, তাহলে তাদেরকে তুমি অকৃতজ্ঞ হতে বাধ্য করবে। আর তাদের ক্রোধান্বিত করবে না। কেননা, একজন মুসলিম আমার কাছে এক লাখ দীনার থেকেও অধিক প্রিয়। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তুমি বরাবর পথ চলতে থাক যতক্ষণ না মাহ বা পানির কূয়া পর্যন্ত পৌঁছবে। আমি কূফাবাসীদের কাছে পত্র লিখেছি তারা তোমার সাথে ওখানে মিলিত হবে। তোমার সৈন্যরা সকলে যখন একত্রিত হবে তখন তোমরা ফিরযান ও ফিরযানের সাথে একত্রিত হওয়া দেড় লাখ পারস্যবাসী ও অন্যান্য অনারব সৈন্যদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবে। যে আল্লাহ্র মহান ক্ষমতা ব্যতীত অন্যের ক্ষমতা গ্রহণযোগ্য নয় তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে ও তাঁকেই বেশি বেশি করে স্মরণ করবে। হযরত উমর (রা) কূফার ভারপ্রাপ্ত আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্-এর নিকট পত্র লিখেন যাতে তিনি সৈন্যদেরকে সাহায্য করেন। তাদেরকে নিহাওয়ান্দ প্রেরণ করেন। আর তাদের আমীর হবেন হুযাইফা ইব্ন আল-ইয়ামান এবং তিনি আন-নুমান ইব্ন মুকরিনের কাছে পৌঁছবেন ও তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নবেন। আন্-নুমান ইব্ন মুকরিন শহীদ হলে হুযাইফা সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যদি তিনি শহীদ হন তাহলে নুয়াইম ইব্ন মুকরিন দায়িত্ব পালন করবেন। আর আস সায়িব ইব্ন আল-আকরা গনীমত বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। হুযাইফা বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আন-নুমান ইব্ন মুকরিনের প্রতি রওয়ানা হন যাতে তারা সাহের অথবা পানির কূয়ার কাছে তার সাথে মিলিত হতে পারেন। হুযাইফার সাথে ইরাকের নেতাদের একটি বিরাট দল সম্পৃক্ত হন। আর প্রত্যেকটি ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে যোদ্ধাদের কিছু সংখ্যককে পাহারাদার হিসেবে নিয়োজিত করেন। মূলত তারা পূর্ণ সতর্কতার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তারপর তারা আন-নুমান বিন মুকরিনের কাছে প্রস্তুতির জায়গায় পৌঁছেন। হুযাইফা ইব্ন আল-ইয়ামান আন-নুমানের কাছে হযরত উমর (রা)-এর পত্র হস্তান্তর করেন। পত্রে এ অভিযান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা লিপিবদ্ধ ছিল।

ইমাম আশ-শাবী (র) হতে সাইফ কর্তৃক বর্ণিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ত্রিশ হাজার মুসলিম যোদ্ধার একটি বিরাট বাহিনী পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ সাহাবীদের একটি দল এবং আরব সর্দারদের বিরাট একটি অংশ। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রা), হুযাইফা ইব্ন আল-ইয়ামান (রা), মুগীরাহ ইব্ন শু'বাহ (রা), আমর ইব্ন মা'দী কারাব আয-যুবাইদী (রা), তুলাইহাহ্ ইব্ন খুওয়ালিদ আল-আসাদী (র), কাইস ইব্ন মাকসূহ আল-মুরাদী প্রমুখ অন্যতম। লোকজন নিহাওয়ান্দের দিকে আগমন শুরু করল। শত্রু সৈন্য ও সেনাপতির অবস্থান ও যাবতীয় খবরাখবর সম্বন্ধে অবগতি অর্জনের জন্যে মুসলিম সেনাপতি আন-নুমান ইব্ন মুকরিন তিনজন অগ্রদূতের মাধ্যমে তিনটি অগ্রগামী

দল প্রেরণ করেন। তারা হলেন তুলাইহাহ, আমর ইব্ন মাদী কারাব আয-যুবাইদী ও আমর ইব্ন আবূ সালামাহ, আমর ইব্ন আবূ সালামাহ্কে আমর ইব্ন সাবীও বলা হয়ে থাকে আগ্রগামী দলটি একদিন একরাত ভ্রমণ করল। তারপর আমর ইব্ন সাবী ফেরত আসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন তুমি ফিরে এসেছ?

উত্তরে তিনি বলেন ঃ আমি অনারবদের দেশে বহু বছর ছিলাম তাদের দেশের প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহে আমি যুদ্ধ পরিচালনা করেছি। এরপর আমর ইব্ন সাদী কারাবও ফিরে আসলেন এবং বললেন; আমি কাউকে দেখতে পেলাম না তবে আমাদের পথে আমাদের ধরা পড়ার আশংকা অনুভব করলাম। তুলাইহাহ এগিয়ে গেলেন এবং অন্য দুজনের ফিরে আসার ব্যাপারটির প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না। তারপর তিনি প্রায় তের পারসাং বা ৪২ মাইল পথ অতিক্রম করেন ও নিহাওয়ান্দ পৌঁছে যান। অনারবদের মধ্যে প্রবেশ করে যান এবং কাঙ্ক্ষিত খবরাখবর সম্বন্ধে অবগতি অর্জন করেন ও পুনরায় আন-নুমানের কাছে চলে আসেন। তাঁর কাছে যাবতীয় সংবাদ পরিবেশন করেন। আর তিনি সেনাপতি আন-নুমান ও তার নিহাওয়ান্দ পৌঁছার ব্যাপারে কোন প্রকার অপ্রিয় বস্তু বা ঘটনার সম্মুখীন হবার আশংকা করেন না বলেও জানালেন। তাই আন্-নুমান বিভিন্ন শ্রেণীর সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁর অগ্রভাগে রাখলেন নুয়াইম ইব্ন মুকরিনকে। সেনাবাহিনীর ডান ও বাম বাহুতে রাখলেন যথাক্রমে হুযাইফা ও সাওয়িদ ইব্ন মুকারিনকে। বিচ্ছিন্ন দলের প্রধান রাখলেন আল কা'কা' ইব্ন আমরকে এবং সেনাবাহিনীর পশ্চাদ ভাগে রাখলেন মুজাশি' ইব্ন মাসুদকে। সমগ্র সেনাবাহিনী এমনিভাবে পারস্যবাসীদের নিকট পৌছল।

পারস্য সেনাবাহিনরি সেনাপতি ছিলেন ফিরযান। তাঁর সাথে ঐসব সৈন্যও সম্পৃক্ত ছিল যারা পূর্ববর্তী দিনগুলোতে সংঘটিত কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে নাই। উপস্থিত এক লাখ পঞ্চাশ হাজার সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফিরযান। যখন দুটো সেনাদল পরস্পর আক্রমণ করার জন্যে মুখোমুখি হয় তখন মুসলিম সেনাপতি আন-নুমান নিজের সৈন্যদেরকে নিয়ে তিনবার তাকবীর ধ্বনি দেন। তাতে অনারব সৈন্যরা অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আন-নুমান দণ্ডায়মান থেকে সকল সৈন্য সদস্যকে তাদের বহনকৃত বোঝা নামাতে নির্দেশ দিলেন। সকলে তাদের বোঝা নিচে নামাল এবং নিজ নিজ তাঁবু তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আন-নুমানের জন্যে প্রস্তুত তাঁবুটি অত্যন্ত বড় করে তৈরি করা হলো। ১৪জন দক্ষ ও প্রবীণ সৈনিক এ তাঁবু তৈরির কাজে মগ্ন হলেন। তারা হলেন ১. হুযাইফা ইব্ন আল-ইয়ামান (রা), ২. উতবাহ ইব্ন আমর (রা), ৩. আল-মুগীরাহ ইব্ন শু'বাহ (রা), ৪. বাশীর ইব্ন আল খাসাসিয়াহ (রা), ৫. হানযালাহ আল-কাতিব (রা), ৬. ইবনুল হুবার (রা), ৭. রিবয়ী ইব্ন আমির (রা), ৮. আমির ইব্ন মাতার (রা), ৯. জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হুমাইরী (রা), ১০. জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রা), ১১. আল-আকরা' ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হুমাইরী (রা), ১২. আল-আশয়াস ইব্ন কাইস আল-কিন্দী (রা), ১৩. সাঈদ ইব্ন কাইস আল-হামাদানী (রা), ১৪. ওয়াইল ইব্ন হাজার (রা)।

এ তাঁবুর থেকে বড় তাঁবু আর ইরাকে দেখা যায়নি। বোঝাগুলো নামানোর পর আন-নুমান তাদেরকে যুদ্ধ পরিচালনা করার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। দিনটি ছিল বুধবার

একদিন যুদ্ধ হলো। তারপর দিনও যুদ্ধ হলো। ফলাফল ছিল আধা-আধি। যখন জুমার দিন আগমন করল তখন তারা তাদের দুর্গে অবস্থান নিল। আর মুসলমানেরা তাদেরকে অবরোধ করে ফেলল। এ অবরোধ মহান আল্লাহ্র যত দিন ইচ্ছে ততদিন স্থায়ী হলো। তবে অনারবগণ যখন ইচ্ছে তাদের দুর্গ হতে বাইরে যেতে পারত। আবার যখন ইচ্ছে তারা তাদের দুর্গে ফেরত আসতে পারত। পারস্যবাসীদের সেনাপতি ফিরযান মুসলমানদের মধ্য হতে একজন লোককে চেয়ে পাঠান যার সাথে তিনি কথা বলবেন। তাঁর কাছে তখন একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বাহ (রা) গমন করে।

তিনি ফিরে এসে ফিরযানের বিরাট মজলিস ও সুন্দর পোশাকাদির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তবে আরবদের সম্বন্ধে অমুসলিম সেনাপতি যে সব অবমাননাকর কথা বলেছেন ও মন্তব্য করেছেন তারও তিনি বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আরবরা সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত জাতি ছিল এবং তাদের মান-মর্যাদা বিশ্বের দরবারে অত্যন্ত তুচ্ছ ছিল। তিনি আরো বলেন, আমার আশেপাশে বসরার পুরাতন জাতির যে দলটি অবস্থান করছে তারা মুসলমানদেরকে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের মাথাগুলো দিয়ে হার গাঁথতে পারে কিন্তু তাদের মৃত দেহগুলো দাফন করার ঝামেলার জন্যে তারা তা থেকে বিরত রয়েছে। তিনি আরো বলেন, হে মুসলমানরা! যদি তোমরা এখন চলে যাও আমরা তোমাদেরকে তোমাদের চলে যাবার পথ সুগম করে দেবো। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন করতে চাও তাহলে আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের মৃত্যুস্থানে তথা যুদ্ধক্ষেত্রে মোলাকাত করব। হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বাহ (রা) বলেন ঃ আমি তাশাহ্হুদ পাঠ করলাম এবং মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করলাম। তারপর বললাম ঃ তুমি আমাদের যে অবস্থার কথা বলছ তার থেকে আরো বেশি শোচনীয় অবস্থা আমাদের ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেন এবং আমাদেরকে দুনিয়ায় সাহায্য করার ও আখিরাতে কল্যাণ প্রদানের অংগীকার করেন। আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রেরণের পর হতে আমরা আমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রত্যক্ষ করে আসছি। এখন আমরা তোমাদের দেশে এসেছি, আমরা কখনও এখান থেকে খালি হাতে ফেরত যাব না যতক্ষণ না আমরা তোমাদের দেশের উপর এবং তোমাদের অধীনে যা কিছু আছে তার উপর কর্তৃত্ব অর্জন না করতে পারি। অন্যথায় আমরা তোমাদের দেশেই মৃত্যুবরণ করবো। তখন অমুসলিম সেনাপতি বললেন ঃ জেনে রেখো, অন্ধলোকই শুধু তোমাদের মনে যা আছে তা সত্য বলে মনে করতে পারে।

এরূপ অবস্থা যখন মুসলমানদের উপর দীর্ঘায়িত হলো তখন আন-নুমান ইব্ন মুকরিন বর্তমানে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান বুদ্ধিজীবীদেরকে এক জায়গায় জমায়েত হবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন এবং এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ আহ্বান করলেন। কিভাবে শত্রুদের সাথে আচরণ করা যায় যাতে তাদের সাথে চূড়ান্ত মুকাবিলা করা যায়। মুশরিকগণ ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে আমর ইব্ন আবূ সালামাহ প্রথম কথা বললেন। এখানে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে তিনি হলেন বয়সে সবচেয়ে বড়। তিনি বললেন ঃ "মুশরিকগণ যে অবস্থায় রয়েছে তাদেরকে এ অবস্থায় থাকতে দিলে তাদের জন্যে এটা হবে তাদের কাছে যা চাওয়া হচ্ছে তার থেকে অধিক ক্ষতিকর এবং মুসলিমদের জন্যে হবে স্থায়ী উপকার। সকলেই

তাঁর এ কথার প্রতিবাদ করলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ "আমরা আমাদের দীনের বিজয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি যা অংগীকার করেছেন তা পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারেও আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এরপর আমর ইব্‌ন সা'দী কারাব কথা বললেন। তিনি বললেনঃ তাদেরকে উত্তেজিত করুন এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে দিন। আর তাদেরকে ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই। সকলে এ অভিমতেরও প্রতিবাদ জানালেন এবং বললেন ঃ দুর্গের দেওয়াল আমাদের প্রতি বাধার সৃষ্টি করছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে। কাজেই, বক্তার কথার বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ হবে না।

তুলাইহা আল-আসাদী তখন কথা বললেন। তিনি বললেন ঃ "তারা দু'জন ঠিক বলেন নি। আমার অভিমত হলো, একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করা হোক যারা শত্রুদের দৃষ্টি কেড়ে নেবে এবং তাদের প্রতি যুদ্ধের জন্যে প্রচণ্ড হামলা চালাবে ও তাদেরকে যুদ্ধের প্রতি জোরেশোরে প্ররোচিত করবে। ফলে যখন শত্রুরা ক্ষুদ্র সৈন্যদলের প্রতি হামলা করার জন্যে ময়দানের দিকে বের হয়ে আসবে তখন যেন তারা আমাদের প্রতি দ্রুত পলায়ন করে। যখন শত্রুদল তাদের পিছু পিছু সজোরে দৌড়াতে থাকবে তখন যেন তারা আমাদের দিকে ধাবিত হতে থাকে এবং আমাদেরও উচিত যেন আমরাও সকলে দ্রুত পলায়ন করি। তখন তারা আমাদের পরাজয়ের বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করবে না এবং তাদের সকলেই দুর্গ থেকে বের হয়ে আসবে। যখন তাদের বের হয়ে যাবার পর্বটি শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করব এবং তাদের প্রতি তলোয়ারের মাধ্যমে হামলা চালাবো। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট মীমাংসা করে দেবেন। এ অভিমতটি সকলে পছন্দ করলেন এবং সেনাপতি আন-নুমান বিক্ষিপ্ত সেনাদলের প্রধান আল-কা'কা' ইব্‌ন আমরকে নির্দেশ দিলেন তাঁর দলটি যেন শহরে গমন করে ও দুর্গবাসীদের অবরোধ করে রাখে। দুর্গবাসীরা যখন তাদের প্রতি বের হয়ে আসবে তখন যেন শত্রুর সামনে দিয়ে তারা পলায়ন করে। আল-কা'কা' নির্দেশ পালন করলেন। যখন শত্রু সৈন্যদল তাদের দুর্গ থেকে বের হয়ে আসল তখন আল-কা'কা' তাঁর সাথীদের নিয়ে পশ্চাদপসারণ করলেন, এরপর আরো পশ্চাদপসারণ করলেন এবং আরো পশ্চাদপসারণ করলেন। তখন অনারবগণ এটাকে বড় একটি সুযোগ মনে করল এবং তুলাইহা যা ধারণা করেছিলেন তাই তারা করল। তারা বলতে লাগল আস, জলদি আস। তারপর তারা সকলে দুর্গসমূহ হতে বের হয়ে আসল। যোদ্ধাদের মধ্যে আর কেউ বাকি রইল না শুধুমাত্র দারোয়ানরাই দরজায় কর্তব্যরত রইল। এমনকি পরে তারাও তাদের সৈন্যদের সাথে মহাসমারোহে যোগ দিল।

আর এদিকে আন-নুমান সেনাপতি, নিজেদের সেনাবাহিনীকে গতিময় রাখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এটা ছিল জুমার দিনের সকাল বেলার ঘটনা। মুসলিম সৈন্যগণ শত্রুদের আঘাত করার জন্যে ইচ্ছে পোষণ করলেন কিন্তু আন-নুমান তাদেরকে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে আদেশ দিলেন যেন সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে হামলা করা না হয়, তখন বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য অবতীর্ণ হতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এ সময়ে হামলা করতেন। সৈন্যরা হামলা করার জন্যে আন-নুমানকে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্তের অধিকারী। যখন সূর্য ঢলে পড়ল তিনি মুসলমানদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন

তাঁর ভূমির কাছাকাছি নিচু একটি ধূসর রংয়ের ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন। তিনি প্রতিটি দলের পতাকার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে ধৈর্য ধরার জন্যে উৎসাহিত করলেন ও সুদৃঢ় থাকার জন্যে নির্দেশ দিলেন। মুসলমানদেরকে আগাম বলে রাখলেন যে, তিনি যখন প্রথম তাকবীর বলবেন তখন হামলার জন্যে সকলেই প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার তাকবীর বলবেন তখন কারো জন্যে কোন প্রকার তৈরি অসম্পূর্ণ থাকবে না। তারপর তিনি তৃতীয় বারের মত তাকবীর বলবেন। তখন শুরু হবে প্রকৃত হামলা। তারপর তিনি তাঁর স্থানে ফিরে গেলেন।

পারস্যবাসীরাও সৈন্যদেরকে অত্যন্ত গতিময় করলেন, সুবিন্যস্ত করলেন এবং সেনাড়াবাহিনী সংখ্যায় ও সাজ সরঞ্জামে এত ভয়ঙ্কর কাতারবন্দি হন-কেউ কোন দিন এরূপ দেখেনি। ক্রমে ক্রমে ও অলক্ষ্যে কেউ কেউ কারো কারো মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে লাগল। তাদের পিঠের পিছনে লৌহবেড়ি স্থাপন করা হয়েছিল যাতে তাদের পক্ষে স্থানচ্যুত হওয়া কিংবা পলায়ন করা সম্ভব না হয়। তারপর আন-নুমান ইব্‌ন মুকরিন (রা) প্রথম তাকবীর বললেন এবং পতাকা নাড়লেন। মুসলিম বাহিনী তখন হামলার জন্যে তৈরী হলেন। এরপর দ্বিতীয় বার তাকবীর বললেন ও পতাকা নাড়লেন। এবার মুসলিম বাহিনী প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। তারপর তৃতীয়বার তাকবীর বললেন ও তিনি খোদ হামলা করলেন এবং অন্যান্য লোকজনও মুশরিকদের উপর প্রচণ্ড হামলা চালালেন। আন-নুমান (রা)-এর পতাকা পারস্যবাসীদের উপর হঠাৎ এমনভাবে হামলা করতে লাগল যেমন বাজপাখি তার শিকারের প্রতি হঠাৎ আক্রমণ চালায়। তারপর তারা তলোয়ার হাতে নিয়ে এমন যুদ্ধ শুরু করল যেরূপ যুদ্ধ পূর্বে অনুষ্ঠিত ঘটনাগুলোর মধ্যে কোন ঘটনায় সংঘটিত হয় নাই। আর এরূপ ঘটনার কথা আজ পর্যন্ত কেউ শুনেনি। সূর্য ঢলে পড়ার সময় হতে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সময় পর্যন্ত এত মুশরিক নিহত হয়েছিল যে, তাদের রক্তে মাঠ ভরে গিয়েছিল এমনকি ভারবাহী ও যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত পশুগুলো স্বাভাবিক প্রবণতা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো। কথিত আছে যে, সেনাপতি আন-নুমান (রা)-এর ঘোড়া রক্তে পিছিল খেয়ে পড়ে যায় তাতে আন-নুমান নিচে পড়ে যান এবং একটি তীর এসে তাঁর কোমর বিদ্ধ করে ও তিনি শহীদ হন। তাঁর ভাই সাওয়ীদ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর মৃত্যুর কথা টের পায়নি। কেউ কেউ বলেন, "তাঁর ভাই নুয়াইম শুধুমাত্র টের পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর ভাই তাঁর কাপড় দ্বারা তাঁকে ঢেকে রেখেছিলেন এবং মৃত্যুর সংবাদও গোপন রেখেছিলেন।

আর হুযাইফা ইব্‌ন আল-ইয়ামানের (রা) কাছে পতাকাটি হস্তান্তর করেছিলেন। হুযাইফা (রা) ও নিজের ভাই নুয়াইমকে তাঁর স্থানে স্থলাভিষিক্ত করে শাহাদত বরণ করেন এবং জয়-পরাজয়ের অবস্থা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের পরাজয়ের ভয়ে তার মৃত্যুর কথা গোপন রাখার জন্যেও তিনি বলেছিলেন। যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসল মুশরিকগণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে লাগল এবং মুসলমানগণও তাদেরকে ধাওয়া করতে লাগল। কাফিরগণ তাদের ত্রিশ হাজার সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে ও শহরের বিভিন্ন উপত্যকায় শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল যাতে তারা পালিয়ে যেতে না পারে এবং তাদের পাশে পরিখা খনন করে রেখেছিল। যখন তারা পরাজিত হলো তখন তারা এসব পরিখায় নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। এসব

উপত্যকায় তাদের এক লাখের অধিক সৈন্য প্রাণ হারাল। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা নিহত হয়েছিল তাদের হিসাব ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। তাদের মধ্যে বাকিগুলো ব্যতীত আর কেউ রক্ষা পায়নি। ফিরযান ছিলেন তাদের সেনাপতি, যুদ্ধক্ষেত্রে সে পর্যুদস্ত হয়েছিল এবং পরাজয় বরণ করেন সে পলায়ন করেছিল। নুয়াইম ইব্‌ন মুকরিন তাকে ধাওয়া করল। আল কা'কা' তার সামনে এগিয়ে এল। ফিরযান হামাদান চলে যাবার ইচ্ছে করল। কিন্তু আল-কা'কা' তাকে ধাওয়া করল ও হামাদানের গিরিপথ বা টিলার কাছে তাকে পেয়ে গেল। ঐ গিরিপথ দিয়ে বহু খচ্চর ও গাধা মধু বহন করে আসছিল। ফিরযান এগুলোতে চড়বার চেষ্টা করল কিন্তু শক্তি পেল না। আর এটা হচ্ছে তার দুর্বলতার জন্যে। সে পায়ে হাঁটতে চেষ্টা করল কিন্তু সে পাহাড়ে আটকিয়ে গেল। আল কা'কা' তাকে সুযোগ মত পেয়ে হত্যা করল। ঐদিন মুসলমানগণ বলতে লাগল, মধুর মধ্যেও আল্লাহ্‌র সৈন্য সামন্ত রয়েছে। তারপর তারা এ মধু ও মধুর সাথে যেসব বোঝা ছিল তা গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত হলো।

এ টিলা বা গিরিপথকে তারা ثَنِيَّةُ الْعَسَلِ বা মধুর গিরিপথ নাম দিয়েছিল। তারপর আল-কা'কা' পরাজিত সৈন্যদের বাকি অংশের সাথে হামাদানে মিলিত হন। তাদেরকে অবরোধ করেন এবং হামাদানের আশেপাশের এলাকা সব দখল করে নেন। হামাদানের শাসনকর্তা খাসার শানূয আল-কা'কা'-এর কাছে আগমন করলেন ও তার সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। তারপর আল-কা'কা' তার সাথে যেসব মুসলমান ছিলেন তাদেরকে নিয়ে হুযাইফার কাছে প্রত্যাবর্তন করেন। এ ঘটনার পর তারা নিহাওয়ান্দে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। তারা আস-সায়িব ইব্‌ন আল আকরা' (রা)-এর কাছে যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পদ ও গনীমতের মাল জমা করেন। মাহের বাসিন্দারা যখন হামাদানের বাসিন্দাদের খবর শুনলেন তারা হযরত হুযাইফা (রা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করেন এবং তাদের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

হারনাদ নামী এক ব্যক্তি আগমন করল। সে ছিল পারস্যবাসীদের অগ্নিকুণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক, সেও হযরত হুযাইফা (রা)-এর কাছে নিরাপত্তার আবেদন করল। পারস্যের সম্রাট কিসরার কিছু গচ্ছিত সম্পদ তার কাছে ছিল। সে তা হুযাইফাহ (রা)-এর কাথে হস্তান্তর করে। সম্রাট দুর্দিনের কথা চিন্তা করে এ ফাণ্ড জমা করেছিলেন। হুযাইফা (রা) তাকে নিরাপত্তা দান করেন। এ ব্যক্তিটি মূল্যবান পাথরে পরিপূর্ণ দুটি ঝুড়ি হুযাইফাহ (রা)-কে প্রদান করে। মুসলমানগণ কিন্তু এ সম্পদ নিয়ে কোন প্রকার চিন্তাই করেনি। তারা সকলে মিলে একমত হয়েছে যে, এটা শুধুমাত্র হযরত উমর (রা)-এর জন্যে প্রেরণ করা হবে। তাঁরা তাঁর কাছে পঞ্চমাংশের বাকি অংশসহ এবং আসসায়িব ইব্‌ন আল-আকরা' (রা)-এর মাধ্যমে কয়েদীদের প্রেরণ করেন। এর পূর্বে তারীফ ইব্‌ন সাহামকে বিজয়ের সংবাদ নিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তারপর হুযাইফা (রা) গনীমতের বাকি অংশ গনীমতের দাবিদারদের মধ্যে বণ্টন করলেন এবং অতিরিক্ত বা নফল সাহায্যের হকদারদের মধ্যে দান করলেন।

মুসলমানদের হেফাজত করার উদ্দেশ্যে যে সব সৈন্য ওঁৎ পেতে পাহারায় ছিল তাদেরকেও দান করলেন। যারা তাদেরও সাহায্যকারী ছিলেন, তাদের সাথে ছিলেন, তাদেরকেও দান করলেন। আমীরুল মু'মিনীন রাত ও দিন তাদের জন্যে মহান আল্লাহ্‌র কাছে এমনভাবে অনুনয় বিনয় ও কাকুতি মিনতি সহকারে দু'আ করছিলেন যেমন প্রসব অত্যাসন্ন গর্ভধারিণী এবং

দুর্যোগে পতিত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অনুনয় বিনয় ও কাকুতি মিনতি সহকারে দু'আ করে থাকেন। তাদের পক্ষ থেকে খলীফার কাছে খবর পৌঁছতে দেরি হয়। একজন মুসলমান শহরের বাইরে একজন আরোহীকে দেখতে পান। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?" তিনি বললেন, "নিহাওয়ান্দ থেকে।" আবার জিজ্ঞেস করলেন, "মুসলমানগণ তথায় কি করেছেন ?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন তবে সেনাপতি নিহত হয়েছেন। মুসলমানগণ বিপুল গনীমত অর্জন করেছেন। অশ্বারোহীগণ জনপ্রতি ৬ হাজার দীনার ও পদাতিক জনপ্রতি দু'হাজার দীনার পেয়েছেন। তারপর তিনি হারিয়ে যান। মুসলিম ব্যক্তিটি শহরে এসে লোকজনকে এ সংবাদ পরিবেশন করেন। খবর ছড়িয়ে গেল এমনকি খলীফার কাছেও এ খবর পৌঁছল। খলীফা ঐ ব্যক্তিটিকে তলব করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন,কে তাকে এ খবর দিয়েছে ?

তিনি বললেন, "একজন আরোহী।" খলীফা বললেন সে তো আর আসবে না, সে ছিল একজন জিন, তোমাদেরকে সংবাদ পরিবেশন করেছে, তার নাম 'উসাইম'। কয়েক দিন পর তারীফ নামী এক ব্যক্তি বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আগমন করল। তার কাছে বিজয়ের সংবাদ ব্যতীত আর কিছু ছিল না। খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আন-নুমান (রা)-কে কে হত্যা করেছে? কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোন কিছু জানা ছিল না। যাদের সাথে পঞ্চমাংশের সম্পদ ছিল তারা খলীফাকে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করলেন। খলীফা উমর (রা)-কে যখন আন-নুমান (রা)-এর শহীদ হওয়ার ব্যাপারটি সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয় তখন তিনি তার জন্যে ক্রন্দন করেন। তিনি আস-সায়িব (রা)-কে ঐসব মুসলমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যারা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আস-সায়িব (রা) বলেন ঃ "অমুক, অমুক, অমুক সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গ শহীদ হয়েছেন।

আস-সায়িব (রা) আরো বলেন ঃ "অন্যান্য লোক যাদেরকে আমীরুল মু'মিনীন চিনেন না তাদের জন্যেও তিনি ক্রন্দন করেন এবং বলেন, "তাদের কি কোন ক্ষতি আছে যদি আমীরুল মু'মিনীন তাদেরকে না চিনে ? তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে চিনেন এবং তাদেরকে শাহাদত দানের মাধ্যমে মহা সম্মানিত করেছেন। উমর (রা)-এর চেনা দিয়ে তাদের কি কাজ হবে ? তারপর তিনি নিয়মানুযায়ী খুমুছ বণ্টন করার আদেশ দেন। উপরোক্ত দুটো ঝুড়ি উমর (রা)-এর ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো এবং প্রেরকগণ ফেরত চলে আসলেন। ভোরবেলা উমর (রা) তাদেরকে খোঁজ করলেন। কিন্তু তাদেরকে পাওয়া গেল না। তাদের পিছনে দূত প্রেরণ করলেন। দূত তাদেরকে কূফায় পেলেন।

আস-সায়িব ইব্‌ন আল-আকরা (রা) বলেন, "আমি যখন কূফায় আমার উটকে বসালাম, দূতটি আমার উটের পেছনে তার উটটি বসাল এবং বলল ঃ তুমি আমীরুল মুমিনীনের প্রতি উত্তর দাও। আমি বললাম, কেন ? তিনি বললেন, আমি জানি না। এরপর আমি আবার ফেরত আসলাম এবং খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, 'হে উম্মুস সায়িব তনয়! তোমার ও আমার কি হলো ?" আমি বললাম এটা কি ? হে আমীরুল মু'মিনীন!" তিনি বললেন, আফসোস ও আল্লাহ্‌র শপথ, আমি গত রাতে রাত যাপন করলাম, যে রাতে তুমি বের হয়ে

গেলে, মহান আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ রাতে আগমন করলেন এবং আমাকে এ দুটো ঝুড়ির দিকে টানছেন আর বলছেন, 'আমরা তোমাকে এ দুটো দ্বারা দাগ দিব আর এ দুটো ঝুড়ি হতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল। তাই আমি বলছি, আমি এগুলোকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেব। তুমি এ দুটো ঝুড়ি নিয়ে যাও এবং এগুলোকে বিক্রি করে দাও। তারপর এগুলোকে আমি মুসলমানদের মধ্যে খাদ্য ও অনুদান হিসেবে বণ্টন করে দেব। তারা এবং তুমিও জান না কি পরিমাণ সম্পদ দান করা হয়েছে।

আস-সায়িব (রা) বলেন, "আমি এ দুটো ঝুড়ি নিয়ে কূফার মসজিদে আসলাম। ব্যবসায়ীরা আমাকে ঘিরে ফেলল এবং আমর ইব্‌ন হুরাইস আল-মাখযোসী ২০ লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে আমার কাছ থেকে তা খরিদ করে নিল। আমার এগুলো নিয়ে অনারবদের দেশে সে চলে গেল এবং এগুলোকে ৪০ লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল। তারপর কূফাবাসীদের অধিকাংশই ঐশ্বর্যবানে পরিণত হলো।"

আল্লামা সাইফ (র) বলেন, "তারপর হযরত উমর (রা) গাজীদের মধ্যে এ দু'টো ঝুড়ির মূল্যমান অর্থ বণ্টন করে দেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী পেলেন চার হাজার দিরহাম।"

আল্লামা আশ-শাবী বলেন, "প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্য মূল গনীমত হতে ৬ হাজার দিরহাম, প্রত্যেক পদাতিক সৈন্য ২ হাজার দিরহাম এবং অন্যান্য মুসলিম সৈন্য পেলেন ত্রিশ হাজার দিরহাম।"

আল্লামা সাইফ, আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ হতে বর্ণনা করেন ও বলেন, "হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের ৭ বছরের সময় ১৯ হিজরীর প্রথম দিকে নিহাওয়ান্দ বিজয় হয়।" আল্লামা আশা-শাবী বলেন, "নিহাওয়ান্দের কয়েদীরা যখন মদীনায় আগমন করে তখন মুগীরা ইব্‌ন শু'বাহ (রা)-এর গোলাম আবূ লুলু ফিরুয প্রত্যেকটি শিশু কয়েদীর মাথা মুছে দেয় ও ক্রন্দন করে এবং বলে, উমর আমার কলিজা খেয়ে ফেলেছে। আবূ লুলুর মূল বাড়ি ছিল নিহাওয়ান্দে। পারস্যদের যুগে রোমানরা তাকে কয়েদ করেছিল। এরপর মুসলমানরা তাঁকে কয়েদ করেছে। তারপর যেখানে সে কয়েদী হয়েছে সেখানে সেভাবে সে পরিচিত হয়েছে। ইতিহাসবিদগণ বলেন, এ ঘটনার পর অনারবদের আর কোন কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে হযরত উমর (রা) তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ দু'হাজার দিরহাম অনুদান দিয়েছিলেন। এ বছরেই মুসলমানগণ নিহাওয়ান্দের পর ইস্পাহানের 'জাই' শহরকে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও দীর্ঘ আলোচনার পর জয়লাভ করেন। তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাদেরকে একটি নিরাপত্তা ও সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করে দেন। তাদের মধ্য থেকে কিন্তু ত্রিশজন কিরমানে পলায়ন করে চলে যায়। তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নাই।

কেউ কেউ বলেন, যিনি ইস্পাহান জয় করেছেন তিনি হলেন আন-নুমান ইব্‌ন মুকরিন এবং তিনি তথায় শহীদ হন। অগ্নিপূজকদের দু'ভ্রূওয়ালা আমীর ঘোড়া থেকে পড়ে যায় ও তার পেট ফেটে যায়। তাতে তার মৃত্যু হয়। আর তার সাথীগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। শুদ্ধ মতে যিনি ইস্পাহান জয়লাভ করেন তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবান। যিনি

কূফার ভারপ্রাপ্ত আমীর ছিলেন। আর এ বছরেই হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা) কুম ও কাশান শহর জয়লাভ করেন এবং সুহাইল ইব্‌ন আদী কিরমান শহর জয় করেন।

আল্লামা ওয়াকিদী হতে ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেন যে, আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) সেনাবাহিনী নিয়ে তারাবলুসের দিকে অগ্রসর হন। এটাকে বুরাকাহও বলা হয়। তিনি এটাকে প্রতি বছর তের হাজার দীনার আদায় সাপেক্ষে সন্ধিপত্রের মাধ্যমে জয়লাভ করেন।

আল্লামা ওয়াকিদী বলেন, "এ বছরেই আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) উকবা ইব্‌ন নাফি' আল ফিহ্‌রীকে যাবিলাহ্ প্রেরণ করেন। তিনি সন্ধিনামার ভিত্তিতে এটাকে জয়লাভ করেন। এর ফলে বুরাকাহ হতে যাবিলাহ পর্যন্ত মুসলমানদের শান্তি ভূমিতে পরিণত হয়।" তিনি আরো বলেন, "আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবানের পর যিয়াদ ইব্‌ন হান্‌যালাকে কূফায় আমীর নিয়োগ করা হয়। আর এ বছরেই তার পরিবর্তে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-কে হযরত উমর (রা) কূফায় আমীর নিযুক্ত করেন আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসূদ (রা)-কে বায়তুলমালের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কূফাবাসিগণ আম্মারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। ফলে আম্মার ইস্তফা দেন। হযরত উমর (রা) তাকে অব্যাহতি দিয়ে যুবাইর ইব্‌ন মুতয়াম (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। পুনরায় যুবাইর ইব্‌ন মুতয়ামকে অব্যাহতি দিয়ে মুগীরা ইব্‌ন শু'বাহ (রা)-কে দ্বিতীয়বার আমীর নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন ঃ 'এ বছরেই হযরত উমর (রা) হজ্জ পালন করেন এবং যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে মদীনায় প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। কূফা ব্যতীত অন্যান্য শহরের কর্মচারীবৃন্দ পুরানো পদে উমর (রা)-এর মৃত্যুর বছর পর্যন্ত বহাল থাকেন।' আল্লামা ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, "এ বছরেই হিম্‌স নগরীতে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইনতিকাল করেন ও তিনি উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে ওসীয়ত করে যান। অন্যরা বলেন, ২৩ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ মদীনায় ইনতিকাল করেন। প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধ। অন্যরা বলেন ঃ এ বছরেই আল-আলা ইব্‌ন আল-হাদরামী ইনতিকাল করেন। উমর (রা) তার পরিবর্তে হযরত আবূ হুরয়রা (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ আল-আলা এর পূর্বে ইনতিকাল করেন।

আল্লামা ওয়াকিদী হতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ও বলেন ঃ এ বছর দামেশকের আমীর ছিলেন উমাইর ইব্‌ন সাঈদ। তিনি হিম্‌স, হুরান, কানসাবীন এবং আলজোরিয়ারও আমীর ছিলেন। আমীর মুয়াবীয়া (রা) আল-বলকা, আল জর্ডান, প্যালেস্টাইন, সাওয়াইল, ইনতাকীয়াহ ও অন্যান্য শহরের আমীর ছিলেন।

২১ হিজরীতে যারা ইনতিকাল করেছেন তাঁদের বিবরণ

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম খালিদ ইব্‌ন আল-ওয়ালিদ ইব্‌ন আল-মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম আল-কারাশী আল-মাখযূমী। কুনিয়াত আবূ সুলাইমান। উপাধি সাইফুল্লাহ। সুপ্রসিদ্ধ বাহাদুরদের তিনি ছিলেন অন্যতম। জাহিলিয়তের যুগে কিংবা ইসলামের যুগে কখনও

পরাজয় বরণ করেননি। তাঁর মায়ের নাম আসমা বিনত আল-হারিস। লুবাবাহ বিনত আল-হারিস ও উম্মুল মুমিনীন মাইমুনাহ বিনত আল-হারিসের ভগ্নি।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, "তিনি ৮ম হিজরীর সফর মাসের প্রথম তারিখ ইসলাম গ্রহণ করেন। মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেনাপতির নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পান। ঐদিন তিনি এত ভীষণ যুদ্ধ করেন যা কেউ কোন দিন দেখেনি। তার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গে যায়। আর তাঁর হাতে শুধুমাত্র ইয়ামানী একটি তলোয়ার টিকে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "যায়িদ (রা) ঝাণ্ডা গ্রহণ করে ও শাহাদতপ্রাপ্ত হয়। তারপর জা'ফর (রা) ঝাণ্ডা গ্রহণ করে ও শাহাদতপ্রাপ্ত হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ঝাণ্ডা গ্রহণ করে শাহাদতপ্রাপ্ত হয়। তারপর আল্লাহ্‌র তলোয়ারসমূহ হতে একটি তলোয়ার ঝাণ্ডা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার হাতেই বিজয় দান করেন।

বর্ণিত রয়েছে– ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন খালিদ (রা)-এর টুপি নিচে পড়ে যায়। আর তিনি ছিলেন যুদ্ধে রত। পরে তিনি এটার খোঁজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাকে এ ব্যাপারে মৃদু ভর্ৎসনা করা হয় তখন তিনি বলেন, এটার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথা মুবারকের অগ্রভাগের কিছু মুবারক চুল ছিল। আর এগুলো যতদিন যুদ্ধে আমার সাথে ছিল এগুলোর বদৌলতে আমি জয়লাভ করেছি। ইমাম আহমদ (র) সংকলিত মুসনাদে, আল্ ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম ও ওয়াহ্‌শী ইব্‌ন হার্‌ব এর মাধ্যমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি যখন খালিদ (রা)-কে ইসলাম ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে নির্দেশ দেন, তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বান্দা ও কুটুম্ব খালিদ ইব্‌ন আল ওয়ালিদ (রা) অত্যন্ত ভাল লোক। আর খালিদ ইব্‌ন আল-ওয়ালিদ (রা) আল্লাহ্‌র তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার। এটাকে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত রেখেছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'হযরত উমর (রা) যখন আবূ উবাইদা (রা)-কে সিরিয়ার আমীর নিযুক্ত করেন এবং খালিদ ইব্‌ন আল ওয়ালীদ (রা)-কে বরখাস্ত করেন, তখন খালিদ (রা) বলেন, "তোমাদের কাছে মুসলিম উম্মাহর আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি)-কে প্রেরণ করা হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "এ উম্মাহর আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) হলেন আবূ উবাইদা ইব্‌নুল জার্রাহ।" তখন আবূ উবাইদা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "খালিদ (রা) আল্লাহ্‌র তলোয়ার সমূহের মধ্য হতে একটি তলোয়ার এবং অতি উত্তম আত্মীয় যুবক।"

ইব্‌ন আসাকির (র) বিভিন্ন সাহাবীর মাধ্যমে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে। খালিদ (রা) এর যাকাত ঠিকমত আদায় না করার অভিযোগের প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "তবে খালিদ, তোমরা খালিদের উপর জুলুম করছ। কেননা, সে তার যুদ্ধ বর্মগুলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছে। আর নিজেকেও আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিয়েছে।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় তিনি পবিত্র মক্কা বিজয়ে ও হুনাইনের যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেন। আর বনু জুযাইমার বিরুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। পবিত্র মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেনাবাহিনীর একাংশের সেনাপতি হিসাবে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন। আর কুরাইশ বংশের বহুলোককে তিনি হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খালিদ (রা)-কে আল-উজ্জার প্রতি প্রেরণ করেন। আর আল-উজ্জা ছিল বনু হাওয়াযিনের দেবী। হযরত খালিদ (রা) প্রথমত তার মাথা ভেঙ্গে দেয়। তারপর তার দেহসর্বস্ব ভেঙ্গে ফেলে। এ প্রসংগে তিনি বলেন ঃ

يَا عَزَّى كُفْرَانَكَ لاَ سُبْحَانَكَ * انِّى رَاَيْتُ اللّٰهُ قَدْ اَهَانَكَ -

অর্থাৎ হে উজ্জা! তোমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করছি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি না। আমি বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে অপমানিত করবেন। তারপর তিনি এটাকে পুড়িয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাকে ইসলাম ত্যাগী ও যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে প্রেরণ করেন। তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করেন। তারপর ইরাকের দিকে তিনি মনোযোগ দিলেন। তারপর তিনি সিরিয়ায় আগমন করলেন। তিনি এসব অভিযানে এত সম্মান ও সফলতা অর্জন করেন যে, এগুলো সম্বন্ধে অবগত হলে অন্তর ঠাণ্ডা হয়ে যায়, চোখ জুড়িয়ে যায় এবং কানে শুনলে অত্যন্ত তৃপ্তি পাওয়া যায়। তারপর উমর (রা) তাঁকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং আবূ উবাইদা (রা)-কে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত করেন। তবে খালিদ (রা)-কে যুদ্ধের পরামর্শদাতা হিসাবে সেনাবাহিনীতে বহাল রাখেন। তিনি রোগশয্যায় মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত সিরিয়ায়ই অবস্থান করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ যিনাদ (র)-এর মাধ্যমে আল্লামা ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, যখন খালিদ (রা)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন তিনি কাঁদতে থাকেন ও বলেন, "আমি অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমার শরীরে এক বিঘত জায়গাও বাকি নেই যেখানে কোন তরবারির কিংবা বর্শার অথবা তীরের আঘাত নেই। আর এখন আমি আমার রোগশয্যায় একটি উটের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করছি। দুর্বলদের চোখ যেন না ঘুমায়। অর্থাৎ সকলকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন বলে আমি বিশ্বাস রাখি।"

আবূ ইয়া'লা (র) ..... কাইস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ (রা) বলেন, "যে রাতে আমার কাছে কোন নববধূর আগমন ঘটেছে কিংবা যে রাতে আমাকে সন্তান হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে ঐ রাত থেকে অধিক প্রিয় নয়, যে রাতে মুহাজির যোদ্ধাগণ কোন একটি সারীয়া বা ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, কেননা তারা প্রত্যুষে শত্রুর মুকাবিলা করবে।"

আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ ..... খাইসামা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক বোতল মদ নিয়ে একটি লোক খালিদ (রা)-এর কাছে আগমন করেন। তখন খালিদ (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্! এটাকে মধুতে পরিণত করে দাও। অমনি মদ মধুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।" এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এক সূত্রে বলা হয়েছে যে,এক ব্যক্তি খালিদ

(রা)-কে অতিক্রম করছিলেন তার সাথে ছিল এক পাত্র কিংবা এক বোতল মদ। খালিদ (রা) প্রশ্ন করলেন, এটা কি ? সে বলল, 'মধু' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্ এটাকে সিরকা করে দাও। সে যখন তার সাথীদের কাছে প্রত্যাবর্তন করল তখন সে বলল, 'আমি তোমাদের জন্যে এত ভাল মদ এনেছি যা আরবরা কোনদিনও পান করেনি। এরপর সে পাত্র কিংবা বোতলের মুখ খুলল এবং দেখল যে, এটা সিরকাম্ল। তখন সে বলল, "আল্লাহ্র শপথ! এতে খালিদ (রা)-এর অভিশাপ লেগেছে।"

হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একবার খালিদ (রা) তার একজন শত্রুর সাথে সাক্ষাৎ করল। মুসলমানগণ পরাজিত হয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু খালিদ (রা) ও আল-বারা ইব্ন মালিক-এর এক ভাই অটল রইলেন। আর তাদের দু'জনের মাঝে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম। খালিদ (রা) তাঁর মাথা নিচু করলেন ও মাটির দিকে ঘন্টাখানেক তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা উঠালেন বেং আকাশের দিকে ঘন্টা খানেক তাকিয়ে রইলেন। আর এরকম পরিস্থিতির শিকার হলে তিনি সব সময়ে এরূপ করতেন। তারপর তিনি আল-বারার ভাইকে বললেন, "প্রস্তুত হও।" দু'জন সওয়ার হলেন এবং যে সব মুসলমান তাঁর সাথে ছিলেন তাদেরকে সম্বোধন করে খালিদ (রা) বললেন, "জান্নাত ব্যতীত এটা আর কিছুই নয়। পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ নেই।" তারপর তিনি তাদেরকে আক্রমণ করলেন এবং মুশরিকদেরকে পরাজিত করলেন।

মালিক (র) উমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ বকর (রা)-কে বললেন, খালিদ (রা)-কে তুমি পত্র লিখে জানিয়ে দাও, সে যেন তোমার অনুমতি ব্যতীত কোন বকরী কিংবা উট কাউকে প্রদান না করে। আবূ বকর (রা) খালিদ (রা)-এর কাছে অনুরূপ পত্র লিখলেন। খালিদ (রা) প্রতিউত্তরে খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে লিখলেন। তুমি আমার আমলের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আর যদি কর তাহলে তোমার ব্যাপার নিয়ে তুমি থাকবে। অর্থাৎ আমার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ পত্রের প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা) তাঁকে বরখাস্ত করার ইংগিত করলেন। আবূ বকর (রা) তখন বললেন, "খালিদ (রা)-এর পরিবর্তে কে কাজ করবে ? উমর (রা) বললেন, 'আমি করব।' তিনি বললেনঃ 'তুমি?' এরপর উমর (রা) প্রস্তুতি নিলেন। তারপর কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম খলীফার নিকট আগমন করলেন এবং উমর (রা)-কে মদীনায় ও খালিদ (রা)-কে সিরিয়ায় বলবৎ রাখার জন্যে ইংগিত করলেন। আর খলীফা তাই করলেন। যখন উমর (রা) খলীফা হন তিনি খালিদ (রা)-এর কাছে অনুরূপ পত্র লিখলেন এবং খালিদ (রা)ও অনুরূপ প্রতিউত্তর প্রদান করলেন। উমর (রা) তাঁকে বরখাস্ত করলেন এবং বললেন, যে ব্যাপারে আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দেওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তওফিক দেননি তা আমি নিজেই জারি করব।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর কিতাব 'আত-তারীখ,-এ ও অন্যান্য ইয়াসার ইব্ন সুমাই আল-বারনী (র)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ "খালিদ (রা)-এর অব্যাহতি সম্পর্কে জাবীয়া নামক স্থানে হযরত উমর (রা)-এর দুঃখ প্রকাশকালে তাঁকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "আমি তাকে এ সম্পদ মুহাজির অনাথদের জন্যে সংরক্ষণ করার নির্দেশ প্রদান করেছিলাম কিন্তু সে সাধারণ অভাবগ্রস্ত, ধনী ও বাকপটুদের মধ্যে বণ্টন করে ফেলেছে।

এজন্যে আমি আবূ উবাইদা (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেছি।" তখন আবূ আমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আল-মুগীরা বলেন, হে উমর! (রা) তোমার দুঃখ প্রকাশ সঠিক হয়নি। যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমীর নিযুক্ত করেছেন তাকে তুমি অব্যাহতি দিয়েছ, যে ঝাণ্ডা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তোলন করেছেন তুমি তা অবনত করেছ, যে তলোয়ার আল্লাহ্ তা'আলা কোষমুক্ত রেখেছেন তুমি তা কোষযুক্ত করে দিলে। আর তুমি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করছ এবং তুমি তোমার মামাতো ভাইয়ের সাথে হিংসা করছ।" তখন উমর (রা) বলেন, "তুমি আমার নিকট-আত্মীয়। এটা সত্য যে, বয়সের অপরিপক্কতা তোমার চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে ক্রোধ উদ্রেক করে থাকে।"

আল্লামা ওয়াকিদী, মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'ঈদ ও অন্যরা বলেন ঃ হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হিম্‌স্ শহর থেকে এক মাইল দূরবর্তি জায়গায় ২১ হিজরীতে ইনতিকাল করেন এবং ইনতিকলের সময় উমর ইব্‌ন আল খাত্তাব (রা)-কে ওসীয়ত করেন। আল্লামা দাহীম ও অন্যরা বলেন, "তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। প্রথম অভিমতটিই বিশুদ্ধ। উমর (রা)-এর ভর্ৎসনা সম্বন্ধেও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। খালিদ (রা) আল-আশ্‌'য়াস ইব্‌ন কাইসকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেছিলেন ঃ এজন্যে উমর (রা) খালিদ্ (রা)-কে ভর্ৎসনা করেন এবং তার সম্পদ থেকে বিশ হাজার দিরহাম আদায় করেন। পূর্বে খালিদ (রা)-এর প্রতি উমর (রা)-এর ভর্ৎসনার কথা আরো উল্লেখ করা হয়েছে। খালিদ (রা)-এর হাম্মামে প্রবেশ করা ও (মদ হারাম হবার পূর্বে) মদের সাথে লোধ্র ফুলের নির্যাস মিশ্রিত করে শরীরে মাখার অভিযোগে উমর (রা) তাকে অভিযুক্ত করেন। উত্তরে খালিদ (রা) এসব ধুয়ে-মুছে ফেলার কথা ব্যক্ত করেন।

খালিদ (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি তার একজন স্ত্রীকে তালাক দেন ও বলেন, আমি তাকে কোন সন্দেহের কারণে তালাক দেই নাই। তবে, সে আমার কাছে থাকাকালীন রুগ্ন হয়নি (মাসিক হয়নি)। তার শরীরেও এ রুগ্নতার কোন চিহ্ন দেখা যায়নি, তার মাথা কিংবা শরীরে যে কোন অংগে তার প্রতিফলনের ছাপ পড়েনি।

আল্লামা সাইফ (র) এবং অন্যরাও বর্ণনা করেন, "উমর (রা) যখন খালিদ (রা)-কে সিরিয়া থেকে এবং আল-মুসান্না ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে ইরাক থেকে অব্যাহতি দেন তখন তিনি বলেন, 'আমি তাদের এ দুজনকে এজন্যে অব্যাহতি দিয়েছি তাহলে জনগণ বুঝতে পারবে যে, তারা এ দুজনই ইসলামের সাহায্য করেননি বরং আল্লাহ্ তা'আলাই ইসলামের সাহায্য করেছেন এবং তিনিই সমস্ত শক্তির উৎস।"

আল্লামা সাইফ (র) আরো বর্ণনা করেন হযরত উমর (রা) যখন খালিদ (রা)-কে কুনসারীন হতে অব্যাহতি দেন ও যা কিছু তার থেকে নেওয়া সম্ভব ছিল তা নিয়ে নেন তখন তিনি বলেন ঃ তুমি আমার কাছে সম্মানের অধিকারী এবং তুমি আমার কাছে অতি প্রিয়। আর এর পর হতে এমন কোন আচরণ আমি তোমার সাথে করব না যা তোমার খারাপ লাগবে।

আল-আসমায়ী' (র) ..... ইমাম আশ-শা'বী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "উমর (রা) ও খালিদ (রা) যখন যুবক ছিলেন একবার তাঁদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। খালিদ (রা) ছিলেন উমর (রা)-এর মামাতো ভাই। খালিদ (রা) উমর (রা)-এর পায়ের নলি ভেঙ্গে দেয়। তারপর চিকিৎসা করা হয় ও ভাল হয়ে যায়। আর এটাই তাঁদের মধ্যে শত্রুতার কারণ বলে অনেকের ধারণা।

আল আসমায়ী' (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন হতেও বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একবার খালিদ (রা) উমর (রা)-এর কাছে আগমন করেন। তিনি একটি রেশমী জামা পরিধান করেছিলেন। উমর (রা) বলেন ঃ এটা কি? হে খালিদ! খালিদ (রা) বলেন, "এটাতে কোন ক্ষতি নেই হে আমীরুল মুমিনীন! আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) কি এরূপ জামা পরিধান করেন নি?" তখন তিনি বলন, "তুমি কি ইব্ন আউফের মত? ইব্ন আউফের জন্যে যা প্রযোজ্য তাকি তোমার জন্যেও প্রযোজ্য? আমি চাই যারা ঘরে আছে তারা প্রত্যেকেই যেন তার সামনে অবস্থিত জামার অংশটুকু আঁকড়িয়ে ধরে।" মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, "তারা সকলে মিলে জামাটিকে ছিঁড়ে ফেলল। আর তার কোন কিছুই বাকি রইল না।" .

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-মুবারক (র) .... আবূ ওয়ারিল (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর মৃত্যু আসন্ন তখন তিনি বলেন, "আমি মহান আল্লাহ্র রাহে শাহাদত কামনা করেছিলাম কিন্তু আমি আমার ভাগ্যের কারণে বিছানায় মৃত্যুবরণ করছি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। এর পর ঐ রাত থেকে কোন আমল আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়, যে রাতটি যাপনকালে আমি যুদ্ধের ঢাল সংগ্রহে ব্যস্ত থাকি এবং যতক্ষণ না আমি কাফিরদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ পরিচালনা করি। আর সকাল পর্যন্ত আকাশ বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আমাকে স্বাগত জানাতে থাকে।" তারপর তিনি বলেন, "যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমার হাতিয়ার ও ঘোড়াটিকে মহান আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দেবে।' যখন তিনি ইনতিকাল করেন উমর (রা) তাঁর জানাযায় বের হলেন। বর্ণনাকারী এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা)-এর বাণীটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেছিলেন, "ওয়ালীদের বংশের স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন বিধি-নিষেধ নেই, তারা খালিদ (রা)-এর জন্যে অশ্রুপাত করবে যতক্ষণ না এটা নাকা ও লাকলাকার আকার ধারণ না করে।" ইব্নুল মুখতার বর্ণনাকারী বলেন, নাকা হচ্ছে মাথায় মাটি নিক্ষেপ করা এবং লাকলাকা হচ্ছে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ কিতাবের মধ্যে তা'লীক হিসেবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "উমর (রা) বলেছেন, 'তাদেরকে আবূ সুলাইমান (খালিদ) (রা)-এর জন্যে ক্রন্দন করতে অনুমতি দেওয়া হলো যতক্ষণ না এটা 'নাকা' ও 'লাকলাকা' হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (রা) ...... শাকীক ইব্ন সালামাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ইনতিকাল করেন বনু আল-মুগীরার স্ত্রীলোকেরা খালিদ (রা)-এর ঘরে একত্রিত হন এবং খালিদ (রা)-এর জন্যে ক্রন্দন করতে থাকেন। উমর (রা)-কে জানানো হলো যে, তারা খালিদ (রা)-এর ঘরে একত্রিত হয়েছে এবং তার জন্যে তারা কান্নাকাটি করছে। তারা আপনাকে এমন কিছু শুনাতে বদ্ধপরিকর যা আপনি খারাপ মনে করেন। তাই আপনি তাদের কাছে লোক প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করুন। তখন উমর (রা) বলেন, "তাদের উপর কোন বিধি-নিষেধ নেই তারা আবূ সুলাইমানের জন্যে অশ্রুপাত করতে পারবে যতক্ষণ না তার মধ্যে 'নাকা' কিংবা 'লাকলাকা' না হয়। নাকা হচ্ছে মাথায় মাটি নিক্ষেপ করা এবং লাকলাকা হচ্ছে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা। ইমাম বুখারী (র) তাঁর আত-তারীখ (التاريخ) গ্রন্থে আল-আ'মাশের মাধ্যমে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইসহাক ইব্ন বাশার ও মুহাম্মদ বলেন, "খালিদ ইব্ন ওয়াদীল (রা) পবিত্র মদীনায় ইনতিকাল করেন।। উমর (রা) তাঁর জানাযায় বের হলেন। তখন খালিদ (রা)-এর মাতা তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, "হাজার হাজার সম্প্রদায় হতেও তুমি উত্তম যখন মানুষের চেহারা পালটিয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উমর (রা) বলেন, "আপনি সত্য বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ সে এরকমই ছিল।"

আল্লামা সাইফ ইব্ন উমর (র) ..... সালিম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "খালিদ (রা) মদীনায় অবস্থান করতে লাগলেন। যখন উমর (রা) অনুভব করতে লাগলেন যে, তাঁর প্রতি জনগণের যে একটি ভ্রান্ত ধারণার ব্যাপারে তিনি ভয় করছিলেন তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, তখন হজ্জ থেকে আসার পর তিনি তাকে আমীর নিযুক্ত করার ইচ্ছে পোষণ করেন। খালিদ (রা) এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর এ সময় মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি ছিলেন পবিত্র মদীনার বাইরে। মাকে তিনি বলেন, "আমাকে আমার হিজরতের স্থানে নিয়ে যাও। তখন তিনি তাকে নিয়ে মদীনায় আগমন করলেন ও সেবা-শুশ্রূষা করলেন। উমর (রা) হজ্জ থেকে ফেরার পথে তিন দিনের রাস্তার মাথায় তার সাথে মোলাকাত হওয়ায় প্রশ্ন করেছিলেন। কোন জরুরী সংবাদ আছে কি? খালিদ (রা) উত্তরে বলেছিলেন, "নিজকে ভারী মনে হচ্ছে অর্থাৎ অসুস্থ বোধ হচ্ছে।"

পবিত্র মদীনা পৌঁছার পর এক রাতে তিনি তিনবার পড়শী খালিদ (রা)-এর খোঁজ খবর নেন। যখন তিনি ইনতিকাল করেন উমর (রা) সংবাদ পাওয়ার পর তার জন্যে ব্যথিত হন ও ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিঊন (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) পাঠ করেন। আর দাফন কাফনের ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। যারা ক্রন্দনকারিণী ছিলেন তারা প্রাণভরে ক্রন্দন করলেন। উমর (রা)-কে বলা হলো, তুমি কি তাদের ক্রন্দন শুনছ না? তাদেরকে কেন বাধা দিচ্ছ না? উমর (রা) বললেন, "কুরাইশের মহিলাদের জন্যে ক্রন্দন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না 'নাকা'ও 'লাকলাকা' হবে। "অর্থাৎ যদি তারা মাথায় মাটি ছিটাবার মত গর্হিত কাজ না করে এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন না করে, তাহলে তাদের আবূ সুলাইমানের জন্যে অশ্রুপাত করার অনুমতি রয়েছে।" উমর (রা) যখন তাঁর জানাযায় বের হলেন তখন একজন সম্মানিতা মহিলাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখলেন যিনি বলছিলেন, 'লোকজনের চেহারা যখন পাল্টিয়ে যায় অর্থাৎ তারা ইনতিকাল করে তখন তাদের মত হাজার হাজার লোক থেকে তুমি অধিক ভাল। তারা সাহসী আর তুমি আবূ আশবাল (সিংহ শাবকদের পিতা) সিংহরূপী দামার ইব্ন জাহাম থেকেও তুমি বেশি সাহসী। তাঁরা খুবই দানশীল। আর তুমি পাহাড়-পর্বত সমূহে প্লাবিত বন্যা থেকেও বেশি ব্যাপক এবং দ্রুতগামী দানশীল। উমর (রা) বললেন, "এ ভদ্র মহিলাটি কে?" উত্তরে বলা হলো, 'তার মা' তিনি বললেন, "তিনি কি তাঁর মা?" অন্যথায় তার জন্যে তিন দিনের শোকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" হযরত উমর (রা) জানার জন্যে প্রশ্ন করলেন, খালিদ (রা)-এর শোক শেষে কুরাইশ মহিলাদের কান্না থেমেছে? বর্ণনাকারী বলেন, তারপর উমর (রা) তাঁর আগমন ও একরাতে তিনবার অসুস্থ প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রক্রিয়াটি নিজের জীবনে আরো অনুশীলন করেন। কবি শোকতাপের বর্ণনায় মন্তব্য করেন ঃ

সমব্যথায় ব্যথিত অনুশোচনাকারিগণ তাদের উপর অবতীর্ণ মুসীবতের প্রেক্ষিতে ক্রন্দনে রত রয়েছেন কিন্তু যাঁরা পাহাড়ের ন্যায় অবিচল ও অনড়, তাঁরা ক্রন্দন করেন না। যাদের জন্যে হে ক্রন্দনকারী তুমি কাঁদছ তারা স্বর্ণ ও পঞ্চাশ হতে একশ পর্যন্ত বিরাট বিরাট উটের চেয়েও অধিক মূল্যবান। তারা এতই অমূল্য রত্ন যে, তাদের পরবর্তি সম্প্রদায় তাদের মর্যাদায় পৌঁছার আকাঙ্ক্ষা করেছিল কিন্তু তারা তাদের পরিপূর্ণতার উৎসগুলোর নিকটেও পৌঁছতে পারেনি।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, উমর (রা) খালিদ (রা)-এর মাকে বলেছিলেন, 'আপনি কি খালিদ (রা) কিংবা খালিদ (রা)-এর পুরস্কারকে ক্রন্দন করে খর্ব করতে চান? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি তোমার কাছে চাই যে, তুমি স্বীয় হাত, রং দ্বারা রংগীন করার আগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন ব্যাখ্যা দাবি করবে না। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তোমার কোন প্রশ্ন আমি পছন্দ করি না। উপরোক্ত সকল বর্ণনা খালিদ (রা)-এর মৃত্যু মদীনায় সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণ করে। আর এটা সমর্থন করছেন দাহীম, আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম আদ-দামেশকী। কিন্তু জমহুর ইতিহাসবিদদের মতামত হচ্ছে, "তিনি ২১ হিজরীতে হিমস্ নামক শহরে ইনতিকাল করেন। এসব ইতিহাসবিদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা ওয়াকিদী, তাঁর লেখক মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, আবূ উবাইদ আল-কাসিম ইব্ন সালাম, ইব্রাহীম ইব্ন আল-মানযার, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-উস্ফরী, মূসা ইব্ন আয়ুব, আবূ সুলাইমান ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও অন্যান্য।

আল্লামা ওয়াকিদী আরো বলেন, 'হযরত খালিদ (রা) উমর (রা)-কে ওসীয়ত করেছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, ওয়াকিদী ও অন্যান্য ইতিহাসবিদের থেকে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, উমর (রা) খালিদ (রা)-কে বরখাস্ত করার পর খালিদ (রা) মদীনা আগমন করেন এবং উমরা করেন। তারপরে সিরিয়ায় ফিরে যান। তিনি ২১ হিজরীতে ইনতিকাল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

আল্লামা ওয়কিদী বর্ণনা করেন, "একবার উমর (রা) কয়েকজন হাজী সাহেবকে মসজিদে কুবায় সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা সিরিয়ার কোন্ জায়গা থেকে এসেছেন? তারা বললেন, 'হিম্স শহর থেকে।" তিনি বললেন, "আপনাদের কাছে কি কোন সংবাদ আছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ইনতিকাল করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'হযরত উমর (রা) ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনি ছিলেন দুশমনের মুকাবিলায় প্রতিরোধক ও পবিত্র চরিত্রবান। তখন আলী (রা) তাকে বললেন, "তাহলে তুমি তাকে কেন বরখাস্ত করলে?" উত্তরে তিনি বললেন, "মর্যাদাবান ও বাকপটু লোকদের জন্যে সম্পদ ব্যয় করায়।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, উমর (রা) আলী (রা)-কে বলেছেন "আমার থেকে যা কিছু হয়েছে তার জন্যে আমি লজ্জিত।"

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ..... কাইস ইব্ন আবূ হাযিম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ইনতিকাল করেন তখন উমর (রা) বলেন, "আবূ সুলায়মান (রা)-কে আল্লাহ্ রহম করুন। আমরা তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু সন্দেহ করেছিলাম কিন্তু তার মধ্যে এগুলো ছিল না।" জুয়াইরিয়া নাফি' হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–যখন খালিদ (রা)

ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর কাছে শুধুমাত্র তাঁর একটি ঘোড়া, একটি গোলাম ও একটি হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল।

আল-কাজী আল-মাআফা ইবন যাকারিয়া আল-হারীরী .... আবূ আ'লী আল-হারনামী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "হিসাম ইব্ন আল-মুহতারী বনূ মাখযোমের কিছু সংখ্যক লোক সহকারে হযরত উমর ইব্ন আল খাত্তাব (রা)-এর কাছে আগমন করেন। উমর (রা) তাকে বলেন, হে হিসাম! খালিদ (রা) সম্বন্ধে রচিত তোমার কবিতাটি আমাকে একবার শুনাও। তখন তিনি তা তাঁকে শুনালেন। হযরত উমর (রা) বলেন, তুমি আবূ সুলাইমান (রা)-এর প্রশংসা বর্ণনায় ত্রুটি করেছ। কেননা, তিনি শির্ক ও শির্কের প্রতি আশ্রয় গ্রহণকারীকে অবমাননা করতে পছন্দ করতেন যদিও তার হিংসুকেরা তাকে মহান আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির শিকার করতে চেষ্টা করতেন। তারপর উমর (রা) বলেন, "বনু তামীমের ভাইয়ের রচিত কবিতার জন্যে মহান আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন।" কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

যিনি চলে গেছেন তার মোকাবিলায় যিনি দুনিয়ায় জীবিত থাকবেন তাকে বলে দাও সে যেন আখিরাতের জন্যে তৈরি হয়। সে যেন মৃত্যুর কাছাকাছি বিচরণ করছে। আমার মৃত্যুর পর যারা জীবিত থাকবে তাদের জীবন আমার জন্যে কোন উপকারে আসবে না। আর যে আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে তার মৃত্যু আমার জন্যে চিরস্থায়ী মঙ্গল বহন করে আনবে না।

অতঃপর উমর (রা) বলেন, "আবূ সুলাইমানকে আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন। তাঁর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তথা আখিরাতে যে নিয়ামত মওজুদ রয়েছে তা তার দুনিয়ার নিয়ামত হতে উত্তম। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান। তিনি প্রশংসনীয় জীবন যাপন করেছেন তবে যুগকে তা স্বীকার করতে দেখি নাই।

তুলাইহা ইব্ন খুওয়াইলিদ

তাঁর পূর্ণ নাম তুলাইহা ইব্ন খুওয়াইলিদ ইব্ন নওফল ইব্ন নাদ লাহ ইব্ন আল-আশতার ইব্ন জাহওয়ান ইব্ন ফাক্য়ান ইব্ন তারীফ ইব্ন উমর ইব্ন কায়ীর ইব্ন আল-হারিস ইব্ন সা'লাবাহ ইব্ন দাউদ ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযাইমাহ আল-আসাদী আল-ফাকয়ানী। তিনি মুশরিকদের পক্ষ হতে যারা খন্দকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তারপর ৯ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে। পবিত্র মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আমলে মুরতাদ হয়ে যায় এবং নবুয়তের দাবি করেন।

ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় নবুয়তের দাবি করে এবং তার পুত্র খায়াল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার বাপের কাছে যা আসে তার নাম কি? উত্তরে সে বলল, তিনি হলেন সাদের অধিকারী–তিনি মিথ্যা বলেন না, বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না এবং তিনি যেরূপ আছেন ঐরূপ অন্য কেউ হতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মনে মনে বলেন, সে বড় মর্যাদার অধিকারী একজন ফিরিশতার নাম উল্লেখ করেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ছেলেকে বলেন, 'আল্লাহ্ তোমার ধ্বংস করুন শাহাদত যেন তোমার জন্যে হারাম করে দেন। সে যেমনি এসেছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এভাবে ফেরত পাঠালেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলে সংঘটিত রিদ্দার.যুদ্ধে খায়ালকে হত্যা করা হয়। উকাশাহ ইব্ন মুহসিন (র) তাকে হত্যা করেন। এরপর তুলাইহা উকাশাহ (র)-কে হত্যা করে। মুসলমানদের সাথে তার অনেক ঘটনাই ঘটে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর হাতে অপমানিত করেন। তাঁর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ও পলায়ন করল। তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ করেন এবং আলে জুফনাহ-এ অবতরণ করেন। লজ্জার কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করেন। তারপর তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উমরা পালন করেন। পরে এসে হযরত উমর (রা)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

হযরত উমর (রা) তাঁকে বলেন, 'আমার কাছ থেকে তুমি দূরে চলে যাও। কেননা, তুমি দু'জন সৎলোকের হত্যাকারী। একজন হলেন উকাশাহ ইব্ন মুহসিন এবং অন্যজন হলেন সাবিত ইব্ন আক্রাম।' তখন তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তারা দু'জন ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আমার হাতে সম্মান প্রদান করেছেন। তাদের হাতে আমাকে অপমান করেন নি। তখন উমর (রা) তাঁর কথা পছন্দ করেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি আমীরদের কাছে লিখলেন যেন তুলাইহা তাদেরকে পরামর্শ দান করেন। তবে যেন তাকে কোন প্রকার নেতৃত্ব দান করা না হয়। তারপর তিনি জিহাদ করার জন্যে সিরিয়ায় ফিরে আসেন। এরপর ইয়ারমূক ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। যেমন, কাদেসিয়া ও পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান বাহাদুরদের অন্যতম। এসব ঘটনার পর তিনি উত্তম ইসলামের অধিকারী হন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ তাঁকে চতুর্থ স্তরের সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেন। তিনি বলেন, তাকে তার কঠোরতা, সমরদক্ষতা ও বাহাদুরীর কারণে এক হাজার অশ্বারোহীর সমান গণ্য করা হতো।

আবূ নসর ইব্ন মাকূলা বলেন, 'তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেন। পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উত্তম ইসলামের অধিকারী হন। আর তাঁকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সমতুল্য মনে করা হতো। তার ইসলাম প্রত্যাখ্যান ও নবূয়তের দাবি করার সময় মুসলমানগণ তার সাথীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেছে এ সম্পর্কে রচিত তার কয়েকটি পংক্তি নিচে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, এসব লোক সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা ? যাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করছ তারা মুসলমান না হলেও তারা কি মানুষ নন? যাদের বহু ছেলে মেয়ে ও মহিলা রয়েছে তাদেরকে যদি যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় তাহলে তারা খায়ালকে হত্যা করার জন্যে এগিয়ে যাবে না। কেননা, আমি তাদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের জন্যে এমন একটি দলকে প্রস্তুত রেখেছি যারা বার বার হামলা করে শত্রুদেরকে ছত্রাকের ন্যায় কচুকাটা করে দেবে। এ দলটিকে তুমি এক সময় দেখবে সমরাস্ত্র নিয়ে সুরক্ষিত দল হিসেবে প্রদর্শনীতে রয়েছেন; আবার এক সময়ে দেখবে কোন প্রকার শান শওকত প্রদর্শন না করে তারা ছদ্মবেশে রয়েছে। আবার একদিন তাদেরকে মহা সমারোহে ঝলমল করতে দেখবে। আবার একদিন দেখবে পবিত্র মদীনার আশেপাশের শহরতলিতে বিশ্রামে রত। বিকাল বেলায় যুদ্ধের ময়দানে আমি ইব্ন আকরাম ও অন্ধ উকাশাহকে হত্যা করি।

আল্লামা সাইফ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র শপথ! যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এমন কাউকে দেখি নাই যে আখিরাতের সাথে দুনিয়াও চায়। আমরা তিন ব্যক্তিকে সন্দেহ করেছিলাম কিন্তু তাদের মধ্যে আমানত ও পরহেযগারীর এতো অভাব দেখি নাই যেরূপ আমরা মনে করেছিলাম। তারা হলেন, তুলাইহা ইব্ন খুওয়ালিদ আল-আসাদী, আমর ইব্ন মাদীকারাব ও কাইস ইব্ন মাকশূহ। ইব্ন আসাকির বলেন, আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আল-ফারান আল ওরীক উল্লেখ করেছেন যে, ২১ হিজরীতে নিহাওয়ান্দ যুদ্ধে আন্-নুমান ইব্ন মুকরিন ও আমর ইব্ন মাদীকারাব (রা)-এর সাথে তুলাইহা (রা) শাহাদত লাভ করেন।

আমর ইব্ন মাদী কারাব (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম ঃ আবূ সাওর আমর ইব্ন মাদীকারাব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আসিম ইব্ন আমর ইব্ন যুবাইদ আল-আসগার ইব্ন রাবীয়াহ ইব্ন সালামাহ ইব্ন মাযিন ইব্ন রাবীয়াহ ইব্ন সাইবাহ যুবাইদ আল-আকবার ইব্ন আল-হারিস ইব্ন দু'ফ ইব্ন সা'দ আল-আশীরাহ ইব্ন মায্হাজ আয-যুবাইদী আল মাযাহিজী। তিনি অশ্বারোহী খ্যাতিসম্পন্ন বাহাদুর যোদ্ধাদের অন্যতম। ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, "১০ম হিজরীতে মুরাদের প্রতিনিধি দলে ছিলেন।"

কেউ কেউ বলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের যুবাইদের প্রতিনিধি দলে ছিলেন তিনি। তিনি আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর সাথে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। খালিদ ইব্ন সায়ীদ ইব্নুল 'আসকে তাকে দমনের জন্যে প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। খালিদ ইব্ন সায়ীদ তার কাঁধে তলোয়ার মারেন কিন্তু তিনি ও তাঁর সম্প্রদায় যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। তাঁর বাঁকানো যায় না এরূপ তলোয়ারটি খালিদ (রা) গনীমত হিসেবে হস্তগত করেন। তারপর তাকে বন্দী করেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে সতর্ক করেন, ভর্ৎসনা করেন এবং তওবা বা অনুশোচনা করতে বলেন। তখন তিনি তওবা করেন এবং এরপর উত্তম ইসলামের অধিকারী হন। তারপর তাঁকে সিরিয়ায় প্রেরণ করা হয়। তিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরে উমর (রা) তাকে সা'দ (রা)-এর নিকট যেতে বলেন এবং আমীরদের কাছে পত্র লিখেন যাতে তিনি তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করেন। কোন নেতৃত্ব যেন তাকে দেওয়া না হয়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে উপকৃত করেন এবং তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে কাফিরদের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেন।

কেউ কেউ বলেন, তিনি কাদেসিয়ায় শহীদ হন। আবার কেউ কেউ বলেন, "তিনি নিহাওয়ান্দে শহীদ হন।" আবার কেউ কেউ বলেন, রোযা নামী একটি গ্রামে তিনি তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যান। আর এসব ঘটনা ঘটে ২১ হিজরীতে। তাঁর সম্প্রদায়ের যারা তাঁর জন্যে শোকগাথা প্রণয়ন করেছেন তাদের একজন বলেন ঃ "অশ্বারোহীরা যেদিন বারুযা গ্রাম আক্রমণ করেন সেদিন তারা ঐ গ্রামে এক ব্যক্তিকে ছেড়ে আসে যিনি ভীরু নন এবং অদক্ষও নন। কাজেই যুবাইদকে বরং মাযহাজ গোত্রের সকলকে বলে দাও তোমরা আবূ সাওরকে হারিয়েছ যিনি ছিলেন যুদ্ধের সেরা সৈনিক ও সর্দার।

আমর ইব্ন মাদীকারাব (রা) ছিলেন দক্ষ কবিদের অন্যতম। তাঁর রচিত কবিতার কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

আমি আমার সামান্য প্রস্তুতি, শক্তি ও বর্শার (অস্ত্রের) দৈন্যের নিন্দা জ্ঞাপন করছি। আর প্রতিটি সহজ সরল বিষয়কে জটিল আকার রূপদানকারীর সমালোচনা করছি। আমি নিজকে ভর্ৎসনা করছি এজন্যে আমি আমার যৌবন শেষ করে দিচ্ছি। আর্তনাদকারীর প্রতি সাহসী ব্যক্তি বর্গের সমভিব্যহারে আমি আমার অপর্যাপ্ত প্রতিউত্তরের সমালোচনা করছি। ফলে আমার শরীর দুর্বল হয়ে যায়। আমি আমার গর্দানকে তলোয়ার বহন করার কাজ থেকে বিরত রাখছি। সম্প্রদায়ের ধৈর্য শেষ হওয়ার পরও আমার ধৈর্য বাকি থেকে যায়।। আর আমার সম্প্রদায়ের পাথেয় শেষ হবার পূর্বে আমার পাথেয় শেষ হয়ে যায়। কাইস আমার সাথে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষা করছে আমিও তাকে ভালবাসি। আমার ভালবাসার গভীরতাই বা কোথায়? নির্বোধ ব্যক্তিদের মধ্যে যে আমার দুঃখ প্রকাশকে গ্রহণ করবে না সে আমার উদ্দেশ্য জানার জন্যে নিজে নিজে লক্ষ্যবিহীন ঘুরে বেড়াবে। আমি চাই তাঁর হায়াত আর সে চায় আমার মৃত্যু। কবি সর্বশেষে বলেন ঃ তোমার দুঃখ প্রকাশকে যে গ্রহণ করে সে তোমার বন্ধু।

তাঁর থেকে তালবীয়া পাঠ সম্বন্ধে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে শুরাহবীল ইব্ন আল কা'কা' বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা জাহিলীয়াতের যুগে যখন তালবীয়া পাঠ করতাম তখন বলতাম ঃ তোমার কাছে উপস্থিত, সম্মানার্থে তোমার কাছে ওযর পেশ করছি এটা যুবাইদ! তোমার কাছে এসেছে অনুগত হয়ে। তাদেরকে নিয়ে এসেছে টেরা চোখ বিশিষ্ট ক্ষীণকায় উষ্ট্রিগুলো। এগুলো অতিক্রম করে এসেছে উঁচু-নিচু ভূখণ্ড, পাহাড়, পর্বত ও খোলা জায়গা। তারপর এগুলো মূর্তিগুলোকে খালি ও নির্জনে ছেড়ে আসল। "আমর (রা) বলেন, এখন আমরা তালবীয়া নিম্নরূপ পাঠ করে থাকি যা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ﷺ শিক্ষা দিয়েছেনঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি উপস্থিত, তোমার কাছে আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নাই, তোমার কাছে আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নিয়ামত এবং কর্তৃত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নাই।

আল-আ'লা ইব্ন আল-হাদ্রামী (রা)

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর পক্ষ থেকে বাহরাইনের আমীর। রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর ইনতিকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর (রা) তাঁকে উক্ত পদে বলবৎ রাখেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ১৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ইতিহাসবিদদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ২১ হিজরী পর্যন্ত হায়াত পেয়েছেন। উমর (রা) তাকে বাহরাইন থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন এবং আবূ হুরায়রা (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। উমর (রা) তাঁকে কূফার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কূফা পৌঁছার পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন। পূর্বেও এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ নামক কিতাবে তার বিবরণ আমি উল্লেখ করেছি। পানির উপর সৈন্যসামন্ত নিয়ে পরিভ্রমণসহ অন্যান্য অলৌকিক ঘটনাও উক্ত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আন-নুমান ইব্ন মুকরিন ইব্ন আয়িয আল-মাযানী (রা)

তিনি ছিলেন নিহাওয়ান্দ যুদ্ধের আমীর ও একজন মর্যাদাবান সাহাবী। তিনি তাঁর সম্প্রদায় মুযাইনা গোত্রের চারশ আরোহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করেন। তারপর তিনি বসরায় বসবাস করেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে সৈন্যদের সেনাপতি হিসেবে নিহাওয়ান্দ প্রেরণ করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাতে বিরাট বিজয় দান করেন। ঐসব শহরে প্রতিপত্তি স্থাপনের তওফীক আল্লাহ্ তাকে প্রদান করেন এবং ঐসব এলাকার জনগণকে তাঁর বশীভূত করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তথায় মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার করে দেন। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা দান করেন এবং তাঁর প্রিয় ও একমাত্র কাম্য মহান আল্লাহ্র পথে শাহাদত দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহা পবিত্র কুরআনুল করীমে অন্যদের মধ্যে তার সম্বন্ধেও ইরশাদ করেন।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত-এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্বন্ধে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে ? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দ কর এবং ঐটাই মহাসাফল্য। (সূরায়ে তাওবা ঃ ১১১)

Contents

২২ হিজরীর প্রারম্ভ

এ সালে সংঘটিত হয়েছে অনেক বিজয় তন্মধ্যে হামাদান দ্বিতীয়। তারপর রাই ও তার পরবর্তি শহরসমূহ। তারপর আযারবাইজান।

আল্লামা ওয়াকিদী ও আবূ মা'শার বলেন ঃ ২২ হিজরীর কথা। সাইফ বলেন, "হামাদান ও জুরজান বিজয়ের পর ১৮ হিজরীর কথা।" আবূ মা'শার বলেন, "উপরোক্ত শহরগুলোর বিজয়ের পর আযারবাইজান বিজয় হয়। তাঁর মতে সব কয়টি বিজয়ই এ সনে সংঘটিত হয়েছিল।

আল্লামা ওয়াকিদীর মতে হামাদান ও রাই-এর বিজয় ২৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়। উমর (রা) নিহত হওয়ার ৬ মাস পর মুগীরা (রা) হামাদান জয় করেন। বলা হয়ে থাকে যে, উমর (রা)-এর ওফাতের দু'বছর পূর্বে রাই-এর বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। তবে ওয়াকিদী ও আবূ মা'শার ঐকমত্যে পৌঁছেন যে, আযারবাইজানের বিজয় এ বছরেই সংঘটিত হয়েছিল। তাদের এ দু'জনের সাথে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন ইব্‌ন জারীর ও অন্যান্য কারণটি ছিল এই যে, মুসলমানগণ যখন নিহাওয়ান্দ ও তার পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলো হতে অবসর গ্রহণ করেন তখন তারা হালওয়ান ও হামাদান জয় করেন। তারপর হামাদানবাসী সন্ধি করার জন্যে আল কা'কা' ইব্‌ন আমরের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে। তখন উমর (রা) নুয়াইম বিন মুকরিনকে হামাদান অভিযান পরিচালনার জন্যে নির্দেশ দেন। আর সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে তাঁর ভাই সাওয়িদ ইব্‌ন মুকরিনকে এবং সেনাবাহিনীর দু'বাহুতে রিবয়ী ইব্‌ন আমির আত-তায়ী এবং সুহাল হাল ইব্‌ন যায়িদ আত-তামীমীকে নিয়োগ করার জন্যে আদেশ করেন।

নির্দেশ মতে সেনাপতি নুয়াইম অভিযান শুরু করেন। প্রথমে তিনি সানীয়াতুল আসালে অবতরণ করেন। তারপর তিনি হামাদান আগমন করেন। এ শহরগুলোতে শাসক নিযুক্ত করেন ও এগুলোকে অবরোধ করেন। শহরবাসী সেনাপতির সাথে সন্ধি করতে চান। তখন তিনি তাদের সাথে সন্ধি করেন ও শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। এরূপ অবস্থায় যখন তিনি ১২ হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছেন তখন রোম, দাইলাম, রাই ও আযারবাইজানের বাসিন্দাগণ হামলা করার পরিকল্পনা নেয় এবং তারা নুয়াইম ইব্‌ন মুকরিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একত্রিত হয়। তাদের পক্ষ হতে দাইলামের শাসক ছিল মাওতা, রাই-এর শাসক ছিল আবুল ফারুক খান এবং আযারবাইজানের শাসক ছিল রুস্তমের ভাই ইসকান্দিয়ায। সেনাপতি নুয়াইম তার সঙ্গী মুসলমানদের নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং ওয়াজরুয নামক স্থানে তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন। তাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এ ঘটনাটি নিহাওয়ান্দের ঘটনার মতই একটি বিরাট ঘটনা ছিল। তার থেকে কোন অংশে কম ছিল না।

এ যুদ্ধে মুসলমানগণ এত অধিক মুশরিকদের হত্যা করেছিলেন যে, তাদের গণনা করে শেষ করা যায় না। দাইলামের শাসক মাওতাকে হত্যা করা হয় ও তার দলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাদের দলের অধিকাংশ নিহত হওয়ার পর বাকিরা সকলেই শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। আর নুয়াইম ইব্ন মুকরিনই মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি দাইলামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। নুয়াইম শত্রু সৈন্যদের একত্রিত হওয়ার খবর জানিয়ে উমর (রা)-এর নিকট পত্র লিখেছিলেন। উমর (রা) এতে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর আকস্মিকভাবে সুসংবাদ এসে পৌঁছায় তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এবং নুয়াইমের পত্র লোকজনকে পড়ে শুনান। তাতে জনগণ অত্যন্ত খুশী হন ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। তারপর তিনজন নেতাকে খুমুসের বাকি অংশ গনীমতসহ খলীফা উমর (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। তারা হলেন সামাক ইব্ন খারশাহ যিনি আবূ দুজানা নামে খ্যাত, সামাক ইব্ন ওবাইদ ও সামাক ইব্ন মাখরামা। উমর (রা) যখন তাদের নাম জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি বলেন, "হে আল্লাহ্! তাদের দ্বারা ইসলামকে উচ্চ মর্যাদা দান কর এবং তাদের দ্বারা ইসলামের সাহায্য সহায়তা কর। তারপর নুয়াইম ইব্ন মুকরিনকে লিখলেন– যেন হামাদানে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে রাই-এর পানে ধাবিত হন। নুয়াইম হুকুম পালন করেন। এ ঘটনা সম্পর্কে নুয়াইম

রাই-এর বিজয়

নুয়াইম ইব্‌ন মুকরিন ইয়াযীদ ইব্‌ন কাইস আল-হামাদানীকে হামাদানে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং নিজে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওয়ানা হন ও রাই শহরে পৌঁছেন। সেখানে তিনি মুশরিকদের এক বিরাট সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হন এবং রাই পাহাড়ের কিনারায় তুমুল যুদ্ধ হয়। তারা সেখানে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং শত্রু সৈন্যদেরকে পরাজিত করেন। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে নুয়াইম ইব্‌ন মুকরিন প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। ফলে শত্রু সৈন্যরা বাঁশ ঝাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আর মুসলিম সৈন্যরা মুশরিকদের থেকে বহু গনীমত লাভ করেন। মাদায়েন জয় করার সময় যে পরিমাণ গনীমত অর্জিত হয়েছিল এখানেও তার প্রায় কাছাকাছি। রাই শহরে শাসক আবূ আল-ফরখান সন্ধি করেন। নুয়াইম তার জন্যে একটি নিরাপত্তানামা লিপিবদ্ধ করেন। এরপর নুয়াইম হযরত উমর (রা)-এর কাছে বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেন এবং তারপর খুমুসের অংশ প্রেরণ করেন।

কোমাস বিজয়

রাই বিজয় ও গনীমতের শুভ সংবাদ যখন হযরত উমর (রা)-এর কাছে পৌঁছে, উমর (রা) নুয়াইম ইব্‌ন মুকরিন-এর নিকট লিখেন তিনি যেন তাঁর ভাই সাওয়ীদ ইব্‌ন মুকরিনকে কোমাস প্রেরণ করেন। তারপর সাওয়ীদ তথায় অভিযান পরিচালনা করেন। কেউ তা প্রতিরোধ করতে আসেনি। তিনি তা শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ে নেন। তথায় সেনাবাহিনী নিযুক্ত করেন এবং শহরের বাসিন্দাদের জন্যে নিরাপত্তা ও সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করে দেন।

জুরজানের বিজয়

সাওয়ীদ যখন কোমাসে সৈন্য মোতায়েন করেন তখন বিভিন্ন দেশের যেমন জুরজান, তাবরীস্তান ও অন্যান্য দেশের বাসিন্দাগণ কর প্রদানের শর্তে সন্ধি করার প্রস্তাব দেন। এভাবে সকলের সাথে সাওয়ীদ ইব্‌ন মুকরিন সন্ধি করেন ও প্রত্যেকটি শহরের বাসিন্দাদের জন্যে নিরাপত্তা এবং শান্তিনামা লিপিবদ্ধ করে দেনআল-মাদায়িনী বর্ণনা করেন যে, জুরজান ৩০ হিজরীতে হযরত উসমান (রা)-এর আমলে বিজয় হয়। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আযারবাইজানের বিজয়

নুয়াইম ইব্‌ন মুকরিন যখন হামাদান ও পরে রাই জয় করেন, এর পূর্বে তিনি বুকাইর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে হামাদান থেকে আযারবাইজান প্রেরণ করেন এবং তারপরে সামাক ইব্‌ন খারাশাহকেও প্রেরণ করেন। সামাক শত্রু সৈন্যদের কাছে পৌঁছার পূর্বে ইসকান্দীয়ায ইব্‌ন আলফার খাযায বুকাইর ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে এবং তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে পরাজয় দান করেন এবং বুকাইর ইসকান্দীয়াযকে বন্দী করেন। ইসকান্দীয়ায তাঁকে বললেন, তোমার কাছে কি সন্ধি প্রিয়, না যুদ্ধ প্রিয়? তখন তিনি বললেন বরং সন্ধি। তিনি বললেন, তাহলে আপনি আমাকে আপনার কাছে আটকিয়ে রাখেন। তিনি তাকে আটকিয়ে রাখেন এবং একটির পর একটি শহর তিনি জয় করতে লাগলেন।

অন্যদিকে তারই পাশাপাশি উতবা ইব্ন ফারকাদ (র)ও শহরের পর শহর জয়লাভ করতে লাগলেন। তারপর এ মর্মে উতবা ফারকাদ-এর কাছে উমর (রা)-এর একটি পত্র আসল ; তাতে নির্দেশ ছিল বুকাইর যেন 'আল বাব'-এর দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁর স্থলে সামাককে সহকারী প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। আযারবাইজানের সম্পূর্ণটা উমর (রা) উতবাহ ইব্ন ফারকাদের অধীনে অর্পণ করেন এবং বুকাইর ইসকান্দীয়াযকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেন। আর উমর (রা) যেভাবে সামনে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়েছেন সেভাবে তিনি আল-বাবের দিকে অগ্রসর হন। ইতিহাসবিদগণ বলেন, বাহ্‌রাম ইব্ন ফারখযাদ, উৎবা ইব্ন ফারকাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে কিন্তু উৎবা তাকে পরাজিত করেন। ফলে বাহ্‌রাম পলায়ন করে। ইসকান্দীয়াযের কাছে যখন সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বুকাইরের কাছে বন্দী অবস্থায় বললেন, এখন সন্ধি পরিপূর্ণ হলো এবং যুদ্ধের অগ্নি নির্বাপিত হলো। তিনি বুকাইরের সাথে সন্ধি করেন। উৎবা ইব্ন ফারহাদও সবক্ষেত্রে সন্ধি করেন। বস্তুত আযারবাইজান সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের দখলে আসে। এ সংবাদ পরিবেশন করে উৎবাহ (র) ও বুকাইর (র) হযরত উমর (রা)-এর নিকট পত্র লিখেন এবং খুমসের গনীমতের সরকারী অংশও প্রেরণ করেন। আযারবাইজান পুরোপুরি দখল করার পর উৎবাহ বাসিন্দাদের জন্যে একটি নিরাপত্তা ও সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করে দেন।

আল বাবের বিজয়

আল্লামা ইব্ন জারীর (র) বলেন, সাইফ (র) বলেন, 'এ বছরেই উমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রা), এ যুদ্ধে সুরাকাহ ইব্ন আমর (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করে একটি পত্র লিখেন। সুরাকাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর উপাধি ছিল যুন-নূর। সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে থাকার জন্যে আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহকে নিয়োগপত্র দেন। তাকেও যুন-নূর বলা হতো। সেনাবাহিনীর এক বাহুতে হুযাইফা ইব্ন উসাইদ এবং অন্য বাহুতে বুকাইর ইব্ন আবদুল্লাহ লাইসীকে তত্ত্বাবধানের জন্যে দায়িত্ব অর্পণ করেন। সুরাকাহ ইব্ন আমর (রা) আল-বাবের প্রতি সকলকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। আর গনীমত বণ্টনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সালমান ইব্ন রাবীয়াহকে।

হযরত উমর (রা)-এর সৈন্যবিন্যাস ও নির্দেশ মুতাবিক সেনাবাহিনী সামনের দিকে অগ্রসর হলো। সেনাবাহিনীর অগ্রভাগের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহ যখন আল-বাবে অবস্থানরত শত্রু পক্ষের আরমানীয় প্রশাসক শাহার বারাযের কাছে আগমন করেন। তখন তিনি আবদুর রহমানের কাছে একটি আবেদন পেশ করেন। এ আবেদনে তিনি তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহ তাকে নিরাপত্তা দেন। এ আরমানীয় প্রশাসক এমন একটি প্রশাসকের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যে বনু ইসরাঈলকে হত্যা করেছিল এবং আদিযুগে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। প্রশাসক, আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহ-এর কাছে আগমন করেন ও আরযী পেশ করেন যে, তাঁকে যেন তারা মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহ বলেন, আমার উপরস্থ ব্যক্তি আছেন তাঁর কাছে আপনি আপনার আরযী পেশ করুন। তাই তিনি তাকে সেনাবাহিনীর আমীর সুরাকাহ ইব্ন আমর

(রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি সুরাকাহ (রা) হতে নিরাপত্তা চান। তিনি তার দেওয়া নিরাপত্তা সম্পর্কে অনুমতি চেয়ে উমর (রা)-এর নিকট পত্র লিখেন। উমর (রা) তাঁকে অনুমতি দেন এবং এ কাজটিকে উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। সুরাকাহ তার জন্যে একটি নিরাপত্তা নামা লিপিবদ্ধ করে দেন। তারপর সুরাকাহ, বুকাইর, হাবীব ইব্‌ন মাসলামা, হুযাইফা ইব্‌ন উসাইদ ও সালমান ইব্‌ন রাবীয়াহকে আরমানিস্তানের চারদিকের পাহাড়িয়া অঞ্চল যথা ঃ লান, তিফলিশ ও মাওকান অঞ্চলসমূহের বাসিন্দাদের প্রতি প্রেরণ করেন। বুকাইর মাওকান জয় করেন এবং বাসিন্দাদের জন্যে একটি নিরাপত্তানামা লিপিবদ্ধ করে দেন। ইতোমধ্যে মুসলমানদের আমীর সুরাকাহ ইব্‌ন আমর (রা) সেখানে ইনতিকাল করেন। তারপর আবদুর রহমান ইব্‌ন রাবীয়াহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। উমর (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তাকে উক্ত পদে বলবৎ রাখেন এবং তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেন।

তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও আমর ইব্‌ন তাগলিব (রা) হতে বর্ণিত, সহীহ বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসের প্রতিফলনই হচ্ছে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'কিয়ামত' সংঘটিত হবে না যতক্ষণ তোমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের মুখাকৃতি হবে চওড়া, নাক হবে খাড়া, মুখের রং হবে লাল। তাদের চেহারা যেন হাতুড়ে পিটানো যুদ্ধের ঢাল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তারা চুল দ্বারা তৈরি জুতা পরিধান করে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ সম্বলিত হযরত উমর (রা)-এর পত্রটি যখন আবদুর রহমান ইব্‌ন রাবীয়াহ-এর কাছে পৌঁছল তখন তিনি যুদ্ধাভিযান শুরু করেন। যখন হযরত উমর (রা) তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনের জন্যে তিনি আল-বাব স্থানটি অতিক্রম করলেন তখন তাকে শাহারবারায বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেন, তুর্কীরাজ্য বালাঞ্জারে আমি আগমন করছি। শাহারবারায তাকে বলেন, আমরা তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাকে পছন্দ করি। আর আমরা আল-বাবের পশ্চাদভাগে রয়েছি। আবদুর রহমান তাকে বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর রাসূলের ভাষায় প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা করা ও বিজয় লাভের ওয়াদা দিয়েছেন। আর আমরা সব সময় জয়লাভ করে আসছি তারপর তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। দুইশত ফার্লং বা ৬৫০ মাইল দূরে অবস্থিত বালাঞ্জারে অভিযান পরিচালনা করেন এবং কয়েকবার যুদ্ধ করেন। তারপর উসমান (রা)-এর আমলেও তাদের সাথে অনেক বার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

সাইফ ইব্‌ন উমর (র) ..... সালমান ইব্‌ন রাবীয়াহ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আবদুর রহমান ইব্‌ন রাবীয়াহ (র) যখন তুর্কীদের শহরগুলোতে প্রবেশ করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তুর্কী এবং তার বিরুদ্ধে তুর্কীদের অভিযান পরিচালনার মধ্যে পর্দা ঢেলে দেন। অর্থাৎ তারা কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধের আশ্রয় নেয়নি। তারা বলতে লাগল, "এ লোকটি আমাদের উপর হামলা করার সাহস করেছে, কারণ তার ও তার লোকদের সাথে ফেরেশতা রয়েছে যারা তাদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করছে। তাই তারা তাঁর থেকে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ

করার লক্ষ্যে ওখান থেকে উট-ভেড়া নিয়ে পলায়ন করল। তারপর হযরত উসমান (রা)-এর আমলেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কয়েকবার যুদ্ধ করেন এবং অন্যদের ন্যায় তাদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধেও জয়লাভ করেন। উসমান (রা) যখন কিছু সংখ্যক ধর্মবিরোধী লোককে সেখানের আমীর নিযুক্ত করেন তিনি তাদের সাথেও যুদ্ধ করেন।

তারপর তুর্কীরা একে অন্যকে ভর্ৎসনা করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, মুসলমানরা কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। কেউ কেউ বলতে লাগল, লক্ষ্য কর, এটা কিছু কর এবং বাগানে নিজকে তাদের থেকে লুকিয়ে রেখো। তাদের এক ব্যক্তি মুসলিম এক ব্যক্তিকে অনভিনিবেশে তীর নিক্ষেপ করে নির্মমভাবে হত্যা করল। নিহত ব্যক্তির সাথীরা পলায়ন করল। এরপর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে উপনীত হলো এবং বুঝতে পারল যে, মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করে থাকে। তারপর তাদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হলো। শূন্য থেকে একজন আহবানকারী বলছেন, "আবদুর রহমানের অনুসারীরা ধৈর্যে অটল থাক, তোমাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। আবদুর রহমান ভীষণ যুদ্ধ করেন ও শহীদ হন। আর লোকজনের কাছে স্বাভাবিকতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। সালমান ইব্‌ন রাবীয়াহ ঝাণ্ডা হাতে নিলেন এবং প্রচণ্ড লড়াই করতে লাগলেন। শূন্য থেকে আহ্বানকারীটি বলছেন, সালমান ইব্‌ন রাবীয়াহ এর অনুসারিগণ ধৈর্য ধর, অবিচল থাক। সালমান প্রচণ্ড লড়াই করলেন। তারপর সালমান ও আবূ হুরায়রা (রা) মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু তুর্কীরা সংখ্যায় অধিক হওয়ায় তারা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পশ্চাদপসরণ করলেন। তুর্কীরা মুসলিমদের প্রতি লক্ষ্যস্থিরভাবে তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদেরকে জীলান হয়ে জুরজান পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ হতে বাধ্য করে। তারপরও তুর্কীরা অগ্রসর হতে থাকে। তুর্কীরা এরূপ অভাবনীয় সফলতা অর্জন সত্ত্বেও আবদুর রহমানের লাশ সরিয়ে নিয়ে যায় ও তাদের শহরে তারা তাকে দাফন করে। আজ পর্যন্তও তারা তাঁর করবকে উসিলা করে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করে। এর বিস্তারিত বর্ণনা ভবিষ্যতে লিপিবদ্ধ করা হবে।

বাঁধের কাহিনী

আল্লামা ইব্‌ন জারীর (র) উল্লেখ করেন যে, যখন আবদুর রহমান ইব্‌ন রাবীয়াহ (রা) আল-বাবে পৌঁছে শাহ্‌রবাজের কাছে আগমন করেন ও একজন লোককে নির্দেশ করেন— তখন শাহারবাজ বলেন, হে আমীর! তুমি এ লোকটিকে বাঁধে প্রেরণ কর, তাকে প্রচুর পাথেয় প্রদান কর, যেসব শাসক আমাকে এখানে প্রতিনিধি করে প্রেরণ করেছেন তাদের কাছে এ লোকটি সম্বন্ধে লিখে পাঠাও, তার কাছে তাদের জন্যে হাদীয়া প্রেরণ কর, তাদের কাছে আবেদন করো, তারা যেন লোকটি সম্বন্ধে তাদের নিকটবর্তী সহচরদের কাছে লিখে যাতে তাদের সাহসে লোকটি যুলকারনাইন নির্মিত বাঁধে নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পারে। বাঁধটি ও এটার আশেপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করবে ও আমাদের কাছে এসে যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করবে। লোকটি রওয়ানা হয়ে গেল এবং যার এলাকায় বাঁধটি রয়েছে সে প্রশাসকের কাছে পৌঁছল। তখন তিনি তাকে বাঁধের কাছে নিয়োজিত তার কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করলেন। তাঁর সাথে একটি বাজপাখি ও বাজপাখির একজন প্রশিক্ষককে পাঠানো হলো।

তারা সকলে যখন বাঁধের কাছে পৌঁছন তখন দেখতে যোল সেখানে রয়েছে দু'টো পাহাড়, পাহাড় দু'টোর মধ্যে জুড়ে আছে একটি প্রকাণ্ড বাঁধ। বাঁধটি নির্মিত হয়েছিল ধ্বংসাত্মক আক্রমণ নিরোধের জন্যে। এ বাঁধটি দু'টো পাহাড় থেকেও অধিক উঁচু। বাঁধটির পেছনে রয়েছে একটি গভীর পরীখা। গভীরতা অধিক হওয়ায় তা অত্যন্ত কালো দেখাচ্ছিল। লোকটি এসব পর্যবেক্ষণ করল এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করল। এরপর যখন প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করল তখন বাজপাখির প্রশিক্ষক তাকে বললেন, থামুন, থামুন। এরপর তিনি মাংসের একটি বড় টুকরা হাতে নিলেন এবং এটাকে শূন্যে নিক্ষেপ করলেন। অমনি বাজপাখি ওটাকে ধরার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, মাংসের টুকরাটি নিচে পড়ে যাবার পূর্বে যদি বাজপাখি ধরে ফেলে তাহলে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হবে না। আর যদি সে ধরতে না পারে ও মাংসের টুকরাটি নিচে পড়ে যায় তাহলে এতে বিরাট একটা কিছু অর্জিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, বাজপাখি মাংসের টুকরাটি ধরতে পারল না, তা নিচে পড়ে গেল। বাজপাখি এবার এটার পেছনে পেছনে অতল গভীরে চলে গেল এবং এটাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসল। দেখা গেল এটার মধ্যে লেগে আছে একটি রুবি পাথর (পরাগমণি)। প্রশাসক শাহারবারায আবদুর রহমান ইব্‌ন রাবীয়াহকে পাথরটি প্রদান করেন। আবদুর রহমান এটাকে অত্যন্ত যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রশাসককে তা ফেরত দেন। যখন তাঁর কাছে এটা ফেরত দেয়া হলো তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! এ শহরের রাজত্ব হতেও এটার মূল্য অধিক। অর্থাৎ তিনি যে আল বাব শহরে আছেন সেটার রাজত্ব থেকেও এরুবি পাথরের মূল্য অনেক বেশি।

তিনি আরো বলেন, হে আবদুর রহমান ! আল্লাহর শপথ ! নিশ্চয়ই তুমি আজকের দিনে আমার কাছে কিসরা বংশের তরফ থেকে দেওয়া রাজত্ব থেকে বেশি প্রিয়। আমি যদি এখন তাদের আওতায় থাকতাম এবং তাদের কাছে এ অমূল্য পাথর প্রাপ্তির সংবাদ পৌঁছত তাহলে তারা আসা থেকে এটা অবশ্যই নিয়ে নিত। আল্লাহ্‌র শপথ ! যতদিন পর্যন্ত তোমরা এবং তোমাদের সম্রাট ওয়াদা পূরণ করে যাবে, ওয়াদা ভঙ্গ করবে না ততদিন পর্যন্ত তোমাদের সামনে প্রতিবন্ধক হিসেবে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। তারপর আবদুর রহমান ইব্‌ন রাবীয়াহ যে বাঁধে গিয়েছিলেন সে বাঁধের দূতের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বাঁধের অবস্থা কি? অর্থাৎ এটা কি রংয়ের? তখন তিনি একটি নীলাভ লাল কাপড়ের প্রতি ইংগিত করলেন এবং বললেন, এটার মত। তারপর লোকটি আবদুর রহমানকে বললেন, "দূতটি সত্য কথা বলেছে। আল্লাহ্‌র শপথ! সে তথায় পৌঁছতে পেরেছে এবং যা কিছু দেখার সে তা দেখতে পেরেছে। আবদুর রহমান বললেন, 'তুমি এখন আমাকে লোহা ও সীসা সম্বন্ধে কিছু বল। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কাহাফের ৯৬ আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

اَتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا -

"তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন কর। তারপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন সে বলল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক যখন এটি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো তখন সে বলল, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর আমি এটা ঢেলে দেই এটার উপরে।"

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, তাফসীরে এবং এ কিতাবের প্রথমে আমি বাঁধের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করেছি। ইমাম বুখারী (র)ও তাঁর সহীহ্ বুখারীতে তালীক হিসেবে উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেন, "আমি বাঁধটি দেখেছি।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "তুমি এটাকে কেমন দেখলে?" সে বলল, "এটাকে আমি কালো বরফের ন্যায় দেখেছি।" ইতিহাসবিদগণ বলেন, তারপর আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহ শাহারবারাযকে বলেন, "তোমার হাদীয়া কত ছিল?" সে বলল, "আমার দেশে তার মূল্য হবে ১ লাখ দীনার আর অন্যান্য দেশে এটার মূল্য হবে ৩ কোটি দীনার।"

বাঁধের বিবরণের বাকি অংশ

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আমাদের ওস্তাদ হাফিয আবূ আবদুল্লাহ আয্ যাহাবী এ হিজরী সনে এ ঘটনাটি ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন। كتاب مسالك المالك এর লেখক, সালাম আত-তারজুমান হতেও অনুরূপ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। সালাম আত-তারজ্মানকে তৎকালীন মুসলিম জাহানের খলীফা আল-ওয়ালিক বিআমরিল্লাহ ইব্ন আল মুতাসিম প্রেরণ করেছিলেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

একদিন খলীফা স্বপ্নে দেখেন যে, বাঁধটি যেন ইতিমধ্যে খুলে পড়েছে। তখন তিনি সালামকে প্রেরণ করেন। এবং তার প্রতি সাহায্য ও সহায়তা করার জন্যে অন্যান্য প্রশাসকের কাছে পত্র লিখেন। খাদ্য খাবার বহন করার জন্যে তার সাথে দু'হাজার খচ্চর প্রেরণ করেন। তারা রওয়ানা হয়ে গেল ও সামুরা হয়ে তিফলীস রাজ্যের প্রশাসক ইসহাক পর্যন্ত অগ্রসর হলো। ইসহাক তাদের সাহায্য সহায়তা করার জন্যে আস-সারীরের প্রশাসকের কাছে পত্র লিখেন। আস-সারীরের প্রশাসক ও তাদের সাহায্য ও সহায়তার জন্যে আল-লানের প্রশাসকের কাছে পত্র লিখেন। তিনিও তাদের সাহায্য সহায়তা করার জন্যে কুবলান শাহের কাছে পত্র লিখেন। তিনি আবার তাদের সাহায্য সহায়তার জন্যে আল-খাযিরের প্রশাসকের কাছে পত্র লিখেন এবং সালামের সাথে তাঁর পাঁচ সন্তানকে সাহায্য সহায়তার জন্যে প্রেরণ করেন। তারা ১৬ দিন পর্যন্ত রাস্তা চলছিল।

তারপর তারা একটি দুর্গন্ধময় কালো ভূখণ্ডে পৌঁছলেন। তথায় তারা মুরুভূমির আঁচ করতে লাগলেন। উক্ত ভূমিতে তারা ১০ দিন পরিভ্রমণ করেন। তারপর তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মাদায়েন এ পৌঁছলেন। তারা ২৭দিন যাবত ওখানে হাঁটাহাঁটি করেন যেখানে ইয়াজুজ ও মাজুজ অনুপ্রবেশ করত। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ এলাকা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়ে আছে। এরপর তারা বাঁধের কাছে একটি দুর্গে পৌঁছলেন, তারা সেখানে এমন একটি সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলেন যারা আরবী ও ফার্সি ভাষা জানেন এবং তারা কুরআনুল করীম হিফ্জ করেছেন। তাদের রয়েছে মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ ইত্যাদি। তারা আগন্তুকদেরকে দেখে খুশি হলেন এবং তাদেরকে প্রশ্ন করতে লাগলেন যে, তাঁরা কোথা থেকে আগমন করেছেন। তারা উল্লেখ করেন যে, তারা

আমীরুল মু'মিনীন আল-ওয়াসিক বিল্লাহ্ হতে এসেছেন। কিন্তু তারা তাঁকে একদম জানে না বলে জানান।

এরপর তারা একটি তৃণলতাহীন মসৃণ পাহাড়ে পৌঁছলেন। আর সেখানে বাঁধটি ছিল লৌহ নির্মিত ইটের যা তামায় ঢাকা। বাঁধটি সেখানে এত উঁচু যে, সে পর্যন্ত নযর যায় না। তার মধ্যে ছিল লৌহ নির্মিত বেলকনী বা ঝুল বারান্দা। বাঁধের মধ্যখানে ছিল দু'টি বন্ধ বাতাওয়ালা একটি বড় দরজা। বাতা দুটি চওড়ায় ছিল একশ হাত, লম্বায় ছিল একশ' হাত এবং পুরুতে ছিল পাঁচ হাত। তাতে ছিল একটি তালা যা ছিল সাত হাত লম্বা এবং প্রস্থ ছিল ছড়ানো দুই বাহুর মধ্যবর্তী ব্যবধান। আরো অনেক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থানে অনেক পাহারাদার রয়েছে। তারা প্রতিদিন দরজা বন্ধ করার সময় যে শব্দ করে তাতে খুব বড় ও বিকট আওয়ায শুনা যায়। কথিত আছে যে, এ দরজার পেছনে রয়েছে বহু পাহারাদার ও হেফাজতকারী। এ দরজাটির কাছে রয়েছে দুটি বড় দুর্গ। এ দুটোর মধ্যে রয়েছে মিঠা পানির একটি কূয়া। আবার একটির মধ্যে রয়েছে মাগারিফ সম্প্রদায়ের স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, লোহার ইট ইত্যাদি। ইটের দৈর্ঘ ও প্রস্থ হচ্ছে দেড় হাতে দেড় হাত এবং উচ্চতা হচ্ছে এক বিঘত। তারা আরো উল্লেখ করেন যে, তারা এ শহরসমূহের বাসিন্দাদের প্রশ্ন করেন যে, তারা কি ইয়াজূজ ও মাজুজের মধ্যে কাউকে কোন দিন দেখেছে? তখন তারা সংবাদ দিল যে, তারা তাদের মধ্য হতে একদিন কয়েকজনকে বেলকনীতে দেখেছে। এরপর এত জোরে বাতাস বইতে লাগল যে, ইয়াজূজ ও মাজুজদের কয়েকজন তাদের কাছে ছিটকিয়ে পড়ল, তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে হতে একজনের দৈর্ঘ হলো এক বিঘত কিংবা অর্ধ বিঘত। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, "এ বছরে আমীর মুয়াবিয়া (রা) রোম সাম্রাজ্যের আস-সারিকাতে যুদ্ধ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন হাম্মাদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম। তারপর তিনি তথায় অভিযান পরিচালনা করেন, গনীমত অর্জন করেন এবং সুস্থাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছরে জন্ম গ্রহণ করেন ঃ ইয়াযীদ ইব্‌ন মুয়াবীয়া ও আবদুল মালেক ইব্‌ন মারওয়ান। এ বছর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ করেন। বিভিন্ন শহরে এ বছর নিয়োগপ্রাপ্ত তাঁর কর্মচারীবৃন্দও তাঁর সাথে ছিলেন। আর যারা পূর্ববর্তী বছরগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তারাও হযরত উমর (রা) এর সাথে হজ্জব্রত পালন করেন। বর্ণিত আছে যে, উমর (রা) আম্মার (রা)-কে এ বছরে কূফায় আমীর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কেননা, কূফাবাসী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল এবং বলেছিল যে, তিনি রাজনীতি উত্তমরূপে জানেন না। এজন্যে তিনি তাকে বরখাস্ত করেন ও আবূ মূসা আশয়ারী (রা)-কে নিযুক্ত করেন। কূফাবাসী বলে 'আমরা তাঁকে চাই না।' তারা তাঁর সুনাম সম্বন্ধে অভিযোগ করে।

উমর (রা) বলেন, আমার সম্বন্ধে আমাকে চিন্তা করতে দাও। এই বলে তিনি মসজিদের এক কোণে গেলেন। কাকে তিনি আমীর নিযুক্ত করবেন, এ নিয়ে চিন্তা করেন এবং ক্লান্ত হয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর কাছে মুগীরা (রা) আগমন করেন এবং জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। তারপর তিনি তাকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে আপনার কাছে যে অভিযোগ পৌঁছেছে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

খলীফা বলেন, কেমন করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? কেননা, কূফার এক লাখ বাসিন্দা কোন আমীরের পক্ষে সন্তুষ্ট নয় এবং কোন আমীরও তাদের পক্ষে সন্তুষ্ট নয়। তারপর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করেন যে, তাদের উপর কি একজন কঠোর ও শক্তিশালী লোককে আমীর নিযুক্ত করা উচিত, না কি একজন দুর্বল মুসলমানকে?

মুগীরা ইব্ন শু'বাহ্ (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! একজন কঠোর ব্যক্তি আপনার ও মুসলমানদের জন্যে হবে উপকারী আর তার নিজের জন্যে সে বীর কঠোর। অন্য দিকে একজন দুর্বল মুসলমান, তার দুর্বলতা আপনার ও মুসলমানদের জন্যে হবে ক্ষতিকারক। আর তার ইসলাম তার জন্যে হবে উপকারী। তখন উমর (রা) মুগীরা (রা)-এর কথা পছন্দ করেন এবং বললেন, 'যাও, তোমাকেই আমি কূফার আমীর নিযুক্ত করলাম।' তাঁর বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ আনয়ন করেছিল তারা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে খলীফা তাকে বরখাস্ত করার পর পুনরায় তাঁকে এ পদে বহাল করেন। ন্যায় ও অন্যায়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। তিনি আবূ মূসা আশয়ারী (রা)-কে বসরায় প্রেরণ করেন। বর্ণনা করা হয়েছে যে, আম্মার (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, বরখাস্ত করাতে কি তোমার কাছে খারাপ লেগেছে? উত্তরে আম্মার (রা) বলেন, "আল্লাহ্র শপথ! আমীর নিযুক্ত হওয়াতেও আমি খুশি হইনি এবং বরখাস্ত হওয়াতেও আমার কোন দুঃখ হয় নাই। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, উমর (রা) তাঁকে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারপর উমর (রা) মুগীরা (রা)-এর পরিবর্তে সা'দ ইব্ন আবূ ওক্কাস (রা)-কে কূফা প্রেরণ করতে ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সময় দেয়নি। ২৩ হিজরীতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাই তিনি সা'দ (রা)-কে ওসীয়ত করে যান।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, "এ বছরে আহনাফ ইব্ন কাইস (রা) খুরাসানে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং সে শহরে পারস্য সম্রাট ইয়াযদগিরদ অবস্থান করছিলেন— তার দিকেও অভিযান পরিচালনার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, "সাইফ মনে করেন যে, এ ঘটনাটি ছিল ১৮ হিজরীতে। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আমার মতে প্রথম অভিমতটিই বেশি প্রসিদ্ধ।

ইয়াযদগিরদ ইব্ন শাহারিয়ার ইব্ন কিসরার কাহিনী

যখন সা'দ (রা) ইয়াযদগারদের হাত হতে তার দেশের প্রধান প্রধান শহর, তার রাজধানী, সংসদ ভবন ও কোর্ট-কাচারি ইত্যাদি গনীমত হিসেবে দখল করার মনস্থ করলেন, তখন সম্রাট তথা হতে হালওয়ানের দিকে ধাবিত হন। তারপর মুসলমানগণ হালওয়ান অবরোধ করার জন্যে অগ্রসর হন। তখন তিনি রাই-এর দিকে ধাবিত হন। মুসলমানগণ হালওয়ান দখল করে নেন এবং পরে রাইও দখল করে নেন। তারপর তিনি রাই হতে ইস্পাহানের দিকে ধাবিত হন। মুসলমানগণ ইস্পাহানও দখল করে নেন। তারপর তিনি কিরসানের দিকে ধাবিত হন এবং মুসলমানগণ কিরসানও জয় করেন। তারপর তিনি খুরাসানে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে অবতরণ করেন। যে অগ্নিকে তিনি মহান আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করতেন তা তার সাথে বহন করতেন। এক শহর অন্য শহরে প্রত্যেকটি ঘরে তাদের নিয়ম মোতাবিক তার জন্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হতো। তিনি রাতের বেলায় এক শহর হতে অন্য শহরে যাবার কালে তার উটের যে হাওদায় বা পালকিতে তিনি ঘুমাতেন তাতে অগ্নি বহন করতেন।

এক সময় রাতের বেলায় তিনি হাওদায়ে ঘুমিয়েছিলেন, তখন তাঁর সাথীরা তাকে একটি প্রতর,— নদীর অগভীর অংশ দিয়ে নিয়ে যাবার প্রাক্কালে তারা তাঁকে জাগ্রত করতে ইচ্ছা পোষণ করেন যাতে তিনি সে প্রতর দিয়ে যাবার সময় জাগ্রত হয়ে ভয় না পায়। যখন তারা তাকে জাগ্রত করল তাদের উপর তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমাকে বঞ্চিত করলে নচেৎ মুসলমানদের এসব শহরে ও অন্যান্য শহরে থাকার সময়টুকু আমি জেনে নিতে পারতাম। আমি আমার এ ঘুমে দেখতে ছিলাম— আমি ও মুহাম্মদ ﷺ মহান আল্লাহ্র দরবারে অবস্থান করছি। মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলছেন, তোমাদের রাজত্ব একশ বছরের জন্যে।' তিনি বললেন, 'আরো বৃদ্ধি করুন'। আল্লাহ্ পাক বললেন, একশত বিশ বছর।" তিনি বললেন, 'আরো বৃদ্ধি করুন'। তখনই তোমরা আমাকে সজাগ করলে। যদি তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিতে তাহলে আমি এ উম্মাহ-এর এখানে থাকার সময়টুকু জেনে নিতে পারতাম।

আহনাফ ইব্ন কাইস (রা) ও খুরাসান

আহনাফ ইব্ন কাইস (রা) হযরত উমর (রা)-কে পরামর্শ দিলেন যেন অনারব দেশগুলোতে মুসলমানদের বিজয় আরো বিস্তৃত করা হয় এবং কিসরা ইয়াযদিগরদকে পরাজিত করা হয়। কেননা, তিনি পারস্যবাসী ও সেনাবাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছে। তাই এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা) আহনাফ ইব্ন কাইস (রা)-কে অনুমতি দিলেন এবং তাকে আমীর নিযুক্ত করলেন। আর তাঁকে খুরাসানের মাটিতে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। আহনাফ (রা) একটি বিরাট মুসলিম সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়াযদগিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে খুরাসান রওয়ানা হন। তারপর তিনি খুরাসান প্রবেশ করেন ও যুদ্ধের মাধ্যমে হিরাত জয় করেন। আর সুহার ইব্ন ফুলান আল-আবদীকে তথায় আমীর নিযুক্ত করেন। আর তিনি নিজে মারভ আশ-শাহজান-এর দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানে ইয়াযদগিরদ অবস্থান করছিলেন।

আহনাফ (রা) সাতরাফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আশ-শাখীরকে নৈশাপুর এবং আল-হারিস ইব্ন হাসানকে স্যারখস প্রেরণ করেন। আহনাফ যখন মারভ আশ-শাজান-এর নিকটবর্তী হন ইয়াযদগিরদ মারভ আশ-শাহজান ত্যাগ করেন মারভ আর রোয এর দিকে রওয়ানা হন। আহনাফ (রা) মারভ আশ-শাহজানকে জয় করেন ও তথায় অবতরণ করেন। মারভ আর-রোযে আগমন করে ইয়াযদগিরদ তুর্কী বাদশা খাকানের কাছে তাকে সাহায্য করার জন্যে পত্র লিখেন। তিনি আসসাগরেদ বাদশার কাছে তাকে সাহায্য করার জন্যে আরো একটি পত্র লিখেন। তিনি সাহায্যের প্রার্থনা করে চীনের বাদশাহর কাছেও একটি পত্র লিখেন। আহনাফ ইব্ন কাইস (রা) মারভ আর-রোযের প্রতি অভিযান পরিচালনা করেন। আর অন্যদিকে হারিসাহ ইব্ন আন-নুমানকে মারভ আশ-শাহজানের আমীর নিযুক্ত করেন। কূফাবাসীদের তরফ হতে চারজন আমীরের মাধ্যমে আহনাফ (রা)-এর কাছে সাহায্য সহায়তা পৌঁছে। এ চারজন আমীর হলেন : আল কামাহ ইব্ন আন-নাদর আন-নাদরী, রিবয়ী ইব্ন আমির আত-তামীমী, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উকাইল আস-সাকাফী এবং ইব্ন উম্মে গাজাল আল-হামাদানী। যখন আহনাফ (রা)-এর বাহিনী ইয়াযদগারদের কাছে পৌঁছে তিনি বালখের

দিকে স্থানান্তরিত হন। ইয়াযদগিরদ বালাখে তাঁর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পরাজিত করেন এবং তিনি ও তার সেনাবাহিনীর যারা তাঁর সাথে অবশিষ্ট ছিল পলায়ন করেন। তারপর তিনি নদী 'নহর' অতিক্রম করলেন। আহনাফ ইব্‌ন কাইস (রা)-এর হাতে খুরাসানের কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত হবার পর তিনি প্রতিটি শহরে আমীর নিযুক্ত করেন। আহনাফ (রা) ফেরত রওয়ানা হন ও মারভ আর-রোযে অবতরণ করেন।

তিনি উমর (রা)-এর কাছে খুরাসানের প্রদেশসমূহের মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেন। পত্র প্রাপ্তির পর উমর (রা) বলেন, খুরাসান ও আমাদের মাঝে আমি এক সাগর রক্ত (অগ্নি)-এর আশংকা করেছিলাম। হযরত আলী (রা) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "কেন, হে আমীরুল মু'মিনীন? তিনি বলেন, "কেননা, খুরাসানের বাসিন্দারা সম্প্রতি তিন তিন বার ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। তৃতীয়বারে সীমালংঘন করছে।" আলী (রা) বলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! মুসলমানদের ক্ষেত্রে এরূপ সংঘটিত না হয়ে তাদের মধ্যে সংঘটিত হওয়াটাই অধিক সমীচীন বলে আমি মনে করি।" উমর (রা) আহনাফ (রা)-এর কাছে পত্র লিখলেন ও নহর অতিক্রম করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তুমি খুরাসানের যে সব প্রদেশ জয়লাভ করেছ এগুলোর হিফাযত বা সংরক্ষণ কর।" ইয়াযদগিরদের দূত যখন তুর্কী বাদশাহ্ খাকানে আযম ও সাগদের বাদশাহ্ গাওযাকের কাছে পৌঁছল সে তাদের কাছে সংবাদ সঠিক মত পৌঁছাল তবে তারা তাঁর ব্যাপারটি নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হলেন না।

ইয়াযদগিরদ যখন নহর অতিক্রম করেন এবং তাদের শহরে পৌঁছেন তখন রাজা বাদশাহের নিয়মানুযায়ী তার সাহায্য করা তাদের উপর নির্ধারিত ও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল। আর তুর্কীর বাদশাহ্ খাকানে আযম তাঁর সম্মানার্থে তাঁর সাথে কিছুক্ষণ পথ চললেন। তুর্কীর বাদশাহ্ খাকানের সহায়তার ইয়াযদগিরদ এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন ও বলখে পুনঃ গমন করলেন এবং এটিকে পুনরুদ্ধার করলেন। আহনাফ (রা)-এর লোকজন পশ্চাদপসরণ করেন এবং মারভ আর-রোযে আহনাফ (রা)-এর কাছে আশ্রয় নেন। মুশরিকরা বলখ হতে বের হয়ে আসে এবং মারভ আর রোযের দিকে অগ্রসর হতে থাকে যেখানে আহনাফ (রা) অবস্থান করছেন। সেখানে তারা অবতরণ করে।

অন্য দিকে আহনাফ (রা) কূফার ও বসরার বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবিলায় বের হয়ে আসেন এবং এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির কাছে একথা বলতে শুনেন। যদি আমীর বুদ্ধিমান হলো তাহলে তিনি এ পাহাড়ের পার্শ্বে অবস্থান নেবেন এবং পাহাড়কে তাঁর পিছনে রাখবেন ও নদীটিকে তাঁর সামনে পরীখার ন্যায় গণ্য করবেন। ফলশ্রুতিতে শত্রু সৈন্য শুধুমাত্র এক দিক দিয়ে আক্রমণ করতে বাধ্য হবে। পরদিন ভোরবেলা আহনাফ (রা) মুসলিম সৈন্যদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করলেন এবং তারা প্রত্যেকে তাদের জন্যে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিলেন। আর এটাই ছিল তাদের সফলতা ও বিজয়ের দৃশ্যত মূল চাবিকাঠি। অন্যদিকে তুর্কী ও পারসিক সৈন্যরা ভয়াবহ ও অপ্রতিরোধ্য বহুল সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করল। আহনাফ (রা) লোকজনের মাঝে বক্তব্য প্রদানের জন্যে দণ্ডায়মান হলেন এবং বলেন, "তোমরা সংখ্যায় কম আর শত্রুরা সংখ্যায় অনেক। এতে তোমরা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে বাকারায় ২৪৯ আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্রদল কত বৃহৎদলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"

তুর্কীরা দিনের বেলায় যুদ্ধ করছিল কিন্তু আহনাফ (রা) উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, তারা রাত পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। তাই তিনি রাতের বেলায় তাঁর অনুগামীদের অগ্রগামী দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে খাকানের সেনাবাহিনীর প্রতি অগ্রসর হতে লাগলেন। ভোর রাত ঘনিয়ে আসলে তুর্কী সৈন্যদের থেকে একজন অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর অগ্রে বের হয়ে আসল। তার গলায় ছিল একটি ফিতা। সে তার ঢোলে আঘাত করল তখন আহনাফ (রা) তার দিকে অগ্রসর হলেন। আর দু'জনে তখন পরস্পর তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। আহনাফ (রা) তার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করেন ও তাকে হত্যা করতে সমর্থ হন। সে মোকাবিলার সময় যুদ্ধ কবিতা গাইতেছিল ঃ নিশ্চয়ই প্রতিটি সর্দারের অধিকার রয়েছে যে, সে যুদ্ধের ময়দানকে স্বীয় রক্ত দ্বারা রঙ্গীন করবে ও সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবূ হাফসের তলোয়ারের আঘাতে একজন প্রবীণ ব্যক্তি ভূপাতিত হয়েছে। আর এ যুদ্ধ ক্ষেত্রের স্মৃতিই জাগরুক হয়ে, অম্লান হয়ে বিরাজমান থাকবে।"

বর্ণনাকরী বলেন, তারপর একজন তুর্কী সৈন্য তার ফিতাটি পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত হলো ও তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলো এভাবে দ্বিতীয় লোকটি বের হয়ে আসল। তার গলায় ছিল একটি ফিতা ও একটি ঢোল, সে তার ঢোলে আঘাত করছিল। আহনাফ (রা) তার দিকেও অগ্রসর হলেন এবং তাকেও হত্যা করলেন। তার ফিতাটি পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে অন্য একজন তুর্কী সৈন্য প্রাপ্ত হলো এবং তার স্থলাভিষিক্ত হলো। এভাবে তৃতীয় ব্যক্তিটি বের হয়ে আসল। আহনাফ (রা) তাকেও হত্যা করেন এবং তার ফিতাটি নিয়ে নেন। তারপর তিনি তাঁর সেনাদলে দ্রুত ফিরে আসেন। এ ব্যাপারটি কোন তুর্কী সৈন্যই জানতে পারেনি। আর তাদের নিয়ম ছিল তারা তাদের দুর্গ হতে যুদ্ধ করার জন্যে বের হয়ে আসতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে তিন জন প্রৌঢ় ব্যক্তি বের হয়ে আসতেন। প্রথম ব্যক্তিটি প্রথমে তার ঢোল আঘাত করত। তারপর দ্বিতীয়জন, তারপর তৃতীয়জন। তৃতীয় ব্যক্তির পর তারা সকলে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে আসত। এ রাতে তৃতীয় ব্যক্তিটির পর যখন তুর্কীরা যুদ্ধ করার জন্যে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসল তখন প্রথমত তাদের অশ্বারোহীরাই যুদ্ধের জন্যে অগ্রসর হলো।

বাদশাহ খাকান এভাবে অশ্বারোহীদের বের হয়ে আসার বিষয়টি কুলক্ষণ হিসেবে গণ্য করলেন এবং তার সেনাবাহিনীকে বললেন, "এখানে আমাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত হয়েছে। আর আমাদের শত্রু সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ সফলতা অর্জন করেছে আমরা ততদূর সফলতা অর্জন করতে পারিনি। এদের সাথে আমাদের যুদ্ধে কোন প্রকার কল্যাণ ও সফলতা বয়ে আনবে না। কাজেই আমাদের নিয়ে দেশে চল। এ কথা বলে তারা তাদের দেশে ফিরে গেল। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ মুশরিকদের দুর্গ থেকে বের হয়ে আসবার অপেক্ষা করছিল কিন্তু তাদের কাউকে তারা দেখতে পেল না। পরে তাদের প্রত্যাবর্তনের খবর মুসলমানদের কাছে পৌঁছল। অথচ ইয়াযদগিরদ ও খাকান বাদশাহর সম্মিলিতভাবে আহনাফ ইবন কাইস (রা)-এর মোকাবিলায় যুদ্ধ করার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইয়াযদগিরদ "মারভ আশ-শাহজানের দিকে অগ্রসর

হলেন এবং এটাকে অবরোধ করলেন। হারিসাহ ইব্ন আন-নুমান (রা) সেখানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে ইয়াযদগারদের যেসব সম্পদ মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল তা তিনি বের করে নিলেন। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। বালখ শহরে খাকান তাঁর অপেক্ষা করছিলেন যাতে তিনি তথায় ফিরে আসেন।

মুসলমানগণ আহনাফ (রা)-কে বললেন, "তাদেরকে পিছু ধাওয়া করার ব্যাপারে তোমার মতামত কি? তিনি বললেন, তোমাদের জায়গায় তোমরা অবস্থান কর এবং তাদেরকে তাদের অবস্থানে থাকতে দাও। এ ব্যাপারে আহনাফ (রা) -এর সিদ্ধান্তই সঠিক। হাদীস শরীফে এসেছে— রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন— اُتْرُكُوْا التُّرْكَ مَاتَرَكُوْكُمْ অর্থাৎ তুর্কীরা তোমাদেরকে যেখানে ছেড়ে গেছে সেখানে তাদেরকে থাকতে দাও। সূরা আহযাব ঃ ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا - وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ - الْقِتَالَ - وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًا عَزِيْزًا -

অর্থাৎ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে আল্লাহ্ বাধ্য করলেন। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

কিসরা পরাভূত হয়ে দেশে দেশে ফিরতে বাধ্য হলেন। তাঁর প্রতিহিংসার তৃষ্ণা নির্বাপিত হলো না, তার কোন সফলতা অর্জিত হলো না এবং তাঁর কল্পিত বিজয়ও সূচিত হলো না বরং যে ব্যক্তির কাছে তিনি সাহায্যের আশা করেছিলেন সে তাঁর থেকে হতাশ হয়ে গেল, তার থেকে দূরে সরে গেল এবং যাকে তিনি অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেছিলেন সে তার থেকে নারায হয়ে গেল। আর তিনি এখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পরিণত হলেন। এদিক যাবেন, না সেদিক যাবেন কিছুই স্থির করতে পারছেন না। আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে নিসার ঃ ৮৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا -

অর্থাৎ "এবং আল্লাহ্ কাউকেও পথভ্রষ্ট করলে তুমি তার জন্যে কখনও কোন পথ পাবে না।"

তাঁর ব্যাপারে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি এখন কি করবেন? এবং কোথায় যাবেন? তিনি যখন বললেন, "আমি চীনে যাবার ইচ্ছে পোষণ করছি অথবা খাকানের সাথে তার দেশে আমি চলে যাব, তখন তার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিমান লোক সৎ পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, "আমাদের সিদ্ধান্ত হলো আমরা যেন তাদের সাথে সন্ধি করি যারা আমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেবে এবং তাদের জন্যে আমরা কিছু অর্থ প্রদান করব। তাহলে আমরা আমাদের দেশেই বাস করতে পারব এবং তারা হবে আমাদের প্রতিবেশী। আর তারা হবে আমাদের জন্যে অন্যদের চেয়ে বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী।" কিন্তু কিসরা তাদের এ অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর তিনি চীনের বাদশাহর কাছে সাহায্য সহায়তা চেয়ে দূত পাঠালেন। চীনের বাদশা দূতকে ঐসব মুসলিমের গুণাবলী সম্বন্ধে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগলেন যারা এ সকল দেশ জয় করেছে এবং এসব দেশের জনগণের যাবতীয় দায়িত্বভার

গ্রহণ করেছে। দূত তাঁকে মুসলিমদের নানা গুণাবলী সম্বন্ধে অবহিত করতে লাগল, তারা কেমন করে ঘোড়া ও উটে আরোহণ করেন, তারা কে কি করেন আর তারা কেমন করে সালাত আদায় করেন।

চীনের বাদশাহ প্রেরিত দূতের মাধ্যমে ইয়াযদগিরদ-এর কাছে লিখলেন ঃ আমি তোমার কাছে এমন এক সৈন্যদল প্রেরণ করতে পারি যার এক প্রান্ত থাকবে মারভে এবং অন্য প্রান্ত থাকবে চীনে। আর এ সেনাদলের ভাগ্যে কি জুটবে তাও আমি জানি না। এ না জানাটা আমার জন্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু যে সম্প্রদায়ের গুণাবলী সম্পর্কে তোমার দূত আমাকে অবহিত করেছে তারা যদি চায় তাহলে পাহাড়-পর্বতকে সমতল ভূমিতে পরিণত করতে পারে। আর আমি যদি তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসি তাহলে তারা তোমার দূত বর্ণিত গুণের অধিকারী এখানে যতদিন থাকবে ততদিন তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকবে। কাজেই তুমি তাদের সাথে সন্ধি কর এবং তাদের সাথে সন্ধি করার জন্যে তুমি রাজী হয়ে যাও। তারপর কিসরা তার পরিবারবর্গসহ পরাভূত অবস্থায় বিভিন্ন শহরে যাযাবরের ন্যায় বসবাস করেন এবং হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত শুরু হওয়ার দু বছর পর নিহত হন। আহনাফ (রা) আল্লাহ্র দেওয়া বিজয় ও তুর্কীদের এবং তাদের সাথে অন্যান্যের পর্যাপ্ত সম্পদ গনীমত হিসেবে প্রাপ্তির সংবাদ জানিয়ে হযরত উমর (রা)-এর কাছে পত্র লিখলেন।

তিনি আরো লিখলেন যে, তাদের সাথে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে যারা এগিয়ে এসেছিল তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন। পত্র প্রাপ্তির পর হযরত উমর (রা) মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং জনগণের সামনে পত্রটি পাঠ করে শুনালেন। তারপর হযরত উমর (রা) বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে হিদায়াত সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল ও পুণ্য প্রদানের অংগীকার করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ অপর সমস্ত দীনের উপর এটাকে জয়যুক্ত করার জন্যে প্রেরণ করেছেন যদিও মুশরিকরা এটাকে অপছন্দ করে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি স্বীয় ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং স্বীয় সেনাবাহিনীকে প্রভূত সাহায্য করেছেন ও দুর্লভ বিজয় দান করেছেন।

সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অগ্নি উপাসকদের রাজত্ব, প্রভুত্ব ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের অগণিত সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন। এখন অবস্থা এরূপ দাঁড়িয়েছে যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের জন্যে তারা তাদের দেশের এক বিঘত জায়গারও মালিক নয়। সাবধান ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের ভূখণ্ড, সহায়-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির উত্তরাধিকারী করে দিয়েছেন। তিনি যাতে লক্ষ্য করতে পারবেন যে, তোমরা কেমন আমল করছ? কাজেই তোমরা ভয়ভীতির মধ্যে তাঁর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন কর। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং ওয়াদাকৃত বস্তুও তোমাদেরকে প্রদান করবেন। তোমরা মহান আল্লাহর হুকুমকে বিকৃত করবে না, যদি কর মহান আল্লাহ্ অন্যকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আমি উমর মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে ভয় করি তাদেরকে যেন পূর্ববর্তীদের ন্যায় শাস্তি প্রদান করা না হয়।"

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আমাদের ওস্তাদ হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ আয-যাহাবী (র) ২২ হিজরী সনের ইতিহাস সম্বন্ধে বলেন, "এ বছরেই মুগীরা ইব্ন শু'বাহ (রা)-এর হাতে আযারবাইজান বিজয় হয়। ইব্ন ইসহাক (র)ও অনুরূপ বলেছেন। কথিত আছে যে, তিনি আযারবাইজানবাসীদের সাথে বাৎসরিক ৮০ লাখ দিরহাম জিযিয়া আদায় সাপেক্ষে সন্ধি স্থাপন করেন।

আবূ উবাইদা (রা) বলেন, "সিরিয়াবাসীদের নিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে হাবীব ইব্ন সালামাহ আল-ফিহরী (র) আযারবাইজান জয়লাভ করেন। তাঁর সাথে কূফাবাসিগণও ছিলেন। তাদের মধ্যে হুযাইফা (রা)ও ছিলেন। তারপর তিনি এটাকে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জয়লাভ করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। এ বছরেই হুযাইফা (রা) যুদ্ধের মাধ্যমে আদদিনুর জয়লাভ করেন। পূর্বে সা'দ (রা) এটাকে একবার জয় করেছিলেন কিন্তু বাসিন্দারা তাদের সন্ধি ভঙ্গ করে।

এ বছরেই হুযাইফা (রা) "মাহে সান্দান"কে যুদ্ধের মাধ্যমে জয়লাভ করেন। সেখানের বাসিন্দারা হযরত সা'দ (রা)-এর সাথে সন্ধি ভঙ্গ করেছিল। হযরত হুযাইফা (রা)-এর সাথে বসরার অধিবাসিগণও যোগদান করেছিলেন। তাদের সাথে কূফাবাসীরাও অংশগ্রহণ করেন। তারপর তারা গনীমত বণ্টনে বিবাদ করেন। উমর (রা) সিদ্ধান্ত লিখে পাঠান যে, গনীমত শুধু তাদের জন্যে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

আবূ উবাইদা (রা) বলেন, তারপর হুযাইফা (রা) হামাদানে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধের মাধ্যমেই তা জয়লাভ করে। পূর্বে এটা কখনও বিজয় হয়নি। এটাতেই হুযাইফা (রা)-এর বিজয়সমূহের সমাপ্তি রচিত হয়।

বর্ণনাকারী বলেন যে, কথিত আছে মুগীরা (রা)-এর নির্দেশে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ তা জয় করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ২৪ হিজরীতে মুগীরা (রা) তা জয় করেন।

এ বছরেই জুরজান বিজয় হয়। খালীফা (র) বলেন, এ বছরেই হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) পশ্চিম তারাবলুস জয় করেন। আবার কেউ কেউ এর পরবর্তী বছরে এটা বিজয় হয়েছিল বলে দাবি করেন। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, "এ সম্পর্কে পূর্বের বর্ণনাগুলোর তুলনায় এ কয়েকটি বর্ণনায় কিছু বিশেষত্ব রয়েছে।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আল্লামা ওয়াকিদী, ইব্ন নুমাইর, আয-যাহালী ও আত-তিরমিসীর মতে এ বছরেই উবাই ইব্ন কা'ব (রা) পরলোক গমন করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা ১৯ হিজরীর ঘটনা। মা'দাদ ইব্ন ইয়াযীদ আশ-শাইবানী আযারবাইজান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি সাহাবী ছিলেন না।

২৩ হিজরীর সূচনা

এ সনেই হযরত উমর উবনুল খাত্তাব (রা)-এর ওফাত। আল্লামা ওয়াকিদী (র) ও আবূ মা'শার (র) বলেন, "এ বছরেই ইসতিখার ও হামাদান বিজয় হয়।'

আল্লামা সাইফ (র) বলেন, এটার বিজয় ছিল দ্বিতীয় তাওয়াজ-এর বিজয়ের পর। তারপর তিনি উল্লেখ করেন, যিনি পারস্যবাসীদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করার পর তাওয়াজ জয় করেন তিনি হলেন মাজাশি ইব্ন মাসুদ। তিনি তাদের থেকে প্রচুর গনীমতও অর্জন করেছিলেন। তারপর তিনি বাসিন্দাদের উপর কর ধার্য করেন এবং তারেদকে একটি নিরাপত্তানামা প্রদান করেন। তারপর তিনি হযরত উমর (রা)-এর কাছে বিজয়ের সংবাদ ও খুমুসের সরকারী অংশ প্রেরণ করেন।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) আরো উল্লেখ করেন যে, উসমান ইব্ন আবুল 'আস (রা) প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জাওর জয়লাভ করেন। তারপর মুসলমানগণ ইখতিখার পুনরায় জয় করেন। বাহরাইন জয় করার পথে আল-আলা ইব্ন আল-হাদরামী (রা)-এর সৈন্যরা একবার ইসতিখার জয় করেছিলেন। কিন্তু পরে বাসিন্দারা সন্ধি ভঙ্গ করে। মুসলমান ও পারস্য সৈন্যরা একটি জায়গায় মুখোমুখি হয়েছিল, তাকে তাউস বলা হয়। তারপর হারবাদ কর আদায়ের শর্তে সন্ধি করেন এবং বাসিন্দাদের জন্যে সন্ধিনামায় লিখে দেন। এরপর তিনি খুমুসসহ বিজয়ের শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করে উমর (রা) -এর কাছে দূত প্রেরণ করেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, দূতদেরকে পুরস্কার দেওয়া হতো এবং তাদের প্রয়োজন মিটানো হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাদের সাথে এরূপ আচরণ করতেন। তারপর শাহরাক সন্ধি ভঙ্গ করল ও সন্ধিনামা বিনষ্ট করল। সে পারস্যবাসীদেরকে উস্কানি দিল। তাই তারা সন্ধি ভঙ্গ করল। উসমান ইব্ন আবুল 'আস (রা) তাঁর পুত্রকে এবং ভাই হাকামকে তাদের দমনের জন্যে প্রেরণ করেন। তারা পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক সৈন্যদেরকে পরাভূত করেন। আর হাকাম ইব্ন আবুল আ'স (র) শাহরাককে হত্যা করেন। তার পুত্রও তার সাথে নিহত হয়। আবূ মা'শার (র) বলেন, পারস্যের প্রথম যুদ্ধ এবং ইসতিখারের দ্বিতীয় যুদ্ধ হযরত উসমান (রা)-এর আমলে ২৮ হিজরীতে সংঘটিত হয়। আর পারস্যের দ্বিতীয় যুদ্ধ ও জাওরের ঘটনা ২৯ হিজরীতে সংঘটিত হয়।

ফাসা ও দার আবজারদ-এর বিজয় এবং সারীয়া ইব্ন যুনাইম-এর কাহিনী

আল্লামা সাইফ (র) তাঁর ওস্তাদদের থেকে উল্লেখ করেন যে, সারীয়া ইব্ন যুনাইম ফাসাওদার আবজারদ এর অভিযানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পারস্যবাসী ও কুর্দীদের মধ্য হতে একটি বিরাট সৈন্যদল তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে জমায়েত হলো। শত্রু সৈন্যের আধিক্য

ও তাদের প্রকাণ্ড আয়োজনে মুসলমানগণ হতভম্ব ও আতংকিত হয়ে পড়লেন। যুদ্ধের পূর্বরাতে হযরত উমর (রা) মুসলিম ও শত্রু সৈন্য সংখ্যা এবং দিনের নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত তাদের যুদ্ধ স্বপ্নে দেখলেন। আর মুসলমান সৈন্যদেরকে ময়দানে প্রতিকূল অবস্থায় অবস্থান করতে দেখলেন। অথচ তাদের পাশেই রয়েছে পাহাড়। যদি তারা পাহাড়কে পিছে রেখে শত্রুর মোকাবিলা করে তাহলে শত্রুরা তাদের প্রতি মাত্র এক দিক দিয়ে হামলা করতে সক্ষম হবে।

পরদিন ঐ নির্দিষ্ট সময়ে ঘোষণা করা হলো اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ। লোকজন যখন জমায়েত হলো। হযরত উমর (রা) জনসমক্ষে বের হলেন ও মিম্বরে আরোহণ করেন এবং জনগণকে সম্বোধন করেন। আর তিনি যা স্বপ্নে দেখেছেন এ সম্বন্ধে তাদেরকে সংবাদ দিলেন। এরপর বললেন, 'ইয়া সারীয়াতাহ আল-জাবাল, আল-জাবাল অর্থাৎ হে সারীয়াহ পাহাড়ে আশ্রয় নাও, পাহাড়ে আশ্রয় নাও। তারপর তিনি উপস্থিত জনতার প্রতি মুখ ফিরালেন এবং বললেন, "আল্লাহ্র বহু সৈন্য-সামন্ত রয়েছে হয়ত কিছু অংশ মুসলিম সৈন্যদের সাহায্যে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, 'উমর (রা) যেরূপ বললেন সৈন্যরাও অনুরূপ করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করলেন এবং তারা শহরটি জয় করলেন।

আল্লামা সাইফ (র) তাঁর ওস্তাদগণের মাধ্যমে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, একদিন উমর (রা) জুমার খুতবা প্রদান কালে বললেন, "হে যুনাইমের পুত্র সারীয়াহ পাহাড়, পাহাড় অর্থাৎ তোমরা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। তারপর মুসলমানগণ তথায় অবস্থিত পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। তাই শত্রুরা শুধুমাত্র এক দিক দিয়ে আক্রমণ করার সুযোগ পেল। শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করলেন। তাঁরা শহরটি জয় করলেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে মালে গনীমত অর্জন করলেন। গনীমতের মধ্যে এক ঝুড়ি মুক্তা ছিল অন্যতম। হযরত উমর (রা)-কে হাদীয়া হিসেবে প্রদান করার জন্যে সারীয়াহ (র) মুসলমানদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁরা অনুমতি দিলেন। উক্ত ঝুড়িটি যখন দূতের মাধ্যমে খুমুসের সাথে হযরত উমর (রা)-এর কাছে পৌঁছল, দূত খুমুস নিয়ে হযরত উমর (রা)-এর কাছে হাযির হলো তখন সে দেখল যে, হযরত উমর (রা) তাঁর হাতে একটি ছড়ি নিয়ে মুসলমানদেরকে খাদ্য খাওয়াইতেছেন। উমর (রা) যখন তাঁকে দেখলেন তখন তাকে বললেন, বস, অথচ তিনি তাকে চিনতে পারেন নি। লোকটি বসলেন এবং অন্য লোকদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করলেন। যখন তারা খাবার খাওয়া শেষ করলেন, উমর (রা) তাঁর ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লোকটিও তাঁর পেছনে পেছনে তাঁর ঘরে গমন করলেন। প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। খলীফা তাকে অনুমতি প্রদান করলেন এবং তার সামনে রুটি, যায়তুন তেল ও লবণ রাখা হলো। খলীফা তাকে বললেন, নিকটে আস ও খাও। খলীফার স্ত্রী স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। খলীফা তাঁর স্ত্রীকে বলতে লাগলেন হেঁ! তুমি কি বের হয়ে আসবে ও খাবে? তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে একজন লোকের উপস্থিতি অনুভব করছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, খলীফার স্ত্রী বললেন, 'যদি তুমি চাও যে আমি পুরুষদের সামনে আসা-যাওয়া করি তাহলে আমাকে আমার এ কাপড়ের পরিবর্তে অন্য একটি ভাল কাপড় খরিদ করে দেবে।'

খলীফা বললেন, "তুমি কি এটাতে খুশি নও যে, তোমাকে বলা হয়ে থাকে হযরত আলী (রা)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম এবং হযরত উমর (রা)-এর স্ত্রী? তিনি বললেন, এটা আমার জন্যে কম সৌভাগ্যের নয়। তারপর খলীফা লোকটিকে বললেন, তুমি আস এবং খাও, যদি আমার স্ত্রী রাজী হতো তাহলে এটা হতো উত্তম। খলীফা ও লোকটি এ দু'জনে খেতে বসলেন, এবং খাওয়ার শেষে লোকটি বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি সারীয়াহ ইব্ন যুনাইম (র)-এর দূত।" খলীফা বললেন— মারহাবা, সুস্বাগতম' খলীফা তাকে আরো নিকটে বসালেন এমনকি খলীফার হাঁটুর সাথে তাঁর হাঁটু স্পর্শ করল। তারপর খলীফা মুসলমানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন এবং সারীয়াহ ইব্ন যুনাইম (র) সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি খলীফার কাছে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করল।

তারপর লোকটি খলীফার কাছে মুক্তার ঝুড়িটির কথা উল্লেখ করলেন কিন্তু খলীফা তা গ্রহণ করলেন না এবং সৈন্যদের কাছে ফেরত পাঠাবার নির্দেশ প্রদান করলেন। মদীনার বাসিন্দাগণ সারীয়াহর দূতকে বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি তাদের কাছে সংবাদ পরিবেশন করলেন। তারপর তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘটনার দিন কি তোমরা কোন আওয়াজ শুনেছিলে?, লোকটি বলল 'হ্যাঁ' আমরা একজন ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, 'হে সারীয়াহ আল-জাবাল! আল-জাবাল! আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমরা পাহাড়ের দিকে আশ্রয় নিলাম এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিজয় দান করলেন। আল্লামা সাইফ (র) ও মুজালিদ (র) এবং ইমাম শা'বী (র)-এর মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাব (র) ...... ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'একবার হযরত উমর (রা) একটি অভিযানে সেনাদল প্রেরণ করেন এবং সারীয়াহ নামক এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে উমর (রা) জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবাহ পাঠ করার সময় উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন : يا سارية الجبل ياسارية الجبل ثلاثا অর্থাৎ হে সারীয়াহ! পাহাড়ে আশ্রয় নাও। তিনবার বললেন। যুদ্ধশেষে সেনাপতির দূত আগমন করলে হযরত উমর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তোমরা কি যুদ্ধের সময় কোন আওয়াজ শুনেছিলে? তখন দূত বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের পরাজিত হবার উপক্রম হয়েছিল এমতাবস্থায় আমরা একজন আহ্বানকারীকে তিনবার আহ্বান করতে শুনলাম, "হে সারীয়াহ! পাহাড়ে আশ্রয় নাও।" আমরা পাহাড়কে আমাদের পেছনে রাখলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা শত্রুসেনাদেরকে পরাস্ত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা)-কে বলা হলো নিশ্চয়ই আপনিই উচ্চৈঃস্বরে এটা বলছিলেন।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) ..... হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "উমর (রা) একদা মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, "হে সারীয়াহ ইব্ন যুনাইম, পাহাড়ে আশ্রয় নাও।" লোকজন বুঝতে পারেনি যে, তিনি কি বলছেন। তারপর সারীয়াহ ইব্ন যুনাইম (র) মদিনায় এসে হযরত উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা এমনভাবে আমাদের দিনগুলো কালাতিপাত

করছিলাম যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ আমাদের কাছে আগমন করেনি। আমরা অবস্থান করছিলাম অপেক্ষাকৃত নীচুভূমিতে। আর শত্রুরা অবস্থান করছিল উঁচু দুর্গে। তারপর আমি একজন আহ্বানকারীকে এরূপ আহ্বান করতে শুনলাম, তিনি আহ্বান করছেন, হে সারীয়াহ ইব্ন যুনাইম "পাহাড়ে আশ্রয় নাও।" তখন আমি আমার সাথীদের নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিজয় দান করলেন। হাফিজ আবুল কাসিম আলালকারীও ..... হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ সনদের শুদ্ধতায় মতভেদ রয়েছে।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) ও আবূ সুলাইমান (র)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, "একদিন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমার সালাত আদায় করার জন্যে ঘরের বের হন। তারপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন ও এক পর্যায়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, হে সারীয়াহ ইব্ন যুনাইম, পাহাড়ের আশ্রয় নাও, হে সারীয়াহ ইব্ন যুনাইম পাহাড়ে আশ্রয় নাও। যে ব্যক্তি বকরীর সাথে নেকড়ে চবাতে চায় তার উপর সীমালংঘন হয়ে থাকে। এরপর তিনি খুতবা সমাপ্ত করলেন।

তারপর হযরত উমর (রা)-এর কাছে সারীয়াহ (রা)-এর পত্র পৌছে। পত্রে লেখা ছিল, "নিশ্চয়ই জুমার দিন অতটার সময় যখন হযরত উমর (রা) ঘর থেকে বের হয়ে মিম্বরে দণ্ডায়মান হয়ে কথা বলছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিজয় দান করলেন। সারীয়াহ (র) বলেন, আমি আওয়াজ শুনেছিলাম, হে সারীয়াহ ইব্ন যুনাইম! পাহাড়ে আশ্রয় নাও, হে সারীয়াহ ইব্ন যুনাইম! পাহাড়ে আশ্রয় নাও। যে ব্যক্তি বকরীর সাথে নেকড়ে চরাতে চায় তার উপর সীমালংঘন হয়ে থাকে। তারপর আমার সাথীদেরকে নিয়ে আমি পাহাড়ে চড়লাম। এর পূর্বে আমরা ছিলাম উপত্যকার নিম্নভূমিতে। আমরা শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিজয় দান করলেন। হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একথাটি কেমন করে হয়েছিল? হযরত উমর (রা) বলেন, "আল্লাহ্র শপথ! আমার মুখে যা এসেছিল তা-ই আমি বলেছিলাম। উপরের বর্ণনাটি বিভিন্ন সূত্রের সমন্বয়ে পেশ করা হলো।

কিরমান, সিজিস্তান ও মাকরানের বিজয়

আল্লামা সাইফ (র)-এর মাধ্যমে তাঁর ওস্তাদদের কাছ থেকে বর্ণনায় ইব্ন জারীর (র) বলেন, সুহাইল ইব্ন আদী (র)-এর হাতে কিরমান বিজয় হয়েছিল আর তাকে সাহায্য করেছিল আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবান (র)। কেউ কেউ বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন বুদাইল ইব্ন ওরাকা আল-খাযায়ী-এর হাতে কিরমান বিজয় হয়েছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আসিম ইব্ন আমর (র)-এর হাতে সিজিস্তান বিজয় হয়। দেশটির সীমানা ছিল বিস্তৃত আর শহরগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। এটা ছিল আস-সানাদ হতে বালখের নদী পর্যন্ত এলাকায় বিস্তৃত। এদেশের বাসিন্দারা তাদের সীমান্তে ও প্রধান প্রধান শহরগুলোতে পূর্বে কান্দাহারবাসী ও তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে মগ্ন থাকত। আল-হাকাম ইব্ন আমর (র)-এর হাতে সাকরান বিজয় হয়। তাকে সাহায্য করেন, বাশহাব ইব্ন আল-মাখারিক ইব্ন শিহাব (র), সুহাইল ইব্ন আদী (র) ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র)। আস-সানাদের বাদশাহর বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা

আস-সানাদের সেনাবাহিনীকে পরাভূত করেন। তাদের থেকে মুসলমানেরা বিপুল পরিমাণ গনীমত অর্জন করেন।

আল-হাকাম ইব্‌ন আমর (র), হযরত উমর (রা)-এর কাছে সুহার আল-আবদী (র)-এর মাধ্যমে বিজয়ের সংবাদ ও খুমুসের সরকারী অংশ প্রেরণ করেন। সুহার আল-আবদী (র) যখন হযরত উমর (রা)-এর কাছে আগমন করেন তখন তিনি তাকে মাকরান ভূখণ্ড সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! মাকরান এমন একটি ভূখণ্ড যার সমভূমি হচ্ছে পাহাড়, পানি হচ্ছে স্বল্প, যার ফল-ফলাদি হচ্ছে খারাপ ও নিম্ন মানের, যার দুশমন হচ্ছে বাহাদুর, যার কল্যাণ হচ্ছে কম, যার অকল্যাণ হচ্ছে দীর্ঘ বা বেশি, যার সঞ্চয় বা অতিরিক্ত হচ্ছে স্বল্প, যার স্বল্প হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর এগুলো ব্যতীত আর যা কিছু আছে সেগুলো আরো বেশি খারাপ। উমর (রা) বলেন, 'তুমি কি কবিতা রচয়িতা, না সংবাদদাতা? তিনি বললেন, না সংবাদদাতা। তারপর হযরত উমর (রা) আল-হাকাম ইব্‌ন আমর (র)-এর কাছে পত্র লিখে নির্দেশ দেন, এরপর যেন মাকরানে আর যুদ্ধ না করেন, নহর পর্যন্ত যেন মুসলিম সৈন্যরা ক্ষান্ত থাকে। আল-হাকাম ইব্‌ন আমর (র) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

মাকরান থেকে আগত গনীমতের মাল দ্বারা বিধবাগণ পরিতৃপ্তি অর্জন করল, এটা গর্ববিহীন, সাধারণভাবে ব্যক্ত করা যায়। দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের পর এ মাল তাদের কাছে পৌঁছল। অভাবের কারণে শীত মৌসুমে ধোঁয়া থেকে খালি হয়ে গেছে। অর্থাৎ শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পর্যাপ্ত আগুন ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। আমি এমন মানুষ, সেনাবাহিনী যার কাজে সমালোচনা করে না। আমার তলোয়ার কিংবা বল্লমেরও কোন প্রকার কুখ্যাতি নেই। অতি প্রত্যুষে আমি দুর্বৃত্ত জনসাধারণ ও অপরাধীদেরকে সুবিস্তৃত আস-সানাদ পর্যন্ত বিতাড়িত করলাম। আর মেহরান আমাদের দখলে এসে যায়, প্রশাসক ও তথাকার জনগণ আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে, তাদের মধ্যে অবাধ্য আর কেউ নেই, যদি আমার আমীর আমাকে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি এটাকে কালো আঁচিলের ন্যায় টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতাম।

কুর্দীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আল্লামা সাইফ (র)-এর মাধ্যমে তাঁর ওস্তাদদের কাছ থেকে বর্ণনায় ইব্‌ন জারীর (র) উল্লেখ করেন যে, কুর্দীদের একটি দলের সাথে পারসিকদের একটি দল মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়। আবূ মূসা আশয়ারী (রা) তীরী নদীর 'বাইরোয' ভূখণ্ডের এক জায়গায় তাদের মোকাবিলা করেন। তারপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে ইস্পাহানের দিকে অগ্রসর হন এবং আল মুহাজির ইব্‌ন যিয়াদের নিহত হবার পর তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে তার ভাই রাবী ইব্‌ন যিয়াদকে প্রতিনিধি রেখে যান। তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং শত্রুদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুকে পরাভূত করেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত ও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যা তাঁর মুমিন বান্দা সকল, সুফলকাম দল ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রকৃত অনুসারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারপর গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ মাল পৃথক করা হয় এবং রাবী ইব্‌ন যিয়াদ (র) বিজয়ের সংবাদ ও এক-পঞ্চমাংশ গনীমতসহ হযরত উমর (রা)-এর কাছে দূত প্রেরণ করেন।

দাব্বাহ ইব্ন মুহসিন আল-আনাযী, আবূ মূসা আশয়ারী (রা)-এর বিরুদ্ধে হযরত উমর (রা)-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি তার অভিযোগ নামায় ছয়টি অভিযোগ পেশ করেন যেগুলোর মাধ্যমে তার উপর প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নেওয়া উদ্দেশ্য নয়। তাই উমর (রা) তাঁকে তলব করেন এবং এগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। তিনি এগুলো সম্বন্ধে অনুশোচনা করেন ও গ্রহণীয় কতিপয় কারণ প্রদর্শন করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত উমর (রা) এগুলো শ্রবণ করেন ও গ্রহণ করেন। আর তাঁকে তাঁর দায়িত্বে ফেরত পাঠালেন এবং দাব্বাহও তাঁর প্রতিউত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। যখন হযরত উমর (রা) ইনতিকাল করেন. তখন আবূ মূসা (রা) ছিলেন বসরার সালাত আদায়ের দায়িত্বে।

সালামাহ্ ইব্ন কাইস আল-আশজায়ী ও কুর্দীদের সংবাদ

হযরত উমর (রা) সালামাহ্ ইব্ন কাইস আল-আশজারী (র)-কে একটি সারীয়াহর প্রধান হিসেবে বহু গুরুত্বপূর্ণ নসীহত সহকারে প্রেরণ করেন। সহীহ্ মুসলিমে হযরত বুরাইদা (রা)-এর মাধ্যমে এ হাদীসটির মর্ম বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্র নামে যুদ্ধ কর এবং আল্লাহ্র সাথে যে কুফরী করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" সালামাহ (র) ও তাঁর সাথীরা অগ্রসর হলেন এবং মুশরিকদের একটি বড় দলের মুখোমুখি হলেন। তখন তারা শত্রুদের সামনে তিনটি বিষয় উত্থাপন করেন ও যে কোন একটি কবূল করতে আহ্বান জানান।

প্রথমত তাদের কাছে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত পেশ করেন। তারা অস্বীকার করায় তাদেরকে কর প্রদানের জন্যে বলা হয়। কর প্রদান অস্বীকার করায় যুদ্ধের জন্যে আহ্বান করা হয়। এরপর তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হয় এবং যুদ্ধশেষে তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করা হয় এবং তাদের সম্পদ মুসলমানদের কাছে গনীমত হিসেবে বিবেচিত হয়। তারপর সালামাহ ইব্ন কাইস (র) হযরত উমর (রা)-এর কাছে বিজয়ের সংবাদ ও গনীমতের মালসহ দূত প্রেরণ করেন। উমর (রা) জনগণকে ভোজন করাচ্ছিলেন। দূতের আগমন সম্বন্ধে হযরত উমর (রা)-কে অবগত করানো হয়। দূত খলীফার সাথে তাঁর বাড়িতে যান। উম্মে কুলসুম বিনত আলী (রা)-এর ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনিও হযরত তালহা (রা) এবং অন্যান্যের স্ত্রীদের ন্যায় উন্নতমানের পোশাকের দাবি করেন।

খলীফা তাঁকে বলেন, 'তোমার জন্যে কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তোমাকে বলা হয়, "হযরত আলী (রা)-এর কন্যা এবং আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা)-এর স্ত্রী। এসব বর্ণনার পর ইব্ন জারীর (র) খলীফার সাধারণ পানাহার ও মোটা পোশাকাদির বর্ণনা দেন। তারপর তিনি মুহাজিরদের খবরাখবর, তাদের খাওয়া-পরার ও চালচলনের ধরনাদি ইত্যাদি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাদের বৃক্ষস্বরূপ গোশত কি তারা ভক্ষণ করে না? এবং তাদের এ বৃক্ষস্বরূপ গোশত ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য খাদ্যসামগ্রী কি ছিল না? আর খলীফার কাছে এক ঝুড়ি মুক্তা উপহার হিসেবে উপস্থাপন ও এটা নিতে খলীফার অস্বীকৃতি এবং সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার নির্দেশ ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেন আল্লামা ইব্ন জারীর।

আল্লামা ইব্ন জারীর (র) বলেন, "এ বছরেই উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণীদেরকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। আর এটাই ছিল তাঁর সর্বশেষ হজ্জ। এ বছরেই

তিনি ইনতিকাল করেন।" তারপর ইব্‌ন জারীর (র) উমর (রা)-এর শহীদ হওয়ার পূর্ণ ও বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেন। হযরত উমর (রা)-এর জীবন কথার শেষাংশে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

হযরত উমর (রা)-এর পূর্ণ নাম উমর ইব্‌ন আল-খাত্তাব ইব্‌ন নুফাইল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন রাবাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কারত ইব্‌ন রাযাহ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আন-নাদার ইব্‌ন কিনানাহ ইব্‌ন খুযাইমাহ ইব্‌ন মুদরিকাহ ইব্‌ন ইলয়াছ ইব্‌ন মুদার ইব্‌ন নাযার ইব্‌ন মুয়াদ ইব্‌ন আদনান আল-কারাশী। তাঁর কুনিয়াত আবূ হাফ্‌স আল-আদভী। তার উপাধি আল-ফারূক। কেউ কেউ বলেন, 'কিতাবীরা তাঁকে এ উপাধি দিয়েছিল। তাঁর মায়ের নাম ছিল হানতামাহ বিনত হিশাম। আবূ জেহেল ইব্‌ন হিশামের ভগ্নি।'

হযরত উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তার বয়স ছিল ২৭ বছর। তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সবগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলো সারীয়াহতে অংশগ্রহণ করেন। কিছু সংখ্যক সারীয়াহ তিনি নিজেও পরিচালনা করেন। তাকেই প্রথম আমীরুল মুমিনীন বলা হয়েছিল। তিনিই প্রথম পত্র লিখার সময় তারিখ লিখার নিয়ম চালু করেছিলেন। তিনিই প্রথম লোকজনকে সালাতে তারাবীহ পড়ার জন্যে একত্রিত করেছিলেন। তিনিই প্রথম মদীনায় নৈশ প্রহরার নীতি চালু করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম সঙ্গে বেত রাখতেন এবং বেত্রাঘাতে শাস্তি প্রদান করতেন। কেউ মদ পান করলে তিনি তাকে ৮০টি বেত্রাঘাতে শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি নতুন নতুন বিজয়ের সূচনা করেন ও নতুন নতুন শহরের ভিত্তি প্রস্তর রাখেন। তিনি সেনাবাহিনীকে সংস্কার করে কর ধার্য করেন।

হযরত উমর (রা)-এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এ সকল বিজিত অঞ্চল হতে যে ভূমি রাজস্ব বা খাজনা আদায় করা হতো তা-ই খারাজ বা ভূমি কর নামে পরিচিত। অমুসলমান কৃষকদেরকে এ কর দিতে হতো। সুষ্ঠু সামরিক প্রশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল–মদীনা, কূফা, বসরা, ফুস্তাত, মিসর, দামেশ্‌ক, হিম্‌স, ফিলিস্তিন ও মসুল। তিনি রাজস্ব বণ্টন নীতি প্রণয়ন করেন। তিনি ভাতা তালিকা প্রণয়ন করেন। মুসলমানদের (আরব ও অনারব) নাম এবং কে কত বৃত্তি ও ভাতা পাবে তার পরিমাণ দিওয়ান বা ভাতা তালিকায় উল্লিখিত থাকত। দিওয়ান বা ভাতা তালিকার সর্বাগ্রে ছিলেন নবীজীর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজন। তিনিই উপঢৌকন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। খলীফা উমর (রা) বিচার ব্যবস্থা কাযীর উপর ন্যস্ত করেন। প্রয়োজনে খলীফা স্বয়ং কাযীর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ অপরাধের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করতেন। হযরত উমর (রা) শাসন কার্যের সুবিধার জন্যে সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করেছিলেন। যেমন সাওয়াদ, আহওয়ায, জিবাল, ফারিস ইত্যাদি। সিরিয়ার সবটুকু ও সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেছিলেন। তিনি আরো জয়লাভ করেন ঃ ইরাক, মুসল, মিয়া ফারিকাইন, আমাদ, আর মীনীয়াহ, মিসর ও ইসকান্দারীয়াহ। তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর সৈন্যরা ছিল রাই-এর শহরগুলো বিজয়ে ব্যস্ত। তিনি জয়লাভ করেন ঃ সিরিয়ার ইয়ারমূক, বসরা, দামেশক,

জর্ডান, বাইসান, তাবরীয়াহ, জাবীয়া, ফিলিস্তীন, রামল্লা, আসকালান, গাযাহ, সাওয়াহিল, কুদ্‌স, পশ্চিম তারাবলুস, বারাকাহ।

সিরিয়ার শহরগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো ঃ বা'লাবাক, হিম্‌স, কুনসারীন, হাল্‌ব, ইনতাকীয়াহ। আরো জয় করেন ঃ আল জারীয়াহ, হুরান, রুহা, রাকাহ, নাসীবাইন, রাস-আইন, শামসাত, আইন ওরদাহ, দিয়ার বকর, দিয়ার রাবীয়াহ, আরমীনীয়ার সব শহর, ইরাকের কাদেসীয়া, হীরাহ, নাহারসীর, সাবাত, কিসরার মাদায়েন, ফুরাত অঞ্চল, দজলা, আবেলাহ, নিহাওয়ান্দ, হামাদান, রাই, কোমাস, খুরাসান, ইসতিখার, ইস্পাহান, সূস, মারভ, নৈশাপুর, জুরজান, আযারবাইজান ও অন্যান্য। তাঁর সৈন্যরা কয়েক বার নহর অতিক্রম করে। তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অনুনয় বিনয়কারী, সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সাধারণ ও মোটা খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণকারী । মহান আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগে তিনি ছিলেন কঠোর। চামড়া দিয়ে তালি দেওয়া কাপড় পরিধান করতেন। কাঁধে পানির মসক বহন করতেন অথচ তাঁর ভীষণ ভয়ে মানুষ প্রকম্পিত ছিল। গাধার খালি পিঠে আরোহণ করতেন। মুখসাজ পরানো উটে চড়তেন। তিনি খুব কম হাসতেন। কারো সাথে হাসি তামাশা করতেন না। তাঁর আংটিতে নকশা ছিল "كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَاعُمَرُ" হে উমর! মৃত্যুই যথেষ্ট নসীহতকারী হিসেবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র দীন সম্পর্কে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কঠোর হলেন উমর। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আসমানের বাসিন্দাদের মধ্যে আমার দু'জন ওয়াযীর রয়েছে এবং যমীনের বাসিন্দাদের মধ্যেও আমার দু'জন ওয়াযীর রয়েছে। আসমানের বাসিন্দাদের মধ্যেও আমার ওয়াযীর হলেন, জিবরাঈল ও মীকাইল। আর যমীনের বাসিন্দাদের মধ্যে আমার ওয়াযীর হলেন আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)। আর তারা দু'জন হলেন কান ও চোখ সমতুল্য।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই শয়তান উমর (রা)-কে ভয় পায়।" তিনি আরো বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু হলেন আবূ বকর (রা)। আর মহান আল্লাহ্‌র দীন প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি কঠোর হলেন উমর (রা)। কেউ কেউ উমর (রা)-কে বলেন, "তুমিই বিচার।" উত্তরে তিনি বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি আমার অন্তরকে তাদের জন্যে কৃপায় ভরে দিয়েছেন। আর তাদের অন্তরকে আমার জন্যে ভয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।" উমর (রা) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র মাল হতে আমার জন্যে দু'টি চাদর ব্যতীত কিছুই বৈধ নয়। একটি চাদর শীতের জন্যে আর অন্যটি গরমের জন্যে। আমার পরিবারের খাদ্য হচ্ছে কুরাইশদের একজন সাধারণ লোকের পরিবারের ন্যায়। তারপর আমি একজন মুসলমান।" উমর (রা) যখন কাউকে কাজে নিয়োগ করতেন তখন তার সাথে চুক্তি লিখে নিতেন এবং মুহাজিরদের কয়েকজনকে সাক্ষী রাখতেন। তার সাথে শর্ত আরোপ করতেন ঃ সে বারযূন ঘোড়ায় আরোহণ করবে না, উচ্চ মানের খাবার খাবে না, পাতলা কাপড় পরবে না এবং অভাবী কিংবা যার প্রয়োজন আছে তার জন্যে দ্বার বন্ধ করবে না। উপরোক্ত কাজগুলোর যে কোন একটির বরখেলাফ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

কথিত আছে যে, যখন কোন ব্যক্তি উমর (রা)-এর সাথে কথা বলত আর কথা বলার মধ্যে যদি হঠাৎ দু-একটি শব্দ মিথ্যা বলে ফেলত উমর (রা) তাকে বলতেন, "এটা বন্ধ কর," "ঐটা বন্ধ কর" তখন লোকটি বলত আল্লাহ্‌র শপথ, আপনি যেটার কথা বলছেন এটাকে বাদ দিয়ে আপনার সাথে আমি সঠিক বাক্যালাপ করেছি।

মুয়াবীয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, "আবূ বকর (রা) দুনিয়াকে চান নাই এবং দুনিয়াও তাঁকে চায় নাই। কিন্তু হযরত উমর (রা)-কে দুনিয়া চেয়েছিল আর তিনি দুনিয়াকে চান নাই। অথচ আমরা দুনিয়ার বুকে ও পিঠে গড়াগড়ি খাচ্ছি।" হযরত উমর (রা)-কে একবার ভর্ৎসনা করা হলো এবং তাঁকে বলা হলো যদি তুমি উত্তম খাবার খেতে তাহলে তোমার কি সত্যের উপর থাকাটা আরো মযবুত হতো না? তখন তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি আমার দুই বন্ধুকে রাস্তায় ছেড়ে এসেছি। তুমি যদি তাদেরকে রাস্তায় অবস্থান করা অবস্থায় পাও, তাহলে তাদেরকে তুমি ঘরে পৌছে পাবে না। তিনি যখন খলীফা ছিলেন তখন তিনি পশমের জুব্বা পরিধান করতেন, জুব্বাটির কোন কোন জায়গায় চামড়ার তালি লাগানো ছিল। তিনি হাতে বেত নিয়ে বাজারে ঘোরাফেরা করতেন। আর বেত দিয়ে মানুষকে শাসন করতেন। যখন কোন শস্য ক্ষেতের কাছ দিয়ে গমন করতেন তখন এগুলো মানুষের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতেন যাতে মানুষ এগুলো দিয়ে উপকৃত হতে পারে।

আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা)-এর জামার দুই কাঁধে ছিল চারটি চামড়ার তালি। আর ইজারের মধ্যে ছিল চামড়ার তালি। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা দিতেন অথচ তার ইজার বা লুঙ্গীতে ছিল ১২টি তালি। আর হজ্জ করতে গিয়ে মাত্র ১৬ দীনার খরচ করেছিলেন। তারপরেও নিজের ছেলেকে বলেছিলেন যে, "আমরা অতিরিক্ত খরচ করেছি। তিনি কোন কিছু দ্বারা ছায়া গ্রহণ করতেন না। শুধু তাঁর একটি চাদর গাছের উপর ছড়িয়ে দিতেন এবং তার নিচে ছায়া গ্রহণ করতেন। তাঁর কোন তাঁবু বা শামিয়ানা ছিল না।

যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় উপলক্ষে সিরিয়া এসেছিলেন তখন তিনি একটি ধূসর রংয়ের উটের উপর আরোহণ করেছিলেন। তাঁর টাক পড়া মাথা রোদ্রে ঝলমল করছিল। তাঁর কোন শিরাবরণ ছিল না বা কোন পাগড়িও ছিল না। তাঁর দুটো পা জীনের দুপাশে মিলে গিয়েছিল। সাওয়ারীতে কোন রেকাব ছিল না। জিনের ভিতরে ছিল একগোছা পশম। আর যখন উট থেকে অবতরণ করতেন তখন এটাই ছিল তার বিছানা। আর তার বেগটি ছিল খেজুরের ছোবড়ার আঁশে পূর্ণ। যখন তিনি ঘুমাতেন এটাই ছিল তাঁর বালিশ। তাঁর জামাটি ছিল অমসৃণ কাপড়ের তৈরী। দাগ পড়ে গেছে এবং পকেটও ছিঁড়ে গেছে।

বায়তুল মুকাদ্দাসে যখন তিনি অবতরণ করেন তিনি বললেন, গাঁয়ের/শহরে সর্দারকে আমার কাছে ডাক। তারপর তারা তাকে ডাকল। তিনি বললেন, আমার জামাটি ধৌত করে দাও। এটাকে একটু সেলাই কর। আর আমাকে একটি জামা ধার দাও। তিনি তখন একটি ক্ষৌম বস্ত্র আনয়ন করলেন। খলীফা প্রশ্ন করলেন, এটা কি কাপড় ? বলা হলো এটা ক্ষৌম বস্ত্র। তিনি বললেন, ক্ষৌম বস্ত্র কেন ? তখন তারা তাঁকে কাপড়টির গুণাগুণ সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করেন। তিনি তার স্বীয় জামা খুলে ফেলেন। তখন তারা এটাকে ধৌত করেন এবং এটাকে সেলাই করলেন। তারপর তিনি এটা আবার পরিধান করলেন। শহরের সর্দার বললেন,

আপনি আরবের বাদশা আর এসব শহরে উটে আরোহণ মোটেই মানায় না। একটি ঘোড়া আনা হলো। তার উপর একটি ভেলভেট কাপড় স্থাপন করা হলো। জিন ও নেই, জিনের পাশে থলেও নেই। যখন ঘোড়াটি ভ্রমণ করতে লাগল তখন এটা দ্রুত চলতে লাগল। খলীফার সহযাত্রীকে খলীফা বললেন, 'এটাকে থামাও। আমি ধারণা করি নাই যে, মানুষও আবার শয়তানের উপরে আরোহণ করে। আমার উটটি আনয়ন কর।' তারপর তিনি ঘোড়া হতে নামলেন এবং নিজের উটের উপর আরোহণ করেন।

পেলেন। তিনি ঐদিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং শিশুটির মাতাকে বললেন, "আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমার শিশুটির প্রতি সদয় ব্যবহার কর।" হযরত উমর (রা) তাঁর স্থানে ফিরে আসলেন। পুনরায় কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা) শিশুটির কান্না শুনলেন এবং শিশুটির মাতার কাছে গমন করলেন ও পূর্বের ন্যায় কথা বললেন। তারপর নিজের স্থানে ফিরে আসলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় হযরত উমর (রা) শিশুটির কান্না শুনলেন এবং শিশুটির মাতার কাছে তিনি গমন করলেন ও বললেন, "তোমার দুর্ভাগ্য, নিঃসন্দেহে তুমি একজন নির্দয় মাতা। সারারাত আমি দেখেছি যে, তোমার শিশুটি কান্নাকাটি করছে, শান্তি পাচ্ছে না, তার কারণ কি?

মহিলাটি বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি শিশুটিকে দুধ খাওয়া থেকে বিরত রাখার (মাই ছাড়ানোর) চেষ্টা করছি আর সে দুধ খেতে চায়। এজন্য সে সারারাত অশান্তিতে রয়েছে। খলীফা বললেন, "তুমি কেন এরূপ করছ?" মহিলাটি বললেন, কেননা হযরত উমর (রা) শুধু মাই ছাড়ানো শিশুদের জন্যে খাদ্য বরাদ্দ রেখেছেন। তিনি বললেন, "তোমার শিশুটির বয়স কত ?" মহিলা বললেন, এইত ধরুন কয়েক মাস।" খলীফা বললেন, "তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি শিশুটিকে এত তাড়াতাড়ি মাই ছাড়ানোর চেষ্টা করো না।" খলীফা যখন সালাতে ফজর আদায় করছিলেন তখন তিনি কান্নায় কিরাত স্পষ্ট করে পড়তে পারছিলেন না। তিনি বলতে লাগলেন, "উমরের দুর্ভাগ্য সে যে কত মুসলিম শিশুর অনিষ্ট করছে। তারপর তিনি এক আহ্বানকারীকে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন, "তোমরা অতি শীঘ্র শিশুদের মাই ছাড়ানোর চেষ্টা করবে না। কেননা, আমরা প্রত্যেক মুসলিম শিশুর জন্যে খাদ্য বরাদ্দ করেছি। বিভিন্ন অঞ্চলেও তিনি এ মর্মে প্রত্যাদেশ জারি করলেন।

আসলাম (র) বলেন, "এক রাতে আমি হযরত উমর (রা)-এর সাথে মদীনার বাইরে বের হলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা একটি তাঁবু দেখতে পেলাম। আমরা তাঁবুর ভিতর গেলাম। দেখলাম একটি প্রসবোদ্যতা কাঁদছে। হযরত উমর (রা) তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বললেন, "আমি একজন আরব মহিলা, আমার কাছে কিছুই নেই। হযরত উমর (রা) তখন ক্রন্দন করলেন এবং তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন। নিজ স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনত হযরত আলী (রা)-কে বললেন, "আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগের প্রেক্ষিতে তুমি কি সওয়াব অর্জন করতে আগ্রহী ?" এ বলে তিনি তাঁকে বিস্তারিত খবর জানালেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। খলীফা এক বস্তা আটা ও এক পাত্র ঘি পিঠে উঠালেন এবং উম্মে কুলসুম (রা)ও সন্তান প্রসবের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সাথে বহন করলেন। দু'জনেই তথায় আগমন করলেন– উম্মে কুলসুম (রা) মহিলার কাছে গমন করলেন এবং খলীফা তাঁর স্বামীর সাথে বসে কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু লোকটি খলীফাকে চিনত না। মহিলা একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন। তখন উম্মে কুলসুম (রা) বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সাথে কথোপকথনকারীকে তার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠের সুসংবাদ দিন।" যখন লোকটি উম্মে কুলসুম (রা)-এর কথা শুনলেন, অবাক হয়ে গেলেন এবং উমর (রা)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। হযরত উমর (রা) বললেন, "এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।" তারপর তিনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় খরচাদি ও সরঞ্জামাদি প্রদান করে বিদায় হন।

আসলাম (র) আরো বলেন ঃ "হযরত উমর (রা)-এর সাথে এক রাত আমি ওয়াকিমের পাথরীয় ভূখণ্ডের দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন একটি উঁচু জায়গায় পৌঁছলাম, সেখানে অগ্নি জ্বলতে দেখলাম। খলীফা বললেন, "হে আসলাম! এখানে একটি কাফেলা রয়েছে। কাফেলার সদস্যদেরকে নিয়ে রাত সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ রাত তাদের জন্যে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কাজেই, তুমি তাদের কাছে আমাকে নিয়ে চল।" আমরা তাদের কাছে গমন করলাম। দেখলাম একজন মহিলা, তার সাথে রয়েছে কতগুলো শিশু সন্তান, চুলায় একটি ডেগও বসানো রয়েছে। মহিলার শিশুগুলো খাদ্যের জন্যে কাঁদছিল। খলীফা বললেন, 'আস্-সালামু আলাইকুম হে আলোর সাথীগণ।" মহিলা বললেন, ওয়া আলাইকুমুস্সালাম। খলীফা বললেন, তাদেরকে আমার নিকটে নিয়ে আসুন।" মহিলা বলল, "আপনি দয়া করে ভিতরে এগিয়ে আসুন।" তিনি এগিয়ে আসলেন এবং বললেন, "তোমাদের অবস্থা কি?" মহিলা বলল, "রাতের ঠাণ্ডা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে।" তিনি বললেন, শিশু-সন্তানদের অবস্থা কি, তারা কেন কাঁদছে? মহিলা বলল, "তারা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে।" খলীফা বললেন, 'চুলার উপর কি?' মহিলা বলল, "পানি গরম হচ্ছে, আর এর দ্বারা আমি তাদেরকে ব্যস্ত রাখছি যাতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। খলীফা হযরত উমর (রা) ও আমাদের মাঝে মহান আল্লাহ্ ইনসাফ করবেন।

মহিলার কথা শুনে উমর (রা) ক্রন্দন করলেন এবং আটা রাখার ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন। এক বস্তা আটা ও এক পাত্র ঘি বের করলেন এবং বললেন, "হে আসলাম! এগুলো আমার পিঠে উঠিয়ে দাও।" আমি বললাম, "আমিই আপনার পক্ষ থেকে বহন করছি।" তিনি বললেন, "তুমি কি কিয়ামতের দিন আমার বোঝা বহন করবে?" এরপর তিনি তা নিজে পিঠে উঠালেন। আমি মহিলাটির কাছে গেলাম। খলীফা পিঠ থেকে বোঝা নামালেন। কিছু আটা বের করে ডেগে রাখলেন এবং তাতে কিছু ঘি মিশালেন। চুলায় আগুন ধরালেন এবং আগুন ধরাবারকালে ফু দেয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্যে ধোঁয়া ও দাড়ি একাকার হয়ে যায়। তারপর তিনি ডেগটি চুলা থেকে নামালেন এবং মহিলাকে বললেন, "আমার কাছে একটি বাসন নিয়ে আস। একটি বাসন আনা হলো। তিনি খাবার দিয়ে বাসনটি পূর্ণ করলেন ও খাওয়ার জন্যে শিশুদের সামনে রাখলেন এবং বললেন, "তোমরা সকলে খাও। শিশুরা খেল এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করল। মহিলা খলীফার জন্যে দু'আ করতে লাগল কিন্তু সে তাঁকে চিনে না। শিশুরা ঘুমানো পর্যন্ত খলীফা সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর তাদের যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করে তিনি সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি আমার দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, 'হে আসলাম! ক্ষুধা তাদেরকে অনিদ্রা রেখেছে এবং কাঁদতে বাধ্য করেছে।"

কথিত আছে যে, একদিন হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হযরত উমর (রা)-কে দেখলেন যে, তিনি মদীনার বাইরে দৌড়াচ্ছেন। আলী (রা) তাঁকে বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! কোথায় যাচ্ছেন?" তিনি বললেন, "সাদকার উটগুলো হতে একটি উট পালিয়ে গেছে। আর আমি এটাকে খোঁজ করছি।" তিনি বললেন, "আপনার পরের খলীফাদের জন্যে অসুবিধা সৃষ্টি করলেন।"

কথিত আছে যে, একদিন খলীফা হযরত উমর (রা) একটি বালিকাকে ক্ষুধায় কাঁপতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কে?' আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর কন্যা বললেন,

এটা আমার মেয়ে। খলীফা বললেন, 'এর কি হয়েছে ?' তিনি বললেন, "আপনার ইখতিয়ারে যা আছে তা আমাদের থেকে উঠিয়ে নেওয়া ও বন্ধ করে দেওয়ায় আমাদের এ দশা হয়েছে। কন্যার পিতা আবদুল্লাহ্ (রা)-কে উদ্দেশ্য করে খলীফা বললেন, "হে আবদুল্লাহ্! তোমাদের ও আমার মাঝে রয়েছে আল্লাহ্র কিতাব। আল্লাহ্র শপথ ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা-ই আমি তোমাদেরকে প্রদান করছি। তোমরা কি চাও যে, যা তোমাদের জন্যে নয় তা আমি তোমাদেরকে দান করি ?" তাহলে তো আমি খিয়ানতকারী হিসেবে পরিগণিত হব। উপরোক্ত ঘটনাটি আল্লামা যুহরী হতে বর্ণিত।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) ..... আবূ আমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। হযরত উমর ফারুক (রা)-কে আমীরুল মুমিনীন উপাধি কে দিয়েছেন ? হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ।" তিনি বললেন, হ্যাঁ উমর (রা) মু'মিনগণের আমীরই বটে। এ উপাধিতে প্রথম তাকে যিনি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন তিনি হলেন মুগীরা ইব্ন শু'বাহ (রা)। আবার কেউ কেউ বলেন অন্য কেউ। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ইব্ন জারীর (র) ..... ১৩০ বছর বয়স্কা উম্মে আমর বিনত হাসান আল-কুফী হতে তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "হযরত উমর (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হন সাহবায়ে কিরাম তাঁকে ইয়া খালীফাতা রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ "হে আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা" বলে সম্বোধন করেন। তখন উমর (রা) বলেন, "এটাতো অনেক বড় কথা বরং তোমরা মু'মিন আর আমি তোমাদের আমীর।" তখন থেকে তাঁর নাম রাখা হয় আমীরুল মু'মিনীন।

২৩ হিজরীতে উমর (রা) যখন হজ্জ আদায় করলেন ও আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করেন, তখন তিনি মহান আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন ও ফরিয়াদ করে বলেন যে, তাঁর বয়স বেশি হয়ে গিয়েছে। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। প্রজাবর্গের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাই কর্তব্যে অবহেলার ভয় করছেন । তিনি মহান আল্লাহ্র কাছে দরখাস্ত করেন যেন তাঁর কাছে তাঁকে নিয়ে নেন। আর নবী ﷺ-এর শহরে শাহাদত প্রদানে তিনি যেন তাকে ধন্য করেন। সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি দু'আর মধ্যে বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার পথে শাহাদত কামনা করি। তোমার রাসূলের শহরে মৃত্যুবরণ করতে চাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ দু'আ কবুল করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে শাহাদতের মাধ্যমে তাঁর দুটি আবেদনই একত্রে সংযোজিত হয়। এরূপ সৌভাগ্য একটি অতি বিরল বস্তু। আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তা অতিশয় সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করে নেন।

রোম নিবাসী অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত আবূ লুলু ফীরোয নামক একটি গোলাম তাঁকে দুইদিকে ধারাল খঞ্জর দ্বারা হঠাৎ আঘাত করে। তিনি তখন মসজিদের মিহরাবে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। দিনটি ছিল বুধবার। বছরের যুলহাজ্জাহ্ মাসের বাকি ছিল মাত্র চারদিন। তাঁকে সে তিনটি আঘাত করেছিল। কেউ কেউ বলেন, 'ছয়টি আঘাত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল নাভীর নিচে। তাতে উদরের আবরক ঝিল্লি কেটে যায় ও তিনি দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে নিচে ঢলে পড়লেন।' আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) ইমামতির জন্যে তাঁর স্থলে দাঁড়ালেন। কাফিরটি তার খঞ্জরসহ প্রত্যাবর্তন করল ও যাকে সামনে পেল তাকেই আঘাত করল। এভাবে

সে ১৩ জনকে আঘাত করল। তন্মধ্যে ৬ জন মারা গেল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আউফ (রা) তার উপর বুর্নুস (আরব ও মূরদের পরিধেয় মস্তকাবরণ যুক্ত ঢিলেঢালা পরিচ্ছদ) নিক্ষেপ করেন, তাতে সে আটকা পড়ে যায় এবং সে নিজেকে হত্যা করে। উমর (রা)-কে তাঁর বাড়িতে নেওয়া হয়। তার জখমী থেকে রক্ত ঝরছিল। আর এ ঘটনাটি ছিল সূর্যোদয়ের পূর্বের। একবার তিনি চেতনা পান আবার অচেতন হয়ে যান।

উপস্থিত লোকেরা তাঁকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়েছেন তখন তিনি চেতনা ফিরে পান এবং বলেন, হ্যাঁ, যে এ সালাতকে ছেড়ে দেবে তার ইসলামে কোন অংশ নেই। তারপর সময়ের মধ্যে তিনি সালাত আদায় করেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কে তাকে হত্যা করেছে। উপস্থিত জনতা বললেন, সে ছিল আবূ লুলু, মুগীরা ইব্ন শুবাহ (রা)-এর গোলাম। একথা শুনে তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার মৃত্যু এমন লোকের মাধ্যমে করান নি যে ঈমানের দাবি করে অথচ আল্লাহ্‌র দরবারে একটি সিজদাও করে না।" তারপর তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তাকে কুৎসিত করুন। আমরা তাকে সৎকাজের পরামর্শ দিয়েছিলাম। মুগীরা (রা) তার উপর প্রত্যহ দুই দিরহাম কর ধার্য করেছিলেন। তারপর তিনি উমর (রা)-এর কাছে আবেদন করেছিলেন যেন তিনি তার উপর আরোপিত কর বৃদ্ধি করে দেন। কেননা, সে ছিল কাঠমিস্ত্রি, খোদাইকার ও কামার।

কাজেই হযরত উমর (রা) প্রতিমাসে একশ' দিরহাম পর্যন্ত তার প্রতি আরোপিত কর বৃদ্ধি করলেন। তিনি তাকে আরো বলেন, "আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি এমন চাকা তৈরি করতে পার যা বায়ু দ্বারা চলে।" আবূ লুলু বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমার জন্যে এমন এক চাকা তৈরি করব যা নিয়ে লোকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আলোচনামুখর থাকবে।' তখন সময় ছিল মঙ্গলবার বিকাল বেলা। আর সে তাঁকে আঘাত করেছিল বুধবার ভোরে, যুল-হাজ্জাহ্ মাসের ২৬ তারিখ। হযরত উমর (রা) ওসীয়ত করলেন যেন তার মৃত্যুর পর খিলাফতের নির্বাচনের বিষয়টি ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি পরামর্শ সভার উপর ন্যস্ত করা হয়। এ ছয়জনের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ

হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) ও হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)। তিনি হযরত সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল আল-আদভী (রা)-কে তাদের মধ্যে উল্লেখ করেন নি। কেননা, তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের সদস্য। আর খিলাফতের নির্বাচনের ব্যাপারে গোত্রীয় প্রভাবের তিনি আশংকা করেছিলেন। জনগণের মধ্যে হতে যারা তাঁর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন তাদেরকে তাদের মর্যাদার স্তর অনুযায়ী জনকল্যাণ সম্পাদনের ওসীয়ত করে যান।

জখমী হবার তিনদিন পরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং রবিবার দিন ২৪ হিজরীর মুহররমের ১লা তারিখ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হুজরায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পার্শ্বে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর অনুমতিক্রমে তাঁকে দাফন করা হয়। আর ঐদিন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর খিলাফত আরম্ভ হয়।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) আবূ বকর ইব্ন ইসমাইল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) হতে তার পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, ২৩ হিজরীর যুলহাজ্জাহ্ মাসের ৪ দিন বাকি থাকতে বুধবার দিন হযরত উমর (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং রবিবার দিন ২৪ হিজরীর মুহররমের ১লা তারিখ তাঁকে দাফন করা হয়। কাজেই তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল ১০ বছর ৫ মাস ২১ দিন। হযরত উসমান (রা)-এর হাতে সোমবার দিন বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। আর তা ছিল মুহররমের তিন তারিখ।

বর্ণনাকারী বলেন, এ তথ্যটি আমি উসমান আল-আখনাসের কাছে উপস্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, "আমার ধারণা তুমি ভুল করেছ। সঠিক তথ্য হলো এই যে, যুলহাজ্জাহ্ মাসের চার রাত বাকী থাকা অবস্থায় হযরত উমর (রা) ইনতিকাল করেন। আরযুল হাজ্জাহ্ মাসের এক রাত বাকি থাকতে হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। কাজেই, ২৪ হিজরীর মুহররম মাসের ১লা তারিখ হতে হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত শুরু হয়।

আল্লামা মা'শার (র) বলেন, "২৩ হিজরীর সমাপ্তিকালে যুলহাজ্জ মাসের চারদিন বাকি থাকতে হযরত উমর (রা) শহীদ হন। আর তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল ১০ বছর ৬ মাস ৪ দিন। তারপর হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়।

আল্লামা ইব্ন জারীর (র) হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "২৩ হিজরীর যুলহাজ্জাহ্ মাসের তিনদিন বাকি থাকতে হযরত উমর (রা) শহীদ হন। তাই তাঁর খিলাফাতের সময়কাল ছিল ১০ বছর ৬ মাস ৪ দিন। আল্লামা সাইফ (র) খালিদ ইব্ন ওফরাহ ও মুজালিদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তারা দুজনেই বলেন, মুহররমের তিন তারিখ হযরত উসমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয়। তারপর তিনি ঘর থেকে বের হলেন ও লোকজনকে নিয়ে সালাতে আসর আদায় করেন। আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাদারিনী আয-যুহরী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বুধবারে হযরত উমর (রা)-কে আঘাত করা হয় এবং তা ছিল যুলহাজ্জাহ্ মাসের সাতদিন বাকি। তবে প্রথম অভিমতটি ছিল প্রসিদ্ধ।

হযরত উমর (রা)-এর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

তিনি আকারে খুব লম্বা, মাথায় টাক, স্বভাব কঠোর প্রকৃতির। আর্থিক সচ্ছল। চোখ দুটির বর্ণ খুবই কালো। গায়ের রং ধূসর। কেউ কেউ বলেন, 'তিনি অত্যন্ত লালচে সাদা। সাদা ঝকঝকে দাঁতের অধিকারী। মেহেদী দ্বারা দাড়ি চুল রংগীন করতেন। তাঁর বয়স সম্পর্কে দশটি মতামত প্রচলিত রয়েছে ঃ

ইব্ন্ জারীর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) যখন শহীদ হন তখন তার বয়স ৫৫ বছর। আল্লামা দারাওয়ারদী ও ইবন উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লামা আবদুর রায্যাক (র)ও ইমাম যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লামা আহমদ (র) ও সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইমাম নাফি' (র) হতে অন্য এক বর্ণনায় ৫৬ বছর উল্লেখ করা হয়েছিল। ইব্ন জারীর বলেন, অন্যরা বলছেন, তার বয়স ছিল ৫৩ বছর। এ সম্পর্কে হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকেও আমার কাছে বর্ণনা এসেছে। তারপর আমির আশ-শা'বী (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি ৬৩ বছর বয়সে শাহাদত লাভ করেন।

ইমাম ইব্ন কাসীর (র) বলেন, 'হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বয়স সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, ৬১ বছর বয়সে হযরত উমর (রা) ইনতিকাল করেন। ইব্ন উমর (রা) এবং আয-যুহরী (র) হতে ৬৫ বছর বয়সের বর্ণনা রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ৬৬ বছর বয়সে হযরত উমর (রা) শাহাদত লাভ করেন।

ইব্ন জারীর (র) হযরত উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আসলাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) ৬০ বছর বয়সে শাহাদত লাভ করেন। আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, এ মতামতটি আমাদের কাছে বেশি গ্রহণীয়।

আল্লামা আল-মাদায়িনী (র) বলেন, হযরত উমর (রা) ৫৭ বছর বয়সে শাহাদত লাভ করেন।

হযরত উমর (রা)-এর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের বিবরণ

আল্লামা আল-ওয়াকিদী ও ইব্নুল কালবী (র) এবং অন্যরা বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে হযরত উমর (রা) হযরত উসমান ইব্ন মায্উন (রা)-এর ভগ্নি যয়নাব বিনত মাযউনকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে তিনজন ছেলেমেয়ে জন্ম নেয়। তারা হলেন ঃ আবদুল্লাহ্ (রা), আবদুর রহমান আল আকবার (রা) ও হামসা (রা)। তিনি মুলাইকা বিনত জারওয়ালকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে জন্ম নেন উবাইদুল্লাহ (রা)। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি তাকে তালাক দেন। আল্লামা আল-মাদায়িনী বলেন, এরপর তাকে আবুল জাহাম ইব্ন হুযাইফা বিয়ে করেন। আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, "তিনি হলেন উম্মে কুলসুম বিনত জারওয়াল। তাঁর গর্ভে জন্ম নেন উবাইদুল্লাহ ও যায়িদ আল-আসগর। আল্লামা আল-মাদায়িনী (র) বলেন, "তিনি কুরাইবাহ-বিনত আবূ উমাইয়াই আল-মাখযুমীকে বিয়ে করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এরপর তাকে বিয়ে করেন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, তিনি উম্মে হাকীম বিনত আল-হারিস ইব্ন হিশামকে বিয়ে করেন। আর তা হচ্ছে সিরিয়ায় তার স্বামী নিহত হওয়ার পর। তার গর্ভে জন্ম নেয় ফাতিমা। আল্লামা আল-মাদায়িনী (র) বলেন, এরপর তিনি তাকে তালাক দেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তাকে তালাক দেননি। ইতিহাসবিদগণ আরো বলেন, "তিনি আউস গোত্রের জামীলা বিনত আসিম ইব্ন সাবিত আবূল আফলাহকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি আতিকা বিনত যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইলকে বিয়ে করেন। এরপূর্বে তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলাইকার অধীনে ছিলেন।

যখন উমর (রা) শাহাদত প্রাপ্ত হন আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনিই তার ছেলে আইয়ামের মাতা। মহান আল্লাহ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা মাদায়নী (র) বলেন, তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্কা। এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)। তখন উম্মে কুলসুম বলেন, আমার এ বিয়ের কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "তুমি কি আমীরুল মু'মিনীনকে অগ্রাহ্য করছ? তিনি বলেন, "হ্যাঁ! কেননা, তিনি সাদাদিধে জীবন যাপন করেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি তাঁকে এ উম্মে কুলসুম হতে বিরত রাখেন এবং আলী ইব্ন তালিব (রা) ও হযরত ফাতিমা বিনত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করলেন এবং বললেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কারণে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল। তখন তিনি আলী (রা)-এর কাছে উম্মে কুলসুমের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। হযরত আলী (রা) উম্মে কুলসুমকে হযরত উমর (রা)-এর কাছে বিয়ে দেন। উমর (রা) চল্লিশ হাজার দিরহাম মোহর আদায় করেন। তাঁর গর্ভে জন্ম নেন যায়িদ (র) ও রোকেয়া (র)।

ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেন যে, হযরত উমর (রা) ইয়ামানের লাহীয়া নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে জন্ম নেন আবদুর রহমান আল-আসগর। আবার কেউ কেউ বলেন, আবদুর রহমান আল-আওসাত। আল্লামা আল-ওয়াকিদী বলেন, "তিনি দাসী ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ছিলেন না।"

ইতিহাসবিদগণ বলেন, হযরত উমর (রা)-এর কাছে ফুকাইয়া নামে এক দাসী ছিল। তার গর্ভে জন্ম নেয় যয়নাব (র)। আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) বলেন, 'হযরত উমর (রা)-এর কনিষ্ঠতম সন্তান ছিলেন তিনি। আল্লামা আল ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, হযরত উমর (রা) উম্মে আবান বিনত উতবাহ ইব্ন শাইবাহ-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমি আশা করি তিনি তাঁর দরজা বন্ধ করে দিবেন, এরূপ কল্যাণ থেকে বিরত থাকবেন, বিষণ্ন অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করবেন ও অনুরূপ অবস্থায় ঘর থেকে বের হবেন। অর্থাৎ তাঁর বিয়ের চিন্তা-ভাবনা তিনি বাদ দিবেন।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর তেরটি সন্তান ছিল। তারা হলেনঃ যায়িদ আল-আকবর, যায়িদ আল-আসগর, আসিম, আবদুল্লাহ্, আবদুল রহমান আল-আকবর, আবদুর রহমান আল-আওসাত। আয-যুবাইর ইব্ন বিকার বলেন, তিনিই আবূ শাহ্মাহ্। আবদুর রহমান আল-আসগার, উবাইদুল্লাহ, আইয়ায, হাফসা (রা), রোকাইয়া, যয়নাব ও ফাতিমা (রা)।

তাঁর মোট স্ত্রীর সংখ্যা সাত, যাদেরকে তিনি জাহিলিয়াতের যুগে ও ইসলামী যুগে বিয়ে করেন এবং যাদেরকে তালাক দেন ও তারা তাকে রেখে ইনতিকাল করেন। তারা হলেন ঃ জামীলাহ বিনতে আসিম ইব্ন সাবিত ইব্ন আল-আফলাহ, যয়নাব বিনত মাযউন, আতিকাহ বিনত যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল, কুরাইবাহ বিনত আবূ উমাইয়া, মুলাইকাহ বিনত জারওয়াল, উম্মে হাকীম বিনতে আল হারিস ইব্ন হিশাম, উম্মে কুলসুম বিনত আলী ইব্ন আবূ তালিব, অন্য এক উম্মে কুলসুম তার নাম মুলাইকাহ বিনত জারওয়াল। তাঁর ছিল দুটি দাসী,

তাদের থেকেও তাঁর সন্তান ছিল। তারা হলেন ফুকাইহা ও লাহীয়া। এ লাহীয়া সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, "তিনি ছিলেন দাসী (উম্মে ওয়ালাদ)।" আবার কেউ কেউ বলেন, "তিনি ছিলেন মূলত ইয়ামানের অধিবাসী। তাকে আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) বিয়ে করেন। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত।

হযরত উমর (রা)-এর প্রতি উৎসর্গকৃত কিছু শোকগাথার বিবরণ

আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল মাদায়িনী (র) ..... আল মুগীরা ইব্ন শু'বাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'যখন হযরত উমর (রা) শাহাদত লাভ করেন আবূ খাইসামার কন্যা হযরত উমর (রা)-এর জন্যে ক্রন্দন করেন ও বলেন, 'তোমার জন্যে আর্তনাদ করছি, হে উমর (রা)! যিনি কপটতাকে দূর করে সোজা রাস্তা ও সঠিক পন্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ্, রাসূল ও বান্দার সাথে কৃত চুক্তি বা ওয়াদা পরিপূর্ণ করেছেন। ফিৎনা ও ফাসাদের মূলোৎপাটন করেছেন। সঠিক নিয়মনীতি উদ্ভাবন ও পুনরুদ্ধার করেছেন। আল্লাহ্ভীতির পবিত্র বস্ত্র নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন এবং যাবতীয় দোষত্রুটি হতে মুক্তি অর্জন করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন, "আল্লাহ্র শপথ, তুমি সত্য বলেছ। দুনিয়ার কল্যাণ নিয়ে তিনি বিদায় হয়েছেন এবং দুনিয়ার অকল্যাণ থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। আল্লাহ্র শপথ, উপরোক্ত কথাগুলো শুধু কথার কথা নয়। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে এগুলো বলতে সে বাধ্য হয়েছিল।

হযরত উমর (রা)-এর স্ত্রী আতিকাহ বিনত যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল তাঁর স্বামী সম্পর্কে বলেন, "ফীরোয আমাকে মানসিক যন্ত্রণায় পতিত করেছে। তার ষড়যন্ত্র উপনীত হয়েছে এমন উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপর যিনি আল্লাহ্র কিতাবের অনুসারী, আল্লাহ্র সমীপে অনুনয় বিনয়কারী, অনাথ ও অধমদের প্রতি যিনি অপরিসীম দয়ালু, দুশমনের ক্ষেত্রে কঠোর, প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত জনমানব গোষ্ঠীর বিশ্বস্ত ভ্রাতা ও বন্ধু, উচ্চ বংশ মর্যাদা ও মান-মর্যাদার অধিকারী। তিনি যখন কোন কিছু বলতেন তাঁর কাজ কখনও তাঁর কথার বিপরীত হতো না। কল্যাণকর কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। আর তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপকারী ছিলেন না।

তিনি আরো বলেন ঃ ক্রন্দনরত অশ্রুসিক্ত নয়ন, মহামান্য ইমামের জন্যে অশ্রু ঝরাতে বিরক্তি বোধ করে না। পারসিক গোলামের মাধ্যমে আগত মৃত্যু আমাদেরকে যুদ্ধ ও হজ্জের মৌসুমে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে। ইমাম ছিলেন মানুষের জন্যে আশ্রয়স্থল। কালের চক্রে পতিত দুঃখীর জন্য তিনি ছিলেন সাহায্যকারী। যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত লোকদের জন্য তিনি ছিলেন বৃষ্টিধারার ন্যায়। দুর্যোগ ও বিপদে পতিত লোকদেরকে বলে দাও যে, তোমরা মরে যাও। কেননা, মৃত্যু তোমাদের আশ্রয়স্থল। মহামান্য ইমামকে মৃত্যুবৎ তৃষ্ণার পিয়ালা পান করিয়েছে।

একজন মুসলিম মহিলা হযরত উমর (রা)-এর মৃত্যুতে ক্রন্দনকালে বলেছিলেন, "পাড়ার মহিলারা তোমার হারিয়ে যাবার জন্যে অচিরেই ক্রন্দন করবে। তারা আহত লোকদের ন্যায়ই ক্রন্দন করতে থাকবে। তারা দীনারের ন্যায় পূতঃপবিত্র চেহারাকে আঁচড় দিতে থাকবে। আর সুখ-শান্তির পর তারা দুঃখের পোশাক পরিধান করে থাকবে।

ইব্‌ন জারীর (র) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর জন্যে রচিত একটি দীর্ঘ জীবন-কথা উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে ইব্‌নুল জওসীও তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একটি বিরাট জীবন-কথা বর্ণনা করেন। আমাদের ওস্তাদ হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ্ আয্-যাহাবীও তাঁর ইতিহাসে হযরত উমর (রা)-এর একটি দীর্ঘ জীবনী উল্লেখ করেন। হযরত উমর (রা)-এর জীবনী সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের মন্তব্যও আমি একটি পৃথক গ্রন্থে একত্রিত করেছি।

হযরত উমর (রা) হতে বর্ণিত নির্দেশাবলী ফিকাহর অধ্যায় হিসেবে বড় একটি গ্রন্থে সংগৃহীত করা হয়েছে।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, "এ বছরেই কাতাদাহ ইব্‌ন আন-নুমান (রা) ইনতিকাল করেন। এ বছরেই আমীর মুয়াবীয়া (রা) আস-সায়িফার যুদ্ধ করেন ও বিজয় করতে করতে আমূরীয়া পর্যন্ত পৌঁছে যান। তাঁর সাথে যে সব সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তারা হলেন ঃ উবাদাহ ইব্‌ন আসসামিত (রা), আবূ আয়ুব (রা), আবূ যর (রা), শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা)। এবছরেই আমীর মুয়াবীয়া (রা) সন্ধির মাধ্যমে আসকালান জয়লাভ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ বছরেই কূফার কাযীর পদে শুরাইহ (রা) এবং বসরার কাযী পদে কা'ব ইব্‌ন সাওয়ার (রা)-কে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে মাস্‌য়ার আয-যুবাইরী (র) উল্লেখ করেন যে, ইমাম মালিক (র) ইমাম আয-যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর (রা)-এর যুগে কোন কাযীর পদ ছিল না। আমাদের ওস্তাদ আবূ আবদুল্লাহ্ আয-যাহাবী তাঁর রচিত ইতিহাসে বলেন, ২৩ হিজরী সালে ছিল সারীয়াহ ইব্‌ন যুনাইম (রা)-এর ঘটনা। এ বছরেই কিরমান বিজয় হয়েছিল। তার আমীর ছিলেন সুহাইল ইব্‌ন আদী (র)। এ সনেই সিজিস্তান বিজয় হয়েছিল। তার আমীর ছিলেন আসিম ইব্‌ন আমর (র)। এ সালেই মাক্‌রান বিজয় হয়েছিল। তার আমীর ছিলেন আল-হাকাম ইব্‌ন আবূল 'আস (র), উসমান (র)-এর ভাই। এটা ছিল পাহাড়িয়া অঞ্চল। এ সালেই আবূ মূসা আল আশয়ারী (রা) ইস্পাহানের শহরগুলো জয়লাভ করেন ও ইস্পাহান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সালে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কাতাদাহ ইব্‌ন আন-নুমান আল-আনসারী, আল-আউসী আয-যাফরী (রা)।

তিনি ছিলেন মায়ের দিক্ দিয়ে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর ভাই। তিনি আবূ সাঈদ (রা) থেকে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উহুদ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি তা স্বীয়স্থান থেকে বের হয়ে গালের উপর এসে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে চোখটি যথাস্থানে রেখে দেন এবং চোখটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তিনি তীরন্দাজদের মধ্যে অন্যতম। হযরত উমর (রা) যখন সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন তখন তিনি ঐ অভিযানের অগ্রগামী সৈন্যদের একজন সদস্য ছিলেন। প্রসিদ্ধ মতে তিনি এ বছরেই ৬৫ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন এবং হযরত উমর (রা) তার কবরে অবতরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, এর আগের বছর তিনি ইনতিকাল করেন। উমর (রা)-এর খিলাফতকালে যারা ইনতিকাল করেছেন তাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আল-আকরা ইব্‌ন হাবিস (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম আল আকরা ইব্‌ন হাসিব ইব্‌ন ইকাল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন মুজাশি ইব্‌ন দারিম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হানযালা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন মানাত ইব্‌ন তামীম আত-তামীমী আল-মুজাশিয়ী (রা)। ইব্‌ন দারীদ (র) বলেন, "তার নাম ছিল ফিরাস ইব্‌ন হাবিস। আকরা বলে উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কেননা, তাঁর মাথায় ছিল টাক। তিনি ছিলেন সর্দারদের মধ্যে অন্যতম। বনু তামীমের প্রতিনিধির সাথে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করেছিলেন। আর তিনিই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরের পেছন হতে এ বলে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে ছিলেন, হে মুহাম্মদ! আমার প্রশংসা শোভন ও আমার নিন্দা অশোভন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একদিন দেখলেন যে, তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা)-কে চুমু খাচ্ছেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, "আপনি কি তাকে চুমু খাচ্ছেন? আল্লাহ্‌র শপথ! আমার দশটি সন্তান রয়েছে কখনও তাদের মধ্য হতে একজনকেও আমি চুমু খাইনি।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে মেহেরবানী করে না তার প্রতি মেহেরবানী করা হয় না।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, এ চুমু না দেওয়ার জন্য যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তর থেকে মেহেরবানী ছিনিয়ে নিয়ে যান তাহলে আমার করার কিছু নেই। হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সব নতুন মুসলমানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপঢৌকন দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একশ উট দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে উইয়াইনাহ ইব্‌ন হাসান আল ফাজারী (রা)-কেও উট দিয়েছিলেন। আর আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা)-কে দিয়েছিলেন ৫০টি উট। এ প্রেক্ষিতে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা) বলেন, আমার এবং আবিদের গনীমতের মালের পরিমাণ কি উইয়াইনাহ এবং আকবার গণিমতের মালের থেকে কম দিচ্ছেন ? অথচ হাসান এবং হাবিস কোন মজলিসেই মিরদাস হতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন না। আমিও তাদের চেয়ে কম মর্যাদার ছিলাম না। আজকের দিন যাকে নিম্ন পর্যায়ের বিবেচনা করা হবে তাকে ভবিষ্যতেও উচ্চ পর্যায়ের বিবেচনা করা হবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি নাকি বলেছ, "আমার এবং আবিদের গনীমতের মালের পরিমাণ কি উইয়াইনাহ এবং আকরা-এর গনীমতের মালের থেকে কম দিচ্ছেন ? এ হাদীসটি বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা আস-সুহেলী (র) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উইয়াইনাহ (রা)-এর পূর্বে আকরা' (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। কেননা আকরা (রা) ছিলেন উইয়াইনাহ (রা)-এর থেকে উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে আকরা (রা) ধর্মান্তর হন নাই, কিন্তু উইয়াইনাহ ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং তুলাইহা-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন ও তাকে সত্য বলে মনে করেছিলেন। তারপর তিনি আবার ইসলামে ফেরত আসেন। বস্তুত আকরা (রা) ছিলেন একজন বাধ্যগত সর্দার। ইরাক ভূখণ্ডে সংঘটিত ঘটনাসমূহে হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আম্বার যুদ্ধের দিন তিনি অগ্রগামী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন বলে আমার ওস্তাদ উল্লেখ করেছেন। আল-গাবাহ নামক কিতাবে ইব্‌নুল আসীর (র) উল্লেখ করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির (রা) তাঁকে একটি

সেনাবাহিনীর প্রধান করে আল জুরজানের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি শহীদ হন ও তাঁর সাথীরা সকলে শহীদ হন। আর এ ঘটনা ছিল উসমান (রা)-এর আমলের।

হুবাব ইব্ন আল-মানযার (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ আমর কিংবা আবূ উমর হুবাব ইব্ন আল মানযার ইব্ন আল জুমূহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন হারাম ইব্ন কা'ব ইব্ন গানাম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামাহ আল আনসারী আল-খায্রাজী আস-সালামী। তাকে বুদ্ধিজীবী বলা হতো। কেননা, বদরের যুদ্ধের দিন তিনিই ইংগিত করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেন সম্প্রদায়ের সাথে ঘেঁষে থাকেন এবং তিনি কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের ব্যতীত অন্যদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। তিনি তাঁর এ পরামর্শে সঠিক ছিলেন বলে পরে বিবেচিত হন। তার উক্তির সত্যতা প্রমাণে ফেরেশতা নাযিল হয়। সাকীফাহর দিন খলীফা নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "আমি এটার মূল ও কষ্টিপাথর বিশেষ ও সম্মানিত সংমিশ্রণ মাত্র। আমাদের আনসারদের মধ্য হতে একজন ও তোমাদের মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন আমীর করা যেতে পারে। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও সাহাবায়ে কিরাম এ মতের বিরোধিতা করেন।

উতবা ইব্ন মাসঊদ আল-হাসালী

তাঁর সহোদর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সাথে তিনি হাবশা হিজরত করেছিলেন। উহুদ এবং এর পরের যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম আয্-যুহরী বলেন, আবদুল্লাহ্ তার থেকে বড় ফকীহ ছিলেন না। কিন্তু তিনি আবদুল্লাহ্র পূর্বেই মারা যান। বিশুদ্ধমতে তিনি উমর (রা)-এর আমলে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, "আমির মুয়াবীয়া (রা)-এর আমলে ৪৪ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

রাবীয়াহ ইব্ন আল-হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)

তাঁর কুনিয়াত আবূ আরওয়া। উপাধি আল-হাশিমী। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। তিনি তাঁর চাচা আব্বাস (রা) হতে বয়সে বড় ছিলেন। আয যুবাইর (রা) বলেন, তিনি তাঁর দুই ভাই নওফল ও আবূ সুফিয়ানের পূর্বে হযরত উমর (রা)-এর আমলে ইনতিকাল করেন।

আল কামাহ ইব্ন আলাসাহ

তাঁর পূর্ণ নাম আল কামাহ ইব্ন আলাসাহ ইব্ন আউফ ইব্ন আল-আহওয়াস ইব্ন জাফর ইব্ন কিলাব ইব্ন রাবীয়াহ ইব্ন আমির ইব্ন সা'সা'হ আল-আমিরী আল-কিলাবী। তিনি পবিত্র মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের প্রতি অন্যদের ন্যায় তাঁকেও আকৃষ্ট করার জন্যে ১০০টি উট প্রদান করা হয়েছিল। তিনি তিহামাহ অঞ্চলে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আমলে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তার বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করেন। তিনি পরাজিত হন। তারপর তিনি আবার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উত্তম ইসলামের অধিকারী হন। হযরত উমর (রা)-এর আমলে তিনি একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে হযরত উমর (রা)-এর কাছে আগমন করেন। দামেশকে তাঁর মিরাসের জন্যে তিনি তথায় আগমন করেন। কথিত আছে যে,

(রা) তাঁকে আমীর নিযুক্ত করে হুরানে প্রেরণ করেন এবং তথায় তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি একজন বামনের খোঁজে রওয়ানা হন যাতে তার প্রশংসা করতে পারেন। কিন্তু সেখানে পৌছার কয়েক রাত পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি বলেন, 'যদি আমি তোমার সাথে সুস্থ সবল অবস্থায় মোলাকাত করতে পারতাম তাহলে আমার মধ্যে ও তোমার সচ্ছলতার মধ্যে অল্প কয়েক রাত পার্থক্য থাকত। অর্থাৎ তার থেকে তিনি প্রচুর সম্পদ নিয়ে নিতেন।

আলকামাহ ইব্ন মুজাযিয (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম আলকামাহ ইব্ন মুজযিয ইব্ন আল আওয়ার ইব্ন জা'দাহ ইব্ন মুয়ায ইব্ন আতওয়ারাহ ইব্ন আমর ইব্ন মুদলিজ আল-কিনানী আল-মুজলিজী (রা)। তিনি ছিলেন কয়েকটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলের প্রধানদের অন্যতম। তবে তার মধ্যে ছিল একটু রসিকতা। একবার তাঁকে একটি ক্ষুদ্রসৈন্যদলের প্রধান করে প্রেরণ করা হলো। তিনি অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন এবং তার সাথীদেরকে এ অগ্নিতে প্রবেশ করার জন্যে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা নির্দেশ পালনে বিরত রইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'যদি তারা এ অগ্নিতে প্রবেশ করত তাহলে তারা কোন দিনও এ অগ্নি হতে বের হয়ে আসতে পারত না।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'নেক কাজেই শুধু আনুগত্য।' আল কামাহ ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও প্রশংসার পাত্র। তাঁর মৃত্যুর পর জাওয়াসুল আযরী শোকগাথায় বলেন, নিশ্চয়ই সালাম ও সমস্ত উত্তম অভিবাদন ইব্ন মুজযিয-এর প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

উয়াইম ইব্ন সায়িদাহ (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আবদুর রহমান উমাইম ইব্ন সায়িদাহ ইব্ন আবিস আল-আনসারী আল-আউশী। তিনি বনু আমর ইব্ন আউফের একজন সদস্য। তিনি আকাবার শপথে উপস্থিত ছিলেন। বদর ও পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে তার বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। আহমদ ও ইব্ন মাজাহ-এ হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে। ইব্ন আবদুল বার্র (র) বলেন, 'তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি নিজের কবরস্থানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, কারো শক্তি নেই যে, বলবে আমি এ কবরের বাসিন্দা হতে উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন ঝাণ্ডা উত্তোলিত হলে তিনি তার নিচে গিয়ে দণ্ডায়মান হতেন। ইব্ন আবূ আসিম এ আসর হাদীসটি বর্ণনা করেন। যেমন ইবনুল আসীরও তার নিজস্ব সূত্রে উত্থাপন করেছেন।

গাইলান ইব্ন সালামাহ আস-সাকফী (রা)

পবিত্র মক্কা বিজয়ের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ছিল ১০জন স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে চারজন স্ত্রী রাখার জন্যে অনুমতি দিলেন। ইসলামের পূর্বে তিনি কিসরার শাহী দরবারে একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে আগমন করেছিলেন। কিসরা তায়িফে তার জন্যে একটি প্রাসাদ তৈরির নির্দেশ দেন। কিসরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার কোন্ সন্তানটি তোমার কাছে অত্যধিক প্রিয় ?" সে বলল, "ছোট শিশু যখন বড় হয়, রোগী যখন সুস্থ হয়, অনুপস্থিত ব্যক্তি (পর্যটক) যখন ঘরে ফিরে আসে।" কিসরা তাকে বললেন, "এটা তুমি

কোথায় পেলে ?" এটাই বিপদের কথা। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার খাবার কি? উত্তরে সে বলল, "আমার খাবার হলো আল-বির্র বা পুণ্য। তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ পুণ্যের খেজুর কিংবা দুধের খাবার নয়।"

মা'মার ইব্ন আল-হারিস (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম ঃ মা'মার ইব্ন আল-হারিস ইব্ন হাবীব ইব্ন ওহাব ইব্ন হুযাফাহ ইব্ন জামহ আল-কারাশী আল-জামহী, হাতিব ও হিতাবের ভাই। তাদের মায়ের নাম ফাইলাহ বিনত মাযউন। তিনি উসমান ইব্ন মাযউনের ভগ্নি। রাসূলুল্লাহ্ দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বে মা'মার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বদর ও পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশ নেন। রাসূলুল্লাহ্ তার ও মুয়ায ইব্ন আফরার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

মাইসারাহ ইব্ন মাসরুক আল-আবাসী (রা)

তিনি ছিলেন একজন সৎ ও চরিত্রবান উস্তাদ। কেউ কেউ বলেন, 'তিনি ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি ইয়ারমূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছয় হাজার সৈন্যের আমীর হিসেবে রোমে প্রবেশ করেন। তাঁর ছিল প্রচণ্ড সাহস। তিনি যুদ্ধ করেন, শত্রুদের কয়েদী করেন ও গনীমত অর্জন করেন। আর এটা ছিল ২০ হিজরীর ঘটনা। তিনি আবূ উবায়দা (রা) হতে বর্ণনা করেন। হযরত উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম, আসলাম তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। ইবনুল আসীর (র) আল-গাবাহ নামক কিতাবে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেননি।

ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন উরাইন আল-হান্যালী আল-ইয়ার বুয়ী (রা)। বনু আদী ইব্ন কা'ব-এর মিত্র। রাসূলুল্লাহ্-এর দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর ও এরপর অন্যান্য যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ তার মধ্যে ও বশর ইব্ন আল-বারাহ ইব্ন মারুর-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহ্র পথে বাতনে নাখলায়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশের সংগী হয়ে যুদ্ধ করেন। আমর ইব্ন আল হাদরামী (মুশরিক) এ যুদ্ধে নিহত হয়। ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হযরত উমর (রা)-এর আমলে ইনতিকাল করেন।

আবূ খারাশ আল-হাযামী আশ-শায়ির (রা)

তাঁর নাম খুওয়াইলিদ ইব্ন মুর্রাহ (রা)। তিনি দৌড়ে ঘোড়ার সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তিনি জাহিলিয়াতের যুগে ছিলেন গুপ্তঘাতক। তারপর তিনি ইসলাম কবূল করেন ও উত্তম ইসলামের অধিকারী হন। হযরত উমর (রা)-এর যুদ্ধে তিনি ইনতিকাল করেন। একবার হজ্জের মৌসুমে তার কাছে হাজীগণ আসলেন। তিনি তাদের জন্য পানি সরবরাহ করতেন। একদিন হঠাৎ তাকে একটি সর্প দংশন করে। তিনি তাদের কাছে পানি দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তারেদকে রান্নার সরঞ্জাম, একটি বকরী ও একটি হাঁড়ি প্রদান করেন। কিন্তু তাদেরকে তিনি তার ঘটনা সম্পর্কে অবগত করান নি। সকালে দেখা গেল তিনি মারা গেছেন। তারা তাকে দাফন করলেন। আল্লামা ইব্ন আবদুল বার ও আল্লামা ইবুল আসীর সাহাবাদের নামের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করেন। প্রকাশ্যত তাঁর কোন আতিথেয়তার প্রমাণ নেই। তিনি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন মুখদারাম অর্থাৎ জাহিলিয়াত এবং ইসলাম দুই যুগেই তিনি বসবাস করেছেন। মহান আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আবূ লাইলা আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ লাইলা আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর আল-আনসারী। তিনি উহুদ যুদ্ধে ও পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। তবে তিনি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। দারিদ্রতার কারণে তিনি উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ক্রন্দনকারী ও অনুশোচনাকারীদের একজন।

হযরত সাওদাহ বিনত যামআহ (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদাহ্ বিনত যামআহ আল কারাশীয়াহ্ আল-আমিরিয়াহ (রা)। হযরত খাদীজা (রা)-এর পর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রথমা স্ত্রী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রোযাদার ও ইবাদতগুযার। কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন কঠোর মেজাজের। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পৃথক করে দিতে ইচ্ছা পোষণ করলেন— তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আপনি আমাকে দয়া করে পৃথক করে দেবেন না। আমার নির্ধারিত দিনটি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর জন্যে আমি দান করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে থাকতে দিলেন এবং একথার উপরে তিনি তাঁর সাথে আপোস করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে নিসা ঃ ১২৮ নং আয়াত -এ ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ কোন স্ত্রী যদি তাঁর স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নাই এবং আপস নিষ্পত্তি শ্রেয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, "এ আয়াত সাওদাহ বিনত যামআহ (রা)-এর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর আমলে ইনতিকাল করেন।

হিন্দ বিনত উতবা (রা)

কথিত আছে যে, তিনি হযরত উমর (রা)-এর আমলে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, এর পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর খিলাফত– ২৪ হিজরী সনের প্রথম দিন

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দাফন করা হয়। আর এক বর্ণনা অনুযায়ী দিনটি ছিল রবিবার। তিনদিন পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়।

হযরত উমর (রা) খিলাফতের বিষয়টি ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি মজলিসে সূরার উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তারা হলেন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা), আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা), তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রা), আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা), আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)। এ ছয়জনের মধ্য থেকে কোন একজনের জন্য খিলাফতের বিষয়টি পূর্ব নির্ধারণ করা ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করেন এবং বলেন, 'আমি জীবিত কিংবা মৃত্যুর পর তাদের একাজের দায়িত্ব বহন করতে চাই না। মহান আল্লাহ্ যদি তোমাদের প্রতি কল্যাণ চান তাহলে তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ভাল তার ব্যাপারে একমত হওয়ার তৌফিক প্রদান করবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে তোমাদের মধ্য হতে সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে একমত হওয়ার তৌফিক দিয়েছিলেন।

হযরত উমর (রা)-এর মধ্যে পরিপূর্ণ পরহেযগারীর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মজলিসে শূরার মধ্যে সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (রা)-কে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। কেননা, তিনি ছিলেন তাঁর চাতাত ভাই। তিনি আশংকা করেছিলেন যে, তাঁর চাচাত ভাই হওয়ার কারণে খিলাফতের ক্ষেত্রে তাকে হয়ত প্রাধান্য দেওয়া হতে পারে। এজন্যে তিনি তাঁকে সম্পৃক্ত করেন নি। অথচ তিনি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের জান্নাতে যাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। বরং আল্লামা আল-মাদায়িনী তাঁর ওস্তাদ থেকে প্রাপ্ত এটি বর্ণনায় বলেছিলেন যে, হযরত উমর (রা) তাকে তাদের থেকে পৃথক করে রেখেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, "আমি তাকে তাদের মধ্যে প্রবেশ করাতে রাযী নই। আবার মজলিসে শূরার লোকজনকে তিনি বলে রাখলেন যে, আমার ছেলে আবদুল্লাহ তোমাদের মজলিসে উপস্থিত হবে কিন্তু তার জন্যে খিলাফতের কোন অংশ নেই অর্থাৎ তিনি শুধু পরামর্শ দেওয়ার জন্যে হাযির হতে পারবেন, খিলাফতের অংশ দাবি করার জন্যে নয়।"

হযরত উমর (রা) আরো ওসীয়ত করেন, তাঁর মৃত্যুর পর সুহাইব ইব্ন সিনান আর-রূমী (রা) তিন দিন পর্যন্ত সালাতের ইমামতি করবেন। এ তিন দিন পর মজলিসে শূরার সদস্যগণ ঐকমত্য পৌঁছবেন এবং জনগণের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করে স্থির করবেন। তাদের সাহায্য

সহায়তার জন্যে পঞ্চাশজন মুসলিম ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন। আর তাদের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবেন আবূ তালহা আল-আনসারী ও আল মিকদাদ ইব্‌ন আল-আসওয়াদ আল-কিন্দি।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছিলেন, "আমি ধারণা করি না যে, জনগণ উসমান (রা) এবং আলী (রা)-কে সমতুল্য মনে করবে যদিও তাঁরা দু'জনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর দেওয়া আল্লাহর ওহী লিপিবদ্ধ করতেন। ইতিহাসবিদগণ বলেন, যখন হযরত উমর (রা) শাহাদত লাভ করেন এবং তাঁর জানাযাকে প্রস্তুত করা হয়, তখন সালাতে জানাযা পরিচালনা করার (ইমামতি) জন্য হযরত আলী (রা) এবং হযরত উসমান (রা) দুইজনেই এগিয়ে আসেন যাতে তাঁরা সালাতে জানাযার ইমামতি করতে পারেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের দুইজনের কোন একজন এটা করতে পারবে না, ইমামতি করার জন্যে হযরত সুহাইব (রা)-কে হযরত উমর (রা) নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। তারপর হযরত সুহাইব (রা) এগিয়ে আসেন এবং সালাতে জানাযা জনগণকে নিয়ে সম্পাদন করেন। মজলিসে শূরার সদস্যগণ হযরত উমর (রা)-এর ছেলে আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে কবরে অবতরণ করেন। মজলিসে শূরার সদস্যদের মধ্যে হযরত তালহা (রা) অনুপস্থিত থাকায় কবরে অবতরণ করতে পারেন নি। হযরত উমর (রা)-এর কাফন-দাফন শেষ হওয়ার পর হযরত আল মিকদাদ ইব্‌ন আল-আসওয়াদ (রা) মজলিসে শূরার সদস্যদেরকে আল-মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা)-এর ঘরে একত্রিত করেন।

কেউ কেউ বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর হুজরায় একত্রিত করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, কোষাগারে একত্রিত করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, আদ-দুহাক ইব্‌ন কাইস (রা)-এর ভগ্নি ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর ঘরে একত্রিত করেন। প্রথম অভিমতটি বেশি গ্রহণীয়। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। তাঁরা সকলে ঘরের ভিতরে বসেন এবং আবূ তালহা (রা) তাদের দ্বারে খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। আমর ইবনুল 'আস (রা) এবং আল-মুগীরা ইব্‌ন শু'বাহ (রা) আগমন করলেন ও দরজার পেছনের দিকে বসলেন। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাদের দিকে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করেন এবং তাদেরকে বের করে দেন ও বলেন, তোমরা দুইজন এসেছ তাহলে তোমরা বলতে পারবে আমরাতো পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলাম, তাই না ? এ ঘটনাটি আল্লামা মাদায়িনী তাঁর ওস্তাদদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এটার শুদ্ধতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ অধিক পরিজ্ঞাত।

বস্তুত মজলিসে শূরার সদস্যগণ জনগণ থেকে পৃথক হয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং তাদের ব্যাপারে পরামর্শ করতে লাগলেন। তারপর কাথাবার্তা চলতে লাগল এবং উচ্চৈঃস্বরে অনেকক্ষণ আলোচনা হতে লাগল। আবূ তালহা (রা) বলেন, "আমি ধারণা করেছিলাম যে, তোমরা এ বিষয়টি নিয়ে ঠেলাঠেলি করবে কিন্তু কোন দিনও ভাবিনি যে, তোমরা এ দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করবে। তারপর হযরত তালহা (রা) উপস্থিত হওয়ার পর তাদের তিনজন অপর তিনজনের প্রতি দায়িত্ব সমর্পণ করেন। আয-যুবাইর (রা) তাঁর খিলাফতের অধিকারকে হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর প্রতি সমর্পণ করেন। সা'দ (রা) তাঁর অধিকারকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর প্রতি সমর্পণ করেন। তালহা (রা) তাঁর অধিকারকে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর প্রতি সমর্পণ করেন।

তারপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমাদের মধ্য কে আছে যে, এ খিলাফতের ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াবে এবং আমরা তার প্রতি দায়িত্ব দেব সে যেন বাকি দুইজনের মধ্য হতে উত্তম ব্যক্তিকে আমীর হিসেবে নির্ধারণ যেন করে দেয়। হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান (রা) দুইজনের উভয়ে চুপ কর রইলেন। তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন, "আমি খিলাফতের বিষয় হতে আমার অধিকার প্রত্যাহার করলাম। আল্লাহ্ শপথ! এখন আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হলো আমি কি ইসলামের খাতিরে তোমাদের মধ্য হতে অধিক যোগ্য ব্যক্তিকে আমীর হিসেবে নির্ধারণ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব? তারা বলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি তাদের প্রত্যেককেই লক্ষ্য করে তাদের গুণাবলী সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ওয়াদা অঙ্গীকার নেন যে, যদি তিনি আমীর হন তাহলে তিনি ন্যায় বিচার করবেন। আর যদি তিনি আমীর হতে না পারেন তাহলে আমীরের কথা তিনি অবশ্যই শুনবেন এবং আমীরের বাধ্যগত থাকবেন। তাঁরা উভয়েই বললেন, হ্যাঁ, তারপর তাঁরা বিদায় হয়ে গেলেন।

এরূপও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মজলিসে শূরার সদস্যগণ খিলাফতের বিষয়টি আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর কাছে সমর্পণ করেন। তাহলে তিনি যেন প্রাণপণ চেষ্টা করে মুসলমানদের জন্যে সর্বোত্তম একজন আমীর নির্ধারণ করেন। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি মজলিসে শূরার সদস্য ও অন্যান্য সম্ভাব্য সকলের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন তারা সকলে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর প্রতি ইংগিত করেন। তারপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) হযরত আলী (রা)-কে বলেন, যদি আমার পক্ষে তোমাকে আমীর নিযুক্ত করা সম্ভব না হয় তাহলে তুমি কার সম্পর্কে আমার কাছে প্রস্তাব রাখবে? উত্তরে তিনি বলেন, 'উসমান (রা)।' আর হযরত উসমান (রা)-কে তিনি জিজ্ঞেস করেন, যদি আমার পক্ষে তোমাকে আমীর নিযুক্ত করা সম্ভব না হয় তাহলে তুমি কার সম্পর্কে আমার কাছে প্রস্তাব রাখবে? উত্তরে তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

প্রকাশ্যত বোঝা যায় যে, খিলাফতের বিষয়টি তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবার পূর্বে ও শ্রেষ্ঠতম আমীর নির্বাচনের লক্ষ্যে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) অধিকার প্রত্যাহার করার পূর্বে এ কথোপকথনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌র শপথ! ইসলামের খাতিরে তিনি দুইজনের উত্তম ব্যক্তিকে আমীর নির্ধারণ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তারপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) তাদের সম্বন্ধে জনগণের সাথে পরামর্শ করেন এবং মুসলমানদের বিশিষ্ট নেতা-কর্মীদের মতামতের নিরীখে সাধারণ মুসলমানদের সমষ্টিগত ও পৃথক পৃথক প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে মতামত সংগ্রহ করেন। তারপর তিনি পর্দানশীন মহিলাদের কাছে গমন করেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছেলে-মেয়েদের জিজ্ঞেস করেন। তিন দিন তিন রাতের মধ্যে মদীনায় আগত ব্যবসায়ী কাফেলা ও বেদুঈন সদস্যবৃন্দের মতামত গ্রহণ করেন। তিনি উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-এর অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কোন দুইজনের মতবিরোধ দেখতে পাননি। তবে আম্মার (রা) ও আল-মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তারা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর প্রতি ইংগিত করেছেন। পরে অবশ্য তারা জনগণের সমভিব্যাহারে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তিনদিন তিন রাত সুখময় নিদ্রা ত্যাগ করে সালাত, দু'আ ও ইসতিখারায় কাটান এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর পক্ষের ভোটের সমতুল্য কারো পক্ষে তিনি জনমত পাননি। হযরত উমর (রা) -এর শাহাদাতের পর যখন তিনদিন অতিবাহিত হয়ে চতুর্থ দিনের রাত ঘনিয়ে আসে তিনি তাঁর বোনের ছেলে আল মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা)-এর ঘরে পৌঁছে বলেন, হে মিসওয়ার (রা) ঘুমে নাকি? আল্লাহর শপথ! তিনদিন যাবত আমি সুখময় নিদ্রা হতে বিরত রয়েছি ; তুমি যাও এবং আমার কাছে আলী (রা) ও উসমান (রা)-কে ডেকে আন। মিসওয়ার (রা) বলেন, তাদের দুইজনের মধ্যে কাকে প্রথম বলব? তিনি বললেন, "তোমার যাকে ইচ্ছে তাকে প্রথম বলবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, 'প্রথম আমি হযরত আলী (রা)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, 'আমার মামার ডাকে সাড়া দিন।' হযরত আলী (রা) বললেন, "আমার সাথে কি অন্য কাউকে ডাকার জন্যে তোমাকে তোমার মামা আদেশ করেছেন ?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "কে তিনি ?" আমি বললাম, তিনি হলেন, উসমান ইবন্ আফ্ফান (রা)। তিনি পুনরায় বলেন, "প্রথমে আমাদের মধ্যে কার কথা তিনি বলেছেন ?" আমি বললাম, "এ ব্যাপারে আমাকে তিনি কোন নির্দেশ দেননি বরং আমাকে বলেছেন, তাদের যে কোন একজনকে প্রথমে আমার কাছে ডেকে আন। তাই, আমি আপনার কাছে আগমন করলাম।" তারপর তিনি আমার সাথে বের হয়ে এলেন।

তারপর যখন আমরা উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর ঘরে পৌঁছলাম, আলী (রা) দরজায় বসে পড়লেন এবং আমি ভিতরে গেলাম। দেখতে পেলাম তিনি সালাতে ফজরের পূর্বে বিতরের সালাত আদায় করছেন। তিনিও আমাকে এরূপই বললেন যেরূপ আলী (রা) বলেছিলেন। তারপর তিনি বের হয়ে আসলেন। আমি তাদের দুইজনকে নিয়ে আমার মামার কাছে পৌঁছলাম। এসে দেখি তিনি সালাত আদায় করছেন। সালাত সমাপ্তির পর তিনি হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ও বললেন, 'আমি তোমাদের সম্বন্ধে জনগণকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমাদের সম্পর্কে একজনকে অপরজনের সমতুল্য পাই নাই। তারপর দুইজনের প্রত্যেকের কাছ থেকে তিনি অঙ্গীকার নিলেন যে, তাদের কাউকে যদি আমীর নিয়োগ করা হয় তাহলে তিনি অবশ্যই ন্যায় বিচার করবেন। আর যদি তাকে আমীর নিয়োগ না করা হয় তাহলে তিনি আমীরের কথা অবশ্যই শুনবেন ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবেন। তারপর তাদের দুইজনকে নিয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) ঐ পাগড়িটি মাথায় বাঁধলেন যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাথায় বেঁধে দিয়েছিলেন এবং একটি তলোয়ার কোমরে বাঁধলেন। মুহাজির ও আনসারদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কাছে লোক প্রেরণ করলেন এবং সাধারণ জনগণের মাঝে ঘোষণা করলেন, সালাত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, তিল ধরার মত জায়গা রইল না। এমনকি হযরত উসমান (রা) এসে বসার জায়গা পেলেন না। তিনি সকলের পেছনে বসতে বাধ্য হলেন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। তারপর আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিম্বরে আরোহণ করেন। অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান রইলেন এবং দীর্ঘ

সময় পর্যন্ত দু'আ করতে লাগলেন। লোকজন তাঁর দু'আ শুনতে পায়নি। তারপর তিনি কথা বলতে লাগলেন এবং বলেন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করছি তোমাদের আমানত সম্বন্ধে প্রকাশ্য ও গোপনভাবে কিন্তু তোমরা দুইব্যক্তির কারো একজনের সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করেছ বলে আমি প্রমাণ পাইনি– আর তারা দুইজন হলেন আলী (রা) ও উসমান (রা)।

হে আলী (রা)! আপনি আমার কছে দণ্ডায়মান হোন। হযরত আলী (রা) তাঁর নিকট দণ্ডায়মান হলেন এবং মিম্বরের নিচে দাঁড়ালেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) তাঁর হাত ধরে বলেন, "আপনি কি আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সুন্নাত এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর (রা)-এর কর্মকাণ্ড অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনা করার অঙ্গীকার করছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, 'না' বরং আমার প্রচেষ্টা, শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী চলার প্রত্যাশা করছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তার হাত ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, হে উসমান (রা)! আপনি আমার কাছে দণ্ডায়মান হোন। তারপর তিনি তাঁর হাত ধরলেন ও বললেন, 'আপনি কি আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সুন্নাত এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর (রা)-এর কর্মপন্থা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করার অঙ্গীকার করছেন ? হযরত উসমান (রা) বলেন, 'হ্যাঁ'। বর্ণনাকারী বলেন, "আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) মসজিদের ছাদের দিকে মাথা উচু করেন এবং উসমান (রা)-এর হাতে তার হাত রেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি শোন এবং সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ্! তুমি শোন এবং সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ্ ! তুমি শোন এবং সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ্! আমার যিম্মায় যে খিলাফতের দায়িত্ব ছিল সেটা আমি হযরত উসমান (রা)-এর যিম্মায় রেখে দিলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, "লোকজন বাইয়াত করার জন্যে প্রচণ্ড ভিড় জমাতে লাগলেন এমনকি তারা মিম্বরের নিচে হযরত উসমান (রা)-কে ঢেকে ফেললেন। তারপর হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) মিম্বরে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর আসনে উপবিষ্ট হলেন এবং উসমান (রা)-কে তাঁর নিচে দ্বিতীয় স্তরে বসালেন। বাইয়াত করার জন্যে তাঁর নিকট লোকজন আসতে লাগল। সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা) তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি সর্বশেষে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন জারীর ও অন্যান্য ইতিহাসবিদ বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ, তুমি হযরত উসমান (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেছ। কেননা, তিনি তোমার জামাতা আর দৈনন্দিন কাজে তিনি তোমার পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি তাঁর পেছনে ধাবিত হন। এমন কি তাঁকে হযরত আবদুর রহমান (রা) কুরআন শরীফের আয়াত স্মরণ করিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

অর্থাৎ যে এটা ভঙ্গ করল, এটা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন। (সূরায়ে ফাতহ ঃ ১০)

এ ধরনের অনেক বর্ণনা এসেছে যা প্রতিষ্ঠিত ও বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত বর্ণনাসমূহের পরিপন্থী। এসব বর্ণনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলো প্রত্যাখ্যানকৃত বর্ণনা। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

বহু রাফিযী ও নির্বোধ কাহিনীকার যাদের মধ্যে শুদ্ধ ও দুর্বল তথ্য এবং সহজ-সরল ও বক্র তথ্যসমূহের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। তারা সাহাবীদের সম্বন্ধে নানারূপ অসত্য মন্তব্য করে থাকে যা কোন সুস্থ সবল চিত্তের অধিকারীরা করতে পারে না।

সীরাত বিশেষজ্ঞগণ হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার দিন সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। আল্লামা ওয়াকিদী (র) তাঁর ওস্তাদগণ হতে বর্ণনা করেন যে, ২৩ হিজরী সনের যুলহাজ্জাহ মাসের সমাপ্তির একরাত বাকি সোমবার দিন হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। আর ২৪ হিজরীর মুহররমের পহেলা তারিখ হতে খিলাফতের সূচনা হয়। এ বর্ণনাটি একটি অদ্ভুত বর্ণনা। ইব্‌ন আবূ মুলাইকার মারফত ইব্‌ন জারীর (র) হতে আল্লামা ওয়াকিদী এটাও বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) শহীদ হবার তিনদিন পর মুহররমের ১০ তারিখ উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনাটি হতে আরো বেশি অদ্ভুত। অনুরূপভাবে আল্লামা সাইফ ইব্‌ন উমর (র) আমির আশ-শা'বী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ ২৪ হিজরীর মুহররমের তিন তারিখ মজলিসে শূরার সদস্যগণ হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) সম্বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছেন। এ সময় আসরের সময় হয়েছিল এবং সুহাইব (রা)-এর মুয়ায্‌যিন আযান দিলেন। আযান আর ইকামাতের মধ্যে লোকজন একত্রিত হয়। তখন হযরত উসমান (রা) বেরিয়ে আসেন এবং লোকজন নিয়ে আসরের সালাত আদায় করেন।

আল্লামা সাইফ (র), খালীফা, ইব্‌ন যুফার (র) ও মুজালিদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, ২৩ হিজরীর মুহররমের তিন তারিখ উসমান (রা) খলীফা নিযুক্ত হন। তারপর তিনি বেরিয়ে আসেন এবং লোকজন নিয়ে সালাতে আসর আদায় করেন এবং সেনাবাহিনীর লোকজনকে অতিরিক্ত দান করেন। অর্থাৎ জনপ্রতি মাসিক উমর (রা)-এর নির্ধারিত ১০০ দিরহাম-এরও বেশি দান করেন। তিনি শহরবাসীকে উপঢৌকন দেন। আর তিনিই প্রথম খলীফা যিনি একাজ করেছেন।

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর বাইয়াত সম্পর্কে যেসব তথ্য আমাদের হাতে এসেছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ বাইয়াতটি ছিল সূর্য ঢলে পড়ার আগে। তবে লোকজন যখন মসজিদে তার হাতে বাইয়াত করেন এরপর তিনি মজলিসে শূরার ঘরে যান। তারপর বাকি লোকের তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তবে যুহরের পরে বাইয়াত পর্ব শেষ হয়। হযরত সুহাইব (রা) ঐদিন মসজিদে নববীতে যুহরের নামাযের ইমামতি করেন। আর হযরত উসমান (রা) আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে মুসলমানদেরকে নিয়ে সর্বপ্রথম যেই নামাযের ইমামতি করেন তাহলো আসরের নামায। ইমাম শা'বী (র) ও অন্যগণ এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। মুসলমানদের সামনে প্রথমে তিনি যে ভাষণটি প্রদান করেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন পরিলক্ষিত হয়।

আল্লামা সাইফ ইব্‌ন উমর (র) বর্ণনা করেন যে, যখন মজলিসে শূরার সদস্যগণ হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন। তিনি বের হয়ে আসেন ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বরে উপবিষ্ট হন। তিনি জনগণকে সম্বোধন করেন। তারপর তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং রাসূলের প্রতি দরূদ পেশ করেন। আর বলেন, "হে মানবমণ্ডলী ! তোমারা দুর্গের ঘরে বাস করছ এবং নিজেদের আয়ুর বাকি অংশে বসবাস করছ। কাজেই সম্ভাব্য কল্যাণসহ তোমরা তোমাদের মৃত্যুর দিকে ধাবিত হও। তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে আসছ। সাবধান! এ দুনিয়া ধোঁকা ও প্রতারণার সাথে সম্পৃক্ত।

কাজেই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। যারা চলে গেছেন তাদেরকে দেখে উপদেশ গ্রহণ কর। তারপর চেষ্টা করবে, উদাসীন হবে না। কেননা, তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদের সম্পর্কে অসতর্ক নন। দুনিয়ার সন্তানেরা ও বোনেরা আজ কোথায়? যারা এ পৃথিবীকে আবাদ করেছিল, উৎপাদন করেছিল এবং বহুকাল যাবত এ দুনিয়া থেকে উপকৃত হয়েছিল, দুনিয়া কি তাদেরকে নিক্ষিপ্ত করেনি ? দুনিয়ার যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে রেখেছেন সেখানেই থাক, আখিরাতকে অন্বেষণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার জন্যে একটি কল্যাণকর উপমা পেশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে কাহফের ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ـ

অর্থাৎ, তাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনে; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্দারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্ধত হয়। তারপর এটা বিশুদ্ধ হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস এটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনে শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বঞ্চিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।

বর্ণনাকারী বলেন, জনগণ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্যে এগিয়ে আসলেন।

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, এ খুতবাটি ঐদিন আসরের নামাযের পরে দেওয়া হয়েছিল কিংবা সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। আর আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) মিম্বরের মাথায় উপবিষ্ট ছিলেন। এ মতামতটি অধিক গ্রহণীয়। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

কেউ কেউ উল্লেখ করেন যে, উসমান (রা) যখন প্রথম খুতবা দেওয়ার জন্যে দণ্ডায়মান হন, বাকরুদ্ধ হয়ে যান, তিনি বুঝতে পারেন নি যে, তিনি কি বলবেন। এরপর তিনি বলেন, "হে মানবমণ্ডলী! প্রথম প্রথম সাওয়ারীতে চড়া কষ্টকর। আজকের দিনের পর বহুদিন আসবে। যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে তোমাদের কাছে যথোপযুক্ত খুতবা নিয়ে উপস্থিত হব।

উপরোক্ত তথ্যটি আল-আকদের লিখক ও অন্যরাও উল্লেখ করেন। কিন্তু এ তথ্যের কোন সন্তোষজনক সূত্র আমি পাইনি। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম আশ-শাবী (র) বলেন, زَادُ النَّاسُ مِائَةً مِائَةً অর্থাৎ হযরত উমর (রা) সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে বায়তুল মাল হতে মাসিক একশ দিরহাম প্রদান করতেন। রামাদান মাসে প্রত্যেক মুসলমানের ইফতারের জন্যে বায়তুল মাল হতে প্রতিরাতে এক দিরহাম এবং উম্মুল মু'মিনীনগণের জন্যে দুই দিরহাম প্রদান করতেন। হযরত উসমান (রা) খলীফা নিযুক্ত হবার পর তা বলবৎ রাখেন ও কিছু বেশিও প্রদান করেন। মসজিদে ইবাদাত গুযার, ই'তিকাফকারী, মুসাফির, ফকীর ও মিসকীনগণের মসজিদে খাবারের ব্যবস্থা করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা প্রদানের সময় মিম্বরের যে সিঁড়িতে দাঁড়াতেন হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (রা) যখন খুতবা দিতেন তখন তিনি তার নিচের সিঁড়িতে দাঁড়াতেন। যখন হযরত উমর (রা) খলীফা হলেন তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সিঁড়ির নিচের সিঁড়িতে দাঁড়াতেন। যখন উসমান (রা) খলীফা হলেন তখন তিনি বললেন, 'এভাবে দিন দিন বাড়তেই থাকবে, তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের যে সিঁড়িতে দাঁড়াতেন তিনিও সে সিঁড়িতেই দাঁড়ালেন। তিনি জুমার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে মুয়াযযিন যে আযান দিতেন তার আগে বর্তমানে প্রচলিত প্রথম আযানের প্রচলন করেন।

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম মামলাটি হলো উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর মামলা। যে মামলার রায় দিলেন খোদ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা)। হযরত উমর (রা)-এর আহত হবার পরদিন সকালে উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা), উমর (রা)-এর হত্যাকারী আবূ লুলুর কন্যার কাছে গমন করেন এবং তাকে হত্যা করেন। জুফাইনাহ নামক একজন খ্রিস্টানকে তিনি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেন ও এভাবে তাকে হত্যা করেন। তাসতুরের শাসক আল-হুরমুযানকে তিনি আঘাত করেন ও তাকে হত্যা করেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা এ দুইজন উমর (রা)-কে হত্যার ব্যাপারে আবূ লুলুকে সাহায্য করেছিল।

ইতোমধ্যে উমর (রা) তাকে বন্দী করার হুকুম দিয়েছিলেন। যাতে তার পরে যে খলীফা হবেন তিনি তাঁর বিচার করতে পারেন। যখন হযরত উসমান (রা) খলীফা হলেন এবং জনগণের সমস্যা সমাধানে বসলেন, তখন প্রথম মামলাটি ছিল উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সম্পর্কে, যেটাতে উসমান (রা)-কে রায় দিতে হবে। আলী (রা) বলেন, "ন্যায় বিচারকে ছেড়ে দেওয়া বিচারের অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি হত্যার নির্দেশ প্রদান করলেন, কিছু সংখ্যক মুহাজির বলেন, 'গতকাল তাঁর পিতা শহীদ হন, আর আজকে তাকে হত্যা করা হবে, এটা কেমন দেখায়? আমর ইব্ন 'আস (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এটা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। এ মামলাটি আপনার যুগে সংঘটিত হয় নাই। কাজেই, আপনি আপনার পক্ষ থেকে এটা ছেড়ে দিতে পারেন। তখন হযরত উসমান (রা) এ তিনটি হত্যাকাণ্ডের খেসারত নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আদায় করে দেন। কেননা, তাদের বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত খলীফার উপরই বর্তায়। বায়তুলমাল ব্যতীত তাদের কোন উত্তরাধিকারীই ছিল না। আর খলীফা এ ব্যাপারে যা ভাল মনে করেন তা-ই করতে পারেন। হযরত উসমান (রা) এভাবে উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে দায়মুক্ত করে দিলেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, "যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ আল- যিয়াদী যখনই উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখতেন তখনই নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলো পাঠ করতেন ঃ হে উবাইদুল্লাহ! সাবধান, তোমার পলায়নের জায়গা নেই। ইব্‌ন আরওয়া থেকে বাঁচার কোন জায়গা নেই, কোন প্রতিরক্ষাও নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি একটি হারাম রক্তের শিকার হয়েছ এবং হরমুযানকে হত্যা করার কারণে তুমি একটি বিপদের আশংকায় রয়েছ। কোন কারণ ছাড়া এবং কোন বক্তার উক্তি ও সাক্ষ্য ছাড়া তোমরা হরমুযানকে উমর (রা)-এর হত্যা সম্বন্ধে দোষারোপ করছ। নির্বোধ লোক বলে থাকে, ''বিপদ-আপদ অপরিসীম তাই আমি তাকে অভিযুক্ত করছি। সে হত্যার হুকুম দিয়েছে অথবা সে ইংগিত করেছে (এরূপ কোন প্রমাণ নেই) অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতিয়ার তার ঘরের ভিতরেই ছিল যেটাকে সে নাড়াচাড়া করত। মনে রাখতে হবে যে, ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়।"

বর্ণনাকারী বলেন, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) যিয়াদের এ কবিতার কথা হযরত উসমান (রা)-এর কাছে অভিযোগ হিসেবে পেশ করেন। হযরত উসমান (রা) যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদকে ডেকে পাঠান, তখন যিয়াদ আরো ক্ষিপ্র হয়ে হযরত উসমান (রা) সম্বন্ধে কবিতা পাঠ করেন ও বলেন, আবূ আমর উবাইদুল্লাহ বন্ধকী বস্তু সদৃশ। আল-হরমুযানের হত্যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আপনি কি ক্ষমা করে দিচ্ছেন? যদি আপনি ন্যায় বিচার বহির্ভূত ক্ষমা করে দেন তাহলে যেখানে দুইহাত জনসমক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে অবসর গ্রহণ করেছে সেখানে আমার করণীয় কি? বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা) তাকে এরূপ আচরণ থেকে নিষেধ করলেন ও তিরস্কার করলেন। এরপর সে যা বলেছিল তা থেকে মৌনতা অবলম্বন করল।

তারপর হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) বিভিন্ন শহরের শাসক, সেনাপতি, সালাতের ইমাম এবং বায়তুলমালের তত্ত্বাবধায়কদেরকে পত্র লিখেন যাতে তারা তাদের অধীনস্থদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেন এবং অসৎকার্যে বাধা দেন। তাদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -এর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করেন, তাদেরকে অনুসরণীয় আমল পরিগ্রহণ ও বিদয়াত পরিহারের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এ বছরেই হযরত উসমান (রা) আল-মুগীরা ইব্‌ন শু'বাহ (রা)-কে কূফা হতে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে কূফায় শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন প্রথম শাসক যাকে সেখানে নিযুক্ত করা হয়েছিল। হযরত উমর (রা) বলেছিলেন, "যদি সা'দ (রা)-কে আমীর রাখা যায় তাহলে বেশ ভাল কথা, অন্যথায় তোমাদের মধ্য হতে তাঁর পরিবর্তে যে আমীর হবে সে যেন তাঁর থেকে রাষ্ট্রপরিচালনায় সাহায্য সহায়তা গ্রহণ করে। কেননা, আমি তাঁর অপারগতা কিংবা তাঁর দুর্নীতির জন্যে তাকে বরখাস্ত করিনি। তারপর উসমান (রা) এক বছর এবং আরো কিছু দিনের জন্যে সা'দ (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। তারপর ইব্‌ন জারীর (র) সাঈফ ও মুজালিদের মারফতে ইমাম শা'বী হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) .....আসলাম (র) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) ওসীয়ত করেছিলেন যে, তার শাসকদেরকে যেন কমপক্ষে এক বছর যাবত যার যার স্থানে বলবৎ রাখা হয়। তাই উসমান (রা) আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর মুগীরা ইব্‌ন শু'বাহ্ (রা)-কে কূফার

প্রশাসকের পদে এক বছর বলবৎ রাখেন। তারপর তাকে বরখাস্ত করেন এবং সা'দ (রা)-কে আমীর নিযুক্ত কনে। তারপর তাকে বরখাস্ত করেন। ওয়ালীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মুয়ীতকে প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

ইব্ন জারীর (র) আরো বলেন, আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র)-এর পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী হযরত সা'দ (রা)-এর কূফায় থাকার সন হলো ২৫ হিজরী। ইব্ন জারীর (র) আরো বলেন, এ বছরেই অর্থাৎ ২৪ হিজরীতে ওয়ালীদ ইব্ন উকবা আযারবাইজান ও আরমানীয়ায় যুদ্ধ করেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর আমলে তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে ছিল পরে উক্ত স্থানদ্বয়ের অধিবাসীরা সন্ধি ভঙ্গ করে। উপবোক্ত বর্ণনাটি আবূ মিখনাফের পরিবেশিত।

আর অন্যদের বর্ণনায় আরো জানা যায় যে, ২৬ হিজরী আযারবাইজানবাসী ও আরমেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়। তারপর ইব্ন জারীর (র) এ ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উত্থাপন করেন ও বলেন ঃ ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (র) কূফা থেকে সংগৃহীত সেনাবাহিনী নিয়ে সন্ধি ভংগ করার জন্যে আযারবাইজান ও আরমানীয়া অভিমুখে রওয়ানা করেন ও তাদের শহরে পৌঁছেন। আর অভিযান পরিচালনা করেন ও গনীমত লাভ করেন। কিছু সংখ্যক লোককে বন্দী করেন এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ সম্পদ গ্রহণ করেন। এ এলাকার জনগণ যখন তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে নিশ্চিত হন তখন তারা হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-এর সাথে যেরূপ সন্ধি করেছিল তদ্রূপ প্রতি বছর আট লক্ষ দিরহাম আদায়ের শর্তে তারা সন্ধি করেন। ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (র) তাদের থেকে বাৎসরিক কর হিসেবে বহু অর্থসম্পদ লাভ করেন এবং সুস্থ শরীরে সম্পদসহ কূফায় প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর তিনি মুসেল নামক স্থানে গমন করেন এবং তাঁর কাছে হযরত উসমান (রা) হতে একটি পত্র পৌঁছল যার মাধ্যমে তাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি সিরিয়ার জগণণকে নিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হন।

আল্লামা ইব্ন জারীর (র) বলেন, এ বছরেই রোমানরা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং সিরিয়ার বাসিন্দাগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা সাহায্য চেয়ে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে দূত প্রেরণ করল। তারপর হযরত উসমান (রা) ওয়ালীদ ইব্ন উকবার কাছে পত্র লিখেন, যখন তোমার কাছে আমার এ পত্রটি পৌঁছবে তখন তুমি একজন বিশ্বাসী, সম্মানিত ও সাহাসী ব্যক্তিকে আট হাজার কিংবা নয় হাজার কিংবা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার ভাইদের সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করবে।

হযরত উসমান (রা)-এর পত্র যখন তাঁর কাছে পৌছল তখন ওয়ালীদ ইব্ন উকবা জনগণের মাঝে খুতবা দেওয়ার জন্যে দাঁড়ালেন এবং আমীরুল মু'মিনীন তাকে যে হুকুম দিয়েছেন এ সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করেন। জনগণকে যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করলেন। আমীরে মুয়াবীয়া (রা) ও সিরিয়াবাসীদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতে জনগণকে উৎসাহিত করেন। যেসব লোক সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হবেন তাদের আমীর নিযুক্ত করা হয় সালমান ইব্ন রাবীয়াহকে। তিনি তিন দিনের মধ্যে আট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করলেন এবং তাদেরকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার জন্যে ঘোষণা দিলেন। আর হাবীব ইব্ন মুসলিম আল-ফিহরীকে মুসলমান সৈন্যদের প্রধান হিসেবে সিরিয়া প্রেরণ করেন। যখন তারা দুই

সেনাবাহিনী একত্রিত হলো তখন তারা রোমানদের শহরের উপর অভিযান জোরদার করল। তারা প্রচুর গনীমত অর্জন করল। অনেক লোককে বন্দী করল এবং বহু দুর্গ জয় করল।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) ধারণা করেন যে, সালমান ইব্ন রাবীয়াহ-এর মাধ্যমে সিরিয়াবাসীদেরকে হযরত উসমান (রা)-এর পত্রের আলোকে যিনি সাহায্য করেন, তিনি হলেন সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)। তারপর সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) সালমান ইব্ন রাবীয়াহ (রা)-কে ছয়হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তিনি যখন হাবীব ইব্ন মাসলামার কাছে পৌঁছেন, তখন দেখা গেল ইতিমধ্যে আশি হাজার রোমান ও তুর্কী সৈন্যসহ আল-মূরীয়ান আর-রুমী তথায় পৌঁছে গেছে। হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ। তিনি রোমান সৈন্যদের কাছে রাতের বেলায় গমন করার ইচ্ছে পোষণ করেন। তিনি আমীরদেরকে একথা বললেন এবং তাঁর স্ত্রী তাঁকে এ কথা বলতে শুনলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, "আপনার সাথে আমার নির্ধারিত সময় কোথায় ? অর্থাৎ আগামীকাল আপনার সাথে আমি কোথায় একত্রিত হতে পারব ? তখন তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ করার নির্ধারিত স্থান হলো আল-মুরীয়ানদের তাঁবু অথবা জান্নাত।' তারপর তাঁর সাথে একজন মুসলিম সৈনিককে সাথে করে ঐ রাতে তিনি তাদের দিকে ধাবিত হলেন। যে ব্যক্তিই তার দিকে এগিয়ে আসল তাকেই তিনি হত্যা করলেন। আর তাঁর স্ত্রী তার পূর্বেই আল-মূরীয়ানদের তাঁবুতে পৌঁছলেন। তিনিই ছিলেন আরবদের মধ্যে সর্বপ্রথম মহিলা যার জন্যে বিরাট তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। এরপর হাবীব ইব্ন মাসলাম (র) ইনতিকাল করেন। আদ-দুহাক ইব্ন কাইস আলফিহরী (র) হাবীব ইব্ন মাসলামাহ (র)-এর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তার স্ত্রীর অভিভাবক হন। মহিলাটি ছিল তাঁর উম্মে ওলাদ বা তার সন্তানের মাতা।

আল্লামা ইব্ন জারীর (র) বলেন, এ বছর কে লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করেছেন তার মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) ও আবূ মা'শার (র) বল্নে, 'হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। অন্যরা বলেন, উসমান উব্ন আফ্ফান (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। প্রথম অভিমতটিই অধিক প্রসিদ্ধ। কেননা, উসমান (রা) এ বছর হজ্জ করতে সক্ষম হন নাই। কারণ, অন্যান্য লোকের ন্যায় এ বছরে তিনিও নাকের রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাই, এ বছরটিকে سَنَةُ الرُّعَافِ। নাকের রক্তক্ষরণ রোগের বছর বলা হয়ে থাকে। রাই-এর বাসিন্দাগণ হুযাইফা ইব্ন আল-ইয়ামান (রা)-এর সাথে সন্ধি করার পর সন্ধি ভঙ্গ করে। তাই এ বছরেই হযরত আবূ মূসা আল-আশয়ারী (রা) রাই পুনরায় জয় করেন।

আর এ বছরেই সুরাকাহ ইব্ন মালিক ইব্ন জা'শাম আল-মাদলাজী (রা) ইনতিকাল করেন। তাঁর কুনিয়াত আবূ সুফিয়ান। তিনি কাদীদের বাসিন্দা। পবিত্র মক্কা থেকে মদীনা তয়্যিবাতে হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর সিদ্দীক (রা), আমির ইব্ন ফুহাইরা (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন আরীকাত আদ-দিলী (রা) যখন সাওর নামক গুহা হতে বের হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন তাদেরকে পবিত্র মক্কাবাসীদের কাছে ফিরিয়ে আনার জন্যে তিনি ইচ্ছে পোষণ করেন। কেননা মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)

প্রত্যেকের জন্যে সংবাদদাতাকে একশ উট পুরস্কার দেওয়ার জন্যে ঘোষণা করেছিল। সুরাকা ইব্ন মালিক (রা) এ পুরস্কার লাভের জন্যে আশা পোষণ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সংগীদের উপর জয় লাভ করতে সুযোগ দেননি বরং যখন তিনি তাদের নিকটবর্তী হলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিরাত শুনতে পান তখন তাঁর ঘোড়ার পা মাটিতে ধেবে যায়। তিনি তখন তাদের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন এবং তারা তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুমতিক্রমে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তার জন্যে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দেন। তারপর তিনি তায়িফ যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আগমন করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হজ্জের সাথে উমরাহ করার জন্যে আপনি যে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন তা কি শুধু এ বছরের জন্যে, না চিরকালের জন্যে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, না, বরং চিরকালের জন্যে। কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে উমরাহ প্রবেশ করল।

২৫ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই ইসকান্দারীয়ার বাসিন্দাগণ ওয়াদা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন। বস্তুত রোমের বাদশাহ্ মুয়াবীল আল-খাসীরকে একটি নৌবহরসহ ইসকান্দারীয়ার বাসিন্দাদের কাছে প্রেরণ করলেন। তারপর তারা জয়লাভের আশা পোষণ করে ও তাদের কৃত ওয়াদা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। রবিউল আউয়াল মাসে আমর ইবনুল 'আস (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে ঐ ভূখণ্ডটি জয় করেন। কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে শহরটি জয় করেন। এ বছরেই হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন— আল্লামা সাইফ (র)-এর বর্ণনা মতে।

উসমান (রা), সা'দ (রা)-কে কূফা হতে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর স্থলে আল-ওয়ালীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মুয়ীতকে নিযুক্ত করেন। হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে এটাও একটি। এ বছরেই আমর ইবনুল 'আস (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র)-কে পশ্চিম অঞ্চলের ভূখণ্ডগুলোতে যুদ্ধ করার জন্যে প্রেরণ করেন। আফ্রিকায় যুদ্ধ করার জন্যে ইব্ন আবূ সারহ (র) আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কথিত আছে যে, এ বছরেই হযরত উসমান (রা) আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে মিসর থেকে বরখাস্ত করেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র)-কে তাঁর স্থলে নিযুক্ত করেন। কেউ কেউ বলেন, এ ঘটনাটি ২৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এ সনেই আমীর মুয়াবীয়া (রা) আল হুসূন জয়লাভ করেন। আর এ সনেই আমীর মুয়াবীয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াযীদ জন্মগ্রহণ করে।

২৬ হিজরীর প্রারম্ভ

আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, এ বছরেই হযরত উসমান (রা) হেরেম শরীফের সীমানায় খুঁটি পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন। আর মসজিদুল হারামের পরিধি বর্ধিত করেন। এ বছরেই হযরত উসমান (রা) সা'দ (রা)-কে কূফা হতে বরখাস্ত করেন এবং আল-ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (র)-কে নিয়োগ করেন। হযরত সা'দ (রা)-এর বরখাস্তের কারণ ছিল এই যে, হযরত সা'দ (রা) বাইতুল মাল হতে কিছু ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। বায়তুলমালের দায়িত্বে নিয়োজিত হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসূদ (রা) ঋণ পরিশোধ করার জন্য হযরত সা'দ (রা)-এর উপর চাপ সৃষ্টি করেন কিন্তু তার পক্ষে ঐ সময় ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না। তাতে দুইজন কথাবার্তা বলতে লাগলেন এবং দুইজনের মধ্যে ভীষণভাবে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। হযরত উসমান

(রা) দুইজনের উপর রাগান্বিত হন এবং সা'দ (রা)-কে বরখাস্ত করেন ও আল-ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (র)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি হযরত উমর (রা)-এর আমলেও আরব বদ্বীপের আমীর ছিলেন। তিনি যখন কূফায় আগমন করেন, কূফার বাসিন্দাগণ স্বাগত জানায় এবং তিনি এখানে ৫ বছর বসবাস করেন। তাঁর দরজায় কোন দারোয়ান ছিল না। আর তিনি ছিলেন প্রজাদের প্রতি খুবই দয়ালু। আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, এ বছরেই হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা) লোকজন নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। অন্যরা বলেছেন, এ সনেই উসমান ইব্ন আবুল 'আস (রা) ৩৩ লক্ষ দিরহাম আদায়ের শর্তে সন্ধির মাধ্যমে সাবূর জয়লাভ করেন।

২৭ হিজরীর প্রারম্ভ

আল্লামা আলওয়াকিদী (র) ও আবূ মা'শার বলেন, এ সনেই হযরত উসমান (রা) আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে মিসর থেকে বরখাস্ত করেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র)-কে তথায় আমীর নিযুক্ত করেন। আর তিনি তার মায়ের দিক দিয়ে হযরত উসমান (রা)-এর ভাই ছিলেন। পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছিলেন তখন হযরত উসমান (রা) তার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন।

আফ্রিকার যুদ্ধ

হযরত উসমান (রা) আফ্রিকার দেশগুলোতে যুদ্ধ করার জন্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র)-কে নির্দেশ দেন। যদি তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করেন তাহলে তার জন্যে থাকবে পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ। দশহাজার সৈন্য নিয়ে তিনি আফ্রিকা অভিযানে রওয়ানা হন। আফ্রিকার সমতল ভূমি ও পাহাড়সমূহ জয়লাভ করেন এবং বাসিন্দাদের অনেক লোককে তিনি হত্যা করেন। তারপর তারা ইসলাম গ্রহণ ও বাধ্যতা স্বীকারে একমত হন। তারা পরে উত্তম ইসলামের অধিকারী হন। আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র) গনীমতের পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেন এবং চার-পঞ্চমাংশ হযরত উসমান (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। আর গনীমতের চার-পঞ্চামাংশ তিনি সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করেন। তাতে প্রতি অশ্বারোহী তিন হাজার দীনার এবং প্রত্যেক পদাতিক সৈন্য এক হাজার দীনার লাভ করেন। আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, ২০ লক্ষ ২১ হাজার দীনারের বিনিময়ে তিনি সন্ধি করেন। এসব দীনার হযরত উসমান (রা) একই দিনে হাকামের বংশধরদের জন্যে বরাদ্দ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, মারওয়ানের বংশধরদের জন্য বরাদ্দ করেন।

আন্দুলুসের যুদ্ধ

আফ্রিকার বিজয় হওয়ার পর হযরত উসমান (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন নাফি' ইব্ন আবদুল কাইস ও আবদুল্লাহ ইব্ন নাফি' ইব্ন আল-হাসীন ফিহরীদ্বয়কে অতি সত্বর আন্দুলুসে অভিযান পরিচালনা করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন। তারা দুইজন সমুদ্রপথে আন্দুলুস আগমন করলেন। যারা আন্দুলুসে পৌঁছেন তাদের উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) এ মর্মে একটি পত্র লিখেন ঃ নিশ্চয়ই কুসতানতানীয়া সমুদ্রপথে বিজয় হবে। আর তোমরা যখন আন্দুলুস জয়লাভ করবে তখন শেষ যামানায় যারা কুসতানতানীয়া জয়লাভ করবে তোমরা তাদের পুণ্যে অংশীদার হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা কুসতানতানীয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন এবং জয়লাভ করেন।

বারবারের রাজা জারজীরের ঘটনা

যখন দশ হাজার মুসলমান সৈন্য আফ্রিকা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাদের আমীর ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবু সারহ (র)। আর ঐ সেনাবাহিনীতে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন আয-যুবাইর (রা)। তখন বারবারের রাজা জারজীর এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য। কেউ কেউ বলেন, দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। দুই সৈন্যদল যখন মুখোমুখি হন তখন রাজা তার সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন এবং সৈন্যরা মুসলমানদেরকে বৃত্তের ন্যায় ঘেরাও করে ফেলল। মুসলমানরা এমন এক অবস্থার শিকার হলেন যার থেকে অধিক খারাপ এবং অধিক ভয়াবহ কল্পনা করা যায় না।

আবদুল্লাহ ইব্ন আয-যুবাইর (রা) বলেন, "এ ভয়াবহ অবস্থায় আমি সৈন্যদের পেছন থেকে রাজা জারজীরের দিকে লক্ষ্য করলাম। সে একটি ঘোড়ার উপরে চড়ে আছে এবং দু'টি দাসী ময়ূরের পাখা দিয়ে তাকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। আমি আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র)-এর নিকটে গেলাম এবং আমার সাথে একজন লোক প্রেরণের জন্যে প্রার্থনা করলাম. যে লোক আমার পেছন দিক দিয়ে পাহারা দেবে। আমি রাজার দিকে অগ্রসর হলাম। আমার সাথে কয়েকজন বাহাদুর ব্যক্তি তৈরি হয়ে আসলেন এবং আমার পেছন দিকে পাহারা দিতে লাগলেন। আমি আরো সম্মুখে অগ্রসর হলাম এবং রাজার দিকে যতগুলো লাইন ছিল তা খণ্ডন করে রাজার কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করলাম। তারা ধারণা করল, আমি হয়ত কোন একটি পত্র নিয়ে রাজার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যখন আমি একেবারে তাঁর নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি আমার তরফ থেকে কিছু খারাপ আঁচ করলেন এবং তার ঘোড়াটি নিয়ে অতি দ্রুত পলায়ন করতে চেষ্টা করলেন। আমি একেবারে তার সামনে এসে পড়লাম এবং তাঁর প্রতি বর্শা দিয়ে আঘাত করলাম ও পরে তলোয়ার দিয়ে তাঁর উপরে সজোরে আঘাত করলাম এবং তার মাথাটা ধরে ফেললাম। আর তার মাথাটা বর্শার মাথায় রেখে দিলাম ও জোরে তাক্‌বীর বললাম।

বারবার রাজার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর সাথীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং তারা বিড়ালের ন্যায় পলায়ন করতে লাগল। মুসলমানগণ তাদের পিছু ধাওয়া করলেন, কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করলেন। আবার কিছু সংখ্যককে বন্দী করলেন। তারা প্রচুর গনীমতের ধন-সম্পদ অর্জন করলেন ও বিরাট একটি দলকে শেষের দিকে বন্দী করলেন। এ যুদ্ধটি যে শহরে সংঘটিত হয়েছিল তার নাম সাবীতালা যার দূরত্ব হলো কাইরওয়ান থেকে দু'দিনের রাস্তা। এটা ছিল সর্বপ্রথম ঘটনা যেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) বীরত্বের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) বলেন, "এ বছরেই হযরত উসমান ইব্ন আবুল 'আস (রা)-এর হাতে ইসতিখার দ্বিতীয়বারের মত বিজয় হয়। এ বছরেই আমীরে মুয়াবীয়া (রা) কুনসারীনে যুদ্ধ করেন। আর এ বছরেই হযরত উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, কেউ কেউ বলেন যে, এ বছরেই আমীর মুয়াবীয়া (রা) সাইপ্রাসে যুদ্ধ করেন। আল্লামা ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, এ ঘটনাটি ঘটেছিল ২৮ হিজরীতে। অন্যদিকে আবূ মা'শার (র) বলেন, ৩৩ হিজরীতে আমীর মুয়াবীয়া (রা) এ যুদ্ধ করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

২৮ হিজরীর প্রারম্ভ সাইপ্রাসের বিজয়

আল্লামা আলওয়াকিদী (র)-এর অনুকরণে ইব্ন জারীর (র) এ বছরেই সাইপ্রাসের বিজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। সাইপ্রাস সিরিয়ার পরিশ্চমাঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র সামুদ্রিক দ্বীপ। দামেশকের সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে তার একটি লম্বা লেজ অবস্থিত। আর পশ্চিমাঞ্চলের দিকেই তার চওড়া ভাগ। তাতে রয়েছে বহু ফল-ফলাদি ও খনি।

এটা একটি সুন্দর শহর। এ শহরের বিজয় হয়েছিল মুয়াবীয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর হাতে। মুসলমানদের একটি বিরাট সেনাবাহিনী এ শহরে আগমন করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন উবাদা ইব্ন আস-সামিত, তার স্ত্রী উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান। তাঁর ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। তারপর তিনি জাগ্রত হয়ে হাসতে লাগলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি কেন হাসছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোককে আমার সামনে পেশ করা হলো যারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহদের ন্যায় এ সাগরে জাহাজের মধ্যে উপবিষ্ট রয়েছে। তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ! আপনি মহান আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আপনি তাদের মধ্যে একজন।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন ও পরে জাগ্রত হলেন। এবারও তিনি হাসছিলেন এবং পূর্বের ন্যায় উক্তি করলেন। উম্মে হারাম বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি আমার জন্যে দু'আ করুন, আল্লাহ্র যেন তাদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "আপনি তাদের প্রথম সারির মধ্যে গণ্য হবেন। এরপর তিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর কুসতানতানীয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা পরে উল্লেখ করা হবে।

বস্তুত আমীর মুয়াবীয়া (রা) সমুদ্র অভিযানে বের হলেন। কিছু সংখ্যক জাহাজ নিয়ে তিনি প্রসিদ্ধ সাইপ্রাস দ্বীপের প্রতি অভিযান শুরু করেন। তার সাথে ছিল মুসলমানদের এক বিরাট বাহিনী। এ অভিযান হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর অনুমতিক্রমে সংঘটিত হয়েছিল। প্রথমত আমীর মুয়াবীয়া (রা) খলীফার কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চেয়েছিলেন। পূর্বে তিনি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) মুসলমানদেরকে এ বিরাট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এ পর্যায়ে হামলা করতে নিষেধ করেন। কেননা, অবস্থা প্রতিকূল বিধায় তাদের সকলের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংক ছিল।

হযরত উসমান (রা) খলীফা হওয়ার পর এ ব্যাপারে আমীর মুয়াবীয়া (রা) খলীফাকে বারবার অনুরোধ করার পর তিনি তাতে সম্মাত দিলেন। তাই তিনি নৌযানে আরোহণ করে তথায় পৌঁছলেন। অন্য দিক দিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র) কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তার সাথে মিলিত হন। উভয় সেনাবাহিনী দ্বীপের বাসিন্দাদের মোকাবিলা করেন। তারা একটি বিরাট শত্রু সৈন্যদলকে হত্যা করেন এবং বহু লোককে বন্দী করেন ও পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎকৃষ্ট গনীমত অর্জন করেন। যখন কয়েদীদেরকে নিয়ে আসা হলো তখন আবূ দারদা (রা) ক্রন্দন করছিলেন, তাকে জুবাইর ইব্ন নুফাইর (রা) বলেন, হে আবূ দারদা (রা)! তুমি

ক্রন্দন করছ? আজকে এমন একটি দিন, যেদিনে মহান আল্লাহ্ ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে মহা সম্মান দান করেছেন। তিনি বলেন, "দুর্ভাগ্য তোমার, নিশ্চয়ই এরা ছিল একটি দুর্ধর্ষ জাতি যাদের ছিল একজন পরাক্রমশালী রাজা। তারা মহান আল্লাহ্র হুকুম বিনষ্ট করেছে। তাই তাদের অবস্থা যেরূপ তোমরা দেখছ। মহান আল্লাহ্ তাদের উপর রাজবন্দীত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ যেই সম্প্রদায়ের উপর এরূপ রাজবন্দীত্ব চাপিয়ে দেন, তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র কোন মাথা ব্যথা নেই।"

তিনি আরো বলেন, "ঐ জাতি মহান আল্লাহ্র কাছে কতই না নিকৃষ্ট যারা মহান আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে। তারপর আমীর মুয়াবীয়া (রা) বাৎসরিক সাত হাজার দীনার কর আদায় সাপেক্ষে তাদের সাথে সন্ধি করেন ও তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। এরপর যখন তারা সন্ধি ভঙ্গ করার ইচ্ছে করল তখন উম্মে হারামের জন্যে যুদ্ধে যাওয়ার লক্ষ্যে একটি খচ্চর আনা হলো. যেটাতে তিনি সওয়ার হলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তার থেকে নিচে পড়ে গেলেন এবং তাঁর গর্দান ভেঙ্গে গেল। এভাবে তিনি সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হলো। সেখানকার লোকেরা তাঁর কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল এবং বিপদ-আপদ ও দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর কবরকে উসিলা করে তারা মহান আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করতো। আর বলত এটা একজন সৎ মহিলার কবর।

আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) বলেন, এ বছরেই হাবীব ইব্ন মাসলামা (র) রোম সাম্রাজ্যের সূরীয়া শহরে যুদ্ধ করেন এবং হযরত উসমান (রা) নাইলা বিনত আলফারা ফাসাহ আল-কালবীয়া (র)-কে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন খৃস্টান মহিলা। কিন্তু বিয়ের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছরেই হযরত উসমান (রা) পবিত্র মদীনার আয্-যাওরা নামক স্থানে নিজের বাড়ি নির্মাণ করেন। আর এ বছরেই আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন।

২৯ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা) আবূ মূসা আল-আশয়ারী (রা)-কে বসরা থেকে তাঁর ছয় বছর এ পদে থাকার পর, কেউ কেউ বলেন, তিন বছর পর বরখাস্ত করেন এবং তথায় আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন কুরাইয ইব্ন রাবীয়াহ ইব্ন হাবীব ইব্ন আবদে শামসকে আমীর নিয়োগ করেন। আর তিনি ছিলেন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর মামাতো ভাই। তার জন্যে একত্র করা হয়েছিল আবূ মূসা আল-আশয়ারী (রা)-এর সৈন্যদল ও উসমান ইব্ন আবূল 'আস (রা)-এর সৈন্যদল। তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। তারপর তিনি তথায় ৬ বছর বসবাস করেন। এ বছরেই আবদুল্লাহ ইব্ন আমির (র), আল্লামা আল ওয়াকিদী (র) ও আবূ মা'শার (র)-এর মতানুযায়ী পারস্য জয় করেন। আল্লামা সাইফ (র) মনে করেন এ বছরের পূর্বে এ বিজয়ের ঘটনা ঘটেছিল।

এ বছরেই উসমান ইব্ন আফফান (রা) মসজিদে নববীর পরিধি বিস্তৃত করেন এবং এটাকে চুনা দিয়ে নির্মাণ করেন। এ চুনা বাতনে নাখলা নামক এক জায়গা থেকে আনা হতো। এ

নির্মাণের কাজে নকশা সম্বলিত পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। স্তম্ভগুলো ছিল সীসা মিশ্রিত পাথরের, দ্বার দেওয়া হয়েছিল টীক কাঠের। মসজিদটির দৈর্ঘ ছিল একশ ষাট হাত আর প্রস্থ ছিল একশ পঞ্চাশ হাত। ছয়টি দরজা রাখা হয়েছিল। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যুগেও অনুরূপ ছিল। পুনর্নির্মাণ শুরু হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে।

এ বছরে হযরত উসমান (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন। মিনায় তাঁর জন্যে একটি বিরাট তাঁবু প্রস্তুত করা হয়েছিল। আর এটিই প্রথম তাঁবু যা উসমান (রা)-এর জন্যে মিনায় প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঐ বছর উসমান (রা) পূর্ণ নামায আদায় করেন কিন্তু একাধিক সাহাবী হযরত উসমান (রা)-এর একাজকে পছন্দ করেন নাই। যেমন হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, চার রাকাতের পরিবর্তে যদি কবূল হওয়া দু'রাকাত আমার জন্যে হতো (কতই না ভাল হতো)। হযরত উসমান (রা) যা করেছেন তা নিয়ে তার সাথে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)ও বিতর্ক করেছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন, তিনি তাঁকে বলেছিলেন তুমিতো পবিত্র মক্কায় বাড়ি-ঘর করে নিলে। উত্তরে তিনি বললেন, তোমারতো পবিত্র মদীনায় পরিবার রয়েছে। আর মদীনার যেখানে তোমার পরিবার রয়েছে সেখানে তুমিও বসবাস করছ। হযরত আবদুর রহমান (রা) বললেন, তায়েফে আমার সম্পদ রয়েছে। ফেরত যাওয়ার পর আমি এটার খোঁজ-খবর নিতে ইচ্ছে করেছি। উত্তরে উসমান (রা) বলেন, তোমার এবং তায়েফের মধ্যে দূরত্ব হলো তিন দিনের রাস্তা। তিনি তখন বললেন, ইয়ামানের একটি দল বলেছিলেন ঃ মুকীম ব্যক্তির নামায দু'রাকাত। কাজেই, তারা অনেক সময় আমাকে দু'রাকাত নামায আদায় করতে দেখত। আর এটাই তারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করত। তখন তিনি তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হতো, ঐ সময় ইসলামে দীক্ষিত লোকজনের সংখ্যা ছিল কম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ও এখানে (মিনায়) দু'রাকাত নামায আদায় করতেন। অনুরূপভাবে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)ও দু'রাকাত নামায পড়তেন। আর তুমিও তোমার খিলাফতের প্রথম দিকে দু'রাকাত সালাত আদায় করেছ। বর্ণনাকারী বলেন, একথার প্রতি উত্তরে হযরত উসমান (রা) মৌন রইলেন। তারপর বললেন, এটা আমার নিজস্ব মতামত।

Contents

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিজরতের ৩০তম বছর

এ বছরেই সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) তিবরিস্তান জয় করেন। এ অভিমত আল্লামা ওয়াকিদী (র), আবূ মা'শার (র) ও আল মাদায়িনী (র)-এর। তিনিই প্রথম তিবরিস্তানে যুদ্ধ করেন। আল্লামা সাইফ (র) মনে করেন ঃ তিবরিস্তানের বাসিন্দারা পূর্বে সাওয়াদ ইব্‌ন মুকরিন (রা)-এর সাথে এ শর্তে সন্ধি করেছিলেন যে, তারা সম্পদ আদায়ের বিনিময়ে তার সাথে যুদ্ধ করবে না। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা আল মাদায়িনী (র) উল্লেখ করেন যে, সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) এমন একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন যার মধ্যে ছিলেন ইমাম হাসান (রা), ইমাম হুসাইন (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল 'আস (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আয্-যুবাইর (রা), হুযাইফা ইব্‌ন আল-ইয়ামান (রা) ও অন্যান্য এক জামায়াত সাহাবায়ে কিরাম। তিনি তাদেরকে নিয়ে অভিযান শুরু করলেন। বিভিন্ন শহরে তিনি গমন করেন ও শহরের বাসিন্দাগণ পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে তার সাথে সন্ধি করেন। তারপর তিনি মুয়ামিলাতে জুরজান শহরে পৌঁছেন। শহরবাসীরা তার সাথে যুদ্ধ করে। মুসলিম সেনাবাহিনী সালাতে খাওফ আদায় করতে বাধ্য হন।

সেনাপতি সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) হুযাইফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেমন করে এরূপ সালাত আদায় করেছেন? হুযাইফা (রা) তাঁকে সংবাদ দিলেন এবং এ সংবাদ অনুযায়ী তিনি সালাতে খাওফ আদায় করেন। তারপর এ দুর্গের অধিবাসীগণ নিরাপত্তার প্রার্থনা করেন। সাঈদ ইব্‌ন আ'স (রা) তাদেরকে এ শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করবেন না। এরপর তারা দূর্গ খুলে দিল। একজন ব্যতীত তিনি তাদের সকলকে হত্যা করেন এবং দুর্গে যা কিছু ছিল তা তিনি দখল করে নিলেন। বনু নাহাদ হতে এক ব্যক্তি একটি মুখবন্ধ ঝুড়ি প্রাপ্ত হন। সাঈদ (রা) তা চেয়ে পাঠালেন। তারপর সেনাবাহিনীর লোকেরা এটা খুললেন এবং তারা এটার মধ্যে ভাঁজ করা একটা নেকড়া দেখতে পান। তারা এটাকেও খুললেন। তারপর এটার ভেতরে একটা লাল নেকড়া দেখতে পেলেন। এটাকেও তারা খুললেন। তখন তারা এটার মধ্যে একটা হলদে নেকড়া দেখতে পেলেন। সেই নেকড়ার মধ্যে তারা ইরানী বাদাম ও গোলাপ ফুল দেখতে পেলেন। তারপর একজন কবি এ দু'টো বস্তুর জন্যে বনু নাহাদের দুর্নাম করতে গিয়ে বলেন ঃ

সম্মানিত লোকের বন্দীদেরকে গনীমত হিসেবে অর্জন করতে চান না। আর বনু নাহাদ একটি ঝুড়ির মধ্যে দুটো ইরানী বস্তু, একটি বাদাম ও একটি গোলাপ ফুল অর্জন করল। দু'টি জিনিসই ছিল বড় আকারের। তারা এগুলোকে গনীমত হিসেবে মনে করল। এটা তাদের কত বড় ভুল।

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)-এর সাথে সন্ধি করার পর জুরজানবাসীরা সন্ধি ভঙ্গ করে এবং তাদের উপর ধার্যকৃত সম্পদ বায়তুলমালে জমা দেওয়া হতে বিরত থাকে। ধার্যকৃত করের পরিমাণ এক লাখ দীনার। কেউ কেউ বলেন, দুই লাখ দীনার। আবার কেউ কেউ বলেন, তিন লাখ দীনার। তারপর ইয়াযীদ ইব্ন আল-মিহলাব (র) তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন। এ সম্বন্ধে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

এ বছরেই উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) আল-ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (রা)-কে কূফা হতে বরখাস্ত করেন এবং তার স্থলে সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)-কে নিযুক্ত করেন। তাকে বরখাস্ত করার কারণ হলো এই যে, তিনি একদিন কূফাবাসীদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত চার রাকাত আদায় করেন এবং মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে অতিরিক্ত নামায পড়েছি? তখন একজন মুক্তাদী বললেন, আজকের দিন থেকে তোমার সাথে আমরা অতিরিক্ত নামায পড়তে থাকব। তারপর একদল লোক তাকে প্রতিহত করল। কথিত আছে যে, তাদের ও তাঁর মধ্যে ছিল দুশমনি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করেন এবং তাদের কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে শরাব পান করার অভিযোগ আনয়ন করেন। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ সাক্ষী দেন যে, সে তাঁকে বমি করতে দেখেছে। উসমান (রা) তাকে উপস্থিত করার জন্যে আদেশ দিলেন এবং তাকে বেত্রাঘাত করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন। কথিত আছে যে, হযরত আলী (রা) তার শরীর থেকে চাদর খুলে ফেলেন এবং সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)-কে হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর সামনে তাকে বেত্রাঘাত করেন। আর উসমান (রা) তাকে বরখাস্ত করেন এবং সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)-কে তার পরিবর্তে কূফায় নিয়োগ করেন।

এ বছরেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতের আংটি হযরত উসমান (রা)-এর হাত থেকে আরীস নামক কূয়ায় পড়ে যায়। এ কুয়াটি পবিত্র মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে। এ কুয়ায় অন্যান্য কুয়ার তুলনায় পানি ছিল খুব কম। তারপরেও অনেক খোঁজাখুঁজি এবং সম্পদ ব্যয় করার পর আজ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর উসমান (রা) রূপার একটি আংটি তৈরি করিয়ে নেন এবং এটার উপর খোদাই করেন 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ'। হযরত উসমান (রা) শহীদ হওয়ার পর আংটিটি হারিয়ে যায়। কেউ জানে না কে এটাকে নিয়ে গেছে। ইব্ন জারীর (র) স্বর্ণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটি তৈরির সম্পর্কে একটি বিরাট হাদীস এখানে বর্ণনা করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটি রূপার দ্বারা তৈরি হয়। উমর (রা) এটাকে পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে প্রেরণ করেন। তারপর দাহ্ইয়া আল-কালবী মারফত রোমের বাদশাহ কাইসারের কাছে প্রেরণ করেন। এই আংটিটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে ছিল। তারপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে ছিল। তারপর হযরত উমর (রা)-এর হাতে ছিল এবং সর্বশেষে হযরত উসমান (রা)-এর হাতে ৬ বছর ছিল। তারপর আরীস নামক কুয়ায় পতিত হয়েছিল। এ হাদীসের কিছু অংশ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এ বছরেই আমীর মুয়াবীয়া (রা) ও আবূ যর (রা)-এর মধ্যে সিরিয়ায় মতবিরোধ হয়। আবূ যর (রা) আমীর মুয়াবীয়া (রা)-এর কিছু কাজ-কর্ম অপছন্দ করেন। তিনি ধনী ব্যক্তিদের সম্পদ অর্জনকে অপছন্দ করতেন। আর দৈনন্দিন খোরাকের অধিক খাদ্য জমা রাখাকে নিষেধ

করতেন এবং অতিরিক্তকে সাদকা করা অবশ্য কর্তব্য মনে করতেন। সূরায়ে তাওবায় ৩৪ নং আয়াত -এ উল্লেখিত বিষয়টির প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

অর্থাৎ আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং এটা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।" এ আয়াতের মর্ম প্রচার করতে আমীর মুয়াবীয়া (রা) তাঁকে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি বিরত থাকেন নাই। তাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আমীর মুয়াবীয়া (রা) হযরত উসমান (রা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করেন। হযরত উসমান (রা) পবিত্র মদীনায় আসার জন্যে আবূ যর (রা)-কে পত্র লিখেন। তিনি পবিত্র মদীনায় আগমন করলে হযরত উসমান (রা) তাঁকে তাঁর কিছু কৃতকর্মের জন্যে তিরস্কার করেন এবং তাঁকে সিরিয়ায় ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু তিনি ফিরে গেলেন না। তারপর তিনি তাঁকে রাবযাহ নামক জায়গায় বসবাস করতে নির্দেশ দিলেন। এ স্থানটি পবিত্র মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত।

কথিত আছে যে, তিনি হযরত উসমান (রা)-কে অনুরোধ করেন যাতে তিনি উক্ত জায়গায় বসবাস করতে পারেন এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছিলেন ঃ বসবাসের ঘর যখন ব্যবসায়ী পণ্যে পরিণত হবে, তখন তুমি তা থেকে বের হয়ে যাও। এখন থাকার ঘর ব্যবসায়ী পণ্যে পরিণতি হয়েছে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা তিরোহিত হয়ে গেছে। তাই লোকালয় থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। তারপর হযরত উসমান (রা) রাবযাহ নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করার জন্যে হযরত আবূ যর (রা)-কে অনুমতি দিলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন মাঝে মাঝে পবিত্র মদীনার সাথে যোগাযোগ রাখেন। আর তিনি যেন কোন বেদুঈনকে তার হিজরতের পবিত্র মদীনা থেকে ফেরত যেতে উৎসাহিত না করেন। নির্দেশ মত আবূ যর (রা) মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে বসবাস করেন। পরবর্তীতে তাঁর সম্বন্ধে আরো বর্ণনা আসবে।

এ বছরেই হযরত উসমান (রা) জুমার দিন যাওরা নামক স্থানে তৃতীয় আযান বা সতর্কীকরণের ব্যবস্থা করেন।

অধ্যায় ঃ আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আমাদের উস্তাদ আবূ আবদুল্লাহ আয্-যাহাবী (র) উল্লেখ করেন যে, এ বছরেই অর্থাৎ ৩০ হিজরীতে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ইনতিকাল করেন। আল্লামা আল-ওয়াকিদীও এ অভিমতকে বিশুদ্ধ বলে ব্যক্ত করেছেন।

জুবার ইব্ন সাখার (রা)

তার পূর্ণ নাম আবূ আবদুর রহমান জুবার ইব্ন সাখার ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খানসা আল-আনসারী। তিনি আল আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারে ফল-ফলাদির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ষাট বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

হাতিব ইব্ন আবূ বলতায়া (রা)

তার পূর্ণনাম হাতিব ইব্ন আবূ বলতায়া ইব্ন আমর ইব্ন উমাইর আল-লাখামী (রা)। তিনি বনু আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যার মিত্র ছিলেন। বদর ও পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র মক্কার মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পবিত্র মক্কা বিজয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মনস্থ সম্পর্কে অবগত করান। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ওযর গ্রহণ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইস্কান্দারীয়ার রাজা আল-মুকাওকাস-এর নিকট একটি পত্রসহ প্রেরণ করেন।

আত-তুফাইল ইব্ন আল-হারিস (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম আত-তুফাইল ইব্ন আল-হারিস ইব্ন আল-মুত্তালিব (রা)। তিনি উবাইদা এবং হাসীনের ভাই। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সাঈদ ইব্ন উমাইর (র) বলেন, এ বছরেই তিনি ইনতিকাল করেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব (রা)

তার পূর্ণ নাম আবুল হারিস অথবা আবূ ইয়াহ্ইয়া আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর আল-মাযিনী আল-আনসারী। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ দিন তিনি খুমুসের তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাযউন (রা)

তিনি উসমান ইব্ন মাযউন (রা)-এর ভাই ছিলেন। তিনি হাবশায় হিজরত করেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আইয়ায ইব্ন যুহাইর (রা)

তার পূর্ণ নাম আবূ সাঈদ ইব্ন আবূ শাদ্দাদ ইব্ন রাবীয়াহ ইব্ন হিলাল আল কারাশী আল-ফিহ্‌রী (রা)। তিনি বদর এবং পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেন।

মাসউদ ইব্ন রাবীয়াহ (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আমর মাসউদ ইব্ন রাবীয়াহ অথবা ইবনুর রাবী আল-কারী (রা)। তিনি বদর ও এর পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ষাট বছরের অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন।

মা'মার ইব্ন আবূ সারহ (রা)

তার পূর্ণ নাম আবূ সা'দ মা'মার অথবা আমর ইব্ন আবূ সারহ ইব্ন হিলাল আল কারাশী আল-ফিহ্‌রী (রা)। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ সাহাবী (রা)।

আবূ উসাইদ (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ উসাইদ মালিক ইব্ন রাবীয়াহ (রা)। আল-ফাল্লাস বলেন, "তিনি এ বছরেই ইনতিকাল করেন। অধিক শুদ্ধ মত হলো তিনি ৪০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ৬০ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩১ হিজরীর প্রারম্ভ

আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র)-এর মতে এ বছরেই সমুদ্রপথে সংঘটিত হয়েছিল আস-সাওয়ারী ও আল-আসায়ীদাহ এর যুদ্ধ। আবূ মা'শার (র) বলেন, ৩৪ হিজরীতে আস-সাওয়ারীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র), সাইফ (র) ও অন্যান্যের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো নিম্নরূপ ঃ

হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দু'বছরেই সিরিয়ায় হযরত আমীর মুয়াবীয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অতিমাত্রায় নিরাপত্তা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তারপরও প্রতি বছর তাঁকে ছোট ছোট রোমান রাজ্যগুলোতে গ্রীষ্মকালে যুদ্ধ করতে হতো। এজন্যেই এ ধরনের যুদ্ধকে গাযওয়ায়ে আস-সায়িফাহ বলা হয়ে থাকে। মুসলমানগণ শত্রু সৈন্যদের একটি দলকে হত্যা করত, অন্য একটি দলকে বন্দী করত, দুর্গসমূহ জয়লাভ করত, প্রচুর গনীমত অর্জন করত এবং শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করত।

আফ্রিকার শহরগুলো ও আন্দুলুসে যখন ফ্রান্স এবং বারবার শাসকদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র) কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হলেন তখন রোমানরা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং কুসতানতীন ইব্ন হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে একত্রিত হলো। আর এমন বিরাট বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করল যা কেউ কোন দিন ইসলামের প্রারম্ভ হতে আজ পর্যন্ত দেখেনি। তারা পাঁচশ' যুদ্ধজাহাজে আগমন করে এবং পশ্চিমের শহরগুলোতে অবস্থানরত আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হয়। যখন দু'পক্ষ মুখোমুখি হলো, রোমান সৈন্যরা রাতের বেলায় নাকূস বাজাতে লাগল, বাঁশীতে ফুঁক দিতে লাগল, ঘণ্টা বাজাতে লাগল, সিটি বাজাতে লাগল ও মদপান করতে লাগল।

অন্যদিকে মুসলিম বাহিনী কুরআন তিলাওয়াত ও সালাত আদায়ে রাত যাপন করতে লাগল। যখন রাত ভোর হলো আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (র) তার সাথীদেরকে যুদ্ধ জাহাজে সুবিন্যস্ত করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত করার হুকুম দিলেন। এ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের কেউ কেউ বলেন, আমাদের দিকে শত্রু সেনারা এত বেশি যুদ্ধ জাহাজে অগ্রসর হতে লাগল যা কেউ কোন দিন দেখেনি। তারা পাল উত্তোলন করল। আর বাতাস ছিল তাদের অনুকূলে ও আমাদের প্রতিকূলে। আমরা অতিসত্ত্বর আমাদের জাহাজসমূহকে নোঙ্গর করলাম। তারপর দেখলাম বাতাস থেমে গেছে। আমরা শত্রু সৈন্যদেরকে বললাম, তোমরা যদি চাও তাহলে এগিয়ে আস, আমরা ও তোমরা মাঠে বের হয়ে

পড়ি এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যারা অতি দ্রুত মরতে চায় তারা যেন এগিয়ে আসে এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তারা এক বাক্যে বলতে লাগল, 'পানি' 'পানি'।

আমরা তাদের নিকটবর্তী হলাম। আমাদের জাহাজগুলো তাদের জাহাজসমূহের সাথে বেঁধে ফেললাম। তারপর আমরা তাদেরকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে লাগলাম। আমাদের লোকগুলো তলোয়ার ও খঞ্জর নিয়ে ওদের লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাদের ও তাদের জাহাজগুলোতে প্রচণ্ড আকারে ঢেউ আঘাত করতে লাগল এবং জাহাজগুলোকে উপকূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। লোকজন সহায়-সম্পদ নিয়ে তীরে উঠতে বাধ্য হলো। তাতে সমুদ্রের তীরে একটি বিরাট পাহাড়ের ন্যায় স্তূপের সৃষ্টি হলো। পানির রংয়ের উপর রক্তের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

মুসলমানগণ ঐ দিন এত অধিক ধৈর্যধারণ করেছিলেন যে, এরূপ আর কোন দিন দেখা যায়নি। তাদের মধ্য হতে অনেক লোক শহীদ হলো। আর রোমানরা কয়েক গুণ বেশি নিহত হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্য করলেন ও তাদের জন্যে বিজয় দান করলেন। কুসতান্তীন ও তার সেনাবাহিনী পলায়ন করে। তারা সংখ্যায় অত্যন্ত হ্রাস পেল। কুসতানতীন মারাত্মকভাবে আহত হয়। চিকিৎসার জন্যে যুদ্ধের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষমাণ থাকে। আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ যাতে সওয়ারীতে কিছু দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি বিজয়ীর বেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে গনীমত সহকারে মহান সফলতা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হুযাইফা (রা) ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা) অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হযরত উসমান (রা)-এর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে থাকেন এবং তিনি যা কিছু পরিবর্তন করেন ও আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-এর বিপরীত করেছেন তা ব্যক্ত করেন। তারা আরো বলতে থাকেন যে, তাঁর রক্ত হালাল। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা যায়। কেননা, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (র)-কে আমীর নিযুক্ত করেছেন। এই আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (র) ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিল, আল-কুরআনুল করীমকে অস্বীকার করেছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার রক্ত হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিছু সংখ্যক লোককে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বহিষ্কার করেন। কিন্তু উসমান (রা) তাদের ডেকে এনে আমীর নিযুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ সাঈদ ইবনুল 'আস ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমিরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা) তাদেরকে আমীর নিযুক্ত করেন।

হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে জনসমক্ষে তাদের এসব অভিযোগের কথা আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (রা)-এর কাছে যখন পৌঁছে তখন তিনি বলেন, এ দু'জনকে আমাদের সাথে নৌযানে আরোহণ করতে দেবে না। তাই তারা দু'জনে এমন একটি নৌযানে আরোহণ করল যেখানে কোন মুসলমান সদস্য ছিল না। তারা দুশমনের মুকাবিলা করল কিন্তু তারা মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধে নিকৃষ্টতম অবস্থার শিকার হয়েছিল। এ সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন, আমরা কেমন করে এমন লোকের নেতৃত্বে যুদ্ধ করব যার হুকুম মান্য করা আমাদের জন্যে মোটেই সমীচীন নয়। তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (র) তাদের কাছে লোক প্রেরণ করে তাদেরকে তাদের উপরোক্ত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন এবং

বললেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমীরুল মু'মিনীনের অভিমত আমার জানা থাকত, তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই শাস্তি প্রদান করতাম ও তোমাদের গ্রেফতার করতাম। আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, "এ বছরেই হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা)-এর হাতে আরমানীয়া বিজয় হয়। আর বছরেই পারস্য সম্রাট কিসরা নিহত হয়।

পারস্য সম্রাট ইয়াযদগারদের নিহত হবার বিবরণ

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ছোট একটি দল নিয়ে ইয়াযদগারদ কিরমান থেকে মারভ-এর দিকে পলায়ন করেন। মারভ-এর কয়েক ব্যক্তির কাছে তিনি কিছু অর্থ চেয়েছিলেন কিন্তু তারা তাকে কিছু দান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং তাদের নিজের জন্যে তাকে একটি ভয়ের বস্তু বলে গণ্য করল। তারা তুর্কীদের কাছে লোক প্রেরণ করে তার বিরুদ্ধে তাদেরকে উত্তেজিত করল। তাই তারা সম্রাটের কাছে আগমন করল এবং তারা তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করল কিন্তু সম্রাট কৌশলে তাদের এখান থেকে পলায়ন করলেন এবং সমুদ্রের কিনারায় এক চাকা খোদাইকারী ব্যক্তির বাড়িতে আগমন করলেন ও এক রাতের জন্যে তার কাছে আশ্রয় নিলেন। যখন তিনি নিদ্রায় মগ্ন হলেন তখন চাকা খোদাইকারী তাকে হত্যা করল।

আল্লামা আল মাদায়িনী (র) বলেন, "সম্রাটের সাথীগণ নিহত হওয়ার পর সম্রাট যখন পলায়ন করলেন তখন তিনি পায়ে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর সাথে ছিল তার মুকুট, একটি কোমরবন্দ এবং সুন্দর একটি তলোয়ার। তারপর তিনি এমন এক লোকের ঘরে পৌঁছলেন যে চাকা খোদাই করে থাকে। তিনি তার কাছে বসলেন এবং অসতর্কতার সুযোগে সে তাঁকে হত্যা করল। আর তার যা কিছু ছিল সে গুলোও সে নিয়ে নিল। তুর্কীরা তার খোঁজে এখানে এসে তাকে পেল কিন্তু দেখল সে তাকে ইতোপূর্বে হত্যা করেছে ও তাঁর সবকিছু নিয়ে নিয়েছে। তুর্কীরা তখন লোকটিকে হত্যা করল এবং তার পরিবারের লোকদেরকেও হত্যা করল। আর সম্রাটের সাথে যা কিছু ছিল তারা তা নিয়ে নিল এবং কিসরাকে একটি কফিনে স্থাপন করল ও তাকে ইসতিখারে বহন করে নিল। সম্রাট নিহত হওয়ার পূর্বে মারভের একটি মহিলার সাথে তিনি সঙ্গম করেন। মহিলাটি গর্ভধারণ করে এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর সে একটি পঙ্গু পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। এ সন্তানটির নাম রাখা হয়েছিল আল-মুখদাজ। তার বংশ পরম্পরা ছিল খুরাসানে। এসব শহরে যুদ্ধ করার সময় কোন এক যুদ্ধে কুতাইবা ইব্ন মুসলিম (র) ঐ সন্তানটির বংশ থেকে দুইজন দাসীকে কয়েদ করেন। তন্মধ্য হতে একজনকে তিনি হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন। হাজ্জাজ তাকে আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে প্রেরণ করেন। তার গর্ভে তার ছেলে ইয়াযীদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ জন্ম নেয় যার উপাধি ছিল الناقص। বা অসম্পূর্ণ।

আল্লামা আল মাদায়িনী (র) তাঁর এক ওস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইয়াযদগারদের সাথীরা যখন তার কাছ থেকে পালিয়ে যায় তখন তিনি তার ঘোড়াটি মেরে ফেলেন এবং পায়ে হাঁটতে শুরু করেন। নদীর ধারে একজন চাকা খোদাইকারীর ঘরে প্রবেশ করেন। তার নাম ছিল আল-মিরগাব। তিনি তার বাড়িতে দুইরাত অবস্থান করেন। শত্রুরা তাঁর অন্বেষণে ছিল। কেউই জানত না তিনি কোথায় আছেন। তারপর খোদাইকারী ঘরে আসল ও কিসরাকে দেখতে পেল। তার পরনে ছিল বহু মূল্যবান পোশাকাদি। সে তাঁকে বলল, তুমি কে?

তুমি মানুষ না জিন? তিনি বললেন 'মানুষ'। তিনি আবার বললেন, 'তোমার কাছে কি খাবার আছে ?' খোদাইকারী বললেন, 'হ্যাঁ'। খোদাইকারী তাঁর কাছে খাবার নিয়ে আসল। সম্রাট বললেন, খাওয়ার পূর্বে আমি একটি বিশেষ ধরনের শব্দ করে থাকি তা ছাড়া আমি খাওয়া খেতে পারি না। এজন্য মুসাফিরদের ব্যবহার উপযোগী একটি বিশেষ ধরনের পাত্র আছে তা তুমি কোথা থেকে নিয়ে আস যার দ্বারা আমি এ শব্দ করব এবং খাবার খাবো।

বর্ণনাকারী বলেন, খোদাইকারী পার্শ্ববর্তী বাড়ির লোকজনের কাছে সেই পাত্রটি আনতে গেল এবং গিয়ে বলল, এ বিশেষ ধরনের পাত্রটি কিছু সময়ের জন্যে আমাকে দাও। প্রতিবেশী বলল, তুমি এটা দিয়ে কি করবে? সে বলল, আমার কাছে এমন একটি লোক এসেছে যাকে আমি আর কোন দিন দেখিনি। সে আমার কাছে কিছুক্ষণের জন্যে এরূপ পাত্র চায়। প্রতিবেশী তখন তাকে নিয়ে উক্ত শহরের (মারভ) প্রশাসকের কাছে যায় যার নাম ছিল মাহবীয়া ইব্ন বাবাহ্, তাকে সম্রাট সম্পর্কে সংবাদ দেয়। প্রশাসক বললেন, তিনিই তো ইয়াযদগারদ। তিনি তাঁর লোকদের বললেন, তোমরা অতিসত্ত্বর যাও এবং আমার কাছে তাঁর মাথা নিয়ে আস। তারা খোদাইকারীর সাথে গেল। যখন তারা খোদাইকারীর ঘরের নিকটবর্তী হলো তখন তারা তাকে হত্যা করতে ভয় পেল এবং নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে লাগল।

তারা খোদাইাকারীকে অনুরোধ করল, 'তুমি ভিতরে যাও এবং তাকে হত্যা কর। খোদাইকারী ভিতরে গেল এবং সম্রাটকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পেল। সে একটি বড় পাথর নিল এবং পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। অতঃপর সে তার মাথাটি কেটে নিল এবং তা তাদের কাছে সমর্পণ করল। সম্রাটের শরীরটা নদীতে ফেলে দিল। জনগণ খোদাইকারীর কাছে আসল, তারা তাকে হত্যা করল। তখন একজন পাদরী বের হয়ে আসল এবং নদী থেকে সম্রাটের দেহটি উদ্ধার করল। পরে দেহটিকে একটি কফিনে রাখল এবং এটাকে ইসতিখার নামক জায়গায় নিয়ে গেল। এটাকে পুনরায় বড় একটি পাথরের কফিনে স্থাপন করল। এরূপও বর্ণিত আছে যে, খোদাইকারীর ঘরে সাম্রাট তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি কিছুই খেতেন না। খোদাইকারী তার প্রতি দয়াবান হলো এবং তাকে বলল, দুর্ভাগ্য তোমার হে মিসকিন! তুমি খাচ্ছ না কেন? একথা বলে সে তাঁর কাছে খাদ্য নিয়ে আসল। সম্রাট বললেন, আমি বিশেষ ধরনের শব্দ করা ব্যতীত খাবার খেতে পারি না। খোদাইকারী বলল, আমি তোমার জন্যে শব্দ করছি তুমি খাবার খাও। তিনি বললেন, যেরূপ পাত্রের সাহায্যে এরূপ শব্দ করা হয় তুমি কোথাও থেকে তা নিয়ে আস। এ পাত্রের খোঁজে খোদাইকারী তার প্রতিবেশীর কাছে গেল ও পাত্রটি চাইল। প্রতিবেশীরা তার কাছ থেকে মিশ্‌ক আম্বরের খোশবু পেল এবং তার কাছ থেকে এরূপ খোশবু পাওয়া তারা প্রত্যাশা করেনি।

কাজেই তারা তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। সে তাদেরকে বিস্তারিত জানাল এবং বলল, আমার কাছে এমন একজন লোক এসেছে যার চেহারা সুরত এরূপ, এরূপ। তখন তারা তাকে চিনতে পারল এবং খোদাইকারীর সাথে তাঁর উদ্দেশ্যে তারা রওয়ানা হলো। প্রথমে খোদাইকারী অগ্রসর হলো এবং ঘরে ঢুকল ও তাকে ধরার প্রস্তুতি নিল। সম্রাট ব্যাপারটি বুঝতে পারল এবং তাকে বলল, দুর্ভাগ্য তোমার! তুমি আমার এ আংটি, চুড়ি ও কোমবন্দ নিয়ে যাও আর আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দাও। সে বলল না, তা হবে না। তুমি আমাকে চারটি

দিরহাম দাও তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। সম্রাট তাকে একটি কানের জিনিসও অতিরিক্ত দিল কিন্তু সে চার দিরহাম ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ করল না। তারা এরূপ অবস্থায় বিরাজমান থাকতেই সেনাবাহিনী তাদের কাছে এসে গেলো এবং তারা সম্রাটকে ঘেরাও করে ফেলল। আর তারা সম্রাটকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। সম্রাট বললেন, দুর্ভাগ্য তোমাদের, তোমরা আমাকে হত্যা করো না। কেননা আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থে লিখিত পেয়েছি, যে ব্যক্তি দেশের সম্রাটকে হত্যা করবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালের শাস্তি ছাড়াও এ পৃথিবীতে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবেন। কাজেই, তোমরা আমাকে হত্যা করো না। আমাকে তোমরা তোমাদের রাজা কিংবা আরবদের কাছে নিয়ে চল। কেননা, তারা সম্রাটকে হত্যা করতে লজ্জাবোধ করেন। তারা সম্রাটের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানাল।

সম্রাটের কাছে যেসব অলংকার ছিল তা তারা লুণ্ঠন করল এবং সম্রাটকে একটি বস্তায় পুরে নিল ও তাকে গলায় রশি দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করল। তাকে নদীতে ফেলে দিল। কিন্তু লাশ একটি কাঠের সাথে আটকিয়ে গেল। তখন ইলিয়া নামী একজন পাদরী লাশটি গ্রহণ করলেন ও লাশটির প্রতি দয়া ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। কেননা, এ পাদরীর পূর্ব-পুরুষগণ যখন পারস্য সাম্রাজ্যে ছিলেন তখন সম্রাটের পূর্বপুরুষ হতে খৃস্টান হিসেবে সাহায্য সহায়তা পেয়েছিলেন। তারপর তিনি লাশটিকে একটি কফিনে রাখলেন এবং একটি বড় পাথর নির্মিত কফিনে পুনরায় লাশটি সমাধিস্থ করলেন। তাঁর থেকে পাওয়া যাবতীয় অলংকারাদি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। তার অলংকারাদির মধ্য হতে একটি কানের জিনিস হারিয়ে যায় তখন তিনি ঐ শহরের নেতার কাছে লোক পাঠান এবং নেতা তার ক্ষতিপূরণ আদায় করেন।

সম্রাট ইয়াযদগারদের বয়স ছিল ২০ বছর। চার বছর তিনি আরামে ছিলেন। আর বাকি ১৬ বছর তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। বস্তুত তিনিই ছিলেন পারস্যের শেষ সম্রাট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "যখন রোমের সম্রাট ধ্বংস হবে, তারপর আর কোন সম্রাট হবে না। আর পারস্যের সম্রাট যখন ধ্বংস হবে তখন তারপরে আর কোন সম্রাট হবে না। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ; তোমরা তাদের সম্পদ মহান আল্লাহ্র পথে খরচ করবে।

ইমাম বুখারী (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। বিশুদ্ধ হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র যখন পারস্য সম্রাটের কাছে পৌঁছে, তখন তিনি পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অভিশাপ দিলেন এবং বললেন, সম্রাট ও তাঁর সাম্রাজ্য পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে, যেরূপ পত্রটি সে ধ্বংস করেছে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি তা-ই হলো।

এ বছরেই ইব্ন আমির (র) অনেকগুলো বিজয় অর্জন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজয়কৃত দেশের বাসিন্দাগণ সন্ধি ভংগ করে ও পুনরায় পরাজয় বরণ করে সন্ধি স্থাপন করে। অনুরূপভাবে যুদ্ধের মাধ্যমে বহুবিধ বিজয় অর্জিত হয়। সন্ধির মাধ্যমে বিজয়কৃত শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মারভ। বার্ষিক ২২ লক্ষ দিরহাম আদায়ের শর্তে সন্ধি হয়। কেউ কেউ বলেন, ৬২ লক্ষ দিরহাম আদায়ের শর্তে সন্ধি হয়। এ বছরেই হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

৩২ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই আমীর মুয়াবীয়া (রা) রোম সাম্রাজ্যের দেশগুলোতে যুদ্ধ করেন এবং কুসত্তানতানীয়ার প্রণালী পর্যন্ত পৌঁছে যান। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী আতিকাহ (র) ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ফাতিমা বিনত কারযা ইব্ন আবদ আমর ইব্ন নওফল ইব্ন আবদি মন্নাফ। আল্লামা ওয়াকিদী (র) ও আবূ মা'শার (র) উপরোক্ত তথ্য বর্ণনা করেন। এ বছরেই সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) সালমান ইব্ন রাবীয়াহ (র)-কে একটি সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন এবং আল-বাবে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। আর এ এলাকার নায়িব আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহ (র)-কে তাঁর সাহায্য করার জন্যে পত্র লিখেন। সালমান ইব্ন রাবীয়াহ (র) রওয়ানা হন এবং বালাঞ্জার পৌঁছে তা অবরোধ করেন। আর ক্ষেপণাস্ত্র ও পাথর নিক্ষেপকারী যন্ত্রাদি স্থাপন করেন। তারপর বালাঞ্জরের অধিবাসীগণ মুকাবিলায় বের হলেন এবং তাদেরকে তুর্কীরাও সাহায্য করলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হলো।

তুর্কীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পেত। তারা ধারণা করত যে, মুসলমানরা কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। কিন্তু একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে তারা মুসলমানদের উপর হামলা করতে সাহস পেল। আজকের দিনে মুসলমানদের মুকাবিলা হওয়ায় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করে। এ যুদ্ধে আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহ (র) নিহত হন। তাঁকে যুন্নূর বলা হয়। মুসলমানগণ পরাজয় বরণ করে তারা দুইদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দল আল-খাযারের শহরগুলোর দিকে গমন করে এবং অন্য দলটি জিলান ও জুরজান অঞ্চলের দিকে পাড়ি জমান। তাদের মধ্যে ছিলেন আবূ হুরায়রা (রা) ও সালমান ফার্সী (রা)। তুর্কীরা আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহ (র)-এর দেহ নিয়ে যায়। তিনি ছিলেন একজন মুসলিম সর্দার ও যোদ্ধাদের অন্যতম। তাঁর মরদেহ তাঁরা নিজেদের শহরে দাফন করেন এবং আজ পর্যন্ত তার উসীলা করে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন রাবীয়াহ (র) যখন নিহত হন সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) তার পরিবর্তে সালমান ইব্ন রাবীয়াহ (র)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে হযরত উসমান (রা) হাবীব ইব্ন মাসলামা (র)-এর নেতৃত্বে সিরিয়াবাসীদেরকে দিয়ে তাদের সাহায্য করেন। তারপর হাবীব ও সালমান আমীরদ্বয় ঝগড়ায় লিপ্ত হন এবং দুইদল একে অন্যের সাথে মতভেদ করতে থাকে। এটাই ছিল কূফাবাসী ও সিরিয়াবাসীর প্রথম মতবিরোধ। কূফাবাসীর মধ্যে হতে আউস নামে এক কবি এ সম্পর্কে বলেন ঃ

তোমরা যদি আমাদের সালমানকে আঘাত কর আমরা তোমাদের হাবীবকে আঘাত করব। তোমরা যদি হযরত উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)-এর দিকে প্রত্যাগমন কর তাহলে আমরাও

তার দিকে প্রত্যাগমন করব। তোমরা যদি ন্যায়নীতি অবলম্বন কর তাহলে পুরো শহরটি আমাদের আমীরের শহর বলেই গণ্য হবে। আর তিনি বিভিন্ন সামরিক দলের অগ্রগামী আমীর বিবেচিত হবেন। আমরা হব সীমান্তের অভিভাবক এবং আমরাই হব সীমান্তের প্রতিরক্ষা দল। আমাদের শহরের প্রতি যারাই আক্রমণ করবে তাদেরকে আমরা শহর থেকে বিতাড়িত করার জন্যে লাগাতার তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করব এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান করব।

এ বছরেই ইব্ন আমির মারভ আর-রোম, আত-তালিকান, আল-ফারইয়ার আল জুযিজান ও তাখারিস্তান জয় করেন। তবে মারভ আর-রোমে ইব্ন আমির (রা) আহনাফ ইব্ন কাইস (র)-কে প্রেরণ করেন। তিনি শহরটি অবরোধ করেন শহরবাসী মুকাবিলার জন্যে এগিয়ে আসেন এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুসলিম সেনাপতি শত্রু সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে দেন। আর তাদেরকে তাদের দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। তারপর তারা বিপুল অর্থ আদায় এবং আবাদকৃত জমির কর আদায়ের শর্তে সন্ধিতে উপনীত হন। আর এটাও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সম্রাট যে জমি পৃথক করে রেখেছিলেন তা মারভের শাসনকর্তা মিরযাবানের পিতাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কেননা, মিরযাবানকে সাপে দংশন করেছিল। আর এ সাপ রাস্তাঘাট ও লোকালয়ে চলাফেরা করত।

উপরোক্ত শর্তসমূহের প্রেক্ষিতে আহনাফ (র) তাদের সাথে সন্ধি করেন। আর বাসিন্দাদেরকে একটি নিরাপত্তা নামা লিখেছিলেন। তারপর আহনাফ (র) আল-আকরা ইব্ন হারিস (র)-কে আল-জুযিজানের প্রতি প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবার পর, তাতে তিনিই জয়লাভ করেন। আবূ কাসীর আন-নাহশালী এ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ আল জুযিজানে যুবকদের যখন যুদ্ধ শুরু হয় মেঘ-বৃষ্টিতে তারা সিঞ্চিত হন। রিসতাক খাওত হতে কাসরীন পর্যন্ত সেখানে ছিল আল আকরা আবূ দহমের কর্তৃত্ব।

তারপর আহনাফ (র) মারভ আর-রোম হতে বালখ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি তাদেরকে অবরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত বার্ষিক চার লক্ষ দিরহাম আদায় সাপেক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। তিনি তার চাচাতো ভাই উসাইদ ইব্ন আল মুশাম্মাসকে সম্পদ আহরণের দায়িত্ব প্রদান করেন। তারপর তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হলেন কিন্তু শীতের ঠাণ্ডা তাকে আক্রমণ করল। তিনি সাথীদের বললেন, তোমরা কি চাও? তারা বললেন, আমর ইব্ন মাদীকারাব ইতিমধ্যে তার প্রতি উত্তর দিয়েছেন। "যদি তুমি কোন কাজ না করতে পার তাহলে তা আপাতত রেখে দাও। তারপর তাকে চেষ্টার মাধ্যমে ঐ পর্যায় পৌঁছাও যেখানে তুমি তাকে আয়ত্তে আনতে পারবে।"

তারপর আহনাফ (র) বালখের দিকে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেন। শীতকাল তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এরপর আমীরের কাছে ফিরে আসেন। ইব্ন আমিরকে বলা হলো, তোমার আমলে যতদূর বিজয় সংঘটিত হয়েছে অন্য কারোর সময়ে তা হয়নি। যেমন ফারিস, কিরমান, সিজিস্তান ও আমির খুরাসান। তিনি বললেন, অবশ্যই। এটার জন্যে মহান আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়াস্বরূপ আমার এ জায়গা থেকে আমি উমরার নিয়ত করবো। কাজেই, আমি নিশাপুর থেকে উমরার ইহরাম বাঁধবো। যখন তিনি হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান

(রা)-এর কাছে আগমন করেন তখন উসমান (রা) তাকে খুরাসান হতে ইহরাম বাঁধার জন্যে তিরস্কার করেন।

এ বছরেই কারিন ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসল। চার হাজার সৈন্য নিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিম (র) তার মুকাবিলা করলেন। অগ্রবর্তী দলে ৬শ নির্ধারণ করা হলো আর প্রত্যেককে বর্শার মাথায় অগ্নি বহন করার জন্যে আদেশ দেওয়া হলো। তারা মধ্যরাতে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হল এবং রাতের বেলায় তাদের কাছে পৌঁছল ও ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসল। অগ্রগামী দল শত্রু সৈন্যদের উপর অতর্কিতে হামলা করল। তারা এদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিম (র) তাঁর সাথে অবস্থানরত মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো ও শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি হলো। তখন মুশরিকগণ পলায়ন করতে লাগল। মুসলমানগণ তাদের পিছু ধাওয়া করল এবং যাকে যেখানে ও যেভাবে পেল হত্যা করতে লাগল। বহু বন্দী ও প্রচুর সম্পদ গনীমত হিসেবে অর্জিত হলো। তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিম (র) বিজয়ের সংবাদসহ ইব্ন আমির (র)-এর কাছে লোক প্রেরণ করলেন। তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে খুরাসানে বহাল করেন। পূর্বে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এরপর সেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিম (র) বলবৎ থাকেন।

এ বছর যেসব ব্যক্তিত্ব ওফাত গ্রহণ করেন তাদের বিবরণ

আল-আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)

তার পূর্ণ নাম আবুল ফযল আল-আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদি মন্নাফ আল-কারাশী আল-হাশিমী আল-মাক্কী। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চাচা এবং আব্বাসী খলীফাদের পিতা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে দুইবছর কিংবা তিন বছরের বড় ছিলেন। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি বন্দী হয়ে আসেন। তাপর তিনি তাঁর নিজের এবং দুই ভাইয়ের ছেলে আকীল ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও নওফল ইব্ন আল-হারিস এর মুক্তিপণ আদায় করেন। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন তিনি বন্দী হয়ে আসেন ও তিনি শৃংখলে আটক ছিলেন। আর লোকজনের জন্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত রইলেন, ঘুমাতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কি হলো? তিনি বলেন, আমি আব্বাস (রা)-এর শৃংখলের যন্ত্রণার আওয়াজ শুনছি। এজন্যে ঘুমাতে পারছি না। মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন এবং আব্বাস (রা)-কে শৃংখল মুক্ত করেছিলেন। ফলে তাঁর যন্ত্রণার উপশম হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও ঘুমালেন। তারপর তিনি পবিত্র মক্কা বিজয়ের বছর মুসলমান হন ও আল-জুহফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে প্রত্যাবর্তন করেন ও পবিত্র মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুমতিক্রমে পবিত্র মক্কায় বসবাস করতেন। যেমন এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সম্মান করতেন, তাযীম করতেন ও সন্তানের পক্ষ থেকে পিতার মর্যাদা দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন তিনি আমার বাপ-দাদার অবশিষ্ট। তিনি ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে অধিক ঘনিষ্ঠতা রক্ষাকারী এবং তাদের মধ্যে অধিক প্রিয় ব্যক্তি। তিনি

ছিলেন বুদ্ধিমান ও পরিপূর্ণ আকলের অধিকারী। তিনি ছিলেন লম্বা, সুন্দর, সাদা ও কোমল ত্বকের অধিকারী। তিনি দুই পলকের অধিকারী। মেয়ে ব্যতীত তার ছিল দশটি ছেলে সন্তান। তারা হলেন ঃ তামাম (সবচেয়ে ছোট ছেলে), আল-হারিস, আবদুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ, আউন, আবদুর রহমান, আল-ফযল, কাসাম, কাসীর ও মা'বাদ। তাঁর গোলামের ৭০জনকে তিনি আযাদ করে দিয়েছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্বাস (রা)-এর জন্যে বলেন, ইনি আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। কুরাইশদের মধ্যে অধিক দানশীল এবং অধিক ঘনিষ্ঠতা রক্ষাকারী। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর (রা)-কে বলেন, যখন তিনি তাকে সাদকা আদায়ের জন্যে প্রেরণ করেন, বলা হলো যে, ইব্ন জামীল, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এবং আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাচা যাকাত দেওয়া হতে বিরত রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইব্ন জামীল সাদকা আদায় থেকে বিরত রয়েছে। কারণ সে ছিল দরিদ্র তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দিয়েছেন। তবে খালিদ (রা)-এর উপর তোমরা জুলুম করছ। কেননা, সে তার জামা-কাপড় ও সহায়-সম্পদ মহান আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিয়েছে। আর আব্বাস (রা), তার সাদকা আমার যিম্মায় রইল এবং তার সমান আরো একগুণ সাদকা প্রদান আমার যিম্মায় রইল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "হে উমর ! তুমি কি জান না, কোন লোকের চাচা, তার পিতার সমতুল্য!"

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, একবার হযরত উমর (রা) ইসতিসকাহ নামাযের জন্যে বের হলেন এবং আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পানির প্রার্থনা করলেন। তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্ ! আমাদের যখন দুর্ভিক্ষ হতো তখন আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে তোমার কাছে বৃষ্টির জন্যে আহ্বান করতাম এবং তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করতে। এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করছি।

বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে তাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করা হতো। আরো কথিত আছে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) যখন আব্বাস (রা)-এর নিকট হয়ে গমন করতেন তখন তারা দু'জনেই হযরত আব্বাস (রা)-এর সম্মানার্থে সওয়ারী হতে নেমে যেতেন। আল্লামা ওয়াকিদী (র) ও অন্যরা বলেন, আব্বাস (রা) জুমার দিন রজবের ১২ তারিখ ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, ৩২ হিজরীর রমযান মাসে ৮৮ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান এবং তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, ৩৪ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর কৃতিত্ব ও গুণাবলী অনেক।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)

তার পূর্ণ নাম আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ ইব্ন গাফিল ইব্ন হাবীব ইব্ন সামাহ ইব্ন ফার ইব্ন মাখযূম ইব্ন সাহিলাহ ইব্ন কাহিল ইব্ন আল-হারিস ইব্ন তাইম ইব্ন

সা'দ ইব্‌ন হুযাইল ইব্‌ন মুদরিকাহ ইব্‌ন ইলিয়াস ইব্‌ন মুদার আল-হায়ালী। তিনি বনু যুহরার মিত্র ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কারণ হলো নিম্নরূপ ঃ

একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) তাঁর কাছ দিয়ে কোথায় যেন যেতেছিলেন। তিনি বকরী চরাতে ছিলেন। তারা দু'জন তাঁর কাছে দুধ চাইল। তখন তিনি বললেন, 'আমি আমানতদার।' বর্ণনাকারী বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি স্ত্রী বকরী বাচ্চাকে ধরলেন যার সাথে পুরুষ বকরী এখনও সঙ্গম করেনি। তাকে আটক করেন। তারপর তিনি এটাকে দোহন করেন ও এটার দুধ পান করেন এবং আবূ বকর (রা)-কে দুধপান করান। তারপর তিনি ওলানকে বললেন, সংকুচিত হয়ে যাও। তখন তা সংকুচিত হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললাম, আমাকে এ দু'আটি শিক্ষা দিন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "নিশ্চয়ই তুমি একজন শিক্ষিত যুবক।" (আল-হাদীস)

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ইয়াহ্ইয়া ও তার পিতা উরওয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর পবিত্র মক্কার বাইতুল্লাহ শরীফে কুরআন মজীদ উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন। আর কুরাইশরা ছিল বাইতুল্লাহর আঙ্গিনায়। তিনি সূরায়ে আর-রহমান তিলাওয়াত করেন। তিনি বলেন, দয়াময় আল্লাহ্। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। এ কথা শোনার পর কুরাইশরা তাঁর দিকে দৌড়িয়ে আসে এবং তাকে বেদম প্রহার করে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জুতা ও মিসওয়াক বহন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন, 'আমি তোমাকে আমার গোপন কথা শোনার অনুমতি দিলাম।' এজন্যই তাকে বলা হতো 'সাহিবুস সিওয়াক ওয়াল বিসাদ' অর্থাৎ মিসওয়াক ও বালিশ বহনকারী।

তিনি হাবশায় হিজরত করেন এবং পরে পবিত্র মক্কা ফিরে আসেন। তারপর পবিত্র মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর তিনিই উক্ত যুদ্ধে আবূ জেহেলকে আফরার দুই ছেলে আঘাত করার পর হত্যা করেন। তিনি অন্যান্য অবশিষ্ট যুদ্ধগুলোতে যোগদান করেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন, 'আমার নিকট তুমি কুরআন তিলাওয়াত কর।' তিনি বললেন, 'আমি কি আপনার নিকট কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি, যে কুরআন খোদ আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে?'

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ কুরআন অন্য লোক থেকে শুনতে আমার বড় ভাল লাগে। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সূরায়ে নিসার প্রথম থেকে তিলাওয়াত শুরু করেন। যখন তিনি নিম্ন বর্ণিত আয়াত তিলাওয়াত করেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং বললেন, এ পর্যন্তই থেমে যাও। আয়াত হলো ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا -

অর্থাৎ, যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে? (সূরা নিসা- ৪১)

আবূ মূসা আশয়ারী (রা) বলেন, আমি ও আমার ভাই ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করলাম এবং নবী ﷺ-এর ঘরে বেশি বেশি যাতায়াতের জন্যে আমরা ধারণা করতে লাগলাম যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ও তাঁর মাতা নবী পরিবারের সদস্য।

হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চালচলন, আচার-আচরণ ও চেহারা-সুরতে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংরক্ষিত ও প্রবীণ সাহাবায়ে কিরাম জানেন যে, ইব্ন উম্মে আবদ (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ সাহাবাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিকটতম। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'তোমরা ইব্ন উম্মে আবদের আদর্শ ও চুক্তিপত্রকে আঁকড়িয়ে ধর।'

ইমাম আহমদ (র) ..... আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন ইব্ন মাসউদ (রা) কাবাত নামী এক পাকা ফল সংগ্রহের জন্যে গাছে উঠলেন। লোকজন তাঁর সরু পায়ের গোছ দেখে অবাক হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! হাশরের দিন এ সরু গোছাগুলো অন্যদের গোছা হতে অধিক ভারী হবে।" হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর খাটো আকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন ও খতিয়ে দেখতে লাগলেন যার উচ্চতা ছিল একটি উপবিষ্ট লোকের উচ্চতার সমান। তারপর তিনি বলেন, এটা এমন একটি দেওয়াল যা জ্ঞানে পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পরও তিনি বহুযুদ্ধ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ইয়ারমুক উল্লেখযোগ্য। হজ্জ পালন শেষে তিনি ইরাক থেকে রাবযাহ যেতে ছিলেন। সেখানে তিনি আবূ যর (রা)-এর ওফাত ও দাফন লক্ষ্য করেন। তারপর তিনি পবিত্র মদীনা গমন করেন ও সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (র) তাকে দেখতে পান।

কথিত আছে যে, তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার অভিযোগ কি ? উত্তরে তিনি বলেন, "আমার পাপ।" তিনি বলেন, তুমি এখন কি চাও ? তিনি বললেন, "আমার প্রতিপালকের রহমত।" তিনি বলেন, "তোমার জন্যে কি একজন চিকিৎসক ডেকে আনব ?" তিনি বলেন, "চিকিৎসকই তো আমাকে অসুস্থ করেছেন।" তিনি বলেন, "আমি কি তোমার ভাতা প্রদানের নির্দেশ দেব ?" তিনি তা দুই বছর যাবত নিচ্ছেন না। তিনি উত্তরে বলেন, এটার আমার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, "তাহলে এটা তোমার পরে তোমার মেয়েদের জন্যে হবে একটি অবলম্বন।" তিনি বলেন, "তুমি কি আমার মেয়েদের অভাবের জন্যে ভয় করছ ? আমি আমার মেয়েদেরকে আদেশ দিয়েছি তারা যেন প্রতি রাতে সূরায়ে আল-ওয়াকিয়াহ তিলাওয়াত করে।

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি প্রতিরাতে সূরায়ে আল-ওয়াকিয়াহ তিলাওয়াত করবে তার কখনও অভাব অনটন হবে না।" হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে ওসীয়ত করেন। কথিত আছে যে, যুবাইর (রা) রাতে তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করেন। এর জন্যে হযরত উসমান (রা) হযরত যুবাইর (রা)-কে তিরস্কার করেন। কেই কেউ বলেন, বরং হযরত উসমান (রা) তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, "আম্মার (রা) তার সালাতে জানাযা পড়ান।" মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছরের অধিক।

আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্ন আউফ ইব্ন আবদ আউফ ইব্ন আবদুল হারিস ইব্ন যুহরাহ ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্রাহ আল-কারাশী আয-যুহরী। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হাবশায় হিজরত করেন। তারপর পবিত্র মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সা'দ ইব্ন আররাবী-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তিনি বদর ও পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বনূ কালবের কাছে আমীর হিসেবে প্রেরণ করেন এবং শোভা বর্ধনের জন্যে তাঁর দুই স্কন্ধে সূত্রগুচ্ছ ঝুলিয়ে দেন। উদ্দেশ্য হলো এটা যেন তাঁর আমীর নিযুক্ত হওয়ার চিহ্ন হিসেবে কাজ করে। তিনি ছিলেন ঐ দশজনের অন্যতম যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন ঐ আটজনের অন্যতম যারা ইসলামের প্রবীণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন এ ছয়জনের অন্যতম যাদেরকে মজলিসে শূরার সদস্য হিসেবে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আবার ঐ তিনজনের অন্যতম যাদের কাছে খিলাফত নির্ধারণের সর্বশেষ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তারপর তিনিই ঐ ব্যক্তি যিনি হযরত উসমান (রা)-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

কোন এক যুদ্ধে তিনি ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বাক্-বিতণ্ডা করেন। কথায় খালিদ (রা) তাঁর প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছার পর তিনি বলেন, আমার আসহাবকে গালিগালাজ করো না। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি উহুদ পাহাড়ের পরিমাণ স্বর্ণও মহান আল্লাহর পথে দান করে তাহলে তাদের এক মুদ (চার গ্যালন) কিংবা তার অর্ধেকের দানের সমান হবে না। আর এটা বিশুদ্ধ হাদীস।

আল্লামা মামার (র) ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাঁর মালের এক অংশ সাদকা করেন তার পরিমাণ ছিল চার হাজার দীনার। তার পর তিনি চল্লিশ হাজার দীনার সাদকা প্রদান করেন। তারপর আবার চল্লিশ হাজার দীনার সাদকা প্রদান করেন। তারপর পাঁচশ ঘোড়ার বোঝা মালামাল মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। তারপর পাঁচশ' উটের বোঝা মালামাল মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি তাঁর সম্পদ অর্জন করেন।

আবদুল হামীদ (র) তাঁর মুসনাদে ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) যখন হিজরত করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। হযরত উসমান (রা) তাঁকে বললেন, "আমার দুটো বাগান রয়েছে তার মধ্যে তোমার যেটা ইচ্ছা তোমার জন্যে নির্বাচিত করতে পার। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দুই বাগানে বরকত দান করুন আমি এর জন্যে ইসলাম কবূল করি নাই। আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে বাজার দেখিয়ে দিলেন। তিনি ঘি,পনির-চামড়া

বেচা-কেনা করতেন। এভাবে তিনি সম্পদ সংগ্রহ করেন। তিনি বিয়ে করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আগমন করেন ও সংবাদ দেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাকে মহান আল্লাহ বরকত দান করুন, একটি বকরী দিয়ে হলেও তুমি ওয়ালীমা কর। বর্ণনাকারী বলেন, "তার অনেক সম্পদ সংগৃহীত হলো এমনকি সাতশ' উটের বোঝা সম্পদ তার অর্জিত হলো। এগুলো ছিল গম, আটা ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের বোঝা। বর্ণনাকারী আরো বলেন, যখন উটগুলো বোঝা নিয়ে পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করল, তখন পবিত্র মদীনার মধ্যে একটি আলোড়নের সৃষ্টি হলো। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, এটা কিসের হট্টগোল? তাঁকে বলা হলো, যানবাহনের কাফেলা আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর সাতশ উট গম, আটা ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে পবিত্র মদীনা পৌঁছেছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর কাছে এ হাদীসটির সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বললেন, 'হে আমাদের মা! আমি আপনার কাছে কথা দিচ্ছি যে, এ উটগুলো ও তাদের বোঝা, হাওদা ও জিনের রশিগুলো পর্যন্ত মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম।'

ইমাম আহমদ (র) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর স্বীয় ঘরে অবস্থান করছিলেন, এমন সনময় তিনি পবিত্র মদীনায় গোলমাল শুনতে পেলেন এবং বললেন, এটা কিসের গোলমাল? লোকজন বললেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর কাফেলা খাদ্য-দ্রব্য বহন করে সিরিয়া থেকে পবিত্র মদীনায় পৌঁছেছে। এ জন্যেই এরূপ গোলমাল শোনা যাচ্ছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেছি।" এ হাদীসের সংবাদ হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বলেন, 'আমি দাঁড়িয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার চেষ্টা করব।' এ বলে তিনি সমস্ত উট, বোঝা ও জিনসহ মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন।

উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এক স্তরে শুধু একজন বর্ণনাকারী দেখা যায়। আর তিনি বলেন, আম্মারাহ ইব্‌ন যাজান আস-সাইদালানী। আর তিনি হলেন ধীশক্তিতে দুর্বল। আবদুল হামীদ কর্তৃক বর্ণিত হাসীসে যে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ও উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেন।" এটা একেবারেই ভুল এবং বিশুদ্ধ বর্ণনার পরিপন্থী যা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মধ্যে ও সা'দ ইব্‌ন আর-রাবী আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন। আরো বিশুদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক ভ্রমণে ফজরের দ্বিতীয় রাকাত নামায হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর পেছনে পড়েছেন। এটা এত বড় একটি ফযীলত যার তুলনা হয় না।

তার যখন ইনতিকালের সময় নিকটবর্তী হয় তখন তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা তখনও দুনিয়ায় বেঁচেছিলেন তাদের প্রত্যেককে ৪০০ দীনার করে দান করার ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। আর তখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর অবশিষ্ট সংখ্যা ছিল

একশ' জন। তাঁরা সকলে এ দান গ্রহণ করেন। এমনকি হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)ও তাঁদের অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আলী (রা) বলেছিলেন, যাও, হে ইব্ন আউফ! তুমি তোমার সম্পদের শ্রেষ্ঠাংশ পেয়ে গেলে এবং সম্পদের অসারতাকে পরাভূত করলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রত্যেককেই বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য তিনি ওসীয়ত করে যান। এমনকি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এ প্রেক্ষিতে বলেন ঃ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ السَّلْسَبِيْلِ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের শীতল বিশুদ্ধ পানি পান করতে দিন।" তিনি তাঁর মালিকানাধীন একদল গোলামকে আযাদ করে দেন। এ সবের পরেও তিনি বিপুল সম্পদ রেখে যান। এসব সম্পদের কিছু রয়েছে স্বর্ণের টুকরো যা ব্যবহারী কুড়াল দ্বারা টুকরা করতে গিয়ে মানুষের হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। তিনি এক হাজার উট ও একশ' ঘোড়া রেখে গেছেন। আবার ময়দানে চরার জন্যে রেখে গেছেন ৩ হাজার ভেড়া-বকরী। তাঁর চারজন স্ত্রী ছিলেন। একজনের সাথে আটের এক ভাগের চারের এক অংশ দিয়ে সন্ধি হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল ৮০,০০০ দীনার। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন উসমান ইব্ন আফফান (রা) তার সালাতে জানাযা পড়ান। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তার জানাযা উঠান। জান্নাতুল বাকীতে তাকে ৭৫ বছর বয়সে দাফন করা হয়। তাঁর গায়ের রং ছিল সাদা-লাল মিশ্রিত। তিনি ছিলেন সুন্দর চেহারা, কোমল চামড়া, লম্বা লম্বা বাঁকা চোখের পাতা, কানের নিচে পর্যন্ত লম্বা চুল, মোটা দুই হাত ও পুরু আঙ্গুলের অধিকারী। তিনি সাদাচুল রঙিন করতেন না।

আবূ যর আল-গিফারী (রা)

প্রসিদ্ধ মতে তাঁর নাম জুন্দর ইব্ন জানাদা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। কাজেই তিনি ছিলেন চার-এর চতুর্থ কিংবা পাঁচ-এর পঞ্চম। হিজরতের পূর্বে তার মুসলমান হওয়ার ঘটনা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইসলামের অভিবাদন জানান। তারপর তিনি তার শহরে ও তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন। পবিত্র মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করেন। খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি হিজরত করেন। তারপর মুসাফির ও মুকীম উভয় অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে কাটান। তাঁর থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আর তাঁর ফযীলত বর্ণনার্থে বহু হাদীস রয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে একটি হলো হযরত আ'মাশ (র) হতে বর্ণিত। তিনি ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, আবূ যর (রা) হতে অধিক সত্যবাদী এ দুনিয়াতে আর কেউ নেই। এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেন ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইনতিকাল করেন, তখন তিনি সিরিয়া চলে যান। হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রা)-এর সাথে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রা) ও তাঁর মধ্যে বিতর্ক সংঘটিত হওয়ার পর হযরত উসমান (রা) তাঁকে পবিত্র মদীনায় ডেকে পাঠান। এরপর তিনি রাবযায় আগমন করেন ও সেখানেই

বসবাস করেন। এ বছরের যুল-হাজ্জাহ্ মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর কাছে ছিল না। তাঁকে দাফন করার তাদের সমর্থ ছিল না। এমন সময় আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাঁর সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে ইরাক হতে তথায় উপস্থিত হন। তারা তার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি তাদেরকে ওসীয়ত করেন, তারা কিভাবে তাঁর দাফন-কাফন সম্পন্ন করবেন।

কেউ কেউ বলেন, তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর আগমন করেছিলেন। তবে তাঁরা তাঁর গোসল ও দাফনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর মেহ্‌মানদের জন্যে বকরী রান্না করে তাদেরকে রীতিমত আপ্যায়ন করে। হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) তাঁর পরিবারের কাছে লোক পাঠান, যিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে খলীফার পরিবারের সাথে সাক্ষাত করান।

৩৩ হিজরীর প্রারম্ভ

আল্লামা আবূ মা'শার (র)-এর মতে এ বছরেই সাইপ্রাস বিজয় হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ইতিহাসবিদগণ তাঁর বিরোধিতা করে বলেন, সাইপ্রাস এর পূর্বে বিজয় হয়েছিল। এ সনেই আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারহ (র) দ্বিতীয়বার আফ্রিকা জয়লাভ করেন। কেননা পূর্বে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছিল, তার অধিবাসীরা এ সনেই আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) কুফার একদল কারীকে সিরিয়া প্রেরণ করেন। তার কারণ হলো ঃ তারা সাঈদ ইব্‌ন আমির (রা)-এর মজলিসে যোগদান করে অশোভনীয় কথাবার্তার অবতারণা করেছিল। তাই সাঈদ ইব্‌ন আমির (রা) তাদের সম্বন্ধে উসমান (রা)-এর কাছে পত্র লিখেন এবং তাদেরকে কূফা হতে সিরিয়ায় বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন।

হযরত উসমান (রা) সিরিয়ার আমীর হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রা)-এর নিকট পত্র লিখে বলেন, তোমার কাছে কূফার একদল কারীকে প্রেরণ করা হলো। তুমি তাদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করবে, তাদেরকে সম্মান করবে এবং তাদের মনোরঞ্জন করবে। যখন তারা সিরিয়ায় আগমন করল আমীর মুয়াবীয়া (রা) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাদের সম্মান করলেন এবং তাদের সাথে মিলিত হলেন। তাদেরকে নসীহত করলেন এবং তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের অনুসরণ ও বিচ্ছিন্নতা পরিহার ইত্যাদির পরামর্শ দিলেন। তাদের মধ্যে যারা বাকপটু ও অনুবাদক তারা তাঁর প্রতি উত্তর দেন। তবে তাদের কথাবার্তায় ছিল নোংরামি ও ভদ্রতা বিবর্জিত। কিন্তু আমীর মুয়াবীয়া (রা) তার ধৈর্যের সাক্ষ্যস্বরূপ তাদের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করলেন। আর কুরাইশদের প্রশংসা শুরু করলেন। তারাও এটার প্রতি খুব প্রলুব্ধ ছিল। আবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা, গুণাবলী আলোচনা, সালাত ও সালাম পেশ করতে লাগলেন।

আমীর মুয়াবীয়া (রা) তাঁর পিতাকে নিয়ে গর্ব করতে লাগলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার মর্যাদা নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। আর কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, জনগণ যদি সকলে মিলে সন্তান উৎপাদন করে তবে আবূ সুফিয়ানের ন্যায় এরূপ বিজ্ঞলোকের জন্ম দেওয়া সম্ভব

হবে না। সা'সাহ ইব্ন সুহান বলে উঠলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। জনগণ তোমার পিতা আবূ সুফিয়ান থেকে উত্তম লোককে জন্ম দিয়েছে। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের হুকুম দিয়েছেন যেন তাঁকে সিজদা করে।

তারপর দেখা গেল, এ কারীদের মধ্যে ভাল, মন্দ, বোকা ও চালাক সব রকমের লোকই আছে, তারপর তিনি তাদেরকে দ্বিতীয়বার নসীহত করলেন। কিন্তু তারা তাদের বর্বরতা ও অসভ্যতায় মত্ত রইল এবং তাদের বোকামি ও নির্বুদ্ধিতায় রত রইল। এ প্রেক্ষিতে তিনি তাদেরকে তার শহর থেকে বহিষ্কার করেন এবং তাদেরকে সিরিয়ার সীমানা হতে বিতাড়িত করেন যাকে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাদের অধিকাংশ, কথা-বার্তায় তারা কুরাইশদের মান-ইয্যত ক্ষুণ্ন করেছে। আর ইসলামের সাহায্য-সহায়তা প্রদান ও সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটন করার ক্ষেত্রে তাদের যেরূপ ভূমিকা থাকা দরকার তারা সেই বিষয়ে মোটেই তোয়াক্কা করেনি বরং তা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। তারা তাদের আচরণে অন্যদের সম্মানহানি, দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ, মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদির মধ্যে তারা দিনরাত ব্যস্ত রয়েছে। তারা হযরত উসমান (রা) এবং সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। তারা সংখ্যায় ছিল দশজন, কেউ কেউ বলেন, নয়জন। আর এটাই বেশি গ্রহণীয়। তারা হলেন ঃ

কুমীল ইব্ন যিয়াদ, আল-আশতার আন্নাখয়ী যাঁর নাম ছিল মালিক ইব্ন ইয়াযীদ, আল-কামাহ ইব্ন কাইস, আন্নাখয়ীয়ান, সাবিত ইব্ন কাইস আন্নাখয়ী, জুন্দব ইব্ন যুহাইর আল-আমিরী, জুন্দব ইব্ন কা'ব আল-ইযদী, উরওয়াহ ইব্ন আল-জা'দ ও আমর ইব্ন আল-হুমক আল-খাযায়ী। যখন তারা দামেশ্ক হতে বহিষ্কার হলেন তখন তারা আলজেরীয়ায় আশ্রয় নিলেন। তাদের সাথে আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ (র) সাক্ষাত করেন। তিনি ছিলেন আলজেরীয়ার নায়িব। তারপর তিনি হিম্স অভিমুখী হলেন। তিনি তাদেরকে ধমক দিলেন এবং চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকতে বললেন। তারা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এবং তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াতে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। তিনি তাদের জন্য দু'আ করলেন এবং তাদের নেতা হিসেবে আল-আশতার আন-নাখয়ীকে তাদের পক্ষ হয়ে ওযর পেশ করার জন্য হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের পক্ষ থেকে তাদের এ ক্ষমা প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাদেরকে এ অঞ্চলের যেকোন স্থানে তাদের ইচ্ছানুযায়ী বসবাস করার অনুমতি দিলেন। তারা আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ (র)-এর সাহচর্যে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা হিম্স শহরে আগমন করে। তাদেরকে তিনি উপকূলীয় এলাকায় থাকার আদেশ দিলেন এবং তাদের ভাতাও নির্ধারণ করে দিলেন।

এরূপও কথিত আছে যে, আমীর মুয়াবীয়া (রা) যখন তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন তখন তিনি তাদের সম্পর্কে উসমান (রা)-এর কাছে পত্র লিখেন। পত্রের উত্তরে আবার হযরত উসমান (রা) লিখলেন তিনি যেন তাদেরকে কূফায় সাঈদ ইবনুল 'আসের কাছে প্রেরণ করেন। আদেশ

পালনার্থে তাদেরকে তিনি তথায় প্রেরণ করেন। যখন তারা সেখানে প্রত্যাবর্তন করে তখন ছিল বছরের সবচেয়ে বেশি দুর্যোগময় সময় এবং তারাও তাদেরকে অত্যন্ত মন্দ বলে প্রমাণ করে। তাই সাঈদ ইবনুল 'আস (র) তাদের বিরুদ্ধে উসমান (রা)-এর কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি তাদেরকে তাদের রাস্তার নিরাপত্তাসহ হিম্‌সে আবদুর রহমান ইব্‌ন খালীদ ইব্‌ন আল-ওয়ালীদের কাছে প্রেরণ করার জন্যে সাঈদ ইবনুল 'আসকে নির্দেশ দেন।

এ সালেই হযরত উসমান (রা) কয়েকজন বসরাবাসীকে ন্যায়সঙ্গত কারণে সিরিয়ায় ও মিসরে প্রেরণ করেন। তারা তাঁর (খলীফা) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং তাঁকে ক্ষমতা হতে অপসারণ করার আন্দোলনের ক্ষেত্রে শত্রুদের সাহায্য-সহায়তা করেছে। আর এ কাজে তারা অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছে। অথচ তিনি অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ণ ও সঠিক পথের অনুসারী। আর এ সনেই হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) জনগণকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তা মঞ্জুর করুন।

৩৪ হিজরীর প্রারম্ভ

আবূ মা'শার (র) বলেন ঃ এ সনেই সাওয়ারীর ঘটনা ঘটে। তবে এ ব্যাপারে অন্যদের কথা সঠিক। তারা বলেন, এ ঘটনাটি এর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সনেই হযরত উসমান (রা)-এর আনুগত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। তাদের অধিকাংশই ছিল কূফাবাসী। তারা এখন কূফা হতে বিতাড়িত হয়ে হিম্‌স নগরীতে আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সাহচর্যে অবস্থান করছে। তারা কূফার আমীর সাঈদ ইবনুল 'আস (র)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং তারা তাঁর ও হযরত উসমান (রা)-এর অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। তারা হযরত উসমান (রা)-এর কাছে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। এই প্রতিনিধিগণ হযরত উসমান (রা)-এর সাথে বাক্-বিতণ্ডা করেছে এবং বহু সাহাবীকে বরখাস্ত ও খলীফার আত্মীয়-স্বজন, বনু উমাইয়ার একদল লোককে আমীর নিযুক্ত করা ইত্যাদি সম্পর্কে খলীফার সাথে আলোচনা করেছে এবং খলীফার সাথে রূঢ় সংলাপ করেছে। তারা তাঁর কাছে দাবি করেছে যেন তিনি তার কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করেন ও তাদের পরিবর্তে প্রবীণ সাহাবীগণকে নিযুক্ত করেন।

হযরত উসমান (রা) এতে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের আমীরদের কাছে দূত প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করার লক্ষ্যে তাঁর কাছে হাযির হওয়ার জন্যে খলীফা তাদেরকে জরুরী নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশ পালনার্থে যারা তাঁর কাছে উপস্থিত হন তারা হলেন নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ঃ সিরিয়ার আমীর মুয়াবীয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা), মিসরের আমীর আমর ইবনুল 'আস (রা), মরক্কোর আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন আবূ সারহ (র), কূফার আমীর সাঈদ ইবনুল 'আস (র), বসরার আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির (র)। খলীফা তাদের সাথে বর্তমান পরিস্থিতি ও অনৈক্যের সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ চান। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির (র) ইংগিত করলেন যেন খলীফা তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিভোর রাখেন।

তাহলে তারা খারাপ কাজ হতে বিরত থাকবে। প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে চিন্তিত থাকবে। কে কোথায় গেল বা কে কি নিয়ে আসল তা চিন্তা করার তাদের সময় থাকবে না।

অধিকাংশ লোকই যখন তারা অবসর থাকে, তাদের কোন কাজ থাকে না, তখন তারা অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় এবং আজেবাজে কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে আর যখন তাদেরকে কাজকর্মে নিয়োজিত করে বিভক্ত রাখা যায় তখন তাদের দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় এবং তারা নিজেরাও উপকৃত হয়। সাঈদ ইবনুল 'আস (র) বলেন, খলীফা যেন সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটন করেন এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। আমীর মুয়াবীয়া (রা) বলেন, খলীফা যেন কর্মচারীদেরকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় কর্তব্য কাজে পাঠিয়ে দেন এবং ঐ সব লোকের প্রতি যেন খলীফা কোন ভ্রূক্ষেপ না করেন। আর তারা খলীফার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছে তারা কিছুই করতে পারবে না। কেননা, তারা সংখ্যায় কম এবং শক্তিতে নগণ্য।

আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ বলেন, খলীফা যেন তাদেরকে সম্পদ দিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করেন। এ সম্পদ পেয়ে তারা তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং খলীফা তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবেন। আর তাদের অন্তরও খলীফার প্রতি আকৃষ্ট থাকবে। আমর ইবনুল 'আস (রা) দণ্ডায়মান হলেন এবং তারপর বললেন, "হে উসমান (রা)! জনগণ যা খারাপ মনে করে বা জনগণ যা চায় না তুমি তার শিকার হয়ে পড়েছ। তারা যা খারাপ মনে করে তার থেকে তুমি সরে যাও, অথবা এগিয়ে যাও এবং তোমার কর্মচারীদেরকে তাদের পদমর্যাদা থেকে নামিয়ে দাও। খলীফাকে তিনি এমন এমন কথা বললেন যা ছিল অত্যন্ত রূঢ়। তারপর তিনি খলীফার কাছে গোপনে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, এসব কথা তাকে এ জন্যে বলা হয়েছে যাতে লোকজনের মধ্যে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা অন্যদেরকে জানিয়ে দেবে যারা এখানে উপস্থিত নাই। আর তারা সকলে হযরত উসমান (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তারপর উসমান (রা) তার কর্মচারীদেরকে তাদের স্ব-স্ব পদে বহাল রাখেন আর বিদ্রোহীদেরকে সম্পদ দ্বারা মনোরঞ্জন করেন। আমীরদেরকে হুকুম দেন তারা যেন যোদ্ধাদেরকে সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি সবগুলো পরামর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

শাসকগণ যখন তাদের এলাকায় ফিরে গেলেন তখন কূফাবাসীরা সাঈদ ইবনুল 'আস (র)-কে কূফায় প্রবেশে বাধা দান করে। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয় এবং শপথ করে যে, তারা সাঈদ ইবনুল 'আস (র)-কে কখনও কূফায় ঢুকতে দিবেন না। আর খলীফা উসমান (রা) যেন তাকে বরখাস্ত করেন এবং আবূ মূসা আশয়ারী (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তারা একটি জায়গায় সমবেত হয় যাকে বলা হয় জারয়াহ্। আল-আশতার আন-নাখয়ী ঐ দিন বলেছিল, "আল্লাহর শপথ, আমাদের কূফায় ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না যার বিরুদ্ধে আমরা তলোয়ার উত্তোলন করেছি। জারয়াহ্ নামক স্থানে লোকজন অপেক্ষা করতে লাগল কিন্তু সাঈদ (র) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রইলেন। আর তারাও তাকে বাধা দেওয়ার জন্যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কূফার মসজিদে ঐ দিন হুযাইফা (রা) ও আবূ মাসউদ উকবা ইব্ন আমর (রা) উপস্থিত হন। আবূ মাসউদ (রা) বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ সাঈদ ইবনুল আ'স (র) রক্তপাত

ব্যতীত কূফায় প্রবেশ করতে পারবে না। হুযাইফা (রা) বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি ফিরে আসবেন। আর এখানে কোন রক্তপাত হবে না। আজকের দিনকে আমি এমনি জানি যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকা অবস্থায় জানতাম। বস্তুত সাঈদ ইবনুল 'আস (র) মদীনায় ফেরত গেলেন। উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল। কূফাবাসীরা এ ব্যবস্থাকে পছন্দ করলেন এবং উসমান (রা)-কে তারা পত্র দিলেন যেন হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়। হযরত উসমান (রা) তাদের সমস্যার সমাধান, সন্দেহের অবসান ও অভিযোগের অপনোদন কল্পে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করে তিনি তাদের প্রতি উত্তর দান করেন।

আল্লামা সাইফ ইব্‌ন উমর (র) উল্লেখ করেন যে, হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের ষড়যন্ত্রের কারণ হলো নিম্নরূপঃ এক ব্যক্তির নাম ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা। সে ছিল একজন ইয়াহূদী। সে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং মিসরে বসবাসের জন্যে গমন করল। কিছু সংখ্যক লোকের কাছে গোপনে এমন কথাবার্তা প্রচার করল যা সে নিজেই তৈরি করেছিল। সে এক ব্যক্তিকে বলল, এটা কি প্রমাণিত নয় যে, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) এ দুনিয়ায় আবার অচিরেই ফিরে আসবেন ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। আবার সে উক্ত লোকটিকে বলল, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈসা (আ) হতে অধিক মর্যাদাবান। তাহলে তার এ দুনিয়াতে ফিরে আসার ব্যাপারটি তুমি কেন অস্বীকার কর ? তিনি কি ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) হতে অধিক মর্যাদাবান নন ?" তারপর সে বলল, হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর কাছে ওসীয়ত করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী এবং আলী (রা) সর্বশেষ ওসীয়ত প্রদানকারী। তারপর সে বলে তিনি খিলাফতের ব্যাপারে হযরত উসমান (রা) হতে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। হযরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের ব্যাপারে সীমালংঘনকারী। সে তার উপযুক্ত নয়।

উক্ত কারণে কিছু সংখ্যক লোক হযরত উসমান (রা)-কে ঘৃণা করতে লাগল এবং তথাকথিত "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ" প্রকাশ করতে লাগল। মিসরের কতিপয় লোক আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবার উপরোক্ত উদ্ভট মন্তব্যে বিভ্রান্তিতে পরিণত হলো এবং তারা কূফা ও বসরাবাসীদের কিছু লোকের কাছে পত্র লিখল। ফলে তারা এদিকে ঝুঁকে পড়ল। নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন করল। আর হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওয়াদা অংগীকার করল। তারা সকলে মিলে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে দূত পাঠাল যে, হযরত উসমান (রা)-এর সাথে বাক্‌-বিতণ্ডা করল এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে চাকুরী প্রদান ও প্রবীণ সাহাবীদেরকে বরখাস্ত করার ব্যাপারে তাদের অসন্তুষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

এ কতিপয় ধ্যান-ধারণা অনেকের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করল। হযরত উসমান (রা)-এর পর বিভিন্ন শহরে নিয়োজিত তাঁর প্রতিনিধিদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং এ ব্যাপারে তাদের থেকে পরামর্শ চাইলেন। তারা তাঁকে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির নিরিখে পরামর্শ প্রদান করলেন যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ৩৪ হিজরীতে হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর বিরুদ্ধে লোকজন বহু অভিযোগ উত্থাপন করতে লাগল এবং অত্যন্ত জঘন্য ধরনের অভিযোগ মদীনায় পৌছতে লাগল। লোকজন হযরত

আলী (রা)-কে হযরত উসমান (রা)-এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে অনুরোধ করলেন। হযরত আলী (রা) হযরত উসমান (রা)-এর সাথে দেখা করেন এবং বলেন, জনগণ আমার কাছে এসেছেন। তাঁরা আপনার সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমি জানি না এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কি বলব ? আপনি যা জানেন না তাও আমি বুঝতে পারি না। আর আপনি যে জিনিস বুঝেন না তার সম্বন্ধে আপনাকে আমি দিক-নির্দেশনা দিতে পারছি না। আমি যা জানি আপনিও তা অবশ্যই জানেন।

আমি আপনার চেয়ে কোন বিষয়ে অগ্রগামী নই যে, আমি সেই সম্বন্ধে আপনাকে সংবাদ দিব। আমি এমন জিনিস অতিক্রম করে আসি নাই যে, সেখানে আমি আপনাকে পৌঁছিয়ে দিব। আমাকে এমন বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞান দেওয়া হয়নি যা আপনার পক্ষে উপলব্ধি করা দুরূহ ব্যাপার। আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর জামাতাও হয়েছিলেন। আবূ কুহাফা (রা)-এর ছেলে অর্থাৎ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আমলের দিক্ দিয়ে আপনার থেকে উত্তম ছিলেন না। খাত্তাবের ছেলে অর্থাৎ হযরত উমর (রা) কল্যাণের দিক দিয়ে আপনার থেকে উত্তম ছিলেন না। আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দয়াপ্রাপ্তির দিক দিয়ে নিকটতম ছিলেন। আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন যা তারা দুইজন অর্জন করতে পারেন নি। বস্তুত তারা কোন ব্যাপারেই আপনার সাথে প্রতি যোগিতায় জয়লাভ করতে পারেন নি। নিজের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর শপথ! অন্ধত্ব থাকলে আপনি দেখতে পারবেন না, অজ্ঞতা থাকলে আপনি জানতে পারবেন না। তাই লক্ষ্য করা যায় যে, শরীয়তের রাস্তা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। আর দীনের নির্দেশনাদি সুপ্রতিষ্ঠিত।

জেনে রাখুন, হে উসমান (রা)! আল্লাহর কাছে তাঁর উৎকৃষ্ট বান্দা হলেন তিনি, যিনি ন্যায়-পরায়ণ ইমাম। তিনি হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তিনি অন্যকে হিদায়াত করেন। তিনি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নির্দিষ্ট বিদায়াতকে উৎখাত করেন। আল্লাহর শপথ! এ দু'টো জিনিসই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সুন্নাতগুলো তাদের চিহ্ন সহকারে সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে বিদায়াত ও তার চিহ্নগুলো সহকারে সুস্পষ্ট। আর আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বান্দা হলেন তিনি, যিনি জালিম ইমাম বা প্রশাসক। তিনি নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করেন। তারপর তিনি সুনির্দিষ্ট সুন্নাতকে ধ্বংস করেন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বিদায়াত জীবিত করেন।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন জালিম ইমামকে উপস্থিত করা হবে। তার সাথে কোন সাহায্যকারী থাকবে না কিংবা তার পক্ষে কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারীও থাকবে না। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সে চাকার ন্যায় জাহান্নামে ঘুরতে থাকবে। তারপর জাহান্নামের গভীরে হাবুডুবু খেতে থাকবে। আমি আপনাকে মহান আল্লাহর ব্যাপারে সাবধান করছি। মহান আল্লাহর আযাব ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সাবধান করছি। কেননা, তাঁর আযাব হলো অত্যন্ত কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক। আপনাকে এ উম্মাহর নিহত ইমাম থেকেও সাবধান করছি। কেননা কথিত আছে যে, এ উম্মাহর একজন ইমাম নিহত হবে। তার পরে এ উম্মাহর জন্যে হত্যা ও যুদ্ধের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। কিয়ামতের বিষয়বস্তুগুলো মানুষের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

Contents

তারা হককে বাতিল থেকে পার্থক্য করতে পারবে না। দুনিয়ার মহব্বতের ঢেউয়ে হাবুডুবু খেতে থাকবে। দুনিয়ার আনন্দ উৎসবে মত্ত থাকবে।

হযরত উসমান (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ, আপনি যা বলছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। আল্লাহর শপথ! যদি আপনি আমার স্থানে হতেন তাহলে আমি আপনাকে এমন কঠোর কথা বলতাম না এবং আপনার কাছে এত আত্মসমর্পণ করতাম না। আমি আপনার ত্রুটি খুঁজতাম না। আমি আপনার কাছে অসন্তুষ্ট হয়েও আসতাম না। আমি ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলছি ও বন্ধুত্ব বজায় রেখেছি। আসহায়কে আশ্রয় দিচ্ছি। হযরত উমর (রা) যে ধরনের লোককে আমীর নিযুক্ত করতেন, আমিও সে ধরনের লোককে আমীর নিযুক্ত করছি। আল্লাহর শপথ, হে আলী! আপনি কি জানেন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা এখানে নেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা) বলেন, তাহলে আপনি কি জানেন যে, হযরত উমর (রা) তাঁকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।

হযরত উসমান (রা) বলেন, তাহলে আপনারা ইব্‌ন আমিরকে আমীর নিযুক্ত করার জন্যে তার ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা নিয়ে আমাকে তিরস্কার করছেন কেন? হযরত আলী (রা) বলেন, আমি আপনাকে অবহিত করার জন্যে জানাচ্ছি যে, হযরত উমর (রা) যখন কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন তার কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার করে দিতেন। যদি কোন অভিযোগ আসত তখন তা তিনি কঠোর হস্তে দমন করতেন। শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতেন। আর আপনি তা করছেন না। আপনি আপনার আত্মীয়ের ব্যাপারে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করেন। তাদের প্রতি দয়া দেখান। হযরত উসমান (রা) বলেন, তারা তো আপনারও আত্মীয়-স্বজন। হযরত আলী (রা) বলেন, আমার বয়সের শপথ! তারা আমার নিকটবর্তী হিসেবে দয়া পেয়ে থাকে কিন্তু অন্যেরা তাদের গুণাবলীর মূল্যায়ন পেয়ে থাকে।

হযরত উসমান (রা) বলেন, আপনি কি জানেন হযরত উমর (রা) আমীর মুয়াবীয়া (রা)-কে পুরাপুরিভাবে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন? তাকে আমিও আমীর নিযুক্ত করেছি। তখন আলী (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আপনি কি জানেন হযরত উমর (রা)-এর গোলাম ইয়ারফা হযরত উমর (রা)-কে যেরূপ ভয় করতেন আমীর মুয়াবীয়া (রা) হযরত উমর (রা)-কে তার চেয়ে বেশি ভয় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! হযরত আলী (রা) বলেন, আমীর মুয়াবীয়া (রা) আপনার অনুমতি ব্যতীত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করছেন অথচ আপনি তা জানেন এবং তিনি লোকজনকে বলছেন এটা উসমান (রা)-এর কাজ। এ সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে কিন্তু আপনি তা খারাপ মনে করেন নাই এবং আমীর মুয়াবীয়া (রা)-এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তারপর হযরত আলী (রা) হযরত উসমান (রা)-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসলেন, তাঁর পেছনে পেছনে হযরত উসমান (রা)-ও বের হয়ে আসলেন। হযরত উসমান (রা) মিম্বরে উঠলেন ও ওয়াজ করলেন। জনগণকে সতর্ক করলেন, ভয় দেখালেন, ধমক দিলেন এবং তাদের কাছে ওয়াদা-অঙ্গীকার করলেন। আর নিজেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কেঁপে উঠলেন। তিনি যা বলেছেন তার কিয়দাংশ নিম্নরূপ ঃ

সাবধান! আল্লাহর শপথ, তোমরা আমাকে দোষারোপ করছ অথচ তোমরা তা ইবনুল খাত্তাবের জন্য সঠিক মনে করতে। তিনি তোমাদেরকে পা দিয়ে মাড়িয়েছেন, হাত দিয়ে প্রহার

করেছেন, ভাষায় নিস্তব্ধ করেছেন। তোমরা তা পছন্দ কর অথবা অপছন্দ কর তার পক্ষ থেকে মেনে নিয়েছ। আমি তোমাদের সাথে নম্র ব্যবহার করেছি। আমি তোমাদের জন্যে আমার বাহু পেতে দিয়েছি। তোমাদের থেকে আমি আমার মুখকেও বিরত রেখেছি। আর তোমরা আমার উপর দুঃসাহস করছ। আল্লাহ্র শপথ! আমরা কি তোমাদের কাছে মানুষ হিসেবে সম্মানিত নই ? সাহায্যকারী হিসেবে নিকটবর্তী নই এবং সংখ্যা হিসেবে পর্যাপ্ত নই ? আমি যদি তোমাদেরকে বলি আস, আমার কাছে আস, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে তোমাদের বন্ধু হিসেবে আমি তোমাদের পাশে আছি। এবং আমি তোমাদেরকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে প্রস্তুত আছি। আমার বিপদের সময়েও তোমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি, তাহলে কি তোমরা আমার কাছ থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বের হয়ে গিয়েছ ? আমি কি তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করিনি ? আমি কি তোমাদের সাথে ভাল ভাল কথা বলিনি ? কাজেই তোমরা আমীরদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সংযত রাখ, আমাদেরকে দোষারোপ ও আমাদের বিরূপ সমালোচনা হতে বিরত থাক। আমি তোমাদের থেকে এমন লোককে বিরত রেখেছি, যে তোমাদের কাছে থাকলে আমার কথা ব্যতীত নিজেরাই তার প্রতি বাধ্য হয়ে তোমরা সন্তুষ্ট থাকতে।

সাবধান। তোমাদের কি অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে ? আল্লাহর শপথ! আমার পূর্ববর্তী খলীফাগণ যা দান করতেন, তা দান করতে আমি ত্রুটি করি নাই। তারপর তিনি নিজের আত্মীয়দেরকে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করার তথ্যটি ব্যক্ত করেন। এরপর মারওয়ান ইব্ন হাকাম দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি চাও তাহলে আমাদের ও তোমাদের মাঝে তলোয়ার ফয়সালা করে দিবে। আমাদের ও তোমাদের মাঝে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাহলো নিম্নরূপ, যেমন কোন এক কবি বলেছেন ঃ তোমাদের জন্যে আমরা আমাদের ইয্যত হুরমত বিছিয়ে দিলাম। সেখানে তোমাদের বাগান গজিয়ে উঠেছে। আবার মাটির স্তূপের মধ্যে তোমরা তোমাদেরকে বাসস্থান তৈরি করছ। হযরত উসমান (রা) বলেন, তুমি চুপ থাকবে না কি আমি চুপ থাকব ? আমাকে ও আমার সাথীদের কাজ করতে দাও। এখানে তোমার কি কথা থাকতে পারে ? পূর্বেই কি আমি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি কথা বলবে না ? মারওয়ান চুপ করে রইলেন এবং উসমান (রা) মিম্বর থেকে অবতরণ করেন।

সাইফ ইব্ন উমর (র) ও অন্যরা বর্ণনা করেন যে, যখন আমীর মুয়াবীয়া (রা)-কে উসমান (রা) বিদায় দেন এবং আমীর মুয়াবীয়া (রা) সিরিয়ায় চলে যাবার ইচ্ছে পোষণ করেন, তখন তিনি হযরত উসমান (রা)-কে তার সাথে সিরিয়ায় চলে যাবার অনুরোধ করেন। কেননা, সিরিয়াবাসীরা তাদের আমীরের প্রতি অত্যন্ত অনুগত। হযরত উসমান (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশীত্ব ত্যাগ করে আমি কোথাও যাওয়া পছন্দ করি না। তিনি আবার বলেন, আমি কি আপনার জন্যে সিরিয়া থেকে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করব যারা আপনাকে সাহায্য করার জন্যে আপনার কাছে আবস্থান করবে ? উসমান (রা) বলেন, এতে আমার ভয় হয় কেননা এর দ্বারা হয়ত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আসহাব মুহাজির ও আনসারদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শহরকে সংকুচিত করে দেবো।

আমীর মুয়াবীয়া (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। উসমান (রা) বলেন, আমার জন্যে মহান আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর আমীর মুয়াবীয়া (রা) তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তিনি কোমরবন্ধ দ্বারা তলোয়ার বাঁধলেন ও ধনুক হাতে নিলেন। একদল মুহাজির ও আনসারদের সমাবেশে উপস্থিত হলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আলী ইব্ন আবু তালিব (রা), তালহা (রা), আয-যুবাইর (রা)। তিনি তাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন আর অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভাষায় কথা বললেন। উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর সম্পর্কে কিছু ওসীয়ত করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়কাল থেকে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত উপদেশাবলী উল্লেখ করেন। তারপর বিদায় নিলেন।

আয-যুবাইর (রা) বলেন, "আজকের দিনের চেয়ে অধিক ভীতিপূর্ণ আমি আর তাকে কোন দিন দেখিনি।" ইব্ন জাবীর (র) উল্লেখ করেন, আমীর মুয়াবীয়া (রা) এবার পবিত্র মদীনায় আগমন করার পর নিজেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি এবছরের হজ্জের মৌসুমে এক উটচালককে গাইতে শুনেছেন। সে বলছিল, "দুর্বল সওয়ারীগুলো এবং কষ্টসহিষ্ণু বেঁকে যাওয়া উটগুলো ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে যে, এরপর আমীর হচ্ছেন হযরত আলী (রা)। আয-যুবাইর (রা)-এর মধ্যে রয়েছে সন্তোষজনক প্রতিনিধিত্ব। আর সাহায্যকারী তালহা (রা) খিলাফতের অভিভাবক।"

উটচালকের এগান শুনে মুয়াবীয়া (রা) সর্বদা তার অন্তরে এনিয়েই ভাবছিলেন। এ ব্যাপারে পরে যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হবে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এ সালেই আবূ আবস ইব্ন যুবাইর (রা) পবিত্র মদীনায় ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। মিসতাহ ইব্ন আসালাহ (রা) এবং গাফিল ইব্ন আল বুকাইর (রা) এ বছরেই ইনতিকাল করেন। এবছরে হযরত উসমান (রা) ইব্ন আফফান (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন।

৩৫ হিজরীর আগমন ও হযরত উসমান (রা)-এর নিহত হওয়ার ঘটনা

তার কারণ ছিল, হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা) কর্তৃক আমর ইবনুল আস (রা)-কে মিসর থেকে বরখাস্ত করা এবং আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র)-কে আমীর নিযুক্ত করা। মিসরের খারিজীরা আমর ইবনুল আস (রা) দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং তার কাছে পরাভূত ছিল। তাই তারা খলীফার ও আমীরের বিরুদ্ধে কোন রকম বিরূপ মন্তব্য করতে সাহস পেত না। তারা এরূপ অবস্থায় দিন কাটাতে লাগল। একদিন তারা হযরত উসমান (রা)-এর কাছে আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল এবং তাকে তাদের থেকে প্রত্যাহার করে অন্য একজন তার চেয়ে নম্র শাসক নিযুক্ত করার দাবি জানাল। তাদের এ দাবি আদায়ের জন্য তারা খলীফার উপরে চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। তারপর খলীফা আমর (রা)-কে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করলেন কিন্তু তাকে সালাতের ইমামতিতে বহাল রাখলেন। সেনাপতি ও কর আদায়ের দায়িত্ব দিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র)-কে। তারপর খারিজীরা এই দুইজন প্রশাসকের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে অপপ্রয়াস চালাল।

শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো এবং তাদের মধ্যে বাদানুবাদ ও বাকবিতণ্ডা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো। তারপর উসমান (রা) তাদের কাছে দূত পাঠান এবং আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র)-কে মিসরের সমস্ত কর্মচারী তাদের কর আদায়, তাদের যুদ্ধ পরিচালনা, তাদের সালাত আদায় ও যাবতীয় কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর আমর ইবনুল আ'স (রা)-কে বলে পাঠান যে, যারা তোমাকে অপছন্দ করে তাদের কাছে থেকে তোমার কোন লাভ নেই। তাই তুমি আমার কাছে চলে এসো। তারপর আমর ইবনুল আ'স (রা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু উসমান (রা)-এর সম্পর্কে নিজের মধ্যে অত্যন্ত খারাপ ধারণা ও দুরভিসন্ধি পোষণ করতে লাগলেন। তিনি স্বয়ং খলীফার সাথে তার বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তারা এ ব্যাপারে কথা কাটা-কাটি করলেন এবং আমর ইবনুল আ'স (রা) হযরত উসমান (রা) থেকে তার পিতাকে অধিক সম্মানিত বলে প্রমাণ করতে তৎপরতা চালান। তখন হযরত উসমান (রা) তাকে বলেন– এসব ছাড়, এগুলোত জাহিলিয়তের প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি। তারপর আমর ইবনুল আ'স জনগণকে হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন।

মিসরে একটি দল ছিল যারা হযরত উসমান (রা)-এর সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখত এবং হযরত উসমান (রা)-এর বদনাম করত। তারা প্রবীণ সাহাবীদের বরখাস্ত করে তরুণদেরকে দায়িত্ব প্রদান কিংবা তাদের মতে অনুপযুক্ত আত্মীয়-স্বজনদের নিয়োগ প্রদান করার অভিযোগ আনয়ন করে। আমর ইবনুল আ'স (রা)-এর পর মিসরবাসীরা আবদুল্লাহ ইব্ন সা'স ইব্ন আবূ

সারহ (র)-কে অপছন্দ করতে লাগল। এদিক দিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র) মরক্কোবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি বারবারদের শহরসমূহ, আন্দুলুস ও আফ্রিকা জয়লাভ করেন। কয়েকজন সাহাবীর সন্তানেরা মিসরে একটি দল গঠন করে তারা জনগণকে হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও খলীফার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা) ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হুযাইফা। তারা প্রায় ছয়শত সওয়ারী সংগ্রহ করল, এ সওয়ারীগুলো উমরাহ্ করার নাম করে রজব মাসে পবিত্র মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলো।

তাদের উদ্দেশ্য হলো খলীফার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। তারা চারটি দলে বিভক্ত ছিল এবং তাদের চারজন নেতাও ছিল। তারা হলো, আমর ইব্ন বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকাহ আল-খুযায়ী, আবদুর রহমান ইব্ন উদাইস আল-বালবী, কিনানাহ ইব্ন বশর আত-তাজীবী, সূদান ইব্ন হুমরান আস-সাকূনী। তাদের সাথে সংগী ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)। আর মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হুযাইফা মিসর থেকে জনগণকে উত্তেজিত করতে লাগলেন ও তাদের জন্যে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে লাগলেন। উমরা, পালনকারীদের বেশে খলীফার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের সম্বন্ধে অবহিত করে উসমান (রা)-এর কাছে আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (র) একটি পত্রসহ দূত পাঠাসেন। যখন তারা মদীনার নিকটবর্তী হলো, মদীনা প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে প্রকৃত ঘটনা অবহিত করে শান্ত করে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠাবার জন্যে তিনি হযরত আলী (রা)-কে প্রেরণ করেন।

এরূপও কথিত আছে যে, হযরত উসমান (রা) জনগণকে তাদের প্রতি আগমন করার জন্যে দাওয়াত দিলেন। এ কাজে যাওয়ার জন্যে আলী (রা) রাযী হলেন তাই তাকে খলীফা প্রেরণ করেন। তার সাথে প্রবীণ সম্মানিত ব্যক্তিদের একটি দলও সঙ্গী ছিলেন। আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা)-কে সঙ্গে নেওয়ার জন্যে আলী (রা)-কে হযরত উসমান (রা) অনুরোধ করেন। তাই আলী (রা) আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা)-কে অনুরোধ করলেন সাথী হওয়ার জন্যে কিন্তু আম্মার (রা) হযরত আলী (রা)-এর সাথে আগমন করতে অস্বীকার করেন। তারপর হযরত উসমান (রা) হযরত আম্মার (রা)-এর কাছে হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে প্রেরণ করেন যাতে তিনি তাকে আলী (রা)-এর সাথে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করেন। কিন্তু আম্মার (রা) যেতে অস্বীকার করেন ও অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। তিনি উসমান (রা)-এর উপর অত্যন্ত নারাজ ছিলেন। কেননা, তিনি তাঁকে একটি ব্যাপারে শাসন করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে প্রহার করেছিলেন।

ঘটনাটি ছিল এরূপ যে, একদিন আম্মার (রা) আব্বাস ইব্ন উতবা ইব্ন আবূ লাহাবকে গালি-গালাজ করলেন। তাই হযরত উসমান (রা) তাঁকে শাসন করলেন। এজন্য হযরত আম্মার (রা) খলীফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেন এবং তার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করলেন। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে তিরস্কার করেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। তিনি বিরত হলেন না এবং ক্ষান্তও হলেন না। তারপর হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বিদ্রোহীদের কাছে গেলেন। বিদ্রোহীরা আল জুহফা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। তাঁরা তাঁকে সম্মান করত এবং তাঁর (হযরত আলী) হুকুম

যথাযথ পালন করত। তারপর হযরত আলী (রা) তাদেরকে ফেরত পাঠালেন। প্রকৃত তথ্য তাদের কাছে তুলে ধরলেন ও তাদেরকে তিরস্কার করলেন। এর পর বিদ্রোহীরা লজ্জিত হলো এবং একে অন্যকে বলতে লাগল এ জন্যে কি তোমরা আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও ? আর এটাকে কি তোমরা তার বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করছ ? আরো কথিত আছে যে, হযরত আলী (রা) হযরত উসমান (রা)-এর সম্পর্কে বিদ্রোহীদের সাথে বহস করেছেন এবং তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন যে, খলীফার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগগুলো কি ? তারা খলীফার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পেশ করল।

১. সরকারী চারণ ভূমি নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার। ২. কুরআন শরীফ দগ্ধীভূতকরণ। ৩. মুসাফিরী অবস্থায় পূর্ণ নামায আদায় করা। ৪. প্রবীণ সাহাবীদেরকে বরখাস্ত করে তরুণদেরকে আমীর নিযুক্ত করা। ৫. বনু উমাইয়ার সদস্যদেরকে অধিক হারে চাকুরীতে নিয়োগ করা। হযরত আলী (রা) এসব অভিযোগের উত্তর প্রদান করেন।

১. সরকারের কিছু সম্পত্তি সীমানা নির্ধারণ করে পৃথক করা হয় তাঁর নিজের ভেড়া-বকরী চরাবার জন্যে নয় বরং তা করা হয়েছে সাদকার উট চরাবার জন্যে, যাতে এগুলো মোটাতাজা হতে পারে। ২. কুরআন শরীফের বিরোধপূর্ণ কিছু অংশ (কিরাতের বিভিন্নতা) সাহাবায়ে কিরামের সম্মতিতে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য অংশগুলো বাকি রাখা হয়। কুরআন সংকলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়েছে। ৩. পবিত্র মক্কায় মুসাফিরী অবস্থায় পূর্ণ সালাত আদায় করার বিষয়টির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ। তিনি পবিত্র মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং এখানে ১৫ দিনের অধিককাল থাকর নিয়ত করেন। তাই তিনি পূর্ণ নামায আদায় করতেন। ৪. তরুণদেরকে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তিনি ন্যায়-পরায়ণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বর্গকে নিয়োগ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতাব ইব্ন উসাইদ (রা)-কে পবিত্র মক্কার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। অথচ তার বয়স ছিল তখন ২০ বছর মাত্র। অনুরূপভাবে উসামা ইব্ন যায়িদ ইব্ন হারিসাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনাপতি নিয়োগ করেন অথচ জনসাধারণ তাঁকে আমির নিযুক্ত করার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তিনি আমীর হওয়ার উপযুক্ত।" ৫. তাঁর নিজ সম্প্রদায় বনু উমাইয়ার সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও জনগণের মধ্যে কুরাইশকে অগ্রাধিকার দিতেন। এজন্য হযরত উসমান (রা) বলেছিলেন আল্লাহর শপথ যদি আমার হাতে জান্নাতের চাবি থাকত তাহলে আমি বনু উমাইয়ার সকল সদস্যকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিতাম।

কথিত আছে যে, আম্মার (রা) ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা)-কে বিদ্রোহীরা যে অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, তাদের সম্পর্কে হযরত উসমান (রা) ওযর পেশ করতে গিয়ে বলেন, তিনি তাদেরকে তাদের মঙ্গলের জন্যই সমুচিত শাসন করেছিলেন। হাকাম ইব্ন আবুল 'আসকে চাকুরী দেওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা)-কে দোষারোপ করে বলেছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তায়িফ শহরে নির্বাসন দিয়েছিলেন। উত্তরে হযরত উসমান (রা)-এর ব্যাখ্যা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তায়িফে প্রথম নির্বাসন দিয়েছিলেন। তারপর তাকে ফেরত আসার অনুমতি দেন। পুনরায় তাকে তথায়

নির্বাসন দেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্বাসনে প্রেরণ করেন পরে তাকে ফেরত আসার অনুমতি দেন।

বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত উসমান (রা) উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সাহাবায়ে কিরামের সম্মুখে খুতবা দান করেন। আর এ সম্পর্কে তাদের থেকে সাক্ষ্য তলব করেন এবং তাঁরা সাক্ষ্য দিতে লাগলেন, যার মধ্যে কিংবা যেখানে যেখানে তাঁর জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। এরূপও বর্ণিত রয়েছে যে, বিদ্রোহীরা তাদের মধ্য থেকে একদলকে প্রেরণ করেছিল যাতে তারা উসমান (রা)-এর খুতবায় উপস্থিত থাকতে পারে। তারা যখন উপস্থিত হলো তাদের সামনে অভিযোগগুলোর সংজ্ঞা দেওয়া হলো, সম্যস্যগুলো দূর করা হলো, তখন তাদের জন্যে কোন সন্দেহ বাকি রইল না।

সাহাবায়ে কিরামের একটি দল হযরত উসমান (রা)-কে ইংগিত করলেন যেন খলীফা বিদ্রোহীদেরকে কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু, হযরত উসমান (রা) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যেতে অনুমতি দেন। তাই তারা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। তারা যা কিছু ঘটাবার ইচ্ছে করেছিল তার কিছুই তারা করতে পারেনি। হযরত আলী (রা) হযরত উসমান (রা)-এর কাছে ফেরত আসেন এবং বিদ্রোহীদের ফিরে যাবার সংবাদ হযরত উসমান (রা)-এর নিকট পরিবেশন করেন। আর তারা যে হযরত আলী (রা)-এর কথা শুনেছেন তাও ব্যক্ত করেন। তিনি হযরত উসমান (রা)-কে জনগণের কাছে একটি খুতবা দেওয়ার জন্যে ইংগিত করলেন। এ খুতবার মাধ্যমে তিনি তার কিছু সংখ্যক আত্মীয়-স্বজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রেক্ষিতে যে অন্যায় হয়েছে তার সম্বন্ধে যেন জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাদেরকে এ কথার উপরে সাক্ষ্য দিতে বলেন যে, তিনি তা থেকে তাওবা করেছেন এবং তার পূর্বে দুইজন প্রবীণ খলীফা যেভাবে কাজ করেছেন। তার ধারাবাহিকতা তিনি বজায় রাখবেন, তিনি তা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন না। আর তাঁর খিলাফতের প্রথম ছয় বছর যেরূপ ছিল তিনি তা পরবর্তীতেও বজায় রাখবেন।

হযরত উসমান (রা) হযরত আলী (রা)-এর এ নসীহতটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন এবং তা পালন করার জন্যে সানন্দে গ্রহণ করেন। জুমার দিন যখন আসল তিনি জনগণের মাঝে খুতবা দেন এবং খুতবার মধ্যে দুইহাত উত্তোলন করে বলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। হে আল্লাহ! আমার থেকে যা কিছু হয়ে গেছে আমি তার সর্বপ্রথম তাওবাকারী। তারপর দুইচোখের অশ্রু ছেড়ে দিলেন। সমস্ত মুসলমানও তাঁর সাথে ক্রন্দন করলেন। জনগণ তাদের ইমামের জন্য অত্যন্ত দরদ দেখালেন। হযরত উসমান (রা) জনগণের এরূপ ব্যবহার স্বয়ং প্রত্যক্ষ করলেন। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা) যেভাবে চলেছিলেন তিনিও সেভাবে চলবেন। তিনি তার ঘরের দরজা সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্যে খোলা রাখবেন। কাউকে তিনি কোন সময় বাধা দিবে না। তিনি মিম্বর থেকে নামলেন এবং জনগণকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমীরুল মু'মিনীনের ঘরে

কোন প্রয়োজন কিংবা মাসয়ালা কিংবা প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে যদি কেউ প্রবেশ করতে ইচ্ছে করেন তাহলে তাকে কোনরূপ বাধা দেওয়া হবে না। এরূপ পদ্ধতি কিছু দিন চলতে লাগল।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন, আলী ইব্‌ন উমর (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মিসরীয় বিদ্রোহীরা চলে যাওয়ার পর হযরত আলী (রা) হযরত উসমান (রা)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, এমনভাবে মানুষের সাথে কথা বলবেন যেন তারা আপনার কথা শুনতে পায় এবং তারা আপনার কার্যকলাপে যে সততা আছে তা সাক্ষ্য দেয়, আর আপনার অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি যে অনুনয় বিনয় ও ভয়-ভীতি আছে, তা আল্লাহ্ তা'আলা যেন সাক্ষ্য দেন ও গ্রহণ করেন। কেননা বিভিন্ন শহরের জনগণ আপনার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। আমি আমার নিজেকেও নিরাপদ মনে করি না। আরো একটি দলও কূফা থেকে অভিযোগ নিয়ে আগমন করতে পারে, তখন আপনি আমাকে বলবেন, হে আলী! তাদের সাথে একটু কথা বলুন, আবার আরেক দল আসবে বসরা হতে, আপনি আমাকে বলবেন, হে আলী! আপনি তাদের সাথে দেখা করুন এবং তাদেরকে নসীহত করুন। যদি আমি আপনার কথা অমান্য করি তখন আপনার ও আমার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা আছে, তা নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার অধিকারকেও আমি ক্ষুণ্ণ করব।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা) ঘর থেকে বের হলেন এবং জনগণের সামনে এমন এক খুতবা দিলে, যেখানে তিনি মহান আল্লাহর প্রতি যে তার ভয়-ভীতি আছে তা প্রদর্শন করেন এবং তিনি যে তাওবা করেছেন তাও জনগণকে অবহিত করেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহার যথোপযুক্ত হামদও প্রশংসা করেন। তারপর বলেন, যে মানবমণ্ডলী আল্লাহর শপথ, যে দোষ-ত্রুটি আমি জানিনা সেটা যদি কেউ অন্বেষণ করে তাহলে সে অন্যায় করেনি। আমি তোমাদের কাছে যা কিছু বলছি তা জেনে শুনে বলছি, কিন্তু আমার ন্যায় পরায়নতার কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যার পদষ খলন হয়েছে সে যেন তাওবা করে। যে ভুল করেছে সে যেন তাওবা করে এবং ধ্বংসাত্মক কাছে যেন আর লিপ্ত না থাকে। কেননা সে জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত থাকবে সে সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরে যাবে। আমি প্রথম ব্যক্তি যে এ নসীহত পালন করতে চেষ্টা করছি। আমি যা যা করেছি তা সম্বন্ধে আমি ঠিকই তাওবা করছি ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর আমার মত লোকের উচিত মহান আল্লাহর দরবারে অনুনয়-বিনয় করা ও তাওবা করা। যখন আমি মিম্বর থেকে অবতরণ করব, তোমাদের গণ্যমান্য লোকেরা যেন আমার কাছে আগমন করেন। কেননা, আল্লাহর শপথ! আমি এমন একটি দুর্বল লোক যাকে রাজত্ব দান করা হলে তার সবর করা উচিত, তাকে আযাদ করা হলে তার শোকর করা উচিত। আর তার জন্য মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোথায়ও তার যাওয়ার জায়গা নেই।"

বর্ণনাকারী বলেন, মানুষ তার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করল এবং ক্রন্দনকারী ক্রন্দন করল। আর সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা) খলীফার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! মহান আল্লাহকে ভয় করুন এবং মহান আল্লাহকে আপনার অন্তরে ভয় করুন। আপনি যা বলেছেন তা আপনি পালন করুন। হযরত উসমান (রা) যখন তাঁর ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন সেখানে তিনি মহৎ ব্যক্তিদের কয়েকজনকে তথায় উপস্থিত দেখতে পেলেন। ঐ

সময় তার কাছে সারওয়ার ইবনুল হাকাম আগমন করল এবং বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি কি কথা বলতে পারি, না চুপ করে থাকাব ? হযরত উসমান (রা)-এর স্ত্রী নাইলা বিনত আল ফারা ফাসাহ আল কালবীয়া পর্দার আড়াল থেকে বললেন, বরং তুমি চুপ থাকো। আল্লাহর শপথ, তারা তাঁকে হত্যা করে ছাড়বে। তিনি এমন কথা বলেছেন যার থেকে ফিরে আসা মোটেই উচিত নয়। মারওয়ান তখন তাকে বললেন, তোমার এখানে বলার কি আছে ? আল্লাহর শপথ, তোমার পিতা মারা গেছে অথচ সে ভাল করে জানে না, ওযূ কিভাবে করতে হয়। হযরত নাইলা (র) তাকে বললেন, বাপ-দাদার কথা ছাড়। মারওয়ানের পিতা আল হাকাম সম্বন্ধে হযরত নাইলা (র) আরো কিছু বললেন। মারওয়ান তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং হযরত উসমান (রা)-কে বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি কি কথা বলতে পারি, না চুপ করে থাকব ? হযরত উসমান (রা) তাকে বললেন, বরং কথা বল।"

মারওয়ান বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমি চেয়েছিলাম, আপনার কথাবর্তা হবে অত্যন্ত কঠোর, আর আপনি থাকবেন অটল ও অনড়, তাহলে আমি হতাম প্রথম ব্যক্তি যে এটাকে মেনে নিত এবং এটাকে সাহায্য-সহায়তা করত কিন্তু আপনি যা বললেন, তাতে অবস্থা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। অনেক কিছু হাতছাড়া হয়ে গেছে। অসম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ, ভুলের কারণে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে অটল থাকা, ভয় পেয়ে তাওবা করার চেয়ে অনেক ভাল। আপনি যদি চাইতেন তা হলে তাওবার দৃঢ় প্রত্যয় নিতে পারতেন এবং আমাদের কাছে সেই অন্যায় অস্বীকার করতেন। পাহাড়ের ন্যায় আপনার ঘরের সামনে মানুষের স্তূপ তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলুন । হযরত উসমান (রা) বলেন, তুমি যাও এবং তাদের সাথে কথা বলো। তাদের সাথে কথা বলতে আমার লজ্জা হয়।

বর্ণনাকারী বলেন, মারওয়ান দরজার দিকে এগিয়ে আসলেন এবং দেখলেন দরজার সামনে লোকে লোকারণ্য। তখন তিনি বললেন, "কি হয়েছে তোমাদেরকে মনে হয় যেন তোমরা এখানে লুট করতে এসেছ। তোমাদের উপর অভিশাপ, প্রত্যেক মানুষ তার সাথীর উপকার করে থাকে তবে যার উদ্দেশ্য অসৎ তার কথা ভিন্ন। তোমরা এখানে এসেছ আমাদের ক্ষমতা হরণ করার জন্যে তাই তোমরা এখান থেকে বের হয়ে পড়। আল্লাহর শপথ! আবার যদি তোমরা আমাদেরকে প্রভাবিত করতে চাও , তাহলে তোমাদের জন্যে এমন হুকুম জারি করা হবে, যা তোমাদের সকলকে দুঃখ দিবে। আর তোমরা তার পরিণাম প্রশংসার চোখে দেখবে না। তোমাদের ঘরে তোমরা ফিরে যাও। আল্লাহর শপথ! আমাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা নিয়ে আমরা পরাভূত হবো না।

বর্ণনাকারী বলেন, জনগণ প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন হযরত আলী (রা)-এর কাছে আগমন করলেন এবং তাকে ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অবহিত করলেন। হযরত আলী (রা) রাগান্বিত হলেন এবং উসমান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, আপনি কি মারওয়ানের প্রতি সন্তুষ্ট? কিন্তু আপনার দীন ও বিবেক বুদ্ধি ধ্বংস না করা পর্যন্ত সে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। আপনার উদাহরণ এখন ভারবাহী উটের ন্যায়। তাকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেই সে গমন করবে। আল্লাহর শপথ! মারওয়ান ধর্মের দিক্ দিয়েও

সচেতন নয় এবং বিবেকের দিক দিয়েও বুদ্ধিমান নয়। আল্লাহর শপথ! আমি তাকে দেখেছি যে, সে আপনাকে মাঠে নামিয়ে দেবে আর উঠাতে পারবে না। এরপর আর আমি আপনার ব্যাপারে মাথা ঘামানোর জন্যে আপনার কাছে আসব না। আপনি আপনার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছেন এবং আপনার ব্যাপারে আপনি প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। একথা বলে তিনি বের হয়ে গেছেন। হযরত আলী (রা) বের হয়ে যাওয়ার পর হযরত উসমান (রা)-এর স্ত্রী হযরত নাইলা (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমি কি কথা বলতে পারি, না চুপ করে থাকব? খলীফা বললেন, 'কথা বল'। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-এর কথা আমি সব শুনেছি। তিনি আর আপনার কাছে আসবেন না। আপনি মারওয়ানের কথামত চলছেন।

খলীফা বললেন, "এখন আমি কি করব?" হযরত নাইলা (রা) বললেন, আপনি শুধুমাত্র অংশীদারহীন আল্লাহকে ভয় করুন এবং আপনার পূর্ববর্তী দুই খলীফার নীতি অনুসরণ করুন। কেননা, আপনি যদি মারওয়ানের কথা শুনেন, তাহলে সে আপনাকে ধ্বংস করে দিবে। কেননা, মহান আল্লাহর কাছে মারওয়ানের কোন সম্মান, ভয়, মহব্বত কিছুই নেই। আপনি আলী (রা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করুন এবং তাঁর থেকে উপস্থিত সংকট কাটানোর জন্য পরামর্শ গ্রহণ করুন। কেননা, তিনি আপনার নিকটাত্মীয়। তিনি আপনার কথা আমান্য করবেন না।"

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা) হযরত আলী (রা)-এর কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু, হযরত আলী (রা) আসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমিতো তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি আর পুনরায় আসব না।

বর্ণনাকারী বলেন, "মারওয়ানের কাছে যখন হযরত নাইলা (রা)-এর কথোপকথনের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি হযরত উসমান (রা)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আমি কি কোন কথা বলতে পারি, না চুপ করে থাকব? হযরত উসমান (রা) বলেন, 'বল'। মারওয়ান বললেন, "নিশ্চয়ই নাইলা বিনত আল-ফারা ফাসাহ .....। হযরত উসমান (রা) বলেন, "তাকে তুমি এমনভাবে স্মরণ করো না যে, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হব। কেননা আল্লাহর শপথ। সে আমার কাছে তোমার চেয়ে বেশি সৎ উপদেশ প্রদানকারিণী।

বর্ণনাকারী বলেন, এর পর মারওয়ান ক্ষান্ত হলেন।

দ্বিতীয় বার মিসর থেকে উসমান (রা)-এর কাছে বিভিন্ন দলের আগমন

বিভিন্ন শহরের বাসিন্দাগণের কাছে যখন মারওয়ান-এর দাম্ভিক আচরণ ও তার কারণে হযরত উসমান (রা)-এর প্রতি হযরত আলী (রা)-এর ক্রোধের খবর পৌঁছায় এবং অবস্থার কোন পরিবর্তন ব্যতীত, হযরত উসমান (রা)-এর পূর্বের দুই খলীফার নিয়ম পদ্ধতি পালিত না হওয়ায় মিসর, কূফা ও বসরার বাসিন্দারা খলীফার বিরুদ্ধে পরস্পর যোগাযোগ করতে লাগল। পবিত্র মদীনায় অবস্থানরত সাহাবী যেমন হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যুবাইর (রা)-এর লিখিত জাল পত্রাদির মাধ্যমে তারা জনগণকে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যা ও দীনের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায় এবং এটাকে হাল যমানার শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে ঘোষণা করে। সাইফ ইব্‌ন উমর আত্তামীমী (র) মুহাম্মদ, তালহা আবূ হারিসা ও আবূ উসমান থেকে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, ৩৫ হিজরীর সাওয়াল মাসে মিসরের বাসিন্দারা ৪জন নেতার

নেতৃত্বে ৪ ভাগে পবিত্র মদীনায় রওয়ানা হয়। তাদের সংখ্যা কম বর্ণনাকারী বলেন, তারা ছিলেন ছয়শত আর অধিক বর্ণনাকারী বলেন, তারা ছিলেন এক হাজার জন। চারজন নেতা হলেন নিম্নরূপ ঃ আবদুর রহমান ইব্ন উদাইস আল বালভী, কিনানাহ ইব্ন বশর আল-লাইসী, সুদান ইব্ন হুমরান আস-সাকূনী এবং কাতীরাহ আস-সাকূনী আর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন আল গাফিকী ইব্ন হারব আল- আকী। তারা হাজীর বেশে ভ্রমণ করতে থাকেন। আর তাদের সাথে ছিল ইবনুস সাওদা। তিনি ছিলেন মূলত যিম্মী। তারপর ইসলাম প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন রকমের বিদয়াতী কথা ও কাজ প্রচলন করেন।

কূফাবাসীরাও চার নেতার নেতৃত্বে ৪ ভাগে পবিত্র মদীনায় রওয়ানা হন। চারজন নেতা হলেন নিম্নরূপ ঃ

যায়িদ ইব্ন সূহান, আল আশতার আন-নাখয়ী, যিয়াদ ইব্ন আন-নাদর আল-হারিসী ও আবদুল্লাহ আল-আসাম। তাদের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন আমর ইব্ন আল-আসাম।

বসরাবাসীরাও চারজন নেতার নেতৃত্বে চারটি পতাকা সহকারে পবিত্র মদীনার দিকে রওয়ানা হন। তারা হলেন নিম্নরূপ– হুকাইম ইব্ন জাবিল্লাহ আল-আবদী, বশর ইব্ন সুরাইহ ইব্ন দাবীয়া আল-কাহসী, যুরাই ইব্ন উব্বাদ আল-আবদী ও ইবনুল মুহতারাশ। সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন হারকূস ইব্ন যুহাইর আস-সাদী।

মিসরের বাসিন্দারা হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর আমীর হওয়ার প্রতি আগ্রহী। কূফার বাসিন্দারা হযরত আয-যুবাইর (রা)-কে আমীর নির্বাচন করতে চায় এবং বসরার বাসিন্দারা হযরত তালহা (রা)-এর আমীর হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। প্রত্যেকটি দলই নিজেদের কাজটি অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে কোন সন্দেহ পোষণ করছে না। তাই প্রতিটি দল তাদের শহর থেকে রওয়ানা হয় এবং পবিত্র মদীনার আশপাশ পর্যন্ত পৌঁছে। তাদের পত্রে তারা একে অন্যের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল। সেই মুতাবিক শাওয়াল মাসে একদল যুখাশাব -এ অবতরণ করেন।

অন্য একদল আল আওয়াস -এ এবং অধিকাংশ লোক যুল মারওয়াত-এ অবতরণ করেন। তারা পবিত্র মদীনাবাসী হতে ভীত ছিল বিধায় পৌঁছার পূর্বেই তারা গুপ্তচর প্রেরণ করে লোকজনের খবরাখবর নেয়। তারা হজ্জের জন্যে এসেছে এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে নাই বলে প্রকাশ করে। আর তাদের কেউ কেউ কিছু সংখ্যক কর্মচারীর ব্যাপারে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে এসেছে বলেও প্রকাশ করে। তারা প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। প্রতিটি লোকই তাদের প্রবেশকে অপছন্দ করে এবং তাদেরকে নিষেধও করে। তথাপি তারা নির্ভয়ে পবিত্র মদীনার নিকটবর্তী হতে থাকে।

মিসরীয় একটি দল হযরত আলী (রা)-এর কাছে গমন করে। তিনি আহজারিয যাইত নামক স্থানে সেনাবাহিনীর মাঝে অবস্থান করছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল পাতলা চাদর এবং মাথায় ছিল ইয়ামানী লাল পাগড়ি। তিনি তলোয়ার কোমরে বেঁধে ছিলেন। তার গায়ে কোন জামা ছিল না। যারা সমবেত হয়েছিল তাদের প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর ছেলে হযরত ইমাম হাসান (রা)-কে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। মিসরীয়রা হযরত আলী (রা)-কে সালাম দিল। হযরত আলী (রা) তাদের সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেন। আর বলেন, "সৎলোকেরা জানে যে, যুল মারওয়া ও যুল খাশাবে অবস্থানকারী সেনাদল, মুহাম্মদ

ﷺ -এর উক্তি মুতাবিক অভিশপ্ত। কাজেই তোমরা ফেরত যাও। মহান আল্লাহ্ যেন তোমাদেরকে ভোরের আলো না দেখায়।" তাঁরা বলেন, 'জি হ্যাঁ' এ বলে তারা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। বসরাবাসীরা তালহাহ্ (রা)-এর কাছে আগমন করল। তিনি আলী (রা)-এর পাশে অন্য একটি দল দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনিও যারা সমবেত হয়েছিল তাদের প্রেক্ষিতে নিজের দুই পুত্রকে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। বসরাবাসীরা হযরত তালহা (রা)-কে সালাম দিলেন। তখন তিনি তাদের সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা বললেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন।

আর আলী (রা) মিসরীয়দেরকে যেরূপ বলেছিলেন তিনিও বসরাবাসীদেরকে এরূপ বললেন। কূফাবাসীদের ক্ষেত্রেও হযরত যুবাইর (রা) অনুরূপ আচরণ করলেন। তারপর প্রত্যেকটি দলই তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফেরত রওয়ানা হলো এবং তারা প্রকাশ করতে লাগল যে, তারা তাদের শহরে ফিরে যাচ্ছে। ফেরত পথে কয়েক দিন ভ্রমণ করার পর তারা পুনরায় পবিত্র মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং কিছু ক্ষণের মধ্যেই পবিত্র মদীনাবাসীরা তাদের তাকবীরের আওয়াজ শুনতে পেল। দেখা গেল, লোকগুলো পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করল। তারপর শহরটিকে ঘেরাও করে ফেলল। তাদের অধিকাংশই ছিল হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর ঘরের চারদিকে। তারা লোকজনকে বলতে লাগল, যে বিরত থাকবে সে নিরাপত্তা ভোগ করবে। লোকজন বিরত রইল। তারা তাদের ঘরে অবস্থান করতে লাগল। এভাবে কয়েকদিন চলে গেল।

এসব ঘটনা ঘটছে কিন্তু সাধারণ লোকজন জানে না বিদ্রোহীরা কি করছে এবং কাকে তারা লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করছে। এর মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) ঘর থেকে বের হন এবং মসজিদে নামায পড়ান। পবিত্র মদীনাবাসীগণ তাঁর পেছনে নামায পড়েন। অন্যান্য সাহাবী সন্ত্রাসীদের কাছে যান এবং তাদেরকে ফেরত চলে যাবার জন্যে বার বার অনুরোধ করেন। এমনকি আলী (রা) মিসরীয়দেরকে বললেন, "তোমাদের চলে যাওয়ার পর, অভিমত পাল্টানোর পর তোমরা আবার কেন ফিরে এসেছো ?" উত্তরে তারা বলল, 'আমরা একটি দূতের কাছে একটি পত্র পেলাম সে পত্রে আমাদেরকে হত্যা করার জন্যে বলা হয়েছে। বসরাবাসীরাও হযরত তালহা (রা)-এর কাছে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করল এবং কূফাবাসীরাও যুবাইর (রা)-এর কাছে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করল।

আর প্রত্যেক শহরের লোকেরা বলল যে, আমরা আমাদের সাথীদের সাহায্য করার জন্যে এসেছি। সাহাবীরা তাদেরকে বললেন, তোমরা এ ব্যাপারে কেমন করে অবগত হলে? তোমরাও পৃথক পৃথকভাবে বিদায় নিলে এবং তোমাদের মধ্যে কয়েক মঞ্জিলের দূরত্ব বিরাজ করছে। তাই এটা তোমাদের পরিকল্পিত ব্যাপার বলেই মনে হয়। তারা বলল, আমরা যা চেয়েছি তা আমাদেরকে করতে দাও। এ লোকটির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সে যেন আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায় এবং আমরাও তার থেকে পৃথক হয়ে যাই। এটার দ্বারা তারা বুঝাতে চায় যে, যদি খলীফা খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান তাহলে তারা তাঁকে নিরাপত্তা সহকারে থাকতে দিবে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মিসরীয়রা যখন তাদের দেশের দিকে ফেরত যেতে চেয়েছিল তখন তারা রাস্তায় একটি দূতকে দেখতে পেল যে, সে অতি দ্রুত ভ্রমণ করছে।

তখন তারা তাকে ধরে ফেলল এবং তারা তার দেহ ও মাল-পত্র তল্লাশি করল। একটি পাত্রের মধ্যে একটি পত্র পাওয়া গেল। পত্রে দেখা গেল হযরত উসমান (রা) তাদের কয়েকজনকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, কয়েকজনকে শূলে চড়াবার হুকুম দিয়েছেন ও অন্য কয়েকজনের হাত পা কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছেন। পত্রের মধ্যে উসমান (রা)-এর সীলমোহর ছিল। আর দূতটি ছিল হযরত উসমান (রা)-এর একজন গোলাম। আবার উটটিও ছিল হযরত উসমান (রা)-এরই। যখন বিদ্রোহীরা ফেরত আসল তারা তখন পত্রটি সঙ্গে নিয়ে আসল এবং ঘুরে ঘুরে লোকজনকে তা প্রদর্শন করতে লাগল।

এ সম্পর্কে জনগণ আমীরুল মু'মিনীনকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, এটার সম্পর্কে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি এটা লিখিও নাই কিংবা হুকুমও করি নাই। আর এ ব্যাপারে আমি কোন প্রকার অবহিতও নই। সীলমোহর কোন কোন সময় জালও হয়ে থাকে। সত্য বলে ধারণাকারীরা এটাকে সত্য ও সঠিক বলে গণ্য করল। আর জাল বলে ধারণাকারীরা এটাকে জাল বলে আখ্যায়িত করল। কথিত আছে যে, মিসরের বাসিন্দারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন সারহকে বরখাস্ত করে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরকে তাদের আমীর নিযুক্ত করার জন্যে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে আবেদন করেছিল। হযরত উসমান (রা) এতদসম্পর্কে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। তারপর তারা যখন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ও অন্যান্যকে হত্যা করার নির্দেশ সম্বলিত পত্রটিসহ দূতটি ধরতে গেল, তারা পত্রটি নিয়ে পবিত্র মদীনায় ফিরে আসল এবং খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর উপর অত্যন্ত চাপ প্রয়োগ করতে লাগল। আর ঘুরে ঘুরে জনগণকেও পত্রটি দেখাতে লাগল যা অনেক লোকের অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি করলো।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াসার-এর মাধ্যমে বর্ণিত। ইব্ন জারীর (র) বলেন, মিসরের প্রতি হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে লিখিত পত্রটি যার কাছে পাওয়া গিয়েছিল তার নাম ছিল আবুল আওয়ার আস-সালামী আর উটটি ছিল হযরত উসমান (রা)-এর। ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত সূত্রে আরো বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যা করার জন্যে সাহাবায়ে কিরাম পবিত্র মদীনার বিভিন্ন অঞ্চলে পত্র দিয়ে পবিত্র মদীনায় আগমন করার আহ্বানসূচক বর্ণনাটি সাহাবায়ে কিরামের উপর মিথ্যারোপ করা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। তাদের নামে জাল পত্র লেখা হয়েছিল যেমন হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবাইর (রা)-এর নামে খারিজীদের কাছে জাল পত্র লেখা হয়েছিল। তারা ঐ পত্র অস্বীকার করেছিল। অনুরূপভাবে এ পত্রটিও হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে লেখা হয়েছিল। তিনি এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেন নাই কিংবা তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

এ দিনগুলোতে হযরত উসমান (রা) লোকজনদেরকে নিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করছিলেন। আর মুসল্লীরা ছিলেন তাঁর কাছে মাটি থেকেও অধম। কোন এক জুমার দিন খলীফা হযরত উসমান (রা) মিম্বরে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি যার উপর ভর দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা প্রদান করতেন। আবূ বকর (রা), উমর (রা)ও এ লাঠিটি ব্যবহার করতেন। বিদ্রোহী লোকদের একজন দাঁড়িয়ে গেল। সে খলীফাকে গালি দিল এবং তাঁকে আক্রমণ করল। আর তাঁকে মিম্বর থেকে নামিয়ে দিল। ঐ দিন থেকে জনগণ তাঁর খিলাফত সম্বন্ধে সন্দেহ করতে লাগল।

অনুরূপভাবে আল-ওয়াকিদী (র) উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) ও ইয়াহ্ইয়াহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করছিলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ব্যবহৃত লাঠির উপর ভর দিয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, যে লাঠির উপর ভর দিয়ে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) খুতবা পাঠ করতেন। তখন জাহ্ জাহ্ নামক এক ব্যক্তি তাকে বলল, "দাঁড়াও হে বুড়ো আহমক! তারপর এ মিম্বর হতে অবতরণ কর" এই বলে সে লাঠিটি কেড়ে নিল এবং তাঁর ডান হাঁটুর উপর জোরে আঘাত করল। লাঠির টুকরো পায়ের নলীতে ঢুকে গেল ও জখমী হলো। উসমান (রা) মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং লোকজন তাঁকে ও লঠিটি উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন অচেতন। পরে এ জখমীতে ক্ষত রোগ সৃষ্টি হয় ও তাতে পোকা দেখা দেয়। এ ঘটনার পর একবার কিংবা দুইবার তিনি বের হয়েছিলেন। তারপর তিনি অবরোধে পতিত হন ও শহীদ হন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... নাফি' (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আল-জাহ্ জাহ্ আল গিফারী হযরত উসমান (রা)-এর হাতের লাঠি ধরেছিল এবং তা দিয়ে তাঁর হাঁটুতে আঘাত করেছিল। আর ঐ জায়গায় জখমী হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল।'

আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) ..... ইব্‌ন আবূ হাবীবা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হযরত উসমান (রা) জনগণের মাঝে খুতবা দেন। আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ধ্বংস যানে আরোহণ করেছেন। আর আমরাও আপনার সাথে তাতে আরোহণ করেছি। কাজেই আপনি তওবা করুন, আমরাও আপনার সাথে তাওবা করব। উসমান (রা) কিবলামুখী হন এবং দুইহাত উত্তোলন করেন। ইব্‌ন আবূ হাবীবা বলেন, আমি আর তাঁকে কোন দিনও এরূপ ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখিনি। এরপর তিনি একদিন খুতবা দেন। এমন সময় জাহ্ জাহ্ গিফারী তাঁর দিকে এগিয়ে আসল এবং চিৎকার দিয়ে বলল, হে উসমান ! সাবধান! এ উটনিটি আমি নিয়ে এসেছি তার উপর রয়েছে একটি লম্বা জামা, একটি গলবন্ধনী। তুমি মিম্বর হতে নেমে আস। তোমাকে লম্বা জামাটিতে ঢুকাব, তোমার গলায় গলবন্ধনী পরিয়ে দেব এবং তোমাকে জখমী উটনীর উপর উঠিয়ে নেব। তারপর তোমাকে আমরা ধোয়ার পাহাড়ে নিক্ষেপ করব। উসমান (রা) বলেন, "আল্লাহ্ তোমার মন্দ করুন এবং তুমি যা নিয়ে আসছ তাও মন্দে পরিণত করুন। তারপর উসমান (রা) মিম্বর হতে নেমে আসলেন। ইব্‌ন আবূ হাবীবা বলেন, "আর এটা ছিল সর্বশেষ দিন, তাঁকে আমি দেখেছি।"

আল্লামা আল ওয়াকিদী (র) ..... আমির ইব্‌ন সা'দ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি উসমান (রা)-এর সাথে দুর্ব্যবহার করার দুঃসাহস করেছিল সে ছিল জাবিল্লাহ্ ইব্‌ন আমর আস-সায়িদী। একবার উসমান (রা) তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছেন। সে ছিল তার সম্প্রদায়ের মজলিসে। আর তার হাতে ছিল একটি গলবন্ধনী। যখন উসমান (রা) সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন ও সালাম করলেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা সালামের উত্তর দিলেন। জাবিল্লাহ্ বলল, তোমরা কেন তাঁর সালামের উত্তর দিচ্ছ? তিনি এমন একটি লোক, যিনি এটা করেছেন, ওটা করেছেন ইত্যাদি। আবার উসমান (রা)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আল্লাহ্র শপথ'! আমি তোমার গলায় এ গলবন্ধনী পরিয়ে দেবো কিংবা তুমি তোমার আত্মীয়কে ছেড়ে দেবে। উসমান (রা) বললেন, "কোন্ আত্মীয়? আল্লাহ্র শপথ, আমিও জনগণকে নিজের

সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করছি। তখন সে বলল, 'তুমি মারওয়ানকে নির্বাচন করেছ; তুমি মুয়াবীয়াকে নির্বাচন করেছ; তুমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন কুরাইযকে নির্বাচন করেছ; তুমি আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ-এর ন্যায় লোকজনকে নির্বাচন করেছ। তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যার দুর্ণাম বর্ণনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার রক্ত মুবাহ করে দিয়েছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা) সেখান থেকে চলে আসেন এবং লোকজনও তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করতে থাকে।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) ..... উসমান ইব্ন আশ-শারীদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন উসমান (রা) জাবিল্লাহ ইব্ন আমর আস-সায়ীদি-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে ছিল তার বাড়ির সম্মুখে এবং তার সাথে ছিল একটি গলবন্ধনী। উসমান (রা)-কে সে দেখে বলল, "হে বুড়ো বোকা! আল্লাহ্র শপথ, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব এবং আমি অবশ্যই তোমাকে জখমী উটের উপর উঠাব। আর আমি অবশ্যই তোমাকে উত্তপ্ত অগ্নির দিকে বের করে নিয়ে যাব।" তারপর আবার সে হযরত উসমান (রা) -এর কাছে আগমন করল এবং হযরত উসমান (রা) ছিলেন মিম্বরের উপর, সে তাঁকে মিম্বর থেকে নামিয়ে দিল।

সাইফ ইব্ন উমর (র) উল্লেখ করেন যে, উসমান (রা) জুমার দিন লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করার পর মিম্বরে উঠলেন এবং জনগণকে খুতবা দিলেন। তিনি তাঁর খুতবায় বলেন, উপস্থিত ভিনদেশী ব্যক্তিবর্গ! মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্র শপথ, নিশ্চয়ই পবিত্র মদীনাবাসী তোমাদের সম্বন্ধে জানেন যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভাষায় অভিশপ্ত। তাই তোমরা সঠিক কাজ করে ভ্রম সংশোধন কর। কেননা, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ভাল কাজের মাধ্যমে মন্দ কাজের পরিণাম মিটিয়ে দেন। তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। হুকাইম ইব্ন জাবিল্লাহ তাকে গিয়ে ধরলেন এবং বসিয়ে দিলেন। তারপর যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হযরত উসমান (রা)-এর উক্তি আল্লাহর কিতাবেও দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে থেকে মুহাম্মদ ইব্ন মুরাইরাহ লাফ দিয়ে উঠলেন এবং যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাকে বসিয়ে দিলেন ও বললেন, এটা খুব খারাপ কথা।" সকলে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং বিদ্রোহীরা লোকজনের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতে লাগল। আর বিদ্রোহীরা এভাবে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিল। এরপর তারা হযরত উসমান (রা)-এর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করতে লাগল। এরপর তিনি অচেতন হয়ে মিম্বর থেকে নিচে পড়ে গেলেন। তারপর তাকে উঠানো হলো এবং তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

মিসরবাসী লোকজনের মধ্য হতে নিম্নবর্ণিত তিনজন ব্যতীত অন্য কাউকেও তাদের সাহায্যকারী মনে করত না। তারা হলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা), মুহাম্মদ ইব্ন জাফর (রা) এবং আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা)।

হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবাইর (রা) অন্য লোকজনের সাথে হযরত উসমান (রা)-এর সেবা শুশ্রূষার জন্যে এবং নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা ও জনগণের দুঃখ-দুর্দশা তাঁর কাছে পেশ করার লক্ষ্যে হযরত উসমান (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন।

তারপর কাজ শেষে তারা তাদের বাসস্থান প্রত্যাবর্তন করলেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে একটি দল যেমন আবূ হুরায়রা (রা), ইব্‌ন উমর (রা) এবং যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ হতে যুদ্ধ করার জন্যে এগিয়ে আসেন। হযরত উসমান (রা) তাদের কাছে লোক প্রেরণ করলেন এবং শপথ প্রদান করলেন যাতে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালায় হস্তক্ষেপ থেকে তাঁরা বিরত থাকেন ও চুপ থাকেন।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-এর অবরোধের ঘটনা

জুম'আর দিন যে ঘটনা ঘটার ছিল, তা-ই সংঘটিত হলো এবং আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা) মুখমণ্ডল এবং মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হলেন; আহত হওয়ার সময় তিনি মিম্বরের উপর ছিলেন। বেহুঁশ হয়ে তিনি নিচে পড়ে যান, তাঁকে গৃহে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে। অপরাধী চক্র তাঁর ব্যাপারে লোভাতুর হয়ে ওঠে। লোকগুলো তাঁকে গৃহে অবরুদ্ধ থাকতে বাধ্য করে, তাঁর জীবন সংকীর্ণ করে তোলে এবং গৃহের অভ্যন্তরে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখে। অনেক সাহাবী নিজ নিজ গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে লাগলেন। সাহাবী তনয়ের একটা দল তাদের নিজ নিজ পিতার নির্দেশে উসমান (রা)-এর দিকে ছুটে যায়। তাঁদের মধ্যে হাসান-হুসাইন (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)ও ছিলেন, আর (গৃহের দরজায় পাহারায় নিয়োজিতদের) ইনিই ছিলেন প্রধান, আরো ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)। এরা তাঁর পক্ষ নিয়ে বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, যাতে অপরাধী চক্রের কেউ তাঁর কাছে পৌঁছতে সক্ষম না হয়। অবরোধকারীদের কোন একটা দাবি তিনি মেনে নেবেন– এ আশায় সাহসীগণের কেউ কেউ তাঁকে একা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

আমীরুল মু'মিনীন-এর নিকট তাদের দাবি ছিল ঃ হয় তিনি পদত্যাগ করবেন, অথবা মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামকে তাদের নিকট সমর্পণ করবেন। বিদ্রোহীরা হত্যার কথা ভাবছে এমন চিন্তা কারো মনে জাগেনি। এসময় উসমান (রা) মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাই (গোলযোগের সূত্রপাতের) প্রথম দিকে তিনি খুব কমই বের হতেন। শেষের দিকে বের হওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। এ সময় সা'দ ইব্‌ন হারব লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। অবরোধ এক মাসের বেশি অব্যাহত থাকে। কারো কারো মতে তা ছিল চল্লিশ দিনব্যাপী। অবশেষে অবরোধের শেষ পর্যায়ে এসে আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) শহীদ হন। তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা।

ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেন যে, উসমান (রা) যখন অবরুদ্ধ ছিলেন, সে সময়ে তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করতেন। এমর্মে সহীহ্ বুখারীতে[১] একটা বর্ণনা আছে। তবে ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) আবূ আইউব (রা), সহল ইব্‌ন হুনাইনও এ সময় নামাযে ইমামতি করতেন। তবে আলী (রা) লোকদেরকে নিয়ে জুম'আর নামায আদায় করতেন, পরবর্তীকালেও তিনিই জুম'আর নামাযে ইমামতি করবেন। এ সময় কতিপয় বিষয়ে

১. বুখারীর পাণ্ডুলিপিতে এ স্থান শূন্য রয়েছে। প্রকাশিত কপির টীকায় বলা হয়েছে; মিসরীয় পাণ্ডুলিপি, রিয়াযুন নাছরা এবং তারীখুল আমীসেও রয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন; উসমান (রা) অবরুদ্ধ হলে আবূ হুরায়রা (রা)-কে নামাযে ইমামতির দায়িত্ব দেন।

তিনি জনগণের সম্মুখে ভাষণও দান করেছেন। এ সময় আরো কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়। তারমধ্যে যতটুকু সম্ভব হয় আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্। এজন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।

ইমাম আহমদ (র) ...... আমর ইব্ন জাওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেন! আহনাক বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। মদীনা অতিক্রম করে আমরা অগ্রসর হই। আমরা যখন মনযিলে অবস্থানরত তখন জনৈক আগন্তুক এসে বলে ঃ

লোকেরা মসজিদে সমবেত হয়েছেন। আমি এবং আমার এক সঙ্গী সেদিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা দলকে ঘিরে লোকজন জড়ো হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি তাদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে তাঁদের নিকট গিয়ে দাঁড়াই। আমি দেখতে পাই সেখানে রয়েছেন আলী ইব্ন আবূ তালিব, যুবাইর, তালহা এবং সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)। রাবী বলেন, অতিদ্রুত উসমান (রা) পায়ে হেঁটে সেখানে উপস্থিত হন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি আলী আছেন ?' বলা হলো, 'জ্বী' হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি যুবাইর আছেন ?' লোকেরা বললো, 'জী হ্যাঁ'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি তালহা আছেন ?' বলা হলো, 'জী হ্যাঁ'। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস আছেন ? লোকেরা জবাব দেয়, 'জী হ্যাঁ।' তখন উসমান (রা) বললেন ঃ

انشدكم بالله الذى لا اله الا هو تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يبتاع مربدبنى فلان غفر الله له فابتعته فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انى قد ابتعته، فقال : اجعله فى مسجدنا واجره لك قالوا نعم قال : انشدكم بالله الذى لا اله الا هو، تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يبتاع بئرومة فابتعتها بكذا وكذا فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انى قد ابتعتها يعنى بئرومة قال : اجعلها سقاية للمسلمين ولها او لك اجرها، قالوا : نعم، قال انشدكم بالله الذى لا اله الا هو تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فى وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال : من يجهز هولاء غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون خط ما ولا عقالا قالوا اللهم نعم، فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم انصرف

ورواه النسائى من حديث حصين وعنده انجاء رجل وعليه ملاءة صفراء -

'যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তাঁর দোহাই দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি- আপনারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ অমুক গোত্রের মেষের চারণভূমি কে ক্রয় করে দেবে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। আমি তা ক্রয় করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলি-'আমি তা ক্রয় করেছি।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: 'স্থানটি আমাদের মসজিদের জন্য (মসজিদে নববী) দান কর, তুমি এর প্রতিদান পাবে ?' তাঁরা বললেন, 'জী হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'সে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন

বি'রে রূমা (একটি সুমিষ্ট পানির কুয়ো) কে ক্রয় করে দেবে? আমি এত এত দিরহাম দিয়ে তা ক্রয় করে দেই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করে আরয করলাম, আমি বি'রে রূমা ক্রয় করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'মুসলমানদের পানি পান করার জন্য তা দান করে দাও। তুমি এর সাওয়াব পাবে।' তাঁরা জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় বললেন, 'আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আপনারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংকীর্ণতার বাহিনীর (তাবুক যুদ্ধের) দিন লোকজনের চেহারা দেখে বলেছিলেন ঃ এদেরকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে কে সজ্জিত করবে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন, আমি তাদেরকে যুদ্ধের উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করেছিলাম, এমনকি জন্তুর পায়ে লাগাবার এবং বাঁধার একটা রশিও বাদ ছিল না? তাঁরা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ', আপনি ঠিকই বলছেন।' তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্' তুমি সাক্ষী থাক, 'হে আল্লাহ্' তুমি সাক্ষী থাক, 'হে আল্লাহ্' তুমি সাক্ষী থাক।' তারপর তিনি ফিরে যান (মুসনাদে ইমাম আহমদ ১/৭০)। ইমাম নাসাঈ হাসীন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে একথাও রয়েছে, 'অর্থাৎ হলুদ চাদর গায়ে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন।'

অপর এক বর্ণনা

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ..... হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন সাহাবী আবূ আনসারীর উদ্ধৃতি যায়দ ইব্ন আসলাম সূত্রে তিনি তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, 'হযরত উসমান (রা)-এর অবরোধের দিনগুলোতে আমি তাঁকে জানাযাস্থলে দেখতে পাই, তখন কোন প্রস্তর নিক্ষেপ করা হলে তা কোন ব্যক্তির মাথায়ই পতিত হতো। মাকামে জিব্রীলের নিকটবর্তী জানালা দিয়ে আমি উসমান (রা)-কে উঁকি মারতে দেখতে পাই। তিনি বলছিলেন ঃ 'লোক সকল! তোমাদের মধ্যে তালহা আছেন কি?' সকলেই চুপ থাকে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ; 'লোক সকল! তোমাদের মধ্যে তাল্হা আছেন কি?' সকলেই চুপ। তিনি পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'লোক সকল! এখানে তালহা আছেন?' এবার তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ দাঁড়ালেন। উসমান (রা) তাঁকে বললেন ঃ 'আমি কি তোমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না? একদল লোকের মধ্যে তুমি উপস্থিত থাকবে আর তিনবার আমি তোমাকে ডাকবো, কিন্তু জবাব দেবে না, এমনটি আমি ধারণা করিনি। হে তালহা! আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আমি সেদিনের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেদিন অমুক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তুমি এবং আমি ছিলাম; আমি এবং তুমি ছাড়া সেদিন তাঁর সঙ্গে অন্য কোন সাহাবী ছিলেন না।" তিনি বললেন, হ্যাঁ'। [উসমান (রা) বলেন] তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

يا طلحة ! انه ليس من بنى الاومعه من اصحابه رفيق من امته معه فى الجنة : وان عثمان بن عفان هذا يعنى رفيقى فى الجنة، فقال طلحة اللهم نعم ! ثم انصرف

'হে তালহা! (শোন), এমন কোন নবী নেই, যার উম্মতের মধ্য থেকে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে জান্নাতে একজন সঙ্গী থাকবে না। আর এই উসমান ইব্ন আফ্ফান হবে জান্নাতে আমার

সঙ্গী।' তখন তালহা (রা) বললেন, 'আল্লাহ্ সাক্ষী এটা ঠিক কথা।' এরপর তিনি প্রস্থান করেন।

অপর একটি বর্ণনা

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ মুহাম্মদ ইব্ন আবূবকর মাকদেসী ..... সুমামা ইব্ন জায্আ কুশাইরী সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ উসমান (রা) যেদিন শহীদ হন, সেদিন আমি তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ভালভাবে অবলোকন করি। তিনি বললেন, 'তোমাদের সে সঙ্গীদ্বয়কে আমার কাছে ডেকে আনো, যারা আমার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। ব্যক্তিদ্বয়কে ডেকে তাঁর কাছে আনা হয়।' তিনি বললেন ঃ

'আল্লাহ্র নাম নিয়ে আমি তোমাদেরকে বলছি– তোমরা জান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনা আগমন করেন তখন মসজিদে মুসল্লীদের স্থান সংকুলান হতো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, নিজের নির্ভেজাল সম্পদ দ্বারা কে এ ভূমিখণ্ড ক্রয় করবে এবং এতে সেও অন্যান্য মুসলমানের মতো অংশীদার হবে এবং জান্নাতে সে এর চাইতে উত্তম ভূমি লাভ করবে? তখন আমার নির্ভেজাল মাল দ্বারা আমি তা ক্রয় করি এবং তা মুসলমানদের জন্য দান করে দেই। আজ সে মসজিদে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে তোমরা আমাকে বাধা দিচ্ছ। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনা আগমন করেন তখন সেখানে সুপেয় পানির কোন কুয়ো ছিল না বি'রে রূমা ব্যতীত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'এমন কে আছে, যে তার হালাল মাল দ্বারা কুয়া ক্রয় করতে পারে? আর এ কুয়োয় তার বালতিও অন্যান্য মুসলমানের বালতির মতো হবে (এতে সকলের সমান অধিকার থাকবে)। আর জান্নাতে সে এর চাইতে উত্তম বিনিময় পাবে।' তখন আমার হালাল মাল দ্বারা আমি তা ক্রয় করি। আর আজ সে কূপের পানি পান করতে তোমরা আমাকে বাধা দিচ্ছ! তারপর তিনি বলেনঃ 'তোমরা কি জান না যে, আমি সংকটকালীন বাহিনীর (তাবুক যুদ্ধের) যোগানদার? তারা সকলে বলেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলছেন।' ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। এছাড়া আব্বাস ছাওরী প্রমুখ সূত্রেও তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ যিয়াদ ইব্ন আইউব সূত্রে এবং তাঁরা সকলে সাঈদ ইব্ন আমির .... আবূ মাসঊদ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।

অপর একটি বর্ণনা

ইমাম আহমদ (র) আব্দুস সামাদ ..... সালিম ইব্ন আবুল জা'দ সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবীকে যাদের মধ্যে আম্মার ইব্ন ইয়াসিরও ছিলেন– ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি এবং আমি পছন্দ করে তোমরা আমার সত্যায়ন করবে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি– 'তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমস্ত মানুষের উপর কুরাইশকে অগ্রাধিকার দিতেন। আর সমস্ত কুরাইশের উপর বনু হাশিমকে প্রাধান্য দিতেন।' সকলেই নিরুত্তর, তখন তিনি বললেন ঃ আমার হাতে জান্নাতের কুঞ্জি থাকলে আমি তা বনী উমাইয়ার হাতে তুলে দিতাম, যাতে তাদের

সর্ব শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।' তারপর তিনি তালহা এবং যুবাইর-এর জন্য লোক প্রেরণ করেন। (তাঁরা উপস্থিত হলে) উসমান (রা) বললেন ঃ আমি কি তোমাদের উভয়কে আম্মার সম্পর্কে একটা কথা বলে দেবো না? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আগমন করি। তিনি আমার হাত ধরে বাতহা তথা মক্কার পুণ্য ভূমিতে পথ অতিক্রম করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আম্মারের পিতা-মাতার নিকট আগমন করেন আর তখন তাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল, তখন আম্মারের পিতা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সময় কি এমনই কাটবে?' তখন নবী করীম ﷺ বললেন, ধৈর্যধারণ কর। তখন আল্লাহ্র নবী বলেন ঃ

হে আল্লাহ্! ইয়াসির পরিবারকে ক্ষমা করো। তুমিতো তাই করে থাকো। ইমাম আহমদ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অন্য ইমামগণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি।

অপর একটি বর্ণনা

ইমাম আহমদ ইসহাক ইব্ন সুলাইমান ..... নাফি ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) অবরোধের দিনগুলোতে তাঁর সঙ্গীদের দিকে উঁকি মেরে বলেন ঃ

على م نقتلوننى ؟ فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرأ الاجاحدى ثلاث رجل زنى بعد احصانه فعليه الرجم او قتل عمدا فعليه القود او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل فوالله ما زنيت فى الجاهلية ولا فى الاسلام ولا قتلت نفسا فاقيد نفسى منه ولا ارتددت منذ اسلمت انى اشهد ان لا اله الا الله وانه محمدا عبده ورسوله ـ

'কোন্ কারণে তোমরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হচ্ছ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়। কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে, ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করার দায়ে হন্তাকে হত্যা করা হবে, কেউ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ্র কসম করে বলছি। জাহিলী বা ইসলামী কোন যুগেই আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি। আমি কাউকে হত্যা করিনি যে, তার বদলে আমাকে হত্যা করা হবে; আর ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি মুরতাদও হইনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।'

ইমাম নাসাঈ আহমদ ইব্ন আস্হাদ সূত্রে ইসহাক ইব্ন সুলায়মানের বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আর একটি বর্ণনা ঃ ইমাম আহমদ (র) হাম্মদ ইব্ন যায়দ ......সহল ইব্ন হুলাইফ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রা) যখন গৃহে অবরুদ্ধ তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমরা ভেতের প্রবেশ করে উপর দিক থেকে কথা শুনতে পেতাম। বর্ণনাকারী বলেন, উসমান (রা) একদিন কোন প্রয়োজনে ভেতরে প্রবেশ করেন। এসময় তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন, তাঁরা অবিলম্বে আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। রাবী বলেন, আমরা বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি বললেন, তাঁরা কেন আমাকে হত্যা করতে চায়?

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়। কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরী অবলম্বন করলে, অথবা বিবাহ করার পরও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে; অথবা অহেতুক কোন প্রাণ বধ করলে। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি– জাহিলী যুগে বা ইসলামী যুগে আমি কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি। আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের হিদায়তের পর আমি দীন পরিবর্তন করিনি। আর আমি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিনি। তবে কেন তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে ?' চারটি সুনান গ্রন্থের গ্রন্থকারগণ হাম্মাদ ইব্ন যায়দ সূত্রে ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদের বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমের ইব্ন রাবীআ অতিরিক্ত যোগ করে বলেনঃ আমরা উসমান (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তারপর হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। হাম্মাদ ইব্ন সালমা ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ সূত্রে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণান করেছেন।

অপর একটি বর্ণনা ঃ ইমাম আমহদ (র) ইউনুস ...... আবু সালমা ইব্ন আব্দুর রহামন সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ উসমান (রা) যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি মহল থেকে উঁকি মেরে ছিলেন। এ সময় তিনি বলেন– 'হেরার দিনে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে উপস্থিত ছিল, আমি তাকে আল্লাহ্র নামের কসম দিয়ে বলছি; সেদিন হঠাৎ পাহাড় কেঁপে উঠলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পদাঘাত করে পর্বতকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

اسكن حراء ليس عليك الانبى او صديق او شهيد وانا معه ـ

'হে হেরা পর্বত, শান্ত হও, তোমার উপর আছেন একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং একজন শহীদ। এ সময় তাঁর সঙ্গে আমিও ছিলাম।' লোকেরা তাঁকে হ্যাঁ বাচক জবাব দান করলে তিনি বলেন ঃ

'বায়'আতে রিদওয়ানের দিন সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে উপস্থিত ছিল, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মক্কার মুশরিকদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন (এবং বায়'আতকালে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন এবং তিনি এক হাতের উপর অপর হাত স্থাপনপূর্বক বলেছিলেন– এটা আমার হাত আর এটা উসমানের হাত। এই বলে তিনি আমার পক্ষ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন।' লোকেরা তাঁকে হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে তাকে বলছি যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছে। সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ

من يوسع لنا بهذا البيت فى المسجد بنيت له بيتا فى الجنة ـ

'এ গৃহ দ্বারা যে ব্যক্তি আমাদের জন্য মসজিদ সম্প্রসারণ করবে, তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হবে।' আমি আমার অর্থ দ্বারা তা ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণ করি। এরপর তিনি বলেন ঃ 'সংকীর্ণতার বাহিনীর ছিল যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছে, আমি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে তাকে বলছি– সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ আজকে দান করবে, তার দান গৃহীত হবে' (আল্লাহ্র দরবারে)। তাই আমি সম্পদ দ্বারা অর্ধেক বাহিনী প্রস্তুত করে দেই।" লোকেরা তাঁর কথায় সায় দিলে তিনি বলেন ; 'সে ব্যক্তি রূমা কূয়োর পানি পথচারীদের জন্য বিক্রয় হতে দেখেছে, আমি তাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি। আমি আমার অর্থ দ্বারা তা

ক্রয় করে মুসাফিরদের জন্য তা দান করে দেই। লোকেরা তাঁর কথায়ও সায় দেয়।। ইমাম নাসাঈ ইমরান ইব্ন বাক্কার ..... আবূ ইসহাক সাবিঈর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন জারীর উল্লেখ করেন যে, হযরত উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ড দেখতে পেলেন যে, তারা তাঁকে গৃহে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, এমনকি মসজিদে দাফন করতেও বাধা দান করছে তখন তিনি সিরিয়ায় মুআবিয়া, বসরায় ইব্ন 'আমির এবং কূফাবাসীদের নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন, যাতে তারা সৈন্য প্রেরণ করে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করে দিতে পারেন। সে মতে মুআবিয়া মুসলিম ইব্ন হাবীবকে প্রেরণ করেন। ইয়াযীদ ইব্ন আসাদ আল-কুশাইরী প্রতিনিধি হিসাবে সৈন্য প্রেরণ করেন। কূফা ও বসরাবাসীরা সৈন্য প্রেরণ করে। তাদের দিকে সৈন্য আসছে জানতে পেরে তারা অবরোধ আরো তীব্র, আরো কঠোর করে তোলে, তারা মদীনার কাছাকাছিই এসে উসমান (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে জানতে পারে। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ইব্ন জারীর আরো উল্লেখ করেন যে, উসমান (রা) আশতার নাখঈকে তলব করেন এবং হযরত উসমানের গৃহের বাতায়নযুক্ত কক্ষে তাঁর জন্য বালিশ রাখা হয়। তিনি উঁকি মেরে লোকদের দেখলে উসমান (রা) তাঁকে বলেন ঃ 'কে আশতার! লোকেরা কি চায়'? তিনি বলেন, 'তারা চায়, হয় আপনি ক্ষমতা ত্যাগ করেন, অথবা আপনি যাদেরকে প্রহার করেছেন, যাদেরকে চাবুক মেরেছেন বা যাদেরকে বন্দী করেছেন, ফিদিয়া (মুক্তিপণ) দ্বারা তাদের থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত করে নিন; অন্যথায় তারা আপনাকে হত্যা করবে।'

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তারা দাবি করছে বিভিন্ন শহরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের পদচ্যুত করে তাদের স্থলে তাদের পছন্দমাফিক লোক নিয়োগ করতে হবে। আর তিনি নিজে পদত্যাগ না করলে মারওয়ান ইব্নুল হাকামকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে, তারাই তার থেকে প্রতিশোধ নেবে। যাকে মিসরে হযরত উসমানের পক্ষ থেকে ভুয়া পত্র প্রেরণের দায়ে দণ্ডিত করা হবে। উসমান (রা) আশংকা করলেন যে, মারওয়ানকে তাদের হাতে তুলে দিলে তারা তাকে হত্যা করবে আর এতে তিনি হবেন একজন মুসলমানকে হত্যা করার কারণ, অথচ সে এমন কোন কাজ করেনি, যার জন্য হত্যার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। আর তাদের কথা মতো কিসাসের প্রতিশোধের ব্যাপারে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন এ জন্য যে, তিনি একজন বৃদ্ধ ও দুর্বল দেহের অধিকারী ব্যক্তি। আর তাঁর নিজের পদত্যাগের যে দাবি তারা তুলেছে তা-ও তিনি মেনে নেবেন না; কারণ, আল্লাহ্ তাঁকে সে জামা পরিধান করিয়েছেন তিনি তা খুলতে পারেন না।

আর তিনি উম্মতে মুহাম্মদীকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না যে, তারা একে অন্যের উপর হস্তক্ষেপ করবে। আর না তাদের ইচ্ছা মতো অজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তিদেরকে শাসক নিযুক্ত করতে দিতে পারেন, যার ফলে অরাজকতা দেখা দিবে, দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তিনি যা ধারণা করেছিলেন, বাস্তবে তা-ই ঘটে। উম্মতের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়, অরাজকতা সৃষ্টি হয়। তিনি তাদেরকে একথাও বলেছিলেন– তোমরা যাকে পছন্দ করবে তাকেই যদি আমীর নিযুক্ত করি আর যাকে তোমরা অপছন্দ কর তাকে যদি আমি পদচ্যুত করি, তাহলে আমার নেতৃত্ব আর থাকে কোথায়? তিনি তাদেরকে একথাও বলেছিলেন– আল্লাহ্র কসম, তোমরা যদি আমাকে

হত্যা করো তবে আমার ঘর আর একে অপরকে ভালবাসতে পারবে না। তোমরা আর কখনো সকলে মিলে একসঙ্গে নামায আদায় করতে পারবে না, আমার পরে তোমরা আর কখনো সকলে এক সঙ্গে মিলে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হবে না।' উসমান (রা) যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী ..... নুমান ইব্ন বাশীর সূত্রে বর্ণনা করেনঃ উসমান (রা) আমার মারফত আয়িশা (রা)-এর নিকট একটা পত্র লেখেন। আমি পত্র তাঁর নিকট হস্তান্তর করলে তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হযরত উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন ঃ

ان الله لعله يقمصك قميصا فان ارادك احد على خلعه فلا تخلعه ثلاث مرات -

'আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে একটা জামা পরাবেন। কেউ তা খুলতে চাইলেও আপনি তা খুলবেন না। একথা তিনি তিনবার বলেন।' নু'মান বলেন, তখন আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি (কেন এতদিন এ হাদীস বর্ণনা করেন নি?) তিনি বলেন, 'হে বৎস, আল্লাহ্র কসম, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। (মুসনাদে আহমদ ৬/৭৫)। ইমাম তিরমিযী (র) লাইস ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির সূত্রে আয়িশা (রা)-এর বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। এরপর তিনি হলেন, এটি হাসান— গরীব হাদীস। ইমাম ইব্ন মাজাহ্ও কব্জ ইব্ন সুযালা .... ইয়াযীদ ইব্ন নু'মান সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি মধ্যখান থেকে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমিরকে বাদ দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ (র) ইয়াহইয়া ইব্ন ইসমাঈল ..... আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'একজন সাহাবীকে ডাক'। আমি বললাম, 'আবূ বকরকে'? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, 'উমর কে'? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, 'আপনার চাচাতো ভাই আলীকে'? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, 'উসমানকে। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, একদিকে সরে যাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কানে কানে কথা বলছিলেন আর উসমান (রা)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হচ্ছিল। অবরোধকালে তিনি গৃহে অবরুদ্ধ হলে আমরা বললাম, 'আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যুদ্ধ করবেন না?' তিনি বললেন, 'না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট থেকে একটা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে তাতে ধৈর্যধারণ করবো'।[১] ইমাম আহমদ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আ-ইদ দামেশকী ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম ইয়াযীদ ইব্ন আম্র সূত্রে বর্ণন করেন যে, তিনি আবূ সাওর ফাকিমীকে বলতে শুনেছেন 'আমি উসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই। আমি তাঁর কাছে অবস্থান করে বেরিয়ে পড়ি। তখন মিসরীয় প্রতিনিধি দল ফিরে আসে। আমি উসমান (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে অবহিত করি। তিনি বললেন,

১. মুসনাদে আহমদ ৬/৫২। ইব্ন সা'দ আবূ সাহলা সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন উসামার বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেন (৩/৬৬)। তাতে আবূ সাহলা বলেন ঃ তাদের মতে সেদিনটি ছিল গৃহে অবরুদ্ধ হওয়ার দিন।

'তাদেরকে তুমি কেমন দেখতে পেলে ?' আমি বললাম, আমি তাদের চেহারায় মন্দের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। আর তাদের নেতা সন্ত্রাসী ইব্‌ন আদীস। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিম্বরে আরোহণ করে লোকদেরকে নিয়ে জুমআর নামায আদায় করে। জুমআর খুতবায় সে উসমান (রা)-এর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে। আমি উসমান (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে সেসব কথা জানালে তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! ইব্‌ন আদীস মিথ্যা বলেছে! সে যদি তা না বলতো তাহলে আমিও বলতাম না।

আমি ইসলামে চারজনের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট তাঁর কন্যা বিবাহ দিয়েছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অপর কন্যা বিবাহ দেন। জাহিলী যুগেও আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, চুরিও করিনি, ইসলামী যুগেও নয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কাউকে কষ্ট দেইনি, কোন লোভ-লালসা করিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়আত করার পর ডান হাত দ্বারা আমি লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগেই আমি কুরআন মজীদ সংগ্রহের কার্য সম্পাদন করি। ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রত্যেক জুমআর দিন আমি একজন দাস মুক্ত করি। কোন জুমআর দিন তা না পারলে পরবর্তী জুমআর দিন দু'জন দাস মুক্ত করতাম।

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুকইয়াম আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর সূত্রে ইব্‌ন লাহিয়ার বরাতেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আছে ঃ আমি আমার পালনকর্তার নিকট ছয়টি বিষয় গোপন রাখি। তারপর তিনি সেগুলোর উল্লেখ করেন।

অবরোধের বিবরণ

যিলকদ মাসের শেষের দিক থেকে ১৮ই যিলহজ্জ পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত ছিল। সেদিন ছিল জুমআর দিন। এদিনের একদিন পূর্বে উসমান (রা) গৃহে উপস্থিত মুহাজির আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আর তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাতশ জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর, হাসান, হুসাইন, মারওয়ান এবং আবূ হুরায়রা (রা)। তাঁর মুক্ত করা অনেক দাসও উপস্থিত ছিল। তিনি এদেরকে ছেড়ে দিলে (বাধা না দিলে) তারাই সন্ত্রাসীদের দমন করতো। বরং তিনি বলেছিলেন, 'যার উপর আমার অধিকার আছে, আমি কসম দিয়ে বলছি সে যেন হাত গুটিয়ে নিজ গৃহে ফিরে যায়'। এসময় বড় বড় সাহাবী এবং তাঁদের সন্তানদের একটা বিরাট দল তাঁর নিকট ছিল। তিনি তাঁর ভৃত্যদেরকে বললেন ঃ যে তরবারি কোষবদ্ধ রাখবে, সে মুক্ত। ফলে ভেতর থেকে লড়াইয়ে ভাটা পড়ে গেল। কিন্তু বাইরে থেকে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি হয়ে উঠে তীব্রতর। আর এর কারণ ছিল এই যে, উসমান (রা) স্বপ্নে দেখেন, যা থেকে তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে বলে বোঝা যায়। ফলে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির আশায় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি (মিলিত হওয়ায়) আগ্রহের কারণে। এছাড়াও তিনি আদম (আ)-এর দু' সন্তানের মধ্যে উত্তমজন হতে চেয়েছিলেন। ভাই তাকে হত্যা করার অভিপ্রায় করলে যিনি বলেছিলেন ঃ

إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْٓاَ بِإِثْمِىْ وَ إِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ - (المائده : ٢٩)

'আমি চাই যে, তুমি আমার এবং তোমার পাপের ভার বহন কর এবং জাহান্নামবাসী হও। আর এটাই জালিমদের কর্মফল (মায়িদা ৫ ঃ ২৯)।'

বর্ণিত আছে যে, গৃহ ত্যাগ করার জন্য তিনি কড়া নির্দেশ দানের পর উসমান (রা)-এর গৃহ ত্যাগকারী সর্বশেষ ব্যক্তিটি ছিলেন হাসান ইব্‌ন আলী (রা)। তিনিও বেরিয়ে আসেন। আর গৃহবাসীদের উপর আমীরুল হারব তথা সেনাপতি ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)। মূসা ইব্‌ন উকতা সলিম বা নাফি' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে ইব্‌ন উমর (রা) ইয়াওমুদ্দার বা হযরত উসমানের গৃহে অবরুদ্ধ হওয়ার দিন এবং ইয়াওমুন নাজরা হারুরী দিন ছাড়া আর কখনো অস্ত্র পরিধান করেন নি। আবূ জা'ফর দারী আইউব সাখতিয়ানী সূত্রে নাফি'-এর বরাতে ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণনা করেন, 'উসমান (রা) ভোরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন ঃ 'নবী করীম ﷺ-কে আমি স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বলেছেন ঃ উসমান, আমাদের সঙ্গে ইফতার করবে।' সকাল থেকে তিনি রোযা রাখেন এবং রোযাদার অবস্থায় সেদিনই তিনি শহীদ হন। সাইফ ইব্‌ন উমর আব্দুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আনউম সূত্রে জনৈক ব্যক্তির বরাতে বলেন, কাসীর ইব্‌নুস সাল্‌ত হযরত উসমান (রা)-এর নিকট গমন করে বলেনঃ 'আমীরুল মু'মিনীন! আপনি বেরিয়ে আসুন, ঘরের আঙ্গিনায় বসুন, যাতে লোকেরা আপনার চেহারা দেখতে পায়। আপনি এটা করলে হয়তো তারা নিবৃত্ত হবে। এটা শুনে উসমান (রা) হেসে বললেন ঃ 'হে কাসীর! গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যেন আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি আর তাঁর কাছে আছেন আবূ বকর ও উমর (রা)। নবী করীম ﷺ বললেন, ফিরে যাও, কাল আমার সঙ্গে তোমাকে ইফতার করতে হবে।' এরপর উসমান (রা) বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আগামী দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই আমি আখিরাতবাসীদের সঙ্গী হবো। এতে সা'দ ও আবূ হুরায়রা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে সোজা উসমান (রা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হন।

মূসা ইব্‌ন উকবা আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের আযাদ করা গোলাম আবূ আলকামা সূত্রে ইব্‌নুস সালতের বরাতে বলেন ঃ উসমান (রা) সেদিন নিহত হন সেদিন তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং জাগ্রত হয়ে বলেন, 'লোকে যদি না বলতো যে, উসমান মৃত্যু কামনা করছে তাহলে আমি (তোমাদেরকে) বলতাম। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা বললাম, 'আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, আপনি আমাদেরকে বলুন; লোকেরা যা বলে আমরা তা বলবো না।' তখন তিনি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বলেন, জুম'আর দিন তুমি আমাদের সঙ্গে শরীক হবে।'

ইব্‌ন আবিদ্দুনইয়া আবদুর রহমান আল-কুরাশী .... কাসীর ইব্‌নুস সাল্‌ত সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ অবরুদ্ধ দিনগুলোতে আমি উসমান (রা)-এর নিকট গমন করলে তিনি বলেন, 'হে কাসীর! আমার মনে হয় আমি আজই নিহত হবো।' রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, 'আমীরুল মু'মিনীন! দুশমনের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করুন।' বর্ণনাকারী বলেন, তিনি পুনরায় আমাকে একই কথা বললে আমি তাঁকে বললাম, 'আজকের দিনে আপনার জন্য কি কোন নির্ধারিত করা হয়েছে ? নাকি আপনাকে কিছু বলা হয়েছে'? তিনি বললেন, 'না, গত রাতে আমার ঘুম হয়নি। ভোর রাত্রে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে দেখি আবূ বকর এবং উমরকেও। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে

বলছেনঃ উসমান! আমাদেরকে অপেক্ষায় রাখবে না, আমাদের সঙ্গে মিলিত হও। আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি। রাবী বলেন, সেদিনই তিনি নিহত হন।

ইব্‌নু আবিদ্দুনইয়া ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম সূত্রে বর্ণনা করেন, 'অবরোধকালে আমি উসমান (রা)-কে সালাম জানাবার জন্য তার নিকট উপস্থিত হই। গৃহে প্রবেশ করলে তিনি বলেন ঃ 'মারহাবা, প্রিয় ভাই আমার, আজ রাত্রে আমি এ জানালা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, গৃহে জানালা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'উসামন! তারা তোমাকে অবরুদ্ধ করেছে ?' আমি বললাম, 'জী'। 'তিনি বললেন 'তারা তোমাকে পিপাসার্ত রেখেছে? আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ!'

তখন তিনি একটা বালতি কাত করেছিলেন, যাতে পানি ছিল। আমি তা থেকে পানি পান করি, এমন কি পরিতৃপ্ত হই। এমনকি সে পানির শীতলতা আমি বুক আর কাঁধের মধ্যস্থলে অনুভব করছি। তিনি আমাকে আরো বলেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে সাহায্য করি। আবার তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে ইফতার করতে পার।' রাবী বলেন, তিনি বললেন, 'আমি তাঁর সঙ্গে ইফতার করাকেই গ্রহণ করেছি।' সেদিনই তিনি নিহত হন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ আফ্‌ফান ইব্‌ন মুসলিম ..... উসমান (রা)-এর স্ত্রীর বরাতে হিলাল বিনত ওয়াবী সূত্রে বর্ণনা করেন, রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি ছিলেন বিনতুল ফারাফিসা– তিনি বলেন, 'উসমান (রা) তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। তা থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি বললেন ঃ 'লোকেরা আমাকে হত্যা করবে।' আমি বললাম, 'আমীরুল মু'মিনীন, তা কখনো হতে পারে না'। তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূবকর ও উমর (রা)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁরা বললেন, 'আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে ইফতার করবে।' অথবা তাঁরা বলেন, 'আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে তোমাকে ইফতার করতে হবে। (তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ ৩/৭৫)।

আর হাইসাম ইব্‌ন কুলাইব ঈসা ইব্‌ন আহমদ আসকালানী ..... নু'মান ইব্‌ন বাশীর সূত্রে উসমান (রা)-এর স্ত্রী নাইলা বিন্‌ত ফারাফিসার বরাতে বলেন ঃ উসমান (রা) অবরুদ্ধ হয়ে যেদিন নিহত হন সেদিন কোন রোযা রাখেন। ইফতারের সময় তিনি অবরোধকারীদের নিকট ইফতার করার জন্য সুপেয় পানি চাইলে তারা তাঁকে পানি দিতে অস্বীকার করে বলে, 'সাবধান! তোমার নিকটেই কুয়ো আছে। সেখান থেকে পানি নিয়ে ইফতার কর।' অথচ গৃহের আঙ্গিনার কূয়োটা ছিল ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থান।

নাইলা আরো বলেন, 'ভোর রাত্রে আমি গৃহের কাছের প্রস্তরময় ভূমিতে কয়েকজন প্রতিবেশীকে দেখতে পেয়ে তাদের নিকট পানি চাইলে তারা আমাকে একজগ পানি দান করলে তা নিয়ে আমি তাঁর নিকট গমন করি এবং তাঁকে বলি ঃ 'এই নিন, আপনার সুপেয় পানি নিয়ে এসেছি।' তিনি আরো বলেন ঃ তিনি বাইরে দেখেন, ফজরের সময় হয়ে গেছে। তাই তিনি বললেন, 'রোযাদার অবস্থায় আমার সকাল হয়েছে।' নাইলা বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোথায় আহার করলেন, খাদ্য-পানীয় নিয়ে আসতে কাউকে তো দেখিনি ? তিনি বললেন ঃ 'আমি দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে আমাকে দেখেন, তাঁর সঙ্গে ছিল এক বালতি পানি। তিনি বললেন, 'উসমান! পান কর।' তাই আমি পান করি, এমনকি পরিতৃপ্ত হয়ে যাই। তিনি আবার বললেন, 'আরো পান কর।' তাই আমি তৃপ্ত হয়ে পান

করি।' তিনি আরো বলেন, 'লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। তুমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে জয়ী হবে, আর লড়াই না করলে আমার সঙ্গে ইফতার করবে।' নাইলা বলেন, সন্ত্রাসীরা সেদিনই তাঁকে হত্যা করে।

আবূ ইয়ালা আল-মুসিলী ও ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ্ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... উসমান (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেন।

উসমান (রা) ২০ জন গোলাম আযাদ করেন এবং পায়জামা চেয়ে নিয়ে শক্ত করে তা পরিধান করেন। অথচ জাহিলী যুগে বা ইসলামী যুগে তিনি কখনো পায়জামা পরিধান করেননি। উসমান (রা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর ও উমর (রা)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁরা আমাকে বলেন ঃ ধৈর্যধারণ কর, তুমি আমাদের সঙ্গে ইফতার করবে।' এরপর তিনি কুরআন শরীফ চেয়ে নেন। নিহত হওয়ার সময় তাঁর সম্মুখে কুরআন শরীফ উন্মুক্ত ছিল।

আমি (গ্রন্থকার) বলি–এদিন তিনি এজন্য পায়জামা পরিধান করেছিলেন যাতে তাঁর লজ্জাস্থান প্রকাশ না পায়, কারণ, তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় লজ্জাশীল। এমনকি ফেরেশতারা পর্যন্ত তাঁকে লজ্জা করতেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি রয়েছে। সম্মুখে উন্মুক্ত কুরআন শরীফ তিলাওয়াতরত অবস্থায় তিনি মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। যুদ্ধ থেকে তিনি নিজে নিবৃত্ত থাকেন এবং তাঁর হিফাজতের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ না করার জন্য লোকজনকে কসম দিয়ে বারণ করেন। তিনি লোকজনকে এমন কঠোরভাবে বারণ না করলে তারা অবশ্যই দুশমনের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসতো। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম ছিল চূড়ান্ত এবং পূর্ব নির্ধারিত। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, উসমান (রা) হযরত যুবাইরকে ওসীয়ত করে যান। আসমাঈ 'আলা ইব্‌ন ফযল সূত্রে তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার পর লোকেরা তাঁর গৃহের আসবাবপত্র অনুসন্ধান করে একটা তালাবদ্ধ সিন্দুকের সন্ধান পায়। সিন্দুকটি খুলে তাতে একটা ছোট পাত্রে এক টুকরা কাগজ পায়। তাতে লেখা ছিল ঃ তাঁর ওসীয়ত। তা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عثمان بن عفان يشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق وان الله يبعث من فى القبور ليوم لاريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث ان شاء الله تعالى ـ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উসমান ইব্‌ন আফফান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ্ একদিন কবরবাসীকে উত্থিত করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ্ ওয়াদার খেলাফ করেন না। এ বিশ্বাস অনুযায়ী সে বেঁচে থাকে, আর এ বিশ্বাস মতে সে মৃত্যুবরণ করে আর এ বিশ্বাস অনুযায়ী সে পুনরুত্থিত হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা।

ঐতিহাসিক ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, সন্ত্রাসীরা গৃহে প্রবেশ করে উসমান (রা)-কে হত্যা করে সেদিন তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

ادى الموت لايبقى عزيز او لم يدع
لعاذ ملاذا فى البلاد ومرتعا
يصول على اهل الحصن والحصن مغلق
وياتى الجبال الموتُ فى شمار يخها العلا ـ

'আমি দেখতে পাই, মৃত্যু কোন প্রিয়জনকে ছাড়ে না, ছাড়ে না দেশে আর ক্ষেত-খামারে আশ্রয় গ্রহণকারীকে। দুর্গ যখন বন্ধ হয় তখন হামলা হয় দুর্গবাসীদের উপর মৃত্যু হাজির হয় পর্বতমালার শীর্ষ দেশেও!'

উসমান (রা)-এর হত্যার বিবরণ

খলীফা ইব্‌ন খাইয়াত ..... রাবাব সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ উসমান (রা) আশতারকে তাঁর জন্য ডেকে আনতে আমাকে পাঠান। তিনি বললেন, 'লোকেরা কি চায়'? তিনি বললেন ঃ 'তিনটার যে কোন একটা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। তিনি জানতে চাইলেন ঃ সে তিনটি বিষয় কি ? (আশতার) বললেন ঃ তারা আপনাকে ইখতিয়ার দিচ্ছে যে, আপনি দায়িত্ব ত্যাগ করে তাদের হাতে ন্যস্ত করুন। আপনি ঘোষণা করুন ঃ ব্যাপারটা তোমাদের, তোমরা যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিতে পার। আপনি নিজেকেও পেশ করতে পারেন কিসাস তথা প্রতিশোধের জন্য। অন্যথায় লোকেরা আপনার সঙ্গে লড়াই করবে। তখন তিনি বললেন, তারা যে নেতৃত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলছে, তাতো আমি করবো না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে পোশাক পরিধান করিয়েছেন, আমি তা খুলে ফেলতে পারি না। আর তাদের জন্য আমি নিজের থেকে কিসাস গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি ঃ যদি তোমরা আমাকে হত্যা করো তবে আমার পরে আর পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে না, সকলে মিলে একসঙ্গে নামায আদায় করতে পারবে না। আর সকলে এক সঙ্গে দুশমনের সঙ্গে লড়াই করতেও সক্ষম হবে না।'

বর্ণনাকারী বলেন, নেকড়ের মতো খর্বাকৃতির জনৈক ব্যক্তি দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ফিরে যায়। ১৩ জন লোক সঙ্গে নিয়ে হযরত আবূ বকর তনয় মুহাম্মদ আগমন করে তাঁর দাড়ি ধরে টানেন, যার ফলে আমি তাঁর মাড়ীর দাঁতের শব্দ শুনতে পাই। তিনি (মুহাম্মদ) বললেন, মু'আবিয়া তোমার কোন কাজে আসেনি, ইব্‌ন আমিরও তোমার কাজে লাগেনি আর না তোমার কাজে লেগেছে তোমার পত্রাদি। খলীফা বললেন ঃ 'ভাতিজা, আমার দাড়ি ছাড়।' বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখতে পেলাম, তিনি চক্ষু দ্বারা ইশারায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের সাহায্য চাইলেন। লোকটি তীরের ভারী ফলা নিয়ে এগিয়ে এসে তাঁর মস্তকে আঘাত করে। আমি বললাম, তারপর কি হলো? বললেন, একে একে সকলে হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে।[১]

---

১. এ স্থলে তাবারী ৩/৭৩ পৃষ্ঠায় تعاوروا -এর স্থলে تغاووا উল্লেখ করা হয়েছে। মানে সকলে বিভ্রান্ত হয়ে হামলা চালায়।

সাইফ ইব্‌ন উমর তামীমী (র) ঈস ইব্‌ন কাসিম সূত্রের ..... উসামা ইব্‌ন যায়দ-এর আযাদকৃত দাসী খানসা সূত্রে– [আর এ খানসা উসমান (রা)-এর স্ত্রী নাইলা বিনত ফারাফিসার সঙ্গে থাকতেন] বর্ণনা করেন ঃ (হামলার সময়) তিনি গৃহে ছিলেন। এ সময় মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) গৃহে প্রবেশ করে সঙ্গে থাকা তীরের ভারী ফলা দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করলে উসমান (রা) বলেন ঃ 'ভাতিজা, থাম, শপথ আল্লাহ্‌র! তুমি এমন স্থানে হাত দিয়েছ, যেখানে তোমার পিতাও হাত দিতেন না।' তিনি লজ্জিত হয়ে দাড়ি ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়ান। গৃহের লোকজন তাঁর মুখোমুখি হয় এবং দীর্ঘ বাদ-প্রতিবাদ হয়। লোকজন জয়ী হয় এবং তারা গৃহে প্রবেশ করে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর গৃহ থেকে বের হয়ে চলে যান। এরপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করে, যার হাতে ছিল খেজুরের ডাল। লোকদের অগ্রভাগে থেকে সে উসমান (রা)-এর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ডাল দিয়ে মাথায় আঘাত করে তাঁকে রক্তাক্ত করে দেয়। রক্তের ছিঁটা কুরআন মজীদে পতিত হয়ে তা রঞ্জিত করে দেয়। তারপর তারা তরবারি দ্বারা তার উপর আঘাত হানে। অপর এক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে তাঁর বুকে তরবারি দ্বারা আঘাত হানে। স্ত্রী নাইলা বিন্‌ত ফারাফিসা আলকালবিয়াও আহত হয়ে চিৎকার করে খলীফার গায়ের উপর পড়ে যায়। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন ঃ হে শায়বার কন্যা! তবে কি আমীরুল মু'মিনীনকে হত্যা করা হবে ? এই বলে তিনি তলোয়ার হাতে নিলে লোকটি তার হাতে আঘাত করে (তারীখে তাবারী এবং তারীখুল কামিল-এর বর্ণনা মতে নাইলার হাতের আঙ্গুল কাটা যায়) সন্ত্রাসীরা গৃহের আসবাবপত্রও লুটপাট করে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি উসমান (রা)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে কুরআন মজীদের উপর মস্তক রাখা অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাতে পদাঘাত করত বলে ঃ

'আজকের দিনের মতো এমন সুন্দর কোন কাফির-এর মুখমণ্ডল আমি আর দেখিনি, আর আজকের দিনের মতো এমন সম্মানজনক কোন কাফিরের শয্যাও আমি আর দেখিনি।' বর্ণনাকারী বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, সন্ত্রাসীরা গৃহে কোন কিছুই রেখে যায়নি, এমনকি তারা পানির পেয়ালা পর্যন্ত নিয়ে যায়।

আর হাফিজ ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) দৃঢ়তা সহকারে গৃহের সকল সদস্যকে বের করে দিলে তাঁর পরিবার ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। এ সময় সন্ত্রাসীরা দেয়াল টপকে এবং দরজা খুলে বাতি জ্বালিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে কোন সাহাবী ছিলেন না; এমনকি সাহাবীর কোন সন্তানও ছিলেন না। সাহাবীর সন্তানদের মধ্যে কেবল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ অগ্রসর হয়ে তাঁকে প্রহার করলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। নারীরা চিৎকার জুড়ে দেয়। তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গৃহত্যাগ করে। এ সময় খলীফা নিহত হয়েছেন মনে করে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর গৃহে প্রবেশ করেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, খলীফার জ্ঞান ফিরেছে তখন তিনি বললেন ঃ

হে বোকা বৃদ্ধ! তুমি কোন্ ধর্মের অনুসারী? তিনি জবাব দেন, 'আমি ইসলামের অনুসারী; তবে আমি বোকা বুড়ো নই; বরং আমি আমীরুল মু'মিনীন'। ইব্‌ন আবূ বকর বললেন ঃ 'তুমি কিতাবুল্লাহ্‌য় পরিবর্তন সাধন করেছ।' খলীফা বললেন ঃ 'কিতাবুল্লাহ তো আমার এবং

তোমাদের সকলের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে।' আমি কিভাবে তাতে বিকৃতি সাধন করলাম?) ইব্ন আবূ বকর এগিয়ে যান এবং বলেন ঃ

'কিয়ামতের দিন আমরা যদি বলি– "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা-কর্তাদের আনুগত্য করেছিলাম আর তারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে" তবে আমাদের কথা গৃহীত হবে না। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৬৭ আয়াত)। এই বলে তিনি খলীফাকে টানা-হেঁচড়া করে ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে আসেন। তখন খলীফা বলছিলেন ঃ

'হে ভাতিজা! তোমার পিতা আমার দাড়ি ধরতে পারতেন না!' মিসরীয়দের মধ্যে কিনদা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আগমন করে, যার পদবী ছিল 'গাধা'। আর আর কুনিযাত বা উপনাম ছিল আবূ রোমান। কাতাদার মতে লোকটির নাম ছিল রোমান, অন্যদের মতে সে ছিল নীল, লাল-হলুদের মিশ্র বর্ণের। কেউ কেউ বলেন, লোকটির নাম ছিল সুদান ইব্ন রোমান আল-মুরাদী। ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খলীফা উসমান (রা)-কে হত্যা করেছে, তার নাম ছিল, আসওয়াদ ইব্ন হুমরান। সে বর্শা দ্বারা তাঁকে আঘাত হানে, তার হাতে উন্মুক্ত তরবারিও ছিল। তিনি বলেন, লোকটি পুনঃ আগমন করে তাঁর বুকে বর্শা বিদ্ধ করে এবং তরবারির ধার তাঁর পেটে স্থাপন করে তাঁর জীবন লীলা সাঙ্গ করে দেয়। স্ত্রী নাইলা নিকটে ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বাধা দান করলে তাঁর হাতের আঙ্গুল কাটা যায়। একথাও বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর তীরের ফলা নিক্ষেপ করলে তা খলীফার গলায় বিদ্ধ হয়। সঠিক কথা এই যে, হত্যাকারী ছিল অন্য কেউ; মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর নন। 'তুমি এমন এক ব্যক্তির দাড়ি ধরেছ, তোমার পিতা যাকে সম্মান করতেন।' খলীফা একথা বললে তিনি লজ্জিত হয়ে ফিরে যান। এরপর তিনি মুখ ঢেকে দূরে সরে যান। অবশ্য এতেও তাঁর কোন কল্যাণ হয়নি। আল্লাহ্র অভিপ্রায় সুনিশ্চিত। আর এটা আল্লাহ্র কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল।

ইব্ন আওন সূত্রে ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, কিনানা ইব্ন বিশর খলীফার মুখমণ্ডল এবং মাথার অগ্রভাগে লোহার হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করলে খলীফা কাত হয়ে পড়ে যান। আবদুর রহমান ইব্ন হারিসও ইব্ন আওন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে 'ফুতূহে ইব্ন আ'শাম-'এ আছে যে, খলীফা আহত হয়ে জামার পেছনের অংশ মাটিতে স্থাপনপূর্বক পতিত হন। কাত হয়ে পড়ে গেলে সূদান ইব্ন হুমরান আল-মুরাহী আঘাত করে করে তাঁকে হত্যা করে।, অবশ্য আম্র ইব্নুল হুমুক লাফ দিয়ে খলীফার বুকে চড়ে বসে,তখন তাঁর অন্তিম অবস্থা। সে বর্শা দ্বারা নয়বার তাঁকে আঘাত করে এবং বলে 'তিনটা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, বাকি ছয়টা আমার বুকে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের জন্য।

তাবারানী আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ছাদকা বাগদাদী ..... হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ সায়াফ উসমান আমাকে হাদীস শুনান যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তি গৃহে উসমান (রা)-এর নিকটে গেলে তিনি সে ব্যক্তিকে বললেন ঃ ভাতিজা! ফিরে যাও, তুমি তো আমার হত্যাকারী নও। লোকটি বললো ঃ আপনি কেমন করে তা জানতে পারলেন? তিনি বললেন ঃ

কারণ, তোমার জন্মের সপ্তম দিবসে তোমাকে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আনা হলে তিনি তোমার তাহনীক তথা মিষ্টি মুখ করেন (নিজ মুখে খেজুর চিবিয়ে নরম করে তোমার মুখে তুলে দেন) এবং তোমার বরকতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দু'আ করেছেন। তারপর

অপর এক আনসারী ব্যক্তি তাঁর কাছে গেলে তাকেও ঠিক একই কথা বলেন। এরপর মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর প্রবেশ করলে তাকে বললেন ঃ তুমি আমার হন্তা। তিনি বললেন ঃ 'হে অথর্ব বৃদ্ধ, তুমি কেমন করে জানলে ?' খলীফা বললেন ঃ

'জন্মের সপ্তম দিনে তাহনীক আর দু'আর জন্য তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে হাযির করা হলে তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোলে পায়খানা করেছিলে। রাবী বলেন ঃ এরপর তাঁর বুকে চড়ে দাড়ি ধরে এবং হাতের তীরের ফলা উসমান (রা)-এর বুকে বিদ্ধ করে। হাদীসটি নিতান্ত যয়ীফ পর্যায়ের এবং তাতে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার উপকরণও বিদ্যমান রয়েছে। একাধিক সূত্রে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর দেহের রক্তের ছিঁটা মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

অনতিবিলম্বে তাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট হবেন। আর তিনি মহা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৩৭)। এ আয়াতের উপর পতিত হয়। একথাও বর্ণিত আছে যে, ঘাতক যখন উসমান (রা)-এর নিকেট পৌঁছে তখন তিনি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে করতে এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন। আর এটা অসম্ভব নয়, কারণ তিনি তখন কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন।

ইব্নু আসাকির বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) আহত হয়ে বলেন ঃ বিসমিল্লাহ, তাওয়াক্কালতু আল্লাহ্। রক্ত প্রবাহিত হলে বলেন ঃ সুবহানাল্লাহিল আযীম। ইব্ন জারীর তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে উল্লেখ করেন যে, মিসরীয়রা মিস্‌রের শাসনকর্তার নামে প্রেরিত পত্রবাহক নিকট দেখতে পেলো, এপত্রে তাদের কতককে হত্যা করা, কতককে শূলীবিদ্ধ করা এবং কতকের হাত-পা কেটে দেয়ার নির্দেশ ছিল। আর মারওয়ান ইবনুল হাকাম উসমান (রা)-এর যবানীতে এ পত্র লিখে এবং এ সম্পর্কে যুক্তি হিসাবে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত উপস্থাপন করা হয় ঃ

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۔

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, এটাই তাদের শাস্তি যে তাদেরকে হত্যা করা হবে, শূলীবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হস্তপদ কর্তন করা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়াতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা, অবমাননা, আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি (সূরা মায়িদা ৫; আয়াত ৩৩)।

মারওয়ান ইবনুল হাকামের মতে যারা উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তারা সকলেই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। নিঃসন্দেহে তারা এমনই ছিল; কিন্তু উসমান (রা)-কে অবহিত না করে তাঁর পক্ষ থেকে এমন পত্র লেখা তার পক্ষে উচিত হয়নি। আর মিছামিছি তাঁর

সীলমোহর ব্যবহার, তাঁর উট ব্যবহার ও তাঁর গোলামকে পত্র প্রেরণের জন্য ব্যবহার করা উচিত হয়নি। বিশেষত মুহাম্মদ ইবন্ আবূ বকরকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করার ব্যাপারে উসমান (রা) এবং মিসরীয়[১] বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমঝোতা হওয়ার পর এমন ঘটনা মোটেই সমীচীন ছিল না। এসব কিছুই তো সমঝোতা স্মারকের পরিপন্থী। এ কারণে সমঝোতার বিপরীত পত্র পেয়ে তারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তা উসমান (রা)-এর পত্র এবং তাদের বিবেচনায় এটা তাঁর বড় অপরাধ। অথচ ওরাই ছিল অপরাধে লিপ্ত আর ষড়যন্ত্রে জড়িত।

তাই তারা মদীনায় ফিরে আসে এবং বড় বড় সাহাবীকে পত্র দেখায়। আর একাজে অন্যরাও তাদের সহায়তা করে এবং ইন্ধন যোগায়। এমনকি কোন কোন সাহাবীও ধারণা করেন যে, এ ঘটনা হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশক্রমেই ঘটেছে। একদল বড় সাহাবী এবং মিসরীয়দের উপস্থিতিতে এ সম্পর্কে উসমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মহান আল্লাহ্র নামে শপথ করে তা অস্বীকার করেন। আর তিনি তো সত্যবাদী, নেক্কার এবং সত্য পথের অভিযাত্রী। পত্র লেখা, পত্রের বিষয়বস্তু লেখককে বলে দেয়ার কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন ঃ এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। বিদ্রোহীরা বললো, 'পত্রে তো আপনার সীলমোহর আছে?' তিনি বললেন, 'কোন ব্যক্তি এ সীলমোহর জাল করতে পারে।' তখন তারা বললো ঃ পত্রতো ছিল আপনার উটের উপর সওয়ার আপনার সেবকের নিকট। তখন তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্র কসম, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।' এ সমস্ত কথার পর বিদ্রোহীরা তাঁকে বলে ঃ আপনি এ পত্র লিখে খিয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ; আর যদি আপনি না লিখে থাকেন বরং আপনার যবানীতে আপনার অগোচরে অন্য কেউ লিখে থাকে তাহলে তো আপনি অক্ষম প্রমাণিত হলেন। আর আপনার মতো অক্ষম ব্যক্তি তো খিলাফতের যোগ্য নয়। আপনার খিয়ানত তথা বিশ্বাসহীনতা এবং অক্ষমতাই এর প্রধান কারণ।'

উসমান (রা) খিলাফতের যোগ্য নন বলে বিদ্রোহীদের বক্তব্য ও দাবি সকল বিবেচনায়ই অগ্রহণযোগ্য। কারণ তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া যায় যে, তিনি সে পত্র লিখেছেন– বাস্তবে কিন্তু তিনি সে পত্র লিখেননি– তাতেও দোষের কিছু নেই। কারণ, ইমাম তথা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের দর্প চূর্ণ করার লক্ষ্যে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে তিনি উম্মতের জন্য কল্যাণকর মনে করতে পারেন। আর যেহেতু এ সম্পর্কে কোন কিছুই তাঁর জানা ছিল না, তাই তাঁর পক্ষ হয়ে মিথ্যা আর বানোয়াট পত্রের জন্য তাঁকে কেমন করে অক্ষম সাব্যস্ত করা যায়? আর তিনি তো মাসুম তথা নিষ্পাপ নন। ভুল-ভ্রান্তি আর ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর দ্বারাও সংঘটিত হওয়া সম্ভব। আর এসব অজ্ঞ মূর্খ বিদ্রোহীরা তো ছিল ছিদ্রান্বেষী খিয়ানতকারী ও মিথ্যাশ্রয়ী জালিম। এ কারণেই তো এরপর তারা তাঁকে অবরুদ্ধ করে তার জীবন যাপন সংকীর্ণ করে তোলার জন্য কৃত সংকল্প হয়। এমনকি তারা খাদ্য-পানীয় এবং মসজিদে দাফন করতেও তাঁকে বিরত রাখে, হত্যার হুমকি দেয়। এ কারণে মসজিদ সম্প্রসারণে তাঁর অবদানের কথা তিনি তাদেরকে স্মরণ করান। আর তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি, যাকে তাঁর সম্প্রসারিত মসজিদে নামায

১. মুহাম্মদ ইবন্ আবূ বকর তাদের শাসক থাকবেন–এ মর্মে উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে লিখিত অঙ্গীকার পত্র নিয়ে মিসরীয়রা দেশে ফিরে যায়। (ফুতুহে ইবনুল আ'সাম ২/২১০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ বিবরণ দ্রষ্টব্য। (মিসরের শাসনকর্তা ইবন্ আবূ সারাহ- এর নামে উসমান (রা)-এর পত্রের পূর্ণ বিবরণও তাতে দেখা যেতে পারে)।

আদায় করতে বাধা দেয়া হয়। বি'রে রূমা মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করার কথাও তিনি তাঁদেরকে স্মরণ করান, আর আজ কিনা তাঁকেই সে পানি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি তাদেরকে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ঃ

ولايحل دم امرأ مسلم الخ -

তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়– (১) জানের বদলা জান, (২) বিবাহিত পুরুষের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং (৩) ধর্মত্যাগ করা, যে দলের ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। তনি একথাও উল্লেখ করেন যে, কোন মানুষকে তিনি হত্যা করেন নি। ঈমান আনয়নের পর তিনি মুরতাদ হননি এবং জাহিলী বা ইসলামী যুগে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হননি।। রাসূলের নিকট বায়য়াত করার পর ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করেন নি। অন্য বর্ণনার ডান হাত দ্বারা 'মুফাসসাল' সূরা লিপিবদ্ধ করার কথা উল্লেখ আছে। অতঃপর তিনি তাদের সম্মুখে নিজের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। এ আশায় যে, হয়তো এতে করে তা থেকে তাদের নিবৃত্ত হওয়া এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং আমীরের আনুগত্যের দিকে ফিরে আসার ব্যাপারে কল্যাণকর হতে পারে। বিদ্রোহ আর সীমালংঘন অব্যাহত রাখা ছাড়া অন্য কিছু করতে বিদ্রোহীরা অস্বীকার করে। তারা লোকজনকে তাঁর নিকট গমনাগমন করতেও বাধা দেয়। অবস্থা চরম আকার ধারণ করে এবং পরিবেশ সঙ্গীন হয়ে উঠে। গৃহে যে পানি ছিল তা-ও ফুরিয়ে যায়। তিনি মুসলমানদের নিকট সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ জানালে আলী (রা) এক মশক পানি বহন করে আনেন এবং অতিকষ্টে তা খলীফার নিকট পৌঁছান। এজন্য তাঁকে এসব জাহিলদের অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে, শুনতে হয়েছে অনেক কটু কথা।

তারা তাঁর বাহন হটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে এবং অনেক হুমকি আর অনেক ভয়-ভীতি দেখায়। তিনি তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে শাসিয়ে দেন। এমনকি তিনি তাদেরকে অন্যসব কথার মধ্যে একথাও বলেন ঃ তোমরা এ ব্যক্তির সঙ্গে যে আচরণ করছো, তোমাদের মতো আচরণ রোমান আর পারসিকরাও করতো না– এমন কথাতো আমি হলফ করে বলতে পারি। আল্লাহ্র কসম, তারাতো বন্দীদেরকেও আহার্য ও পানীয় সরবরাহ করে। তারা তাঁর কথা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে খলীফা গৃহের অভ্যন্তরে তাঁর মাথার পাগড়ি ছুঁড়ে মারেন। উম্মে হাবীবা খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে উপস্থিত হন। আশপাশে ছিল তাঁর খাদিম-নওফর। সন্ত্রাসীরা জিজ্ঞেস করে, 'কি জন্য আপনার এখানে আগমন?' তিনি বললেন, খলীফা উসমান (রা)-এর নিকট বনু উমাইয়ার এতীম এবং বিধবাদের জন্য ওসীয়ত (আমানত) আছে। সে ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাদের পক্ষ থেকে তাঁকে অনেক ফেতনা আর গঞ্জনা সইতে হয়। এমনকি তারা খচ্চরের জিনের বেল্ট কর্তন করে, ফলে খচ্চর তাকে নিয়ে পলায়ন করে। এমনকি তাঁর পতিত হওয়ার উপক্রম হয়। লোকেরা ছুটে না এলে তিনি মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। লোকেরা তাঁর পশুকে রক্ষা করে। অন্যথায় মহাকাণ্ড ঘটে যেতো। আমর ইবন্ ছায়মের লোকজন রাত্রিবেলা গোপনে যে পানি উসমান (রা) ও তাঁর পরিজনের নিকট পৌঁছায়, তাছাড়া অন্য কোন পানি পাওয়ার সুযোগ আর অবশিষ্ট ছিল না।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁর দিকেই তো আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

লোকেরা এ ঘটনাকে অনেক বড় বিপর্যয় জ্ঞান করে। অনেক লোক গৃহাভ্যন্তরে বসে থাকা নিজেদের জন্য অবধারিত করে নেয়। ওদিকে হজ্জের সময় ঘনিয়ে আসে। আর উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) এ বছর হজ্জের জন্য বের হন। তাঁকে বলা হয়, আপনি গৃহে অবস্থান করলেই ভাল হয়; হয়তো সন্ত্রাসীরা আপনার ভয়ে বিরত থাকবে। তিনি বললেন, আমার আশংকা হয় তাদের সম্পর্কে আমি আমার মত ব্যক্ত করলে উম্মে হাবীবার মতো আমাকেও কষ্ট পেতে হবে। তাই (হজ্জ সফরে) বের হতেই তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। আর উসমান (রা)-এ বছর আবদুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা)-কে তাঁর স্থলবর্তী আমীরুল হজ্জ নিয়োজিত করেন। আবদুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, আপনার গৃহের দরজায় অবস্থান করে হেফাজতের ব্যবস্থা করা আমার হজ্জের চাইতে উত্তম। কিন্তু খলীফা তাঁকে হজ্জ করার জন্য জোর তাগিদ দেন। তাই তিনি লোকজনকে নিজে হজ্জে রওয়ানা হন।

এদিকে গৃহদ্বারে অবরোধ জারি থাকে। ইতিমধ্যে আইয়ামে তাশরীকও অতিক্রান্ত হয়। কিছুসংখ্যক মানুষ হজ্জ থেকে ফিরে আসে। লোকেরা সহি সালামতে আছে বলে তাঁকে জানানো হয় আর তাদেরকে জানানো হয় যে, হাজীরা মদীনায় ফিরে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যাতে তারা তোমাদেরকে আমীরুল মু'মিনীন থেকে নিবৃত্ত করতে পারে। তারা এ খবরও পায় যে, মু'আবিয়া হাবীব ইবন্ মাসলামার নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেছেন। আর আবদুল্লাহ্ ইবন্ সা'দ ইবন্ আবূ সারাহ মু'আবিযা ইবন্ খাদীজের নেতৃত্বে অপর একটি বাহিনী প্রেরণ করছেন। কুফাবাসীরাও কা'কা' ইবন্ আমরের নেতৃত্বে আর একটি বাহিনী প্রেরণ করছে। আর বসরাবাসীরাও অপর একটা বাহিনীসহ মুজাশিকে প্রেরণ করছে। এ সুযোগে সন্ত্রাসীচক্র নিজেদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং অবস্থা চরমে পৌঁছে।

হজ্জের কারণে লোকজনের অনুপস্থিতি এবং স্বল্পতাকে তারা সুবর্ণ সুযোগ জ্ঞান করে। তারা আমীরুল মু'মিনীনের গৃহ অবরোধ করে নেয় এবং এতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। তারা ঘরের দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয় এবং পাশের ঘর দিয়ে দেয়াল টপকিয়ে আসে। তাঁর ঘরের পাশে ছিল আম্র ইবন্ হায্ম্ প্রমুখের গৃহ। লোকজন উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং দরজায় প্রচণ্ড লড়াই করে। একে অন্যকে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানায় এবং উদ্দীপনামূলক কবিতা আবৃত্তি করে সম্মুখে অগ্রসর হয়। আবূ হুরাইরা (রা) ও বলেন ঃ এদিনে অস্ত্র চালনা উত্তম কর্ম। গৃহবাসীদের মধ্যে একদল নিহত হয়; অপরদিকে সন্ত্রাসী পাপাচারীদের মধ্য থেকে কিছু লোকও নিহত হয়। আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর অনেক আঘাতপ্রাপ্ত হন। অনুরূপভাবে হুসাইন ইবন্ আলী এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামও আহত হন। মারওয়ানের ঘাড়ের একাংশ কাটা যায় এবং সে আহত হয়ে ঘাঁড় বাঁকা অবস্থায় বেঁচে থাকার পর অবশেষে মৃত্যুবরণ করে।

উসমান (রা)-এর সঙ্গীদের মধ্যে বিশিষ্ট যেসব ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাঁদের মধ্যে যিয়াদ ইবন্ নাঈম আল-ফিহরী, মুগীরা ইবন্ আখনাস ইবন্ শুরাইক, নিয়ার ইবন্ আবদুল্লাহ্

আসলামী–এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংঘাতকালে অন্যদের সঙ্গে নিহত হন। কারো কারো মতে উসমান (রা)-এর সমর্থকরা পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। উসমান (রা) এ অবস্থা দেখে লোকজনকে স্বস্ব গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলেন। ফলে তারা ফিরে যায়, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই পরিবার অর্থাৎ স্ত্রী ব্যতীত তাঁর নিকট আর কেউ ছিল না। ফলে সন্ত্রাসীরা দরজা দিয়ে এবং দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় উসমান (রা) নামাযে রত হন এবং সূরা ত্বাহা পাঠ করতে থাকেন। তিনি দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি তিলাওয়াত করছিলেন আর লোকেরা সংঘাতে লিপ্ত। তীব্র সংঘাতকালে গৃহের দরজা ও ছাদ অগ্নিদগ্ধ হয়। আগুনে বায়তুলমাল পর্যন্ত প্রজ্বলিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। উসমান (রা) নামায সমাপ্ত করে বসলেন। তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত কুরআন মজীদ। তিনি নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔(سُوْرَةُ اٰل عِمْرَانَ : ١٧٣)

লোকেরা তাদেরকে বললো ঃ "তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা সমবেত হয়েছে; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর", কিন্তু এটা তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলে উঠলো– আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক ! (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৭৩)

তারপর যে লোকটি সর্বপ্রথম তাঁর নিকট গমন করে তাকে الموت। الاسود। তথা কৃষ্ণ মৃত্যু নামে অভিহিত করা হয়। লোকটি তীব্রভাবে তাঁর টুঁটি চেপে ধরে, ফলে তিনি সম্বিতহারা হয়ে যান। এ সময় তাঁর শ্বাস আসে আর যায় এমন অবস্থা। তাঁর মৃত্যু হয়েছে মনে করে লোকটি তাঁকে ছেড়ে যায়। এরপর গৃহে প্রবেশ করে আবূবকর তনয়। তিনি ঢুকেই তাঁর দাড়ি ধরে টানেন এবং পরে বেরিয়ে যান। তারপর তরবারি নিয়ে অপর ব্যক্তি প্রবেশ করে তরবারি দ্বারা আঘাত করলে হাত দ্বারা তিনি তা ঠেকাবার চেষ্টা করেন। ফলে তাঁর হাত কেটে যায়। কেউ বলেন, এর ফলে তাঁর হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আবার কারো কারো মতে বিচ্ছিন্ন হয়নি, তবে কাটা যায়। এ সময় উসমান (রা) বলছিলেন, আল্লাহ্র কসম, এ হাত দ্বারা আমি মুফাস্সাল সূরাগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তাঁর রক্তের প্রথম ছিটা এ আয়াতটির উপর পতিত হয় ঃ

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (البقره : ١٣٧)

অনতিবিলম্বে তাদের জন্য তোমার পক্ষে আল্লাহ্ই যথেষ্ট হবেন ; তিনি মহা শ্রোতা, মহাজ্ঞানী (সূরা বাকারা ২, আয়াত ১৩৭)।

তারপর তরবারি উঁচিয়ে অপর এক ব্যক্তি প্রবেশ করে। তাকে বাধা দেয়ার জন্য নাইলা বিনত ফারাফিসা এগিয়ে যান। তিনি তরবারি হাতে নিয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে লোকটি তা ছিনিয়ে নেয়, এতে তাঁর হাত কাটা যায়। তারপর লোকটি এগিয়ে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনের পেটে আঘাত করে। আল্লাহ্ উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। অপর এক বর্ণনা মতে, মুহাম্মদ ইবন্ আবূ বকরের পরে গাফিকী ইবন্ হারব এগিয়ে খলীফার মুখে লৌহ শলাকা দ্বারা আঘাত হানে

এবং তাঁর সম্মুখে থাকা কুরআন মজীদ পদতলে পিষ্ট করে এবং কুরআন মজীদ ঘুরে উসমান (রা)-এর সম্মুখে এসে স্থির হয়। রক্ত কুরআন মজীদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর সূদান ইবন্ হুমরান তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসে। স্ত্রী নাইলা বাধা দিতে গেলে তাঁর হাতের আঙ্গুল কাটা যায়। স্ত্রী আহত হয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যান, লোকটি তাঁর পাছায় আঘাত করে বলে– কতো বড় তার পাছা! তারপর আঘাত করে সে উসমান (রা)-কে হত্যা করে। এ সময় উসমান (রা)-এর ভৃত্য আগমন করে সুদানকে হত্যা করে। ইতিমধ্যে 'কাত্‌রা'[১] নামের জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে খলীফার ভৃত্যকে হত্যা করে।

ইবন্ জারীর তাবারী উল্লেখ করেন যে, সন্ত্রাসীরা হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করার পর তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল; কিন্তু নারীরা চিৎকার জুড়ে দিয়ে মুখ চাপড়াতে শুরু করলে ইবন্ আদীম বলে উঠে, তাকে ছেড়ে দাও, তখন তারা মস্তক বিচ্ছিন্ন না করে লাশ ফেলে চলে যায়। যেসব নারী চিৎকার করে তাদের মধ্যে খলীফার স্ত্রীদ্বয় নাইলা এবং উম্মুল গনীন এবং তাঁর কন্যারাও ছিলেন। এরপর এসব পাপিষ্ঠরা গৃহের আসবাবপত্রের দিকে মনোযোগ দেয়, লুণ্ঠন চালায়। আর লুটতরাজ তারা এজন্য করে যে, তাদের মধ্যে একজন বলেছিল - আমাদের জন্য তার রক্ত হালাল, আর মাল কি হালাল হবে না ? এর পরই তারা লুটতরাজ চালায়। উসমান (রা) এবং তাঁর সঙ্গে নিহত অপর ব্যক্তিদ্বয়ের লাশ ভেতরে রেখে তারা গৃহের দরজা বন্ধ করে দেয়। সন্ত্রাসীরা গৃহের আঙ্গিনায় বের হলে উসমান (রা)-এর ভৃত্য 'কাত্‌রা'র উপর হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে। তখন তারা যে কোন জিনিসের নিকট দিয়ে গমন করছিল তা-ই তুলে নিচ্ছিল। এমনকি কুলসুম তজীবী নামক জনৈক ব্যক্তি স্ত্রী নাইলার চাদর ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলে খলীফার জনৈক ভৃত্য তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে। পরে অবশ্য সে ভৃত্যও নিহত হয়।

এরপর লোকেরা চিৎকার জুড়ে দেয়– বায়তুলমাল রক্ষা করো, সেদিকে অগ্রসর হবে না। বায়তুল মালের প্রহরীরা এ আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলে ঃ 'বাঁচাও, বাঁচাও, কারণ এসব লোককে বলছে সত্য প্রতিষ্ঠা এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ এবং অন্যায়-অসত্য প্রতিরোধ ইত্যাদিই তাদের লক্ষ্য এ দাবিতে তারা সত্যবাদী নয়। এ উদ্দেশ্যে তাদের উত্থান বলে তারা যে দাবি করছে তা-ও তারা সত্য প্রমাণ করেনি। তাদের আসল লক্ষ্য হলো দুনিয়া অর্জন করা।' কিন্তু তারা পরাজিত হয় এবং বিদ্রোহীদের আগমন ঘটে। এরা আগমন করে বায়তুলমাল লুট করে। তাতে অঢেল সম্পদ রক্ষিত ছিল।

উসমান (রা)-এর হত্যার পর সাহাবীগণের প্রতিক্রিয়া

এ হীন ঘৃণ্য জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হলে সকলে স্তম্ভিত হয়ে যান এবং সকল মানুষ এ ঘটনার নিন্দা করে। অজ্ঞ-মূর্খ ও পাষণ্ড বিদ্রোহীদের অনেকেই এজন্য লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়। এ কর্ম দ্বারা তারা নিজেদেরকে বাছুর পূজারীদের অনুরূপ বিবেচনা করে, যাদের সম্পর্কে কালামে মজীদে মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন ঃ

---

১. তারীখে তাবারী, তারীখুল কামিল এবং তারীখে মাসউদী ইত্যাদি গ্রন্থে 'কাত্‌রা' এর স্থলে 'কুতায়রা' উল্লিখিত হয়েছে।

وَلَمَّا سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخسرِيْنَ ـ (الاعراف : ١٤٩)

'তারা যখন অনুতপ্ত হলো এবং দেখলো যে, তারা বিপথগামী হয়েছে তখন তারা বললো– আমাদের পালনকর্তা যদি আমাদেরকে দয়া এবং ক্ষমা না করেন তবে তো আমরা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবো (আ'রাফ ৭ ঃ ১৪৯)।'

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সময় যুবাইর (রা) মদীনার বাইরে ছিলেন ; এ সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি পাঠ করেন ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ (البقرة : ١٥٦)

নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর সমীপেই আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে (বাকারা ২ ঃ ১৫৬)।

এরপর উসমান (রা)-এর রূহের কল্যাণ কামনা করেন। উসমান (রা)-এর হত্যাকারীরা লজ্জিত অনুতপ্ত হয়েছে জানতে পেরে তিনি বলেন ঃ তারা ধ্বংস হোক। তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী তিলাওয়াত করেন ঃ

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ـ فَلاَيَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلاَ اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ـ (يس : ٤٨ – ٤٩)

ওরা তো কেবল এক মহানাদের অপেক্ষায় আছে যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাকবিতণ্ডাকালে। তখন তারা ওসীয়ত করতে সমর্থ হবে না আর না সমর্থ হবে তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেতে। (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৪৯)।

আলী (রা) এ সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করেন। আর হত্যাকারীরা লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়েছে জানতে পেরে তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ (سورة الحشر : ١٦)

যেমন শয়তানের দৃষ্টান্ত, সে মানুষকে বলে, কুফ্‌রী কর। তারপর সে কুফরী করলে তখন সে বলে– আমি তোমার থেকে মুক্ত, আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ১৬)।

সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) এ সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং রহমতের জন্য দু'আ করেন। আর হত্যাকারীদের প্রসঙ্গে তিলাওয়াত করেন ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً ـ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ـ (سورة الكهف : ١٠٣ – ١٠٤)

বল, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেবো কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের ? তারা ওরা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়; অথচ তারা ধারণা করে যে ভাল কাজই তারা করে যাচ্ছে (কাহফ্ ১৮ ঃ ১০৩-১০৪)।

তারপর সা'দ বলেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে লাঞ্ছিত কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর। অতীত পণ্ডিত মনীষীদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলেন যে, উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের মধ্যে কারো স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, সকলকেই ঘাতকের হাতে জীবন দিতে হয়েছে। এ মন্তব্য ঐতিহাসিক ইবন্ জারীর তাবারীর।

কতিপয় কারণে এমন হতে পারে। তার মধ্যে একটা হলো ঃ সা'দ ইবন্ আবূ ওয়াক্কাস -এর দু'আ আল্লাহ্র দরবারে মকুবল হলো। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। ঐতিহাসিকদের কারো কারো মন্তব্য এই যে, কোন হত্যাকারী পাগল-মাতাল না হয়ে মারা যায়নি। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী আব্দুর রহমান ইবন্ আবুয যিনাদ সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনুল হারিসের বরাতে বলেনঃ উসমান (রা)-এর হন্তা ছিল কিনানা ইবন্ বিশ্র ইবন্ ইতাব তুজীবী। আর মনসুর ইব্ন সাইয়্যার ফিযারীর স্ত্রী বলতেন ঃ আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হই, তখনো উসমান (রা)-এর হত্যা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। 'মারজ'[১] নামক স্থানে পৌঁছে আমরা জনৈক ব্যক্তিকে রাতিকালে গান গাইতে শুনি ঃ

الا ان خير الناس بعد ثلاثة

قتيل التجيبى الذى جاء من مصر

জেনে রাখবে, তিন জনের পরে যিনি ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি

মিসর থেকে আগত তুজীবীর হাতে নিহত হয়েছেন তিনি।

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন শেষে লোকেরা জানতে পারে যে, উসমান (রা) নিহত হয়েছেন এবং লোকেরা আলী ইব্ন আবূ তালিবের হাতে বায়য়াত করেছেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীনরা পথিমধ্যে খবর পান যে, উসামান (রা) নিহত হয়েছেন, তাঁরা মক্কায় ফিরে এসে প্রায় চার মাস সেখানে অবস্থান করেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা হবে।

অবরুদ্ধ জীবন, বয়স ও দাফন প্রসঙ্গ

প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী উসমান (রা)-এর গৃহে অবরুদ্ধ জীবনের মেয়াদ ছিল চল্লিশ দিন। আরো কারো মতে চল্লিশ দিনের কিছু বেশি। ইমাম শা'বীর মতে তিনি ২২ রাত্রি অবরুদ্ধ ছিলেন। শুক্রবারে তিনি নিহত হয়েছেন—এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। সাইফ ইবন্ উমর তাঁর মাশাইখের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, শুক্রবার দিনের শেষে তিনি নিহত হন। মুস্‌আব্ ইবন্ যুবাইর এবং অন্যান্য এজন্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন। অন্যরা বলেন, এ দিন চাশতের সময় তিনি নিহত হয়েছেন। আর এ মতই বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর প্রসিদ্ধ উক্তি মতে এটা ছিল যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখের ঘটনা। আবার কারো কারো মতে, এটা ঘটে আইয়্যামে তাশরীকে। ইবন্ জারীর তাবারী আহমদ ইবন্ যুহাইর ..... আবূ খায়সামা ওয়াহাব ইবন্ জারীর[২]-এর বরাতে বলেন, আমি ইউনুসকে ইয়াযীদ সূত্রে যুহ্রীর বরাতে বলতে শুনেছি ঃ উসমান (রা) নিহত হয়েছেন কারো কারো মতে, আইয়্যামে তাশরীকে। আবার কারো কারো

---

১. তাবারীতে এ স্থলে مرج-এর পরিবর্তে العرج উল্লেখ আছে। এটা মক্কা-মদীনার মধ্যস্থলে হাজীদের পথে একটা উপত্যকার নাম (মু'জামুল বুলদান)।

২. ইমাম তাবারী তাঁর বর্ণনায় আমার পিতাকে বলতে শুনেছি– এটুকু অতিরিক্ত যোগ করেন।

মতে, ৩রা যিলহজ্জ[১] শুক্রবার তিনি নিহত হয়েছেন। আবার কারো কারো মতে, ইয়াওমুন নাহ্‌র তথা কুরবানীর দিন তিনি নিহত হন। ঐতিহাসিক ইব্‌ন আসাকির এ বর্ণনা করে নিচের কবিতা দ্বারা তার প্রমাণ উপস্থাপন করেন ঃ

ضحَّوا بأشمط عنوان السجود به * يقطعُ الليلُ تسبيحًا وقرآنا

'তারা চাশতের সময় হত্যা করেছে সাদা-কালো চুলের অধিকারী ব্যক্তিকে, যার কপালে ছিল সাজদার চিহ্ন,যিনি দিনরাত অতিবাহিত করতেন তাস্‌বীহ্ পাঠ আর কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে।

তবে তাবারীর মতে প্রথমোক্ত মতটি প্রসিদ্ধ। আবার কারো কারো মতে ৩৫ হিজরীর ১৮ যিলহজ্জ শুক্রবার তিনি নিহত হন।এ উক্তি বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। ভিন্নমতে ৩৬ হিজরীতে তিনি নিহত হন। অবশ্য মুস্‌আব ইব্‌ন যুবাইর এবং একটা দল এ উক্তিকে যরীফ তথা অপরিচিত বলে উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁর খিলাফতের মুদ্দত ছিল ১২ দিন কম ১২ বৎসর।[২] কারণ ২৪ হিজরী সালে মুহররম মাসের সূচনায় তাঁর হাতে বায়য়াত করা হয়।

আর তাঁর বয়স ৮২ বছর অতিক্রম করে। সালিহ্ ইবন্ কায়সান বলেন ঃ ৮২ বছর কয়েক মাস বয়সে তাঁর ওফাত হয়। কারো কারো মতে ৮৪ বছর বয়সে। আর কাতাদা বলেন ঃ ওফাতকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বা ৯০ বছর। তার অপর এক বর্ণনামতে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। হিশাম ইবনুল কালবী সূত্রে বর্ণিত ঃ তিনি ৭৫ বছর বয়সে ওফাত পান। তবে এ উক্তি অতিমাত্রায় গরীব তথা অপরিচিত। আর এর চাইতেও গরীব হলো মাশাইখ সূত্রে বর্ণিত সাইফ ইবন্ উমরের উক্তি। আর তাঁরা হলেন মুহাম্মদ, তালহা, আবূ উসমান এবং আবূ হারিসা। এঁরা বলেন ঃ উসমান (রা) ৬৩ বছর বয়সে নিহত হন।

অবশ্য তাঁর কবরের স্থানের ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে, 'জান্নাতুল বাকী'র পূর্ব প্রান্তে 'হাশ্ কাওকাব' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। বনু উমাইয়্যাদের শাসনামলে তাঁর কবরে একটা বিরাট স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে যা এখনো (গ্রন্থকারের যুগ পর্যন্ত) বর্তমান আছে। ইমাম মালিক (রা) বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি উসমান (রা) হাশ্ কাওকাব-এ কবর স্থান দিয়ে গমনকালে একদা বলেছিলেন– একজন নেককার ব্যক্তিকে এ স্থানে দাফন করা হবে।

ইবন্ জারীর তাবারী উল্লেখ করেছেন নিহত হওয়ার পর উসমান (রা)-এর লাশ তিনদিন দাফন-কাফন হীন অবস্থায় পড়ে থাকে। আমি বলি, আলী (রা)-এর বায়'আতের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় লোকেরা তাঁর দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি। বায়'আতের কাজ সম্পন্ন হলে তবে সে দিকে মনোযোগ দেয়। কারো কারো মতে, দু'রাত পড়ে থাকে, আবার অন্যদের মতে সে

১. তাবারীতে ১৮ তারিখ রাত্রের উল্লেখ আছে। আর ইবনুল আ'সাম বলেন ঃ ১৮ যিলহজ্জ নিহত হন (২/২৪১)। মরজুয্ যাহাবে আছে ঃ যিলহজ্জের তিনদিন বাকি থাকতে জুমআর রাত্রে তিনি নিহত হন (২/৩৮২)।

২. মুরূজুয যাহাবে আছে ঃ ১৮ দিন কম ১২ বৎসর (২/৩৬৬)। ইবনুল আ'সাম বলেন ঃ ১১ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিনের মাথায় তিনি নিহত হন। পক্ষান্তরে ইব্‌ন আব্দুল বাব ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, ৩৫ হিজরীর ৮ যিলহজ্জ জুমআর দিন তিনি নিহত হন। এ দিনটি ছিল তালবিয়ার দিন। ওয়াকিদী সূত্রে এটাও বর্ণিত আছে যে, যিলহজ্জের ২ দিন বাকি থাকতে তিনি নিহত হন (আল-ইসাবার হাশিয়া (৩/৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা)

রাতেই তাঁকে দাফন করা হয়। বিদ্রোহীদের ভয়ে গোপনে মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে তাঁকে দাফন করা হয়। আবার কারো কারো মতে, এ ব্যাপারে বড় বড় সাহাবীর সঙ্গে পরামর্শ করে অনুমতি নেয়া হয়। সাহাবীগণের একটা ক্ষুদ্র দল তাঁর লাশ নিয়ে গমন করেন[১], তাঁদের মধ্যে ছিলেন হাকীম ইবন্ হিসাম, হয়াইতিব ইবন্ আব্দুল উয্যা, আবুল জাহাম ইবন্ হুলাইফা, নিয়ার ইবন্ মাকরাম আসলামী, যুবাইর ইবন্ মুতইম, যাইদ ইবন্ সাবিত, কা'ব ইবন্ মালিক, তালহা ও যুবাইর, আলী ইবন্ আবূ তালিব, তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কিছু লোক এবং কয়েকজন নারী, যাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর দু'জন স্ত্রী নাইলা এবং উম্মুল বানীন বিন্‌ত উত্‌বা ইবন্ হাসীন এবং দু'জন শিশু। এটাই ওয়াকিদী এবং সাইফ ইবন্ উমর তামীমীর উক্তির সারবস্তু। এছাড়া তাঁর খাদিম-সেবকদের একটা দল গোসল-কাফনের পর তাঁর মৃতদেহ গৃহের দরজা পর্যন্ত বহন করে আনে। কারো কারো মতে তাঁকে গোসল এবং কাফন পরানো হয়নি। তবে প্রথমোক্ত মতটি বিশুদ্ধ। যুবাইর ইব্‌ন মুত্‌ইম তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।

কেউ কেউ বলেন, যুবাইর ইবনুল আওয়াম আবার কারো মতে হাকীম ইব্‌ন হিসাম, বা মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং ভিন্নমতে মিসওয়ার ইবন্ মাখ্‌রামা তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। কোন কোন খারিজী তাঁর লাশ দাফনের বিরোধিতা করে লাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করে খাটিয়া থেকে ফেলে দিতে চায়। তারা ইহুদীদের কবরস্থান 'দীর-ই মালা'-এ তাঁর লাশ দাফন করতে দৃঢ় সংকল্প ছিল। অবশেষে তাদের নিকট আলী (রা)-কে প্রেরণ করলে তিনি তাদেরকে এ কাজ করতে বারণ করেন। হাতীমে ইবন্ হিসাম, মারওয়ান ইবনুল হাকাম, মিসওয়ার ইবন্ মাখরামা, আবূ জাহাম ইব্‌ন হুযাইফা, নিয়ার ইবন্ মাকরাম এবং জুবাইর ইবন্ মুতইম প্রমুখ তাঁর লাশ বহন করেন।

ওয়াকিদী উল্লেখ করেন যে, জানাযার স্থলে নামাযের জন্য লাশ রাখা হলে কতিপয় আনসার বাধা দিতে চাইলে আবূ জাহাম ইবন্ হুলাইফা বলেন, লাশ দাফন করতে দাও, কারণ, আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁর ফেরেশতারা তাঁর জন্য জানাযার নামায পড়েছেন। এরপর তারা বলে, জান্নাতুল বাকীতে তাঁর লাশ দাফন করা যাবে না; বরং দেয়ালের বাইরে তাঁর লাশ দাফন কর। তাই বাকী-এর পূর্ব দিকে খেজুর গাছের নিচে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

ওয়াকিদী উল্লেখ করেন যে, উসমান (রা)-এর লাশ জানাযার নামায পড়ার জন্য খাটিয়ায় রাখা হলে উমাইর ইবন্ যাবী তাঁর লাশের উপর হামলা চালায় এবং তাঁর পাঁজরের একটি হাড় ভেঙ্গে ফেলে। যাবীকে আটক করা হয় এবং কারাগারে তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ এই উমাইর ইবন্ যাবীকে হত্যা করে। আর ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে মূসা ইবন্ ইসমাঈল .... মুহাম্মদ ইবন্ সীরীন সূত্রে উল্লেখ করেন যে, আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি বলছিল :

اللهم اغفرلى وما اظن ان تغفرلى -

---

১. তাবাকাতে ইবন্ সা'দে এ স্থলে ১৬ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, ৪ ব্যক্তি তাঁর লাশ বহন করেন; জুবাইর ইবন্ মুতইম, হাকীম ইবন্ হিযাম, আবূ হুযাইফা ইবন্ হুলাইফা এবং নিয়ার ইবন্ মাকরাম এবং জুবাইর তার জানাযার নামায পড়ান। ইব্‌ন সা'দ বলেন, এটাই অধিক প্রমাণসিদ্ধ মত।

'হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা কর ; আমার ধারণা তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না।" আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্র বান্দা তুমি যা বলছ, এমন কথাতো কাউকে বলতে শুনিনি। সে বললো, আমি আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকার করি যে, আমি যদি উসমান (রা)-এর চেহারায় চপেটাঘাত করার সুযোগ পাই তবে অবশ্যই তা করবো। নিহত হওয়ার পর তাঁকে গৃহে খাটিয়ায় রাখা হয় আর তার জানাযার নামায পড়ার জন্য লোকজন আসছিল, তখন নামায পড়ার ভাণ করে আমিও সেখানে প্রবেশ করি। তাঁকে একাকী পেয়ে তাঁর চেহারা থেকে কাপড় হটিয়ে আমি তাঁকে চপেটাঘাত করি। এর ফলে আমার ডান হাত শুষ্ক হয়ে পড়ে। ইবন্ সীরীন বলেন, আমি তার ডান হাত শুষ্ক দেখতে পাই, তা যেন কাঠের টুকরো আর কি! তারপর তারা উসমান (রা)-এর দু'জন ভৃত্যের লাশ ঘর থেকে বের করে, যারা তাঁর সঙ্গে গৃহে খুন হয়। তারা ছিল সাবীহ এবং নাজীহ। হামা তাওকাবে উসমান (রা)-এর পাশে তাদের লাশও দাফন করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, খারেজীরা (বিদ্রোহীরা) এদের দু'জনের লাশ দাফন করতে দেয়নি, বরং তারা পদাঘাত করতে করতে তাদের লাশ নিয়ে সমতল ভূমিতে ফেলে দেয় এবং শিয়াল-কুকুর তা খেয়ে ফেলে। আমীর মু'আবিয়া তাঁর শাসনামলে উসমান (রা)-এর কবরের যত্ন নেন এবং জান্নাতুল বাকী এবং তাঁর কবরের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করান। উসমান (রা)-এর কবরের পাশে লাশ দাফন করার জন্য তিনি লোকজনকে নির্দেশ দেন।। ফলে তা মুসলমানদের কবরের সঙ্গে মিশে যায়।

উসমান (রা)-এর গুণ ও বৈশিষ্ট্য

উসমান (রা)-এর চেহারা ছিল সুদর্শন, গায়ের চামড়া ছিল পাতলা, দাড়ি ছিল বড় (ও ঘন), দেহ ছিল মাঝারি ধরনের। হাড়ের জোড়া ছিল বড়, দু' কাঁধের মধ্যখানে দূরত্ব ছিল অনেক, মাথার চুল ছিল প্রচুর (এবং ঘন), দাঁত ছিল পরিপাটি এবং রং ছিল তামাটে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর চেহারায় বসন্তের কিছু চিহ্ন ছিল। যুহরী থেকে বর্ণিত, তাঁর চেহারা এবং দাঁত ছিল সুন্দর, দেহ ছিল মধ্যমাকৃতির, মস্তকের সম্মুখ ভাগের চুল ছিল না, পায়ের গোছা ছিল সুডোল। তিনি কাল খিযাব ব্যবহার করতেন। তিনি সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধান। তাঁর বুক আর বাহুতে পশম ছিল।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ইবন্ আবূ সুব্রা, সাঈদ ইব্ন আবূ যায়দ, যুহরী, উবায়দুল্লাহ ইব্ন্ উতবা সূত্রে বর্ণনা করেন– উসমান (রা) যেদিন নিহত হন, সেদিন তাঁর কোষাধ্যক্ষের নিকট ৩০ কোটি ৫ লক্ষ দিরহাম এবং ১ লক্ষ দীনার ছিল। এসবই লুটপাট হয় এবং নিঃশেষ হয়ে যায়।[১] এছাড়াও রাব্যায় তাঁর এক হাজার উট ছিল। সাদকা করা অনেক জিনিসও তিনি রেখে যান। এ সব রয়েছে বি'রে আরীস, খায়বার এবং ওয়াদিল কুরায়। এগুলোও ২ লক্ষ দীনারের সম্পদ আর বি'রে রূমা তো নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই তিনি ক্রয় করে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন।

---

১. ওয়াকিদী সূত্রে ইবন্ সা'দের বর্ণনায় আছে ; ৫০ লক্ষ দীনার (৩/৭৬)। কোষাধ্যক্ষের নিকট তাঁর ৫০ লক্ষ দীনার এবং ১ লক্ষ দিরহাম ছিল। এছাড়া ওয়াদিল কুরা হুনায়ন ইত্যাদী স্থানে ১ লক্ষ দীনার মূল্যের ভূ-সম্পত্তি ছিল। তিনি অনেক উট ও অশ্ব রেখে যান (২/৩৬৭)।

উসমান (রা) হত্যার ঘটনা ইসলামে ছিল প্রথম ফিতনা

যায়দ ইবন্ ওয়াহাব সূত্রে হুযায়ফার বরাতে আ'মাশ বলেন ঃ প্রথম ফিতনা ছিল উসমান (রা) হত্যা, আর শেষ ফিতনা হলো দাজ্জাল। হাকিম ইবন্ আসাকির শাবাবা সূত্রে হাকম ..... ওয়াহাব ইবন্ হুযাইফার বরাতে বলেন ঃ প্রথম ফিতনা উসমান (রা)-এর হত্যা, আর শেষ ফিতনা দাজ্জালের আবির্ভাব। তিনি আরো বলেন ঃ

যাঁর হাতে আমার জীবন-প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি যদি উসমান (রা) হত্যার ব্যাপারে অন্তরে সরিষা পরিমাণ ভালবাসা নিয়েও মৃত্যুবরণ করে তাহলে দাজ্জালকে পেলে সে দাজ্জালের অনুসারী হবে, আর দাজ্জালকে না পেলে সে কবরে দাজ্জালের প্রতি ঈমান আনবে। আবূ বকর ইবন্ আবুদ্দুনইয়া প্রমুখ মুহাম্মদ ইবন্ সা'দ..... হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

'হে আল্লাহ্! উসমান (রা)-এর হত্যা যদি কোন নেক কর্ম হয়ে থাকে তাহলে তাতে আমার কোন অংশ নেই। আর যদি তাঁর হত্যা মন্দ কর্ম হয় তাহলে তা থেকে আমি মুক্ত। আল্লাহ্র কসম, তাঁর হত্যা যদি কোন ভাল কাজ হয় তাহলে তা থেকে দুধ দোহন করবে, আর যদি তা হয় কোন মন্দ কর্ম তাহলে তা থেকে রক্ত চুষে খাবে।[১]

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

অপর একটি বর্ণনা ঃ মুহাম্মদ ইবন্ আইয বলেন ঃ মুহাম্মদ ইবন্ হামযা উল্লেখ করেন যে, আবূ আব্দুল্লাহ হাররানী আমাকে বলেন যে, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের ওফাত পূর্ব অসুস্থতার সময় তার ভাইদের মধ্যে একজন উপস্থিত ছিলেন, আর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কানে কানে কথা বলছিলেন, তিনি চোখ খুলে তাদের দু'জনকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, ভাল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা দু'জনে আমার থেকে একটা কিছু লুকাচ্ছিলে, যা ভাল নয়, তিনি বললেন, এক ব্যক্তি অর্থাৎ উসমান (রা) নিহত হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহ পড়ে তিনি বললেন ঃ

হে আল্লাহ্! এ কর্ম থেকে আমি দূরে ছিলাম। তা যদি ভাল হয়ে থাকে তবে তাদের জন্য, যারা তখন তাঁর নিকট হাযির ছিল, আর সে কর্ম থেকে আমি মুক্ত। আর যদি সে কর্ম মন্দ হয়ে থাকে তবে তা তার জন্য, সে ব্যক্তি তখন সেখানে উপস্থিত ছিল, আর তা থেকে আমি মুক্ত। হে উসমান! আজ অন্তরগুলো বদলে গেছে। প্রশংসা সে আল্লাহ্র জন্য, যিনি ফিতনার আগে আমাকে তুলে নিচ্ছেন। তাদের নেতা আর কর্তা ব্যক্তি হলো বর্শা। যে ব্যক্তি তা ছাড়া মারা যাবে, সে চর্বি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে এবং তার আমল গৃহীত হবে।

হাসান ইবন্ আরাফা ইসমাঈল ইবন্ ইবরাহীম ..... আবূ মূসা আশ'আরী সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

উসমান (রা)-এর হত্যা যদি হিদায়াত হতো তাহলে উম্মত তা থেকে দুগ্ধ দোহন করতে পারতো; কিন্তু তাতো ছিল গোমরাহী– পথভ্রষ্টতা; তাই তা দ্বারা রক্ত দোহন করছে। তবে এ রেওয়ায়েতটি মুনকাতি' তথা বিচ্ছিন্ন সনদের।

মুহম্মদ ইবন্ সা'দ আরিম ইবন্•ফযল সূত্রে ..... যাহ্দাম আল জারমীর বরাতে বলেন, ইবন্ আব্বাস (রা) এক ভাষণে বলেন ঃ

১. দ্রষ্টব্য তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ (৩/৮২)।

লোকেরা উসমান (রা)-এর রক্তের বদলা দাবি না করলে আসমান থেকে তাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা হতো। অন্য সূত্রেও তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আ'মাশ প্রমুখ সাবিত ইবন্ উবাইদ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবন্ আবূ জা'ফর আনসারীর বরাতে বলেন ঃ

উসমান (রা) নিহত হলে আমি আলী (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে বলি— উসমান (রা) নিহত হয়েছেন, এসময় তিনি মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন, আর তাঁর মাথায় ছিল কাল পাগড়ি তিনি বললেন ঃ চিরকাল তারা ধ্বংস হোক। অপর বর্ণনায় আছে তারা ব্যর্থ হোক।

আবুল কাসিম বাগাবী আলী ইবন্ জাদ ..... ইবন্ আবূ লায়লা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

আমি আলী (রা)-কে মসজিদে অথবা 'অনুজারুয্ যায়ত'-এর নিটক উঁচুস্বরে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার সমীপে উসমানের রক্ত থেকে আমাকে মুক্ত ঘোষণা করছি।

আবূ হিলাল কাতাদা সূত্রে হাসানের বরাতে বলেন ঃ উসমান (রা) নিহত হওয়ার সময় আলী (রা) তার এক খামারে ছিলেন, হত্যা সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! তার হত্যাকাণ্ডে আমি সন্তুষ্ট নই, আর তাতে আমার সহযোগিতাও নেই।' আবুল আলিয়া সূত্রে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আলী (রা) উসমান (রা)-এর নিকট গমন করে তার গায়ের উপর পতিত হন এবং কান্নাকাটি করতো থাকেন যাতে লোকের ধারণা জন্মে যে, তিনিও উসমান (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হবেন বুঝি?

ইবন্ আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, উসমান (রা) নিহত হওয়ার দিন আলী (রা) বলেন ঃ

والله ما قتلت ولا امرت ولكني غلبت -

'আল্লাহ্র শপথ, আমি হত্যা করিনি, এর নির্দেশও দান করিনি, তবে আমি পরাজিত হয়েছি।' লাইস ছাড়া অন্যরা হাদীসটি তাউস সূত্রে ইবন্ আমাসের বরাতে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাবীব ইবন্ আবুল আলিয়া সূত্রে মুজাহিদ ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আলী (রা) হলফ করে বলেন ঃ

'লোকেরা চাইলে আমি মাকামে ইব্রাহীমের নিকট আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবো যে, আমি উসমান (রা)-কে হত্যা করিনি; হত্যার নির্দেশও দেইনি, বরং আমি তাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তারা আমার নিষেধ মানেনি। আলী (রা) থেকে কয়েক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[১] মুহাম্মদ ইবন ইউনুস কাদিমী ..... কায়স ইবন্ আব্বাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন— জামাল যুদ্ধের দিন আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

'হে আল্লাহ্! আমি তোমার সমীপে উসমান (রা)-এর হত্যার ব্যাপারে আমার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। উসমান (রা)-এর হত্যার দিন আমার জ্ঞান-বুদ্ধি প্রায় লোপ হয়ে গিয়েছিল এবং আমি নিজেকে চিনতে পারিনি। বায়'আতের জন্য তারা আমার নিকট আগমন করলে তাদেরকে আমি বলি ঃ আল্লাহ্র শপথ,যে ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন— ফেরেশতারা সে ব্যক্তিকে লজ্জা করে, আমিও তাকে লজ্জা করি, যে জাতি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, এমন

---

১. দ্রষ্টব্য তাবাকাত ইব্ন সা'দ (৩/৮২) পৃষ্ঠা।

জাতির বায়'আত গ্রহণ করতে আমার লজ্জা হয়। আর উসমান (রা)-এর লাশ দাফন-কাফনহীন অবস্থায় মটির উপর পড়ে আছে, এমন অবস্থায় বায়'আত নিতে আমার লজ্জা হয়।' এরপর তারা চলে যায়। দাফনের পর তারা ফিরে এসে পুনরায় বায়'আত করতে চাইলে আমি বললামঃ হে আল্লাহ্! এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমার ভয় হয়। পরে তারা জেদাজেদি করতে থাকলে আমি বায়'আত গ্রহণ করি। তারা যখন আমীরুল মু'মিনীন উচ্চারণ করে তখন আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এবং ঘৃণাবশত আমি চুপ করে থাকি।'

হাফিজ কাবীর ইবন্ আসাকির আলী (রা) থেকে বর্ণিত সকল সূত্র একত্র করার উদ্যোগ গ্রহণ করে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা)-এর হত্যা সম্পর্কে আলী (রা) তাঁর সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করেন। ভাষণ ইত্যাদিতেও তিনি এ সম্পর্কে হলফ করে বলতেন যে, তিনি উসমান (রা)-কে হত্যা করেননি, হত্যার নির্দেশ দেননি। এতে সহযোগিতা করেননি এবং এতে তিনি সন্তুষ্টও হননি। বরং তিনি নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁর নিষেধ শোনেনি। হাদীসটি আলী (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত, হাদীসের ইমামদের নিকট যা অকাট্য বলে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত। সকল প্রশংসা আর যাবতীয় স্তব-স্তুতি এ জন্য মহান আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

একাধিক সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ

انى لارجوا ان اكون انا وعثمان ممن قال الله تعالى فيهم : وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ -(سورة الحجر : ٤٧)

আমি আশা করি আমি এবং উসমান সেসব ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হবো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ বিদূরিত করবো, তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে উপবেশন করবে (সূরা আল-হিজ্‌র ১৫ ঃ ৪৭)।

অনুরূপভাবে তার থেকে একাধিক সূত্রে আরো প্রমাণিত আছে ঃ উসমান (রা) সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন ঃ তিনি ছিলেন এ আয়াতের বাস্তব নমুনা !

كَانَ مِنَ الذِّيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَاَحْسَنُوْا - (سورة المائدة: ٩٣)

যারা ঈমান এনেছে তারপর নেক আমল করেছে, পরে সতর্ক হয় ও ঈমান আনে এবং ইহসান করে (মায়িদা ৫ ঃ ৯৩)।

এক বর্ণনা মতে আলী (রা) আরো বলেন ঃ

كان عثمان رضى الله عنه خيرنا ا واوصلنا للرحم - واشدنا حياء واحسننا طهورا واتقانا للرب عزو جل -

উসমান (রা) ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং আত্মীয়তার হক আদায় করার ক্ষেত্রেও সকলের চাইতে ভালো, লজ্জাশীলতার ক্ষেত্রে সবচাইতে কঠোর, পাক-পবিত্রতার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সুন্দরতম ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার ক্ষেত্রে সকলের চাইতে অগ্রগণ্য।

ইয়াকূব ইবন্ সুফিয়ান .... আবী কাসীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ আলী (রা) ভাষণ দিতে দাঁড়ালে খারিজীদের আপত্তির মুখে তিনি মিম্বর থেকে নেমে এসে বললেন ঃ

আমার এবং উসমান (রা)-এর দৃষ্টান্ত তিন ষাঁড়ের দৃষ্টান্তের মতো ঃ লাল, সাদা এবং কালো। সেগুলোর সঙ্গে ছিল একটা সিংহও। যখনই সিংহ দু'টি একটিকে হত্যা করার ফন্দি করতো অপর দু'টি বাধা দিতো। তখন সিংহ কালো আর লালটাকে বলে ঃ

এই সাদা ষাঁড়টা দলের মধ্যে আমাদের অপদস্থ করেছে। তোমরা তাকে ছেড়ে দাও,তাহলে আমি তাঁকে খেতে পারি। উভয়ে তাকে ত্যাগ করলে সে খেয়ে ফেলে। তারপর তাদের একজন অপর জনকে আহার করতে চাইলে অপরজন বাধা দেয়। ফলে সে অপরটিকে বলে ঃ এই কাল ষাঁড়টি এই জঙ্গলে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। আমার রংতো তোমার রংয়ের মতো। তুমি তাকে ত্যাগ করলে আমি তাকে খেয়ে ফেলতাম। লাল ষাঁড়টি তাকে ছেড়ে দিলে সে তাকে খেয়ে ফেলে। এরপর লাল ষাড়টিকে সে বলেঃ এবার আমি তোমাকে খাবো। তখন সে বলে ঃ আমাকে ছেড়ে দাও আমি তিনটি আওয়াজ দিয়ে নেই। সে বললো ঃ হ্যাঁ তোমাকে সে সুযোগ দেয়া হলো। তখন সে বলে ঃ সাবধান! যে দিন আমি সাদা ষাঁড়টিকে খাই সেদিন তুমি তিনটিকেই খেয়েছিলে। সেদিন আমি তাকে সাহায্য করলে আমাকে খেতে পারতে না। তারপর আলী (রা) বলেন ঃ সেদিন উসমান (রা)-কে হত্যা করা হয় সেদিন আমি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিলাম। সেদিন আমি তাঁকে সাহায্য করলে আজ আমি দুর্বল থাকতাম না, একথা তিনি তিনবার বললেন।

ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির মুহাম্মদ ইবনে হারূন ...... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ উসমান (রা)-এর শাসনামলে এক মহিলা বায়তুলমালে আগমন করতো এবং নিজের বোঝা বহণ করতে করতে বলতো– হে আল্লাহ্! পরিবর্তন কর, হে আল্লাহ্ বদলে দাও। উসমান (রা) নিহত হলে হাস্সান ইবনে সাবিত (রা) নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেনঃ

قلتم بدّل فقد بدّلكم * سنّة حرّى وحربا كاللهب

ما نقمتم من ثيابٍ خلقة * وعبيدٍ وإماءٍ وذهبْ

তোমরা বলেছিলে– বদলে দাও, তাই তিনি বদলে দিয়েছেন নিচুপথ আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো যুদ্ধ দ্বারা পরিবর্তন করেছেন।

পূরাতন বস্ত্র , দাস- দাসী আর সোনা-রূপা দ্বারা তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করনি।

ইবনে আসাকির আরো বর্ণনা করেন যে, বনু সাঈদভুক্ত আবূ হুমাইদ, যিনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম, আর উসমান (রা)-এর ব্যাপারে যারা এড়িয়ে গা-বাঁচিয়ে চলে, ইনিও ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম, উসমান (রা) নিহত হলে তিনি বলেছিলেন ঃ

আল্লাহ্র শপথ! তিনি নিহত হন, এটা আমরা চাইনি আর হত্যা পর্যন্ত গড়াবে, আমরা তা মনে করিনি। হে আল্লাহ্! তোমার পক্ষ থেকে আমার কর্তব্য হচ্ছে এই এই কাজ না করা এবং তোমার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত না হাসা।

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ আব্দুল্লাহ ইবনে ইদ্রীস ..... আমর ইবনে নুফাইল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি নিজেকে দেখতে পাই যে, উমর (রা) আমাকে এবং তাঁর বোনকে ধরে রেখেছেন ইসলামের কারণে। আর আসকানের পুত্র তথা উসমানের সঙ্গে তোমরা যা করেছ সে জন্য কেউ যদি পৃথক হয়ে যায় তবে তা করার তার অধিকার আছে। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আয়িস ইসমাঈল ইব্‌ন আব্বাস ..... আব্দুর রহমান ইব্‌ন জুবাইর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালামকে অন্য এক ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনেছেন ঃ উসমান (রা) নিহত হলেন এ সম্পর্কে দু'টি মেষও একটা অন্যটাকে গুঁতা মারলো না! তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে বললেন ঃ খলীফার মৃত্যুতে ষাঁড় আর মেষে গুঁতাগুঁতি করে না ঠিকই; কিন্তু তাতে পূর্ণ বয়স্ক লোকেরা অস্ত্র নিয়ে গুঁতাগুঁতি ঠিকই করে। আল্লাহ্‌র কসম,এ বিষয়ে এমন অনেক লোক সংঘাতে লিপ্ত হবে, যাদের এখনো জন্ম হয়নি, যারা এখনো পিতার মেরুদণ্ডে রয়েছে। তাউসের সূত্রে লাউসের বরাতে ইব্‌ন সালাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন হত্যাকারী আর লাঞ্ছনাকারীর ব্যাপারে উসমান (রা)-এর ফয়সালা করা হবে। আবূ আব্দুল্লাহ আল মাহামিনী আবুল আশআস ..... আবুল আমওয়াদ সূত্রে বলেন ঃ আমি আবূ বাকরাকে বলতে শুনেছি ঃ

لان اخر من السماء الى الارض احب الى ـ من اشرك فى قتل عثمان رضى الله عنه ـ

উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার চাইতে আসমান থেকে মাটিতে পতিত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

আবূ ইয়া'লা ইব্‌রাহীম ইব্‌নে মুহাম্মদ.....জারূদের দুধভাই আল-হাযরামী সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ আমি কূফায় ছিলাম সেখানে হাসান ইব্‌ন আলী ভাষণ দানের জন্য দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

'লোক সকল! গতরাত্রে আমি স্বপ্নে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছি। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকে আমি দেখতে পাই তিনি আরশে উপবিষ্ট আছেন আর রাসূলুল্লাহ্ﷺ আগমন করে আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়েছেন। এ সময় আবূ বকর (রা) আগমন করে রাসূলে করীমﷺ-এর কাঁধে হস্ত স্থাপন করেন। এরপর উমর (রা) আগমন করে আবূ বকর (রা)-এর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ান। তারপর উসমান (রা) আগমন করেন, তিনি মাথায় হাত রেখে আছেন। তিনি বলছেন ঃ হে পরওয়ারদেগার! তোমার বান্দাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কোন্ কারণে আর কোন্ অপরাধে তারা আমাকে হত্যা করেছে? ইতিমধ্যে আসমান থেকে দু'টি রক্ত ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ সময় আলী (রা)-কে বলা হলো ঃ আপনি কি লক্ষ্য করছেন না হাসান কি বলছেন? তিনি বললেন, সে যা দেখেছে তা-ই বয়ান করছে?

আবূ ইয়া'লা সুফিয়ান ..... হারব আল আজালী সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি হাসান ইব্‌ন্ আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তাতে আমি আর লড়াই করার মতো অবস্থানে নেই। আমি আল্লাহ্ পাকের আরশ দেখতে পাই এবং রাসূল করীমﷺ-কে আরশ আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতে পাই। আর আবূ বকর (রা)-কে দেখতে পাই রাসূল করীমﷺ-এর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। আর উমর (রা) দাঁড়িয়ে আছেন আবূ বকর (রা)-এর কাঁধে হাত রেখে এবং উসমান (রা) দাঁড়িয়ে আছেন উমর (রা)-এর কাঁধে হাত রেখে। আর তাঁদের অদূরে আমি রক্ত দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? বলা হলো– উসমান (রা)-এর রক্ত, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছে।

মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম সালাম ইব্‌ন মিসকীন .... যায়দ ইব্‌ন সওবান সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

يوم قتل عثمان نفرت القلوب منافرها *

والذى نفسى بيده لاتتالف الى يوم القيامة ـ

উসমান (রা) অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন। তাঁর হত্যাকারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।

'উসমান (রা) যেদিন নিহত হয়েছেন, সেদিন থেকে অন্তরে ঘৃণা-বিদ্বেষের জন্ম হয়েছে। যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অন্তরগুলোতে আর. জোড়া লাগবে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন শীরীন বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেছেন ঃ পাত্রের মতো তোমরা তাঁকে চুষে নেয়ার পর হত্যা করেছ। খলীফা ইব্‌ন খাইয়াত আবূ কুতায়বা .... আয়িশা (রা)-এর বরাতে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ

غضبت لكم من السوط ولا اغضب لعثمان من السيف استعتبموه حتى اذا تركتموه * كالعقب المصفى قتلتموه ـ

তোমাদের জন্য চাবুকের কারণেই আমি ক্রুদ্ধ হয়ে যাই, আর উসমান (রা)-এর জন্য আমি তরবারির কারণে ক্ষিপ্ত হতাশ? তোমরা তাঁর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করেছিলে, শেষ পর্যন্ত তোমরা তাকে স্বচ্ছ সন্তানের মতো বর্জন করে হত্যা করলে।

আবূ মু'আবিয়া আ'মাশ ...... মাসরূক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) নিহত হলে আয়িশা (রা) বলেন ঃ

تركتموه كالثوب المصفى الومن ثم قتلتموه ـ

তোমরা তাঁকে ময়লামুক্ত স্বচ্ছ বস্ত্রের মতো ছাড়লে, তারপর তোমরা তাঁকে হত্যা করলে।

অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি বলেন ঃ তোমরা তাঁকে নিকটবর্তী করেছিলে। তারপর তাকে ভেড়ার মত জবাই করলে। তখন মাসরূক তাঁকে বলেন, 'এটা তো আপনার কাজ। আপনি লোকদের নিকট পত্র লিখেছেন যাতে তারা তাঁর কাছে আসে।' তখন আয়িশা (রা) প্রতিবাদ করে বলেন ঃ

لا والذى امن به المؤمنون وكفر به الكفرون
ما كتبت لهم سوداء فى بيضاء حتى جلست مجلس هذا ـ

'না, তা ঠিক নয়, যে সত্তার প্রতি মু'মিনরা ঈমান আনে, এবং কাফিররা কুফরী করে, তাঁর শপথ! আমি এ স্থানে উপবেশন করা পর্যন্ত তাদের প্রতি সাদা কাগজে কালো কিছুই লিপিবদ্ধ করিনি। আ'মাশ বলেন, ঐতিহাসিকদের মতে আয়িশা (রা)-এর জবানীতে অন্যরা এ পত্র লিখেছে। আয়িশা (রা)-এর প্রতি এ বর্ণনার সনদ বিশুদ্ধ। এ বর্ণনা এবং এ ধরনের অন্যান্য বর্ণনায় স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিদ্রোহীরা সাহাবীগণের জবানীতে দিকে দিকে জালপত্র প্রেরণ করেছে। আল্লাহ্ তাদের মুখমণ্ডল মলিন করুন। এ সব পত্রে তারা উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জনগণকে ক্ষিপ্ত ও প্ররোচিত করে তুলেছিল। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আর যাবতীয় স্তব-স্তুতি মহান আল্লাহ্‌রই।

আবূ দাউদ তায়ালিসী হায্‌ম আল-কাতঈ ..... তালক ইব্‌ন হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, উসমান (রা) নিহত হলে আমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণের নিকট তাঁর হত্যা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আয়িশা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

قتل مظلوما لعن الله قتلته ـ

মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আনসারী তাঁর পিতার সূত্রে তিনি সুমামার বরাতে আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ উসমান (রা) নিহত হয়েছেন শুনতে পেয়ে উম্মু সুলাইম (রা) বলেন ঃ

رحمه الله، اما انه لم يجلبوا بعده الا وما ـ

তার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। অবশ্য তাঁর পরে তারা কেবল রক্তই হনন করে চলেছে।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে তাবেঈ ইমামদের উক্তি ও বক্তব্য অনেক, যার আলোচনা করতে গেলে তা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আবূ মুসলিম খাওলানীর উক্তি উল্লেখযোগ্য। উসমান (রা)-কে যারা হত্যা করেছে, তাদের প্রতিনিধি দল আগমন করতে দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ

انكم مثلهم او اعظم جوما اما ـ مردتم ببلاد ثمود؟ قالوا انعم، قال : فاشهد، انكم مثلهم لخليفة الله اكرم عليه من ناقته ـ

'তোমরাতো তাদেরই মত, অথবা অপরাধের বিচারে তাদের চাইতে তোমরা গুরুতর অপরাধী। তোমরা কি সামূদ জাতির জনপদ দিয়ে অতিক্রম করেছ? তারা বললো 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন, 'সাক্ষী থাক, তোমরা তো তাদেরই মতো। আল্লাহ্‌র নিকট খলীফার মর্যাদা সালিহ (আ)-এর উটনীর চাইতে অনেক বেশি।'

ইব্‌ন উলাইয়া ইউনুস ইব্‌ন উবাইদ সূত্রে হাসান (রা)-এর বরাতে বলেন ঃ

'উসমান (রা)-এর হত্যা যদি হিদায়াত হতো তাহলে উম্মত তা দ্বারা দুধ দোহন করতে পারতো; কিন্তু তা তো ছিল গোমরাহী; ফলে তা দ্বারা মুসলিম উম্মাহ রক্ত দোহন করছে।'

ইমাম আবূ জা'ফর বাকির বলেন ঃ 'উসমান (রা)-এর হত্যা ছিল নাহক পন্থায়।'

কতিপয় শোকগাথা

মুজালিদ শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা)-এর মর্সিয়া বা শোকগাথার মধ্যে কা'ব ইব্‌ন মালিক (র)-এর শোকগাথার চাইতে উত্তম কোন মর্সিয়া আমি দেখিনি। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) তাঁর মর্সিয়ায় বলেন ঃ

فكف يديه ثم اغلقَ بابه * وأيقنَ أنَّ اللّٰه ليسَ بغافل

وقال لاهل الدار لا تقتلوهُمْ * عفا اللّٰه عن كل امرىء لم يقاتل

فكيفَ رأيتَ اللّٰه صبَّ عليهم * العداوَةَ والبغضاء بعد التواصل

وكيف رأيت الخيرَ ادبرَ بعدَهُ * عنِ الناس أدبارَ النعام الجوافلِ ـ

'তিনি গুটিয়ে নেন নিজের দু'হাত এবং বন্ধ করেন দরজা আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহ্ মোটেই বেখবর নন। আর গৃহের লোকজনকে তিনি বলেন, তাদের সঙ্গে লড়বে না, যারা লড়াই করবে না, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন। তুমি দেখতে পেয়েছো আল্লাহ্ কিরূপে আরোপ করেছেন তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ মিলনের পরেও। তুমি আরো দেখতে পেলে, তাঁর পরে কিভাবে মঙ্গল বিদায় নিয়েছে, পলায়নপর উটপাখির মতো।

সাইফ ইব্ন উমর এ পংক্তিগুলো আবুল মুগীরা আখনাস ইব্ন শুরাইকের বলে মত প্রকাশ করেছেন। সাইফ ইব্ন উমর হাস্সান ইব্ন সাবিতের নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখ করেছেন ঃ

ماذا اردتم من أخي الدين باركت * يدُ اللّٰهِ في ذاك الاديم المقدد

فتلتم ولي اللّٰهِ في جوف داره * وجئتُمْ بأمرٍ جائرٍ غير مهتد

فهلا رعيتم ذمة اللّٰهِ بينكم * واوفيتمُ بالعهدِ عهد محمدِ

الم يكُ فيكم ذا بلاءٍ ومصدق * واوفاكم عهداً لدى كل مشهد

فلا ظفرت ايمانُ قوم تبايعوا * على قتل عثمانَ الرشيد المسدد ـ

'সে দীনদার ভাই সম্পর্কে কী অভিপ্রায় তোমাদের? আর বরকত দান করেছে আর হাত সে দীর্ঘ করে কর্তন করা চামড়ায়। তোমরা হত্যা করেছ আল্লাহ্র বন্ধুকে তাঁর গৃহের অভ্যন্তরে। আর করেছ তোমরা এক অন্যায় কর্ম, যা হিদায়াত প্রাপ্ত নয়। কেন তোমরা লক্ষ্য রাখনি নিজেদের মধ্যে আল্লাহ্র যিম্মা! আর কেন তোমরা পূর্ণ করনি মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার? তোমাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি নেই, যে পরীক্ষা করতে পারে, পারে সত্যায়ন করতে? আর যে পূরা করে তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার, সকল ক্ষেত্রে, সকল সাক্ষ্য স্থলে! সফল হবে না সেসব লোকের শপথ, যারা বায়আত করেছে সত্যাশ্রয়ী, সত্যপথের অভিসারী উসমান (রা)-এর হত্যার ব্যাপারে শপথ করে নেমেছে।

ইব্ন জারীর এর মতো হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) নিচের কবিতাগুলোও আবৃত্তি করেন ঃ

من سرهُ الموتُ صرفًا لا مزاجَ لهُ * فليات مَفسدةً في دارِ عثمانا

مستحقي حلقَ الماذي قد سفعت * فوقَ المخاطم بيضُ زان ابدانا

ضحوا باشمط عنوان السجود به * يقطعُ الليل تسبيحا وقرانا

صبراً فدى لكمُ امي وما ولدت * قد ينفعُ الصبرُ في المكروه احيانا

فقد رضينا بارض الشام نافرة * وبالامير وبالاخوان إخوانا

اني لمنهم وإن غالوا وان شهدوا * ما دمتُ حيا وما سميتُ حسانا

لتسمعنُ وشيكافي ديارهمُ * اللّٰه اكبرُ يا ثارات عثمانا

يا ليتَ شعري وليتَ الطيرَ تخبرني * ما كانَ شانُ علي وابنِ عفانا

'মৃত্যু যাকে আনন্দ দেয় ঘুরে ফিরে, নাই যার কোন মিযাজ সে আগমন করুক উসমান গৃহে যাকে, সেখানে অনেক সিংহ, তা একত্র করে লোহার অস্ত্র, তারা নাকের উপর স্থাপন করেছে তরবারির চিহ্ন, যারা শোভা বর্ধন করেছে দেহের। নিধন করেছে তারা সাদা-কালো চুলওয়ালাকে, যাতে ছিল সাজদার চিহ্ন, যার রাত্রি অতিবাহিত হতো তাসবীহ পাঠ আর কুরআন তিলাওয়াতে।

ধৈর্যধারণ কর, আমার মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত, উৎসর্গিত তার জন্য মায়ের সন্তান, কখনো কাজে লাগে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা।

আমরা তো সন্তুষ্ট হয়েছি শাম দেশ, আমীর আর ভাইদেরকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করে।

আমি তো তাদের অন্তর্গত, তারা গায়েব হোক, বা হাজির, যতদিন আমি বেঁচে থাকি আর যতদিন নাম থাকে হাসান। অবিলম্বে তোমরা শুনতে পাবে তাদের গৃহে আল্লাহু আকবার ধ্বনি আর উসমান হত্যার (কিসাসের) হৈ চৈ।

হায় যদি আমি জানতাম আর যদি পাখি জানতো আমায়, কী অবস্থা হয়েছে আলী আর ইব্ন আফফানের।'

হাস্সান ইব্ন সাবিত আরো বলেন ঃ

وإنْ تُمسِ ادارُ ابن أروى منهُ خاويةٌ * بابٌ صريحٌ وباب محرقٌ خربُ

فقد يصادُ باغى العرفِ حاجتهُ * فيها ويأوى إليها المجدُ والحسبُ

يا معشر الناس ابدوا ذات انفسكُم * لايستوى الصدقُ عندَ اللّٰه وَالكذبُ

'ইব্ন আরওয়ার গৃহ তা থেকে মুক্ত হলেও সে গৃহের একটা দরজা তো ভেঙ্গে পড়ে আছে অপর দরজা গেছে জ্বলে। দানের সন্ধানী লাভ করে তার প্রয়োজন, আর তাতেই আশ্রয় নেয় শ্রেষ্ঠত্ব ও বংশ গৌরব। হে লোকসকল! প্রকাশ কর নিজের সত্তাকে, সমান নয় আল্লাহ্র নিকট সত্য আর মিথ্যা!'

কবি ফারাযদাক বলেন ঃ

إن الخلافةَ لما اظعنت ظعنتْ * عن اهلِ يثربَ إذ غيرَ الهدى سلكوا

صاوت إلى اهلها منهم ووارثها * لما رأى الله فى عثمان ما انتهكوا

السافكى دمهُ ظلماً ومعصيةً * اى دم لا هدوا من غيتهم سفكوا ـ

ইয়াসরিববাসীরা যখন হিদায়াতের বিপরীত পথে চলে, তখন খিলাফত দূত সরে যায় তাদের থেকে আর খিলাফত গমন করে তার যোগ্য ব্যক্তি ও ওয়ারিসের কাছে। যখন আল্লাহ্ দেখতে পেলেন যে, উসমান (রা)-এর ক্ষেত্রে তারা সত্য লংঘন করেছে।

তারা প্রবাহিত করেছে তাঁর রক্ত অন্যায় আর পাপাচার করে।

তারা এমনই রক্তপাত করেছে যে, এরফলে গোমরাহী থেকে আর উদ্ধার হতে পারেনি।'

উটের রাখাল নামিয়ী এ সম্পর্কে বলে ঃ

عشية يدخلونَ بغيرِ إذنٍ * على متوكل اوفى وطابا

خليلُ محمدٍ ووزيرُ صدقٍ * ورابعُ خيرِ مَنْ وطىء الترابا ـ

'বিকালে তারা প্রবেশ করে অনুমতি বাদে,

আল্লাহ্য় ভরসাকারীর নিকট, যিনি বিশ্বস্ত আর নেক মানুষ

মুহাম্মদ (সা)-এর বন্ধু, সত্যের সহায়ক।

মাটির উপর বিচরণকারীদের মধ্যে যিনি ছিলেন উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে চতুর্থ।'

পরিচ্ছেদ ঃ একটা জিজ্ঞাসা ও তার জবাব

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে– মদীনায় এত বড় বড় সাহাবী উপস্থিত থাকতে (আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন) উসমান (রা)-এর (মতো একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান)-কে হত্যা করার মতো এত বড় ঘটনা কিরূপে সংঘটিত হলো? কয়েকভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া যায় ঃ

১. সাহাবীগণের অনেকে, বরং অধিকাংশ এমন কি তাঁদের কেউই এমন ধারণা করেন নি যে, খলীফার হত্যা পর্যন্ত ঘটনা গড়াবে। কারণ এসব দলের লোকেরা অবিকল তাঁকেই হত্যা করতে চায়নি। বরং তারা খলীফার নিকট তিনটি দাবির যে কোন একটি পূরণ করার জন্য চাপ দিয়েছিল ঃ ক. হয় খলীফা নিজে পদত্যাগ করবেন, খ. মারওয়ান ইব্নুল হাকামকে তাদের হাতে সমর্পণ করবেন অথবা গ. তিনি নিজে মারওয়ানকে হত্যা করবেন। তারা আশা করেছিল, খলীফা উসমান (রা) মারওয়ানকে তাদের হাতে সমর্পণ করবেন, অথবা তিনি নিজে পদত্যাগ করে এ মহা সংকট থেকে রেহাই লাভ করবেন। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউই এমন ধারণা করেন নি। সন্ত্রাসীরা এতদূর পরিমাণ অগ্রসর হবে, এমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে, তা-ও তাঁর ভাবতে পারেন নি, যার ফলে যা ঘটার ছিল, তা-ই ঘটে গেল। মহান আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২. সাহাবায়ে কিরাম (রা) খলীফা উসমান (রা)-কে হিফাযত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান; কিন্তু যখন তীব্র সংকট দেখা দেয় তখন উসমান (রা) লোকদেরকে হস্ত সংবরণ করে অস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য কসম দিয়ে তাকীদ করেন, তাই লোকেরা তাই করেছে। ফলে সন্ত্রাসীরা যা চেয়েছিল তা-ই কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছে। এতসব কিছুর পরও একেবারে খলীফা উসমান (রা)-কে হত্যা-ই করা হবে— সাহাবীগণের মধ্যে কেউই এমন কথা কল্পনাও করেন নি।

৩. হজ্জের মৌসুমে মদীনার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না, সাহায্যের জন্য চতুর্দিক থেকে বাহিনী তখনো মদীনায় এসে পৌঁছেনি। সন্ত্রাসী খারিজীরা এ সুযোগ গ্রহণ করে। সহায়ক বাহিনী আগমনের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তারা এ ঘটনা ঘটায়। (মহান আল্লাহ তাদের চেহারা মলিন করুন) এই সুযোগে তারা এ লংকাকাণ্ড ঘটায়।

৪. এসব সন্ত্রাসী খারিজীরা ছিল সংখ্যায় প্রায় দুই হাজার নামকরা লড়াকুর দল। মদীনায় স্বভাবত সমসংখ্যক লড়াকু লোক ছিল না। কারণ, লোকেরা সীমান্ত এলাকা এবং নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এছাড়াও অনেক সাহাবী এ ফিতনা থেকে দূরে সরে ঘরের কোণে বসে থাকেন। সাহাবীগণের মধ্যে যারা মসজিদে গমন করতেন; তাঁরাও সঙ্গে তরবারি নিয়ে গমন করতেন। এমনকি বসার সময়ও তাঁরা কোলের উপর তরবারি রেখে বসতেন। আর খারিজীরা উসমান (রা)-এর গৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। তাদেরকে সেখান থেকে হটাতে চাইলেও সেটা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। কিন্তু বড় বড় সাহাবীরা উসমান (রা)-এর গৃহ হিফাজতের জন্য তাঁদের সন্তানদেরকে প্রেরণ করেন। যাতে বিভিন্ন শহর থেকে সৈন্যরা তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। ইতিমধ্যে হঠাৎ করেই বিদ্রোহীরা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সফল হয়। তারা ঘরের দরজা জ্বালিয়ে দেয় এবং দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা

করে। কিছু লোক যে বলে— কোন কোন সাহাবী তাঁকে একা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এ হত্যাকাণ্ডে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন, কোন একজন সাহাবীর ক্ষেত্রেও একথা সত্য ও সঠিক নয়। সাহাবীরা সকলেই এ কর্মকে ঘৃণা করেছেন, অপছন্দ করেছেন এবং যারা এ কাজ করেছে তাদেরকে গাল-মন্দ করেছেন। অবশ্য কোন কোন সাহাবী যেমন আম্মার ইব্ন ইয়াসির, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর এবং আম্র ইব্নুল হুমুক প্রমুখ উসমান (রা)-এর ক্ষমতা ত্যাগ করাকে পছন্দ করতেন।

ইব্ন আসাকির সাহাম ইব্ন খানশ বা খানীশ অথবা খানশ আল-আয্দীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন– আর ইনি উসমান (রা)-এর গৃহে উপস্থিত ছিলেন– মুহাম্মদ ইব্ন আইয ইসমাঈল ইব্ন আইয়্যাশ সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ আররাজীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন আব্দুল আযীযে তাঁকে দীর-এ সামআন ডেকে এনে উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি যা বলেন, তার সারকথা এরকম ঃ

সাবাঈ তথা মিসরীয়দের প্রতিনিধি দল উসমান (রা)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে দান-দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করলে তারা ফিরে যায়। পরে তারা পুনঃ ফিরে এলে উসমান (রা)-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। যখন তিনি ফজরের অথবা যোহরের নামাযের জন্য বের হন। সাবাঈ সন্ত্রাসীরা তাঁর প্রতি কংকর, জুতা এবং মোজা নিক্ষেপ করে। ফলে তিনি গৃহে ফিরে যান, এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ হুরায়রা (রা), যুবায়র (রা) তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ, তালহা, মারওয়ান, মুগীরা ইব্ন আখনাস, অন্যান্য লোকসহ উপস্থিত ছিলেন। মিসরীয় প্রতিনিধি দল তাঁর গৃহে চক্কর দেয়। তখন উসমান (রা) লোকজনের নিকট পরামর্শ চাইলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ

আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য ঃ

১. আপনি উমরার ইহরাম বাঁধবেন, ফলে তাদের জন্য আমাদের রক্ত হারাম হয়ে যাবে; ২. অথবা আমরা সঙ্গী হয়ে সিরিয়ায় মু'আবিয়ার নিকট গমন করবো, অথবা ৩. আমরা বের হয়ে অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাদের আর আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন; কারণ আমরা আছি সত্যের উপর, আর তারা রয়েছে মিথ্যা তথা বাতিলের উপর।

তখন উসমান (রা) বলেন ঃ

আপনি যে ইহরাম বাঁধার কথা বলেছেন, যার ফলে আমাদের রক্ত হারাম হয়ে যাবে, (তার জবাব এই যে,) তারা তো আমাদেরকে এখন ইহরাম অবস্থায় এবং ইহরামের পরে (সর্বাবস্থায়) গোমরাহ মনে করে। আর সিরিয়ায় গমন করা, ভীত হয়ে আমি তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাবো– এতে আমি লজ্জা বোধ করি; আর সিরিয়াবাসী আমাকে দেখবে আর দুশমনরা শুনবে; কাফির দুশমনরাও একথা শুনবে। আর যুদ্ধ-আমি তো কামনা করি এমন অবস্থায় আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হতে, যাতে আমার কারণে এক ফোঁটা রক্তও প্রবাহিত না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন আমরা তাঁর সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করি; নামায শেষে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ

আমি আজ রাত্রে আবূ বকর এবং উমর (রা)-কে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি। তাঁরা আমার নিকট আগমন করে বললেন ঃ উসমান, তুমি রোযা রাখ, কারণ, তোমাকে আমাদের নিকট ইফতার করতে হবে। আর আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি ভোর থেকে রোযা রেখেছি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাকে আমি কঠোরভাবে নির্দেশ দিচ্ছি যাতে সে নিরাপদে গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়।' আমরা বললাম, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমরা যদি বের হই তাহলে তাদের পক্ষ থেকে আমরা নিরাপদ থাকবো না, তাই আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিন, যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে গৃহের এক কোণে থাকতে পারি, এর ফলে আমরা এক দলও থাকবো, আবার হিফাজতও হবে।

তারপর তাঁর নির্দেশে গৃহের দরজা খোলা হয়। তিনি কুরআন শরীফ চেয়ে নেন এবং তার উপর ঝুঁকে পড়েন (এবং তিলাওয়াত করতে থাকেন)। এ সময় তাঁর নিকট তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিলেন ঃ নাইলা বিনতুল ফারাফিসা এবং শায়বার কন্যা। সর্বপ্রথম মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর গৃহে প্রবেশ করে তাঁর দাড়ি ধরলে তিনি বলেন ঃ ভাতিজা, আমার দাড়ি ছাড়, আল্লাহ্র শপথ, তোমার পিতা তো এর চাইতে সামান্য আচরণের জন্যও দুঃখিত হতেন। ফলে তিনি লজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এসে লোকজনকে বললেন ঃ আমি তো তোমাদের জন্য তাঁকে ধরেই ছিলাম। দাড়ির সে পশমগুলো আবূ বকর তনয় উপড়ে ফেলেছিলেন, তা তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। তারপর গৃহে প্রবেশ করে মুরাদ গোত্রের এক খর্বাকৃতির কৃষ্ণকায় ব্যক্তি। ক্রুদ্ধ এ লোকটির সাথে ছিল ধারালো লোহা। লোকটি গৃহে প্রবেশ করেই বললো ঃ ('হে বোকা বৃদ্ধ), তুমি কোন্ ধর্মের অনুসারী'? উসমান (রা) বললেন ঃ 'আমি বোকা বৃদ্ধ নই; আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান। আমি ইব্রাহীমী মিল্লাতের অনুসারী নিষ্ঠাবান মুসলিম, মুশরিকদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

সে বললো, তুমি মিথ্যা বলছ— এই বলে সে খলীফার বাম কানপট্টিতে ধারালো লোহা দ্বারা আঘাত করে তাঁকে হত্যা করে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলে স্ত্রী নাইলা তাঁকে বস্ত্রাবৃত করে নেন। আর স্ত্রী ছিলেন মোটা-সোটা দেহধারিণী। তিনি নিজেকে খলীফার দেহের উপর নিক্ষেপ করেন এবং দেহের অবশিষ্ট অংশের উপর লুটিয়ে পড়েন অপর স্ত্রী বিন্ত শায়বা। তারপর তলোয়ার উঁচিয়ে জনৈক মিসরী ব্যক্তি প্রবেশ করে বলে ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি তার নাসিকা কর্তন করবো। স্ত্রী লোকটিকে তাঁর থেকে সরিয়ে দেন এবং লোকটির উপর তিনি প্রবল হন। আর লোকটি পেছন থেকে তাঁর জামার কাপড় সরিয়ে দেয়। এমনকি সে তাঁর পিঠ দেখতে পায়। সে যখন তাঁর (লাশের) নিকট পৌঁছতে পারলো না তখন সে তাঁর (স্ত্রীর) কানের বালি আর কাঁধের মাঝখান দিয়ে তরবারি ঢুকিয়ে দেয়। এবং স্ত্রী তরবারি চেপে ধরলে তাঁর হাতের আঙ্গুল কাটা যায়। তখন তাঁর স্ত্রী চিৎকার দিয়ে বলে উঠেন ঃ হে রিবাহ (আর এ ছিল উসমান রা-এর কৃষ্ণকায় দাস), এ লোকটিকে আমা থেকে হটিয়ে দাও।

ভৃত্য তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তলোয়ারের আঘাতে তাকে হত্যা করে আর গৃহের লোকেরা নিজেদের প্রতিরোধের নিমিত্ত বেরিয়ে আসে। এ সময় মুগীরা ইব্ন আখনাম নিহত হন এবং মারওয়ান ইব্নুল হাকাম আহত হন। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধ্যা হয়ে গেলে আমরা বললাম, তোমরা যদি তোমাদের সঙ্গীকে সকাল হওয়ার জন্য ছেড়ে যাও তারাতো তার অঙ্গচ্ছেদ করবে,

Contents

তাই রাত্রের অন্ধকারে আমরা তাঁর মৃতদেহে বাকী আল-গারকাদ কবরস্থানে নিয়ে যাই আর পেছন থেকে আমাদেরকে লোকদের কান্না আচ্ছন্ন করে নেয়। লোকজন ছুটে এলে আমরা তাদেরকে দেখে ভয় পাই। তাঁকে রেখে আমাদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ সময় হঠাৎ তাদের ঘোষক ঘোষণা দেয় ঃ না, তোমাদের জন্য কোন ভয় নেই, দাঁড়াও, আমরাতো এসেছি কেবল তোমাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য।

আর আবূ হুবাইশ বলতেন ঃ তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্র ফেরেশতা তাই আমরা তাঁর লাশ দাফন করে সে রাত্রেই সিরিয়ায় পালিয়ে যাই। ওয়াদিল কুরায় একটা সৈন্যদলের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন হাবীব ইব্ন মাসলামা। এ দলটি এসেছিল উসমান (রা)-এর সাহায্যার্থে, আমরা তাদেরকে খলীফার হত্যা ও দাফন সম্পর্কে অবহিত করি।

আবূ উমর ইব্ন আব্দুল বার বলেন ঃ লোকেরা উসমান (রা)-কে হাশকাওকাব' নামক স্থানে দাপন করেছে। আর উসমান (রা) নিজে এ স্থানটি ক্রয় করে বাকী আল-গারকাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন। অতীত মনীষীদের একজনকে উসমান (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে কি চমৎকারই না জবাব দিয়েছিলেন ঃ

هو امير البدرة، وقتيل الفجرة
مخذول من خذله، منصور من نصره -

'তিনি পুণ্যবানদের আমীর ছিলেন আর পাপাচারীদের হাতে নিহত হয়েছেন। যারা তাঁকে অপদস্থ করেছে। তারা নিজেরাই হয়েছে অপদস্থ আর যারা তাঁর সাহায্য করেছে, তাঁরা হয়েছে সাহায্যপ্রাপ্ত।'

আর আমাদের শায়খ আবূ আব্দুল্লাহ সাহাবী উসমান (রা)-এর জীবনী, ফযীলত, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট্য আলোচনা শেষে এ মন্তব্য করার পর

الذين قتلوه او البواعليه قتلوا الى عفو الله
ورحمته، والذين خذلوه خذلوا وتنغص عيشهم -

(যারা তাঁকে হত্যা করেছে বা তাঁর শত্রুতায় একমত হয়েছে তারা তাঁকে হত্যা করে তাঁকে আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার দিকে পাঠিয়েছে। পক্ষান্তরে যারা তাঁকে অপদস্থ করেছে তারা হয়েছে অপদস্থ আর জীবন হয়েছে পংকিল) এ উক্তি উদ্ধৃত করার পর তিনি বলেন, আর তাঁর পরে আমীর মু'আবিয়া এবং তাঁর সন্তানরা রাজত্ব লাভ করেন এবং এর তাঁর উযীর হন মারওয়ান এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে আটজন। এরা তাঁর জীবনকে দীর্ঘ করে তোলে এবং তাঁর ফযীলত আর গুণ-বৈশিষ্ট্যে জীবনকে ভরে তোলে। তারপর তাঁর চাচাতো ভাইয়েরা আশি বছরের অধিক কাল রাজত্ব করে। কর্তৃত্বতো সুমহান আল্লাহ্র যিনি সকলের উর্ধ্বে। এটাই শায়খ আবূ আব্দুল্লাহ যাহাবীর হুবহু শব্দমালা।

উসমান (রা)-এর ফযীলত বিষয়ে কতিপয় হাদীস

উসমান (রা)-এর পরিচিতি ঃ

তিনি উসমান ইব্ন আফফান ইব্ন আবুল 'আস ইব্ন উমাইয়্যা ইব্ন আবদ শামস ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুয়াই ইব্ন গালিব ইব্ন

যিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌নুল নযর ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন খুযায়মা ইব্‌ন মুদরিকা ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আদনান, আবূ আম্‌র ও আবূ আব্দুল্লাহ্ আল-কুরশী আল-উমাবী, আমীরুল মু'মিনীন, যুন নূরাইন, দুই হিজরতের অধিকারী এবং রাসূল করীম ﷺ -এর দু' কন্যার স্বামী। তাঁর মাতা আরওয়া বিন্‌ত কুরায়য ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্দ শামস। আর তাঁর মাতার মাতা অর্থাৎ নানী উম্মু হাকীম আল-বায়দা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব রাসূল করীম ﷺ -এর ফুফী। তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম যাদেরকে জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, আশারা মুবাশ্‌শারার একজন। ছয়জনের সমন্বয়ে গঠিত শূরার অন্যতম সদস্য। সে ছয়জনের মধ্য থেকে যে তিনজনের জন্য খিলাফত নির্ধারণ করা হয়, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তারপর আনসার এবং মুহাজিরদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁর জন্য খিলাফত নির্ধারিত করা হয়। ফলে তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় জন, সত্যপথ প্রাপ্ত ইমামদের অন্যতম। যাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্য সকলেই ছিলেন নির্দেশিত ও আদিষ্ট।

ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হাফিজ আসাকির-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বিস্ময়কর। তাঁর বর্ণনার সার কথা এই ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যাদের মধ্যে রুকাইয়া ছিলেন অতি সুন্দরী। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কন্যা রুকাইয়াকে তাঁর চাচাতো ভাই উতবা ইব্‌ন আবূ লাহাবের নিকট বিবাহ দিয়েছেন তখন তিনি তাঁকে বিবাহ করতে না পারার জন্য আফসোস করেন। তিনি দুঃখিত হয়ে গৃহে ফিরে যান। পরিবারে অন্যান্যের সঙ্গে তিনি তাঁর খালা সওদা বিনত কুরায়যকে দেখতে পান। আর তাঁর খালা সওদা ছিলেন দানকারিণী। খালা তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমার জন্য তিন দফা অভিনন্দন। একের পর এক তিন দফা, এরপর তিন দফা, আবার আরো তিন দফা, পরে আরো এক দফা, যাতে পূর্ণ হয় দশ দফা। তোমার কাছে মঙ্গল এসেছে আর তুমি রক্ষা পেয়েছ অমঙ্গল আর অকল্যাণ থেকে। আল্লাহর কসম, তুমি বিবাহ করবে ফুলের মতো খাঁটি সুন্দর রমণীকে। তুমি নিজেও কুমার আর কুমারীর সঙ্গেই তোমার মিলন হবে। আমি তাকে পেয়েছি মর্যাদার বিচারে মহান মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির কন্যা হিসাবে। তুমি এমন এক কর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছ, যা উঁচু ও মজবুত করবে মর্যাদাকে। উসমান (রা) বলেন, তাঁর কথায় আমি বিস্মিত হলাম, কারণ, তিনি আমাকে এমন এক নারীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে নারী বিবাহ করেছে আমি ছাড়া অপর কাউকে। তখন আমি বললাম, খালাজান আপনি কি বলছেন ? তিনি বললেন ঃ

عثمان لك الجمال ولك اللسان * هذا النبى معه البرهان، ارسله بحقه
الديان، وجاءه التنزيل والفرقان * فاتبعه لاتغتا لك الاوثان -

'হে উসমান! তুমি লাভ করেছ সৌন্দর্য আর ভাষা। এই যে নবী, তাঁর সঙ্গে রয়েছে প্রমাণ, প্রেরণ করেছেন তাকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী সত্যসহ। তাঁর কাছে এসেছে তানযীল ও ফুরকান। সুতরাং তুমি তাঁর অনুসরণ কর, মূর্তি যেন তোমার বিনাশ সাধন না করে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি অর্থাৎ উসমান (রা) তাকে বললাম, আপনি এমন একটা কথা বলছেন, যা আমাদের দেশে এখনো প্রকাশ পায়নি, সংঘটিত হয়নি। তখন তিনি বললেন ঃ

محمد بن عبد الله، رسول من عند الله
جاء بتنزيل الله، يدعوا به الى الله ـ

মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল, তিনি উপস্থাপন করেছেন তা তানযীল তথা ওহীর বাণী। যা দিয়ে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। তারপর খালা আবার বলেন ঃ

مصباحه مصباح ودينه فلاح ـ وامره نجاح، وقرنه نطاح ـ
ذلت له البطاح ، ماينفع الصباح ـ لو وقع الذباح، وسلت الصفاح
ومدت الرماح ـ

তাঁর আলোইতো (একমাত্র) আলো, আর তাঁর উপস্থাপিত দীনইতো কল্যাণ (ও মঙ্গল), তাঁর নির্দেশই সাফল্য, আর তাঁর প্রতিপক্ষই বিফল, উপত্যকার পর উপত্যকা তাঁর অনুগত, কোন কাজে আসবে না চিৎকার, যদিও গলায় জমা হোক না কেন, ক্ষয়ক্ষতির হাড় যতই টানা পড়ুক না কেন আর তীর যতই দীর্ঘ হোক না কেন।'

উসমান (রা) বলেন, আমি চিন্তা করতে করতে পথ অতিক্রম করছিলাম। আবূ বকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, উসমান! তোমার জন্য আফসোস! তুমিতো একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি, সত্য-মিথ্যা তো তোমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। আমার জাতির লোকেরা যেসব মূর্তির পূজা করছে, সেগুলো কী? সেসব কি নির্বাক পাথরের তৈরি নয়, যা শোনেও না, দেখেও না, লাভ-ক্ষতি কিছুই করতে পারে না ? তিনি বলেন, আমি বললাম, নিশ্চয়ই। আল্লাহ্র কসম, সেগুলো এরূপই। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, তোমার খালা ঠিকই বলেছেন। ইনি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন সৃষ্টিকুলের নিকট রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে। তুমি কি তাঁর নিকট গমন করতে পার? তাই আমরা রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর নিকট সমবেত হই। তিনি বললেন, হে উসমান, আল্লাহ্র হক স্বীকার করে নাও। কারণ, আমি তোমার আর সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, রাসূলﷺ-এর কথা শ্রবণ করে আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি, ফলে আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। তারপর অনতিবিলম্বে আমি রুকাইয়া বিন্ত রাসূলুল্লাহ্কে বিবাহ করি। এ প্রসঙ্গে বলা হয় ঃ

احسنُ زوج راهُ إنسانٌ * رقيةٌ وزوجها عثمان ـ

সর্বোত্তম দম্পতি যা মানুষ দেখতে পেয়েছে, রুকাইয়া এবং তার স্বামী উসমান (রা)।

এ প্রসঙ্গে সা'দী বিন্ত কুরায়য বলেন ঃ

هدى الله عثمانا بقولى إلى الهدى * وأرشدهُ والله يهدى إلى الحقِ
فتابعَ بالرأيِ السديدِ محمداً * وكانَ برأى لايصدُ عنِ الصدقِ
وأنكحهُ المبعوثُ بالحقِ بنتهُ * فكانا كبدر مازجَ الشمسَ فى الافقِ
فداؤكَ يا بنَ الهاشميين مهجتى * وأنتَ امينُ اللهِ أرسلتَ للخلقِ ـ

আল্লাহ্ উসমানকে হিদায়াত করেছেন সত্যের দিকে আমার কথা মতে—

আল্লাহ্ তাকে পথ দেখিয়েছেন, আর আল্লাহ্তো পথ দেখান সত্যের দিকে। তাই তিনি অনুসরণ করেছেন মুহাম্মদ ﷺ-এর সঠিক মতামত, আর পরামর্শ দ্বারা তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হন না। সত্যসহ প্রেরিত (নবী) বিবাহ দিয়েছেন তাঁর নিকট নিজ কন্যা, ফলে তারা উভয়ে হয়েছেন পূর্ণিমার চাঁদের মত, যা মিলিত হয়েছে আকাশ প্রান্তে সূর্যের সঙ্গে।

হে হাশিমী তনয়, তোমাতে উৎসর্গ আমার প্রাণ,

আর তুমিতো আল্লাহ্র 'আমীন' প্রেরিত হয়েছ তুমি সৃষ্টিকুলের তরে।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর পরদিন প্রত্যুষে উসমান ইব্ন মায্‌উন, আবূ উবায়দ, আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ, আবূ সালমা ইব্ন আব্দুল আসাদ এবং আরকাম ইব্ন আবুল আরকামকে নিয়ে আবূ বকর (রা) উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলেই ইসলাম কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যারা সমবেত হন, তারা হলেন সর্বমোট ৩৮ জন। উসমান (রা) তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তারপর হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন। বদর যুদ্ধের সময় রাসূলের কন্যার সেবায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। এ কারণে তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে গনীমতের অংশ দান করেন এবং তিনি এ জন্য প্রতিদানও লাভ করেন। ফলে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁকে শুমার করা হয়, রুকাইয়্যা ইনতিকাল করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গে রুকাইয়ার বোন উম্মে কুলসুমকে বিবাহ দান করেন, তাঁর সাহচর্যে উম্মে কুলসুমও ইনতিকাল করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ

لوكان عندنا اخرى لزوجناها بعثمان -

'আমার যদি অপর কোন কন্যা থাকতো তবে তাকেও আমি উসমান-এর কাছে বিবাহ দিতাম।' তিনি উহুদ যুদ্ধে শরীক হন এবং সেদিন যারা পলায়ন করেছিল, তিনিও ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করার স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। খন্দক আর হুদায়বিয়ার যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এক হাতে উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে বায়য়াত গ্রহণ করেন। খায়বর অভিযান আর উমরাতুল কাযায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয় অভিযান, হাওয়াযিন, তায়িফ অভিযান আর তাবূক যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। জায়শুল উসরা (সংকীর্ণতার বাহিনী) তথা তাবূক অভিযাত্রীদলকে তিনি সজ্জিত করেন, তাদের সাজ সরঞ্জাম যোগান দেন। আব্দুর রহমান ইব্ন খাবাব সূত্রে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এদিন তিনি তিন শ' উট নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম। আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা থেকে বর্ণিত যে, সেদিন তিনি এক হাজার দীনার এনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোলে ঢেলে দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্র নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ

ماضر عثمان ما فعل هذا اليوم مرتين -

'আজকের পর উসমান (রা) যা কিছু করে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। কথাটা তিনি দু'বার বলেন।' তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট—এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়েছে। তিনি আবূ বকর (রা)-এর উত্তম সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর ইনতিকালের সময় তিনি তাঁর (উসমানের) উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি উমর (রা)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর উত্তম সহচর এবং ইনতিকালের সময়ও একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। ৬ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত শূরার তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। বরং তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে উত্তম, পরে এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

উমর (রা)-এর পর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে আল্লাহ্ অনেক দেশ আর শহর জয় করান। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে মুহাম্মদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যে ছড়িয়ে পড়ে মুস্তাফাবী পয়গাম। মানুষের নিকট প্রকাশ পায় মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীর সত্যতা ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ـ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি পছন্দ করেছেন তাদের জন্য এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন' (সূরা নূর ২৪ ঃ ৫৫)।

সত্য প্রমাণ করেছেন আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীও ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

'তিনি সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ, যাতে তাকে সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করেন– যদিও মুশরিকরা এটাকে অপ্রীতিকর জ্ঞান করে' (সূরা তাওবা ৯ ঃ ৩৩)।

আল্লাহ্র নবীর নিম্নোক্ত বাণীও সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে ঃ

اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل اللّٰه ـ

কায়সারের বিনাশের পর আর কোন কায়সার হবে না; তেমনি কিস্রার বিনাশের পর আর কোন কিস্রা হবে না। যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই তাদের সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে।'

উসমান (রা)-এর শাসনামলে এসব কিছুই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। হয়েছে বাস্তবে রূপায়িত। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং সন্তুষ্ট থাকুন।

তিনি ছিলেন সুদর্শন, লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, অতিমাত্রায় লজ্জাশীল এবং বড় মাপের দানশীল। আল্লাহ্র রাস্তায় স্বজন আর আত্মীয়বর্গকে তিনি অগ্রাধিকার দান করতেন। তিনি এটা করতেন তাদের অন্তর জয় করার নিমিত্ত আর এজন্য তিনি নশ্বর জীবনের তুচ্ছ ভোগের বস্তুর উপর সব কিছুকে অগ্রাধিকার দান করতেন। নশ্বরের উপর অবিনশ্বরকে অগ্রাধিকার দানের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করার জন্যই হয়তো তিনি এমনটি করতেন— যেমন নবী করীম ﷺ কিছু লোককে দান করতেন আর কিছু লোককে বাদ দিতেন। যেমন তিনি কিছু লোককে দান করতেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডলকে অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেন আর অন্যদেরকে ছাড়তেন; কারণ, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে হিদায়াত ও ঈমান গচ্ছিত রেখেছেন। তাঁর এ স্বভাবের কারণে কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছে, যথা খারিজীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। হুনাইন যুদ্ধে গনীমতের মাল বণ্টন প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি।

উসমান (রা)-এর ফযীলত তথা গুণ-বৈশিষ্ট্য আর শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেসব থেকে আমরা যথাসম্ভব আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ্ তা'আলা, আমরা তাঁরই উপর নির্ভর করছি। এ হাদীসসমূহ দু'ধরনের ঃ ১. সেগুলোতে তাঁর ফযীলতের সঙ্গে অন্যদের ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। ২. যেসব হাদীসে কেবল উসমান (রা)-এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীর হাদীস

ইমাম বুখারী (র) মুসাদ্দাদ (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

وصعد النبى صلى الله عليه وسلم احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان - فرجف فقال له : اسكن احد اظنه ضربه برجله - فليس عليك الا نبى وصديق وشهيدان -

মুসাদ্দাদ ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর, উমর এবং উসমান (রা)। উহুদ পাহাড় কেঁপে উঠলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ উহুদ শান্ত হও। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি পর্বতে পদাঘাত করে বললেন– তোমার উপর আছেন একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ। ইমাম বুখারী এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী আব্দুল আযীয ...... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

ان رسول الله كان على حراء هو وابو بكر - وعمر وعثمان وعلى بن ابى طالب وطلحة - والزبير ، فتحركت الصخرة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اهدئى - فما عليك الا نبى او صديق او شهيد -

'একদা রাসূল করীম ﷺ হেরা পর্বতে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আরো ছিলেন আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং তালহা ও যুবায়র (রা)ও। পর্বতের একটা পাথর নড়াচড়া করলে রাসূলে করীম ﷺ বললেন ঃ শান্ত হও, স্থির থাক, তোমার উপর নবী, সিদ্দীক এবং শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই। একই অধ্যায়ে উসমান, সাঈদ ইব্ন যায়দ, ইব্ন আব্বাস,

সহল ইব্ন সা'দ, আনাস ইব্ন মালিক, ইয়াযীদ আসলামী (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি সহীহ্। আমি বলি, আবুদ্দারদাও হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) উসমান (রা) থেকে অবরোধের দিন তাঁর ভাষণেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উসমান (রা) সাবীর -এর উপর দাঁড়িয়ে এ ভাষণ দান করেন।

অপর একটি হাদীস

হাদীসটি আবূ উসমান মাহদী সূত্রে আবূ মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে একটা বাগানে ছিলাম, তিনি আমাকে দরজা হিফাজতের নির্দেশ করেন, তখন জনৈক ব্যক্তি এসে অনুমতি প্রার্থনা করলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে ? তিনি বললেন ঃ আবূ বকর। তখন রাসূল ﷺ বললেন ঃ

ائذن له وبشره بالجنة ثم جاء عمر فقال ـ ائذن له وبشره بالجنة ، ثم جاء عثمان فقال : ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فدخل وهو يقول : اللّهم صبراء، وفى رواية الله المستعان ـ

'তাকে (ভেতরে প্রবেশ করার) অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তারপর উমর (রা) আগমন করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবর দাও। এরপর উসমান (রা) আগমন করলে রাসূল ﷺ বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে যে বিপদে পতিত হতে হবে, সে জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি একথা বলতে বলতে ভিতরে প্রবেশ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! সবর চাই, সবর। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ্র নিকট সাহায্য কামান করছি। কাতাদা এবং আইউব সাখ্তিয়ানী আবূ মূসা আশ'আরী সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ..... আবূ মূসা আশ্'আরী সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আসিম অতিরিক্ত যোগ করে বলেন যে, রাসূল ﷺ এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় তাঁর দু'হাঁটু বা এক হাঁটু খুলে যায়। উসমান (রা) প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ঢেকে নেন। আর বুখারী-মুসলিমে হাদীসটি সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব সূত্রে আবূ মূসার বরাতে বর্ণিত হয়েছে। আর তাতে একথাও আছে ঃ

ان ابا بكر وعمر دليا ارجلهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى باب القف و هو فى البئر، وجاء عثمان فلم يجدله موضعا ـ

আবূ বকর এবং উমর (রা) রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে তাদের পদদ্বয় কুয়োর পাড়ে ঝুলিয়ে রাখেন, এ সময় উসমান (রা) আগমন করে কোন স্থান পেলেন না। সাঈদ বলেন, আমি এর এ অর্থ করি যে, তাঁদের কবর একসঙ্গে হবে, আর উসমান (রা) থাকবেন পৃথক কবরে।'

ইমাম আহমদ ইয়াযীদ ইব্ন মারওয়ান ..... নাফি' ইব্নুল হারিস সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

আমি রাসূলে করীম ﷺ-এর সঙ্গে বেরিয়ে আসলে তিনি একটা বাগানে প্রবেশ করেন এবং বলেন ঃ 'আমার জন্য দরজা বন্ধ রাখ।' তিনি আগমন করে কূপের পাড়ে বসে পা ঝুলিয়ে দেন। এসময় দরজায় আঘাত করা হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে? বললেন ঃ আবূ বকর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আবূ বকর। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং

জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে কুয়োর পাড়ে বসে কুয়ায় দুই পা ঝুলিয়ে দেন। তারপর দরজায় করাঘাত হলে আমি জিজ্ঞেস করি ঃ কে? তিনি বললেন? উমর। তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি উমর। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি তাই করলাম। তিনি আগমন করে রাসূল ﷺ-এর পাশে বসে কুয়ায় পা ছড়িয়ে দেন। এরপর দরজায় আঘাত হলে আমি বললাম ঃ কে? তিনি বললেন ঃ উসমান। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি উসমান। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তবে জান্নাতের সঙ্গে বিপদাপদ আর পরীক্ষাও আছে। আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম এবং জান্নাতের সুসংবাদও দিলাম। তিনি (ভেতরে প্রবেশ করতঃ) রাসূলে করীম ﷺ -এর সঙ্গে পাড়ে বসে কুয়ায় পাদ্বয় ঝুলিয়ে দেন। এ রিওয়ায়াতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) ও ইমাম নাসাঈ আবূ সালমা সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হতে পারে আবূ মূসা এবং নাফি' ইব্ন আব্দুল হারিস উভয়েই দরজায় নিয়োজিত ছিলেন। অথবা এটা ভিন্ন ঘটনা।

ইমাম আহমদ (র) আফ্ফান ..... নাফি ইব্ন আব্দুল হারিস সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা বাগানে প্রবেশ করে কূয়ার পাড়ে বসলেন। আবূ বকর (রা) আগমন করে অনুমতি চাইলে তিনি আবূ মূসা (রা)-কে বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। এরপর উমর (রা) এলে বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। এরপর উসমান (রা) আগমন করলে তিনি বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। অদূর ভবিষ্যতে সে বিপদের সম্মুখীন হবে। এ বর্ণনা ধারা প্রথম বর্ণনার সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে ইমাম নাসাঈ (র) সালিহ ইব্ন কায়সান ..... আবূ মূসা আশআরী সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ .... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, এমন সময় আবূ বকর (রা) আগমন করে অনুমতি চাইলে তিনি বলেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। এরপর উমর (রা) আগমন করলে তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। রাবী বলেনঃ আমি বললাম ঃ তবে আমি কোথায় থাকবো ? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার সঙ্গে থাকবে। ইমাম আহমদ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন। বায্যার ও আবূ ইয়ালা আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে পূর্ববর্তী বর্ণনার মতো হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অপর একটি হাদীস

ইমাম আহমদ লাইস .... সাঈদ ইব্নুল আস সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

ان سعيد بن العاص اخبره ان عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه ان ابا بكر استاذن على النبى صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة ، فاذن لابى بكر وهو كذلك فقضى اليه حاجته ثم انصرف فاستاذن عمر فاذن له وهو على تلك الحالة فقضى اليه حاجته ثم انصرف،قال عثمان : ثم استاذنت عليه فجلس وقال : اجمعى عليك

ثيابك فقضيت اليه حاجتى ثم انصرفت، فقالت عائشة : يا رسول الله ! مالى لا اراك فزعت لابى بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان عثمان رجل حيى وانى خشيت ان اذنت له على تلك الحالة لا يبلغ الى حاجته قال الليث وقال جماعة الناس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة : الا استحى ممن تستحى منه الملائكة؟

আয়িশা (রা) ও উসমান (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন, এসময় তিনি আয়িশা (রা)-এর চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন, তিনি আবূ বকর (রা)-কে অনুমতি দেন, আর তিনি তখনও চাদর মুড়ি দিয়ে ছিলেন। তিনি প্রয়োজনের কথা তাঁকে বলে চলে গেলেন। তারপর উমর (রা) অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দিলেন। আর তিনি তখনও সে অবস্থায় ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-কে প্রয়োজনের কথা বলে গমন করেন। উসমান (রা) বলেন ঃ তারপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ তোমার কাপড় ঠিক করে নাও। আমি তাঁকে আমার প্রয়োজনের কথা বলে ফিরে আসি। তখন আয়িশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ব্যাপার। উসমান (রা)-এর আগমনে আপনাকে যতটা বিব্রত দেখেছি, আবূ বকর ও উমর (রা)-এর জন্য কেন ততটা বিব্রত দেখিনি? তখন রাসূল ﷺ বললেন ঃ উসমান (রা) একজন লজ্জাশীল ব্যক্তি, আমার আশংকা হয়েছিল, সে অবস্থায় আমি তাকে অনুমতি দান করলে তিনি তার প্রয়োজন আমার নিকট পৌঁছাতে পারতেন না।

লাইস বলেন, একদল লোক বলেছেন যে, রাসূল ﷺ আয়িশা (রা)-কে বলেছেন ঃ আমি কি সে ব্যক্তিকে লজ্জা পাবো না,যে ব্যক্তিকে ফেরেশতারা লজ্জা করেন?' ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হারমালা .... আয়িশা সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়ালা আল মুসিলী সুহাইল সূত্রে তার পিতার বরাতে আয়িশা (রা) থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জুবাইর ইব্‌ন নুফাইর আয়িশা বিনতে তালহা সূত্রে আয়িশা (রা) থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) মারওয়ান ..... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা উরু উন্মুক্ত করে বসেছিলেন। এমন সময় আবূ বকর (রা) অনুমতি চাইলেন, অথচ তিনি একই অবস্থায় ছিলেন। পরে উমর (রা) আগমন করে অনুমতি চাইলে সে অবস্থায়ই তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর উসমান (রা) অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ গায়ে কাপড় টেনে দেন। তারা সকলে উঠে দাঁড়ালে আমি বললাম ঃ

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবূ বকর ও উমর (রা) অনুমতি চাইলে আপনি একই অবস্থায় (নির্বিকার) ছিলেন; কিন্তু উসমান (রা) অনুমতি চাইলে আপনি গায়ে কাপড় টেনে দিলেন (এর কারণ কি?) তখন রাসূল ﷺ বললেন ঃ

يا عائشة ! الا نستحى من رجل والله ان الملئكة لتستحى منه ـ

'হে আয়িশা! ফেরেশতারা যে ব্যক্তিকে লজ্জা পায়, আমরা কি তাকে লজ্জা করবো না?'

Contents

হাফসা সূত্রে অপর এক বর্ণনা

হাসান ইব্‌ন আরাফা ..... হাফসা সূত্রে আয়েশা (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে অপর বর্ণনা

হাফিয আবূ বকর বায্‌যার আবূ কুরাইব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উসমান ইব্‌ন আফফান, যাকে ফেরেশতারা লজ্জা করে, আমরা কি তাকে লজ্জা করবো না? তারপর ইমাম বায্‌যার বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস সূত্রেই কেবল হাদীসটি বর্ণিত আছে। অপর কোন সূত্রে বর্ণিত আছ বলে আমার জানা নেই। আমি বলি, হাদীসটি ইমাম তিরমিযীর শর্তানুযায়ী বর্ণিত। অন্যান্য ইমাম হাদীসটি বর্ণনা করেন নি।

ইব্‌ন উমর (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রের বর্ণনা

তাবারানী আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ..... আবূ উমর ইব্‌ন আব্বান সূত্রে পিতার বরাতে বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরকে বলতে শুনেছি ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপবিষ্ট ছিলেন, আর তাঁর পেছনে ছিলেন আয়েশা (রা)। এমন সময় আবূ বকর (রা) অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন, পরে উমর (রা)ও অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন, তারপর সা'দ ইব্‌ন মালিক অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন; তারপর অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, তখন রাসূল ﷺ হাঁটু উন্মুক্ত অবস্থায় কথা বলছিলেন। উসমান (রা) অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ হাঁটুর উপর কাপড় টেনে দিলেন আর তাঁর স্ত্রী [আয়েশা (রা)]-কে বললেন ঃ তুমি এক দিকে সরে যাও। তারা সকলে কিছুক্ষণ কথা বলে বেরিয়ে গেলে আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার পিতা আর সঙ্গীরা আপনার নিকট এলেন, তখন আপনি হাঁটুর উপর কাপড় টেনে দিলেন না, আর আমাকেও পেছনে সরে যেতে বললেন না (এর কারণ কি?) তখন আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বললেন ঃ সে ব্যক্তিকে ফেরেশতারা লজ্জা পায়, তাকে কি আমি লজ্জা পাবো না? যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! ফেরেশতারা যেমনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে লজ্জা পান, তেমনি লজ্জা পান উসমান (রা)-কেও। তিনি যদি ভেতরে প্রবেশ করতেন আর তুমি আমার কাছ থাকতে তাহলে তিনি কোন কথা না বলে মাথাও না তুলেই চলে যেতেন। এ সূত্রে হাদীসটি গরীব এবং তাতে আগের বর্ণনার অতিরিক্ত আছে। আর তার সনদেও দুর্বলতা আছে। আমি বলি, এ অধ্যায়ে আলী (রা) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আউফা এবং যায়দ ইব্‌ন সাবিত থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আর আবূ মারওয়ান আল-কুরায়শী ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ

উসমান (রা) এমনই লজ্জাশীল যে, ফেরেশতারাও তাঁকে লজ্জা করেন।'

অপর একট হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ওয়াকী' ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করে- রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন ঃ

ارحم امتى ابو بكر، واشدها فى دين الله عمر - واشدها حياء عثمان،
واعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واقرؤها لكتاب الله ابى - وأعلمها

بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح -

'আমার উম্মতের মধ্যে সবচাইতে দয়াবান আবূ বকর (রা) আর আল্লাহ্র দীনের ক্ষেত্রে সবচাইতে কঠোর উমর (রা) আর তাদের মধ্যে লজ্জার দিক থেকে সবচাইতে কঠোর উসমান (রা), আর হালাল-হারামের ব্যাপারে সবচাইতে বড় জ্ঞানী মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), আর আল্লাহ্র কিতাবের সবচাইতে বড় কারী উবাই (রা), আর তাদের মধ্যে ফরায়েযের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় আলিম হলেন যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)। আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন আমানতদার আছেন ; আর এ উম্মতের আমানতদার হলেন আবূ উবায়দা ইব্নুল জার্রাহ্ (রা)। অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী (র) ইমাম নাসাঈ (র) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ খালিদ আল-হায্যা সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান-সহীহ্' বলে উল্লেখ করেছেন। আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের শেষে আছে ; 'প্রত্যেক উম্মতের একজন 'আমীন' রয়েছেন, আর এ উম্মতের 'আমীন' হলেন 'আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ্।'

অনুরূপভাবে হাইসাম কুরীয সূত্রে .... আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অপর একটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইব্ন আব্দ রাব্বিহী ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

আজ রাত্রে আমাকে একজন নেককার লোক দেখানো হয়েছে যে, আবূ বকর (রা)-কে রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে মিলানো হয়েছে। আর উমর (রা)-কে মিলানো হয়েছে আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে, আর উসমান (রা)-কে মিলানো হয়েছে উমর (রা)-এর সঙ্গে। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে উঠে দাঁড়ালাম তখন বললাম ঃ নেককার লেকটিতো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। অবশ্য রাসূল ﷺ যে তাদের একজনের সঙ্গে অন্যজনের মিলনের কথা বলেছেন, তাঁরা হলেন এ দীনের শাসকবৃন্দ, যে দীনসহ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) হাদীসটি আম্র ইব্ন উসমান (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন হারব সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ ইউনুস এবং শুয়াইবও হাদীসটি যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁরা উমরের কথা উল্লেখ করেন নি।

ইমাম আহমদ (র) আবূ দাউদ (রা) উমর ইব্ন সা'দ ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ একদা ভোরে সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করে বলেন ঃ

ফজরের পূর্বে আমি দেখতে পাই, যেন আমাকে কুনজী আর দাঁড়িপাল্লা দেওয়া হয়েছে। মাকালীদ হলো চাবি, আর মাওয়াযীন হলো যা দ্বারা (বান্দাদের আমল) ওযন করা হয়। এক পাল্লায় আমাকে রাখা হয়, অপর পাল্লায় রাখা হয় আমার উম্মতকে। আর তাদের সঙ্গে আমাকে ওযন করা হলে আমিই ভারী হই। তারপর আবূ বকর (রা)-কে এনে ওযন করা হলে তিনি সমান সমান হলেন। পরে উমর (রা)-কে এনে ওযন করা হলে তিনিও সমান সমান হলেন। এরপর উসমান (রা)-কে এনে ওযন করা হলে তিনিও ওযনে সমান হলেন। তারপর দাঁড়িপাল্লা উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। ইমাম আহমদ (রা) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান হিশাম ইব্‌ন আম্মার (রা) ..... মুয়ায ইব্‌ন জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলে করীম ﷺ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বলেছেন।

আরো একটি হাদীস

আবূ ইয়া'লা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী'..... আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

لما أسس رسول الله ﷺ مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه، وجاء أبو بكر بحجر فوضعه وجاء عمر بحجر فوضعه، وجاء عثمان بحجر فوضعه، قالت : فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: هم أمراء الخلافة من بعدى -

মদীনার মসজিদের ভিত্তি স্থাপনকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা পাথর এনে স্থাপন করলেন। এরপর আবূ বকর (রা) একটা পাথর এনে স্থাপন করলেন; পরে উমর (রা) এসে একটা পাথর এনে স্থাপন করলেন এবং এরপরে উসমান (রা) একটা পাথর এনে স্থাপন করলেন। বর্ণনাকারী (আয়েশা) (রা) বলেন ঃ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমার পর এরাই হবেন খিলাফতের দায়িত্বে নিয়োজিত আমীর। মদীনায় রাসূল ﷺ -এর আগমনের শুরুতে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন প্রসঙ্গে হাদীসটি আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দালাইলুন নবূয়ত অধ্যায়ে যুহরী সূত্রে অপর এক ব্যক্তির মারফতে আবূ যর (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর, উমর, উসমান (রা)-এর হাতে কংকরের তাসবীহ পাঠ প্রসঙ্গে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে তখন রাসূল ﷺ বলেন ঃ

هذه خلافة النبوة -

এটা হচ্ছে নবূয়াতের খিলাফত।

সফীনা সূত্রে বর্ণিত হাদীস পরে আসছে, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

الخلافة بعدى ثلثون سنة ثم تكون ملكا -

'আমার পরে ৩০ বৎসর খিলাফত ব্যবস্থা চালু থাকবে, তারপর আসবে রাজতন্ত্র।' মোট এই ৩০ বৎসর মুদ্দতের মধ্যে বাস্তববাদী আলিমদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী উসমান (রা)-এর ১২ বৎসরও অন্তর্ভুক্ত। সাইয়্যিদুল মুরসালীন ﷺ এ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবহিত করেছিলেন।

অপর একটি হাদীস

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ১০ জনের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দান করেছেন, নবী করীম ﷺ -এর স্পষ্ট উক্তি মতে উসমান (রা)-ও ছিলেন সে দশ জনের অন্যতম।

আরো একটি হাদীস

ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

كنا فى زمن النبى ﷺ لانعدل بابى بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نذر اصحاب النبى ﷺ لا نفاضل بينهم -

নবী করীম ﷺ-এর যমানায় আমরা কাউকে আবূ বকর-এর সমকক্ষ মনে করতাম না। তারপর উমর, এবং তারপর উসমান (রা)-এর সঙ্গে কাউকে সমান জ্ঞান করতাম না। তারপর আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের ব্যাপারে কাউকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতাম না। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ ইব্ন আব্দুল আযীয অনুরূপ বর্ণনা করেছেন– ইমাম বুখারী এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, ফরজ ইব্ন ফুযালা ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী থেকে, তিনি নাফি সূত্রে ইব্ন উমর (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়ালা আবূ মা'শার ..... ইব্ন উমর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন উমর (রা) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) আবূ মু'আবিয়া ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

كنا نعد رسول الله ﷺ وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ـ

আমরা রাসূল করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবী আবূ বকর, উমর এবং উসমান (রা)-কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতাম, তারপর চুপ থাকতাম।

ভিন্ন ভাষায় ইব্ন উমর (রা) থেকে অপর এক বর্ণনা

হাফিয আবূ বকর বাযযার আম্র ইব্ন আলী ..... সালিম সূত্রে, তিনি তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম ﷺ -এর যমানায় আমরা বলতাম ঃ আবূ বকর, উমর এবং উসমান (রা) অর্থাৎ খিলাফতের পরম্পরার ক্ষেত্রে।

এ হাদীসের ইসনাদ শায়খাইন তথা বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। তবে তাঁরা হাদীসটি উদ্ধৃত করেননি। অবশ্য ইমাম বায্যার বলেন ঃ এ হাদীসটি ইব্ন উমর থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ

'আমরা বলতাম– আবূ বকর, উমর এবং উসমান (রা) তারপর অন্যদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতাম না। আর উমর ইব্ন মুহাম্মদ হাফিয-ই হাদীস ছিলেন না। আর এটা প্রকাশ পায় তাঁর হাদীসে, যখন তিনি সালিম ছাড়া অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন তখন কিছুই বলেন না। আর হাদীসটি দুর্বলদের একাধিক ব্যক্তি যুহরী সূত্রে সালিম-এর বরাতে আর তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয ইব্ন আসাকির ইব্ন উমর থেকে সকল সূত্র একত্র করার উদ্যোগ নিয়ে ভাল কাজ করেছেন। অবশ্য তাবারানী সাঈদ ইব্ন আব্দ রাব্বিহী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

'জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, অথবা জান্নাতে কোন বৃক্ষ নেই? আলী ইব্ন হাম্বল সন্দেহ করেন– যাতে লাইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লেখা নেই, লেখা নেই যাতে আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ফারূক এবং উসমান যুন্নূরাইন লেখা নেই। হাদীসটি যঈফ তথা দুর্বল এবং এ হাদীসের সনদে এমন লোক রয়েছে, যার সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। আর হাদীসটি (নাফারাত) ত্রুটি থেকেও মুক্ত নয়। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় প্রকার হাদীস, যাতে কেবল উসমান (রা)-এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে

ইমাম বুখারী (র) মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... উসমান ইব্‌ন মাওহাব সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

جاء رجل من أهل مصر حج البيت، فرأى قومًا جلوسًا فقال : مَنْ هؤلاء القوم؟ قالوا : قريش، قال : فمن الشيخ فيهم؟ قالوا : عبد الله بن عمر - قال : يا بن عمر ! إني سائلك عن شيء فحدثني {عنه}، هل تعلم ان عثمان فر يوم احد؟ قال نعم ! قال تعلم أنه تغيب يوم بدر ولم يشهدها؟ قال : نعم ! قال تعلم انه تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها؟ قال : نعم ! قال : الله اكبر، قال ابن عمرَ : تعال ابين لك، أما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه وغفرله، وأما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله وكانت مريضة، فقال له رسول الله : إن لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان احدُ اعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله ﷺ عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي ﷺ بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر : اذهب بها الان معك تفرد به دون مسلم -

জনৈক মিসরীয় ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌য় হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন করে কিছু লোককে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কারা ? লোকেরা বললো ঃ কুরাইশের লোকজন। তিনি জানতে চাইলে ঃ তাদের মধ্যে শায়খ কে ? লোকেরা বললোঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর। তিনি বললেন ঃ ইব্‌ন উমর, আমি একটা বিষয় আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, সে বিষয়ে আপনি আমাকে অবগত করবেন। আপনি কি জানেন যে, উসমান (রা) উহুদ যুদ্ধের দিন পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আপনার কি জানা আছে যে, তিনি বদর যুদ্ধের দিন অনুপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত হননি? বললেন-হ্যাঁ। লোকটি আবার বললেন যে, আপনার কি জানা আছে যে, উসমান (রা) বায়'আতুর রিদওয়ানে অনুপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত হননি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মিসরীয় লোকিট বললেন ঃ আল্লাহু আকবার। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ আস তোমাকে আমি খোলাসা করে বলছি ঃ উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর পলায়ন করা সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন। আর বদর যুদ্ধের দিন তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ এই যে, সেদিন তাঁর দায়িত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা, যিনি অসুস্থ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন ঃ আপনার জন্য রয়েছে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর সাওয়াব ও অংশ। আর বায়'আতুর রিদওয়ানে তাঁর অনুপস্থিত থাকা, উসমান (রা)-এর চাইতে মক্কা ভূমিতে কেউ যদি বেশি প্রিয় থাকতো তাহলে তাঁর স্থলে সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকেই প্রেরণ করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। আর উসামন (রা) মক্কায় গমন করার পর বায়'আতুর রি্ওয়ান সংঘটিত হয়। সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের ডান হাতকে বলেছিলেন ঃ এটা হলো উসমান (রা)-এর হাত। তাঁর

নিজের অপর হাতের উপর সে হাত রেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ এটা হলো উসমানের জন্য। তখন ইব্ন উমর (রা) লোকটিকে বললেন ঃ

এখন তুমি এটা তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।' মুসলিম (রা) ব্যতীত ইমাম বুখারী (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অপর একটি বর্ণনা

ইমাম আহমদ মু'আবিয়া ইব্ন আম্র .... সুফিয়ান সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

'আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ওয়ালীদ ইব্ন উকবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ওয়ালীদ তাঁকে বললেন ঃ কি ব্যাপার আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা)-এর ব্যাপারে অন্যায় আচরণ করছেন? তখন আব্দুর রহমান (রা) তাকে বললেন ঃ তাঁকে জানিয়ে দাও যে, হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি পলায়ন করিনি। রাবী আসিম বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধের দিন, আর বদর যুদ্ধের দিন আমি পিছু হটিনি এবং আমি উমর (রা)-এর সুন্নাহ ত্যাগও করিনি। রাবী বলেন, তিনি গিয়ে উসমান (রা)-কে খবর দিলে তিনি বললেন ঃ হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি পলায়ন করিনি—একথা দ্বারা তিনি কেমন করে আমাকে দোষ সাব্যস্ত করতে পারেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তো আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

যেদিন দু'দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের মধ্যে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তাদের কৃত কর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মহা ক্ষমাপরায়ণ ও সহনশীল (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৫৫)। আর তিনি যে বলেছেন-বদর যুদ্ধের দিন আমি পশ্চাতে পড়েছিলাম, তার হেতু এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা রুকাইয়ার সেবা-যত্নে নিয়োজিত ছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অংশ দান করেছেন; আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকে অংশ দিয়েছেন? সে অবশ্যই উপস্থিত বলে গণ্য হয়েছে। আর তিনি যে বলেছেন?' 'আমি উমর (রা) এর সপ্তাহ ত্যাগ করিনি, তার রহস্য এই যে, সে সাধ্য আমারও নেই, তাঁরও নেই আর তিনি একথাই বলতেন।

অপর একটি হাদীস

ইমাম বুখারী (র) আহমদ ইব্ন শাবীর ইব্ন সাঈদ ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্নুল খিয়ার থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন— মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা এবং আব্দুল ইব্নুল আসওয়াদ ইব্ন ইয়াগুস বলেছেন ঃ উসমান (রা)-এর ভাই ওয়ালীদের ব্যাপারে কথা বলতে কিসে আপনাকে বাধা দিচ্ছে? লোকেরা তাঁর ব্যাপারে অনেক কথা বলছে। তাই উসমান (রা) যখন নামাযের জন্য বের হন তখন আমি তাঁর সামনে হাজির হয়ে বললাম ঃ আপনার সাথে আমার একটা দরকার আছে। আর তাহলো আপনার জন্য উপদেশমূলক কথা। তখন তিনি বললেন, তোমার নিকট থেকে উপদেশমূলক কথা! হে ব্যক্তি? আবূ আব্দুল্লাহ্ উল্লেখ করেন যে, মা'মার বলেন ঃ (তিনি বলেছিলেন) 'আমি আল্লাহ্র নিকট তোমার পক্ষ থেকে পানাহ চাই।' তাই আমি ফিরে আসি এবং তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করি। হঠাৎ দেখি, উসমান (রা)-এর দূত হাজির হয়েছেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, তোমার কি উপদেশ ?' তখন আমি বললাম ঃ

إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب وكنتَ ممن استجاب لله ولرسوله، وهاجرت الهجرتين، وصحبتَ رسول الله ﷺ ورأيتَ هديه، وقد أكثر الناسُ في شأن الوليد - فقال : أدركتَ رسول الله ﷺ ؟ فقلت : لا ! ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها قال : أما بعدُ ! فإن الله بعث محمدًا بالحق وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فامنتُ بما بعث به، وهاجرتُ الهجرتين كما قلت، وصحبتُ رسول الله ﷺ وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل ، ثم ابو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفتُ ، افليس لي من الحق مثل الذى لهم ؟ قلت : بلى ! قال فما هذه الاحاديث التى تبلغنى عنكم ؟ اما ما ذكرت من شأن الوليد فاخذ فيه بالحق إن شاء الله - ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং যারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আপনি তাদের অন্যতম। আর আপনি দু'দফা হিজরত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিদায়াত আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। আর ওয়ালীদ সম্পর্কে লোকেরা অনেক কথা বলেছে। তিনি বললেন, তুমি রাসূল ﷺ-কে পেয়েছ? আমি বললাম, না। তবে হ্যাঁ, তাঁর জ্ঞানের সে অংশ আমার কাছে পৌঁছেছে, যা পৌঁছে পর্দার অন্তরালে একজন নারীর নিকট। তিনি বললেন ঃ তারপর ; আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, আমি তাদের অন্যতম, ফলে তিনি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, তার প্রতি আমি ঈমান এনেছি। এবং দু'দফা হিজরত করেছি, যেমন তুমি বলেছ। আমি রাসূল ﷺ-এর সান্নিধ্য সাহচর্য লাভ করেছি এবং তাঁর হাতে বায়'আত করেছি।

আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ওফাত দেয়া পর্যন্ত আমি তাঁর নাফরমানী করিনি, তাঁকে প্রতারিতও করিনি। তারপর অনুরূপভাবে আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)ও ওফাত লাভ করেন। এরপর খিলাফতের দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। তাঁদের যেমন অধিকার ছিল, আমার কি তেমন অধিকার নেই? আমি বললাম, কেন থাকবে না, অবশ্যই আছে। তিনি বললেন, তবে তোমাদের সম্পর্কে এসব কি কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি? অবশ্য ওয়ালীদ সম্পর্কে তুমি যা বলেছ, সে বিষয়ে অবিলম্বে আমি সত্য ব্যবস্থাই গ্রহণ করবো, ইনশা আল্লাহ্ তা'আলা। এরপর তাকে চাবুক মারার জন্য আলী (রা)-কে ডেকে তাকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। ফলে তিনি তাকে ৮০ ঘা চাবুক মারেন।

অপর একটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা .....আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

فكان من آخر كلمة أن ضرب منكبه وقال : يا عثمان إن الله عسى ان يلبسك قميصا فإن ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى ثلاثًا -

فقلت لها يا ام المؤمنين؟ فاين كان هذا عنك ؟ قالت : نسيته والله ما ذكرته، قال : فأخبرته معاوية بن أبى سفيان فلم يرض بالذى أخبرته حتى كتب إلى ام المؤمنين : ان اكتبى إلى به ، فكتبت إليه به كتابا ـ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান ইব্ন আফ্ফান-এর নিকট খবর পাঠালে তিনি দেখা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আমরা যখন দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন তখন আমরা নারীরা একজন আরেকজনের দিকে এগিয়ে গেলাম। (দেখতে পেলাম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান (রা)-এর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্বক শেষ যে কথাটি বললেন তা এই ঃ "হে উসমান! অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে একটা জামা পরিধান করাবেন। মুনাফিকরা তোমার নিকট থেকে সে জামা ছিনিয়ে নিতে চাইলে তুমি তা খুলে ফেলবে না, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে মিলিত হও।" কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

নু'মান ইব্ন বাশীর বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! এতদিন সে কথা, আপনি বলেননি কেন? তিনি বললেন, সে কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আল্লাহ্র কসম, তা আমার স্মরণ ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বিষয়টা মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে জানালে তিনি তাতে খুশি হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি উম্মুল মু'মিনীন (আয়েশা রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, হাদীসটা আমাকে লিখে জানান। ফলে তিনি মুয়াবিয়া (রা)-কে হাদীসটি লিখিতভাবে জানান। আবূ আব্দুল্লাহ্ আল-জীরী আয়েশা (রা) এবং হাফসা (রা) সূত্রে হাদীসটি পূর্বের মতো বর্ণনা করেন। কায়স ইব্ন আবূ হাশিম এবং আবূ সালমা-ও আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ সাহলা উসমান (রা) সূত্রে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

ان رسول لله ﷺ عهد الىّ عهدا فانا صابر نفسى عليه ـ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটা অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন, আর আমি দৃঢ়তার সঙ্গে তাতে অবিচল আছি। ফারাজ ইব্ন ফুযালা মুহাম্মদ ইব্ন যুবাইদী যুহ্রী সূত্রে উরওয়ার বরাতে আয়েশা (রা)-এর জবানীতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারকুতনীর মতে ফারাজ ইব্ন ফুজালা এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ মারওয়ানও মুহাম্মদ .... আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আসাকিরও মিনহাল ইব্ন উমর .... আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন উসামা জারীরী সূত্রে আবূ বকর আল-আছাবীর বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করি। তিনি পূর্বের মতো হাদীসটি উল্লেখ করেন। হাছীনও মুজাহিদ সূত্রে আয়েশা (রা)-এর বরাতে অনুরূপভাবে হাদীসটি পূর্বের মতো বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন কিনানা আল-আসাদী ইসহাক ইব্ন সাঈদ সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন– আমি জানতে পেরেছি যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

إن اللّه ملبسك قميصًا تريدك أمتى على خلعه فلا تخلعه ـ فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه علمت انه عهد من رسول اللّه ﷺ الذى عهد إليه ـ

"আমি কেবল একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শ্রবণ করেছি যে, উসমান (রা) দ্বিপ্রহরে গ্রীষ্মের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন আর আমার ধারণা হলো যে, তিনি নারীদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁর কাছে এসেছেন। তাই তাঁর কথা কান পেতে শ্রবণ করতে আমি আগ্রহী হলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ 'আল্লাহ্ তোমাকে একটা জামা পরাবেন, আর আমার উম্মত তোমার কাছে দাবি জানাবে সে জামা খুলে ফেলতে কিন্তু তুমি তা খুলবে না। আমি যখন দেখলাম যে, উসমান (রা) তাদের সকল দাবিই পূরা করছেন, কেবল সে জামাটা খুলতেই তিনি অস্বীকার করছেন তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করছেন।

ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম তাবারানী (র) মুত্তালিব ইব্ন ইয্দী ..... আবূ হিলাল সূত্রে রবীআ ইব্ন সাইফ-এর বরাতে বর্ণনা করেন, আমরা শিফা আল-আসবাইরের নিকটে ছিলাম, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আমাকে হাদীস শুনিয়ে বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ [উসমান (রা)-কে] লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে উসমান! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে একটা জামা পরাবেন, লোকেরা তা খুলে ফেলার জন্য তোমার নিকট দাবি জানালে তুমি তা খুলবে না। আল্লাহ্র কসম, তুমি যদি তা খুলে ফেল তাহলে সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করা পর্যন্ত তুমি জামাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' আবূ ইয়া'লা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর সূত্রে তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন হাফসার বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণিত হাদীস গরীব পর্যায়ের। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অপর একটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) আব্দুস সামাদ ..... ফাতিমা বিনতে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমার অক্ষমতা আমাকে জানান যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আর তাঁর চাচা তাঁকে এই বলে প্রেরণ করেন যে, তুমি তাঁকে গিয়ে বল যে, আপনার এক কন্যা সালাম জানিয়ে উসমান ইব্ন আফ্ফান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। কারণ লোকেরা তাকে গাল-মন্দ দিচ্ছে। তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ

لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعداً عند رسول الله ﷺ وإن رسول الله لمسند ظهره إليّ ، وإن جبريل ليوحى إليه القرآن، وإنه ليقول له : اكتب يا عثيم ، قالت عائشة : فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريمًا على الله ورسوله -

'যে ব্যক্তি উসমান (রা)-কে লা'নত করে, তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। আল্লাহ্র কসম, উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার দিকে পিঠে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, আর জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি ওহী নিয়ে আগমন করছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান (রা)-কে বলছিলেন, 'হে উসমান, তুমি লিখ।' আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে এ মর্যাদা দান করেন, আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যে ব্যক্তি এ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

তারপর ইমাম আহমদ (র) ইউনুস সূত্রে, তিনি উমর ইব্ন ইব্রাহীম ইয়াশ্‌কুরী সূত্রে, তিনি তাঁর মাতার বরাতে, তিনি তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে কা'বার নিকটে উসমান (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

অপর একটি হাদীস

বায্‌যার উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবুল মুগীরা সাফওয়ান ইব্ন আম্‌র, মায়িয তামীমীর বরাতে জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা ফিতনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি তা পাবো? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তা পাবো? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ না, তখন উসমান (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে আমি তা পাবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করা হবে। বায্‌যার (র) বলেন, আমরা কেবল এ সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত বলে জানি।

অপর একটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) আসওয়াদ ইব্ন উমর ..... ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

ذكر رسول الله ﷺ فتنة فقال : يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلومًا، فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان -

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা ফিতনার উল্লেখ করে বললেন ঃ সেদিন সে ফিতনায় এই মস্তক আবৃত ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হবে। আমি তাকিয়ে দেখি যে, তিনি হলেন উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)। ইমাম তিরমিযী (র) ইব্রাহীম ইব্ন সাইদ সূত্রে শাযান-এর বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন যে, হাদীসটি হাসান– গরীব পর্যায়ের।

অপর একটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) আফ্‌ফান ..... মূসা ইব্ন উকবা তিনি তাঁর নানা আবূ হাবীবা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি গৃহে প্রবেশ করে দেখেন যে, উসমান (রা) তাতে অবরুদ্ধ আছেন। আর তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে উসমান (রা)-এর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি চাইতে শুনেন। তখন তিনি তাকে অনুমতি দান করেন। তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং স্তব-স্তুতি করে বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ

إنكم تلقون بعدى فتنة واختلافًا - أو قال : اختلافًا وفتنة - فقال له قائل من الناس : فمن لنا يا رسول الله ؟ قال : عليكم بالامين وأصحابه وهو يشير إلى عثمان بذلك -

'আমার পরে তোমরা ফিতনা এবং মতবিরোধের মুখোমুখি হবে। 'অথবা তিনি বলেছেন ঃ 'মতবিরোধ ও ফিতনার মুখোমুখি হবে'। তখন লোকদের মধ্যে একজন তাকে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা কার সঙ্গে থাকবো ?' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা অবশ্যই আমানতদার এবং তার সঙ্গীদের সাথে থাকবে।' একথা বলার সময় তিনি উসমান (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করেন। ইমাম আহমদ (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তাঁর বর্ণনার

সনদও হাসান তথা উত্তম ও শক্তিশালী। তবে অন্য মুহাদ্দিসরা এ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

ইমাম আহমদ (র) 'আবূ উসামা ..... মুররা আল-বাহযী সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

« بينما نحن مع رسول الله ﷺ في طريق من طرق المدينة فقال : كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر ؟ نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال : عليكم هذا وأصحابه - أو اتبعوا هذا وأصحابه - قال : فأسرعت حتى عييت فأدركت الرجل فقلت : هذا يا رسول الله ؟ قال : هذا، فاذا هو عثمان بن عفان -

'একদা মদীনার একটা পথে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে ফিতনা পৃথিবীর দিকে দিকে ষাঁড়ের শিঙের মতো উত্থিত হবে, তাতে তোমরা কি করবে ?' (আমরা বললাম) ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাতে আমরা কি করবো?' তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের উচিত হবে এ ব্যক্তি এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে থাকা', অথবা তিনি বলেছেন, 'তোমরা এ ব্যক্তি এবং তাঁর সঙ্গীদের অনুসরণ করবে'। রাবী বলেন, আমি দ্রুত ছুটে যাই এমন কি ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং লোকটির নাগাল পাই। আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'এ ব্যক্তি'? তিনি বললেন। 'এই ব্যক্তি'। আর সে ব্যক্তি ছিলেন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)।

ভিন্ন এক সূত্র

ইমাম তিরমিযী (র) জামি তিরমিযীতে মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ..... আবুল আশআছ সান'আনী সূত্রে বর্ণনা করেন। সিরিয়ায় কিছু লোক বক্তৃতা করতে দাঁড়ায়, তাদের মধ্যে নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীগণের মধ্যে মুররা ইব্‌ন কা'ব নামক জনৈক ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি বললেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটা হাদীস না শুনলে আমি কথা বলতাম না। এরপর তিনি ফিতনা প্রসঙ্গে তা নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেন। এ সময় বস্ত্রাবৃত এক ব্যক্তি অতিক্রম করেন। তিনি বললেন, 'তখন এ লোকটি হিদায়াতের উপর থাকবে।' এসময় আমি লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি যে, তিনি হলেন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান। আমি তাঁর দিকে তার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে বললাম ঃ 'ইনি'? তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। তারপর ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান-সহীহ বলে উল্লেখ করেন। এ অধ্যায়ে ইব্‌ন উমর, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওয়ালা এবং কা'ব ইব্‌ন উজরা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমি বলি ঃ আসাদ ইব্‌ন মূসা ..... মুররা ইব্‌ন কা'ব বাহযী সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আর বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে কা'ব ইব্‌ন মুররা নয়, বরং মুররা ইব্‌ন কা'ব, যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ ইব্‌ন হাওয়ালার হাদীস সম্পর্কে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা সাঈদ আল-জারীরী ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওয়ালা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

পৃথিবীর দিকে দিকে যখন ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে? আমি বললাম; 'আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জন্য নাপছন্দ করেন।' তিনি বললেন, 'এ লোকটির অনুসরণ করবে। কারণ, সেদিন এ ব্যক্তি এবং তার অনুসারীরা সত্যের উপর থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকটির অনুসরণ করি এবং তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বলি ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ লোকটি'? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। দেখি, তিনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)'।

হারমালা ইব্ন ওহাব ইব্ন লাহ্য়া ..... ইব্ন হাওয়ালা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ : ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتى، الخروج الدجال وقتل خليفة مصطبر قوّام بالحق شديطيعه -

'যে ব্যক্তি তিনটি বিষয় থেকে রক্ষা পেয়েছে সে তো নাজাত পেয়ে গেল ঃ আমার ইনতিকাল, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং ধৈর্যশীল এবং সত্যে অটল, অবিচল খলীফার হত্যাকাণ্ড। যিনি কেবল সত্যে অবিচল নয়, বরং সত্যের পৃষ্ঠপোষকও।'

আর কা'ব ইব্ন উজবার হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) ইসহাক ইব্ন সুলায়মান রাযী ..... ইব্ন সীরীন সূত্রে কা'ব ইব্ন উজরাদ্ বরাতে বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা ফিতনার উল্লেখ করে তা নিকটবর্তী এবং বড় বলে অভিহিত করেছেন। রাবী বলেন, এরপর চাদর মুড়ি দিয়ে এক ব্যক্তি সে স্থান অতিক্রম করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তখন এ ব্যক্তি সত্যের উপর থাকবে। রাবী বলেন, আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে তার দুই বাহু ধরে ফেলি আর বলি ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' এ লোকটি? তিনি বললেন, ঠিক, এ লোকটি। রাবী বলেন, দেখি, লোকটি হলেন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। তারপর ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইব্ন হাজন .... কবি ইব্ন উজরা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবূ ইয়া'লা-ও হুদবা .... কবি ইব্ন উজরা সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আবূ আওনও ইব্ন সীরীন সূত্রে কা'ব-এর বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইতোপূর্বে আবূ সাওর তামীমী বর্ণিত হাদীসটি কা'বের বরাতে বর্ণিত হয়েছে' যাতে তিনি নিজ গৃহে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ঃ

والله ما تغنيت والا تمنيت الخ -

ভাষণে তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ্র কসম, আমি গান করিনি, আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিনি, জাহিলী যুগে এবং ইসলামী যুগে আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, ডান হাত দ্বারা রাসূল ﷺ -এর নিকট বায়'আত করার পর সে হাত দ্বারা আমি কখনো লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।' প্রত্যেক জুম'আর দিন তিনি একজন দাস মুক্ত করতেন। কোন শুক্রবারে অপারগ হলে পরবর্তী শুক্রবার দু'টি দাস মুক্ত করতেন।

আরো একটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) আলী ইব্ন আইয়্যাশ .... মুগীরা ইব্ন শু'বা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) অবরুদ্ধ থাকাকালে মুগীরা ইব্ন শু'বা তাঁর নিকট গমন করে বলেন ঃ

إنك إمام العامة وقد نزل بك ماترى وإني اعرض عليك خصالا ثلاثًا اختر إحداهن، إما ان تخرج فتقاتلهم فإن معك عددًا وقوة وانت على الحق وهم على الباطل ، إما أن تخرق باباً سوى الباب الذى هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق مكة ، فإنهم لن يستحلوك وأنت بها، وإما أن تلحق بالشام وفيهم

معاوية ، فقال عثمان : إما أن أخرج فاقاتل فلن اكون اول من خلف رسول الله ﷺ فى امته بسفك الدماء، وأما أن أخرج إلى مكة فإنهم لن يستحلونى بها، فانى سمعت رسول الله ﷺ يقول يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم، ولن اكون انا ـ واما أن الحق بالشام فانهم اهل الشام وفيهم معاوية فلن افارق دار هجرتى ومجاورة رسول الله ﷺ ـ

'আপনি তো জনগণের ইমাম। আর আপনার উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে, তা-তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আপনার সম্মুখে তিনটি বিষয় উপস্থাপন করছি, তার মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করবেন। হয় আপনি বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করবেন, কারণ আপনার সঙ্গে আছে জনসংখ্যা এবং (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতা, আর আপনি তো আছেন সত্য ও ন্যায়ের উপর ; আর তারা (বিদ্রোহীরা) রয়েছে বাতিল তথা অন্যায়ের উপর। অথবা বিদ্রোহীরা যে দরজায় আছে, তা বাদ দিয়ে অন্য কোন দরজা দিয়ে আপনি বের হয়ে যাবেন এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কায় গমন করবেন। কারণ আপনার ওখানে অবস্থানকালে তারা আপনার রক্ত (প্রবাহিত করা)-কে হালাল জ্ঞান করবে না। অথবা আপনি সিরিয়ায় গমন করবেন এবং তারা তো সিরিয়ার অধিবাসী আর আমীর মুয়াবিয়াতো সেখানেই আছেন। তখন উসমান (রা) বললেন ঃ বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করা ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে আমি সেই প্রথম উত্তরাধিকারী হতে চাই না, যে রক্তপাত করবে। আর আমি মক্কায় গমন করবো আর সেখানে তারা আমার রক্তকে হালাল জ্ঞান করবে না .... কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মক্কায় কুরাইশের এক ব্যক্তি মুলহিদ তথা নাস্তিক হয়ে যাবে, আর সে ব্যক্তি অর্ধ পৃথিবীর শাস্তি ভোগ করবে। আর আমি সে ব্যক্তি হতে চাই না। আর সিরিয়ায় গমন .... আমি তো আমার হিজরত ভূমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নই।'

ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা ..... আবূ আওন আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বলেন ঃ 'তোমার সম্পর্কে যেসব কথা আমি শুনতে পাচ্ছি,' তা থেকে তুমি কি নিবৃত্ত হবে?' তিনি কিছু ওযর আপত্তি পেশ করলে উসমান (রা) তাঁকে বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! আমি শ্রবণ করেছি এবং স্মরণ রেখেছি, তুমি যা শুনেছ ব্যাপার তা নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

অদূর ভবিষ্যতে একজন আমীর নিহত হবে। আর নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করার ব্যক্তি তা-ই করবে আর সে নিহত জনও আমি হবো, উমর (রা) নন; আর উমর-এর হত্যাকারী হবে একজন লোক, আর আমার হত্যায় অনেকের জমায়েত হবে, নিহত হওয়ার প্রায় চার বছর পূর্বে তিনি ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা)-কে একথা বলেছিলেন এবং প্রায় এ সময়কাল আগেই তিনি (মাসউদ) ওফাত পান।

অপর একটি হাদীস

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ (র) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর ফারবারী .... যায়দ ইব্‌ন আসলাম সূত্রে তিনি তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

'অবরোধের দিনে আমি উসমান (রা)-কে জানাযা স্থলে প্রত্যক্ষ করি। কোন পাথর নিক্ষেপ করা হলে তা একজন মানুষের মস্তকেই পতিত হতো। আমি দেখতে পাইলে, উসমান (রা) বাবে মাকামই জিব্রাঈলের পাশের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন এবং বলেন ঃ লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কি তালহা আছেন? সকলেই চুপ। তিনি আবার বললেন ঃ লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কি তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ আছেন? এবারও সকলে চুপ। তিনি আবার বললেন ঃ লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কি তালহা আছেন? এবার তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ দাঁড়ালেন। উসমান (রা) তাঁকে বললেন ঃ আমি কি আপনাকে এখানে দেখছি না? আমি ভাবতেও পারিনি যে, আপনি একটি দলের মধ্যে থাকবেন, যারা তিনবার আমার ডাক শুনেও জবাব দেবে না! হে তালহা, আমি আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি, এমন এক দিনের কথা কি আপনার মনে পড়ে, যেদিন অমুক স্থানে আমি আর আপনি রাসূলুল্লাহ্ -এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ -এর সাহাবীগণের মধ্যে আপনি ব্যতীত আর কেউ সেখানে ছিল না। তালহা বললেন, হ্যাঁ (মনে পড়ছে)। তখন রাসূলুল্লাহ্ আপনাকে বলেছিলেন, এমন কোন নবী নেই, যার সঙ্গে জান্নাতে একজন সঙ্গী থাকবে না। আর এই উসমান হবেন জান্নাতে আমার সঙ্গী। তখন তালহা বললেন, অবশ্যই এটা ঠিক, মনে পড়ছে। ইমাম আহমদ (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তালহা সূত্রে আর একটি হাদীস

ইমাম তিরমিযী (র) আবূ হিশাম যিফাঈ .... তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لكل نبى رفيق ورفيقى فى الجنة عثمان -

'প্রত্যেক নবীর জন্য একজন সঙ্গী আছেন, আর জান্নাতে আমার সঙ্গী হবেন উসমান।' তারপর ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি একটি গরীব হাদীস আর এর সনদও তেমন শক্তিশালী নয়। বরং তার সনদটি মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন। আবূ উসমান মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান .... আ'রাজ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী ফযল ইব্‌ন আবূ তালিব বাগদাদী প্রমুখ সূত্রে .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اتى النبى ﷺ بجنازة رجل ليصلى عليه فلم يصل عليه ، فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا ؟ فقال : إنه كان يبغض عثمان فابغضه الله عز وجل -

নবী করীম -এর নিকট জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ আনা হয় যাতে তিনি তার জানাযার নামায আদায় করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ লোকটির জানাযার নামায পড়ালেন না। তখন তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো ইতিপূর্বে আপনাকে কারো জানাযার নামায ছাড়তে দেখিনি, তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন ঃ লোকটি উসমান-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, তাই আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখেন। তারপর ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি গরীব পর্যায়ের এবং মায়মূন ইব্‌ন মিহরানের সঙ্গী মুহাম্মদ ইব্‌ন

যিয়াদ অতিমাত্রায় দুর্বল হাদীস রিওয়ায়াতকারী। পক্ষান্তরে আবূ হুরায়রার সঙ্গী মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ বস্‌রী সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁর কুনিয়াত আবুল হারিস। আর আবূ উমামার সঙ্গী মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ আল-হানীও নির্ভরযোগ্য রাবী। সিরিয়ার অধিবাসী আবূ সুফিয়ান কুনিয়াতে পরিচিত।

অপর একটি হাদীস

হাফিজ ইব্ন আসাকির আবূ মারওয়ান আল-উসমানী (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

أن رسول الله ﷺ لقى عثمان بن عفان على باب المسجد فقال : يا عثمان ! هذا جبريل يخبرنى ان الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية ، على مثل مصاحبتها ـ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে উসমান (রা)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁকে বললেন ঃ হে উসমান! এই জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে জানান যে, আল্লাহ্ তা'আলা রুকাইয়ার অনুরূপ মহরানার বিনিময়ে উম্মে কুলসুমকে আপনার নিকট বিবাহ দিয়েছেন। তার সঙ্গে সংসর্গ আর সাহচর্যও হবে রুকাইয়ার অনুরূপ। ইব্‌ন আসাকির এ হাদীসটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা) উমারা ইব্‌ন রুবাইয়া, ইসমাত ইব্‌ন মালিক, আল-খিত্‌মী, আনাস ইব্‌ন মালিক, ইব্‌ন উমর (রা) প্রমুখ রাবী সূত্রেও বর্ণনা করেছন। তবে সমস্ত সূত্র থেকেই হাদীসটি গরীব এবং অগ্রহণযোগ্য (মুনকার) পর্যায়ের। একটি দুর্বল সনদে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

لو كان لى اربعون ابنة لزوجتهن بعثمان واحدة بعد واحدة، حتى لا يبقى منهن واحدة ـ

'আমার যদি চল্লিশজন কন্যা সন্তানও থাকতো তাহলে এক এক করে তাদেরকে আমি উসমান (রা)-এর নিকট বিবাহ দিতাম, যাতে শেষ পর্যন্ত একজনও অবশিষ্ট থাকত না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ আল-উমনী ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইসহাক সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা সূত্রে মুহাল্লার ইব্‌ন আবূ সুফরার বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

سألت اصحاب رسول الله ﷺ لم قلتم فى عثمان : اعلانا فوقًا قالوا : لانه لم يتزوج رجل من الاولين والاخرين ابنتى نبى غيره رواه ابن عساكر ـ

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করি, উসমান (রা),সম্পর্কে জোর ঘোষণা দিয়ে কথা বলেন কেন? জবাবে তারা বলেন ঃ পূর্ববর্তী আর পরবর্তীদের মধ্যে কেউ নবী ﷺ-এর দু'জন কন্যা সন্তানকে বিবাহ করে নি। হাদীসটি ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন।

ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল মালেক আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলাইকা সূত্রে আয়িশা (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

ما رأيت رسول الله ﷺ رافعا يديه حتى يبدو صنعيه الا لعثمان بن عفان اذا دعا له ـ

'উসমান ইব্ন আফ্ফান ব্যতীত অপর কারো জন্য আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এভাবে দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করতে দেখিনি। যার ফলে তাঁর বগলের নিম্নাংশ স্পষ্ট দেখা যেতো যখন তিনি উসমান (রা)-এর জন্য দু'আ করতেন।

আতিয়া সূত্রে আবূ সাঈদের বরাতে মুস্ইর বলেন ঃ

رأيت رسول الله ﷺ من اول الليل الى ان طلع الفجر دافعا يديه يدعو لعثمان يقول : غفر الله لك ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما كان منك وما هو كائن الى يوم القيامة ـ

'রাত্রের প্রথম প্রহর থেকে শেষ প্রহর পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উসমান (রা)-এর জন্য এই বলে দু'আ করতে দেখেছি ঃ

اللّهم عثمان رضيت عنه فارض عنه ـ

'হে আল্লাহ্ ! আমি উসমান-এর প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।' অপর বর্ণনা মতে তিনি উসমান (রা) -এর জন্য দু'আয় বলেন ঃ

তোমার পূর্বাপর জাহিরী-বাতিনী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল গুনাহ্ আল্লাহ্ ক্ষমা করুন। হাসান ইব্ন আরাফা ..... হিসাম ইব্ন আতিয়্যার বরাতে নবী করীম ﷺ থেকে মুরসাল সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

ইব্ন আদী আবূ ইয়ালা সূত্রে ..... হুযাইফার বরাতে বর্ণনা করে বলেন ঃ

ان رسول الله ﷺ بعث الى عثمان يستعينه فى غزاة غزاها، فبعث اليه عثمان بعشرة الاف دينار فوضعها بين يديه فجعل يقلبها بين يديه ويدعوله : غفر الله لك يا عثمان ما اسررت وما اعلنت ، وما اخفيت وما هو كائن الى يوم القيامة ـ ما يبالى عثمان ما فعل بعدها ـ

একটা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান (রা)-এর সহযোগিতা কামনা করে লোক প্রেরণ করেন। উসমান (রা) তাঁর হাতে দশ হাজার দীনার দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীনারগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তাঁর জন্য দু'আ করেন। হে উসমান ! আল্লাহ্ তোমার জাহিরী-বাতিনী এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে পারে সমস্ত গুনাহ্ মাফ করুন। এরপর উসমান কি করলো, তার কোন পরওয়া তাকে করতে হবে না।

আরো একটি হাদীস

লায়স ইব্ন আবূ সলীম বলেন ঃ সর্বপ্রথম যিনি হালুয়া বানান তিনি হলেন উসমান (রা)। তিনি মধু আর ময়দা মিশ্রণ করেন, তারপর উম্মে সালমার গৃহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাক্ষাৎ পাননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গৃহে ফিরে এলে ঘরের লোকজন তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে উপস্থিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানতে চাইলেন, এটা কে প্রেরণ করেছে? বলা হলো, উসমান (রা)। উম্মু সালমা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আসমানের দিকে হাত তুলে বলেন ঃ

Contents

اللّٰهم ان عثمان يترضاك فارض عنه ـ

হে আল্লাহ্ ! তোমার সন্তুষ্টি উসমানের কাম্য। তাই তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

অপর একটি হাদীস

আবূ ইয়া'লা সিনান ইব্ন ফররুখ ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান (রা)-কে আলিঙ্গনকালে বলেন ঃ

انت ولى فى الدنيا وولى فى الاخرة ـ

'দুনিয়া এবং আখিরাতে তুমি আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ।'

আরো একটি হাদীস

আবূ দাউদ তায়ালিসী হাম্মাদ ইব্ন সালামা ..... আবদুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

تهجمون على رجل معتجر ببرده من اهل الجنة ـ يبايع الناس، قال فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه معتجرا يبايع الناس ـ

'তোমার এমন এক জান্নাতী ব্যক্তির উপর ভিড় জমাবে, যে লোকটি চাদরে আবৃত হয়ে লোকদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করছে। রাবী বলেন, আমরা উসমান ইব্ন আফ্ফান-এর উপর ভিড় জমাই এবং আমরা দেখতে পাই যে, তিনি চাদর পরিধান করে লোকদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করছেন।'

উসমান (রা)-এর কিঞ্চিৎ জীবনালেখ্য, যা থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, 'উমর (রা) নিহত হলে আমরা আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির হাতে বায়'আত করি এবং আমরা কোন ত্রুটি করিনি। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তারা উত্তম ব্যক্তির নিকট বায়'আত করেন; কিন্তু তাঁরা কোন ত্রুটি করেন নি। আসমাঈ আবুয্ যিনাদ থেকে তার পিতার বরাতে আম্র ইব্ন উসমান ইব্ন আফ্ফান-এর জবানীতে বর্ণনা করে বলেন যে, উসমান (রা)-এ আংটিতে খচিত ছিল ঃ

اٰمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَ فَسَوّٰى ـ

'যিনি সৃষ্টি করে সুঠাম করেছেন, আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি।' আর মুহাম্মদ ইব্ন মুবারক বলেন, আমি অবহিত আছি যে, উসমান (রা)-এর আংটি অংকিত ছিল ঃ

اٰمَنَ عُثْمَانُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

'উসমান মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে।' আর ইমাম বুখারী (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ মূসা ইব্ন ইসমাঈল আমাকে বলেছেন যে, মুবারক ইব্ন ফুযালা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আমি হাসানকে বলতে শুনেছি; লোকেরা যেসব কারণে উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমি তা জানতে পেরেছি। তুমি ঘোষণা করে দাও যে, মানুষের কাছে যেদিনই আপতিত হয়, লোকেরা তাতে ধন-সম্পদ বণ্টন করে নেয়। তাদেরকে বলা হয় ঃ

হে মুসলিম সমাজ! ভোর বেলা তোমরা চলে যাও তোমাদের উপঢৌকনের বস্তুর নিকট আর তারা তা গ্রহণ করবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। এরপর তাদেরকে বলা হবে ঃ প্রত্যুষে তোমরা গমন কর ঘি আর মধুর নিকট। ভোর বেলা তোমরা গমন কর তোমাদের জীবিকার নিকট এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে তা হস্তগত কর। দানতো বহমান, আর জীবিকাতো ঘূর্ণায়মান, দুশমনতো পলায়মান, পারস্পরিক সম্পর্ক চমৎকার, মঙ্গল আর কল্যাণতো অঢেল, কোন মু'মিন মু'মিনকে ভয় করবে না, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে সে তো তার ভাই। তার প্রীতি, শুভ কামনা আর ভালবাসার অংশ এটাও যে, সে তাদেরকে ওসিয়ত করবে যে, অদূর ভবিষ্যতে স্বজনপ্রীতি জন্ম নেবে। যখন এমন অবস্থা দেখা দেবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে।

হাসান (রা) বলেন, স্বজনপ্রীতির মুখেও মু'মিন ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করলে তার সম্মান, জীবিকা এবং বিত্ত-বৈভবে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। বরং তারা বলেন ঃ না, আল্লাহ্র কসম, আমরা ধৈর্যে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবো না। আল্লাহ্র কসম, তারা না অবতীর্ণ হয়েছে আর না তারা নিরাপদ হতে পেরেছে। দ্বিতীয় কথা, মুসলমানদের ব্যাপারে তরবারি ছিল কোষবদ্ধ, তারা যে কোষবদ্ধ তলোয়ার নিজেদের ক্ষেত্রে চালনা করেছে। আল্লাহ্র কসম, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তা উন্মুক্ত থাকবে। আল্লাহ্র কসম, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমি তো তরবারি কোষ মুক্তই দেখতে পাচ্ছি।

একাধিক ব্যক্তি হাসান বসরী সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ আমি শুনেছি, উসমান (রা) খুতবায় কবুতর জবাই করার আর কুকুর নিধনের নির্দেশ দিতেন। সাইফ ইব্ন উমর বর্ণনা করেন যে, মদীনাবাসীদের কেউ কেউ কবুতর লালন করেন এবং তাদের কেউ কেউ গুলতির গুলিও ছোঁড়েন। [তাই উসমান (রা) বনূ লাইসের জনৈক ব্যক্তিকে এ কাজ তদারক করার জন্য নিয়োজিত করেন এবং লোকটি কবুতরের পালক কর্তন করে এবং গুলতি ভেঙ্গে ফেলে]। আর তা হচ্ছে গুলতির গুলি।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ কা'নাযী সূত্রে খালিদ ইব্ন মাখলাদ সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন হিলালের বরাতে আর তিনি দাদীর সূত্রে– যিনি উসমান (রা)-এর অবরুদ্ধ দিন– তাঁর নিকট গমন করতেন– ইনি হিলাল নামে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। একদা তিনি তার দাদীকে দেখতে না পেয়ে (খোঁজ নেন)। তাকে বলা হয় যে, অদ্য রাত্রে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। তাঁর দাদী বলেন, উসমান (রা) আমার নিকট ৫০ দিরহাম এবং এক টুকরা সুমলানী চাদর প্রেরণ করে বলেন, এটা তোমার নবজাত পুত্র সন্তানের জন্যে দান ও পোশাক। শিশু সন্তানের বয়স এক বছর পূর্ণ হলে আমরা শিশুর ভাতার পরিমাণ একশ দিরহামে উন্নীত করবো।

যুবাইর ইব্ন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন সালাম সূত্রে ইব্ন বাককাহ্-এর বরাতে বলেন, ইব্ন সাঈদ ইব্ন ইয়ারবূ' ইব্ন আতুকা আল-মাখযূমী বলেন ঃ যৌবনে একদা দুপুরে আমি গমন করি, আর আমার সঙ্গে ছিল একটা পাখি, যা আমি মসজিদে ছেড়ে দিতাম। আর মসজিদ ছিল আমাদের এলাকার মধ্যে। হঠাৎ দেখতে পাই এক সুদর্শন শায়খ মাথার নিচে ইট বা ইটের টুকরা দিয়ে শুয়ে আছেন। আমি দাঁড়িয়ে শায়খের সৌন্দর্য দর্শনে অভিভূত হচ্ছিলাম। শায়খ চোখ খুলে বললেন ঃ 'যুবক, কে তুমি?' আমি তাঁকে জানালাম। হঠাৎ দেখতে পাই তাঁর নিকটে এক যুবক ঘুমাচ্ছে। শায়খ যুবককে ডাকলেন, কিন্তু সে কোন জবাব দেয় না। ফলে শায়খ

আমাকে বললেন, আমি তাকে ডেকে তুললে শায়খ তাকে একটা কিছু কাজের হুকুম দিয়ে আমাকে বললেন, বসো। যুবকটি গিয়ে একটা চাদর এবং এক হাজার দিরহাম নিয়ে আসে। তিনি আমার গায়ের বস্ত্র খুলে আমাকে চাদরটা পরিধান করান এবং এক হাজার দিরহাম চাদরের ভেতর রাখেন। আমি আমার পিতার নিকট গমন করে তাঁকে সবকিছু জানাই। তিনি বললেন, বৎস! কে তোমার সঙ্গে এমন কাজ করেছেন? বললাম, জানি না, তবে মসজিদে একজন লোক শুয়ে আছেন, তার চাইতে সুন্দর মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। পিতা বললেন ঃ ইনিই তো আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফ্ফান।

ইব্‌ন জুরাইজ সূত্রে আব্দুর রাজ্জাক ইয়াযীদ ইব্‌ন খাসীফা সূত্রে আবুস সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ-এর বরাতে বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আব্দুর রহমান ইব্‌ন উসমান তামীমীকে জিজ্ঞেস করেন। এটা কি উসমান (রা)-এর বিপরীতে তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র নামায? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আজ রাত্রে আমি অবশ্যই আল-হাজ্‌র অর্থাৎ মাকামে ইবরাহীমে দলের উপর বিজয়ী হতো। আমি যখন দাঁড়ালাম তখন দেখি এক ব্যক্তি মস্তক আবৃত করে আমাকে কংকর নিক্ষেপ করছেন। রাবী বলেন, আমি লক্ষ্য করে দেখি, উসমান (রা) আমাকে কংকর নিক্ষেপ করছেন। আম তার থেকে একটু পেছনে সরে আসি। তিনি নামায পড়ছিলেন এবং কুরআন তিলাওয়াতের সাজদা করছিলেন। আমি যখন বললাম, এটাতো হলো ফজরের আযান, তখন তিনি এক রাকআত বিত্‌রের নামায আদায় করে চলে গেলেন, অন্য কোন নামায আদায় করলেন না। একাধিক সূত্রে একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি হজ্জের মওসুমে হাজরে আসওয়াদের নিকট এক রাকআতে গোটা কুরআন করীম তিলাওয়াত করেছেন। আর এটা ছিল আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা)-এর অভ্যাস। এ কারণে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে আমরা বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهٖ -

(سورة الزمر : ٩)

যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন নামে সাজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, এবং তার পালনকর্তার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি সমান, যে তা করে না (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৯) তিনি বলেন, ইনি হলেন উসমান (রা)। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (النحل : ٧٦)

'সে ব্যক্তি আর যে ব্যক্তি সুবিচারের নির্দেশ দেয় এবং সে নিজে রয়েছে সরল পথে– উভয় কি সমান হতে পারে ? (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৭৬)। রাবী বলেন, ইনি হলেন উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা)।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন ঃ

ضَحُّوْا بِأَشْمَطَ عُنْوَانُ السجود به * يقطع الليل تسبيحا وقرانا -

তারা হত্যা করেছে এমন এক ব্যক্তিকে, যার মাথার চুল সাদা-কালো। যার সাজদার চিহ্ন ছিল এই যে, তিনি রাত্রি অতিবাহিত করতেন তাসবীহ আর তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না বলেন ঃ ইসরাঈল ইব্‌ন মূসা আমাকে জানান যে, আমি হাসানকে বলতে শুনেছি, উসমান (রা) বলেছেন ঃ

لو ان قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا وانى لاكره ان ياتى على يوم لا انظر فى المصحف ـ وما مات عثمان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه ـ

আমাদের অন্তর পাকা-পবিত্র হলে আল্লাহ্‌র কালামে আমাদের অন্তর কখনো পরিতৃপ্ত হবে না। আমার উপর এমন কোন দিন আসুক যে দিন আমি কালাম পাক-এর দিকে দৃষ্টি দেবো না– এটা আমার নিকট পছন্দ নয়। ক্রমাগত দৃষ্টি দানের ফলে ইনতিকালের পূর্বে উসমান (রা)-এর কুরআন শরীফের পাতা ছিঁড়ে যায়। আনাস এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন বলেন ঃ

গৃহবন্দীর দিনে উসমান (রা)-এর স্ত্রী বলেন ঃ

اقتلوه او دعوه، فو الله لقد كان يحيى الليل بالقرآن فى ركعة ـ

'তোমরা হয় তাঁকে হত্যা কর, অথবা তাঁকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এক রাক'আতে গোটা কুরআন তিলাওয়াতে রাত্রি অতিবাহিত করেন।' একাধিক ব্যক্তি বলেন, উসমান (রা) রাত্রে জাগ্রত হয়ে উযূ করার কাজে সহায়তা করার জন্য কাউকে ঘুম থেকে জাগাতেন না। কেউ জাগ্রত থাকলে তার সাহায্য নিতেন। তিনি সারা বছর রোযা পালন করতেন। কেউ যদি ভর্ৎসনার সুরে তাঁকে বলতো ঃ যদি কোন খাদিমকে জাগ্রত করতেন! জবাবে তিনি বলতেন ঃ না, রাত্র তো তাদের বিশ্রামের জন্য। গোসল করার সময়ও তিনি তহবন্দ তুলতেন না (পরনের কাপড় খুলতেন না) অথচ বদ্ধ ঘরে তিনি তো আছেন। অতিমাত্রায় লজ্জাশীলতার কারণে তিনি কোমর ভালভাবে সোজা করতেন না। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

তাঁর ভাষণের কিছু নমুনা

ওয়াকিদী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবী'আ আল-মাখযূমী সূত্রে তাঁর পিতার বরাতে বলেন যে, খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করার পর উসমান (রা) জনতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসে তাঁদের সম্মুখে ভাষণ দান করেন।

মহান আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও ছানার পর ভাষণে তিনি বলেন ঃ

ايها الناس ! اوّل كل مركب صعب ، وان بعد اليوم اياما وان اعش تاتكم الخطب على وجهها ، وما كنا خطباء وسيعلمنا الله ـ

'লোক সকল! সমস্ত আরোহণের সূচনা কঠিন হয়। আজকের পরও দিন আছে। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে তোমাদের সামনে অনেক ভাষণ আসবে যথাযথভাবে। তবে আমিতো বাগ্মী নই, অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ভাষণ দান করা শিক্ষা দেবেন।'[১]

---

১. তবকাত; ইব্‌ন সা'দ ৩/৬২ আল-ইবনুল ফারীদ ২/১৩৩, শূরা সদস্যদের শপথ শেষে তাবারী অপর একটা ভাষণেও উল্লেখ করেছেন। তাবারী বলেন, যুহ্‌দ। দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট না হওয়ার ক্ষেত্রে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) ছিলেন এক আদর্শ নমুনা (তাবারী ৫/৪৫)।

ইমাম হাসান (র) বলেন, আল্লাহ্র হাম্দ ও সানার পর উসমান (রা) তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

ايها الناس ! اتقوا الله فان تقوى الله غنم، وان اكيس الناس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت ، واكتسب من نور الله نورالظلمة القبر ، ويخش عبد ان يحشره الله اعمى، وقد كان بصيرا، وقد يلقى الحكيم جوامع الكلم، والاصم ينادى من مكان بعيد، واعلموا ان من كان الله له لم يخف شيئا ومن كان الله عليه فمن يرجوا بعده ـ

'লোক সকল! (সদা-সর্বদা) মহান আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে। কারণ, আল্লাহ্র ভয় হলো সবচাইতে বড় গনীমত। যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, সে হলো সব চাইতে বড় জ্ঞানী লোক। আর জ্ঞানী ব্যক্তি কাজ করে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য। আর কবরের অন্ধকারের জন্য সে আল্লাহ্র নূর থেকে আলো আহরণ করে। আল্লাহ্র একজন বান্দার ভয় করা উচিত আল্লাহ্ যেন অন্ধ হিসাবে তাকে উত্থিত না করেন। অথচ (দুনিয়ার জীবনে) সে তো ছিল চক্ষুষ্মান। জ্ঞানী ব্যক্তি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলে আর অন্ধ ব্যক্তিকেও দূরে থেকে ডাক দেয়া হয়। তোমরা জেনে রাখবে, যার জন্য আল্লাহ্ আছেন, সে কোন কিছুকেই ভয় করে না। আর আল্লাহ্ যদি কারো বিপক্ষে থাকেন তাহলে সে আর কিসের আশা করতে পারে ?

মুজাহিদ (র) বলেন, উসমান (রা) তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ

ابن ادم! اعلم ان ملك المـوت الذى وكل بك لم يزل يخلفك ويخطى الى غيرك منذ انت فى الدنيا، وكانه قد تخطى غيرك اليك وقصدك فخذ حذرك واستعد له، ولا تغفل فانه لايغفل عنك، واعلم ابن ادم ان غفلت عن نفسك ولم تستعدلها لم يستعدلها غيرك ، ولا بد من لقاء الله، فخذ لنفسك لاتكلها الى غيرك والسلام ـ

'বনী আদম ! জেনে রাখবে, যে মৃত্যু ফেরেশতাকে তোমার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তিনি সর্বদা তোমার পেছনে লেগে আছেন। আর যতদিন তুমি পৃথিবীতে আছ, তিনি অপরের দিকে এগিয়ে যাবেন। যেন অপর ব্যক্তি তোমার আগে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে। মৃত্যু তো তোমাকে লক্ষ্যবস্তু করবে, তাই তুমি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এ ব্যাপারে তুমি উদাসীন হবে না। কারণ, মৃত্যু তোমার ব্যাপারে উদাসীন হবে না। হে আদম সন্তান! জেনে রাখবে, তোমার নিজের ব্যাপারে তুমি যদি উদাসীন থাক, প্রস্তুতি গ্রহণ না কর তাহলে অন্য কেউ এ কাজ করবে না। আর আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ তো অবশ্যাম্ভাবী। কাজেই নিজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং এ কাজ অপরের জন্য ছেড়ে দেবে না। সকলকে সালাম।

সাইফ ইব্ন উমর বদর ইব্ন উসমান সূত্রে তাঁর চাচার বরাতে বলেন, উসমান (রা) একদল লোকের মধ্যে সর্বশেষ ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি বলেন ঃ

(আ) যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে কুরআন মজীদ পাঠ করে শোনান, উসমান (রা) সে ধারায় কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করান। এর একটা কারণও আছে তা এই যে, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) কোন এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়ার বিপুল লোক এ যুদ্ধে শরীক ছিল। এরা তিলাওয়াত করতেন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ এবং আবূ দারদার রীতি অনুযায়ী। আর ইরাকের লোকেরা তিলাওয়াত করতো আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস্উদ এবং আবূ মূসা (আশআরী)-এর রীতি অনুযায়ী।

সাত হরফ তথা সাত রীতি অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত জায়িয– একথা যার জানা ছিল না সে নিজের কিরাআতকে আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ও আবূ মূসা (রা)-এর কিরাআতের চাইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতো, আবার সাত রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত জায়িয– এটা যার জানা ছিল না সে নিজের কিরাআতকে অপরের কিরাআতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিত। কখনো কখনো অপরকে অপরাধী এমন কি কাফির বলেও তাদেরকে আখ্যায়িত করত এতে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দেয় এবং জনগণের মধ্যে কটুক্তি ছড়িয়ে পড়ে। হযরত হুযাইফা (রা) সওয়ারীতে আরোহণ করে উসমান (রা)-এর নিকট আগমন করে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! ইহুদী-নাসারা তাদের কিতাবের ব্যাপারে যেমন মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, এই উম্মত তেমন অবস্থায় পতিত হওয়ার পূর্বেই সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।' কিরাতের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

উসমান (রা) এ প্রসঙ্গে সাহাবীগণকে সমবেত করে তাঁদের কাছে পরামর্শ চান। এ রীতিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করা এবং সকল অঞ্চলের লোকদেরকে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রীতি চলতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর মতে বিরোধ নিষ্পত্তি আর মতপার্থক্য নিরসনের উপায় এতেই নিহিত রয়েছে। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মাসহাফের যে কপিটি সংগ্রহ করার জন্য যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-কে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, আবূ বকর (রা)-এর জীবদ্দশায় যা তাঁর কাছে ছিল, পরে তা ছিল উমর (রা)-এর নিকট এবং তাঁর পরবর্তী কালে তা সংরক্ষিত ছিল উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-এর নিকট, সে কপিটি তিনি তলব করে আনান এবং যায়দ ইব্ন সাবিত আনসারীকে (নব পর্যায়ে) কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র আসাদী এবং আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস ইব্ন হিমাশ আল-মাখ্যূমীর উপস্থিতিতে সাঈদ ইবনুল আস আল উমযী-এর পঠন-এর মাধ্যমে এই কপি প্রস্তুত করা হবে। তিনি তাঁদেরকে এ নির্দেশও দান করেন যে, কোন ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিলে যেন কুরায়শের ভাষা-রীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। সিরিয়াবাসীদের জন্য মাসহাফের একটা কপি লিপিবদ্ধ করা হয়, আরেকটা কপি করা হয় মিসরবাসীদের জন্য। বস্‌রা এবং কুফায় ভিন্ন ভিন্ন কপি প্রেরণ করা হয়। মক্কা, মদীনা এবং ইয়ামানেও কপি প্রেরণ করা হয়। মাসহাফের এ কপিগুলো 'ইমাম' নামে অভিহিত। এসব কপি, বরং এর কোন একটিও উসমান (রা)-এর নিজ হাতে লেখা নয়। এসব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যায়দ ইব্ন সাবিতের হাতে। তারপরও এটাকে 'মাসহাফে উসমানী' বলা হয়, কারণ, তাঁর নির্দেশে তাঁরই শাসনামলে এবং তাঁরই নেতৃত্বে এ কপি সংকলিত এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন বলা হয় 'হিরাক্লিয়াসের দীনার' অর্থাৎ তার শাসনামলে প্রবর্তিত মুদ্রা।

ওয়াকিদী ইব্ন আবূ সুব্রা ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

لَمَّا بنسخ عثمان المصاحف دخل عليه ابو هريرة - فقال : اصبت ووفقت اشهد لسمعتُ رسول الله ﷺ يقول : ان اشد امتي حبالي قوم يأتون من بعدى يؤمنون بى ولم يرونى، يعملون بما فى الورق المعلق، فقلت اى ورق ؟ حتى رأيت المصاحف، قال فاعجب ذلك عثمان وامر لابى هريرة بعشرة الاف، وقال والله ما علمت انك لتحبس علينا حديث نبينا ﷺ -

'উসমান (রা) মাসাহিফের অনুলিপি প্রস্তুত করাবার পর আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'আপনি ঠিক কাজটি করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি; আমার উম্মতের মধ্যে সেসব লোক আমাকে সব চাইতে বেশি ভালবাসবে, যারা আমার পরে আগমন করবে এবং আমাকে না দেখেও আমার প্রতি ঈমান আনবে এবং ঝুলন্ত পত্রে যা আছে সে অনুযায়ী তারা আমল করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম; ঝুলন্ত পত্র কি? শেষ পর্যন্ত আমি 'মাসাহিফ' দেখলাম। রাবী বলেন, এতে উসমান (রা) খুশি হয়ে আবূ হুরায়রাকে দশ হাজার (দিরহাম) পুরস্কার প্রদানের নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি জানতাম না যে, আপনি আমাদের জন্য নবী করীম ﷺ-এর হাদীসকে এভাবে ধারণ করে রাখবেন। তারপর লোকজনের নিকট মাসহিফের অন্যান্য যেসব কপি ছিল, তিনি সেদিকে মনোযোগ দেন এবং তাঁর প্রস্তুত কপির থেকে ভিন্নতর কপিগুলো জ্বালিয়ে ফেলেন, যেন সেসব কপির কারণে জনমনে বিভেদ আর বিভ্রান্ত সৃষ্টি না হয়। এ প্রসঙ্গে আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ 'কিতাবুল মাসাহিফ' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) মাসাহিফের কপি জ্বালিয়ে ফেলার পর আলী (রা) আমাকে বলেছিলেন, 'তিনি একাজটি না করলে আমি অবশ্যই করতাম।' অনুরূপভাবে আবূ দাউদ তায়ালিসি ও আম্র ইব্ন মারযূফ শু'বা সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী প্রমুখ মুহাম্মদ ইব্ন আবান ..... ঈযার ইব্ন গাফালা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি শুনেছি। সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা বলেন ঃ আলী (রা) বলেছেন ঃ

ايها لناس ! اياكم والغلو فى عثمان، تقو لون حرق المصاحف، والله ما حرقها الا عن ملأ من اصحاب محمد ﷺ ولو وليت مثل ماولى لفعلت مثل الذى فعل -

'লোক সকল ! উসমানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাক। তোমরা বলছ, তিনি কুরআন শরীফের কপি জ্বালিয়ে ফেলেছেন। আল্লাহ্র কসম! তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের পরামর্শক্রমেই তা জ্বালিয়েছেন। তাঁর উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা যদি আমার উপর অর্পিত হতো তাহলে তিনি যেমন করেছেন, আমিও তেমন করতাম।'

ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উসমান (রা) তাঁর হাত থেকে মাসহাফের কপি নিয়ে জ্বালিয়ে ফেললে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে মাসাহিফের লেখক যায়দ ইব্ন সাবিত-এর চাইতে ইসলামে তাঁর অগ্রগণ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে

নিজেদের মাসাহিফের কপি গোপনে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَمَنْ يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سورة ال عمران : ١٦١)

আর কেউ কিছু গোপন করলে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৬১)

তাই উসমান (রা) তাঁকে পত্র লিখে সাহাবা-ই কিরামের অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানান যে, যে বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন তাতেই কল্যাণ, ঐক্য এবং অনৈকের প্রতিষেধক নিহিত রয়েছে। ফলে তিনি তাঁর মত থেকে ফিরে আসেন, আনুগত্য আর অনুসরণের দিকে ফিরে আসেন এবং অনৈক্য বর্জনের পক্ষে রায় দেন। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকুন।

আবূ ইসহাক আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদের বরাতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) 'মিনার' মসজিদে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন যোহরের নামায কয় রাকা'আত আদায় করেছেন। লোকেরা জবাব দিলেন– চার রাকা'আত। তখন লোকেরা বললো, আপনি তো আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর এবং উমর (রা) দু'রাকা'আত নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এখনো আমি সে হাদীসই শোনাচ্ছি, তবে কিনা আমি ইখতিলাফ পছন্দ করি না। সহীহ হাদীসে আছে যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, 'বার রাক'আতের মধ্যে মকবূল দু'রাক'আতও যদি আমার হিস্যায় পড়তো!'

আ'মাশ মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররা সূত্রে ওয়াসিতে তাঁর শায়খদের বরাতে বলেন ঃ উসমান (রা) মিনায় যোহরের নামায চার রাক'আত আদায় করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ এ সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁকে দোষারোপ করেন। এরপর ইব্‌ন মাসঊদ তাঁর নিজগৃহে আসরে চার রাক'আত নামায আদায় করলে তাঁকে বলা হয়, 'উসমানকে দোষারোপ করে আপনি নিজে চার রাকা'আত নামায আদায় করলেন।' জবাবে তিনি বলেন, 'আমি মতভেদকে পছন্দ করি না।' অপর বর্ণনামতে মতভেদ আছে। খুঁটিনাটি বিষয়ে উসমান (রা)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে ইব্‌ন মাসঊদের যখন এ অবস্থা, তখন মূল কুরআনের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণের কি অবস্থা হবে? আর কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে যে রীতি অনুসরণের জন্য জোর দিয়েছেন, তারইবা কি অবস্থা হবে।

ইমাম যুহরী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, উসমান (রা) পূর্ণ নামায আদায় করেন বদ্দুদের আশংকায়; যাতে তারা একথা বিশ্বাস না করে বসে যে, দু'রাক'আত নামাযই ফরয। কেউ কেউ বলেন, বরং তিনি মক্কায় স্থায়িভাবে বাস করেছিলেন। ইয়ালা প্রমুখ ইকরামা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম সূত্রে আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস ইব্‌ন আবূ যুবাব তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) তাদেরকে নিয়ে মিনায় চার আক'আত নামায আদায় করেছেন। তারপর জনতার দিকে মুখ করে বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ

اذا تزوج الرجل ببلد فهو من اهله -

"কোন ব্যক্তি কোন শহরে বিবাহ করলে সে ব্যক্তি সে শহরের বাসিন্দা হয়ে যায়।" আর আমি সেখানে পূর্ণ নামায পড়েছি, কারণ সেখানে আগমন করার পর আমি সেখানে বিবাহ

করেছি। আর এ হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্‌রাতুল কাযায় হযরত মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি তো তখন সেখানে পূরো নামায আদায় করেন নি। কেউ কেউ বলেন, হযরত উসমান (রা) এর এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সেখানেই তো তিনি আমীরুল মু'মিনীন। আর এভাবেই হযরত আয়িশা ব্যাখ্যা করে পূর্ণ নামায আদায় করেছেন। কিন্তু তাঁদের এ ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও কথা থেকে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেখানেই থাকেন, তিনি রাসূলই থাকেন; তা সত্ত্বেও তিনি সফরে পূর্ণ নামায আদায় করেন নি। আর হযরত উসমান (রা) যে বিষয়টার উপর আস্থা রাখতেন তা এই যে, তিনি প্রতি বছর (হজ্জের) মৌসুমে গভর্নরদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেছিলেন এবং তিনি প্রজাদের লিখে জানান যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তির অধিকার হরণ হয়েছে সে যেন উপস্থিত হয় (হজ্জের) মৌসুমে, আমি শাসনকর্তার নিকট থেকে তার অধিকার আদায় করে দেবো।

আর উসমান (রা) অনেক বড় বড় সাহাবীকে অনুমতি দান করেছিলেন, তাঁরা যে কোন শহরে ইচ্ছা সফর করতে পারতেন। পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে তাঁদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন। এমনকি যুদ্ধে যোগদানের ক্ষেত্রেও তিনি কড়াকাড়ি আরোপ করেন। তিনি বলতেন ঃ

انى اخاف ان تروا الدنيا وان يراكم ابناءها -

'আমার আশংকা হয় যে, তোমরা তো দুনিয়া দেখবে আর দুনিয়ার সন্তানরা দেখবে তোমাদেরকে।' কিন্তু উসমান (রা)-এর শাসনকালে তাঁরা যখন বের হন তখন তাঁদের কাছে লোকজন জড়ো হয়। আর প্রত্যেকের সাথী জুটে এবং উসমান (রা)-এর পর প্রত্যেকেই আশা পোষণ করে যে, তার সঙ্গীই নেতৃত্ব কর্তৃত্ব লাভ করবেন। আর এ কারণেই তারা তাড়াতাড়ি তাঁর মৃত্যু কামনা করে এবং তাঁর জীবনকাল তাদের নিকট দীর্ঘ ঠেকে। শেষ পর্যন্ত কোন কোন শহরের বাসিন্দাদের দ্বারা বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয় যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর সমীপেই ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। মহা প্রতাপশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই। যিনি সর্বোচ্চ তিনিই শ্রেষ্ঠ।

উসমান (রা)-এর স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়্যা (রা)-কে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে তাঁর এক পুত্র সন্তান আবদুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। এ সন্তানের নামানুসারে তিনি (আবূ আব্দুল্লাহ) কুনিয়াত বা উপনাম ধারণ করেন। আর জাহিলী যুগে তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ আম্‌র। রুকাইয়্যা ইন্তিকাল করলে তিনি তাঁর স্ত্রীর বোন উম্মে কুলসুম (রা)-কে বিবাহ করেন। ইনি ইন্তিকাল করলে তিনি কাখ্‌তা বিন্‌ত গাযওয়ান ইব্‌ন জাবিরকে বিবাহ করেন। এর গর্ভে তাঁর উবায়দুল্লাহ আল-আসগর নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তারপর তিনি বিবাহ করেন উম্মু আম্‌র বিন্‌ত জুন্দুব

ইব্ন আম্র আল-আযদিয়াকে। এর গর্ভে উমর, খালিদ, আবান এবং মারইয়ামের জন্ম হয়। তারপর তিনি বিবাহ করেন ফাতিমা বিনতুল ওয়ালীদ ইব্ন আবদ শাম্স আল-মাখ্যূমিয়াকে এবং এর গর্ভে দু'জন পুত্র সন্তান ওয়ালীদ এবং সাঈদের জন্ম হয়।

এরপর তিনি বিবাহ করেন উম্মুল বানীন বিন্ত উয়াইনা ইব্ন হিসান আল-ফাযারিয়াকে এবং এর গর্ভে আব্দুল মালিকের জন্ম হয়। কেউ কেউ বলেন, এর গর্ভে উতবারও জন্ম হয়। এরপর তিনি বিবাহ করেন রামলা বিন্ত শায়বা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আবদ শাম্স ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাইকে এবং এর গর্ভে আয়েশা, উম্মু আবান এবং উম্মু আম্র নামে তিনজন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এরপর তিনি বিবাহ করেন নায়েলা বিন্তুল ফারাকিসা ইবনুল আহওয়াস ইব্ন আম্র ইব্ন সা'লাবা ইব্ন হিস্ন ইব্ন যামযাম ইব্ন আদী ইব্ন হাইয়্যান ইব্ন কুলাইবকে। এর গর্ভে তাঁর এক কন্যা সন্তান মতান্তরে আম্বাসা নামে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। নিহত হওয়ার সময় তাঁর চারজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন নায়েলা, রামলা, উম্মুল বানীন এবং ফাখ্তা। কারো কারো মতে অবরোধকালে তিনি উম্মুল বানীনকে তালাক দেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি হাদীস ইতিপূর্বে 'দালাইলুন নুবুওয়াত' অধ্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম আহমদ (র) এবং ইমাম আবূ দাউদ (র) সুফিয়ান সাওরী ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন ঃ

ان رحا الاسلام ستدور لخمس وثلاثين، اوست وثلاثين، او سبع وثلاثين، فان تهلك فسبيل ماهدك وان يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قال فقال عمر : يا رسول الله ايما مضى ام بما بقى؟ قال : بل بما بقى -

'ইসলামের চাকা ঘুরবে ৩৫, ৩৬ বা ৩৭ বছরে। তা যদি ধ্বংস হয় তবে তা হবে সে পথেই, আর যদি তাদের দীন টিকে থাকে তবে তা থাকবে ৭০ বছর। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যা গত হয়েছে তা নিয়ে, না যা অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে? তিনি বললেন, বরং যা অবশিষ্ট আছে, তা নিয়ে। ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদের ভাষায় বলা হয়েছেঃ

تدور رحا الاسلام لخمس وثلاثين اوست وثلاثين -

৩৫ বা ৩৬ বছর ইসলামের চাকা আবর্তিত হবে। আর এই সন্দেহ বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে। আর মূলত সংরক্ষিত হচ্ছে ৩৫ বছর। আর এই ৩৫ বছরের মাথায়ই হযরত উসমান (রা) নিহত হন। এটাই বিশুদ্ধ কথা। ভিন্ন মতে ৩৬ সালের মাথায় আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা) নিহত হয়েছেন। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। আর তখন বীভৎস কাণ্ড ঘটে যায়। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শক্তি আর ক্ষমতা বলে রক্ষা করেছেন। তাই অতি দ্রুত লোকেরা আলী ইব্ন আবূ তালিবের হাতে বায়'আত করে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যাপার ঠিকঠাক হয়ে যায় এবং অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা ফিরে আসে। কিন্তু উটের যুদ্ধ আর সিফ্ফিনের ময়দানে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায়, যা আমরা শিগগিরই বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা।

উসমান (রা) -এর শাসনামলে যাঁদের ইনতিকাল হয় এবং যাঁদের ওফাতের তারিখ নির্দিষ্ট করে জানা নেই।

১. আনাস ইব্ন মু'আয ইব্ন আনাস ইব্ন কায়স আল-আনসারী আন-নাজ্জারী ঃ ইনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

২. আওস ইবনুস সামিত। উবাদা ইবনুস সামিত আনসারীর ভাই। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ـ(سورة المجادلة : ١)

'আল্লাহ্ অবশ্যই শ্রবণ করেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করছে। আর আল্লাহ্ শ্রবণ করেন তোমাদের সংলাপ, আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (মুজাদালা ৫৮ ঃ ১)। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিতণ্ডাকারী নারীর স্বামী হলেন আওস। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন খাওলা বিন্ত সা'লাবা।

৩. আওস ইব্ন খাওলী আনসারী। ইনি বনী হুবলার সদস্য। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আনসারদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসল এবং রাসূলের স্বজনদের সাথে কবরে অবতরণকারীদের মধ্যে তিনি একক ব্যক্তিত্ব।

৪. আল-হুর ইব্ন কায়স। ইনি ছিলেন আনসারদের মধ্যে সর্দার। কিন্তু ইনি ছিলেন কৃপণ এবং নিফাকের অভিযোগে অভিযুক্ত। কথিত আছে যে, ইনি বায়'আতুর রিদওয়ানে উপস্থিত থেকেও বায়'আত করেন নি। বরং তিনি নিজের উটের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকেন। আর তাঁর সম্পর্কেই কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

ومِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّىْ وَلاَ تَفْتِنِّىْ اَلاَ فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ـ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ(توبة : ٤٩)

'আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে বিপদে ফেলবে না সাবধান! ওরাই বিপদে পতিত হয়েছে আর জাহান্নামতো পরিবেষ্টন করেই রয়েছে কাফিরদেরকে (তাওবা ৯ ঃ ৪৯)। কারো কারো মতে তিনি তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসেন। মহান আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

৫. প্রসিদ্ধ কবি আল-হাতিয়া। কারো কারো মতে তাঁর নাম জারওয়াল। তিনি আবূ মুলাইকা কুনিয়াতে পরিচিত। বনূ আবাস গোত্রের এ সদস্য জাহিলী যুগ এবং ইসলামী যুগের প্রথম দিক পেয়েছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে তিনি শাসকদের প্রশংসা করে দান-দক্ষিণা লাভ করতেন। বলা হয় যে, তা সত্ত্বেও ইনি ছিলেন কৃপণ। একদা সফরকালে স্ত্রীকে বিদায় জানান এই বলে ঃ

عدّى السنين إذا خرجتُ لغيبة * ودعى الشهورَ فانهنّ قصارُ ـ

'বছর গণনা করবে যখন আমি বহির্গত হই অনুপস্থিতির তরে। আর ত্যাগ কর মাসগুলি (গণনা করা)। কারণ, মাসতো ক্ষীণ! তিনি প্রশংসা আর নিন্দা উভয়ই করতে পারতেন। তাঁর কিছু উত্তম কবিতা আছে। আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সম্মুখে পঠিত কবিতার মধ্যে তিনি পছন্দ করেছেন এমন একটা কবিতা এই ঃ

من يفعل الخير لم يعدم جوائزه * لا يذهبُ العرفُ بينَ اللّٰه والناس ـ

'যে ভাল কাজ করবে সে এর পুরস্কার হারাবে না। আল্লাহ্ এবং মানুষের নিকট সুনাম বিলীন হয় না।'

৬. খুবায়ব ইব্‌ন ইয়াসাফ ইব্‌ন উতবা আল আনসারী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম।

৭. সালমান ইব্‌ন রবী'আ আল-বাহিলী। তাঁকে সুহ্‌বা বলা হতো। ইনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য বীর বাহাদুর এবং মশহুর ঘোড় সওয়ারদের অন্যতম। উমর (রা)ও তাঁকে কূফায় কাযীর পদে নিযুক্ত করেন। উসমান (রা)-এর শাসনামলে তাঁকে তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। তুর্কী ফ্রান্সে বালঞ্জার নামক স্থানে তিনি নিহত হন। সেখানে সিন্দুকে তাঁকে দাফন করা হয়। দুর্ভিক্ষকালে তুর্কীরা তাঁর উসীলায় বৃষ্টি বর্ষণ কামনা করে।

৮. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হুসাফা ইব্‌ন কায়স আল-কুরশী আস্‌সাহমী। তিনি এবং তাঁর ভাই কায়স হাবশায় হিজরত করেন। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম। ইনিই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

يا رسول اللّٰه من ابى؟

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা কে?' আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাকে তার পিতা ছাড়া অন্যের নামে ডাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'তোমার পিতা হুযাফা'। আল্লাহ্‌র রাসূল তাকে কিসরার নিকট (দূত হিসাবে) প্রেরণ করেন। আর তিনি[১] বুসরার প্রধান ব্যক্তির নিকট যে পত্র হস্তান্তর করেন। আর বুসরার সে প্রধান ব্যক্তি একজন লোক মারফত তাঁকে হেরাক্লিয়াসের কাছে নিয়ে যান। যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনামলে রোমকরা ৮০ জন লোকের সঙ্গে তাঁকেও বন্দী করে। কুফরী অবলম্বন করতে তারা চাপ দিলেও তিনি তা অস্বীকার করেন তখন বাদশাহ তাঁকে বলে ঃ

قَبِّل رأسى وَانا اطلقك ومن المسلمين ـ

আমার মাথায় চুমু দাও, আমি সঙ্গী-সাথী মুসলিমসহ তোমাকে মুক্তি দেবো। তিনি তার মাথায় চুমো দিলে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। তিনি মুক্তি লাভ করে হযরত উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি বলেন ঃ

حق على كل مسلم ان يقبل رأسك ، ثم قام عمر فقبل راسه قبل الناس رضى اللّٰه عنه ـ

তোমার মাথায় চুমু খাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এই বলে তিনি সকলের আগে তাঁর মাথায় চুমু খান। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সুরাকা ইবনুল মু'তামির আল আদবী, ইনি ছিলেন উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। যুহ্‌রীর ধারণা, ইনি বদর যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

---

১. এখানে কিছু তথ্য বিভ্রাট হয়েছে। বুসরার শাসকের নিকট পত্রবাহক ছিলেন দিহ্‌য়া কালবী (দ্র. হযরত মুহাম্মদঃ মুস্তফা মাওলানা তফাজ্জল হোসাইন (পৃ. ৬৮৩)

১০. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালিদ আনসারী। ইনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

১১. আব্দুর রহমান ইব্‌ন সহল ইব্‌ন যায়দ আনসারী আল-হারিসী। উহুদ এবং পরবর্তী যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ইব্‌ন আব্দুল বার-এর মতে ইনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। উত্‌বা ইব্‌ন গায্‌ওয়ান-এর মৃত্যুর পর উমর (রা) তাঁকে বস্‌রার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সাপ তাঁকে দংশন করলে উমারা ইব্‌ন হায্‌ম তাঁকে ঝাড়ফুঁক করেন। ইনিই হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলেছিলেন, যখন তাঁর নিকট দু'জন দাদী আসে; তিনি মায়ের মাকে ৬ ভাগের এক ভাগ দেন আর অপরজনকে বাদ দেন, যিনি ছিলেন বাপের মা। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

أعطيت التى لو ماتت لم يرثها ـ

আপনি একজনকে অংশ দিয়েছেন যে মারা গেলে ওয়ারিস হয় না, আর এমন একজনকে বাদ দিয়েছেন, যে মারা গেলে ওয়ারিস হয়। ফলে তিনি উভয়কে অংশীদার করেন।

১২. আম্‌র ইব্‌ন সুরাকা ইবনুল মু'তামির আল-আদবী আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সুরাকার ভাই। ইনি ছিলেন বড় বদরী। কথিত আছে যে, একবার তিনি তীব্র ক্ষুধার্ত হয়ে পেটে পাথর বাঁধেন আর এ অবস্থায় রাত্রি অবধি পথ অতিক্রম করেন। জনৈক আরব তাঁকে সঙ্গী-সাথীসহ মেহমানদারী করেন। পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে তিনি সঙ্গীদেরকে বলেন ঃ

كنت احسب الرجلين يحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين ـ

আমার ধারণা ছিল দুই পা পেটকে বহন করে, আর এখন দেখছি যে, পেট দুই পাকে বহন করে।

১৩. উমাইর ইব্‌ন সা'দ আল-আনসারী আল-আওমী। ইনি ছিলেন একজন মহান মর্যাদাবান সাহাবী। অতিমাত্রায় ইবাদত বন্দেগী এবং দুনিয়া বিমুখ হওয়ার কারণে তাঁকে একক ব্যক্তিত্ব মনে করা হতো। আবূ উবায়দা (রা)-এর সঙ্গে সিরিয়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। উমর (রা)-এর শাসনামলে তিনি হিম্‌স এবং দামেশকে নায়িব নিযুক্ত হন। উসমান (রা) তাঁর শাসনামলে তাঁকে পদচ্যুত করে মু'আবিয়াকে গোটা সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর অনেক দীর্ঘ কাহিনী আছে।

১৪. উরওয়া ইব্‌ন হিযাম আবূ সাঈদ আল-আদবী। ইনি ছিলেন চাচাতো বোনের প্রেমে মগ্ন কবি। প্রেমিকার নাম আফরা বিন্‌ত মুহাজির। প্রেমিকার জন্য কবিতা রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। প্রেমিকার পরিবার হিজায থেকে সিরিয়া প্রস্থান করলে উরওয়াও তাদের পশ্চাদগমন করেন। চাচার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলে তাঁর দারিদ্র্যের কারণে তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং অপর এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে তাকে বিবাহ দেন। প্রেমিকার ভালবাসা বুকে নিয়ে তিনি ধ্বংস হয়ে যান। 'মাসারিউল উশ্‌শাক' নামক গ্রন্থে এ কাহিনী উল্লেখ আছে। তার দু'টি কবিতা এ রকম।

وما هى الاّ ان اراها فجاءة * فأبهت حتى ما اكادُ أجيبُ

واصرف عن رابى الذى كنتُ ارتأى * وأنسى الذى أعددتُ حينَ تغيبُ ـ

২৬. আবূ যায়দ আত্-তাঈ। ইনি কবি ছিলেন। তাঁর নাম হারমালা ইব্নুল মুন্যির। ইনি ছিলেন নাস্রানী।[১] ওলীদ ইব্ন উকবার দরবারে তাঁর যাতায়াত আর উঠাবসা ছিল। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট তাঁকে নিয়ে যান। উসমান (রা) তাঁকে একটা কবিতা আবৃত্তি করতে বললে তিনি সিংহ সম্পর্কে একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। অনন্য এ কবিতা শ্রবণ করে তিনি বলেন ঃ

تفتأ تذكر الاسد ما حييت ؟ إنى لاحسبك جبانا نصرانيا ـ

'তুমি কি আজীবন সিংহের আলোচনাই করতে থাকবে? আমিতো তোমাকে একজন ভীরু খ্রিস্টান মনে করি।'

২৭. আবূ সাররা ইব্ন আবূ রিহিম আল-আমিরী। ইনি ছিলেন আবূ সাল্মা ইব্ন আব্দুল আসাদের ভাই। তাঁর মাতা ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা বাররা। তিনি হাবশায় হিজরত করেন এবং বদর ও তার পরবর্তী যুদ্ধে অংশ নেন। হযরত যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ -এর পরে তিনি ছাড়া অন্য কোন বদরী মক্কায় বাস করার কথা আমার জানা নেই। তিনি আরো বলেন, এ সুবাদে তাঁর পরিবারের লোকজন বদরে অবস্থান করেন।

২৮. আবূ লুবাবা ইব্ন আব্দুল মুন্যির– আকাবার রাত্রের অন্যতম নকীব। ভিন্নমতে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ইনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

২৯. আবূ হাশিম ইব্ন উতবা। হিজরী ২১ সালে মৃত্যুবরণকারীদের প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভিন্ন মতে ইনি উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

---

১. অধিকাংশ প্রাচীন উৎস মতে ইনি খ্রিস্টান ছিলেন, ইসলামী যুগে পেয়েছেন; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করে ঈসায়ী হিসাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন (দ্রষ্টব্য ঃ আশ্‌শিয়ির ওয়াশ শুয়ারা, আল-আখানী, তারীখে ইব্ন আসাকির এবং ইয়াকূত হামাবী প্রণীত আল-ইরশাদ)। অবশ্য তাবারীর একটা ইঙ্গিত ঐতিহাসিকরা উপেক্ষা করে গেছেন। আর তা হলো যুদ্ধের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও যোগ্যতা। সেতুর যুদ্ধের দিন তিনি মুসলমানদের প্রতি বিরাট সহানুভূতি ও আন্তরিকতা দেখান। ফলে হযরত উমর (রা) তাঁকে সাদকা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা আছে। ব্রকলম্যান-এর মতে উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে খ্রিস্টান অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে (তারীখুল আদাবিল আরাবী– আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ১/১৭৩)।

Contents

আমীরুল মু'মিনীন
আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর খিলাফাত

তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব। আবূ তালিবের নাম আবদ মানাফ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। আব্দুল মুত্তালিবের নাম শায়বা ইব্ন হাশিম। আর হাশিমের নাম আম্র ইব্ন আব্দ মানাফ। আর আব্দ মানাফ এর নাম মুগীরা ইব্ন কুসাই, আর কুসাই-এর নাম যায়দ ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুয়াই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহির ইব্ন মালিক ইব্ন নাযার ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইল্য়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নিযার ইব্ন মা'আদ ইব্ন আদনান। আলী (রা) হলেন হাসান হুসাইনের পিতা। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবূ তুরাব। আবুল কাসিম আল-হাশিমীও তাঁর কুনিয়াত ছিল। ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাতো ভাই এবং জামাতা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা ফাতিমাতুয্ যাহ্রা-এর স্বামী। তাঁর মাতা ছিলেন ফাতিমা বিন্ত আসাদ ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই।

কথিত আছে যে, তিনি প্রথম হাশিমী নারী, যিনি হাশিমী সন্তান প্রসব করেন। তালিব, আকীল এবং জা'ফর ছিলেন তাঁর ভাই। এরা সকলেই ছিলেন বয়সে তাঁর বড়। তাঁদের প্রতি দুইজনের মধ্যে ব্যবধান ছিল ১০ বছরের। তাঁর দুই বোন উম্মু হানী ও জুমানা। আর তাঁরা সকলেই ফাতিমা বিন্ত আসাদের সন্তান। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করেন। তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অন্যতম এবং ৬ সদস্য বিশিষ্ট শূরার অন্যতম সদস্য। ওফাতকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ৪ জন খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম। তাঁর দেহের বর্ণ ছিল গমের রং-এর মতো গাঢ়। তাঁর চোখ ছিল কাজলমাখা ডাগর ডাগর। পেট ছিল বড় এবং মাথার সম্মুখ ভাগে ছিল টাক। তিনি ছিলেন খর্বাকৃতির কাছাকাছি। তাঁর দাড়ি ছিল দীর্ঘ। ঘন, কালো এবং দীর্ঘ দাঁড়িতে বুক ও কাঁধ ভর্তি ছিল। বুক আর উভয় কাঁধে অনেক পশম ছিল। সুদর্শন চেহারা আর হাসিমাখা দাঁতের অধিকারী এই সুপুরুষ ব্যক্তি ধীরে-সুস্থে পদচারণা করতেন। ইসলামের প্রথম পর্যায়ে সাত বছর বযসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মতান্তরে তিনি ৮ বা ৯ বা ১০ বা ১১ বা ১২ বা ১৩ বা ১৪ বা ১৫ বা ১৬ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আব্দুর রাযযাক মা'মার সূত্রে কাতাদার বরাতে হাসান (র)-এর উদ্ধৃতিতে এ বর্ণনা করেন।

কারো কারো মতে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ কথা এই যে, তিনি যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন হযরত খাদীজা নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়দ ইব্ন হারিসা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন

এবং স্বাধীন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) সকলের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। শৈশবে আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ এই ছিল যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। এক বছর ক্ষুধা তাঁকে গ্রাস করে, যার ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে তাঁর পিতার নিকট থেকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে আসেন। এরপর থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অবস্থান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেন তখন হযরত খাদীজা পরিবারের অন্যান্য লোকজনসহ ঈমান আনেন, তাঁদের মধ্যে আলী (রা)ও ছিলেন। তাঁর ঈমান আনয়ন ছিল লোকদের জন্য কল্যাণকর। ফলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঈমান আনেন। বর্ণিত আছে যে, আলী (রা) বলেছেন, আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনি। তবে এ বর্ণনার সনদ সহীহ নয়। এই শর্তে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে, যা ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেছেন। তবে এর অনেকাংশই অগ্রহণযোগ্য। এর কিছুই বিশুদ্ধ নয়। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র) শু'বা সূত্রে আম্র ইব্ন মুররার বরাতে বর্ণনা করেন যে, আনসারদের দাসদের মধ্যে আবূ হাম্যার নিকট আমি শুনেছি যে, তিনি বলেন, যায়দ ইব্ন আরকামকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনেন আলী (রা)। অপর এক বর্ণনায় সর্বপ্রথম নামায আদায় করেন আলী (রা)। আম্র ইব্ন মুররা বলেন, আমি নাখঈকে একথা বললে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। তাঁর মতে হযরত আবূ বকর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাসী বলেন ঃ নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা এবং পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর এবং হযরত আলী সকলের আগে ঈমান আনেন; তবে আবূ বকর (রা) ঈমান আনা প্রকাশ করেন আর আলী (রা) ঈমান গোপন রাখেন। আমি বলি, পিতার ভয়ে তিনি ঈমান গোপন রাখেন। তারপর পিতা তাকে চাচাতো ভাইয়ের সাহায্য-সহায়তার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মক্কা থেকে হিজরতের পর আলী (রা) হিজরত করেন। ঋণ পরিশোধ আমানত মালিকের ফেরত দেওয়ার কাজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে নিয়োজিত করেছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ পালন করেন এবং পরবর্তীতে হিজরত করেন। নবী করীম ﷺ তাঁর এবং সহল ইব্ন হুনাইফের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। সিয়ার ও মাগাযী গ্রন্থ প্রণেতা ইব্ন ইসহাক প্রমুখ উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিজের সঙ্গে আলী (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে, সনদের দুর্বলতার কারণে যার অধিকাংশই শুদ্ধ নয়। এসব হাদীসের কোন কোনটিতে উল্লেখ আছে ঃ

انت اخی و وارثی وخلیفتی وخیر من امر بعدی -

তুমি আমার ভাই, ওয়ারিস, খলীফা এবং আমার পরে যারা আমীর হবে, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। এ বর্ণনা মওযূ বা জাল এবং বুখারী-মুসলিম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত প্রমাণিত হাদীসের পরিপন্থী। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হযরত আলী (রা) বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতঃ বিপুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিজয় লাভ করেন। তিনি, তাঁর চাচা হামযা এবং চাচাতো ভাই উবায়দা ইব্নুল হারিস এবং তাঁদের তিনজন প্রতিপক্ষ উতবা, শায়বা এবং ওলীদ ইব্ন উতবা সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়!

وهٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ - (الحج : ١٩)

এরা দুই বিবদমান পক্ষ তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে (সূরা আল-হাজ্জ ২২:১৯)। হাকাম প্রমুখ মাকসাম সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

دفع النبى ﷺ الراية يوم بدر إلى على وهو ابن عشرين سنة -

'বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ আলী (রা)-এর হাতে পতাকা তুলে দেন, আর তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর। হাসান ইব্ন আরাফা আম্মার ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ হানযালীর বরাতে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন ঃ

نادى منادٍ فى السماء يوم بدر يقال له رضوان لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على -

'বদর যুদ্ধের দিন আসমানে রিদওয়ান নামে এক ঘোষক ঘোষণা দেন যে, যুলফিকার ছাড়া কোন তরবারি নেই এবং আলী ছাড়া কোন যুবক নেই।' ইব্ন আসাকির বলেন, এ মুরসাল বর্ণনা।

অবশ্য বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমত হিসাবে যুলফিকার তরবারিটি লাভ করেন এবং পরে তা আলী (রা)-কে দান করেন। ইউনুস ইব্ন বুকাইর মুস্ইর .... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে,

قيل لى يوم بدر ولابى بكر قيل لاحدنا معك جبريل ومع الاخر ميكائيل قال واسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون فى الصف -

'বদর যুদ্ধের দিন আমাকে এবং আবূবকরকে বলা হয় যে, তোমার সঙ্গে জিব্রাঈল এবং অপরজনের সঙ্গে মীকাঈল আছেন। রাবী বলেন, ইসরাফীল হলেন একজন বড় ফেরেশতা, যিনি যুদ্ধে উপস্থিত থাকেন, কিন্তু যুদ্ধ করেন না, অবশ্য তিনি যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত থাকেন।

আলী (রা) উহুদ যুদ্ধেঅংশ গ্রহণ করেন এবং তিনি ডান দিকের বাহিনীর কর্তৃত্বে ছিলেন, পতাকা ছিল তাঁর হাতে, তারপর পতাকা যায় মুস'আব ইব্ন উমাইর-এর হাতে। আর মাইসারা তথা বাম দিকের দলের কর্তৃত্বে ছিলেন মুনযির ইব্ন আযর আল-আনসারী। যুদ্ধে কালব্ তথা মূল ভাগের কর্তৃত্বে ছিলেন হাম্যা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব এবং পদাতিক দলের কর্তৃত্বে ছিলেন যুবাইর ইব্নুল আওয়াম। ভিন্নমতে এ দলের কর্তৃত্বে ছিলেন মিকদাদ ইব্নুল আসওয়াদ। উহুদ যুদ্ধের দিন আলী (রা) প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন এবং সেদিন তিনি অনেক মুশরিককে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখমণ্ডলে আঘাতের ফলে তাঁর দাঁত শহীদ হয়ে গেলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা থেকে রক্ত মুছে দেন। খন্দক যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং এদিন তিনি আরবের ঘোড়সওয়ার এবং তাদের খ্যাতনামা যোদ্ধা আম্‌র ইব্ন আবদ উদ আল-আমিরীকে হত্যা করেন। খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং বায়'আতে রিদওয়ানে তিনি যোগদান করেন। তিনি খায়বর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন এবং তাতে বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করতঃ স্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেন। খায়বর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ

لاعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله -

'আগামীকাল আমি এমন এক লোকের হাতে পতাকা তুলে দেবো যে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে ভাল বাসে এবং আল্লাহ্ আর আল্লাহ্র রাসূলও যাকে ভালবাসেন।' লোকেরা আলোচনা করতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ্ কার হাতে পতাকা তুলে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ আলী (রা)-কে ডাকলেন। তার চোখে অসুখ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করেন এবং চোখে লালা লাগিয়ে দেন। এরপর আর কখনো তাঁর চোখে অসুখ দেখা দেয়নি। তাঁর চোখের অসুখ ভাল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন এবং আল্লাহ্ তাঁর হাতে বিজয় দান করেন, তিনি মারহাব ইহুদীকে হত্যা করেন।

আর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাসান সূত্রে আবূ রাফে' থেকে বর্ণনা করেন ঃ

أن يهوديًا ضرب عليا فطرح ترسه، فتناول بابا عند الحصن فتترس به ، فلم يزل فى يده حتى فتح الله على يديه ثم القاء من يده -

'জনৈক ইহুদী হযরত আলী (রা)-কে আঘাত করলে তাঁর ঢাল পড়ে যায়। তিনি দুর্গের কাছে একটা দরজা পেয়ে তা হাতে তুলে নিয়ে ঢাল বানান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাতে বিজয় দান পর্যন্ত দরজা তাঁর হাতে ছিল। তারপর হাত থেকে তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দেন। আবূ রাফে' বলেন ঃ

فلقد رأيتنى انا وسبعة معى نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خيبر فلم نستطيع -

খায়বর যুদ্ধের দিন আরো ৭ জন সঙ্গীসহ আমি সে দরজা পিঠে বহন করার চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে সক্ষম হইনি। লায়স আবূ জা'ফরের সূত্রে জাবিরের বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

أن عليا حمل الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها ، فلم يحملوه إلا أربعون رجلاً -

খায়বর যুদ্ধের দিনে আলী (রা) দরজাটি পিঠে বহন করেন। আর মুসলমানরা তাতে আরোহণ করে খায়বর দুর্গ জয় করেন। অথচ দরজাটি বহন করতে ৪০ জন লোক দরকার হতো। খায়বর যুদ্ধে তাঁর বিস্ময়কর কীর্তির অন্যতম হচ্ছে ইহুদীদের সবচাইতে বীর বাহাদুর অশ্বারোহী মারহাবকে তিনি হত্যা করেন। তিনি উমরাতুল কাযায় অংশগ্রহণ করেন, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাঁকে বলেছিলেন ঃ

انت منى، وانا منك -

'তুমি আমার, আমি তোমার'। যাতুল আলাম' কুয়োর নিকট জিনের সঙ্গে তার যুদ্ধের যে কাহিনী গল্পকাররা প্রণয়ন করেছে তার কোন ভিত্তি নেই। এটা মূর্খ গল্পকারদের রটনা। এ সব গল্প দ্বারা প্রতারিত হবে না, আর 'যাতুল আলম' জুহ্ফার নিকট একটা কুয়োর নাম। মক্কা বিজয় এবং হুনাইন ও তায়িফ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। আর এসব যুদ্ধে তিনি তীব্র লড়াই করেন। তিনি জিইররানা' থেকে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সঙ্গে উমরা করেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ তবূক

অভিযানে বের হওয়ার সময় মদীনায় তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে যান; তখন তিনি বলেছিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি আমাকে নারী এবং শিশুদের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبى بعدى -

'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার পক্ষ থেকে তুমি এমন স্থানে থাকবে, যে স্থানে ছিলেন মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে হারূন (আ)। তবে ব্যতিক্রম এই যে, আমার পরে কোন নবী নেই।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ইয়ামানে আমীর এবং হাকিম মনোনীত করে প্রেরণ করেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ। বিদায় হজ্জের বছর তিনি মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হন এবং সঙ্গে হাদী তথা কুরবানীর পশুও নিয়ে আসেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর মতো তাকবীর বলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কুরবানীর পশুতে শরীক করে নেন এবং ইহরাম অব্যাহত রাখেন। আর হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষে উভয়ে 'হাদী' কুরবানী করেন, যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হলে হযরত আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে জিজ্ঞেস কর, 'তাঁর পরে কে আমীর হবেন'। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, এ সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করবো না। কারণ, তিনি যদি তা থেকে আমাদেরকে বারণ করেন তাহলে আর কখনো লোকেরা আমাদেরকে তা দিবে না'। বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বা অন্য কাউকে খিলাফতের জন্য অসিয়ত করে যাননি। অবশ্য সিদ্দীক (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি খুব স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লহরই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীর জন্য খিলাফতের ওসিয়ত করেছেন বলে অনেক জাহিল শীয়া এবং গণ্ড-মূর্খের দল যে মিথ্যারোপ করে রাসূলের প্রতি, তা সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছুই নয়। এরফলে সাহাবায়ে কিরামকে খিয়ানতকারী সাব্যস্ত করা হয় এবং রাসূলের ওসিয়ত বর্জনে সহায়তা দান এবং ওসির নিকট ওসিয়ত না পৌঁছানো এবং কোন অর্থ আর কারণ ছাড়াই অপরের নিকট ওসিয়ত পৌঁছানোর অভিযোগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ্ এবং রাসূলে বিশ্বাসী প্রতিটি মু'মিন স্বীকার করে যে, দীন ইসলাম সত্য আর এ মিথ্যাচারণে অগ্রহণযোগ্য সে কথাও সে জানে। কারণ সাহাবীরা ছিলেন নবীদের পর সৃষ্টির বসরা। কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা এবং পূর্বাপর সকল মনীষীর ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুনিয়া আর আখিরাতে মুসলিম উম্মাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। সমস্ত প্রর্শসা আল্লাহ্‌রই।

কোন কোন সাধারণ গল্পকার হাটে-বাজারে আলী (রা)-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব ওসিয়ত আদব-আখলাক, পানাহার এবং পোশাক সম্পর্কে প্রচার করে, সেসব ভিত্তিহীন। যেমন তারা বলে ঃ 'হে আলী, বসে পাগড়ি পরবে না, হে আলী, দাঁড়িয়ে পায়জামা পরবে না, হে আলী, দরজার দু' বাহু ধরে দাঁড়াবে না, দরজার চৌকাঠের উপর বসবে না এবং পরিধানে রেখে কাপড় সেলাই করবেনা– এসব নিতান্ত অমূলক কথা, এসব জাহিল-বেকুফদের বানানো কাহিনী মাত্র। গবেট গণ্ডমূর্খ ছাড়া কেউ এসবে বিশ্বাস করতে পারে না আর এরা ছাড়া আর কেউ এসব কথা দ্বারা প্রতারিত হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ইন্তিকালের পর তাঁর গোসল এবং দাফন-কাফনের যাবতীয় দায়িত্ব আলী (রা) পালন করেন, যা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা

করা হয়েছে। সকল প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। তার ফযীলত বৈশিষ্ট্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে– বদর যুদ্ধের পর তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ দেওয়ার প্রসঙ্গ। এ গর্ভে হাসান, হুসাইন এবং মুহসিনের জন্মগ্রহণের কথাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এমন অনেক বর্ণনাও রয়েছে যা বিশুদ্ধ নয়, বরং এসবের অধিকাংশই রাফেযী এবং গল্পকারের মনগড়া রচনা।

ইতিপূর্বে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাকীফার ছিল আবূবকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণকারীদের আলী (রা)ও ছিলেন। অন্যান্য বড় বড় সাহাবীর মতো আলী (রা) হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা)-এর আনুগত্যকে ফরয মনে করতেন। আর এটা ছিল তাঁর কাছে প্রিয় কাজ। ৬ মাস পরে হযরত ফাতিমা ইন্তিকাল করেন। পিতার পক্ষ থেকে মীরাস না পেয়ে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলেন। আর নবীগণের (সম্পদের) ওয়ারিস হয় না, এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন বাণী সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট দাবি করেন যে, তাঁর স্বামী 'সদকার' তত্ত্বাবধায়ক হবেন, কিন্তু তিনি এ দাবিও নাকচ করেন। এতেও তাঁর মনে কিছুটা অসন্তুষ্টি থেকে যায়, যা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এসময় তাঁর প্রতি কিছুটা কোমলতা প্রদর্শন করা আলী (রা)-এর জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে।

হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকালের পর আলী (রা) আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়আ'ত নবায়ন করেন। আর হযরত আবূ বকর (রা)-এর ওফাতের পর তার ওসিয়ত অনুযায়ী হযরত উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলে বায়'আতকারীদের মধ্যে আলী (রা)ও ছিলেন। উমব (রা) বিভিন্ন বিষয়ে আলী (রা)-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। বরং বলা হয়ে থাকে যে, উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে আলী (রা)-কে কাযী তথা বিচারকের পদে নিযুক্ত করেন। এবং সকল বড় বড় সাহাবীসহ খলীফা উমর (রা)-এর সঙ্গে সিরিয়ায় গমন করেন এবং তাঁর জ্যাবিয়ার ভাষণে উপস্থিত ছিলেন। উমর (রা) আহত হয়ে ৬ জনের যে শূরা গঠন করেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন আলী (রা)। এর পর আলী ও উসমান (রা)-কে বাছাই করা হয়। পরে উসমান (রা)-কে আলী (রা)-এর চাইতে অগ্রগণ্য করে খলীফা করা হয়। তিনি তা মেনে নেন এবং আনুগত্য করেন। প্রসিদ্ধ উক্তিমতে ৩৫ হিজরীর ১৮ যিলহজ্জ উসমান (রা) নিহত হলে লোকজন আলী (রা)-এর প্রতি ছুটে যায় এবং তাঁর হাতে বায়আ'ত করে। দিনটি ছিল শুক্রবার। এ বায়আ'ত হয় উসমান (রা)-এর দাফনের পূর্বে।[১] মতান্তরে তাঁর দাফনের পর বায়'আত হয়। আলী (রা) দায়িত্ব গ্রহণে বিরত থাকেন। এমনকি তিনি পলায়ন করে বনূ আম্‌র ইব্‌ন মাব্‌যূল-এর বাগান পানে ছুটে যান এবং ভেতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেন।[২] লোকেরা আগমন করে দরজার খটখট করে ভেতরে প্রবেশ করে। তাদের সঙ্গে তালহা এবং যুবায়রও

---

১. তাবারী ও কামিলে আছে ঃ যিলহজ্জ মাসের ৫ দিন বাকি থাকতে বায়'আত করা হয়। উসমান (রা)-এর হত্যার পর ৫ দিন মদীনার আমীর ছিলেন গাফিকী ইব্‌ন হারব। দলে দলে লোকেরা আলী (রা)-এর নিকট ছুটে এলে তিনি লোকদের বায়'আত গ্রহণ করেন। (৩/১৯৩)। 'মুরাজুয্‌ যাহাব' -এর উক্তি মতে উসমান (রা)-এর হত্যার দিন আলী (রা)-এর বায়'আত হয়।

২. এটা তাবারীর উক্তি। 'কামিল'-এর মতে তিনি গৃহে দরজা বন্ধ করেছিলেন (৩/১৯১)।

ছিলেন। তাঁরা বলেন, আমীর ছাড়া প্রশাসন টেকবে না। তাদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি সম্মত হন।

আলী (রা)-এর হাতে খিলাফতের বায়'আত প্রসঙ্গ

বলা হয়ে থাকে যে, সকলের আগে হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন তালহা (রা) ডান হাত দ্বারা। উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর এ হাত অসাড় হয়েছিল। সেদিন এ হাত দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন, তখন কাওমের কেউ কেউ বলেছিল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এ কাজ সমাপ্ত হবে না। আর আলী (রা) মসজিদের পথে বের হয়ে মিম্বরে আরোহণ করেন। এ সময় তাঁর পরিধানে ছিল চাদর এবং রেশমী পাগড়ি। আর জুতা জোড়া ছিল তাঁর হাতে। আর তিনি ধনুকে ঠেস দিয়ে দাঁড়ান আর গণমানুষ তাঁর হাতে বায়'আত করে। আর এ ছিল শনিবার ১৯ যিলহজ্জ ৩৫ হিজরী সালে। কথিত আছে যে, বসরা আর কূফার আমীর নিযুক্ত করার দাবি উত্থাপনের পর তালহা এবং যুবায়র (রা) ও বায়'আত করেন। তখন আলী (রা) তাঁদের দুজনকে বলেছিলেন, 'বরং তোমরা দু'জন আমার কাছে অবস্থান করবে, আর এতেই আশ্বস্ত বোধ করবো। আর কিছু কিছু লোক মনে করে যে, একদল আনসার আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেননি। এদের মধ্যে ছিলেন হাসসান ইব্‌ন সাবিত, কা'ব ইব্‌ন মালিক, মাসলামা ইব্‌ন মাখলাদ, আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা, নু'মান ইব্‌ন বাশীর, যায়দ ইব্‌ন সাবিত, রাফি ইব্‌ন খাদীজ ফুযালা ইব্‌ন উবায়দ এবং কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা)। ইব্‌ন জারীর আল-মাদায়েনী সূত্রে বনু হাশিমের জনৈক শায়খ থেকে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নুল হাসানের বরাতে এ কথা উল্লেখ করেছেন। আল-মাদায়েনী বলেন, যুহরীকে বলতে শুনেছেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে জানান যে, একদল লোক মদীনা থেকে পলায়ন করে সিরিয়ায় চলে যায়, এরা আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেনি। কুদামা ইব্‌ন মায্‌উন, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম এবং মুগীরা ইব্‌ন শু'বাও তাঁর হাতে বায়'আত করেন নি। আমি বলি, মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম, ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা এবং আরো কিছু লোকও তাঁর হাতে বায়'আত করেন নি।

আর ওয়াকিদী বলেন ঃ লোকেরা মদীনায় হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করে; তবে সাত ব্যক্তি বিরত থাকে, তারা বায়'আত করেননি। এরা হলেন ঃ ইব্‌ন উমর সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, সুহায়ব, যায়দ ইব্‌ন সাবিত, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সাল্‌মা, সালমা ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন রাক্‌শ এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) আমাদের জানা মতে আনসারদের কেউই বিরত ছিলেন না; সকলেই বায়'আত করে। আর সায়ক ইব্‌ন উমর তাঁর একদল শায়খের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, হযরত উসমান (রা)-এর পর মদীনা পাঁচ দিন নেতাশূন্য ছিল। এ সময় মদীনার আমীর ছিলেন গাফেকী ইব্‌ন হারব। তারা এমন একজন লোক অনুসন্ধান করছিলেন, যিনি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। আর মিসরীয়রা হযরত আলী (রা)-এর জন্য পীড়াপীড়ি করছিল (আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য) আর তিনি পলায়ন করে বাগান পানে ছুটে যাচ্ছিলেন। আর কূফীরা যুবায়র (রা)-কে তালাশ করছিল, কিন্তু খুঁজে বের করতে পারছিল না।

পক্ষান্তরে বসরীরা খুঁজছিল তালহা (রা)-কে; কিন্তু তিনি তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছিলেন না। তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আমরা এ তিনজনের কাউকে শাসক বানাবো না।

ফলে তারা হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের নিকট গমন করে বলে ঃ আপনিতো শূরা সদস্যদের অন্তর্গত। কিন্তু তিনি তাদের কথা মেনে নেননি। এরপর তারা হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট গমন করে, কিন্তু তিনিও তা অস্বীকার করেন। এরপর তারা ব্যাপারটা নিয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। উসমান (রা)-এর হত্যার পর নেতা নির্বাচন না করে আমরা যদি নিজ নিজ দেশে ফিরে যাই তাহলে বিষয়টা নিয়ে লোকেরা মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়বে। আর এতে তো আমরা নিজেরাও নিরাপদ থাকবো না। ফলে তারা হযরত আলী (রা)-এর নিকট গমন করে পীড়াপীড়ি করে। আশতার আলী (রা)-এর হাত ধারণ পূর্বক বায়'আত করে এবং লোকেরাও তাঁর হাতে বায়'আত করে।

আর কূফাবাসীরা বলেন, সর্বপ্রথম আশ্তার নাখ্ঈ আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করে। আর এটা ২৪ যিলহজ্জ বৃহস্পতিবারের ঘটনা। আর এটা ঘটে তাদের পরামর্শক্রমে। তাদের সকলেই বলে, এ জন্য আলী ছাড়া আর কেউ উপযুক্ত নয়। শুক্রবার আলী (রা) মিম্বরে আরোহণ করলে গতকাল যারা বায়'আত করেনি, তারা বায়'আত করে। আর সকলের আগে তালহা (রা) তাঁর অবশ হাতে বায়'আত করেন। তখন কোন একজন বলে উঠে ঃ انا لله وانا اليه راجعون। তারপর বায়'আত করেন যুবায়র। বায়'আত শেষে তিনি বলেন ঃ আমি এমন এক অবস্থায় আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করি, যখন আমার ঘাড়ে তরবারি ঝুলছিল। ওয়াস সালাম। এরপর তিনি মক্কা গমন করেন এবং সেখানে ৪ মাস অবস্থান করেন। আর এ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয় যিলহজ্জ মাসের ৫ দিন বাকি থাকতে শুক্রবার দিন। প্রথম ভাষণে আল্লাহ্র হাম্দ-সানা শেষে তিনি বলেন ঃ

إن الله تعالى انزل كتابا هديًا بين فيه الخير والشر ، فخذوا بالخير ودعوا لاشر ، إن الله حرم حرمًا غير مجهولة ، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها و، وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الا بالحق ، لا يحل لمسلم اذى مسلم إلا بما يجب ، بادروا امر العامة ، وخاصةً احدكم الموت ، فان الناس امامكم، وإنما خلفكم الساعة تحدو بكم فتخففوا تلحقوا، فإنما يتظر بالناس آخراهم، اتقوا الله عباده فى عباده وبلاده ـ فانكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم ، ثم اطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه ـ وَاذْكُرُوْآ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْأَرْضِ -(الانفال : ٢٦)

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা এক পথপ্রদর্শক কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে ভাল-মন্দ স্পষ্ট বিবৃত করেছেন। সুতরাং তোমরা ভালটা গ্রহণ করবে আর মন্দটা পরিত্যাগ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা ভুল করা ছাড়াই হরমকে সম্মানার্হ করেছেন এবং মুসলমানের মর্যাদাকে সমস্ত সম্মানার্হ বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর মুসলিমের অধিকারকে বেঁধে দিয়েছেন ইসলাম আর তাওহীদের সঙ্গে। আর মুসলিমতো সেই ব্যক্তি, যার হাত এবং জিহ্বার (অনিষ্ট থেকে) অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। অবশ্য সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে এটা লংঘিত

হতে পারে। কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়। কষ্ট দেওয়া অপরিহার্য হলে ভিন্ন কথা। সাধারণ মানুষের বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। বিশেষ করে তোমাদের যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুর কথা চিন্তা করবে। লোকেরা রয়েছে তোমাদের সম্মুখে, আর তোমাদের পেছনে লেগে আছে কিয়ামত। কিয়ামতই তোমাদেরকে পেছন থেকে হাঁকিয়ে চলেছে। তোমরা হালকা থাকবে মিলিত হয়ে যাবে। কারণ মানুষের শেষ ঠিকানা তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আল্লাহ্র বান্দাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র রাজ্যে তাঁকে ভয় করে চলবে। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে; এমন কি ভূমির অংশ বিশেষ আর চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কেও তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, তাঁর নাফরমানী করবে না। আর ভাল কিছু দেখলে তা গ্রহণ করবে এবং মন্দ কিছু দেখলে তা ত্যাগ করবে। আর স্মরণ কর, 'যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে, ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে যে, তোমাদের না অন্যায় ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। তারপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শান্তি দান করেছেন। এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর' (আনফাল ৮ ঃ ২৬)।

তিনি ভাষণ শেষ করলে মিসরীয়রা নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

خذها إليك واحذرن ابا الحسن * إنا نمرُ الامرَا إمرارَ الرسنْ

صولةُ اساد كاسادِ السفن * بمشر فياتٍ كغدران اللبن

ونطعنُ الملك بلينٍ كالشطن * حتى يمرنُ على غيرِ عنن -

'হে আবুল হাসাম, এটা গ্রহণ করুন, আমারা তো রশির মতো পাকিয়ে ফেলবো।

সিংহের হামলাতো হয় দামাল সিংহের মতো। আর সে হামলা চালায় এমন তরবারি দ্বারা যা দুধের নহরবৎ। আর আমরা বাদশাহকে আঘাত করি রশির মতো নরম বর্শার ফলা দ্বারা; এমন কি সে সম্মুখে না এসেই কঠোরতা সত্ত্বেও কোমল হয়ে যায়'!

আলী (রা)-এর জবাবে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

ان عجزتُ عجزة لا اعتذر * سوفَ اكيس بعدها واستمر

ارفعُ من ذيلى ما كنتُ اجُرْ * واجمعُ الامرَ الشتيتَ المنتشر

إن لم يشاغبنى العجولُ المنتصر * او يتركونى والسلاحُ يبتدر -

'আমি যদি কোনভাবে অক্ষমও হই তবু আমি ক্ষমা চাইবো না, তারপর আমি হবো বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। আর আমি যা টানি, আমি তা উত্তোলন করবো, আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়টা আমি করবো সমবেত। বিজয়ী তাড়াহুড়াকারী যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া না বাধায় অথবা সে যদি আমায় ত্যাগ করে আর অস্ত্রসহ ত্বরিৎ এগিয়ে না যায়।

আর কূফায় হযরত আবূ মূসা আশআরী ছিলেন সালাত প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং কা'কা' ইব্ন আম্র ছিলেন যুদ্ধ-বিগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং জাবির ইব্ন ফলান আল-মুযানী ছিলেন কর আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। বসরায় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমের এবং মিসরে নিয়োজিত ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ

সারাহ। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযাইফা জোরপূর্বক তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেন। মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান ছিলেন সিরিয়ার কর্তৃত্বে আর হিমসে তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ। কিন্নাসিরীন-এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হাবীব ইব্‌ন মাসলামা, জর্দানে আবুল আ'ওয়ার, ফিলিস্তীনে হাকীম ইব্‌ন আলকামা, আযারবাইজানে আশআস ইব্‌ন কায়স, জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আল-বাজালী ছিলেন কারকিসিয়ায়, হুলওয়ানে উতায়বা ইব্‌ন নুহাম, মালিক ইব্‌ন হাবীব ছিলেন কায়সারিয়ায় আর হামাদান-এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হাবীশ।

ইব্‌ন জারীর তাবারীর বর্ণনা মতে উসমান (রা) নিহত হওয়ার সময় এসব ব্যক্তিরা উপরোক্ত অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন। উকবা ইব্‌ন আম্‌র ভিন্নমতে উকবা ইব্‌ন আমের ছিলেন বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত। আর মদীনায় বিচার ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন যায়দ ইব্‌ন সাবিত। হযরত উসমান (রা) নিহত হলে নু'মান ইব্‌ন বাশীর তাঁর রক্তমাখা জামা নিয়ে বের হন। সঙ্গে ছিল স্ত্রী নায়েলার কর্তিত আঙ্গুল, স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি এ আঙ্গুলগুলো হারিয়ে ছিলেন। নুমান ইব্‌ন বাশীর এসব নিয়ে সিরিয়ায় মু'আবিয়ার নিকট উপস্থিত হন। লোকজনকে দেখাবার জন্য মু'আবিয়া এসব নিদর্শন মিম্বরে স্থাপন করেন। তিনি জামার আস্তিনের সঙ্গে কর্তিত আঙ্গুল ঝুলিয়ে দেন। এ অন্যায় আচরণ আর রক্তপাতের বদলা নেয়ার জন্য তিনি লোকজনকে উত্তেজিত করেন। মিম্বরের চতুর্দিকে লোকেরা কান্নাকাটি জুড়ে দেয় এবং জামা কখনও উপরে তোলেন এবং কখনো নিচে নামান। মিম্বরের চতুর্দিকে লোকেরা দীর্ঘ এক বছর যাবত ক্রন্দন করতে থাকে এবং এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য লোকজনকে উত্তেজিত করে তোলে। এ এক বছর লোকেরা স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাকে। মু'আবিয়ার সঙ্গে একদল সাহাবী উসমান (রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য লোকজনকে উত্তেজিত করে তোলেন। এ দাবিতে সাহাবীগণের মধ্যে সোচ্চার ছিলেন উবাদা ইব্‌ন সামিত, আবুদ দারদা, আবূ উমামা আমর ইব্‌ন আম্বাসা প্রমুখ এবং তাবিঈদের মধ্যে শুরাইক ইব্‌ন হাবাশা, আবূ মুসলিম যাওযানী, আব্দুর রহমান ইব্‌ন গানাম প্রমুখ।

আলী (রা)-এর বায়'আতের বিষয়টা সুসম্পন্ন হয়ে গেলে তালহা (রা) যুবায়র (বা) এবং বড় বড় সাহাবী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'হদ' তথা শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা এবং হযরত উসমান (রা)-এর খুনের বদলা নেয়ার দাবি জানান। তিনি এই বলে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন যে, সন্ত্রাসীদের সাঙ্গপাঙ্গ আছে, আছে তাদের সাহায্য-সহায়তাকারী। কাজেই এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। তখন যুবায়র তাঁর নিকট কূফার কর্তৃত্ব দাবি করেন, যাতে তিনি সেখান থেকে সৈন্য আনতে পারেন। অনুরূপভাবে তালহা দাবি করেন বসরার কর্তৃত্ব, যাতে সেখান থেকে সৈন্য সামন্ত এনে শক্তি সঞ্চয় করে খারিজীদের দর্প চূর্ণ করতে পারেন। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডে আরো যেসব অজ্ঞ-মূর্খ আরব দল ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদেরকেও যেন শায়েস্তা করা যায়। আলী (রা) তাঁদের উভয়কে বললেন, আমাকে কিছুটা অবকাশ দাও, যাতে বিষয়টা নিয়ে আমি একটা চিন্তা-ভাবনা করতে পারি। তাদের পিছু পিছু হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন ঃ আমার মতে বিভিন্ন শহরে আপনার গভর্নরদেরকে বহাল রাখা হোক। তারা আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার পর

যাকে ইচ্ছা বহাল করবেন, আর যাকে খুশি বাদ দিবেন। পরের দিন আবার তিনি হাযির হয়ে বললেন ঃ আমার মতে গভর্নরদেরকে পদচ্যুত করা হোক, যাতে আপনি জানতে পারেন কে আপনার আনুগত্য করে, আর কে নাফরমানী করে। আলী (রা) বিষয়টা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থাপন করলে তিনি বললেন ঃ তিনি গতকাল আপনাকে সঠিক উপদেশ দিয়েছেন। আর আজ আপনার সঙ্গে প্রতারণা করছেন। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা এ সম্পর্কে জানতে পেরে বলেন, ঠিক কথা আমি তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম, যখন উপদেশ মেনে নিলেন না তখন প্রতারণা করলাম। এরপর মুগীরা (রা) বের হয়ে মক্কা গমন করেন। একদল সাহাবীও তাঁর সঙ্গে মক্কায় মিলিত হন, তাঁদের মধ্যে হযরত তালহা এবং যুবায়রও ছিলেন। তাঁরা উমরাহ্ করার জন্য হযরত আলী (রা)-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি তাঁদেরকে অনুমতি দান করেন। তারপর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিধিদের তাদের পদে বহাল রাখার ইঙ্গিত দেন, বিশেষ করে হযরত মু'আবিয়াকে সিরিয়ায় বহাল রাখার পরামর্শ দেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-কে আরো বলেন, আমার আশংকা হচ্ছে, আপনি মু'আবিয়াকে পদচ্যুত করলে তিনি আপনার নিকট উসমা (রা)-এর রক্তের বদলা দাবি করবেন। আর তালহা এবং যুবায়র-এর ব্যাপারেও আমি নিরাপদ বোধ করছি না। তাঁরাও এ ব্যাপারে আপনার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে পারেন। তখন আলী (রা) বললেন, 'আমি এমনটি মনে করি না; তুমি বরং সিরিয়ায় গমন কর, আমি তোমাকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলাম। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-কে বললেন ঃ মু'আবিয়া সম্পর্কে আমার আশংকা হচ্ছে, হযরত উসমান (রা)-এর প্রতিশোধ হিসাবে তিনি আমাকে হত্যা করবেন, অথবা আপনার সঙ্গে নৈকট্যের কারণে তিনি আমাকে বন্দী করবেন। বরং আপনি আমার হাতে হযরত মুআবিয়ার নিকট পত্র লিখে দিন, যাতে তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেন। তখন আলী (রা) বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র কসম, এটা কখনো হবে না।'

তখন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ তো এক ধরনের কূটকৌশল। আল্লাহ্‌র কসম, আপনি যদি আমার কথা মেনে নেন তাহলে তাঁরা ফিরে এলে আমি অবশ্যই তাঁদেরকে হাযির করবো। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-কে নিষেধ করেন যে, আপনার মদীনা ত্যাগ করে ইরাক গমনকে যারা অভিনন্দিত করে, তাদের কথায় আপনি কান দেবেন না। কিন্তু আলী (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কোন কথাই মানতে রাজী হননি। বরং তিনি গ্রহণ করেন নানা শহর থেকে আগত খারিজী সম্প্রদায়ের হর্তাকর্তাদের পরামর্শ।

ইব্‌ন জারীর তাবারী বলেন ঃ এ বছর কনস্টানটাইন ইব্‌ন হিরাক্লিয়াস এক হাজার জাহাজ যোগে মুসলিম অঞ্চলে অভিযানের অভিপ্রায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করে আপন শক্তি বলে তা ডুবিয়ে দেন। তাদের সঙ্গে সকল লোক-লশকরও ডুবে মরে; রাজার সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র দল কেবল রক্ষা পায়। বাদশাহ সিলিলিতে প্রবেশ করলে লোকেরা তার জন্য একটা হাম্মামখানা প্রস্তুত করে তাকে সেখানে হত্যা করে। লোকেরা তাকে বলে, 'তুমি আমাদের লোকজনকে হত্যা করেছ।'

শুরু হলো হিজরী ৩৬ সাল

এ বছর শুরু হলে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শুরুতেই তিনি বিভিন্ন শহরে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসকে ইয়ামানে, সামুরা ইব্‌ন জুন্দুবকে বসরায়, আমারা ইব্‌ন শিহাবকে কূফায়। কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদাকে মিসরে, এবং সিরিয়ায় মু'আবিয়ার পরিবর্তে সহল ইব্‌ন হুনাইফকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরর সহল ইব্‌ন হুনাইফ রওয়ানা করেন। তবুক পৌঁছে মুআবিয়ার ঘোড় সওয়ারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে, আপনি কে? তিনি বললেন, আমীর। তারা বলে, কিসের আমীর? তিনি বললেন, 'সিরিয়ায়'। তারা বললো ঃ উসমান (রা) তোমাকে প্রেরণ করে থাকলে স্বাগতম। অন্যথায় ফিরে যাও।' তিনি বললেন, 'কী ঘটেছে তোমরা কি শুননি? তারা বললো, 'শুনেছি বটে,' ফলে তিনি আলী (রা)-এর নিকট ফিরে যান। কায়স ইব্‌ন সা'দ সম্পর্কে মিসরবাসী দ্বিমত পোষণ করে। অধিকাংশ লোক তার পক্ষে বায়'আত করে, কিন্তু একদল বলে, উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদেরকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমরা বায়'আত করবো না। বসরাবাসীও একই কথা বললো। আম্মারা ইব্‌ন শিহাব, যাকে কূফার আমীর নিযুক্ত করা হয়, হযরত উসমান (রা)-এর প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে তালহা ইব্‌ন খুওয়াইলিদ তাঁর পথ রোধ করে। ফলে তিনি আলী (রা)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে তা অবহিত করেন। ফিতনা ও অস্থিরতা বিস্তার লাভ করে এবং পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং উম্মতের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায়।

কূফাবাসীদের আনুগত্য ও বায়'আত সম্পর্কে আবূ মূসা (রা) হযরত আলী (রা)-কে লিখেন যে, মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া অন্যরা আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর হযরত আলী (রা) মুয়াবিয়ার নিকট অনেক পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি সেসব পত্রের কোন জবার দেননি। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার পর তৃতীয় মাস সফর মাস পর্যন্ত বারবার এটা ঘটে। এরপর হযরত মু'আবিয়া জনৈক ব্যক্তি মারফত একটা লিপি পাঠান। লোকটি তা নিয়ে হযরত আলী (রা)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, তোমার পেছনে কি রয়েছে ? লোকটি বলে ঃ 'আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এসেছি, যারা কিসাস ব্যতীত কিছুই চায় না। আমি ৭০ হাজার শায়খকে (তারীখে তাবারী ও তারীখে কামিল-এ এ ক্ষেত্রে ৬০ হাজার বলা হয়েছে) উসমান (রা)-এর জামার নিচে ক্রন্দনরত রেখে এসেছি। আর তা দামেশকে মিম্বরের উপর আছে'। তখন আলী (রা) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট উসমানের রক্ত থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।'

এরপর মু'আবিয়ার দূত আলী (রা)-এর সম্মুখ থেকে বের হয়ে এলে যেসব খারেজী উসমান (রা)-কে হত্যা করেছিল তারা তাকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। অনেক চেষ্টা করে লোকটি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। আর হযরত আলী (রা) সিরিয়াবাসীর সঙ্গে লড়াই করতে সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি মিসরে হযরত কায়স ইব্‌ন সা'দ এবং কূফায় হযরত আবূ মূসার নিকট এ

মর্মে পত্র লিখেন যে, তারা যেন যুদ্ধ করার নিমিত্ত লোকদের নিকট সাহায্য চায়। হযরত উসমান ইব্ন হুনাইফের নিকটও এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন। তিনি লোকজনের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। প্রস্তুতির সংকল্প নিয়ে তিনি মদীনা থেকে বের হন এবং কুসাম ইব্ন আব্বাসকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনি তাঁর অনুগতদেরকে সঙ্গে নিয়ে অবাধ্য এবং লোকদের সঙ্গে বায়'আত করতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প নিয়ে বের হন। পুত্র হাসান তাঁর কাছে এসে বলেন, পিতা! এ সংকল্প পরিত্যাগ করুন। কারণ, এতে মুসলমানদের রক্তপাত হবে আর নিজেদের মধ্যে মতবেধ সৃষ্টি হবে। কিন্তু আলী (রা) পুত্রের এসব কথা মেনে নেননি। বরং যুদ্ধের জন্য তিনি কৃত সংকল্প হন এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়ার হাতে তিনি পতাকা তুলে দেন। আর ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ডান দিকের বাহিনীর নেতা করেন এবং আমর ইব্ন আবূ সালমাকে করেন বাম দিকের বাহিনীর নেতা। ভিন্ন মতে বাম দিকের বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করেন অম্র ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন আব্দুল আসাদকে এবং অগ্রভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন আবূ উবায়দার ভাতিজা আবূ লায়লা ইব্ন্ আমর ইব্নুল জাররাহ-এর উপর। আর মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন কুসাম ইব্ন আব্বাসকে। মদীনা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকলো না। শেষ পর্যন্ত এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো, যা তাঁকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করলো। সামনে সে কথাই আমরা আলোচনা করবো।

জামাল (উটের) যুদ্ধের সূচনা

আইয়ামে তাশ্রীকের পর যখন উসমান (রা)-এর হত্যার ঘটনা ঘটে, তখন ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী উম্মুল মুমিনীনগণ সে বছর হজ্জে গমন করেন। লোকেরা যখন উসমান (রা)-এর হত্যা সম্পর্কে জানতে পারে তখন লোকজন মক্কা থেকে চলে গেলেও তাঁরা মক্কায় অবসস্থান করেন। পরে তাঁরাও মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। আলী (রা)-এর পক্ষে বায়'আত গৃহীত হওয়ার পর পরিবেশ পরিস্থিতির দাবি আর ব্যাপক পরামর্শক্রমে জনমত তাঁর পক্ষে আসে যেসব খারিজী উসমান (রা)-কে হত্যা করেছিল, আলী (রা) তাদেরকে নাপছন্দ করতেন বটে, কিন্তু কালের আবর্তনের তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তিনি কামনা করতেন যে, সুযোগ এলে তিনি তাদের থেকে আল্লাহ্র হক উসূল করবেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, তারাই তাঁর উপর প্রবল হয়ে উঠলো, তারা বড় বড় সাহাবীকে তাঁর নিকট আসতে বারণ করলো। এসময় বনু উমাইয়া এবং অন্যদের একটা দল মক্কায় পলায়ন করে চলে আসেন। তালহা ও যুবায়র তাঁর নিকট উমরা করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁদেরকে অনুমতি দেন।' তাঁরা মক্কা গমন করলে বিপুল লোক তাদের অনুসরণ করে।

আলী (রা) সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মদীনাবাসীদেরকে তাতে যোগ দানের আহ্বান জানালে তারা যোগদান করতে অস্বীকার করে। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে তলব করে তাঁকে সঙ্গী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ আমিতো মদীনাবাসী এক (সাধারণ) মানুষ। তারা যুদ্ধে গমন করলে তাদের সকলের সঙ্গে অনুগতরূপে আমিও বের হবো। তবে এ বছর যুদ্ধের জন্য আমি বের হব

না'। এরপর ইব্‌ন উমর প্রস্তুত হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। একই বছর ইয়ামান থেকে ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়াও মক্কায় আগমন করেন (সঠিক নামটা হলো ইয়া'লা ইব্‌ন মুন্‌য়া)। ইনি ছিলেন ইয়ামনে উসমান (রা)-এর নিযুক্ত গভর্নর। তাঁর সঙ্গে ছিল ৬ শত উট এবং ৬ লাখ দিরহাম মুদ্রা। (তাবারীও কামিল গ্রন্থে এমনই উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু ইব্‌নুল আসাম-এর ফুতূহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে ৪ শত উট)। বসরা থেকে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমেরও মক্কায় আগমন করেন, যিনি সেখানে হযরত উসমান (রা)-এর প্রতিনিধি ছিলেন। বেশ কিছু বড় বড় সাহাবী এবং উম্মুল মু'মিনীনগণও মক্কায় সমবেত হন। হযরত আয়েশা (রা) উসমান (রা)-এর রক্তের বদলা দাবি করে ভাষণ দান করে লোকজনকে উদ্দীপ্ত করেন, যেস সব লোক হারম শহরে হারাম মাসে উসমান (রা)-কে হত্যা করেছে, তাদের সম্পর্কে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত, মতের কথাও উল্লেখ করেন; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিবেশী হওয়ার বিষয়টাও বিবেচনা না করে তারা রক্তপাত করেছে এবং ধন-সম্পদ লুটপাট করেছে। জনতা হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে জানায় যে, এ ব্যাপারে আপনি যা ভাল মনে করবেন তাতে আমাদের সমর্থন থাকবে।

তারা জানায় যে, আপনি যেখানে গমন করেন, আমরা আপনার সঙ্গে থাকবো। কেউ বললো, আমরা সিরিয়া যাবো। আবার কেউ বললো, হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে মুয়াবিয়ার সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। তারা তাঁর দিকে এগিয়ে গেলে তারাই প্রবল থাকতো · তাদের ইচ্ছা-অভিপ্রায় অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন হতো। কারণ, বড় বড় সাহাবী তাদের সঙ্গে ছিলেন। অন্যরা বললো ঃ আমরা মদীনায় যাবো, আলী (রা)-এর নিকট দাবি জানাবো, তিনি যেন উসমান (রা),-এর হত্যাকারীদেরকে আমাদের হাতে ন্যস্ত করেন। এরপর তাদেরকে হত্যা করা হবে। অন্যরা বললো ঃ বরং আমরা বসরা গমন করবো, অশ্বারোহী আর পদাতিক দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করবো এবং উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের মধ্যে যারা সেখানে রয়েছে, তাদের থেকেই আমরা (প্রতিশোধ অভিযান) শুরু করবো।

সকলের সম্মতিক্রমে এ মতই স্থির হয়। আর অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে মদীনা গমন করার ব্যাপারে একমত ছিলেন। বসরা গমন করার ব্যাপারে সকলে একমত হলে উম্মুল মু'মিনীনগণ সেখান থেকে এই বলে ফিরে যান যে, আমরা মদীনা ছাড়া অন্য কোথাও যাবো না। ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া লোকদের প্রস্তুত করেন এবং তাদের জন্য ৬ শত উট এবং ৬ লাখ দিরহাম ব্যয় করেন। ইব্‌নুল আ'সাম এর ফুতূহ গ্রন্থে ষাট হাজার দীনার উল্লেখ করা হয়েছেন। ইব্‌ন আমেরও অনেক মাল দ্বারা তাদেরকে প্রস্তুত করেন। উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিন্‌ত উমর বসরা গমন করার ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে একমত হন। তবে তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ্ এ থেকে তাঁকে বিরত রাখেন। এবং তিনি নিজেও মদীনা ছাড়া অন্য কোথাও গমন করতে অস্বীকার করেন। ফলে এক হাজার অশ্বারোহীসহ হযরত আয়েশা রওয়ানা হন। ভিন্ন মতে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মক্কা-মদীনার নয় শত অশ্বারোহীর দল। তাঁদের সঙ্গে অন্যরাও যোগ দেয়। ফলে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনহাজার অশ্বারোহী।

আর উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) 'আস্‌ফার' নামক উটের পিঠে হাওদায় সওয়ার ছিলেন। ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া উরাইনা নামে জনৈক ব্যক্তির নিকট দুশ দীনার, ভিন্ন মতে ৮০ দীনার বা কম-বেশি দামে উটটি ক্রয় করেছিলেন। আয়েশা (রা)-কে বিদায় জানাতে উম্মুল মু'মিনীনগণ তাঁর সঙ্গে 'যাতু ইরক' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে আসেন। সেখানে তাঁরা তাঁকে বিদায় জানাতে

গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। লোকেরা কৃত্রিম কান্নাও কাঁদে। এ দিনটি 'ইয়াওমুন নহীব' তথা উচ্চৈঃস্বরে কান্নার দিন নামে পরিচিত। লোকেরা বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। আয়েশা (রা)-এর নির্দেশক্রমে তাঁর ভাগ্নে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (তাবারীর বর্ণনা মতে আব্দুর রহমান ইব্ন আত্তাব ইব্ন আসীদ) লোকদের নামাযে ইমামতি করেন এবং মারওয়ান ইব্নুল হাকাম নামাযের সময় আযান দেন। রাত্রিবেলা পথ অতিক্রমকালে তাঁরা 'হাওয়াব' নামক কূপের কাছে পৌঁছে কুকুরের আওয়াজ শুনতে পান। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করেন, এ স্থানটির কি নাম ? লোকেরা বললো 'হাওয়াব'। তিনি এক হাতের উপর অপর হস্ত স্থাপন করে বললেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আমি ফিরে যেতে চাই। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন ? তিনি বললেন ঃ

سمعت رسول الله ﷺ يقول لنسائه : وليت شعرى أيتكن التى تنبحها كلاب الحواب ـ

আমি রাসূল ﷺ-কে তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ হায়! আমি যদি জানতাম, তোমাদের মধ্যে কারজন্য হাওয়াবের কুকুর ক্রন্দন করবে!' তারপর তিনি উটের বাহুতে আঘাত করে তাকে বসান এবং বলেন ঃ আমাকে ফিরিয়ে নাও, আমাকে ফিরিয়ে নাও, আল্লাহ্র কসম! আমিইতো হলাম হাওয়াব কুয়োর অধিবাসিনী।' ইতোপূর্বে সূত্র আর শব্দমালা যোগে আমরা দালাইলুন নবুওয়াত অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছি। তাই লোকজনও তাদের উট একদিন একরাত্র সেখানে বসিয়ে রাখে। এরপর আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তাকে বললেন ঃ

ان الذى اخبرك ان هذا ماء الحواب قد كذب ـ

'যে আপনাকে বলেছে যে, এটা হাওয়াব কুয়ো, সে মিথ্যা বলেছে।' (ইব্ন যুবায়র আয়েশা (রা)-এর নিকট ৫০ জন লোক হাযির করেন, যারা এ মর্মে সাক্ষ্য দান করেন যে, এটা হাওয়াব কুয়ো নয়। আর এ ছিল ইসলামে সর্বপ্রথম মিথ্যা সাক্ষ্য)। এরপর লোকেরা বলে উঠে ঃ বাঁচাও! বাঁচাও ! এ যে আলী ইব্ন আবূ তালিবের সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। 'চল বসরা অভিমুখে রওয়ানা হও'। বসরার নিকট পৌঁছে তিনি আহ্নাফ ইব্ন কায়স এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, তিনি বসরার নিকট এসে গেছেন। তখন উসমান ইব্ন হুনাইফ, ইমরান ইব্ন হুসাইন এবং আবুল আসওয়াদ দুয়েলীকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন, যাতে তাঁরা জানতে পারেন যে, তাঁর আগমনের হেতু কি। তাঁরা তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চান যে, কি জন্য তাঁর আগমন? তিনি তাঁদেরকে জানান যে, যে জন্য তিনি এসেছেন তা হলো উসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করা। কারণ, অন্যায়ভাবে হারাম মাসে হারম নগরীতে তিনি নিহত হয়েছেন। এ সময় তিনি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ـ

'তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নিহিত নেই; তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান-খয়রাত কিংবা নেক কাজ কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে, আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত, আমি অচিরেই তাকে দান করবো মহা পুরস্কার। যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার নিকট সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে সেদিকেই ফেরাবো যেদিক সে অবলম্বন করে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল (নিসা ৪ : ১১৪-১১৫)।

এরপর তাঁরা দু'জন তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে তালহা (রা)-এর নিকট গমন করে এবং তাঁকে বলেন : আপনার আগমনের হেতু কি? তিনি বললেন, 'উসামন (রা)-এর রক্তের বদলা দাবি করা।' তাঁরা উভয়ে বললেন, আপনি কি আলী (রা)-এর বায়'আত করেননি'? তিনি বললেন, করেছি বটে; তবে তখন আমার গর্দানে তরবারি ঝুলছিল, তবে তিনি যদি উসমান (রা)-এর হত্যাকারী এবং আমাদের মধ্যে অন্তরায় না হন তাহলে আমি তার মুখোমুখি হবো না। তাঁরা উভয়ে যুবায়র (রা)-এর নিকট গমন করেও অনুরূপ কথা বললেন। এরপর ইমরান এবং আবুল আসওয়াদ উসমান ইব্‌ন হুনাইফের নিকট গমন করলে আবুল আসওয়াদ বললেন :

يا بن الاحنف قد اتيتُ فانفر * وطاعن القوم وجالد واصبر واخرج لهم مستلئما وشمر -

হে ইব্‌ন আহনাফ! (এ ক্ষেত্রে তারীখে তাবারী এবং তারীখে কামিল-এ ইব্‌ন হুনাইফ উল্লেখ আছে) আমি এসেছি, তাই তুমি বের হও, লোকজনের সঙ্গে তীর আর তলোয়ার নিয়ে খেলা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। তাদের বিরুদ্ধে বর্ম পরিহিত যুবকদেরকে নিয়ে বের হও এবং প্রস্তুত হও।

তখন উসমান ইব্‌ন হুনাইফ বললেন :

إنا لله وإنا إليه راجعون ، دارت رحا الاسلام ورب الكعبة، فانظروا باى زيقان نزيف -

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। কা'বার রবের কসম, ইসলামের চাকা ঘুরে গেছে। লক্ষ্য করো, আমরা কেমন চাল চালি'। তখন ইমরান বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, সে তোমাকে দীর্ঘকাল ধরে রগড়াবে।' উসমান ইব্‌ন হুনাইফ একটা মারফূ হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেন, যা ইব্‌ন মাসঊদ সূত্রে বর্ণিত আছে :

تدور رحا الاسلام لخمس وثلاثين -

৩৫ সালে ইসলামের চাকা ঘুরবে। হাদীসটি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উসমান ইব্‌ন হুনাইফ ইমরান ইব্‌ন হুসাইনকে বলেন : আমাকে পরামর্শ দিন। তিনি বললেন, পৃথক হয়ে যাও, আমি অবস্থান স্থলে বসে আছি। অথবা বলেছেন, আমি আমার উটের পিঠে বসে আছি। তিনি চলে গেলে উসমান বললেন : বরং আমীরুল মু'মিনীন-এর আগমন পর্যন্ত আমি তাঁদেরকে ঠেকাবো। তাই তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করেন এবং অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং মসজিদে সমবেত হতে বলেন। মসজিদে সমবেত হলে তিনি সকলকে

প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। উসমান সবেমাত্র মিম্বরে উঠেছেন, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে ঃ

ايها الناس إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خائفين فقد جاؤوا من بلد بأمن فيه الطير ، وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته، فاطيعون وردوهم من حيث جاؤوا ـ

লোক সকল! এসব লোক যদি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এসে থাকে তাহলে তারা এমন এক নগর থেকে এসেছে, সেখানে পশু-পাখিও নিরাপদ; আর যদি তারা উসমান (রা)-এর রক্তের বদলার দাবি নিয়ে এসে থাকে তাহলে আমরা তো তাঁর হত্যাকারী নই। সুতরাং আমার আনুগত্য করে এবং তারা যেখান থেকে এসেছে সেখানে তাদেরকে ফেরৎ পাঠাও।' তখন আসওয়াদ ইব্ন সুরাই সাদী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'তারাতো এসেছে উসমান-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের এবং অন্যদের থেকে সাহায্য নেযার জন্য'। এ সময় লোকেরা তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে। তখন উসমান ইব্ন হুনাইফ বুঝতে পারে যে, বসরায় উসমান (রা)-এর হত্যাকরীদের সাহায্য-সহায়তাকারী লোকজন বর্তমান আছে। এটা তিনি পছন্দ করতে পারেননি। আর উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে বসরায় উপস্থিত হন। তাঁরা বসরার সন্নিকটে আল-মারবাদ-এর উচ্চ ভূমিতে অবস্থান নেন। আর বসরার লোকদের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চায় তারা তাঁর নিকট গমন করে।

ইতিমধ্যে উসমান ইব্ন হুনাইফও সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং আল-মারবাদ-এ এসে মিলিত হন। আর তালহা যিনি ডান দিকের বাহিনীর অধিকর্তা ছিলেন, তিনি কথা বললেন। তিনি উসমান (রা)-এর হত্যার বদলা নেয়ার জন্য উদ্দীপ্ত করেন, এজন্য দাবি তোলেন। আর যুবায়র (রা)ও তাঁর অনুসবণ কবেন। তালহা (রা)-এর মতো তিনিও কথা বলেন। উসমান ইব্ন হুনাইফের সেনাদলের কিছু লোক তাঁদের উভয়ের কথার জবাব দেন। এরপর উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) কথা বলেন এবং যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করেন। উভয় পক্ষের সৈন্যদের কিছু লোক পরস্পরকে গালি দেয়। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে চলে প্রস্তর নিক্ষেপ। এরপর লোকেরা একে অপরকে বাধা দেয় এবং প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন বৃত্তে ফিরে যায়। উসমান ইব্ন হুনাইফের সৈন্যদের একটা দল হযরত আয়েশা (রা)-এর সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং হামলা শুরু হয়। হারিসা ইব্ন কুদামা সা'দী (তাবারী এবং কামিল-এর বর্ণনামতে জারিয়া ইব্ন কুদামা) এসে বলেন, উম্মুল মু'মিনীন! অস্ত্রশস্ত্রের লক্ষ্যস্থল হয়ে এ উটের পিঠে আরোহণ করে আপনার গৃহ থেকে বহির্গত হওয়ার তুলনায় উসমান (রা)-এর নিহত হওয়া তুচ্ছ বিষয়। আপনি স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে এসে থাকলে যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যান। আর যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে এসে থাকেন তাহলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে লোকদের নিকট সাহায্য কামনা করুন। উসমান ইব্ন হুনাইফের সৈন্যদের অধিকর্তা হাকীম ইব্ন জাবালা উসমান (রা)-এর ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর সঙ্গী-সাথীরা নিজেদের হস্ত সংবরণ করে নেন, ... থাকেন আর হাকীম-এর বাহিনী তাদের উপর হামলা চালাতে থাকে। তারা ... আয়েশা (রা) তাঁর সঙ্গীদেরকে ডান দিকে চলার নির্দেশ

দেন। তাঁরা ডান দিকের পথ ধরে বনু হাওয়াযিনের গোরস্তান পর্যন্ত চলে যান। তাঁদের মধ্যে রাত অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে তারা যুদ্ধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাঁরা তুমুল যুদ্ধ করেন। বেলা গড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ইব্ন হুনাইফের বিপুল লোক নিহত হয়। উভয় পক্ষে অনেকেই আহত হয়। যুদ্ধ তাদেরকে কচুকাটা করলে তারা শর্ত সাপেক্ষে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে।

শর্ত এই যে, লিখিত চুক্তি হবে এবং মদীনাবাসীদের নিকট দূত প্রেরণ করে জিজ্ঞেস করা হবে। তালহা ও যুবাইর বাধ্য হয়ে বায়'আত করেছেন কি-না, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে উসমান ইব্ন হুনাইফ বসরা খালি করে এখান থেকে চলে যাবেন। আর বায়'আতের জন্য তাঁদেরকে বাধ্য করা নাহলে তারা সেখান থেকে চলে যাবেন এবং এলাকা তাদের জন্য খালি করে দেবেন। এমর্মে তারা কাযী কবি ইব্ন সূরকে প্রেরণ করেন। তিনি শুক্রবার লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ তালহা ও যুবায়র কি স্বেচ্ছায় বায়'আত করেছেন না বাধ্য হয়ে? লোকেরা চুপ, কারো মুখে কোন কথা নেই। অবশেষে উসামা ইব্ন যায়দ বললেন ঃ না, বরং তাঁরা বাধ্য হয়ে বায়'আত করেছেন। কিছু লোক তাঁর দিকে তেড়ে এসে তাকে মারতে উদ্যত হয়। মুহায্‌ব এবং আবূ আইউবসহ একদল লোক এগিয়ে এসে তাঁকে রক্ষা করেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন আপনি আমাদের মতো নীরবতা অবলম্বন কললেন না কেন? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, পরিস্থিতি এত দূর গড়াবে, আমি তা ভাবতে পারিনি।'

হযরত আলী (রা) উসমান ইব্ন হুনাইফকে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, তাদের দু'জনকে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য বাধ্য করা হয়নি; অবশ্য ঐক্য এবং কল্যাণের জন্য তাঁদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁরা যদি পৃথক হয়ে যেতে চান তবে তাঁদের কোন ওযর নেই; অবশ্য তাঁরা যদি অন্য কিছু চান, তবে তারাও ভেবে দেখুন, আমরাও ভেবে দেখবো। কা'ব ইব্ন সাওর আলী (রা)-এর পত্র নিয়ে উসমান ইব্ন হুনাইফের নিকট আগমন করলে তিনি তাঁকে বলেন ঃ আমরা সে বিষয় নিয়ে ভাবছি, এটা তার থেকে ভিন্নতর বিষয়। তালহা এবং যুবায়র উসমান ইব্ন হুনাইফকে তাঁদের উভয়ের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য পয়গাম প্রেরণ করলে তিনি উপস্থিত হতে অস্বীকার করেন। ফলে তারা উভয়ে অন্ধকার রাত্রে লোক একত্র করে তাদেরকে নিয়ে ইশার নামাযে জামে মসজিদে হাযির হন। কিন্তু উসমান ইব্ন হুনাইফ সে রাত্রে বের হননি। ফলে আব্দুর রহমান ইব্ন আত্তাব ইব্ন আসীদ লোকজনকে নিয়ে নামায আদায় করেন।

বসরার নিকৃষ্ট লোকদের পক্ষ থেকে বিতণ্ডা ও মারপিট সংঘটিত হয়। ফলে তাদের মধ্য থেকে আনুমানিক ৪০ জন লোক নিহত হয়। লোকজন উসমান ইব্ন হুনাইফের প্রাসাদে প্রবেশ করে তাঁকে বের করে তালহা এবং যুবায়রের নিকট নিয়ে আসে এবং তার মুখের সমস্ত পশম উপড়ে ফেলে। তালহা এবং যুবায়র এ ঘটনাকে গুরুতর মনে করে আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, তার পথ ছেড়ে দাও। ফলে তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকরকে বায়তুল মালের কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। এবং তালহা ও যুবায়র লোকদের মধ্যে বায়তুল মালের সম্পদ বিতরণ করেন এবং (বণ্টনের ক্ষেত্রে) আনুগত্যশীলদেরকে অগ্রাধিকার দান করেন। রসদ সংগ্রহ করার জন্য লোকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ড ভিড় জমায়। তারা রক্ষীদেরকে পাকড়াও করে এবং

বস্‌রার একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠে। এভাবে উসমান (রা)-এর হত্যাকারী এবং তাদের সহায়কদের একটা দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ফলে প্রায় তিনশ সৈন্যের একটা দলে তারা অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাদের অগ্রভাগে ছিলেন হাতীম ইব্‌ন জাবালা। আর তা ছিল উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের অন্যতম। ফলে তারা বেরিয়ে এসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এক ব্যক্তি হাকীম ইব্‌ন জাবালার পায়ে তরবারি দ্বারা আঘাত করলে তা কেটে যায়। সে কর্তিত পা হাতে নিয়ে তা দ্বারা আঘাত করলে হামলাকারী মারা যায়। তারপর সে ত্যতে ঠেস দিয়ে বলে।

يا ساقُ لن تراعى * ان لك ذراعى

احمى بها كراعى

হে মোর পায়ের গোছা,
কখনো ভাববে না যে, তুমি আমার বাহু
যদ্দ্বারা আমি আমার গোছা রক্ষা করবো।

তিনি আরো বলেন ঃ

ليس على ان أموت عار * والعارُ فى الناس هو الفرارُ

والمجدُ لا يفضحه الدمارُ

'আমি যদি মারা যাই তাতে লজ্জার কিছু নেই
মানুষের মাঝে লজ্জার বিষয় হলো পলায়ন করা
আর বিনাশ ম্লান করে না শ্রেষ্ঠত্বকে।'

তিনি যখন পায়ে মাথা ঠেস দিয়েছিলেন, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে জিজ্ঞেস করে কে তোমাকে হত্যা করেছে ? সে বলল, 'আমার বালিশ'। হাতীম ইব্‌ন জাবালা নিহত হয়ে যায়। তার সঙ্গে উসমান(রা)-এর হত্যাকারীদের মধ্যে মদীনাবাসীদের মধ্য থেকেও আনুমানিক সত্তরজন লোক মারা যায়। আর বসরাবাসীদের মধ্যে তালহা এবং যুবায়রের বিরোধীদের অন্তর দুর্বল হয়ে যায়। কথিত আছে, বসরাবাসীরা তালহা যুবায়রের বায়'আত করেছিলেন। আর যুবায়র (রা) এক হাজার অশ্বারোহী প্রস্তুত করেছিলেন, এদেরকে নিয়ে তিনি আলী (রা)-এর আগমনের পূর্বেই তাদের সঙ্গে সংঘাতে প্রবৃত্ত হবেন। কিন্তু কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। তারা সিরিয়াবাসীদেরকে সুসংবাদ দান করে একথা লিখে জানায়। এটা ৩৬ হিজরী সালের ২৫ রবিউস সানীর ঘটনা। হযরত আয়েশা (রা) যায়দ ইব্‌ন সাওহানের নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেন। তাঁকে তাঁর সাথে থাকার জন্যও আহ্বান জানান। তা না করলে তিনি যেন হস্ত সংবরণ করে নিজগৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন'। অর্থাৎ কোন পক্ষ যেন অবলম্বন না করেন। তিনি বলে পাঠান, আপনি যতক্ষণ নিজ গৃহে আছেন ততক্ষণ আমি আপনার সাহায্য করবো। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন ঃ

رحم الله ام المؤمنين امرها الله ان تلزم بينتها وامرنا إن نقاتل ، فخرجت من منزلها وآمرتنا بلزوم بيوتنا التى كانت هى احق بذالك منا ـ

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে গৃহে অবস্থান করার এবং আমরা (পুরুষদেরকে) জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজে গৃহ থেকে বের হয়ে আমাদেরকে গৃহে অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আমাদের চাইতে গৃহে অবস্থান গ্রহণ করার তিনিই বেশি হকদার।

আয়েশা (রা) ইয়ামামা এবং কূফাবাসীদের প্রতিও অনুরূপ পত্র প্রেরণ করেন।[১]

শাম এর পরিবর্তে হযরত আলী (রা)-এর মদীনা হতে বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

হযরত আলী (রা) যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) গমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা)-এর বসরাভিমুখী হওয়ার সংবাদ অবগত হলেন। তখন তিনি জনতাকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি লোকদের বসরা যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। উদ্দেশ্য সম্ভব হলে প্রতিপক্ষকে বসরা প্রবেশে বাধা দেওয়া; আর তারা সেখানে প্রবেশ (ও দখল) করে থাকলে তাদের উৎখাত করা। কিন্তু অধিকাংশ পবিত্র মদীনাবাসী এতে অনীহা প্রকাশ করল এবং অতি অল্পসংখ্যক লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। শা'বী (র)-এর বর্ণনা মতে বদরী (সাহাবী)-গণের মধ্যে মাত্র ছয়জন বা সাতজন বা নয়জন একাজে তাঁকে সঙ্গ দিতে উদ্বুদ্ধ হলেন। অন্যদের মতে এ সংখ্যা ছিল চারজন। ইব্ন জারীর প্রমুখ উল্লেখ করেছেন, তাঁর আহ্বানে সাড়াদানকারী প্রবীণ সাহাবীদের মধ্যে (উল্লেখযোগ্য) ছিলেন, ১. আবুল হায়ছাম ইবনুত্ তায়্যিহান, ২. আবু ক্বাতাদা আনসারী, ৩. যিয়াদ ইব্ন হানযালা ও ৪. খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা)। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, ইনি একাই দুইসাক্ষীর সমান হওয়ার মর্যদাধারী খুযায়মা নন। কেননা, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর আমলে।

হযরত আলী (রা) পূর্বোল্লিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পবিত্র মদীনা হতে বসরার উদ্দেশ্যে সফর শুরু করলেন। তবে তিনি পবিত্র মদীনায় তামাম ইব্ন আব্বাস ও পবিত্র মক্কায় কুছম ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর নায়িব (ভারপ্রাপ্ত) নিয়োগ করলেন। এটি হিজরী ছত্রিশ সনের রবিউস্সানী মাসের শেষ দিককার ঘটনা। আলী (রা) পবিত্র মদীনা হতে নয়শত যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে বের হলেন।[২] রাবযায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাতকালে তাঁর (আলী রা) ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন! আপনি পবিত্র মদীনাহ্ ছেড়ে চলে যাবেন না। কেননা, আপনি এখান থেকে বের হয়ে গেলে আর কখনো মুসলমানদের রাজত্ব-প্রতিপত্তি এখানে ফিরে আসবে না।" এ কথায় কেউ কেউ হযরত ইব্ন সালামকে গালি দিলে হযরত আলী (রা) তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তাঁকে গালমন্দ কর না। তিনি নবী ﷺ-এর সাহবীগণের মধ্যে কতই না উত্তম ব্যক্তি!'

পথিমধ্যে হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) এসেও পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, 'আমি (বহুকাজে) আপনাকে নিষেধ করেছি, কিন্তু আপনি আমার কথা শুনেন নি। আগামী দিনে অসহায় অবস্থায় আপনাকে হত্যা করা হবে। তখন কেউ আপনার সাহায্যকারীরূপে উপস্থিত থাকবে না।"

---

১. দ্রষ্টব্য ঃ তাবারী ৫/১৮১/ ১৮২.

২. ইব্ন জারীর তাবারীর বর্ণনা মতে তাঁর সহযাত্রী লোকদের সংখ্যা ছিল সাত শত জন।

আলী (রা) বললেন, 'তুমি সব সময় আমার জন্য মেয়েদের ন্যায় মায়াকান্না কেঁদে থাক! এমন কোন্ বিষয়টি আছে যাতে তুমি আমাকে নিষেধ করেছ, আর আমি তোমার কথা শুনিনি ?' হাসান (রা) বললেন, 'কেন, হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পূর্বে আমি কি আপনাকে পবিত্র মদীনা থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে বলেছিলাম না, যাতে সেখানে আপনার উপস্থিতিকালে তাঁর হত্যা সংঘটিত না হয় এবং এ প্রসঙ্গে কেউ কিছু বলার বা কোন মন্তব্যকারী কিছু মন্তব্য করার সুযোগ না পায় ? আমি আপনাকে বলেছিলাম না যে, উসমান (রা)-এর শাহাদতের পরে (ইসলামী রাষ্ট্রের) সকল নগরীর লোকেরা আপনার কাছে তাদের বায়'আত ও আনুগত্যের স্বীকারোক্তি না পাঠানো পর্যন্ত আপনি (আপনার খলীফা হওয়ার অনুকূলে মদীনার জনগণের বায়'আত গ্রহণ করবেন না ? এই মহিলা (হযরত আয়েশা রা) এবং এ দুই ব্যক্তি [হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা)] আপনার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হবার সময় তারা আপোসরফা না করা পর্যন্ত আমি আপনাকে ঘরে (নিরবে) অবস্থান করতে বলেছিলাম, এগুলির কোন ব্যাপারেই আপনি আমার কথা শুনেন নি।'

জবাবে আলী (রা) বললেন, শোন, উসমান (রা) হত্যার পূর্বে পবিত্র মদীনার বাইরে চলে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার পরামর্শ, তার ব্যাপার তো এই যে, সে যেমন (বিদ্রোহীদের দ্বারা) বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল আমরাও তদ্রূপ বেষ্টিত হয়ে পড়েছিলাম। সকল নগরবাসীর বায়'আতের পূর্বে আমার (পবিত্র মদীনায়) বায়'আত গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আমি এই বিষয়টি (ইসলামী রাষ্ট্রের সংহতি) নষ্ট হয়ে হাওয়া অপছন্দ করেছিলাম। আর এ লোকেরা তাদের পথে চলে যাওয়ার পরে আমার নিরবে বসে থাকার বিষয়টি– তুমি কি আমার কাছে এরূপ আচরণ আশা কর যে, আমি সে 'গণ্ডার'-এর ন্যায় যে যাকে বেষ্টন করে দেয়ার পরে বলা হবে যে, সে-টি এখানে নেই; (অর্থাৎ ভীতু হয়ে আত্মগোপন করে থাকবে।) পরে তার গোড়ালির হাড়ে আঘাত করা হলে তখন সে বেরিয়ে আসবে! এ সংকটে আমার যা করণীয় ও অপরিহার্য কর্তব্য। আমি তাতে উদগ্রীব না হলে আর কে উদগ্রীব হবে? কাজেই, প্রিয় সন্তান, আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে দাও।'

যখন তাঁর কাছে বসরাবাসীদের কর্মতৎপরতার সংবাদ পৌঁছল (যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি) তখন আলী (রা) মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা) ও মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর (রা)-কে এক পত্রসহ কূফাবাসীদের কাছে পাঠালেন। পত্রে তিনি লিখলেন, আমি অন্যান্য নগরবাসীর বিপরীতে তোমাদের গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদের প্রতি আশান্বিত হয়েছি এবং যা কিছু ঘটে গিয়েছে তাতে সন্ত্রস্ত হয়েছি। কাজেই তোমরা আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী ও সহায়তা দানকারী হও। আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের যোগান দাও এবং আমাদের সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হও। আমাদের উদ্দেশ্য পরিস্থিতির সংস্কার-সংশোধন, যাতে এ উম্মাত পুনরায় ভাই ভাই হয়ে যায়।[১] পত্র নিয়ে তারা দুইজন চলে গেল। আলী (রা) পবিত্র মদীনায় লোক পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও বাহন আনিয়ে নিলেন। তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দিয়ে বললেন, মহান আল্লাহ্ ইসলাম দ্বারা আমাদের যিল্লতী-মর্যাদাহীনতা, সংখ্যাস্বল্পতা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ-বিভেদের পরে আমাদের

১. তাবারীতে আরও আছে – "যারা এটা পছন্দ করবে ও একে প্রাধান্য দিবে তারা সত্যকে ভালবাসবে এবং তাকে প্রাধান্য দিবে। আর যারা এটা অপছন্দ করবে তারা সত্যকে অপছন্দ করবে ও তাকে প্রশমিত করবে।

সম্মানিত, সমুন্নত ও ভাই-ভাই করেছেন। যতদিন মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল মানুষেরা সে অবস্থায় কাটিয়েছে। ইসলাম ছিল তাদের দীন—ধর্ম, ন্যায় ও সত্য ছিল তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং (আল্লাহ্‌র) কিতাব ছিল তাদের ইমাম ও পরিচালক। অবশেষে 'ইনি' সেসব সন্ত্রাসীদের হাতে শহীদ হলেন, এ উম্মতের মধ্যে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য শয়তান যাদের উস্‌কে দিয়েছে। শুনে রাখ! এ উম্মতও অবশ্যই বহুধা বিভক্ত হবে, যেরূপে পূর্ববর্তী উম্মতগুলো বহুধা বিভক্ত হয়েছিল। কাজেই, যা অবশ্যই ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে আমরা মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আল্লাহ্ রক্ষা করুন!)

তিনি পুনরায় বলতে শুরু করলেন, যা অবশ্যম্ভাবী তা ঘটবেই! শুনে রাখ! এ উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে; যাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হবে সে উপদলটি যারা আমাকে ভালবাসবে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে আমল করবে না। তোমরা তাদের দেখতে পেয়েছ। কাজেই তোমরা তোমাদের দীনকে মজবুতরূপে ধরে রাখ এবং আমার আদর্শ অনুসারে কাজ করে যাও। কেননা তোমাদের নবীর আদর্শই। তোমরা তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং যে সব বিষয় তোমাদের কাছে জটিল বিবেচিত হয় এড়িয়ে চলবে এবং সেগুলোকে মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের মানদণ্ডে নিরীক্ষা করবে। যেগুলো কুরআনের স্বীকৃতি লাভ করবে, সেগুলো আঁকড়ে ধরবে এবং কুরআন যেগুলোকে অস্বীকার করবে তোমরা সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে। মহান আল্লাহ্‌কে রব ও বিধানদাতা প্রতিপালকরূপে, ইসলামকে দীনরূপে, মুহাম্মদ ﷺ -কে নবীরূপে এবং কুরআনকে বিচারক ও ইমামরূপে গ্রহণ করে তোমরা তুষ্ট থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, পরে আলী (রা) রাবাযা হতে প্রস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ইব্‌নু আবূ রিফাআ ইব্‌ন রাফি' তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন ? আপনার ইরাদা কী ? আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চান ?' তিনি বললেন, আমার ইরাদা ও উদ্দেশ্য সংশোধন ও আপোসরফা করা। যদি তারা তা গ্রহণ করে ও সাড়া দেয়। প্রশ্নকারী বললেন, যদি তারা তাতে সাড়া না দেয় ? আলী (রা) বললেন, তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করা নিয়ে থাকতে দিব, তাদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করব এবং সবর করব। প্রশ্নকারী বললেন, যদি তারা তাতে তুষ্ট না হয় ? আলী (রা) বললেন, যতক্ষণ তারা আমাদের এড়িয়ে চলবে, আমরাও তাদের এড়িয়ে থাকব। প্রশ্নকারী বললেন, যদি তারা আমাদের ছেড়ে না দেয় ? আলী (রা) বললেন, 'আমরা তাদের হতে সযত্নে দূরে সরে থাকব। প্রশ্নকারী (ইব্‌ন আবু রিফা'আ) বললেন, 'তবে ঠিক আছে।'

এ সময় হাজ্জাজ ইব্‌ন গাযিয়্যা আনসারী (রা) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি যেমন বক্তব্য দ্বারা সন্তুষ্ট করবেন তেমনি কর্ম দ্বারা আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করব। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ পাক যেহেতু আমাদেরকে 'আনসার' নামে অভিহিত করেছেন, তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আলী (রা) রাবাযায় অবস্থানকালে সেখানে তায় গোত্রের একটি দল আগমন করল। তাঁকে অবহিত করা হলো যে, এরা তায় গোত্রের লোক। তাদের কতক আপনার সঙ্গে অভিযানে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং অন্যরা আপনাকে সালাম করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ (তাদের) সকলকে কল্যাণের জাযা দান করুন। (তবে)

وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

আল্লাহ্ ঘরে অবস্থানকারীদের তুলনায় মুজাহিদদের বিরাট বিনিময়ের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (নিসা– ৪ ঃ ৯৫)

এরপর আলী (রা) তাঁর লোকবল ও সাজ-সরঞ্জামসহ রাবাযা হতে সফর শুরু করলেন। তিনি একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রীতে আরোহী ছিলেন এবং একটি ছাই (খয়েরী) বর্ণের ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে চলছিলেন। তিনি 'যায়দ'[১] পর্যন্ত পৌঁছলে বনু আসাদ ও তায় গোত্রের একটি দল এসে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার আবেদন করলো। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে যারা আছে তারাই যথেষ্ট। এ সময় কূফার অধিবাসী 'আমির ইব্ন মাতার শায়বানী-আগমন করলে আলী (রা) তাকে বললেন, ও দিককার খবরাখবর কি ? সে খবরাদি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি আবূ মূসা (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমির বলল, আপনি আপোস করতে চাইলে আবূ মূসা তার সংগে আছেন, আর আপনি যুদ্ধ করতে চাইলে তিনি তাতে নেই। আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, যারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তাদের সঙ্গে আপোসরফা করাই আমার উদ্দেশ্য। তিনি সফর অব্যাহত রাখলেন। কূফার সন্নিকটে পৌঁছে যখন তিনি সেখানে তার লোকদের উপরে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাসমূহ তথা হত্যা, বসরা হতে 'উসমান ইব্ন হুনায়ফ (রা)-এর বহিষ্কার এবং বিদ্রোহীদের বায়তুলমাল দখল করে নেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হলেন তখন বলতে লাগলেন–

اللّٰهم عافنى مما ابتليت به طلحة والزبير ـ

হে আল্লাহ্! আপনি তালহা ও যুবায়র (রা)-কে যাতে আক্রান্ত করেছেন তা হতে আমাকে মুক্ত রাখুন! আলী যু-কার পৌঁছলে বিধ্বস্ত উসমান ইব্ন হুনায়ফ (রা) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন, তখন তাহার মুখমণ্ডলে একগাছি চুলও ছিল না। উসমান (রা) বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ? আপনি যখন আমাকে বসরায় পাঠিয়েছিলেন তখন আমার মুখে দাড়ি ছিল; এখন আমি আপনার নিকট দাড়িবিহীন কিশোরের চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আলী (রা) বললেন, তুমি কল্যাণ ও বিনিময় লাভ করেছ। এ সময় তালহা (রা) ও যুবায়র (রা) সম্পর্কে বললেন, 'হে আল্লাহ্! তারা যে সংকটের গিরা লাগিয়েছে তা খুলে দিন, তারা তাদের মনে মনে যে সিদ্ধান্ত পোষণ করছে তা চূড়ান্ত করবেন না এবং তাদের কৃতকর্মের মন্দ– চলমান বিষয়ে তাদের দেখিয়ে দিন। আলী (রা) মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা) ও মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর (রা)-কে যে পত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তার জবাবের অপেক্ষায় যু-কারে অবস্থান করতে লাগলেন।

তারা দু'জন তাঁর পত্র নিয়ে আবূ মূসা (রা)-এর কাছে পৌঁছেছিলেন এবং নির্দেশ অনুসারে জনতার সামনে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। কিন্তু তাদের আহ্বানে কোন প্রকার সাড়া দেয়া হচ্ছিল না। সন্ধ্যা হলে কতক ধীমান (দরকারী?) ব্যক্তি আবূ মূসা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে আলী (রা)-এর প্রতি আনুগত্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করলে তিনি বললেন, এটি তো গত দিনের ব্যাপার। এ কথায় দুই মুহাম্মাদ (ইব্ন আবূ বকর ও ইব্ন জা'ফর) ক্রোধান্বিত হয়ে আবূ মূসা (রা)-কে

১. 'কায়দ' পবিত্র মক্কা ও কূফার মধ্যবর্তী অবস্থানে একটি উপশহর। (মু'জাম)

অত্যন্ত শক্ত কথা শোনালেন। আবূ মূসা (রা) তাদের দুইজনকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! উসমান (রা)-এর বায়'আত আমার ঘাড়ে ও তোমাদের নেতার (আলী রা) ঘাড়ে বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য হলে আমরা উসমান হত্যাকারীদের ব্যাপারে নিষ্পত্তিতে না পৌঁছে– তারা যারাই হোক এবং যেখানেই থাক– কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব না!" তখন মুহাম্মদদ্বয় যু-ফারে অবস্থানরত আলী (রা)-এর কাছে ঘিরে গিয়ে তাঁকে সব খবর অবহিত করলেন। আলী (রা) আশতারকে বললেন, তুমি তো আবূ মূসা-র আপন লোক এবং সবকিছুতে তুমি নাক গলিয়ে থাক। এখন তুমি ও ইব্ন আব্বাস (রা) গিয়ে যা কিছু সর্বনাশ ঘটিয়েছ তার সংশোধন কর। তারা দুইজন চলে গেলেন এবং কূফায় পৌঁছে আবূ মূসা (রা)-এর সঙ্গে কথা বললেন। তারা কূফার একদল লোক সঙ্গে নিয়ে আবূ মূসা (রা)-এর উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করলেন।

আবূ মূসা (রা) তখন লোকদের সামনে এ ভাষণ দিলেন– "হে মানবমণ্ডলী! মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণ যারা তাঁর সঙ্গ-সান্নিধ্য লাভ করেছেন তারা আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে যারা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেনি, তাদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ। আমাদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে; আমি তোমাদের প্রতি সদুপদেশের দায়িত্ব পালন করছি। যথার্থ করণীয় ছিল এই যে, তোমরা মহান আল্লাহ্র সুলতান (খলীফা)-এর প্রতি অবমাননার আচরণ করবে না এবং তাঁর ব্যাপারে অতি দুঃসাহস দেখাবে না। চলমান সংকট ও ফিতনাটি এমন এক ফিতনা যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রতের চেয়ে উত্তম, জাগ্রত ব্যক্তি নিরপেক্ষ অবস্থানকারীর (উপবিষ্ট) চেয়ে উত্তম, উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি আরোহীর চেয়ে উত্তম এবং আরোহী ব্যক্তি ছুটাছুটিকারীর চেয়ে উত্তম। তরবারিগুলো খাপবদ্ধ করে রাখ, তীর-বর্শাগুলোর ফলা খুলে রাখ। ধনুকের ছিলাগুলো ছিঁড়ে ফেল এবং নিপীড়িত নির্যাতিতদের আশ্রয় প্রদান কর— যতক্ষণ না বিষয়টি জোড়া লেগে যায়, সংকট মেঘমুক্ত হয়।" তখন আশতার ও ইব্ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে সব খবর অবহিত করলেন। আলী (রা) হাসান (রা) ও 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-কে পাঠালেন এবং আম্মার (রা)-কে বললেন, যাও, যা নষ্ট করেছ তা সংস্কার কর।

তাঁরা দু'জন গিয়ে (কূফার) মসজিদে প্রবেশ করলে সর্বাগ্রে মাসরূক ইব্নুল আজদা তাদের সালাম করলেন। তিনি আম্মার (রা)-কে বললেন, 'তোমরা কিসের ভিত্তিতে উসমান (রা)-কে হত্যা করেছ ? তিনি বললেন, আমাদের মর্যাদাহানি করা ও আমাদের দেহে আঘাত করার কারণে। মাসরূক বললেন, আল্লাহ্র কসম! 'তোমরা তো যেমন আঘাত পেয়েছিলে তদনুরূপ প্রতিশোধ নাও নি, আর তোমরা সবর করলে তা সবরকারীদের জন্য অবশ্যই উত্তম হতো। এ সময় আবূ মূসা (রা) বেরিয়ে এসে হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আম্মার (রা)-কে বললেন, হে আবুল ইয়াবাজান ? তুমিও কি উসমান হন্তাদের তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলে ? আম্মার (রা) বললেন, না, আমি তা করি নি, তবে তা আমাকে দুঃখিত করেনি। তখন হাসান (রা) তাদের কথা কেটে দিয়ে আবূ মূসা (রা)-কে বললেন, আপনি মানুষদের আমাদের সঙ্গে যোগদানে নিরুৎসাহিত করছেন কেন? আমাদের উদ্দেশ্য তো পরিস্থিতির সংস্কার করা এবং আমীরুল মু'মিনীন (আলী) (রা)-এর ন্যায়

মানুষকে তো কোন বিষয়ে ভয় করা যায় না। আবূ মূসা (রা) বললেন, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত! তুমি সত্যিই বলেছ। কিন্তু পরামর্শ প্রার্থিত ব্যক্তি আমানতদার ও বিশ্বস্ততা রক্ষায় দায়বদ্ধ। নবী করীম ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি।

وانها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب -

"অচিরেই এমন ফিতনা দেখা দিবে যাতে উপবিষ্ট দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম এবং দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।[১] আল্লাহ্ আমাদের ভাই-ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের রক্ত (জীবন) ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছিলেন। এ কথায় আম্মার (রা) রাগান্বিত হয়ে আবূ মূসা (রা)-কে বকাবকি করলেন। তিনি সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে মানবমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিষয়টি একাকী তাকেই বলেছেন যে, সে ফিতনায় তোমার জন্য বসে থাকা তোমার দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে উত্তম হবে। এতে বনু তামীমের এক ব্যক্তি আবূ মূসা (রা)-এর পক্ষে রাগান্বিত হয়ে 'আম্মার (রা)-কে কটু কথা বলল এবং অন্য কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে উঠল।

আবূ মূসা (রা) লোকদের শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলেন। তখন প্রচণ্ড গোলমাল ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলে আবূ মূসা (রা) বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা শোন এবং আরবের শ্রেষ্ঠ উম্মতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় হয়ে থাক, যাদের কাছে মজলুমরা আশ্রয় নিবে এবং ভীত-সন্ত্রস্তরা নিরাপত্তা অনুভব করবে। "ফিতনা ও অরাজকতার আগমন মুহূর্তে তা অস্পষ্ট থাকে এবং বিদায় হওয়ার পরে তা স্পষ্ট হয়ে যায়।" তারপর তিনি লোকদের হাত গুটিয়ে রাখার ও নিজ নিজ ঘরে চুপচাপ অবস্থান করার আদেশ দিলেন। এ সময় যায়দ ইব্ন সুহান দাঁড়িয়ে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমীরুল মু'মিনীন ও মুসলমানদের নেতা (আলী রা)-এর কাছে চলে যাও। সকলেই তাঁর কাছে চলে এসো! কা'কা' ইব্ন 'আমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমীর (আবূ মূসা) যা বলেছেন তা-ই যথার্থ। কিন্তু জনতার জন্য একজন আমীর ও পরিচালক অপরিহার্য, যিনি জালিমকে প্রতিহত করবেন, মজলুমকে সহায়তা দিবেন এবং যাকে দিয়ে জনসংহতি ও শৃংখলা রক্ষিত হবে। আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা) এই কর্তব্য পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি ন্যায়সঙ্গত আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য শুধু পরিস্থিতি সংশোধন ও স্বাভাবিকীকরণ। কাজেই তোমরা তাঁর কাছে চলে যাও।

আবদু খাযা দাঁড়িয়ে বললেন, আজ মানুষ চার দলে বিভক্ত। ১. আলী (রা) তাঁর সহগামীদের নিয়ে কূফার বহিরাঞ্চলে, ২. তালহা ও যুবায়র (রা) বসরায়; ৩. মু'আবিয়া (রা) শামে এবং ৪. হিজাযে অবস্থানকারী দলটি যুদ্ধ করছে না, তবে তারা হিসাবযোগ্য নয়। তখন আবূ মূসা (রা) বললেন, ওরাই সর্বোত্তম দল এবং বর্তমান পরিস্থিতি একটি ফিতনা। (কাজেই নিরবতা ও নিরপেক্ষতা বাঞ্ছনীয়।) এর পরে লোকেরা পক্ষে বিপক্ষে যার যেমন অভিরুচি কথা বলতে লাগল। এ সময় 'আম্মার (রা) ও হাসান ইব্ন আলী (রা) মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং জনতাকে আমীরুল মু'মিনীনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাতে লাগলেন।

---

১. মুসলিম, ফিতান অধ্যায়, হাদীস, ১৩; বায়হাকী, দালাইল, ৬/৪০৮ আবূ বাকরা (রা) হতে।

তাঁদের আহ্বানে তারা বললেন, তিনি তো জনতার মাঝে সংহতি ফিরিয়ে আনতে চান। এ সময় আম্মার (রা) এক ব্যক্তির হযরত আয়েশা (রা)-কে গালমন্দ করছে শুনতে পেয়ে তাকে বললেন, চুপ কর। ঘেউ ঘেউ করিসনে! ধীক্কৃত, লাঞ্ছিত! আল্লাহ্‌র কসম! তিনি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -এর স্ত্রী। তবে আল্লাহ্ তাঁকে দিয়ে তোমাদের পরীক্ষায় ফেলেছেন এটা দেখার জন্য যে, তোমরা কি মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর কিংবা হযরত আয়েশা (রা)-এর। (এ বর্ণনা বুখারীর)

এ সময় হুজর ইব্‌ন আদী (র) দাঁড়িয়ে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমীরুল মু'মিনীনের কাছে চলে যাও। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

–তোমরা বেরিয়ে পড় হালকা ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে; এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান। (তাওবা - ৯ ঃ ৪১) অবস্থা চলছিল এই যে, যখনই কোন বক্তা দাঁড়িয়ে মানুষদের যুদ্ধ গমনে উদ্বুদ্ধ করত তখনই আবূ মূসা (রা) মিম্বরের উপর হতে মানুষদের নিরুৎসাহিত করতেন। আম্মার ও হাসান (রা)ও তাঁর সঙ্গে মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। এক পর্যায়ে হাসান ইব্‌ন আলী (রা) আবূ মূসা (রা)-কে বললেন, 'হতভাগা! আমাদের থেকে সরে যাও ! মাতৃহারা হও ! আমাদের মিম্বর ছেড়ে দাও!

একটি বর্ণনামতে, আলী (রা) আশতারকে পাঠিয়ে আবূ মূসা (রা)-কে কূফার আমীর পদ হতে অব্যাহতি দিলেন এবং সে রাতেই তাঁকে আমীরের বাসভবন হতে বের করে দিলেন। সাধারণ জনতা যুদ্ধযাত্রার আহ্বানে সাড়া দিল এবং হাসান (রা)-এর সঙ্গে স্থলে ও দাজলায় (টাইগ্রীস নদীপথে) নয় হাজার লোক বেরিয়ে পড়ল।[১] অপর একটি বর্ণনায় এ সংখ্যা ছিল বার হাজার একজন। তারা সকলে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলে তিনি একদল লোক সঙ্গে নিয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যু-ফারের পথিমধ্যে লোকদের স্বাগতম জানালেন। তাঁর সঙ্গে আগত লোকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ। স্বাগতম জানিয়ে তিনি লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হে কূফাবাসীগণ! তোমরা অনারব রাজাদের সম্মুখীন হয়েছ এবং তাদের দলবল ছিন্নভিন্ন করেছ। আমি তোমাদের ডাক দিয়েছি আমাদের বসরাবাসী ভাইদের মুখোমুখি হওয়ার উদ্দেশ্যে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তা-ই আমাদের কাম্য। তারা অস্বীকৃত হলে আমরা কোমলতা দ্বারা তাদের 'চিকিৎসা' করব– যতক্ষণ না তারাই জুলুমের সূচনা করে। কল্যাণ ও সুষ্ঠুতার যে কোন বিষয়কে আমরা বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টির যে কোন বিষয়ের উপরে প্রাধান্য দিব– ইনশা আল্লাহ্ তা'আলা।

লোকেরা যূ-কারে তাঁর কাছে সমবেত হলো। আলী (রা)-এর কাছে সমাগত লোকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন কা'কা' ইব্‌ন আমর, সা'দ ইব্‌ন মালিক,

১. আল কামিলের বর্ণনায় স্থলে ছয় হাজার দুই শত এবং নৌপথে দুই হাজার চারশত। (কামিল, ৩খ. ২৩১ পৃঃ; তাবারী, ৫/১৯১; ফুতূহ, ২/২৯২।

হিন্দ ইব্ন আম্‌র, হায়ছাম ইব্ন শিহাব, যায়দ ইব্ন সুহান, আশতার, 'আদী ইব্ন হাতিম, মুসায়্যিব ইব্ন নাজরা, ইয়াযীদ ইব্ন কায়স, হুজর ইব্ন 'আদী (রা) প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তি। সমগ্র আবদুল কায়স গোত্র আলী (রা)-এর অবস্থান ক্ষেত্র ও বসরার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর অপেক্ষায় ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার।

আলী (রা) কা'কা'-কে বসরায় তালহা ও যুবায়র (রা)-এর কাছে দূতরূপে পাঠালেন। তাদেরকে সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে এবং বিভেদ-বিভক্তি ও দলাদলিকে ভয়ংকর সাব্যস্ত করে। কা'কা' (র) বসরায় পৌঁছেছে প্রথমে আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, আম্মাজান! আপনি কেন এদেশে এলেন? তিনি বললেন, 'প্রিয় বৎস! মানুষদের মধ্যে আপোস-মীমাংসার উদ্দেশ্যে। কা'কা' (রা) তালহা ও যুবায়র (রা)-কে ডেকে আনার আবেদন করলেন। তাঁরা উপস্থিত হলে কা'কা' (রা) তাঁদের বললেন, "আমি উম্মুল মু'মিনীনকে এখানে আগমনের হেতু জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, মানুষদের মধ্যে আপোসরফা করার উদ্দেশ্যে। তারা দু'জন বললেন, আমরাও একই উদ্দেশ্যে।

কা'কা' (রা) বললেন, তবে আপনারা আমাকে অবহিত করুন, এ আপোসের পন্থা কী হবে? কিসের ভিত্তিতে হবে? আল্লাহ্‌র কসম। তা আমাদের বোধগম্য হলে আমরাও আপোসে সাড়া দিব; তা আমাদের বোধগম্য না হলে আপোস করতে পারব না। তারা দু'জন বললেন, উসমান হত্যাকারীদের বিষয়টি। কেননা, এটি বর্জন করা হলে তা হবে কুরআন বর্জন করা। কা'কা' বললেন, তাঁর হত্যাকারীদের মধ্যে বসরার লোকদের আপনারা হত্যা করেছেন। কিন্তু (একথা ঠিক নয় কি যে,) তাদের হত্যা করার পূর্বে আপনারা আজকের স্থিরতার চেয়ে অধিক স্থির পরিস্থিতির নিকটবর্তী ছিলেন। (অর্থাৎ তাদের হত্যা করার পর পরিস্থিতি আরও জটিল ও নাজুক হয়েছে, নয় কি?) আপনারা ছয় শত জনকে হত্যা করলে ছয় হাজার তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আপনাদের বর্জন করেছে এবং আপনাদের মধ্য হতে বের হয়ে গিয়েছে।

আপনারা হুরকুস ইব্ন যুহায়রকে পাকড়াও করার জন্য সন্ধান করলে ছ'হাজার লোক তাকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়িয়েছে। এখন যদি আপনারা তাদের ছেড়ে দেন তবে অন্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন আপনারা সে অপরাধে দায়ী হলেন। আর যদি আপনারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তারাও পাল্টা আঘাত হানে তবে তো আপনারা যে উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন এবং যা প্রতিরোধে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে আমি দেখতে পাচ্ছি তার চেয়ে যে বিষয়ের ভয়ে আপনারা ভীত-সন্ত্রস্ত তা অনেক সঙ্গীন রূপ ধারণ করবে। অর্থাৎ আপনাদের দৃষ্টিতে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় তথা উসমান হত্যাকারীদের হত্যা করা একটি কল্যাণকর্ম। কিন্তু তাতে এমন অকল্যাণ ও বিশৃংখলা জন্ম নিবে যা উক্ত কল্যাণের চেয়ে অধিক ভয়ংকর।

আর আপনারা যদি হুরকুস ইব্ন যুহায়র হতে উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে এ কারণে অক্ষম হয়ে থাকেন যে, তার হত্যাকারীদের হাত হতে তাকে সুরক্ষার জন্য ছয় হাজার লোক প্রস্তুত রয়েছে তবে তো চলমান পরিস্থিতিতে বর্জন করার ক্ষেত্রে আলী (রা)-এর অপারগতা অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি তো উসমান হন্তাদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারে নিশ্চিন্ত হওয়া পর্যন্ত তাদের হত্যা করার পরিকল্পনা মুলতবি করেছেন মাত্র। কারণ, জনতার মনোভাব ও বক্তব্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হয়ে রয়েছে। কা'কা' (রা) তাদের একথাও অবহিত করলেন যে, সংঘটিত এ

অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাবী'আ ও মুযার গোত্রের এক বিশাল বাহিনী সমবেত হয়ে রয়েছে।"

এ পর্যায়ে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বললেন, তোমার মতামত কি? কা'কা' (রা) বললেন, আমি বলতে চাই, যা কিছু ঘটেছে তার প্রথম ওষুধ হলো পরিস্থিতি শান্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা। পরিস্থিতি শান্ত হলেই ওরা ধরা পড়বে। কাজেই আপনারা আমাদের বায়'আত মেনে নিলে তা হবে কল্যাণের প্রতীক, রহমানের সুসংবাদের বার্তা ও হত্যা প্রতিশোধ গ্রহণের সূত্র। আর যদি আপনারা হটকারীতাই করতে থাকেন এবং নতুন নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে থাকেন তবে তা হবে অকল্যাণের প্রতীক ও (ইসলামী) রাজত্বের বিদায় ঘণ্টা। কাজেই শান্তি-শৃংখলাকে অগ্রাধিকার দিন, তা প্রাপ্তির সুযোগ গ্রহণ করুন এবং যেমন পূর্বেও ছিলেন, কল্যাণের চাবিকাঠি হোন। আমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিবেন না, তাতে আপনারাও তার সম্মুখীন হবেন এবং মহান আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের ধরাশায়ী করবেন। আল্লাহ্র কসম! আমি আমার এ বক্তব্য পেশ করছি এবং আপনাদের এ দিকে আহ্বান করছি। তবে আমি শংকিত যে, বিষয়টি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে না– যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মত হতে তাঁর চাহিদা মিটিয়ে নিবেন, যার সরঞ্জামে ঘাটতি দেখা দেয়েছে এবং তার উপরে যা নেমে আসার ছিল তা নেমে এসেছে। কেননা এই যা ঘটে গিয়েছে তা সাংঘাতিক ব্যাপার। এটি একজন মানুষের একজনকে হত্যা করা নয়। একদলের একজনকে হত্যা করাও নয় এবং এক গোত্র এক গোত্রকে হত্যা করাও নয়।"

তাঁরা বললেন, তুমি সুন্দর বলেছ ও সঠিক বলেছ। এখন ফিরে যাও। আলী (রা)ও তোমার অনুরূপ মতামত নিয়ে আগমন করলে সব কিছু শুধরে যাবে।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন কা'কা' (রা) 'আলী (রা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে সব বিষয় অবহিত করলে বিষয়টি তাঁর মনঃপূত হলো এবং সমবেত জনতা আপোস-সন্ধির দিকে অগ্রণী হলো। যারা (অন্তরে) তা অপছন্দ করল তারা অপছন্দ করল এবং যারা পছন্দ করল তারা পছন্দ করল। আয়েশা (রা)ও আলী (রা)-এর কাছে এ মর্মে দূত পাঠালেন যে, তিনি আপোস-সন্ধির জন্যই এসেছেন। এতে উভয় পক্ষ আনন্দিত হলো। আলী (রা) লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি জাহিলী যুগ ও তার অকল্যাণের কথা ও অপকর্মসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও দলবদ্ধতার সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর ওফাতের পরে এ উম্মতকে খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একত্রিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর পরে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর নেতৃত্বে, তারপর উসমান (রা)-এর নেতৃত্বে। তারপর এ দুর্ঘটনার সূত্রপাত হলো যা সমগ্র উম্মতকে ঘিরে ফেলেছে। একদল লোক দুনিয়ালোভী হয়ে মহান আল্লাহ্ যাদের দুনিয়ার নিয়ামত দান করেছেন তাদের প্রতি মহান আল্লাহ্ যে মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন তার প্রতি হিংসায় আক্রান্ত হলো। তারা ইসলামকে ও এ বিষয়গুলোকে পিছনে সরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করল; মহান আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর কর্ম সম্পন্ন করবেন। পরে তিনি বললেন, শোন! আমি আগামী দিন সফর শুরু করব, তোমরাও বেরিয়ে পড়বে। যারা উসমান হত্যায় কোন কিছু দিয়ে কোন প্রকার অংশগ্রহণ করেছে তারা আমার সঙ্গে যাবে না।

আলী (রা) এ কথা বললে নেতৃস্থানীয়দের একটি দল সমবেত হলো। এদের মধ্যে ছিল আশতার নাখ্‘ঈ, শুরায়হ ইব্‌ন আওদা, ইব্‌নুস সাওদা নামে সুপরিচিত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা, সালিম ইব্‌ন ছা‘লাবা গাল্লাব (আলবা’) ইব্‌নুল হায়ছাম এবং এদের আড়াই হাজার অনুসারী। আলহামদু লিল্লাহ— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, এদের মধ্যে একজন সাহাবীও ছিল না। তারা বলল, এ কেমন সিদ্ধান্ত! আল্লাহ্‌র কসম! যারা উসমান হত্যাকারীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের চেয়ে আলী (রা) আল্লাহ্‌র কিতাবে অধিক জ্ঞানবান এবং তার অধিক সন্নিকট আমলকারী। তিনি যা বললেন তা তোমরা শুনেছ। অর্থাৎ আগামীকালই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হবে, আর সমগ্র জনতার লক্ষ্য শুধু তোমরাই। তাদের এ বিশাল সংখ্যার বিপরীতে তোমাদের এ নগণ্য সংখ্যা দিয়ে তোমাদের অবস্থা কি হবে? এখন আশতার বলল, আমাদের সম্বন্ধে তালহা ও যুবায়রের মতামত আমরা জানি। কিন্তু আলী (রা)-এর মতামত সম্পর্কে আমরা আজ পর্যন্ত অবহিত হইনি। তিনি ওদের সঙ্গে সন্ধির সিদ্ধান্ত করে থাকলে আমাদের রক্তের উপর সন্ধি করছেন। বাস্তব ব্যাপার তেমনই হলে আমরা আলী (রা)-কেও উসমান (রা)-এর পথে চালিয়ে দিব। ফলে জনতা আমাদের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বনে সম্মত হবে।

একথা শুনে ইব্‌নুস সাওদা বলল, তুমি যা বলেছ তা সম্পূর্ণ বাজেকথা। আমরা তাঁকে হত্যা করলে (হত্যা করলামই, তখন) আমাদেরও হত্যা করা হবে। কেননা, হে উসমান হত্যার কুশলীরা! আমরা আছি আড়াই হাজারের সংখ্যায় আর তালহা, যুবায়র ও তাদের সহগামীরা পাঁচ হাজার। তাদের বিপক্ষে দাঁড়াবার শক্তি তোমাদের নেই। আর তাদের মূল লক্ষ্য তোমরাই। তখন গাল্লাব[১] ইব্‌নুল হায়ছাম বলল, এদের ছেড়ে দাও এবং চলো আমরা গিয়ে অঞ্চলে আশ্রয় নেই এবং আত্মরক্ষা করি। ইব্‌নুস সাওদা বলল, তুমি খুবই বাজেকথা বললে! তেমন হলে তো আল্লাহ্‌র কসম! মানুষ তোমাদের বুটি বুটি করে (ছিনতাই করে) ফেলবে। পরে ইব্‌নুস সাওদা বলল— আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন! হে সম্প্রদায়! তোমাদের দলটি রয়েছে সমবেত জনতার মধ্যে মিশ্রিত রূপে। কাজেই যখন জনতা সম্মিলিত হবে তখন তোমরা তাদের মধ্যে যুদ্ধের থাবা বিস্তার করে দিবে এবং তাদের সমবেত দলবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিবে না। এতে লাভ হবে এই যে, তোমরা যাদের সঙ্গে থাকবে তারাও আত্মরক্ষায় বাধ্য হবে এবং মহান আল্লাহ্ তালহা ও যুবায়র এবং তাদের সহযোগীদের তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় হতে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখবেন। তারা তাদের অপছন্দনীয় বিষয়টিই দেখতে পাবে। সমবেতরা এ মতকে যথার্থ সাব্যস্ত করে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

সকালে আলী (রা) সফর শুরু করলেন এবং আবদুল কায়স গোত্রের অবস্থান অতিক্রম করে এগিয়ে চললেন। সহযাত্রীদেরসহ তিনি যাবিয়ায় ক্ষণিক অবস্থানের পর পুনরায় সেখান হতে বসরার উদ্দেশ্যে সফর শুরু করলেন। তালহা ও যুবায়র (রা) তাদের সংগীদের নিয়ে আলী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন। উভয় পক্ষ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের ভবনের সন্নিকটে সমবেত হলো এবং প্রত্যেক দল এক এক প্রান্তে অবস্থান নিল। আলী (রা) তাঁর বাহিনীর অগ্রভাগে চলে এসেছিলেন এবং তারা ক্রমান্বয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হচ্ছিল। তিন দিন তাদের মধ্যে দূতদের আনগোনা চলল। এ ছিল ছত্রিশ হিজরী সনের জুমাদাল উখরা মাস।

---

১. তাবারী ও কামিলে-আলবা’......

এ সময় কোন ব্যক্তি তালহা ও যুবায়র (রা)-কে উসমান হত্যাকারীদের ব্যাপারে সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণের পরামর্শ দিলে তারা বললেন, আলী (রা) পরিস্থিতি শান্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা এ ব্যাপারে আপোসরফার জন্য তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছি।

আলী (রা) জনতার সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়ালে আ'ওয়ার ইব্ন নিয়ার (বুনান) আল মানকিরী দাঁড়িয়ে আলী (রা)-কে তাঁর বসরা আগমনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, আপোসরফা এবং উত্তেজনা প্রশমিত করা, যাতে মানুষ কল্যাণে সমবেত হয় এবং এ উম্মতের বিভক্তি জোড়া লেগে যায়। প্রশ্নকারী বলল, যদি তারা আমাদের প্রতি সাড়া না দেয়? আলী (রা) বললেন, যতক্ষণ তারা আমাদের এড়িয়ে থাকবে আমরাও তাদের এড়িয়ে থাকব। সে বলল, যদি তারা আমাদের ছেড়ে না দেয়? আলী (রা) বললেন, আমরা শুধু আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ করব। প্রশ্নকারী বলল, এ বিষয়ে আমরা যেরূপ চিন্তা-অবস্থানে আছি তারাও কি তেমন অবস্থানে আছে? আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ।

তখন আবূ সাল্লাম (সালামা) দালানী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এ লোকেরা যে এ রক্তের দাবি উত্থাপন করেছে তাতে কি তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণ আছে। যদি তাতে তারা মহান আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে থাকে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আপনি যে বিষয়টি বিলম্বিত করছেন এতে কি আপনার কাছে প্রমাণ আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবূ সাল্লাম বললেন, আগামী দিনে আমরা যদি বিপদের মুখে পড়ে যাই, তবে আমাদের অবস্থা ও তাদের অবস্থা কী হবে? আলী (রা) বললেন, আমি আশা করি, আমাদের বা তাদের কেউ মহান আল্লাহ্‌র জন্য পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে নিহত হলে মহান আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেনই। আলী (রা) তাঁর ভাষণে আরও বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা এই সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তোমাদের হাত ও জিহ্বাগুলো বিরত রাখবে। সাবধান! আগামীকাল আমার পূর্বে কেউ অগ্রবর্তী হবে না। কেননা, আগামীকালের পরাভূত ব্যক্তি আজিকার পরাভূত।

এ সময় আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) একটি বাহিনীসহ আগমন করে আলী (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। আহনাফ হুরকুস ইব্ন যুহায়রকে তালহা ও যুবায়র (রা)-এর হাত হতে রক্ষা করেছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে পবিত্র মদীনায় হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন। এর ঘটনা ছিল এরূপ যে, উসমান (রা) অবরুদ্ধ হওয়ার সময় তিনি পবিত্র মদীনায় এসেছিলেন এবং 'আয়েশা (রা), তালহা (রা) ও যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উসমান (রা) শহীদ হলে আমি কার হাতে বায়'আত করব? তাঁরা বলেছিলেন, 'আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করবেন। কাজেই, উসমান (রা) শহীদ হলে তিনি আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করলেন।

তিনি বলেছেন, তাকে নিয়ে আমি আমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলাম। তখনও আমার কাছে আরও ভয়ংকর সংবাদ পৌঁছল। এমনকি লোকেরা বলাবলি করল যে, 'আয়েশা (রা)ও উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। তখন আমি কার অনুসরণ করব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। তখন আবূ বকর (রা) হতে আমার শোনা একটি হাদীসের সূত্রে মহান আল্লাহ্ আমাকে রুখে দিলেন। আবূ বকর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পারস্যবাসী তাদের সম্রাট কন্যাকে (কিসরার কন্যাকে) সিংহাসনে বসাবার সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেছিলেন—

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً -

যে জাতি কোন নারীকে তাদের শাসনকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করেছে তারা কখনও সফল হবে না।[১] (এ হাদীসের মূল বিষয়বস্তু রয়েছে সহীহ্ বুখারীতে।)

মোটকথা, আহমদ (রা) যখন 'আলী (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল ছয় হাজার ধনুক। তিনি আলী (রা)-কে বললেন, আপনি চাইলে আমি আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব এবং আপনি চাইলে আপনার প্রতিকূলের দশ হাজার তরবারি ঠেকিয়ে রাখব।[২] আলী (রা) বললেন, আমার প্রতিকূলের দশ হাজার তরবারি ঠেকিয়ে রাখুন।

এরপর আলী (রা) তালহা ও যুবায়র (রা)-এঁর কাছে পত্র পাঠালেন যে, তোমরা কা'কা' ইব্‌ন 'আমরকে যে কথার উপরে ফেরত পাঠিয়েছিলে তাতে অবিচল থাকলে হাত গুটিয়ে রাখ, যাতে আমরা অবস্থান নিয়ে বিষয়টির প্রতি নজর দিতে পারি। তাঁরা দুইজন পত্রের জবাবে অবহিত করলেন যে, মানুষের মধ্যে আপোসরফার যে কথার উপরে কা'কা' ইব্‌ন আমরকে ফেরত পাঠিয়েছিলাম আমরা তাতে অবিচল রয়েছি। এতে সকল মানুষ শান্ত ও নিশ্চিন্ত হলো এবং উভয় বাহিনীর লোকেরা তাদের সংগী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হলো। সন্ধ্যায় আলী (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে অপর পক্ষের কাছে পাঠালেন এবং তারা মুহাম্মদ ইব্‌ন তুলায়বা সাজ্জাদকে আলী (রা)-এর কাছে পাঠাল। ফলে জনতা একটি সুখময় রাত অতিবাহিত করল এবং উসমান হত্যাকারীরা একটি নিকৃষ্ট রাত অতিবাহিত করল। তারা রাতভর সলা-পরামর্শ করে কাটাল এবং শেষ রাতের আঁধারের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হলো।

সিদ্ধান্তমতে ফজরের সময় শুরু হওয়ার আগেই তাদের প্রায় দুই হাজার লোক উঠে পড়ল এবং প্রত্যেক উপদল তাদের আপনজনদের কাছে পৌঁছে তরবারি দ্বারা আক্রমণ চালাল। এতে প্রত্যেক উপদল আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের বড় দলের কাছে ছুটে গেল। ঘুম ভাঙ্গা লোকেরা নিজ নিজ অস্ত্র হাতে তুলে নিল। তারা বলতে লাগল, কূফাবাসীরা রাতের আঁধারে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে এবং আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা ধারণা করল যে, 'আলী (রা)-এর সঙ্গে আগতদের কোন একটি দল এ কাজ করেছে। আলী (রা)-এর কাছে *সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, লোকদের কি হয়েছে? লোকেরা বলল, বসরাবাসীরা আমাদের* উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এতে প্রত্যেক পক্ষ তার অস্ত্রের কাছে ছুটে গেল এবং বর্ম পরিধান করে অশ্বারোহী হলো। তাদের কেউই বাস্তবে কি ঘটেছে তা অনুধাবন করতে পারল না। মহান আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তবায়িত হয়ে গেল এবং যুদ্ধের প্রচণ্ডতা চরম রূপ ধারণ করল। অশ্বারোহীরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হলো। বীর বাহাদুররা চক্কর দিয়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করল। যুদ্ধ তার নখর বসিয়ে দিল। এক সময় উভয়ে মুখোমুখি অবস্থানে দাড়াল। তখন আলী (রা)-এর পক্ষে সমবেতদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার এবং আয়েশা (রা) ও তাঁর সহযোগীদের পক্ষে ছিল

---

১. বায়হাকী, দালাইল, ৪ খ., ৩৯০ পৃ-

২. ইব্‌নুল আ'ছামের ফুতূহ গ্রন্থের বর্ণনায়-আমার সম্প্রদায়ের দুইশত জন লোক নিয়ে আপনার সঙ্গে থাকব অথবা আপনার অনুকূলে চার হাজার তরবারি ঠেকিয়ে দিব। (ফুতূহ ২য়, ২৯৭ পৃ)

প্রায় ত্রিশ হাজার। –ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন– ইব্নুস সাওদা-র (আল্লাহ্ তাকে ধীক্কৃত করুন?) সংগী-সাথীরা অবিরাম হত্যা করে চলছিল। এদিকে আলী (রা)-এর পক্ষের ঘোষক ঘোষণা দিয়ে চলছিল, শোন! বিরত হও, বিরত হও! কিন্তু কেউ তাতে কান দিচ্ছিল না।

বসরার কাযী কা'ব ইব্ন সিওয়ার আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে বলল, উম্মুল মু'মিনীন! লোকদের বাঁচান! হয়ত মহান আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে লোকদের মধ্যে আপোস-সন্ধি করিয়ে দিবেন। তখন তিনি তাঁর উটের পিঠে হাওদায় (পাল্কীতে) উপবেশন করলেন। লোকেরা বর্ম দিয়ে হাওদাটি আচ্ছাদিত করে ফেলল। আয়েশা (রা) এসে এমন অবস্থানে দাঁড়ালেন যে, তিনি লোকদের চলাচল দেখতে পান। লোকেরা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ করতে লাগল। যুবায়র ও আম্মার (রা)-ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। আম্মার (রা) যুবায়র (রা)-কে বল্লম দিয়ে খোঁচা দিচ্ছিলেন এবং যুবায়র (রা) (পাল্টা আঘাত না করে শুধু) আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন। তিনি আম্মার (রা)-কে বলছিলেন, হে আবুল ইয়াকজান! তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে? আম্মার বলছিলেন, না, হে আবূ আবদুল্লাহ্! যুবায়র (রা) আম্মার (রা)-কে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকলেন তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ বাণীর কারণে–

وتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (وَلَايَقْتُلُكَ أَصْحَابِى)

বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।[১] (আমার সাহাবীরা তোমাকে হত্যা করবে না।) অন্যথায় আম্মার (রা)-এর তুলনায় যুবায়র (রা) প্রতিপক্ষের উপর অধিক ক্ষমতাবান ছিলেন। হাদীসের কারণে তিনি নিজেকে বিরত রাখছিলেন। এ দিনের যুদ্ধে অন্যতম অনুসৃত নীতি ছিল এই যে, কোন আহতকে পুনঃ আঘাত করা হচ্ছিল না এবং কোন পলায়নপর ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করা হচ্ছিল না। এতদসত্ত্বেও অসংখ্য অগণিত লোক নিহত হলো। এমনকি আলী (রা) তাঁর ছেলে হাসান (রা)-কে বলছিলেন–

يَا بُنَيَّ لَيْتَ أَبَاكَ مَاتَ قَبْلَ هٰذَا بِعِشْرِيْنَ عَامًا ـ

প্রিয় পুত্র! হায় তোমার পিতা যদি এর বিশ বছর আগে মারা যেত! হাসান (রা) তাঁকে বললেন, আব্বাজান আমি তো আপনাকে এসব থেকে নিষেধ করেছিলাম। সা'ঈদ ইব্ন আবূ 'উজরা কাতাদা–হাসান-কায়স ইব্ন উবাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জামাল যুদ্ধের দিন আলী (রা) আক্ষেপ করে বলছিলেন, 'হে হাসান! তোমার পিতা যদি আরও বিশ বছর আগে মারা যেত! হাসান বললেন, আব্বা, আমি তো আপনাকে এসব থেকে নিষেধ করতাম! আলী (রা) বললেন, আমি মনে করিনি যে, অবস্থা এ পর্যন্ত গড়াবে।

মুবারাক ইব্ন ফুযালা হাসান ইব্ন আবূ বাকরা হতে বর্ণনা করেন, জামাল যুদ্ধের দিন হানাহানি প্রচণ্ড রূপ ধারণ করলে যখন আলী (রা) মানুষের মুণ্ডগুলো ঝরে পড়তে দেখলেন তখন তিনি ছেলে হাসান (রা)-কে ধরে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বললেন, ইন্না লিল্লাহ ..... হে হাসান! এর পর আর কি কল্যাণ আশা করা যায়? পরে দুই বাহিনী আরোহণ করে পরস্পরের

১. এ গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, ইবরাহীম ইব্ন মূসা হতে; মুসলিম, ফিতান ৪/২৩৩৫; তিরমিযী, মানকিবু আম্মার ৫/৬৬৯; ইমাম আহমদ, মুসনাদ, ২/১৬১, ৩/৫, ৪/১৯৯, ৩১৯, ৬/২৮৯; হাকিম, মুসতাদরাক, ৩/৩৮৯; তাঁর মন্তব্য, বুখারী মুসলিমের শর্তানুকূল সহীহ, হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/২৪২, ৯/২৯৭।

সম্মুখীন হলে আলী (রা), তালহা (রা) ও যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাদের খোঁজাখুঁজি করলেন। পরে তাঁরা (যুদ্ধক্ষেত্রেই) সমবেত হলেন, এমনকি তাদের ঘোড়াগুলির ঘাড় পরস্পর মিলিত হলো। বর্ণনামতে আলী (রা) তাঁদের দুইজনকে বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, ঘোড়সওয়ার ও পদাতিকের এক বিরাট বাহিনী সমবেত করে কিয়ামতের দিনের জন্য কোন জবাব কি তোমরা তৈরি করে রেখেছ? কাজেই আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সে নারীর ন্যায় হয়ো না যে তার চরকায় পাকানো সূতা মজবুত করার পর ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলত; এমন একটি সময় কি ছিল না যে, আমি তোমাদের রক্তের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলাম এবং তোমরা আমার রক্তকে (জীবন নাশকে) হারাম মনে করতে ও আমি তোমাদের রক্তকে হারাম মনে করতাম। এখন তোমাদের কাছে কি এমন কোন হাদীস আছে যা আমার রক্ত তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছে? তালহা (রা) বললেন, তুমি তো উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে শত্রু-সমাবেশ ঘটিয়েছ। আলী (রা) বললেন–

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ـ

সে (কিয়ামতের) দিন মহান আল্লাহ্ তাদের (অর্থাৎ অপরাধীদের) প্রাপ্য যথার্থ প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন। (সূরা নূর ঃ ২৪ ঃ ২৫) পরে বললেন, উসমান হত্যাকারীদের উপর মহান আল্লাহ্র লা'নত হোক! তারপর বললেন, হে তালহা! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্তপুরবাসিনী ('বধূ')-কে ময়দানে নিয়ে এসেছ, তাঁকে সামনে রেখে যুদ্ধ করার জন্য, আর তোমার নিজের বধূকে লুকিয়ে রেখেছ গৃহ অভ্যন্তরে? তুমি কি আমার হাতে বায়'আত করেছিলে না? তালহা (রা) বললেন, তোমার হাতে বায়'আত করেছিলাম, তখন তরবারি আমার ঘাড়ের উপরে ছিল।

আলী (রা) যুবায়র (রা)-কে বললেন, তোমাকে কে বের করে আনল (বিদ্রোহী করল)? যুবায়র (রা) বললেন, তুমিই। এছাড়া এ বিষয়ের জন্য আমি তোমাকে আমার চেয়ে অধিক যোগ্য অধিকারী মনে করি না। আলী (রা) তাকে বললেন, সে দিনটির কথা কি তোমার মনে পড়ে যে দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বনু গুন্মের এলাকায় পথ চলছিলাম। তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন, আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসেছিলাম। তখন তুমি বলেছিলে; ইব্ন আবূ তালিবের গর্বিত আচরণ আর গেল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে বলেছিলেন–

اِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَمَرِّدٍ فَتُقَاتِلَنَّهُ وَاَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ ـ

"সে অহংকারী নয়, তুমি অবশ্যই তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং তখন তুমি তার প্রতি জুলুমকারী হবে ?" যুবায়র (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, হ্যাঁ (আমার মনে পড়েছে)। আগে তা আমার স্মরণে থাকলে আমি আমার এ সফরে বের হতাম না। এখন, আল্লাহ্র কসম! তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। (গ্রন্থকারের মন্তব্যঃ) এ সমগ্র বর্ণনাই প্রামাণ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত। শুধু হাদীসটুকু প্রামাণ্য। কেননা, হাফিজুল হাদীস আবূ ইয়া'লা মাওসিলী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবূ ইয়ূসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম আদদুরী আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন– যথাক্রমে আবূ 'আসিম–আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মুসলিম আরারুকাশী– তাঁর দাদা আবদুল মালিক হতে– তিনি আবূ জারব আল মাযিনী হতে। মাযিনী বলেন, 'আলী ও যুবায়র (রা) সামনাসামনি অবস্থানের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আলী (রা) বললেন, হে যুবায়র! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি,

তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছ যে, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং তখন তুমি হবে জালিম? যুবায়র (রা) বললেন, হ্যাঁ, এখন এই মুহূর্তের পূর্বে তা আমার স্মরণে ছিল না। তারপর তিনি (যুদ্ধক্ষেত্র তাগ করে) চলে গেলেন। বায়হাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসিম– আবুল ওয়ালীদ অলসাকীহ্– হাসান ইব্ন সুফয়ান– কাতান ইব্ন বাশীর– জা'ফর ইব্ন সুলায়মান– আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মুসলিম আররুকশী– তাঁর দাদা।[১] আবদুল মালিক– আবূ জারব আল মাযিনী সনদে– 'আলী ও যুবায়র (রা) হতে। আবদুর রায্যাক বলেছেন, সা'মার কাতাদা (র) হতে আমাকে অবহিত করেছেন, কাতাদা বলেছেন, জামাল যুদ্ধে যুবায়র (রা) যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার সংবাদ 'আলী (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, সাফিয়্যা (রা)-এর ছেলে নিজেকে জমের উপরে জানলে ময়দান ছেড়ে যেত না। এর সূত্র এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনু সাইদা-র সাকীফায় 'আলী ও যুবায়র (রা)-কে দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, أَتُحِبُّهُ يَا زُبَيْرُ؟ যুবায়র! তুমি কি তাকে ভালবাস? যুবায়র (রা) বলেছিলেন, এতে আমার জন্য বাধা কি? তিনি ﷺ বললেন–

فَكَيْفَ بِكَ إِذَا قَاتَلْتَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ -

তবে সে দিন তোমার অবস্থা কেমন হবে যে দিন তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তুমি তাতে তার প্রতি জুলুমকারী হবে?

বর্ণনাকারী বলেন, লোকদের ধারণা, যুবায়র (রা) এ কারণেই ময়দান ত্যাগ করেছিলেন। বায়হাকী বলেছেন, এ বর্ণনাটি মুরসাল। তবে অন্য একটি সনদে এটি মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত হয়েছে। (সনদঃ) কাযী আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান– আবূ 'আমির ইব্ন মাতার[২] হতে– আবুল 'আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সিওয়ার হাশিমী কূফী হতে– মিনজাব ইব্নুল হারিছ হতে– আবদুল্লাহ ইব্নুল আজলাহ হতে— আবদুল্লাহ বলেন, আমার পিতা আরছাদ ফাকীহ সূত্রে তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, (দ্বিতীয় সনদঃ) আমি ফাযল ইব্ন ফাযালাকে আরব ইব্ন আবুল আসওয়াদ দুআলী থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি .... উভয় সনদের হাদীস সংযুক্ত করে– 'আলী (রা) ও তার সংগীগণ তালহা (রা) ও যুবায়র (রা)-এর নিকটবর্তী হলে এবং উভয় পক্ষের যোদ্ধা সারি পরস্পর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খচ্চরে আরোহণরত 'আলী সামনে এগিয়ে গিয়ে আওয়াজ দিলেন, যুবায়র ইব্নুল 'আওয়ামকে আমার কাছে ডেকে আন, আমি 'আলী বলছি। যুবায়র (রা)-কে ডাকা হলে তিনি এগিয়ে এলেন এবং (এত কাছে পৌঁছলেন যে,) দুইজনের বাহনের গর্দানে পরস্পর ঠোকাঠুকি হলো।

তখন 'আলী (রা) বললেন, হে যুবায়র! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, তোমার কি সে দিনের কথা মনে পড়ে, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমার পাশ দিয়ে পথ চলছিলেন, তখন আমরা অমুক স্থানে ছিলাম। তিনি ﷺ বলেছিলেন, يَا زُبَيْرُ أَتُحِبُّ عَلِيًّا হে যুবায়র! তুমি কি 'আলীকে ভালবাস? তুমি বলেছিলে, আমি কেন আমার মামাত ভাই ও চাচাত ভাইকে এবং অভিন্ন দীনের অনুসরীকে ভালবাসব না? তখন তিনি ﷺ বলেছিলেন, أَمَا يَا زُبَيْرُ وَاللَّهِ لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ – শোন, হে যুবায়র! আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই

১. এ হাদীস বর্ণনার পরে আবদুল মালিক ইব্ন মুসলিম রুকাশী সম্পর্কে বুখারীর মন্তব্য, তার হাদীস প্রামাণ্য নয়। (আল মীযান, ২/৬২৮)

২. বায়হাকীর দালাইল আহমাদ ইব্নুল হাসান– আবূ আম্মর – ৬ খ. ৪১৪ পৃ

তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তুমি তার প্রতি জুলুমকারী হবে। তখন যুবায়র (রা) বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর নিকটে শোনার পর হতে এ পর্যন্ত আমি তা বিস্মৃত হয়েই রয়েছিলাম এবং মাত্র এখনই তা আমার স্মরণ হলো। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। তখন যুবাযর (রা) সারি ভেদ করে চলে যেতে লাগলেন। পথিমধ্যে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবায়র (রা) সামনে এসে বললেন, আপনার কি হলো? যুবায়র (রা) বললেন, আলী (রা) আমাকে একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর কাছে শুনেছিলাম।

আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ –তুমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তুমি জুলুমকারী হবে। ছেলে আবদুল্লাহ্ বলল, আপনি কি যুদ্ধ করার জন্য এসেছেন? আপনি তো এসেছেন মানুষদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আপনাকে দিয়ে মহান আল্লাহ্ এ বিষয়টির সুরাহা করে দিবেন। যুবায়র (রা) বললেন, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার কসম করেছি। আবদুল্লাহ্ বললেন, (কসম ভঙ্গ করুন এবং কাফফারা স্বরূপ আপনার গোলাম সারজিসকে আযাদ করে দিন এবং মানুষের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য অবস্থান করুন। তখন তিনি গোলাম আযাদ করে দিলেন এবং পুনঃ অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পরে যখন লোকদের মতবিরোধের নিষ্পত্তি হলো না তখন তিনি তাঁর ঘোড়া নিয়ে চলে গেলেন।

বর্ণনাকারী বলেছেন, যুবায়র (রা) 'আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে অবহিত করলেন যে, তিনি 'আলী (রা)-এর বিপক্ষে যুদ্ধ না করার কসম করেছেন। তখন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁকে বললেন, আপনি লোকদের সমবেত করলেন। এখন যে সময়ে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হলো তখন আপনি তাদের মধ্য হতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আপনি আপনার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দিন এবং উপস্থিত থাকুন। তখন তিনি একটি গোলাম— বর্ণনান্তরে তাঁর গোলাম সারজিসকে মুক্ত করে দিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি যুদ্ধ হতে ফিরে গিয়েছিলেন 'আলী (রা)-এর সঙ্গে আম্মার (রা)-কে দেখার কারণে। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে আম্মার (রা)-কে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছিলেন تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ 'বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে।' এ কারণে যুবায়র (রা) শংকিত হয়েছিলেন যে, হয়ত আম্মার (রা) আজ শহীদ হতে পারে।

(গ্রন্থকারের মন্তব্যঃ) আমার মতে— উল্লিখিত হাদীস প্রামাণ্য হলে তা-ই যুবায়র (রা)-কে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর কসমের কাফ্ফারা দিয়ে পুনরায় 'আলী (রা)-এর বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য উপস্থিতির তথ্য তাঁর মত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবান্তর। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

মোটকথা, জামাল যুদ্ধের দিন যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে যাওয়ার পর যুবায়র (রা) ওয়াদিস্ সিবা' (হিংস্র প্রাণীর উপত্যকা) নামক একটি উপত্যকায় অবতরণ করেছিলেন।[১] 'আম্র ইব্ন

---

১. যুবায়র (রা) তওবা করে তাঁর বাহিনী ত্যাগ করার সময় যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন তার সূচনায় আছে– تَرْكُ الْأُمُوْرِ الَّتِى تُخْشَى عَوَاقِبُهَا * لِلّٰهِ أَجْمَلُ فِى الدُّنْيَا وَفِى الدِّيْنِ যে সব কাজের পরিণাম শংকাজনক তা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বর্জন করা দীন ও দুনিয়ার অতি সুন্দর। পূর্ণ কবিতা রয়েছে ইব্নুল আছামের ফতূহ, ২/৩১২; ইব্ন আসাকিরের তাহযীব ৫/৩৬৫. অবূ নু'আয়মের হিলয়াতুল আওলিয়া, ১/৯১ এবং মুরূজুয যাহাব, ২/৪০ ১-মোট তিন পংক্তি।

জুরমূয নামক এক ব্যক্তি তার অনুগমন করে এবং তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে অতর্কিতে হত্যা করে। (পরবর্তী তফসীলী বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

আর তালহা (রা)-এর অবস্থা সম্পর্কে তথ্য এই যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রেই একটি অজ্ঞাত তীর তাঁকে আঘাত করল– কথিত মতে মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম সেটি মেরেছিল। মহান আল্লাহ্ সমধিক অবহিত। তীরের আঘাতে তাঁর পা তাঁর ঘোড়ার দেহের সঙ্গে বিঁধে গেলে ঘোড়াটি তাঁকে নিয়ে ছুটতে লাগল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র বান্দারা আমার কাছে এসো, আল্লাহ্‌র বান্দারা আমার কাছে এসো। তখন তাঁর এক গোলাম দৌড়ে এসে ঘোড়াটি থামিয়ে দিল। তিনি গোলামকে বললেন, আহাম্মক! আমাকে বাড়িঘরে নিয়ে চল। তাঁর মোজা রক্তে ভরে গেলে তিনি গোলামকে বললেন, আমাকে তোমার সঙ্গে তুলে নাও। কেননা, প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে তিনি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি গোলামের বাহনে তার পেছনে আরোহণ করলেন, গোলাম তাঁকে বসরার একটি বাড়িতে পৌঁছে দিল এবং সেখানে তিনি শাহাদত বরণ করলেন– (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

'আয়েশা (রা) তাঁর হাওদায় বসে এগিয়ে চললেন এবং বসরা কাযী কা'ব ইব্‌ন সিওয়ারের হাতে একখানি কুরআন শরীফ তুলে তাকে বললেন, লোকদের এর দিকে আহ্বান কর। এটি ছিল সে সময় যখন যুবায়র (রা) ফিরে গেলেন এবং তালহা (রা) শহীদ হলেন এবং যুদ্ধের তীব্রতা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল। কা'ব ইব্‌ন সিওয়ার (রা) কুরআন শরীফ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার দিকে আহ্বান করতে শুরু করলে কূফা থেকে আগত বাহিনীর অগ্রবর্তী দলটি তার দিকে ছুটে এলো। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা– ইব্‌নুস সাওদা– তার অনুসারীরা ছিল বাহিনীর অগ্রভাগে। বসরাবাসীদের যাকেই তারা আয়ত্তে পাচ্ছিল তাকেই হত্যা করে চলছিল, কারো ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিল না। তারা কাযী কা'ব ইব্‌ন সিওয়ারকে কুরআন শরীফ উত্তোলিত করে রাখা অবস্থায় দেখতে পেয়ে সকলে একযোগে তীর ছুঁড়ে তাঁকে ছিদ্র করে দিল এবং হত্যা করে ফেলল।[১]

তীরবৃষ্টি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা)-এর হাওদায়ও আঘাত হানছিল। তখন তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্! আল্লাহ্! (আল্লাহ্‌কে ভয় কর! আল্লাহ্‌কে ভয় কর।) হে বৎসগণ! হিসাবের দিনের কথা স্মরণ কর। তখন তিনি হাত তুলে উসমান হন্তা দলটির বিরুদ্ধে বদদু'আ করলে জনতা তাঁর সঙ্গে চিৎকার করে দু'আ করল। এ চিৎকারের আওয়ায 'আলী (রা)-এর কাছে পৌঁছালো তিনি বললেন, এটি কিসের আওয়ায? লোকেরা বলল, উম্মুল মু'মিনীন (রা) উসমান হত্যাকারী ও তাদের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করছেন। তখন 'আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহ্! উসমানের হত্যাকারীদের অভিশপ্ত করুন! অগ্রগামী দলটি আয়েশা (রা)-এর হাওদা লক্ষ্য করে তীর বর্ষণে কোন প্রকার বিরতি দিচ্ছিল না। এমনকি হাওদাটি (তার গায়ে লেগে থাকা অসংখ্য তীরের কারণে) দেখতে 'কুনফুয' (সজারু)-এর ন্যায় (অথবা বালিয়াড়ির ন্যায়) হয়ে গেল। 'আয়েশা (রা) তাঁর প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে চলছিলেন। তখন তাঁর রক্ষীদল প্রতিপক্ষের উপর এমন আঘাত হানল যে, তাদের তাড়িয়ে সে স্থানে পৌঁছে দিল যেখানে 'আলী (রা) অবস্থান করছিলেন। তিনি পুত্র মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হানাফিয়াকে বললেন, হতভাগা! ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে চল। মুহাম্মাদ তাতে সমর্থ না হলে আলী

১. ইব্‌নুল আছামের ফুতুহের বর্ণনা আশতার তাঁকে হত্যা করছিল।

(রা) ঝাণ্ডাটি তার নিকট হতে নিয়ে নিলেন এবং নিজেই ঝাণ্ডা তুলে এগিয়ে চললেন। যুদ্ধ তখন পাল্টাপাল্টি যাচ্ছিল এবং কখনও বসরাবাসীদের অনুকূলে আর কখনও কূফাবাসীদের অনুকূলে গড়াচ্ছিল। অগণিত আদম সন্তান ও বিশাল দল নিহত হলো। কোন যুদ্ধে এ যুদ্ধের ন্যায় হাত ও পা কর্তিত হওয়ার ঘটনা দেখা যায়নি। আয়েশা (রা) উসমান হত্যাকারী দলটির বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করে চলছিলেন। তিনি তাঁর ডান দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, এরা কারা? তারা বলল, আমরা বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের লোক। 'আয়েশা (রা) বললেন, তোমাদের সম্বন্ধে কবি বলেছেন–

وَجَاوُوْا اِلَيْنَا بِالْحَدِيْدِ كَاَنَّهُمْ * مِنَ الْغُرَّةِ الْعِزَّةِ الْقَعْسَاءِ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ـ

তারা আমার কাছে এলে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে, অনমনীয় সমুজ্জ্বলতায় (অপরাজেয় মর্যাদাবোধে) তারা যেন বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্র" এরপরে ক্রমান্বয়ে বনু নাজিয়াত বনু যাব্বা তাঁর পাশে সমবেত হলো এবং তাদের অসংখ্য লোক হাওদার কাছে নিহত হলো। কথিত মতে, 'আয়েশা (রা)-এর উটের লাগাম ধরে থাকা সত্তর জন লোকের হাত পরপর কর্তিত হলো। রক্তপাতে এরা কাবু হয়ে গেলে বনূ 'আদী ইব্ন আব্দ মানাফ এগিয়ে এসে প্রচণ্ড লাড়াই করল। তারা উটের মাথাটি উঁচু করে ধরে রাখছিল এবং প্রতিপক্ষও উটকেই তাদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করে নিয়েছিল। তারা বলছিল, এ উটটি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে যুদ্ধও চলতে থাকবে। উটের মাথাটি ধরে রেখেছিল আমরা ইব্ন ইয়াছরিবী অথবা (মতান্তরে) তার ভাই আমর ইব্ন ইয়াছরিবী।

আলবা ইব্নুল জায়হাম আযরকে আঘাত হানল। তিনি ছিলেন বিখ্যাত বীরদের অন্যতম। (পাল্টা আঘাতে আলবা নিহত হলো।) তখন হিন্দ ইব্ন আম্র আল জামালী এগিয়ে গেলে ইব্ন ইয়াছরিবী তাকেও হত্যা করল। এরপরে যায়দ ইব্ন সুহানকেও হত্যা করল এবং সা'সা'আ ইব্ন সুহানকে মুমূর্ষ অবস্থায় তুলে নেওয়া হলো। তখন আম্মার (রা) আমর ইব্ন ইয়াছরিবীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করলে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে এল। দুই যোদ্ধা উভয় পক্ষের সারির মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর দিতে লাগল। 'আম্মার (রা) তখন নব্বই বছরের বৃদ্ধ। তাঁর গায়ে ছিল একটি পশমী কম্বল যার মাঝখান তিনি খেজুর পল্লবের তৈরি রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন।

লোকেরা বলতে লাগল, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 'আম্মার (রা) এখনই তাঁর সংগীদের সাথে মিলিত হবেন। ইব্ন ইয়াছরিবী তার উপর তরবারির আঘাত হানলে আম্মার (রা) তাঁর চর্ম ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করলেন। তরবারি ঢাল কেটে দিয়ে তাতে আটকে পড়ল। 'আম্মার (রা) পাল্টা আঘাতে ইব্ন ইয়াছরিবীর দু'পা কেটে ফেলেন এবং তাকে বন্দী করে 'আলী (রা)-এর সামনে উপস্থিত করলেন। সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন (আমার জীবন ভিক্ষা দিন)! আলী (রা) বললেন, তিনজনকে হত্যা করার পরেও![১] তখন তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হলে তাকে হত্যা করা হলো।

'আম্র-এর পরে উটের লাগাম ছিল বনু 'আদী-র এক ব্যক্তির হাতে। যাকে 'আমর তার স্থলাভিষিক্ত করেছিল। রাবী'আ তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালে সে বেরিয়ে এল এবং দুইজন আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ করে একে অপরকে হত্যা করল। এরপর লাগাম তুলে নিল হারিছ আয্যাব্বী। সে ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত, সে বলতে লাগল–

---

১. আমর ইব্ন ইয়াছরিবী আলী (রা)-এর পক্ষের তিনজনকে হত্যা করেছিল – (১) আলবা ইব্নুল জায়ছাম, (২) হিন্দ ইব্ন আম্র আল-জামালী এবং (৩) যায়দ ইব্ন সুহান। (তাবারী, ৫খ. ২১০ পৃ)

نَحْنُ بَنُوْضَبَّةَ اَصْحَابُ الْجَمَلِ * نَبَارِزُ الْقِرْنَ اِذَا الْقِرْنُ نَزَلَ ـ
نَنْعى ابْنُ عَفَّانَ بِاَطْرَافِ الاَسَلْ * اَلْمَوْتُ اَحْلى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلِ
رُدُّوْا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بِجَبَسَلِ ـ

আমরা ধাব্বা গোত্রের লোক, উটের নাড়ি নক্ষত্র জানি, সমপাল্লার যোদ্ধা নেমে এলে আমরা তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ লড়ি।

আমরা (উসমান) ইব্‌ন 'আফ্‌ফানের শোক সংবাদ ঘোষণা করছি বল্লমের ফলা দিয়ে। মৃত্যু আমাদের কাছে মধু হতে অধিক মধুর।

আমাদের মুরব্বীকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও ......।[১]

কেউ কেউ বলেছেন, পংক্তিগুলো ওয়াসীম ইব্‌ন 'আম্‌র আয্‌যাব্বীর। মোটকথা লাগাম ধারণকারী একজন শহীদ হলে অন্য একজন তার স্থলবর্তী হতো। এভাবে চল্লিশজন শহীদ হলো। আয়েশা (রা) বলেছেন, আমার উট স্থির অবস্থায় ছিল। এক সময় আমি বনু যাব্বার লোকদের আওয়াজ শুনতে পেলাম না। এরপর কুরায়শের সত্তর জন লোক লাগাম হাতে নিল এবং একের পর এক শহীদ হলো। তাদের অন্যতম ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা, যিনি সাজ্জাদ নামে সুপরিচিত ছিলেন। (সাজ্জাদ অর্থ অধিক সিজদাকারী–আবিদ) তিনি 'আয়েশা (রা)-কে বললেন, আম্মাজান! আমাকে আপনার হুকুম দান করুন! 'আয়েশা (রা) বললেন, আমি তোমাকে আদম (আ)-এর দুই সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠজন (হাবীল)-এর ন্যায় হওয়ার হুকুম করছি। কাজেই তিনি নিজ অবস্থানে স্থির অবিচল রইলেন এবং حم لاَيُنْصَرُوْنَ (দু'আ) পড়তে থাকলেন। তখন একটি ছোট দল এগিয়ে এসে তার উপর হামলা চালাল এবং তাকে শহীদ করে ফেলল। পরে দলের প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে শহীদ করার কৃতিত্ব দাবি করতে লাগল। কেউ বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল এবং সে বলতে লাগল ঃ

وَاَشْعَثَ قَوَّامَ بِايَاتِ رَبِّهِ * قَلِيْلِ الاذى فِيْمَا تَرى العَيْنُ مُسْلِمِ
هتكتُ له بالرمحِ جيبَ قميصهِ * فَخَرَّ صَرِيْعا لليدينِ وللفمِ
يناشد نى حمْ والرمح شاجر * فهلا تلا حَمُ قبلَ التقدمِ
عَلى غَيعاٍ شَىءِ غَيْرَ انْ لَيْسَ تَابِعًا * عَلِيًا ومنَ لا يَتْبَعِ الحَقَّ يَنْدَمِ ـ

"ধুলি-মলিন, তার পালনকর্তার আয়াত তিলাওয়াতে দণ্ডায়মান, নিরীহ মুসলমান–চোখের বাহ্য দর্শনে। বল্লমের আঘাতে তার জামার উন্মুক্ত অংশ (প্লেট) ফুঁড়ে দিয়েছি, ফলে সে অধঃমুখে আছড়ে পড়েছে। সে আমাকে 'হা-মীম'-এর দোহাই দিচ্ছিল আর (আমার) বল্লম ছিল উন্মুক্ত-উত্তোলিত। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগে কেন সে হা-মীম তিলাওয়াত করল না ?–

---

১. শেষ শব্দটির মর্ম উদ্ধার করা গেল না। উদ্ধৃত গ্রন্থে সমাধান পাওয়া যেতে পারে। দ্রঃ তাবারী ৫/২০৯, ২১০,২১৭; ফুতূহ-ইব্‌নুল আ'ছাম, ২/৩১৯-৩২০; ইব্‌নুল আছীর কামিল, ৩/২৪৯; মুরূজুয্ যাহাব, ২/৪০৫ তাবারীর বর্ণনা (৫খ. ২১৮ পৃ) উটকে আহত করেছিল বনু যাব্বার ইব্‌ন দুল্‌জা'আমর বা বুজায়র নামের এক ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে 'আয়েশা (রা)-এর অনুসারী হারিছ ইব্‌ন কায়স-এর কবিতায় আছে–

অন্য কিছুর ব্যাপারে? তবে কিনা সে 'আলী (রা)-এর অনুগামী ছিল না। আর যে সত্যের অনুসারী হয় না তাকে অনুতপ্ত হতেই হয়।"

এরপর লাগাম তুলে নিল 'আমর ইব্নুল আশরাফ। সে ছিল দুর্ধর্ষ এবং যে কেউ তার দিকে এগিয়ে আসছিল যে তাকে তরবারি দিয়ে সাবাড় করে দিচ্ছিল। তখন হারিছ ইব্ন যুহায়র আযদী নিম্নের পংক্তি আবৃত্তি করতে করতে তার দিকে এগিয়ে গেল—

يَا أُمَّنَا يَ خَيْرَ أُمٍّ نَعلمُ * أَمَا تَرِيْنَ كَمْ شُجَاعٍ يُكْلَمُ
وَتُجْتَلَى (تختلى) هَامتهُ والْمِعْصَمِ -

হে আমাদের মা! আমাদের জানামতে হে শ্রেষ্ঠ মাতা! আপনি কি দেখছেন না। কত বাহাদুর ক্ষত-বিক্ষত হলো, তার খুলি ও বাহু উপড়ে ফেলা হলো!

এরা দু'জনও আঘাত পাল্টা আঘাতে একে অপরকে শহীদ করল। এ সময় নির্ভীক ও অভিজাত বাহাদুরগণ 'আয়েশা (রা)-কে বেষ্টন করে রাখল এবং কোন না কোন বাহাদুর ঝাণ্ডা ও উটের লাগাম তুলে ধরছিল এবং কেউ তার দিকে এগিয়ে এলে তাকে হত্যা করছিল। তারপর নিজেও শহীদ হচ্ছিল। এই দিনই কেউ আদী ইব্ন হাতিম (রা)-এর চোখ ফুঁড়ে দিয়েছিল। অবশেষে আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবায়র (রা) এগিয়ে এসে উটের লাগাম ধরলেন। তিনি কোন কথা বলছিলেন না। তখন আয়েশা (রা)-কে বলা হলো, সে তো আপনার 'পুত্র'— আপনার বোন (আসমা)-এর পুত্র। 'আয়েশা (রা) বললেন, "হায় আসমার পুত্র হারানোর শোক! এ সময় মালিক ইব্নুল হারিছ আশতার নাখ'ঈ এগিয়ে এল এবং পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল। আশতার আবদুল্লাহ্ (রা)-এর মাথায় আঘাত করে তাঁকে মারাত্মক রূপে আহত করল এবং আবদুল্লাহ্ আশতারকে হালকা আঘাত করলেন এবং পরে দুইজন গলা জড়িয়ে ধরে মাটিতে পড়ে ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবায়র (রা) বলতে লাগলেন।

اقتلوني ومالكا * واقتلوا مالكا معي -

তোমরা আমাকে ও মালিককে হত্যা করে ফেল। মালিককে আমার সঙ্গে হত্যা কর। কিন্তু লোকেরা মালিককে চিনতে পারছিল না। কেননা সে আশতার নামেই পরিচিত ছিল। এ সময় 'আলী ও 'আয়েশা (রা)সহ যোদ্ধারা আক্রমণ করে দুইজনকে ছাড়িয়ে নিল। জামাল যুদ্ধের দিন এ আঘাতসহ আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবায়র (রা)-এর আঘাতের সংখ্যা ছিল সাঁইত্রিশটি। মারওয়ান ইব্নুল হাকামও আহত হয়েছিল। এ সময় এক ব্যক্তি এসে উটের উপর আঘাত করে তার পাগুলো কেটে ফেললে উটটি মাটিতে পড়ে গেল এবং এমন চিৎকার করল যে, তেমন ভয়ংকর ও হৃদয়বিদারক চিৎকার কখনও শোনা যায়নি।[১] সর্বশেষ লাগাম ধারণকারী ছিল কুফার ইব্নুল হারিছ। লাগাম তার হাতে থাকা অবস্থায়ই উটের পা কেটে ফেলা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন সে ও বুজায়র ইব্ন দুলমা উটকে আহত করার ব্যাপারে একমত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, 'আলী (রা)-ই উটকে আহত করার ইংগিত দিয়েছিলেন।

نَحْنُ ضَرَبْنَا سَاقَه فَانْجَدَلاً * مِنْ ضَرْبَةٍ بِالنُّفَرِ (النقر) كَانَتْ فَيْصَلاً -
لَوْ لَمْ نَكُوْنُ لِلرَّسُوْلِ ثِقْلاً * وَحُرْمَةً لاَقْتَسَمُوْنَا عَجَلاً -

১. তাবারীর বর্ণনা (৫খ. ২১৮পৃ.) উটকে আহত করেছিল বনু যাব্বার ইব্ন দুল্‌জা 'আম্‌র বা বুজায়র নামের এক ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা)-এর অনুসারী হারিছ ইব্ন কায়স-এর কবিতায় আছে।

আমরাই আঘাত করেছি তার পায়ের গোছায়। ফলে সে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। আঘাতটি ছিল হাঁটু-সন্ধিতে, যা ছিল কার্যকর। আমরা রাসূলের মর্যাদা ও সম্ভ্রমের পাত্র না হলে ওরা আমাদের টুকরো টুকরো করে বণ্টন করে ফেলত। এ কাজ 'আলী (রা)-এর অনুসারী ইব্‌ন মাখরাযা-র নামে সম্বন্ধিত হয়েছে, যা যথার্থ নয়।

আল আখবারুত তিওয়াল (পৃ. ১৫১)-তে আছে, কূফার মুরাদ গোত্রের আ'য়ান ইব্‌ন খুবায়'মা (যাবী'আ) নামক এক ব্যক্তি উটের গোড়ালির উপরিভাগের রগ কেটে দিয়েছিল। ফুতূহু ইব্‌নুল আ'ছাম (২খ, ৩৩৩ পৃ.)-তে আছে, আবদুর রহমান ইব্‌ন সুরাদ তানুযী উটের দু' পায়ের গোড়ালির রগ একসঙ্গে কেটে দিয়েছিল। এতে উটটি কাত হয়ে পড়ে যায় এবং মাথার সম্মুখভাগ মাটিতে লাগিয়ে দেয়।

কারো কারো মতে কা'কা' ইব্‌ন 'আম্‌র (রা) এ ইংগিত দিয়েছিলেন– যাতে উম্মুল মু'মিনীন আক্রান্ত না হন। কেননা, এ সময় তিনি তীরন্দাজদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। আর লাগাম ধরার অর্থ তো ছিল সমস্ত বল্লমের একক লক্ষ্যবস্তু হওয়া। উটকে আহত করার অন্যতম লক্ষ্য ছিল অগণিত মানুষের জীবন নাশের এ স্থানটি সরিয়ে দেওয়া।

উট মাটিতে পড়ে গেলে তার আশ-পাশের লোকেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। 'আয়েশা (রা)-এর হাওদাটি তুলে নেওয়া হলো, সারা গায়ে তীর লাগা হাওদা তখন সজারুর মত দেখাচ্ছিল।

এ সময় 'আলী (রা)-এর ঘোষক ঘোষণা প্রচার করল– কোন পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে না। কোন আহতকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হবে না, বাড়িঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাবে না। 'আলী (রা) একদল লোককে হাওদাটি নিহতদের মধ্য হতে সরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন– এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর ও আম্মারকে একটি তাঁবু লাগিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। ভাই মুহাম্মদ 'আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোন আঘাত লাগেনি তো ? তিনি বললেন, না। আর হে খাছআমী নারীর পুত! তাতে তোর কি এসে যায়? 'আম্মার (রা) তাঁকে সালাম করে বললেন, 'মা, কেমন আছেন আপনি ?' আয়েশা (রা) বললেন, 'আমি তোমার মা নই।' আম্মার (রা) বললেন, অবশ্যই, যদিও আপনার অপছন্দ হয়। এ সময় আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা) তাঁর কাছে এলেন এবং সালাম করে বললেন, মা, কেমন অবস্থায় আছেন ? 'আয়েশা (রা) বললেন, ভাল। আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন! এ সময় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গোত্রপতি-দলনেতাগণ এসে উম্মুল মুমিনীন (রা)-কে সালাম করতে লাগলেন।

একটি বর্ণনায় আছে, আইয়ান ইবন্ যাবী'আ মুজাম্মি'ঈ হাওদার ভিতর উঁকি দিলে 'আয়েশা (রা) বললেন, মরে যা, আল্লাহ্ তোকে অভিশপ্ত করুন! সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো হুমায়রাকেই[১] দেখছিলাম। 'আয়েশা (রা) বললেন, 'আল্লাহ্ তোর পর্দা ছিন্ন করুন, তোর হাত কর্তন করুন এবং লজ্জাস্থান অনাবৃত করুন! পরে সে বসরায় নিহত হয়, তার হাত কেটে ফেলা হয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় একটি আঁস্তাকুড়ে ফেলে রাখা হয়।

১. হুমায়রা অর্থ টুকটুকে লাল, এটি হযরত 'আয়েশা (রা)-এর পারিবারিক আদরের ডাক নাম। অত্যন্ত সুন্দরী হওয়ার কারণে তাঁকে এ নামে ডাকা হয়। উঁকিদাতা দুরাচারের আচরণ ও কথা ছিল উম্মুল মু'মিনীনের সংগে অমার্জনীয় বেয়াদবী। –অনুবাদক

রাত ঘনিয়ে এলে উম্মুল মু'মিনীন বসরা শহরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)। তিনি বসরার বৃহত্তম বাড়ি আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালাফ খুযা'ঈর বাড়িতে অবতরণ করলেন। সেখানে ছিলেন সাফিয়া বিনতুল হারিছ ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আবদুল 'উয্যা ইব্ন উসমান ইব্ন আবদুদ্দার। এ সাফিয়া হলেন তালহাতুত্ তালহাত নামে সুপরিচিত আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালাফের মাতা।

নিহতদের মধ্য হতে খুঁজে খুঁজে আহতদের বসরায় নিয়ে যাওয়া হলো। 'আলী (রা) ঘুরে ঘুরে উভয়পক্ষের নিহতদের দেখতে লাগলেন। নিহতদের মধ্যে কোন পরিচিতজনকে দেখতে পেলে তার প্রতি দয়াদ্র হতেন ও রহমের দু'আ করতেন এবং বলতেন, কোন কুরায়শীকে নিহত অবস্থায় দেখা আমার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বর্ণনা অনুসারে তিনি তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! আপনার জন্য আমার পরম আক্ষেপ! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন! আল্লাহ্র কসম! তুমি ছিলে তেমনই যেমন কবি বলেছেন–

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه * إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر -

'যে ছিল এমন এক 'ভদ্র মানুষ'। বিত্ত ও সম্পদ যাকে তাঁর বন্ধুর নিকটবর্তী করে দিত, যখন সে বিত্তবান থাকত; আর দারিদ্র তাকে বন্ধুহারা করে দিলে। (অর্থাৎ তার সুখের দিনে বন্ধু জুট্‌ত, দুঃখে কেউ তার বন্ধু হলো না)। আলী (রা) বসরার শহরতলিতে তিন দিন অবস্থান করলেন এবং উভয় পক্ষের নিহতদের জানাযার সালাত আদায় করলেন। এ ব্যাপারে কুরায়শীদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করলেন। পরে যুদ্ধক্ষেত্রে 'আয়েশা (রা) পক্ষের লোকদের পরিত্যক্ত মালপত্র একত্র করে তা বসরার মসজিদে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। কোন কিছুর প্রকৃত দাবিদার পাওয়া গেলে তা আত্মীয়স্বজনকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। তবে যে সব অস্ত্রে সরকারী 'সীল' ছিল তা রাজকোষে ফিরিয়ে নেওয়া হলো। এ দুঃখজনক হানাহানিতে উভয় পক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিল প্রতিপক্ষে পাঁচ হাজার করে মোট দশ হাজার।[১] আল্লাহ্ তাদের উপর রহম করুন এবং তাদের মধ্যকার সাহাবীদের জন্য রাযিয়াল্লাহু আনহুম!

আলী (রা)-এর পক্ষের কেউ কেউ তালহা ও যুবায়র (রা)-এর সঙ্গীদের সম্পদ (গনীমতরূপে) বণ্টনের দাবি করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

সাবাঈরা এর সমালোচনা করে বলল, এটা কেমন কথা যে, তাদের জীবন আমাদের জন্য বৈধ, অথচ তাদের সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ নয়? এ কথা 'আলী (রা)-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন তার গনীমতের

---

১. মরুজুয় যাহাবের বর্ণনায় মোট তের হাজার-এর মধ্যে 'আলী (রা)-এর পক্ষের পাঁচ হাজার (২য়. ৩৮৭ ও ৪১০ পৃ); ফুতূহু ইবনুল আ'ছাম-এর বর্ণনা মতে 'আলী (রা)-এর পক্ষের নিহতদের সংখ্যা ছিল এক হাজার সত্তরজন এবং 'আয়েশা (রা)-এর পক্ষের লোকদের মধ্যে–আয্ গোত্রের চার হাজার, বনু যা'র এক হাজার, বনু নাযিয়া-র চারশত জন, বনু আদী ও তাদের মাওলা (মিত্র)-দের নব্বই জন, বনু বাকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের আটশত জন, বনু হানজালা গোত্রের সাতশত জন এবং অন্যান্য সংমিশ্রিতদের মধ্য হতে নয় হাজার জন–মোট পনর হাজার নয়শত নব্বই জন। এবং উভয় পক্ষের মিলিয়ে ষোল হাজার ষাটজন।

হিস্‌সায় হওয়া পছন্দ করবে? এ জবাবে সকলে নিরব হয়ে গেল। এ কারণে তিনি বসরায় প্রবেশ করার পর বায়তুল মাল– সরকারী কোষাগার হতে তাঁর পক্ষের লোকদের উদারতার সংগে অনুদান দিলেন, যাতে তাদের প্রত্যেকে পাঁচশত মুদ্রা করে লাভ করেছিল। তিনি আরও বললেন যে, শাম হতেও তোমরা সমপরিমাণ পাবে। সাবাঈরা এতেও দূর দূর হতে ও পশ্চাতে তাঁর বিরূপ সমালোচনা করল।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিনিধিদের আগমন

জামাল যুদ্ধের অনুবর্তী কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 'আলী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত ও তাঁকে সালাম করার জন্য আগমন করতে লাগল। আগমনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আহনাদ ইব্‌ন কায়স (রা)। তিনি বনু সা'দের প্রতিনিধি দলসহ আগমন করেন। এ গোত্রটি যুদ্ধ থেকে দূরত্বে অবস্থান করেছিল। 'আলী (রা) আহনাফ (রা)-কে বললেন, তুমি তো আমাদের ব্যাপারে শীতলতা অবলম্বন করেছিলে?

আহনাফ (রা) বললেন, আমার তো বিশ্বাস, আমি উত্তমই করেছি এবং হে আমীরুল মুমিনীন! আমি যা কিছু করেছি, আপনার নির্দেশ অনুসারেই করেছি। কাজেই, কোমলতার আচরণ করুন। কেননা, আপনার অনুসৃত পন্থা বেশ দূরবর্তী। তাছাড়া আপনার জন্য আমার প্রয়োজন বিগত দিনের চেয়ে আগামী দিনে অধিক হবে। কাজেই আমার সদাচরণের স্বীকারোক্তি দিয়ে আমার মৃত্যুকে আগামীর জন্য বিলম্বিত করুন! এ ধরনের কথা না বলাই উত্তম। কেননা, আমি সর্বদা আপনার কল্যাণকামী ছিলাম।

বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, পরে 'আলী (রা) সোমবার বসরায় প্রবেশ করলেন এবং বসরাবাসী তাঁর হাতে বায়'আত করল, এমনকি আহত ও নিরাপত্তা প্রার্থীরাও বায়'আত করল। আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাক্‌রা ছাকাফী এসে তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। 'আলী (রা) বললেন, 'অসুস্থ' লোকটি– অর্থাৎ তার পিতা– কোথায়? আবদুর রহমান বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র কসম! তিনি অবশ্যই অসুস্থ। তিনি আপনার আনন্দের প্রতি প্রবলরূপে আগ্রহী। 'আলী (রা) বললেন, ঠিক আছে, আমার আগে আগে হেঁটে চল। তখন তিনি অসুস্থ আবূ বাকরা (রা)-কে দেখতে গেলেন। আবূ বাকরা (রা) 'আলী (রা)-কে তাঁর অপারগতার কথা নিবেদন করলে তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে বসরার (প্রশাসনের) দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তাতে অপারকতা প্রকাশ করেন। 'এ পদে আপনার কোন আপনজনের প্রতি জনতা স্থিরতা অনুভব করবে' বলে মতামত প্রদান করে তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করলে 'আলী (রা) তাঁকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। সেই সঙ্গে যিয়াদ ইব্‌ন আবীহি-কে রাজস্ব ও বায়তুল মালের দায়িত্ব প্রদান করলেন। তিনি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে যিয়াদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। যিয়াদ বিগত ঘটনায় নিরপেক্ষ ছিল।

এরপর 'আলী (রা) সে বাড়িতে গেলেন যেখানে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) অবস্থান করছিলেন এবং অনুমতি গ্রহণের পর সেখানে প্রবেশ করে উম্মুল মু'মিনীনকে সালাম সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। বনু খালাফের বাড়িতে তখন নারীরা নিহতদের জন্য ক্রন্দন করছিল। নিহতদের মধ্যে ছিলেন খালাফের দুই পুত্র আবদুল্লাহ্ ও উসমান। আবদুল্লাহ্ 'আয়েশা (রা)-এর পক্ষে এবং উসমান আলী (রা)-এর পক্ষে নিহত হয়েছিলেন। 'আলী (রা) বাড়িতে প্রবেশ করলে

আবদুল্লাহ্র স্ত্রী তালহাতুত-তালহাত-এর মা সাফিয়া বললেন, তুমি যেরূপে আমার সন্তানদের পিতৃহারা (ইয়াতীম) করেছ, আল্লাহ্ তোমার সন্তানদেরও সেরূপে পিতৃহারা করুন। 'আলী (রা) তার এ কথার কোন জবাব দিলেন না। 'আলী (রা) বের হয়ে যাওয়ার সময় সাফিয়া কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে এবারও 'আলী (রা) নিরব রইলেন। তখন কেউ তাঁকে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ মহিলা কি বলছে তা শুনেও আপনি নিরবতা অবলম্বন করছেন? 'আলী (রা) বললেন, আমাদের তো মুশরিক নারীদের ব্যাপারে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তবে কি আমরা মুসলিম নারীদের ব্যাপারে বিরত থাকব না? তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, দরজার কাছে দুই ব্যক্তি হযরত 'আয়েশা (রা)-কে গালমন্দ করছে। 'আলী (রা) কা'কা' ইব্ন 'আমরকে সে দুই ব্যক্তির প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করার এবং তাদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে ফেলার আদেশ দিলেন।[১]

'আয়েশা (রা) তাঁর অনুগামী ও 'আলী (রা)-এর অনুগামীদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন এবং তাদের এক একজনের নাম শোনার পর তাঁর জন্য রহমতের দু'আ করতে লাগলেন।

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) বসরা হতে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলে 'আলী (রা) তার সফরের জন্য প্রয়োজনীয় বাহন, পাথেয়, সরঞ্জাম প্রভৃতি পাঠিয়ে দিলেন। 'আয়েশা (রা)-এর সহযোগী বাহিনীর বেঁচে যাওয়া লোকদের চলে যাওয়ার কিংবা কেউ অবস্থানের ইচ্ছা করলে অবস্থানের অনুমতি দিলেন। তাঁর সফর সঙ্গীরূপে বসরার বিশি চল্লিশ জন নারীকে নির্বাচিত করলেন এবং তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)-কে তার সফরসংগী করে পাঠালেন।

সফর আরম্ভ করার দিন 'আলী (রা) এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। জনতাও উপস্থিত হল। 'আয়েশা (রা) হাওদায় বসে বাড়ি থেকে বের হলেন এবং উপস্থিত জনতাকে বিদায় জানালেন ও তাদের জন্য দু'আ করলেন। তিনি বললেন, 'আমার বৎসগণ! আমাদের কেউ একে অপরকে দোষারোপ করবে না। কেননা, আল্লাহ্র কসম! বিগত দিনে আমার ও 'আলীর মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তা তেমনই ছিল যেমন হয়ে থাকে কোন নারী ও তার শ্বশুরকুলের আত্মীয়দের মধ্যে। আমার প্রতিপক্ষে অবস্থানে সে ('আলী) অবশ্যই কল্যাণকামীদের অন্তর্ভুক্ত। 'আলী (রা) বললেন, তিনি সত্য বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! তাঁর ও আমার মধ্যকার বিষয়টি অনুরূপই ছিল। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অবশ্যই তোমাদের নবী ﷺ-এর স্ত্রী।' এ সময় বিদায় সংবর্ধনার জন্য 'আলী (রা) তাঁর সংগে কয়েক মাইল পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন এবং জনতা দিনের অবশিষ্টাংশ পর্যন্ত তাঁর সংগে চলতে থাকল। দিনটি ছিল ছত্রিশ হিজরী সনের রজব মাসের প্রারম্ভকাল।

'আয়েশা (রা) এ সফরে প্রথমে পবিত্র মক্কা শরীফ গমনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এসে বছরের হজ্জ সম্পাদন পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। হজ্জের পরে তিনি পবিত্র মদীনায় ফিরে গেলেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনা এই যে, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নের পর তিনি মালিক ইব্ন মিসমা'-এর আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন

---

১. তাবারী (৫/২২৩) তে আছে, লোক দু'টি ছিল কূফার আযদ গোত্রীয় আবদুল্লাহ্র দুই পুত্র 'আজাল ও সা'দ।

এবং তা যথাযথরূপে সম্পাদন করলেন। এ কারণে পরবর্তী সময়ে মারওয়ান বংশধররা মালিককে যথে মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছে। অপর এক বর্ণনায় মারওয়ান বনু খালফের বাড়িতেই অবস্থান নিয়েছিল এবং 'আয়েশা (রা) চলে যাওয়ার সময় সে-ও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। 'আয়েশা (রা) পবিত্র মক্কা আভিমুখে রওয়ানা করলে সে পবিত্র মদীনায় চলে যায়।

ইতিহাস লেখকদের বর্ণনায় আছে, পবিত্র মক্কা-মদীনা ও বসরার মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা ঘটনার দিনই এ সম্পর্কে অবগত হয়েছিল। এর সূত্র ছিল শকুনরা কর্তিত হাত-পা তুলে নিয়ে যেত এবং তা এসব অঞ্চলে পতিত হতো। এমনকি পবিত্র মদীনাবাসীরাও জামাল যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই ঘটনা অবগত হয়েছিল। একটি শকুন কোন কিছু মুখে নিয়ে পবিত্র মদীনার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় তা সেখানে পড়ে যায়। দেখা গেল যে, সেটি একটি পা, যাতে একটি আংটি ছিল এবং আংটির গায়ে 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আত্তাব' নাম অংকিত ছিল।

জামাল যুদ্ধ সংক্রান্ত উল্লিখিত বিবরণ সংশ্লি বিষয়ের অন্যতম পুরোধা মনীষী আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র) প্রদত্ত বিবরণ। এর বাইরে শী'আ ও অন্যান্য ভ্রান্তপন্থীদের উপস্থাপিত সাহাবী-বিরোধী এবং মিথ্যা-বানোয়াট বিবরণ– তাদের যারা সুস্পষ্ট সত্যের প্রতি আহূত হলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে উঠে, 'তোমাদের জন্য তোমাদের ইতিহাস, আমাদের জন্য আমাদের ইতিহাস। তখন জবাবে আমরা বলি, 'তোমারে প্রতি সালাম, আমরা 'জাহিলদের' পেছনে দৌড়াই না।

পরিচ্ছেদ

জামাল যুদ্ধে উভয় পক্ষের নিহত শ্রেষ্ঠ অভিজাত সাহাবীগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আলোচনা

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শহীদগণের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। আর আহতদের সংখ্যা ছিল গণনার উর্ধ্বে। শুক্রবারের শহীদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তালিকায় রয়েছেন ঃ

তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা)

বংশধারা ঃ তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন মুররা ঃ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইবনুন নায্‌র ইব্‌ন কিনানা– আবূ মুহাম্মাদ (কুনিয়াত) আল কুরায়শী আত্-তায়মী। তাঁর অধিক দান-বদান্যতার কারণে তিনি তালহা আল খায়র (কল্যাণময় তালহা) এবং তালহা আল ফাইয়ায (দানবীর তালহা) নামে পরিচিত ছিলেন। প্রারম্ভিক সময়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নওফিল ইব্‌ন খুওয়ালিদ আদাবী ইসলাম গ্রহণের কারণে এ দুজনকে এক দড়িতে বেঁধে রাখত এবং তাদের স্বগোত্র বনু তামীমের (? বনূ তায়মের) এতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এ কারণে তালহা ও আবূ বকর (রা)-কে 'এক জোড়' বলা হতো।

হিজরত করার পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ আইয়ুব আনসারী (রা)-এর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ স্থাপন করেন।[১] বদর ব্যতীত সকল জিহাদ অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে উপস্থিত ছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় তিনি ব্যবসা উপলক্ষে শামে অবস্থান করেছিলেন। অথবা মতান্তরে দূত প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং সে কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বদরের প্রতিদান ও গনীমতের অংশ প্রদান করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে ছিল তাঁর সমুজ্জ্বল অবদান। এ দিন তাঁর হাত (আঘাতের আধিক্যে) অবশ হয়ে গিয়েছিল। কেননা, তাঁর হাত দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপরে আগত আঘাতসমূহ প্রতিহত করে তাঁকে হিফাজত করেছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত হাতখানি সে অবস্থায়ই ছিল। কেউ তাঁর হাতের কথা আলোচনা করলে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলতেন, সে দিনটি সমগ্রই ছিল তালহা (রা)-এর জন্য। সে দিন রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, اوجب طلحة – "তালহা নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত করে নিয়েছে।"[২] এর কারণ ছিল এই যে, এ দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি বর্ম পরিধান করেছিলেন। এক সময় তিনি বর্মদ্বয় পরিহিত অবস্থায় সেখানকার একটি পাথরের উপরে উঠার ইচ্ছা করলে (বর্মের ওজনের কারণে তিনি) তাতে সমর্থ হলেন না।

তখন তালহা (রা) তাঁর পিঠ বিছিয়ে দিলে তিনি ﷺ তাঁর পিঠের উপরে চড়ে পরে পাথরের উপরে উঠেন এবং তখন বলেন, 'তালহা সাব্যস্ত করে নিয়েছে।' তিনি জান্নাতের আগাম সুসংবাদ প্রদত্ত দশজন (আশারা-ই সুবাশ্‌শারা)-এর অন্যতম এবং [উমর (রা) কর্তৃক পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য মনোনীত] ছয় সদস্যের শূরা কমিটি (নির্বাচনী বোর্ড)-এর অন্যতম।

তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুহবাত-সান্নিধ্যে জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁকে উত্তম সঙ্গ প্রদান করেছেন এবং তিনি ﷺ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় ওফাত প্রাপ্ত হন। আবূ বকর ও উমর (রা)-কেও তিনি উত্তম সান্নিধ্য দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় তাঁরা ইহলোক ত্যাগ করেন। উসমান (রা)-এর মর্মান্তিক ঘটনার সময় তিনি দূরে সরে ছিলেন এবং এ কারণে অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত ঘটনায় সঠিক আচরণ না করার (এবং প্রকারান্তরে বিদ্রোহীদের মদদ দেওয়ার) অভিযোগ করেছে। এ কারণেই জামাল যুদ্ধের দিন ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সময় যখন 'আলী (রা) তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন ও উপদেশ দিলেন তখন তিনি সম্মুখ ভাগ হতে সরে গিয়ে পিছনের কোন সারিতে অবস্থান করলেন। এ সময় একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাঁর হাঁটুতে অথবা তাঁর ঘাড়ে আঘাত করে। (হাঁটুতে আঘাতের বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ) তীর তাঁর পায়ের গোছা তাঁর ঘোড়ার পাঁজরের সংগে গেঁথে দিলে ঘোড়াটি (অস্থির হয়ে) তাঁকে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করে এবং তাঁকে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করে। তখন তিনি আওয়ায দিয়ে বলতে

---

১. ইসতী'আবের বর্ণনায় কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সঙ্গে এবং ইব্‌ন সা'দ (তাবকাত)-এর বর্ণনায় উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল। ইব্‌ন সা'দ-এর অপর এক বর্ণনায় সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর সংগে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপনের তথ্য রয়েছে। আল ইসাবায় বলা হয়েছে, হিজরতের পূর্বে তাঁর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে এবং হিজরতের পরে আবূ আইয়ুব (রা)-এর সঙ্গে।

২. তিরমিযী–যুবায়র (রা) হতে, হাদীস নং ৩৮৩৭ (আরবীয় মুদ্রণ ৫ খ. ৬৪৪ পৃ-) তিরমিযীর মন্তব্য ঃ এটি একক (গরীব) সূত্রের সহীহ হাদীস। আরও দ্রষ্টব্য–তাবাকাতু ইব্‌ন সা'দ, ৩য় , ২১৮ পৃ।

লাগলেনঃ 'আল্লাহ্‌র বান্দারা! আমার কাছে এসো! তখন তাঁর এক মাওলা (আযাদকৃত গোলাম ঘোড়াটি ধরে ফেলে এবং তাঁর পিছনে আরোহণ করে তাঁকে বসরা শহরে নিয়ে যায়। পরে সেখানকার একটি বাড়িতে তিনি শহীদ হন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হন। এবং আলী (রা) ঘুরে ঘুরে নিহতদের দেখার সময় তাঁকেও নিহতদের মধ্যে দেখতে পান। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল হতে ধুলামাটি মুছে দিয়ে বলতে থাকেন, 'আবূ মুহাম্মদ! তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। তোমাকে উন্মুক্ত আকাশের তারকার নিচে পতিত অবস্থায় দেখা আমার জন্য অত্যন্ত ককর।" তিনি আরও বললেন, আমার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের কথা আমি আল্লাহ্‌কেই বলছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার বাসনা হয় যে, আজিকার এ দিনের বিশ্‌ বছর আগে যদি আমি মরে যেতাম।

কারো কারো মতে তাঁর প্রতি এ তীর মেরেছিল মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তিনি আবান ইব্‌ন উসমান (রা)-কে বলেছিলেন, উসমান হত্যাকারীদের একটি দলের ব্যাপারে আমি তোমার জন্য যথে হয়েছি। (অর্থাৎ তাদের শায়েস্তা করেছি।) কেউ কেউ বলেছেন, তীর নিক্ষেপকারী ছিল অন্য কেউ। গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে এ তথ্য অধিক সঠিক, যদিও প্রথম মতটি অধিক প্রসিদ্ধ। (মহান আল্লাহ্‌ সমধিক অবহিত।) এ ঘটনা ঘটেছিল ছত্রিশ হিজরী সনের জুমাদাল্‌-উখরা মাসের দশম দিন বৃহস্পতিবার। তালহা (রা)-কে চারণ ভূমির (জলাধারের) প্রান্তে দাফন করা হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ষাট বছর এবং মতান্তরে ষাটের অধিক কয়েক বছর। তাঁর গায়ের বর্ণ ছিল বাদামী (লালচে) এবং মতান্তরে সাদা। সুশ্রী চেহারা ও অধিক চুলের অধিকারী। কিছুটা বেঁটে ছিলেন। তাঁর দৈনিক আয়ের পরিমাণ ছিল এক হাজার দিরহাম।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা 'আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জাদ'আন সূত্রে তাঁর পিতা (যায়দ) হতে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তালহা (রা)-কে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাকে বলছিলেন, আমাকে আমার কবর থেকে সরিয়ে নাও, পানি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। সে ব্যক্তি তিনরাত এ স্বপ্ন দেখল। সে ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে স্বপ্নের ব্যাপারে অবহিত করল। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) তখন বসরা খলীফার নায়িব (প্রশাসক) ছিলেন। এ অবস্থায় তালহা (রা)-এর জন্য দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বসরায় একটি বাড়ি খরিদ করা হলো এবং তাঁকে তাঁর কবর থেকে সেখানে সরিয়ে নিয়ে আসা হলো। দেখা গেল যে, তাঁর দেহের যে অংশে পানি লেগেছিল তা সবুজে (নীলাভ) হয়ে গিয়েছে এবং দেহের অবশিষ্টাংশ তাঁর শহীদ হওয়ার সময়ের ন্যায় অবিকৃত রয়েছে।

তাঁর বহুবিধ মাহাত্ম্য-শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। যেমন– আবূ বকর ইব্‌ন আবূ 'আসিম বর্ণনা করেছেন, হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর দাদা মূসা ইব্‌ন তালহা সূত্রে তালহা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন আমাকে তালহাতুল খায়র (মহাকল্যাণ তালহা) নামে সংকটের দিন (তাবূক যুদ্ধের সময়) আমাকে তালহাতুল ফাইয়ায (طلحة الفياض) দানশীল তালহা) এবং হুনায়ন যুদ্ধের সময় তালহাতুল জূদ (طلحة الجود) (দানবীর তালহা) নামে অভিহিত করেছেন।

আবূ ইয়া'লা মাওসিলী বলেছেন, আবূ কুরায়ব, ইউনুস, ইব্‌ন বাকর, তালহা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, তালহা (রা)-এর দুই পুত্র মূসা ও ঈসা হতে সূত্র পরম্পরায় তালহা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। জনৈক পল্লীবাসী বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের কাছে এসে (পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবে ৩০নং আয়াতে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বর্ণিত فمنهم من قضى نحبه তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার করণীয় সম্পন্ন করেছেন') কারা করণীয় সম্পন্ন করেছেন– এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাঁরা বললেন, 'তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস কর।' তখন সে তাঁকে মসজিদে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে এড়িয়ে গেলেন। পরে সে আবার জিজ্ঞেস করলে তিনি তখনও এড়িয়ে গেলেন। এ সময় আমি মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করছিলাম। তখন আমার গায়ে ছিল সবুজ পোশাক। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, اين السائل প্রশ্নকারী কোথায়? আমি বললাম, এই যে, আমি! তিনি ﷺ (আমার দিকে ইংগিত করে) বললেন– هذا ممن قضى نحبه – যারা তাদের করণীয় সম্পন্ন করেছে এ ব্যক্তি তাদের অন্যতম। আবুল কাসিম বাগাবী বলেছেন, দাউদ ইব্‌ন রুশায়দ (রাশীদ), মাক্কী, আলী ইব্‌ন ইব্‌ন ইবরাহীম, সাল্‌ত ইব্‌ন দীনার, আবূ নায়রা সূত্র পরম্পরায় জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

من اراد ينظر الى شهيد يمشى على رجليه فلينظر الى طلحة بن عبيد الله ـ

নিজের দুই পায়ের উপরে হেঁটে চলছে (অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে জীবন্ত চলমান) এমন কোন শহীদ ব্যক্তিকে যে দেখার ইচ্ছা রাখে সে যেন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ-কে দেখে।[১] তিরমিযী (র) বলেছেন, আবূ সা'ঈদ আশাজ্জ, আবূ আবদির রহমান ইব্‌ন মানসূর আনাফী-আন্ নাযার, উম্‌রা ইব্‌ন 'আলকামা ইয়াশকুরী সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত, উকবা (রা) বলেন, আমি 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার দুই কান রসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছে, طلحة والزبير جاراى فى الجنة তালহা ও যুবায়র (রা) জান্নাতে আমার দুই প্রতিবেশী (হবে)।[২]

একাধিক সূত্রে 'আলী (রা)-এর এ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

انى لا رجوان اكون انا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله ونزعنا ما فى صدورهم من اخوانا سرر متقابلين ـ

আমি আশা করি যে, আমি তালহা, যুবায়র ও উসমান তাদের অন্তর্ভুক্ত হব যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– 'আমি তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করে দিব, তারা ভাই ভাই হয়ে পরস্পর মুখোমুখি আসনে অবস্থান করবে। (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৪৭)

---

১. তিরমিযী, মানাক্বিব, হাদীস নং ৩৭৩৯, ৫খ. (আরবীয় মুদ্রণ), ৬৮৪ পৃ. ; তিরমিযীর মন্তব্য ঃ এটি এমন সূত্রের হাদীস, যা সাল্‌ত ব্যতীত অন্য কারো বর্ণনায় দেখা যায় না। বিষয়াভিজ্ঞ মনীষীগণ সাল্‌ত ইব্‌ন দীনার এবং (তালহা রা-এর বংশধর সালিহ ইব্‌ন মূসা সালিহীর স্মরণ শক্তি দুর্বল হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। দ্রঃ তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ, ৫ খ. ৬৪৪-৬৪৫ পৃ.)

২. তিরমিযী, মানাকিব, হাদীস নং ৩৭৪১

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা 'আলী ইব্‌ন যায়দ সূত্রে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি তালহা, যুবায়র, উসমান ও আলী (রা)-এর বিরূপ সমালোচনা করত। সা'দ (রা) নিষেধ করতেন এবং বলতেন, আমার ভাইদের দুর্নাম কর না। লোকটি তা অমান্য করলে সা'দ (রা) দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং দু'আ করলেন–"ইয়া আল্লাহ্! সে যা বলছে তা যদি আপনার ক্রোধের কারণ হয় তবে আজ আমাকে তার ব্যাপারে একটি নিদর্শন দেখিয়ে দিন এবং তাকে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় করুন! এ সময় লোকটি বের হয়ে গেলে হঠাৎ একটি বুখতী (আরবী ঘোড়া, উট) মানুষের ভিড়ের ভিতর হতে এগিয়ে এসে লোকটিকে আংগিনায় ধরে ফেলল এবং তাকে মেঝের পাথরের উপরে ফেলে দিয়ে বুকের চাপে পিষে মেরে ফেলল। সা'ঈদ (রা) বলেন, এ ঘটনার পরে আমি লোকদের দেখেছি যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে সা'দ (রা)-এর কাছে বলছিল, আবূ ইসহাক! আপনাকে মুবারকবাদ! আপনার দু'আ কবূল হয়েছে।

যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ (রা)

বংশধারা ঃ যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন 'আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইবন্ কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইবন্ গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইবনুন নাযর ইব্‌ন কিনানা আল কুরায়শী। কুনিয়াদ আবূ আবদুল্লাহ্। তাঁর মাতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফুফী সাফিয়্যা বিনত আবদুল মুত্তালিব। তিনি প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনর বছর– মতান্তরে আরো অল্প কিংবা অধিক। তিনি প্রথমে হাবাশায় (আবিসিনিয়া/ ইথিওপিয়া/ ইরিত্রিয়া) ও পরে পবিত্র মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালামা ইব্‌ন সালামা (سلمة بن سلامة) ইব্‌ন ওয়াক্‌শ-এর সংগে তাঁর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ স্থাপন করে দেন। তিনি সব ক'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের সময় (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহ্বান জানিয়ে বললেন, من ياتينا بخبر القوم। – "(সংগোপনে) কে শত্রুদের সংবাদ নিয়ে আসতে পারে?" যুবায়র (রা) বললেন, 'আমি'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় ঘোষণা দিলে যুবায়র (রা) আহ্বানে সাড়া দিলেন। আবার ঘোষণা দিলে যুবায়র (রা)-ই সাড়া দিলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– ان لكل نبى حواريًا وحوارى الزُّبير – প্রত্যেক নবীর একজন একান্ত সহযোগী থাকে। আমার একান্ত সহযোগী যুবায়র (রা)।[১] এটি 'আলী (রা) হতে যির্‌র হতে বর্ণিত হয়েছে। যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, বনু কুরায়জার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পিতামাতাকে একত্রিত করেছেন (অর্থাৎ আরবীয় রীতি অনুসারে 'তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত' কথাটি বলেছেন)। একটি বর্ণনায় আছে যে, যুবায়র (রা)-ই ছিলেন ইসলামের পক্ষে প্রথম তরবারি উত্তোলনকারী এবং তা ছিল পবিত্র মক্কার ঘটনা। 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হত্যা করা হয়েছে, 'সাহাবীগণের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে যুবায়র (রা) উন্মুক্ত তরাবরি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখবার পর

---

১. দ্রঃ তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ, ৩/১০৫; সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, ৩/৩-১০; আল ইসাবাহ, ২/৫৪৫; ঐ টীকা. ২/৫৮০

তরবারি খাপবদ্ধ করেন। তিনি জান্নাতের আগাম সুসংবাদ প্রদত্ত দশজন (আশারা-ই মুবাশশারা)-এর অন্যতম এবং পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য উমর (রা) কর্তৃক মনোনীত ছয় সদস্যের (নির্বাচনী বোর্ডের) অন্যতম, যাদের প্রতি তুষ্ট থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওফাত বরণ করেন।

তিনি ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সঙ্গদানকারী উত্তম সহযোগী এবং তাঁর জামাতা— আসমা বিনত আবূ বকর (রা)-এর স্বামী। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হিজরতের পরে জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম সন্তান।

মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে তিনি শাম গমন করেন এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর উপস্থিতি এ বাহিনীকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করে এবং এ যুদ্ধে তিনি সমুন্নত সাহসিকতা প্রদর্শন করে বিশাল অবদান রাখেন। তিনি প্রতিপক্ষ রোমান বাহিনীর এ প্রান্ত হতে সে প্রান্ত পর্যন্ত দুইবার তছ্‌নছ্ করে দেন। যুবায়র (রা) ছিলেন হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষাবলম্বনকারী ও তাঁর পক্ষে প্রতিরোধকারী উল্লেখযোগ্যদের অন্যতম। জামাল যুদ্ধের দিন 'আলী (রা) তাঁকে পূর্বোল্লিখিত বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃথক হয়ে পবিত্র মদীনা অভিমুখে ফিরে যান। পথিমধ্যে তিনি আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা)-এর গোত্রের নিবাস অতিক্রম করেন। এ গোত্রটি চলমান সংঘাতে নিরপেক্ষ অবস্থানে ছিল। এ সময় এক ব্যক্তি– কথিত মতে যার নাম আহনাফ– বলল, এ লোকটির অবস্থা কি? সে লোকদের সমবেত করার পরে যখন তারা পরস্পর মুখোমুখি হলো তখন সে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে কেন? তার প্রকৃত রহস্য কে উদঘাটন করতে পারে? তখন আম্‌র ইব্‌ন জুরমূয, ফাযালা ইব্‌ন হাবিস ও নুযায বনু তামীমের একদল সন্ত্রাসীসহ তাঁর অনুগমন করে। বর্ণিত মতে তার তাঁর কাছে পৌঁছে গেল পারস্পরিক সহযোগিতায় তাঁকে হত্যা করে।

অন্য একটি বর্ণনা মতে 'আমর ইব্‌ন জুরমূয তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়ে তাঁকে বলল, আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে। তখন যুবায়র (রা) বললেন, কাছে এসো! তখন যুবায়র (রা)-এর মাওলা (গোলাম) 'আতিয়া বলল, তাঁর সংগে অস্ত্র আছে? যুবায়র (রা) বললেন, তা থাকলেও.....। তখন 'আম্‌র এগিয়ে এসে তাঁর সংগে কথা বলতে লাগল। তখন সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। যুবায়র (রা) তাকে বললেন, সালাত (আদায় করে নাই)। 'আমর বলল, সালাত ....। যুবায়র (রা) সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদেরসহ সালাত আদায় করতে লাগলেন, এ সময় 'আমর ইব্‌ন জুরমুয তরবারি দ্বারা তাঁকে আঘাত করে হত্যা করে ফেলল।

অপর একটি বর্ণনা মতে আম্‌র তাঁকে ওয়াদিস্ সিবা' নামের একটি উপত্যকায় পেয়ে গেল। তখন তিনি দিবা নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন 'আমর অতর্কিত আক্রমণে তাঁকে হত্যা করল। এ বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ। এ প্রসংগে তাঁর সর্বশেষ স্ত্রী 'আতিকাহ্ বিনত যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়ল-এর কবিতা এ মতটির অনুরূপ সাক্ষ্য বহন করে। আতিকাহ্ এর পূর্বে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বিবাহে ছিলেন। তিনিও শহীদ হয়েছিলেন এবং তার পূর্বে আতিকাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন এবং আবদুল্লাহ্ (রা) ও শহীদ হয়েছিলেন। যুবায়র (রা) শহীদ হলে 'আতিকা (রা) একটি মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন, তাতে আছে ঃ

وغدر ابن جرموز بفضارس بمهة * يوم اللقاء وكانَ غر معرد
يا عمرو لو نبهته لو جدته * لا طائشاً رعش الجنان ولا اليد
ثكلتك امك انظفرت بمثله * ممن بقي ممن يروح ويغتدى
كم غمرةٍ إن قتلت لـمسلماً * حلت عليك عقوبة الـمتعمد ـ

'ইবন্ জুরমূয বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যুদ্ধের দিনের সংগীন পরিস্থিতির এক দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ারকে, যে কখনও পলায়ন করে না।

হে আম্র! তুমি তাকে সতর্কতার অবকাশ দিলে তুমি অবশ্যই দেখতে পেতে যে, সে ভয়ার্ত হৃদকম্পে অস্থির চিত্ত-সচেতন নয় এবং তার হাতও কম্পিত নয়।

তোমার মা তোমাকে হারিয়ে পুত্র শোকে শোকাতুরা হোক! তুমি যে সকাল-বিকালে বিচরণকারী বিদ্যমানদের মধ্য হতে তার সমতুল্যকে ঘায়েল করার সুযোগ পেয়ে গেলে।[১]

কত সংকটেই সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যা হতে তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি তোর (বেঁটে বল্লমের) আক্রমণ– হে উই ঢিবির ব্যাঙের ছাতা (-র পুত)![২]

কসম আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌র! তুই খুন করেছিস অবশ্যই একজন 'মুসলিম'কে এবং তোর জন্য সাব্যস্ত রয়েছে স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর কঠিন সাজা।

আমর ইব্‌ন জুরমুয যুবাযর (রা)-কে হত্যা করার পর তাঁর গর্দান কেটে তা নিয়ে আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলো। তার ধারণা ছিল এ 'কর্মের' কারণে যে 'আলী (রা)-এর বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে।' সে প্রবেশের অনুমতি চাইলে 'আলী (রা) বললেন, তাকে অনুমতি দিও না এবং তাকে জাহান্নামের 'সুসংবাদ' শুনিয়ে দাও। অপর এক বর্ণনায় আছে, আলী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ بشر قاتل ابن صفية بالنار সাফিয়া (রা)-এর পুত্রহন্তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও।"

ইবন্ জুরমুয যুবায়র (রা)-এর তরবারি নিয়ে আলী (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, "এ তরবারি-ই সুদীর্ঘকাল রাসূলুল্লাহ্‌ﷺ-এর উপর হতে সংকট দূরীভূত করেছে।" বর্ণনা মতে, আলী (রা)-এর এ বক্তব্য শোনার পর আমর ইব্‌ন জুরমূয আত্মহত্যা করে।

অপর বর্ণনায় মুস'আব ইবনুয যুবায়র (রা) ইরাকের ক্ষমতার মসনদারোহী হওয়া পর্যন্ত সে বেঁচে ছিল। মুস'আব (রা) ইরাকে ক্ষমতাসীন হলে সে আত্মগোপন করে। তখন মুস'আবকে অবহিত করা হলো যে, ইব্‌ন জুরমূয এখানে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। আপনি কি তার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিবেন? মুস'আব (রা) বললেন, "তাকে বলে দাও, সে নিরাপদ, সে জনসমক্ষে জীবন যাপন করতে পারে। আল্লাহ্‌র সময়! আমি তাকে যুবায়র (রা) হত্যার মিরাসে দণ্ডিত করব না। কেননা, আমার দৃষ্টিতে সে যুবায়র (রা)-এর সমপর্যায়ে হওয়া থেকে অতি তুচ্ছ।

---

১. পংক্তিটি তাবাকাতে (ইবন্ সা'দ) এরূপ– (পর পৃ-দ্রঃ) ثكلتك امك هل ظفرت بمثله * فيمن مضى فيما تروح وتغتدى অর্থ ঃ তোমার মা পুত্র শোকে শোকাতুরা হোক! তুমি যেথায় বিচরণ কর সেথায় বিগতদের মধ্যে তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে নাগালে পেয়েছ?

২. তাবাকাতে الفردد স্থলে القردد আছে। অর্থ মাটির উঁচু স্তূপ, উই পোকার ঢিবি।

যুবায়র (রা) বিশাল সম্পদ ও বিপুল দান-সাদাকার অধিকারী ছিলেন। জামাল যুদ্ধের দিন তিনি তার (জ্যেষ্ঠ) পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-কে ওয়াসী নিয়োগ করেছিলেন। তিনি শাহাদাতবরণ করলে হিসাব করে দেখা গেল যে, তাঁর ঋণের পরিমাণ রয়েছে বাইশ লাখ,[১] যা পরিশোধ করে দেওয়া হয়। তারপর অবশিষ্ট সম্পদ হতে এক-তৃতীয়াংশ তাঁর ওসীয়ত অনুসারে পৃথক করা হয় এবং অবশি দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। মিরাস বণ্টনে তাঁর চার স্ত্রীর প্রত্যেকে তাঁদের সম্মিলিত প্রাপ্য অষ্টমাংশের চতুর্থাংশ যা পেয়েছিল তার পরিমাণ ছিল বার লাখ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)।[২] এ হিসাব অনুসারে ওয়ারিসদের সামগ্রি প্রাপ্য ছিল (১২,০০০০০ ×৪×৮=। তিন কোটি চৌরাশি লাখ এবং ওসিয়াতের পরিমাণ ছিল এক কোটি নিরানব্বই লাখ এবং মিরাস ও ওসিয়াতের পরিমাণ ছিল এক কোটি বিরানব্বই লাখ এবং মিরাস ও ওয়াসিয়াতের সমষ্টি ছিল পাঁচ কোটি ছিয়াত্তর লাখ এবং ঋণ, ওয়াসিয়াতে ও মিরাসের সার্বিক সমষ্টি ছিল পাঁচ কোটি আটানব্বই লাখ দিরহাম। (এখানে বিষয়টির বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো এ কারণে যে, সহীহ বুখারীতে উদ্ধৃত এতদসংক্রান্ত (পরিমাণের) বিবরণে আপত্তি রয়েছে বিধায় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ সংগত ছিল। (মহান আল্লাহ্ সমধিক অবহিত।)

বিশাল পরিমাণের দান-খয়রাত এবং বিপুল অনুদানে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও যুবাযর (রা) এ অত্যধিক সম্পদের সূত্র ছিল জিহাদে প্রাপ্ত তাঁর গনীমতের হিস্‌সা, গনীমতের পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ হতে তাঁর মাতার প্রাপ্ত অংশ, পরিচ্ছন্ন বরকতময় বাণিজ্য এবং অন্যান্য পবিত্র স্বত্বসমূহ। একটি বর্ণনায় আছে, তাঁর এক হাজার গোলাম দৈনন্দিন তাদের উপার্জন লব্ধ আয় তাঁকে অর্পণ করত। কোন কোন দিন তাদের এ সমুদয় আয় সাদাকা করে দিতেন। (মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন ও তাঁকে তুষ্ট করুন।) তাঁর হত্যার ঘটনাটি ঘটেছিল ছত্রিশ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসের দশম দিন বৃহস্পতিবার। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ষাটোর্ধ ছয় কিংবা সাত (৬৬/৬৭) বছর। তাঁর গায়ের বর্ণ ছিল বাদামী এবং দেহ ছিল মধ্যম মাপের, উচ্চতাও স্বাভাবিক গোশতপূর্ণ। তাঁর মুখে ছিল হালকা দাড়ি। (রাযিয়াল্লাহ আনহু)

ছত্রিশ হিজরীর অপরাপর ঘটনাপঞ্জী

'আলী (রা) মিসরীয় অঞ্চলসমূহের জন্য কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উসামা (রা)-কে নাযির (গভর্নর) নিযুক্ত করে পাঠালেন। উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে এ পদে নিয়োজিত ছিলেন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহ। এর পূর্ববর্তী ঘটনা ছিল নিম্নরূপ : মিসরীয় খারিজীদের যে দলটি উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল সে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা ইবনুস সাওদা-র নেতৃত্বে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল এবং দলটি প্রস্তুত করে দিয়েছিল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উৎবা। মুহাম্মদের পিতা আবূ হুযায়ফা (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করার সময় উসমান (রা)-কে ছেলের ব্যাপারে ওসিয়াত করে গিয়েছিলেন। উসমান (রা) শিশুটিকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করে নিলেন এবং নিজ বাড়িতে ও স্বীয়

---

১. এ বিশাল কাজের প্রকৃত রহস্য ছিল এই যে, লোকেরা যুবায়র (রা)-এর বিশ্বস্ততার কারণে তাঁর কাছে তাদের অর্থ সম্পদ আমানত রাখার জন্য নিয়ে আসত। তিনি আমানতের কঠিন দায় থেকে বাঁচার জন্য সে অর্থ ঋণ রূপে গ্রহণ করতেন, যাতে মালিকদের জন্য তা ফেরত পাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়। - অনুবাদক।

২. ইব্‌ন সা'দের বর্ণনায় এগার লাখ।

তত্ত্বাবধানে তাকে লালন-পালন করলেন এবং তার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ করলেন মুহাম্মদ ইবাদত ও পৃথিবীর প্রতি নির্মোহ স্বভাব নিয়ে বেড়ে উঠল। এক সময় সে উসমান (রা)-এর কাছে তাকে কোন কর্মে নিয়োগের আবেদন করলে তিনি বললেন, তুমি যখনই এ বিষয়ের যোগ্য হবে আমি তোমাকে কর্মে নিযুক্ত করব। এতে সে মনে মনে উসমান (রা)-এর প্রতি ক্ষুব্ধ হলো এবং যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উসমান (রা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি অনুমতি প্রদান করলেন, সে তখন মিসরীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে বের হলো এবং মিসরের আমীর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহ-এর সঙ্গে 'মুওয়ারী' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। (পূর্ববর্তী বিবরণ দ্রব্য) এ সময় সে উসমান (রা)-এর বিরূপ সমালোচনায় লিপ্ত হলো এবং এতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) তাকে সহযোগিতা করল। আমীর ইব্‌ন আবূ সারাহ উসমান (রা)-এর কাছে এ দুইজনের ব্যাপারে অভিযোগ সম্বলিত পত্র পাঠালেন। উসমান (রা) বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেন না। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফার আচরণ পূর্বানুরূপ চলতে থাকল এবং এক সময় সে উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে পূর্বোল্লিখিত দলটি তৈরি করল।

উসমান (রা) (পবিত্র মদীনায়) অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে সে মিসরের ক্ষমতা দখল করল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহকে সেখান থেকে বের করে দিল। সে সেখানে সালাতের ইমামতি করতে লাগল। ইব্‌ন আবূ সারাহ পথিমধ্যে আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করলেন। তিনি আরও অবগত হলেন যে, 'আলী (রা) কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উসামা (রা)-কে মিসরের আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা মিসরের ক্ষমতায় এক বছরও অধিষ্ঠিত থাকতে না পারার বিষয়টি বিতাড়িত আমীর আবদুল্লাহ্‌কে আনন্দিত করল। এ অবস্থায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ শামে মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে চলে গেলেন এবং তাঁকে মিসরের ঘটনাবলী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফার ক্ষমতা দখলের বিষয়টি অবহিত করলেন।

মু'আবিয়া (রা) ও 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফাকে মিসর হতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে অভিযান বেরিয়ে পড়লেন। কেননা, সে ছিল উসমান (রা)-কে শহীদ করার কাজে সহায়তা দানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের অন্যতম। অথচ উসমান (রা)-ই তাকে লালন-পালনের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছিলেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন। তারা দুইজন বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেও মিসরে প্রবেশ করতে সমর্থ হলেন না। তখন তারা যুদ্ধের কূটকৌশল অবলম্বন করতে থাকলেন। ফলে এক সময় মুহাম্মদ এক হাজার লোক নিয়ে আরীফের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসে সেখানকার দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করল। 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা) তার বিরুদ্ধে মিনজানীক (কামান) দ্বারা আক্রমণ চালাতে থাকলেন। ফলে সে ত্রিশজন সংগীসহ আত্মসমর্পণ করলে তাদের হত্যা করা হলো। (এ বিবরণ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারীর)

অপরদিকে 'আলী (রা)-এর পক্ষ হতে নিয়োগপ্রাপ্ত কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা (রা) মিসর অভিমুখে রওয়ানা করলেন এবং সাতজন সঙ্গীসহ মিসরে প্রবেশ করলেন। তিনি মিম্বরে উঠে আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা)-এর পত্র পাঠ করে শোনালেন-(পত্রভাষ্য)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

من عبد الله على امير المؤمنين الى من بلغه كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين ، سلام عليكم فانى احمد الله كثيراً الذى لا اله الا هو ، اما بعد فان الله بحسن صنيعه و تقديره وتدبيره اختار الاسلام دينًا لنفسه وملائكته ورسله فكان مما اكرم الله به هذه الامة وخصهم به من انتخب من خلقه، فكان مما اكرم الله به هذه الامة ، وخصهم به من الفضيلة ان بعث محمدا # يعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة، لكيما يهتدوا، وجمعهم لكيما يتفرقوا، وزكاهم لكى يتطهروا، ووفقهم لكيلا يجوروا ـ فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله اليه صلوات الله وسلامه عليه وبركاته ورحمته ، ثم ان المسلمين استخلفوا بعده اميرين صالحين، عمالاً بالكتاب [والسنة] ، واحسن السيرة ولم يعدوا السنة ثم توفاهما الله فرحمهما الله، ثم ولى بعدهما وال احدث احداثًا ، فوجدت الامة عليه مقالاً فقالوا، ثم نقموا عليه فغيروا ، ثم جاؤونى فبايعونى فاستهدى الله بهذاه واستعينه على التقوى، الا وان لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله، والقيام عليكم بحقه والنصح لكم بالغيب والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل، وقد بعثت اليكم قيس بن سعد بن عبادة [اميراً] فوازروه وكاتفوه واعينوه على الحق، وقد امرته بالاحسان الى محسنكم والشدة مريبكم والرفق بعوامكم ونحواصكم، وهو ممن ارضي هدية وارجو صلاحه ونصيحته اسال الله لنا ولكم عملاص زاكيًا وثوابًا جزيلا ورحمة واسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ـ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম– আল্লাহ্‌র বান্দা 'আলী আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ হতে মুমিন-মুসলিমগণের মধ্য হতে যাদের কাছে আমার এ ঘোষণাপত্র পৌঁছবে– তাদের প্রতি, সালামুন আলায়কুম! আমি সে আল্লাহ্‌র বহু বহু প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারপর, আল্লাহ্ তাঁর উত্তম অনুগ্রহ, নিপুণতা ও কুশলতা সূত্রে ইসলামকে তাঁর জন্য, এবং তাঁর ফেরেশতাগণ ও রাসূলগণের জন্য মনোনীত দীনরূপে গ্রহণ করেছেন। সে দীন সহকারে তাঁর বান্দাদের কাছে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে নির্বাচিতদের সে দীনের জন্য বিশিষ্ট করেছেন।

তিনি এ উম্মতকে যে সব বিষয় দিয়ে মহিমান্বিত করেছেন এবং যে ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে তার অন্যতম হচ্ছে মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রেরণ করা, যিনি তাদের কিতাব, হিকমত, এবং ফরয ও সুন্নাতের তা'লীম দিবেন– যাতে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়; তাদের সমবেত করেছেন যাতে তারা বিভেদ-বিভক্তি হতে রক্ষা পায়, তাদের পরিশুদ্ধ করেছেন যাতে তারা পবিত্র হয়, তাদের তাওফীক দান করেছেন যাতে তারা ভ্রান্তির শিকার না হয়। তিনি এসব বিষয়ে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করলে মহান আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিলেন– আল্লাহ্ তা'আলার রহমত, সালাম ও বরকত তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

তাঁর পরে মুসলিম জাতি দুই জন পুণ্যবান আমীরকে খলীফা মনোনীত করল। তাঁরা কিতাব-সুন্নাহ অনুসারে আমল করে উত্তম আদর্শ স্থাপন করলেন। তাঁরা সুন্নাতের সীমা অতিক্রম করলেন না। পরে মহান আল্লাহ্ তাঁদের ওফাত দান করলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি রহম করুন! তাদের পরে আর একজন দায়িত্ব গ্রহণ করলেন যিনি কিছু কিছু নতুন বিষয় উদ্ভাবন করলেন। এতে উম্মত সমালোচনা করার সুযোগ পেল, তারা তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ হলো এবং রদ-বদল সংঘটিত করল।

পরে তারা আমার কাছে এসে আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করল। কাজেই আমি মহান আল্লাহ্র কাছে তাঁর হিদায়াত প্রার্থনা করছি এবং তাক্ওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি। শুনে রাখ! আমার কাছে তোমাদের প্রাপ্য-অধিকার এই যে, আমি মহান আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুসারে আমল করব, তাঁর বিধান অনুসারে তোমাদের তত্ত্বাবধান করব এবং অসাক্ষাতেও তোমাদের মঙ্গল কামনা করব। মহান আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা, মহান আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই অতি উত্তম কর্ম বিধায়ক।

আমি কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করে পাঠালাম তোমরা তাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করবে, তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে এবং সত্যের ব্যাপারে তাকে সহায়তা প্রদান করবে। আমি তাকে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি সদাচরণ করার, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কঠোর হাতে দমন করার এবং তোমাদের সাধারণ জনতা ও বিশিষ্টদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছি। আমি তার স্বভাব-আচরণের প্রতি তুষ্ট রয়েছি এবং তার যোগ্যতা-দক্ষতা ও কল্যাণমুখী কর্মতৎপরতার প্রতি আশাবাদী।

আমি মহান আল্লাহ্র কাছে আমার ও তোমাদের জন্য পূত-পবিত্র আমল, বিপুল সাওয়াব ও বিস্তীর্ণ রহমত প্রার্থনা করছি।

ওয়াসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।[১] ছত্রিশ হিজরী সনের সফর মাসের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি' লিখেছেন, পত্রপাঠ সমাপ্তির পর কায়স ইব্ন সা'দ দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং জনতাকে 'আলী (রা)-এর অনুকূলে বায়'আতের আহ্বান জানালেন। জনতা দাঁড়িয়ে তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করল। সমগ্র মিসর অঞ্চল তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিল। শুধু যারাবাত নামের একটি জনপদ ছিল এর ব্যতিক্রম।[২] যারাবাতের বাসিন্দারা উসমান (রা)-এর হত্যাকে একটি মারাত্মক বিষয় মনে করত। বাসিন্দারা ছিল অভিজাত শ্রেণীর ও নেতৃস্থানীয়। তাদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার এবং তাদের নেতা ছিলেন ইয়াযীদ ইবনুল হারিছ মিদলাজী। তারা কায়স ইব্ন সা'দ (রা)-এর কাছে প্রতিনিধি পাঠালে তিনি তাদের সঙ্গে আপোসরফা করে নেন।

এছাড়া মাসলামা ইব্ন মিদলাজ আনসারীও বায়'আত গ্রহণ হতে দূরে অবস্থান করেন। কায়সও তাকে পীড়াপীড়ি না করে তাঁর সঙ্গে সমঝোতার আচরণ করেন।

---

১. পত্র ভাষ্য তাবারীর তারীখ হতে উদ্ধৃত। দ্রঃ ৫খ. ২২৭ পৃ.

২. তাবারী ও বিদায়ার মূল গ্রন্থে জনপদটির নাম যারাবাত বলা হয়েছে। কামিলে (৩/২৬৯) যারনাব বলা হয়েছে। ইয়াকূবের মতে যানাব অধিক শুদ্ধ। যারবাত আলেকজান্দ্রিয়ার পার্শ্ববর্তী একটি অঞ্চল, যা পরে অনাবাদ হয়ে যায়। (মু'জামুল বুলদান, শিরোনাম)

এ সময় মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা) মিসরের আমীর কায়স-এর কাছে বিশেষ পত্র পাঠালেন। তিনি তখন প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সমগ্র শাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সুসংহত ক্ষমতার অধিকারী। রোমান সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চলসমূহ ও উপকূলবর্তী অঞ্চলও তাঁর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণাধীন। সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জ এবং আল জাযীরার রাহা, হাররান কারকীখিয়া প্রভৃতি জনপদও তাঁর কর্তৃত্বাধীন। এছাড়া জামল যুদ্ধে পরাজিত উসমান সকলে তাঁর আশ্রয়ে সমবেত হয়েছিল। আশতার নাখ'ঈ মু'আবিয়া (রা)-এর নায়িবগণের কর্তৃত্ব হতে এ সকল অঞ্চল দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা করলে মু'আবিয়া (রা) তার বিরুদ্ধে আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। আশতার পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। ফলে এ সমগ্র অঞ্চলে মু'আবিয়া (রা)-এর কর্তৃত্ব প্রতিপত্তি সুসংহত হয়ে যায়। তিনি কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন উসমান (রা)-এর খুনের বদলার দাবিতে সোচ্চার হওয়ার এবং এ প্রসঙ্গে তিনি যে কর্মতৎপরতা পরিচালিত করছেন তাতে তাকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে।

মু'আবিযা (রা) কায়সকে এ প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হলে যতদিন তার হাতে ক্ষমতা থাকবে ততদিন কায়স দুই ইরাকে (কূফা ও বসরায়) তাঁর নায়িব পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। পত্র কায়স-এর নিকট পৌঁছল। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও সতর্ক লোক। তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে অবস্থান নিলেন না এবং কুশলতার সংগে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণে যত্নবান হয়ে সৌহার্দ্যমূলক পত্র পাঠালেন। তাকে এরূপ করতে হয়েছিল 'আলী (রা) হতে তার দূরে শাম অঞ্চল হতে নিকটে অবস্থানের কারণে এবং মু'আবিয়া (রা)-এর বিশাল বাহিনীর কারণে। সুতরাং কায়স মু'আবিয়া (রা)-এর সংগে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে তাঁকে এড়িয়ে থাকার পন্থা অবলম্বন করলেন এবং তাকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল তাতে বিরুদ্ধাচরণও করলেন না, আবার স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াও দিলেন না।

মু'আবিয়া (রা)ও ছিলেন বিচক্ষণ কূটকুশলী। তিনি কায়সের কাছে স্পষ্ট ভাষ্যে লিখে পাঠালেন, "তুমি আমার সঙ্গে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এবং 'কাল-পরশু' ও 'করি -করছি' আচরণ করে যেতে পারবে না। তুমি আমার স্বপক্ষ কিংবা প্রতিপক্ষ– এ বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া অপরিহার্য।" তখন কায়সও চূড়ান্ত কথা লিখে পাঠালেন, 'আমি 'আলী (রা)-এর সঙ্গে রয়েছি। কেননা, (আমার দৃষ্টিতে) তিনি বিষয়টির (খিলাফতের) আপনার চেয়ে অগ্রাধিকারী'। এ পত্র মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি কায়সের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন।[১] এবং পত্রের আদান প্রদান হতে বিরত রইলেন।

এ সময় কোন কোন শামবাসী এ গুজব ছড়িয়ে দিল যে, কায়স ইব্‌ন সা'দ ইরাকীদের সহযোগিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে শামবাসীদের সঙ্গে গোপনে পত্র যোগাযোগ করছে। অপর দিকে ইব্‌ন জারীরের বর্ণনা মতে কায়স-এর নামে মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করার বিবরণ সম্বলিত একটি বানোয়াট পত্র প্রকাশ লাভ করল। মহান আল্লাহ্‌ই এর যথার্থতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত।[২]

---

১. মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা) ও কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর পুরস্কারের প্রতি প্রেরিত পত্র-ভাষ্যের জন্য দ্রষ্টব্য– তাবারী, ৫খ, ২২৮-২২৯ এবং আল কামিল ৩খ. ২৬৯-২৭০।

২. তাবারীর বর্ণনা অনুসারে এ জালপত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য– তাবারী, ৫খ, ২৩০ পৃ

আলী (রা)-এর কাছে এ পত্রের সংবাদ পৌঁছালে তিনি কায়সের ব্যাপারে সন্দিহান হলেন এবং তাকে যারবাতবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আদেশ দিলেন, যারা 'আলী (রা)-এর অনুকূলে বায়'আত করা হতে বিরত ছিল।

জবাবে কায়স যারবাতীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে এবং সমাজের অভিজাত শ্রেণী হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে অপারগতার কথা জানিয়ে পত্র পাঠালেন। তিনি লিখলেন, আপনি আমার (আনুগত্যের) প্রতি সন্দিহান হওয়ার কারণে যদি আমাকে যাচাই করার উদ্দেশ্যে আদেশ পাঠিয়ে থাকেন তবে মিসরে আপনার নায়িব রূপে অন্য কাউকে নিযুক্ত করে পাঠাবেন, তখন আলী (রা) আশতার নাখ'ঈকে মিসরের প্রশাসক (গভর্নর) নিয়োগ করে পাঠালেন। আশতার মিসর অভিমুখে রওয়ানা করল। কুলযুম বন্দরের কাছে পৌঁছলে আশতার মধু দিয়ে তৈরী শরবত পান করল এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। এ সংবাদ শামবাসীদের কাছে পৌঁছলে তারা মন্তব্য করল, মহান আল্লাহ্‌র মধু-বাহিনীও আছে।

'আলী (রা)-এর কাছে আশতারের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে মিসরের আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। (আশতারের নিযুক্তি ও মৃত্যুর বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়) অপর এক বর্ণনা মতে, যা অধিক প্রামাণ্য– 'আলী (রা) কায়স ইবন্ সা'দ (রা)-এর পরে (প্রথমেই) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। কায়স মদীনায় ফিরে গেলেন এবং সাহল ইব্‌ন হুনায়ফকে সঙ্গে নিয়ে আলী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। কায়স তার অপারকতার বিষয়টি ব্যক্ত করলে 'আলী (রা) তা গ্রহণ করলেন। পরে কায়স ও সাহ্‌ল আলী (রা)-এর সঙ্গে সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। (পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)

পরবর্তী সময়ে সিফফীন যুদ্ধ পর্যন্ত মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ভীতিকর প্রতিপত্তির সংগে মিসরীয় অঞ্চলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। সিফফীন যুদ্ধ সংঘটিত হলে এবং মিসরবাসীদের কাছে মু'আবিয়া (রা) ও তাঁর অনুগামী শামবাসীদের ইরাকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ পৌঁছল। বিবদমান পক্ষদ্বয় সমঝোতা ও আপোসরফার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সংবাদ অবগত হলে মিসরীয়রা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের ব্যাপারে আশান্বিত হলো এবং তার প্রকাশ্য শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়ার দুঃসাহস দেখাল। (তার পার্শ্ববর্তী অবস্থার বিবরণ আমরা পরে উপস্থাপন করব।)

আম্‌র ইবনুল 'আস (রা)-এর বিষয়টি ছিল এই যে, তিনি উসমান (রা)-এর খুনের প্রতিশোধের দাবিতে একাত্মতা পোষণ করে মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি আনুগত্যের বায়'আত করেছিলেন। ইতিপূর্বে বিদ্রোহীরা পবিত্র মদীনা অবরোধের উদ্দেশ্যে অগ্রগামী হলে 'আম্‌র (রা) পবিত্র মদীনা হতে বের হয়ে গিয়েছিলেন, যাতে তাকে উসমান (রা)-এর হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী না হতে হয়। এছাড়া উসমান (রা) কর্তৃক তাকে মিসরের শাসন ক্ষমতা হতে অব্যাহতি প্রদান করে তার স্থলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহকে নিযুক্ত করার কারণে তিনি খলীফার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই ক্ষোভ নিয়ে পবিত্র মাদীনা থেকে বের হয়ে গেলেন এবং জর্দানের নিকটবর্তী একটি স্থানে অবতরণ করলেন। উসমান (রা) শহীদ হওয়ার পর আম্‌র (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে চলে গেলেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের বায়'আত করলেন (যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)।

পরিচ্ছেদ

ইরাকবাসী ও শামবাসীদের মধ্যে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধ

ইসমা'ঈল ইব্ন উলায়্যা-আইয়ূব-মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত ইমাম আহমাদ-এর রিওয়ায়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন; 'ফিতনা বিস্তার লাভ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল দশ-বিশ হাজার। এ ফিতনায় তাঁদের একশ জনও উপস্থিত ছিলেন না বরং উপস্থিতিদের সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্ত ও পৌঁছেছিল না।" ইমাম আহমাদ আরও বলেছেন, উমায়্যা ইব্ন খুল্দ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শু'বাকে বললেন, আবূ শায়বা হাকাম সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হতে বর্ণনা করেছেন যে, "সত্তরজন বদরী সাহাবী সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শু'বা বললেন, 'আবূ শায়বা অসত্য বলেছেন। আল্লাহ্র কসম! আমরা এ বিষয়ে হাকামের সংগে আলোচনা করেছি। তাতে আমরা বদরীদের মধ্যে শুধু খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা) ব্যতীত আর কারো সিফফীন অংশগ্রহণের তথ্য ব্যক্ত করতে দেখিনি। কেউ কেউ বলেছেন, অন্যতম বদরী সাহাবী সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ (রা)ও সিফফীনে উপস্থিত ছিলেন। তদ্রূপ আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)। এ বর্ণনা দিয়েছেন আমাদের শায়খ ইব্ন তায়মিয়া (র) তাঁর আররাদ্দু 'আলার রাফিযা (الرد على الرافضة) কিতাবে। ইব্ন বাত্তা তার সনদে যুবায়র ইবনুল আশাজ্জ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'জেনে রাখ, উসমান (রা)-এর হত্যার পর বদরী সাহাবীগণ তাঁদের গৃহ-অভ্যন্তরকে আঁকড়ে থাকেন এবং তাঁরা শুধু কবরের উদ্দেশ্যেই গৃহত্যাগ করেছেন।

অপরদিকে 'আলী ইব্ন আবূ তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু জামাল যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর বসরায় প্রবেশ করলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) পবিত্র মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলে তাঁকে সসম্মানে বিদায় জ্ঞাপন করলেন, এপর তিনি কূফার উদ্দেশ্যে বসরা ত্যাগ করলেন। আবদুর রহমান ইব্ন উবায়দ হতে আবুল কানূদ-এর বর্ণনায় আছে, ছত্রিশ হিজরী সনের রজব মাসের বার তারিখে আলী (রা) কূফায় প্রবেশ করলেন।[১] লোকেরা তাকে 'কসরে আবইয়াযে' (শ্বেত ভবন/হোয়াইট হাউস) অবস্থান গ্রহণের আবেদন করলে তিনি বললেন, 'না, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সেখানে অবস্থান করা পছন্দ করতেন না, এ কারণে আমিও সেখানে অবস্থান করা পছন্দ করি না।

তিনি রাহবায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কেন্দ্রীয় মসজিদে (জামি'আজামে) দুই রাক'আত সালাত আদায়ের পর ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি কল্যাণ ও ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করলেন। এ ভাষণে তিনি কূফাবাসীদের প্রশংসা করলেন। পরে তিনি জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ও আশা আছ ইব্ন কায়স (রা)-এর কাছে তাদের শাসনাধীন অঞ্চলের জনতার বায়'আত গ্রহণ করে তাঁর কাছে আসার জন্য পত্রাদেশ পাঠালেন। জারীর উসমান (রা)-এর সময়কাল হতে হামাদানের শাসনকর্তা ছিলেন এবং আশ'আছ ও

১. বিদায়ার মূল গ্রন্থ, মুরূজুয্ যাহাব ও আল আযাবারুত্ তিওয়ালে ১২ রজব বলা হয়েছে। ফুতূহু ইবনিল আ'ছাম ২/৩৪৭-এ ১৬ রজব বলা হয়েছে।

উসমান (রা)-এর সময়কাল হতে আযারবাইজানের শাসনকর্তা ছিলেন। তারা এ আদেশ প্রতিপালন করলেন।

পরে 'আলী (রা) তাঁর প্রতি আনুগত্যের বায়'আতের আহ্বান জানিয়ে মু'আবিযা (রা)-এর কাছে পত্র পাঠাবার ইচ্ছা করলে জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন, তাঁর কাছে আমাকে যেতে দিন! কেননা, তাঁর সংগে আমার হৃদ্যতার সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই আমি আপনার অনুকূলে তার বায়'আত হাসিল করার আশা রাখি।' আশতার বলল। হে আমীরুল মু'মিনীন! তাকে পাঠাবেন না! আমার আশংকা হয় যে, সে তার (মু'আবিয়া) পক্ষ অবলম্বন করবে। আলী (রা) বললেন, তাঁকেই যেতে দাও।

এভাবে আলী (রা) তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর হাতে মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে একটি পত্র লিখে পাঠালেন। পত্রে তিনি তাকে মুহাজির ও আনসারদের তাঁর বায়'আতে সমবেত হওয়ার কথা অবহিত করলেন এবং জামাল যুদ্ধের আদ্যোপান্ত অবহিত করলেন। তিনি মু'আবিয়া (রা) লোকদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে তাঁর বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন।[১]

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে পৌঁছে পত্রটি তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন। মু'আবিয়া (রা) 'আমর ইবনুল 'আস (রা) ও শামের নেতৃস্থানীয়দের উপস্থিত করে তাদের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তারা উসমান হত্যাকারীদের হত্যা করা অথবা তাদের শাম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া ব্যতীত বায়'আত করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। অন্যথায় তারা আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং উসমান হত্যাকারীদের হত্যা না করা পর্যন্ত 'আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত না করার সিদ্ধান্ত নিল। জারীর (রা) 'আলী (রা)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে প্রতিপক্ষের বক্তব্য অবহিত করলেন।

এ সময় আশতার বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি কি জারীর (রা)-কে পাঠাবার ব্যাপারে আপনাকে নিষেধ করেছিলাম না ? আপনি আমাকে পাঠালে মু'আবিয়া (রা) যে কোন ফাঁক ফোঁকর বের করলে আমি তা রুদ্ধ করে দিতাম। জারীর (রা) বললেন, তুমি সেখানে গেলে তো তারা উসমান (রা)-এর রক্তের বদলে তোমাকে কুতল করেই ফেলত। আশতার বলল, আল্লাহ্র কসম আপনি আমাকে পাঠালে মু'আবিয়া (রা)-এর সঙ্গে সওয়াল-জওয়াব আমাকে পরিশ্রান্ত করত না এবং আমি তাকে চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপারে ব্যস্ত করে দিতাম। ইতিপূর্বে আমার কথা শুনলে (আলী রা) তোমাকে ও তোমার মত অন্য লোকগুলিকে বন্দী করে ফেলতেন এবং তাতে এ উম্মতের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসে যেত। এসব কথায় জারীর (রা) রাগান্বিত হয়ে উঠে চলে গেলেন এবং কারকীসিয়ায় অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি পত্র পাঠিয়ে মু'আবিয়া (রা) তার ও আশতারের মধ্যকার কথাবার্তা সম্পর্কে অবহিত করলেন। মু'আবিয়া (রা) জারীর (রা)-কে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার জন্য পত্র লিখলেন।

১. ফুতুহ ইবনিল আ'ছাম ২/৩৫২-এর বর্ণনায় মু'আবিয়া (রা)-এর বরাবরে একটি পত্র লিখে তা হাজ্জাজ ইব্ন 'আমর ইব্ন গাযিয়্যা আনসারীর হাতে পাঠিয়েছিলেন। এটা ছিল মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে পাঠাবার পূর্বের ঘটনা। জারীর (রা)-এর মাধ্যমে প্রেরিত পত্রের জন্য দেখুন আল আখবারুত্ তিওয়াল, ১৫৭ পৃ.; ফুতূহ ইবনুল আ'ছাম, ২য়; ৩৭৪ পৃ.)

পরে আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) শামে গমনের উদ্দেশ্যে কূফা হতে প্রস্থান করলেন এবং নুযায়লা নামক স্থানে সেনা সমাবেশ করতে লাগলেন। কূফায় তিনি আবূ মাস'উদ 'উক্‌বা ইব্‌ন 'আমির বদরী আনসারী (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করলেন। এ সময় একদল তাকে নিজে কূফায় অবস্থান করে শামের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাবার পরামর্শ দিয়েছিল এবং অপর দল স্বয়ং তাঁকেই সেনাবাহিনী নিয়ে কূফা ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিল।

মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে 'আলী (রা) নিজেই বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ার সংবাদ পৌঁছাল। তিনি 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞেস করলেন। 'আমর (রা) বললেন, আপনিও নিজেই বেরিয়ে পড়ুন। তখন 'আমর (রা) জনতার সামনে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন, 'জামাল যুদ্ধে কূফা ও বসরার নেতৃস্থানীয় লোকগুলো নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। 'আলীর সঙ্গে মাত্র গুটিকতক লোকই রয়েছে– যারা ..... ইতিপূর্বে খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন 'উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে শহীদ করেছেন। কাজেই সাবধান! তোমাদের সত্য ও হক নষ্ট করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এবং তোমাদের রক্তের দাবি পরিত্যাগ করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর। অপরদিকে শামের সেনাবাহিনীর কাছে পত্রাদেশ পাঠানো হলে তারা উপস্থিত হলো। সেনানায়কদের ছোট-বড় পতাকা প্রদান করা হলো। এভাবে শামবাসীরাও সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফোরাতের পথে সিফ্‌ফীন অভিমুখে রওয়ানা করল। যে দিক থেকে 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এগিয়ে আসছিলেন।

'আলী (রা)ও সমবেত বাহিনী নিয়ে শামের উদ্দেশ্যে নুযায়লা ত্যাগ করলেন। হাকাম ইব্‌ন উইয়ায়না হতে আবূ ইসরাঈল বর্ণনা করেছেন, 'আলী (রা)-এর বাহিনীতে আশিজন বদরী সাহাবী এবং (হুদায়বিয়ার) বৃক্ষছায়ায় বায়'আত গ্রহণীকারী একশত পঞ্চাশ জন সাহাবী ছিলেন।[১] এ বিবরণ ইব্‌ন দযীদ (دزيد)-এর বর্ণিত ।

'আলী (রা) তাঁর পরিভ্রমণ পথে জনৈক রাহিবের সাক্ষাত লাভ করলেন। রাহিব প্রসঙ্গে হুসায়ন ইব্‌ন দীযীল তার কিতাবে ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কারাদীসী— নাস্‌র ইব্‌ন মুযাহিম— 'আয্‌র ইব্‌ন সা'ম— মুসলিম আ'ওয়ার – হাববা আল্ উরানী সূত্র পরম্পরায় উদ্ধৃত করেছেন। হাব্বা উরানী বলেন, 'আলী (রা) রাক্‌কায় (আর রাশীদে) উপনীত হয়ে ফোরাত তীরবর্তী বালবাখ নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলেন। এ সময় জনৈক রাহিব তার ইবাদতখানা থেকে বেরিয়ে 'আলী (রা)-এর কাছে আগমন করলেন। রাহিব 'আলী (রা)-কে বললেন, 'আমাদের কাছে একখানা কিতাব আছে যা পুরুষানুক্রমে আমাদের হাতে পৌঁছেছে। যা ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম)-এর সাহাবীগণ লিখেছিলেন। আমি কি তবে আপনাকে পড়ে শোনাব ? 'আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ। তখন রাহিব সে কিতাব (লিখনী) পড়ে শোনাল– (পত্র ভাষা)

بسم الله الرحمن الرحيم الذى قضى فيما قضى وسطر فيما سطر وكتب فيما انه باعث فى الاميين رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويدلهم على سبيل الله لا فظ ولا غليظ ولا صخاب فى الاسواق ـ ولايجزى بالسيئة السيئة وكن يعفو يصفح امه الحمادون الذين يحمدن الله على كل

شرف وفى كل صعود وهبوط تذل السنتهم بالتهليل والتكبير ـ وينصره الله على كل من ناوه فاذا توفاه الله اختلفت امته ثم اجتمعت فلبست بذلك ما شاء الله ثم اختلفت ثم يمر رجل من امته بشاطئ هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر و يقضى بالحق ولاينكس الحكم ـ في يوم عصفت فيه الريح ـ والموت اهون عليه من شرب الماء يخاف الله فى السر وينصح فى العلانية ولا يخاف فى الله لومة لائم فمن ادرك ذلك النبى من اهل البلاد فامن به كان ثوابه رضوان والجنة ومن ادرك ذلك العبد الصالح فلينصره فان القتل معه شهادة ـ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। –রহমান রহীম আল্লাহ্‌র নামে, যিনি তাঁর সিদ্ধান্তপত্রে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তার লিখনীতে লিখেছেন এবং তাঁর ফরমানপত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তিনি উম্মী (নিরক্ষর)-দের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠাবেন যিনি তাদের কিতাব ও হিকমতের তা'লীম দিবেন, তাদের পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদের আল্লাহ্‌র পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। তিনি কর্কশভাষী হবেন না, রূঢ় স্বভাবী হবেন না। হাটে-বাজারে হৈ চৈকারী হবেন না, এবং মন্দের প্রতিদান মন্দ দিয়ে দিবেন না। বরং ক্ষমা করবেন, মার্জনা করবেন।

তাঁর উম্মত হবে 'অধিক হামদ-প্রশংসাকারী, তারা প্রতিটি চড়াই-উৎরাইয়ে এবং উর্ধারোহণ ও নিম্নগমনে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে। তাদের জিহ্বা অবনমিত (সিক্ত) থাকবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে, যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ তাঁকে ওফাত দিলে তাঁর উম্মত মতবিরোধে লিপ্ত হবে। পরে তারা একতাবদ্ধ হয়ে যতদিন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সে অবস্থায় থাকবে। পরে আবার তারা মতবিরোধে লিপ্ত হবে। পরে তাঁর উম্মতের একজন লোক এ ফোরাত নদীর তীর দিয়ে পথ অতিক্রম করবেন, যিনি ন্যায়ের আদেশ করবেন, এবং অন্যায়ে নিষেধ করবেন, সত্য-ন্যায়ের ফয়সালা দিবেন, বিধানকে অধপতিত-অবদমিত করবেন না। দুনিয়া তাঁর কাছে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার দিনের ছাইয়ের চেয়ে– অথবা বর্ণনান্তরে মাটির চেয়ে তুচ্ছ হবে। মৃত্যু তাঁর কাছে পানি পান করার চেয়ে সহজতর হবে। তিনি গোপনে আল্লাহ্‌কে ভয় করবেন, প্রকাশ্যে কল্যাণ-কামনা করবেন, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনাকে ভয় করবেন না। জনপদসমূহের বাসিন্দাদের যে কেউ সে নবীকে পেয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে তাঁর সওয়াব হবে আমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত। আর যে ব্যক্তি সে পুণ্যবান বান্দাকে পাবে সে যেন তাঁকে সাহায্য করে। কেননা, তাঁর সংগে নিহত হওয়া হবে শাহাদতের মর্যাদা।"

অতঃপর রাহিব 'আলী (রা)-কে বললেন, "কাজেই আমি আপনার সঙ্গেই থাকব এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হব না– যাতে আপনার যে পরিণতি হবে আমারও সে পরিণতি হয়।" তখন 'আলী (রা) কাঁদলেন এবং বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে তাঁর কাছে বিস্মৃত করে রাখেন নি এবং তাঁর পুণ্যবানদের কিতাবে আমাকে উল্লেখ করেছেন। পরে রাহিব ইসলাম গ্রহণ করে 'আলী (রা)-এর সঙ্গে চলতে লাগল। এরপর হতে সে 'আলী (রা)-এর সঙ্গে ছিল এবং সিফ্ফীন যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছিল।

যুদ্ধ শেষে যখন মানুষেরা তাদের নিহত লোকদের সন্ধান করছিল তখন আলী (রা) বললেন, তোমরা রাহিবেক সন্ধান কর। তারা তাঁকে নিহতদের মধ্যে পেয়ে গেল। 'আলী (রা) তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন ও দাফন করলেন এবং তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করলেন।

'আলী (রা) অগ্রবর্তী বাহিনীরূপে আট হাজার লোকসহ যিয়াদ ইবনুন নায়র হারিছীকে সামনে পাঠিয়ে দিলেন। শুরায়হ ইব্‌ন হানি আরও চার হাজার নিয়ে তার অনুগামী হলো। তারা 'আলী (রা)-এর গমন পথ ছেড়ে অন্য পথে সামনে এগিয়ে চলল। 'আলী (রা) অগ্রগামী হয়ে 'মার্যাবিজ' পুল দিয়ে দাজলা অতিক্রম করলেন এবং অগ্রবর্তী বাহিনী দু'টি তাদের পথে এগিয়ে চলল। এ সময় তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, মু'আবিয়া (রা) শামবাসীদের নিয়ে 'আলী (রা)-এর মুখোমুখি হওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে। অগ্রবর্তী বাহিনীও তাঁর মুখোমুখি হওয়ার কথা চিন্তা করল। পরে তারা মু'আবিয়া (রা) বাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে শংকিত হলো। এ কারণে তারা তাদের পথ পরিবর্তন এবং 'আনাত'[১] থেকে নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আনাতবাসীরা বাহিনীর অতিক্রমণে অন্তরায় সৃষ্টি করলে তারা 'হায়ত' (هيت)-এর পথে নদী অতিক্রম করে 'আলী (রা)-এর সঙ্গে সম্মিলিত হলো। কেননা, 'আলী (রা) আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। 'আলীর (রা) বললেন, 'আমার অগ্রবর্তী বাহিনী আমার পিছনে পিছনে এলো ? তারা পথিমধ্যে তাদের সংকটের কথা অবহিত করলে 'আলী (রা) তাদের অপারকতা গ্রহণ করলেন।

পরে 'আলী (রা) তাঁর অগ্রবর্তী বাহিনীকে সম্মুখ পানে মু'আবিয়া (রা) অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। ততক্ষণে তিনি ফোরাত নদী পার হয়ে এসেছেন। এ সময় শাম বাহিনীর অগ্রবর্তী দল নিয়ে আবুল আ'ওয়ার 'আম্‌র ইব্‌ন সুফ্‌ফান আস সুলামী ইরাকী অগ্রবাহিনীর মুখোমুখি হলো। ইরাকী অগ্রবাহিনীর আমীর যিয়াদ ইবনুন নায্‌র শাম বাহিনীকে বায়'আতের আহ্বান জানালে তারা এর কোন জবাব দিল না। যিয়াদ এ বিষয়ে 'আলী (রা)-এর কাছে পত্র পাঠালে তিনি আশতার নাখ্'ঈকে মূল বাহিনীর আমীর রূপে পাঠালেন এবং যিয়াদকে ডান বাহু ও শুরায়হকে বাম বাহুর অধিনায়ক করলেন। 'আলী (রা) আশতারকে আদেশ দিলেন যে, প্রতিপক্ষ যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত আগেই যুদ্ধ শুরু করে দিবে না, বরং বারবার তাদের বায়'আতের আহ্বান জানাবে। তারপরেও তারা বায়'আত গ্রহণে বিরত থাকলে তারা আক্রমণ শুরু না করলে আগে আক্রমণ করবে না এবং তাদের এত কাছে পৌঁছে যাবে না, যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণকারী যত কাছে **পৌঁছে থাকে। আবার এত দূরেও থাকবে না,** যুদ্ধে ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি যত দূরে অবস্থান করে। বরং আমার পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগে ধৈর্য-সহনশীলতার মহড়া দিবে। আমি দ্রুতই তোমার পিছনে পিছনে চলে আসছি।

এ অবস্থায় সে দিন উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযম প্রদর্শন করল। দিনের শেষ ভাগে আবুল আওয়ার সুলামী প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করল ..... আশতার অগ্রবর্তী বাহিনীতে পৌঁছে 'আলী (রা)-এর নির্দেশ প্রতিপালন করল। ফলে অমাতার আবুল আওয়ার সুলামীর পরিচালনাধীন মু'আবিয়া বাহিনীর অগ্রবাহিনী নিজ নিজ অবস্থানে স্থির হয়ে

১. 'আনাত' জাযীরার নিকটবর্তী ইরাকের অন্যতম উর্বর সবুজ-শ্যামল অঞ্চল।

Contents

থাকল এবং কিছুক্ষণ তারা স্থিরতা ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল। সন্ধ্যার সময় শাম বাহিনী ময়দান থেকে সরে গেল।

পরের দিন পুনরায় উভয় অবস্থান নিয়ে পরস্পর ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। একসময় আশতার প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ শুরু করলে শাম বাহিনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুনযির তানুখী নিহত হলো। ইরাকী পক্ষের জুরযান ইব্‌ন 'উমারা তামীমী নামে এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছিল। এ অবস্থায় আবুল আ'ওয়ার তার সঙ্গীদের নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করল এবং প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে এল। এ সময় আশতার আবুল আ'ওয়ারকে তার সংগে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানালে আবুল আ'ওয়ার তাতে সাড়া দিল না। যেন সে এ ক্ষেত্রে আশতারকে তার সমকক্ষ মনে করিছল না। মহান আল্লাহ্ সমধিক অবহিত। দ্বিতীয় দিনের রাত্রি আগমনে উভয় পক্ষ যুদ্ধে বিরতি দিল।

তৃতীয় দিন সকালে 'আলী (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গেলেন এবং মু'আবিয়া (রা)-ও তাঁর বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গেলেন। তখন উভয় দল মুখোমুখি হলো ও সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেল – মহান আল্লাহ্ সহায়! দীর্ঘ সময় ধরে উভয় পক্ষ স্থির দাঁড়িয়ে রইল। এ সব ঘটনা ঘটছিল সিফফীন নামক স্থানে এবং সময়টি ছির যিলহজ্জ মাসের প্রারম্ভকাল।

'আলী (রা) এদিক সেদিকে সরে গিয়ে তাঁর বাহিনীর জন্য একটি উপযোগী স্থানের সন্ধান করলেন। কেননা, মু'আবিয়া (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং পানির ঘাটের কাছে (পানির সুব্যবস্থা সম্পন্ন) বিস্তীর্ণ পরিসর যুক্ত সমতল স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন।

আলী (রা) আগমন করার পরে তাঁকে পানি থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান নিতে হলো। ইরাকী বাহিনীর তাড়াহুড়াকারীরা পানির ঘাটে যাওয়ার চেষ্টা করলে শাম বাহিনী তাদের বাধা দিল। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে ছোটখাট লড়াই হয়ে গেল। মু'আবিয়া (রা) পানির ঘাটের দখল কর্তৃত্ব আবুল 'আওয়ারের দায়িত্বে ন্যস্ত করেছিলেন এবং সেখানে অন্য কোন সুবিধাজনক জলাধার ছিল না। ফলে আলী (রা)-এর বাহিনী তীব্র পিপাসায় আক্রান্ত হলো। 'আলী (রা) আশআছ ইব্‌ন কায়স কিন্দীকে একদল লোকসহ পানির দখল নেওয়ার জন্য পাঠালেন। প্রতিপক্ষ এই কথা বলে তাদের বাধা দিল যে, 'তোমরা পিপাসায় মরে যাও, যে রূপে তোমরা উসমান (রা)-কে পানি হতে বঞ্চিত করেছিলে। এ সময় উভয় দল কিছুক্ষণ তীর ছুঁড়ে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চালাল। পরে তারা বল্লম দ্বারা আঘাত প্রতিঘাত করল। সবশেষে তারা তরবারি দিয়ে হানাহানিতে লিপ্ত হলো এবং পক্ষদ্বয়ের মূল বাহিনী নিজ নিজ দলের সাহায্যে এগিয়ে এল। ইরাকী দলের পক্ষে আশতার নাখ'ঈ এবং শামীদের পক্ষে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) এগিয়ে এলে যুদ্ধ পূর্বের চেয়ে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল। এ সময় ইরাকী বাহিনীর অন্যতম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌নুল আহমার আযদী যুদ্ধরত অবস্থায় এ কবিতা আবৃত্তি করছিল–

خلوا لنا ماء الفرات الجاری * او اثبتوا بجفل جرار

لكل قرم مشرب تيار * مطاعن برمحه كرار

ضراب هامات العدى مغوار * لم يخش غير الواحد القهار ـ

প্রবহমান ফেরাতের পানি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দাও। নতুবা দুর্ধর্ষ সৈনিকের (সেনাবাহিনীর) সামনে স্থির দাঁড়াও। প্রত্যেক বীর-বাহাদুরের জন্য (বরাদ্দকৃত আছে) উচ্ছল

জলাধার; যে তার বর্শা দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত শাণিত করে। লাগাতার আঘাত হানে শত্রুর মস্তকের উপরিভাগে–(এবং যে ভয় করে না একক পরাক্রমশালী সত্তা ব্যতীত অন্য কাউকেই)।

প্রচণ্ড যুদ্ধে ইরাকীরা ক্রমান্বয়ে শামীদের পানি থেকে দখলচ্যুত করতে থাকল এবং এক সময় তাদের পানি হতে হটিয়ে দিয়ে তাদের ও পানির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিল। পরে তারা পানির ব্যাপারে একটি (অলিখিত) সমঝোতায় উপনীত হলো এবং উভয়পক্ষ কেউ কাউকে হতাহত না করে এবং কেউ কাউকে পীড়ন না করে সে জলাধার হতে পানি নিতে লাগল।

অপর এক বর্ণনায় আছে, মু'আবিয়া (রা) আবুল আওয়ারকে জলাধার রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করলে সে সেখানে উত্তোলিত বল্লম, খাপমুক্ত খোলা তারবারি, ছিলা টানকৃত তীর-ধনুক দিয়ে জলাধার প্রহরার ব্যবস্থা করল। তখন 'আলী (রা)-এর সহযোদ্ধাগণ তাঁর কাছে এসে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি সা'সা'মা ইব্ন সুহানকে একথা বলার জন্য মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে পাঠালেন যে, "আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। আমরা এসেছি যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তোমাদের আপত্তি নিরসনের জন্য : অথচ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অগ্রবর্তী বাহিনী পাঠিয়েছ এবং তারাই আগে আমাদের আক্রমণ করেছে। এখন আর পানির ব্যাপারে আমাদের বাধা দিচ্ছে।" মু'আবিয়া (রা) এ বক্তব্য অবহিত হলে তাঁর লোকদের বললেন, 'এদের উদ্দেশ্য কি? আমর (রা) বললেন, তাদের পানি নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। কেননা, আমরা পানি পানে পরিতৃপ্ত হব, আর তারা পিপাসার্ত থাকবে তা ইসলামের কথা নয়। ওয়ালীদ বলল, তাদের পিপাসার স্বাদ আস্বাদন করতে দিন– যে রূপে তারা আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা)-কে তাঁর বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখার সময় তাঁকে আস্বাদন করিয়েছিল এবং চল্লিশ দিন যাবত তাঁকে খাদ্য-পানীয় হতে বঞ্চিত রেখেছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ, ইব্ন আবূ সারাহ[১] বলল, আজ রাত পর্যন্ত তাদের পানি থেকে বঞ্চিত রাখুন। হয়তো তারা নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবে।

এসব কথা শুনে মু'আবিয়া (রা) নিরবতা অবলম্বন করলে সা'সা'আ ইব্ন সুহান তাঁকে বললেন, 'আপনার স্পষ্ট জবাব কি?' মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমার মতামত একটু পরেই তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি।

সা'সা'আ ফিরে এসে আলী (রা)-কে সব বিষয় অবহিত করলে পদাতিক ও অশ্বারোহীরা পানি দখলের জন্য এগিয়ে গেল। তারা আক্রমণ অব্যাহত রেখে প্রতিপক্ষকে সরিয়ে দিল এবং শক্তিবলে পানির দখল নিয়ে নিল। পরে তারা পানির দখলের পরে নিজেদের মধ্যে আপোসরফা করে নিল। এ অবস্থায় আরও দুই দিন অতিবাহিত হলো। এ সময় 'আলী ও মু'আবিয়া (রা) পরস্পর কোন পত্র লেনদেন করলেন না। এরপরে আলী (রা) বাশীর ইব্ন আম্র আনসারী, সা'ঈদ ইব্ন কায়স হামাদানী ও শুবায়দ (শাবীদ) ইব্ন রিব্'ঈ আস সাহমীকে ডেকে বললেন, তোমরা এ লোকের কাছে যাও এবং তাকে আনুগত্য ও একতাবদ্ধতার আহ্বান জানাও এবং সে কি জবাব দেয় তা শুনে এসো। তখন তারা মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে গেলেন এবং বাশীর ইব্ন 'আম্র মু'আবিয়া (রা)-কে বললেন, 'হে মু'আবিয়া! দুনিয়া আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে, আপনাকে আখিরাতের দিকে ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহ্ আপনার আমলের হিসাব নিবেন

---

১. তাবারী, আল আযবারুত তিওয়াল ও আল ইসাবার বর্ণনা মতে ওয়ালিদ ইব্ন উকবা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সারাহ সিফ্ফীনে উপস্থিত ছিল, অপর এক বর্ণনা মতে তারা দু'জন সিফ্ফীনে উপস্থিত ছিল না।

এবং আপনার হাত যা আগে (আমল করে) পাঠিয়েছে তার প্রতিদান দিবেন। আমি আপনাকে এ উম্মতের দলবদ্ধতাকে বিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে এবং তাদের পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করার ব্যাপারে কসম (দোহাই) দিচ্ছি!

মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'এ সদুপদেশ তোমাদের নেতাকে দিয়েছ তো? বাশীর বললেন, 'আমাদের নেতা তাঁর মাহাত্ম্য, তাঁর দীনদারী,তাঁর প্রবীণতা ও (রাসূলের সঙ্গে) তাঁর নিকটাত্মীয়তার কারণে এ (খিলাফতের) বিষয়টির জন্য এ সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক অধিকারসম্পন্ন। তিনি আপনাকে তাঁর বায়'আত গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। তা আপনার দুনিয়ার জন্য অধিক নিরাপত্তার কারণ হবে এবং আপনার আখিরাতের জন্য অধিক উত্তম হবে। মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'আর উসমান (রা)-এর রক্ত কি দায়বিহীন হয়ে যাবে ? না, আল্লাহ্র কসম! তা আমি কক্ষনো করব না। এরপর সা'ঈদ ইব্ন কায়স হামাদানী কথা বলার ইচ্ছা করলে তাকে সে সুযোগ না দিয়ে শুবায়দ ইব্ন রিব'ঈ আগে কথা বলতে শুরু করল এবং সে তার বক্তব্যে মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে রূঢ় ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করল। মু'আবিয়া (রা) তাকে ধমক দিলেন এবং তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপরে বাহাদুরী দেখাবার জন্য এবং যে বিষয় তার জানা নেই সে বিষয়ে কথা বলার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তারপর তাঁদের তাঁর সামনে থেকে বের করে দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং মজলুম রূপে শহীদ উসমান (রা)-এর খুনের প্রতিবিধানের দাবিতে অবিচল থাকার কথা ঘোষণা করলেন। এ পরিস্থিতিতে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হলো।

'আলী (রা) তাঁর অগ্রবর্তী বাহিনী ও সেনানায়কদের যুদ্ধ শুরু করার আদেশ দিলেন। তিনি প্রত্যেক উপদলের জন্য (প্রতিদিন) এক একজন আমীর নিয়োগ করলেন। তাঁর নিযুক্ত আমীরদের মধ্যে অন্যতম ছিল আশতার নাখ'ঈ। আশতারই ছিল আমীরদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে সর্বাধিক তৎপর। অন্যান্য আমীরের মধ্যে ছিল হুজুর ইব্ন 'মাদী, শুবায়দ ইব্ন বির'ঈ, খালিদ ইবনুল মু'তামির,[১] 'যিয়াদ ইবনুন নায্র, রিয়াদ ইব্ন হাসান।'[২]

সা'ঈদ ইব্ন কায়স, আ'কিল ইব্ন কায়স ও কায়স ইব্ন সা'দ প্রমুখ মু'আবিয়া (রা) ও প্রতিদিন যুদ্ধের জন্য এক একজনকে আমীর (সেনাপতি) নিয়োগ করতেন। তাঁর নিযুক্ত আমীরদের তালিকায় ছিল আবুদর রহমান ইব্ন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আবুল আওয়ার আস সুলামী, হাবীব ইব্ন মুসলিম, যুল কুলা' হিময়ারী, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মর ইবনুল খাত্তাব। শুরাহবীল ইবনুস সিম্ত ও হামযা ইব্ন আলিম হামাদানী প্রমুখ। পক্ষদ্বয় কোন কোন দিন দুইবার যুদ্ধে লিপ্ত হত। পূর্ণ যিলহজ্জ মাস ধরে এ অবস্থা চলতে থাকল।

এ বছর আলী (রা)-এর আদেশে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর পরিচালনায় লোকেরা হজ্জ সম্পাদন করল। যিলহজ্জ মাস শেষ হয়ে মুহাররম শুরু হয়ে গেলে লোকেরা একে অপরকে যুদ্ধ বর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল—এ আশায় যে, হয়তো মহান আল্লাহ্ তাদের মধ্যে এমন কোন শর্তে আপোস করিয়ে দিবেন যা মানুষের জীবন রক্ষার উপায় হবে। (পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ নিম্নরূপ)

---

১. তাবারী ও আল কামিলের বর্ণনায় খালিদ ইবনুল মু'আম্মার।

২. তাবারী আল কামিলের বর্ণনায় যিয়াদ ইব্ন খালফা তায়মী।

হিজরী সাঁইত্রিশ সনের সূচনা

হিজরী নতুন বছরটির সূচনাকালে আমীরুল মু'মিনীন 'আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) ও মু'আবিয়া ইব্ন আবু সুফইয়ান (রা) নিজ নিজ বাহিনী সহকারে শামের পূর্বাঞ্চলীয় ফোরাত তীরের সিফফীন নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। বিগত পূর্ণ যিলহজ্জ মাস ধরে প্রতিদিন তারা পরস্পর যুদ্ধ-হানাহানি করেছেন এবং কোন কোন দিন দুইবারও যুদ্ধ করেছেন। সে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অতি দীর্ঘ। সংক্ষেপে মুহাররম মাস শুরু হলে লোকেরা এ আশায় নিজেদের গুটিয়ে রাখল যে, ক্রমান্বয়ে যুদ্ধোন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এবং আপোসরফার আলোচনার মাধ্যমে একটি সন্ধিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে যাতে মানুষের জীবন রক্ষা পাবে।

এ প্রসঙ্গে ইব্ন জারীরের বর্ণনা– (হিশাম– আবূ মিখনাফ মালিক– সা'ঈদ ইবনুল মুজাহিদ[১] –মাহিল্ল ইব্ন খলীফা–সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত–) 'আলী (রা) আদী ইব্ন হাতিম তাঈ, ইয়াযীদ ইব্ন কায়স আরহাবী, শুবায়ছ ইব্ন রিব'ঈ ও যিয়াদ ইব্ন খাসফাকে[২] মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তারা মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে গেলেন। এ সময় আম্র ইবনুল 'আস (রা) তাঁর পাশে ছিলেন। 'আদী (রা) আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও ছানার পরে বললেন, 'তারপর। হে মু'আবিয়া! আমরা আপনাকে এমন একটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করার জন্য এসেছি যা দিয়ে মহান আল্লাহ্ আমাদের বক্তব্য ও কর্মকে ঐক্যবদ্ধ করে দিবেন, রক্তবন্যা রহিত হবে, জনপথ নিরাপদ হবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সুষ্ঠু হবে। নিশ্চয় আপনার চাচাত ভাই (আলী রা) মুসলিম জাতির বরেণ্য নেতা, যিনি ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী হওয়ার মর্যাদাসম্পন্ন এবং ইসলামের সেবায় উত্তম অবদানের অধিকারী; জনতা তাঁর পাশে সমবেত হয়েছে এবং মহান আল্লাহ্ তাদের সুবুদ্ধি সুমতি দিয়েছেন। আপনি এবং আপনার অনুগামী কিছু লোক যারা আপনার সংগে রয়েছে এদের ব্যতীত তেমন আর কেউ অবশিষ্ট নেই। কাজেই, হে মু'আবিয়া! মহান আল্লাহ যেন আপনার ও আপনার সঙ্গীদের পরিণতি জামাল যুদ্ধের ন্যায় না করেন!

মু'আবিয়া (রা) বললেন, তুমি তো দেখা যায় হুমকি দেওয়ার জন্য এসেছ, আপোসরফা করার জন্য নয়। আল্লাহ্র কসম! হে 'আদী! সুদূর পরাহত, কখনও নয়, আল্লাহ্র কসম। আমি হারবের পুত্র (মু'আবিয়া ইব্ন আবু সুফইয়ান ইব্ন হারব-হারব অর্থ যুদ্ধ। অর্থাৎ যুদ্ধ করাই আমার সিদ্ধান্ত)। অলীক ভীতি ও কালচক্র আমাকে নাড়াতে পারবে না। শোন! আল্লাহ্র কসম! তুমিও নিশ্চয় উসমান ইব্ন 'আফ্ফানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানি দাতাদের অন্যতম, তুমি তাঁর হত্যাকারীদের একজন এবং আশা করি মহান আল্লাহ্ তাঁর বিনিময়ে যাদের হত্যা করবেন তুমিও হবে তাদের অন্তর্ভুক্ত। পরে শুবায়ছ-ইব্ন রিব'ঈ ও যিয়াদ ইব্ন খাসসাও কথা বললেন, তারা

---

১. তাবারীর বর্ণনায় সা'দ আবূ মুজাহিদ আত্তাঈ।
২. তাবারী ও আল কামিল-এর বর্ণনায় এরূপ রয়েছে। মূল গ্রন্থের 'হাফসা' সঠিক নয়।

'আলী (রা)-এর মাহাত্ম্য উল্লেখ করে বললেন, হে মু'আবিয়া! আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। আল্লাহ্র কসম! আমরা 'আলী (রা)-এর চেয়ে অধিক তাকওয়ার কর্মপন্থা অনুসরণকারী, দুনিয়ার প্রতি অধিক বিমুখ ও মোহমুক্ত এবং সামগ্রিক সদগুণের সমন্বয়কারী অন্য কাউকে দেখিনি।

জবাবে মু'আবিয়া (রা) আল্লাহ্র হাম্দ-স্তুতি করার পরে বললেন, তারপর তোমরা আমাকে সমষ্টিবদ্ধ হওয়ার ও আনুগত্যের আহ্বান করেছ। তবে জামা'আত ও সমষ্টি তো আমাদের সংগে রয়েছে। আর আনুগত্য! তা আমি কি করে এমন এক ব্যক্তির আনুগত্য করব যে উসমান হত্যায় সহায়তা করেছে, তদুপরি সে দাবি করছে যে, সে তাঁকে হত্যা করেনি? আমরাও বিষয়টি তার প্রতি আরোপিত করি না এবং তাতে তাকে অভিযুক্ত করি না। কিন্তু সে তাঁর হত্যাকারীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে। কাজেই হয় সে তাদের (উসমান হন্তাদের) আমাদের হাতে তুলে দিবে, আমরা তাদের হত্যা করব, তারপর আমরা তোমাদের ঐক্যবদ্ধতা ও আনুগত্যের আহ্বানে সাড়া দিব।

জবাবে শুবায়ছ ইব্ন রিব্'ঈ বলল, হে মু'আবিয়া! আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি আম্মার (রা)-কে হাতে পেয়ে গেলে তাকে কি উসমান (রা)-এর বদলে হত্যা করতে পারবেন? মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি সুমায়া (রা)-এর পুত্রকে হাতে পেয়ে গেলে তাকে উসমান (রা)-এর বদলে হত্যা করব না, তবে তাকে উসমান (রা)-এর গোলাম (নাতিল)-এর বদলে হত্যা করতাম। তখন শুবায়ছ ইব্ন রিব'ঈ বললেন, আসমান-যমীনের ইলাহের কসম! অনেক অনেক মস্তক তার গর্দান হতে বিচ্ছিন্ন না করে আপনি "আম্মার (রা)-এর হত্যা সম্পাদন করতে পারবেন না। এবং তখন পৃথিবীর প্রশস্ত অঙ্গন ও প্রান্তর আপনার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। মু'আবিয়া (রা) বললেন, তাই যদি হয় তবে তোমার জন্য আরও অধিক সংকীর্ণ হবে।

এ আলোচনার পর প্রতিনিধিরা মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট হতে বেরিয়ে 'আলী (রা)-এর কাছে পৌঁছল এবং তাঁকে মু'আবিয়া (রা)-এর বক্তব্য অবহিত করল। পরে মু'আবিয়া (রা) হাবীব ইব্ন আসলাম ফিহ্রী, শুরাহবীল ইবনুস সিমৃত ও মা'ন ইব্ন ইয়াযীদ ইবনুল আখনাস কে 'আলী (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তারা তাঁর কাছে গেল এবং প্রথমে হাবীব কথা শুরু করল। আল্লাহ্র হাম্দ-স্তুতির পর বলল, তারপর, উসমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা) ছিলেন সঠিক পথে পরিচালিত খলীফা, যিনি মহান আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে আমল করেছেন এবং মহান আল্লাহ্র হুকুমের উপর অবিচল ছিলেন। কিন্তু আপনার তাঁর জীবনকে ভারী মনে করলেন এবং তার (স্বাভাবিক) মৃত্যুকে বিলম্বিত মনে করলেন। কাজেই, আপনারা তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করলেন। কাজেই যদি আপনার দাবি এই হয় যে, আপনি তাঁকে হত্যা করেন নি তবে তাঁর হত্যাকারীদের আমাদের হাতে তুলে দিন। তারপর জনতার বিষয়টি (খিলাফত) হতে সরে দাঁড়ান, যাতে তাদের বিষয়টি তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয় এবং যাতে জনতার সম্মিলিত রায় যার ব্যাপারে সাব্যস্ত হবে তাকে তারা তাদের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আলী (রা) বললেন, এ শাসন কর্তৃত্ব ও তা হতে অপসারণের কথা বলার জন্য তুমি কে মা-ছাড়া, (অজ্ঞাত পরিচয় কুষ্মাণ্ড!) মুখ বন্ধ কর! তুমি এ কাজের নও, এ বিষয়ে তোমার কোন

অধিকার নেই। হাবীব বলল, আল্লাহ্র কসম! আপনি আমাকে আপনার অপছন্দনীয় অবস্থানেই দেখতে পাবেন। 'আলী (রা) বললেন, কোথাকার কে তুমি? তুমি তোমার অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী সমবেত করলে আমি তোমার প্রতি দয়াপরবশ হলে মহান আল্লাহ্ তোমাকে দয়া করবেন না। যাও ! তোমার যেমন মনে চায় উথাল-পাথাল কর! সীরাত গ্রন্থকারগণ এ পর্যায়ে তাদের ও 'আলী (রা)-এর মধ্যে দীর্ঘ কথা কাটাকাটির বিবরণ দিয়েছেন, তাঁর ও তাঁদের মাঝে সে সব কথা কাটাকাটি হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ সাপেক্ষ। কেননা, সে কথাবার্তার সুদীর্ঘ বিবরণে 'আলী (রা)-এর নামে মু'আবিয়া (রা) ও তাঁর পিতা (আবূ সুফইয়ান)-এর প্রতি অবমাননাকর উক্তিও রয়েছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ ও তাতে অবস্থান দ্বিধাযুক্ত হওয়ার উক্তি এবং এ প্রকৃতির অন্যান্য উক্তি রয়েছে। তাতে কথা প্রসংগে 'আলী (রা)-এর নামে এ উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন 'উসমান মজলুম বা জালিম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন তা আমি বলব না। তখন তারা বলল, যে ব্যক্তি এ কথা বলে না যে, 'উসমান (রা) মজলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন 'আমরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কহীন।' তারা একথা বলে 'আলী (রা)-এর নিকট হতে বেরিয়ে গেল।

তখন তিনি বললেন ঃ

وَاِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۤءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ - وَمَاۤ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلاَّ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

তুমি তো মৃতকে কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শোনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। তুমি (অন্তরের) অন্ধদের তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না। তুমি শোনাতে পারবে কেবল তাদের যারা আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে আর তারাই আত্মসমর্পণকারী। (সূরা নাম্ল– ২৭ ঃ ৮০-৮১)।

এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন, এরা একের ভ্রান্তি অনুসরণে একগুঁয়েমিতে তোমাদের সত্য অনুসরণ ও তোমাদের নবীর আনুগত্যে অনমনীয়তায় তোমাদের চেয়ে উত্তম নয়। আমার (গ্রন্থকার) মতে আলী (রা)-এর নামে এসব কথা প্রামাণ্য নয়।

ইব্ন দীযীল তার সনদে 'আম্র ইব্ন সা'দ-এর সূত্র ধারায় বর্ণনা করেছেন, এ সময় ইরাকবাসী কারীগণ এবং শামবাসী কারীগণ (সমকালীন পরিভাষায় 'কারী') কুরআনবিদ বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ (আলিম অর্থে) এক প্রান্তে স্বতন্ত্ররূপে তাদের জনসমাবেশ ঘটিয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল অন্যূন ত্রিশ হাজার। এ বর্ণনা মতে 'উবায়দা সালমানী, 'আলকামা ইব্ন কায়স, 'আমির ইব্ন 'আব্দ কায়স' আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উতবা ইব্ন মাস'উদ প্রমুখ ইরাকী কারীগণ মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে গেলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনার দাবি কি? তিনি বললেন, আমার দাবি উসমান (রা)-এর রক্ত (খুনের বিচার)। তাঁরা বললেন, আপনার এ দাবি কার বিরুদ্ধে? তিনি বললেন, 'আলীর বিরুদ্ধে। তাঁরা বললেন, তিনিই কি তাঁকে হত্যা করেছেন ? মু'আবিয়া (রা) বললেন, হ্যাঁ, এবং তাঁর হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছে।

কারীগণ 'আলী (রা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে মু'আবিয়া (রা)-এর বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, সে অসত্য বলেছে, আমি তাঁকে হত্যা করিনি, এবং তোমরা

তো জানই যে, আমি তাঁকে হত্যা করিনি। কারীগণ এ জবাব নিয়ে মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে ফিরে গেলে তিনি বললেন, "সে নিজ হাতে হত্যা না করলেও কতক লোককে আদেশ দিয়েছে।" কারীগণ 'আলী (রা)-এর কাছে ফিরে গেলে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি হত্যা করিনি, আদেশও দেইনি এবং উদ্বুদ্ধও করিনি।

কারীগণ মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে এ জবাব অবহিত করলেন। তিনি বললেন, যদি বাস্তব তেমনই হয়, যেমন সে বলছে তবে সে কেন আমাদের বাদ রেখে এবং আমাদের ও এখানে যারা আছে তাদের মতামত গ্রহণ ব্যতীত কর্তৃত্ব পরিচালনা করতে লেগেছে? কারীগণ 'আলী (রা)-এর কাছে ফিরে গেলে তিনি বললেন, জনতা রয়েছে মুহাজির ও আনসারদের সঙ্গে। তাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও তাদের দীনের ব্যাপারে তারাই জনতার প্রতিনিধি।

তারা আমার প্রতি সম্মত হয়ে আমার হাতে বায়'আত করেছে। এ ছাড়া আমি মু'আবিয়ার ন্যায় ব্যক্তিকে উম্মতের উপর শাসন ক্ষমতা চালাবার ও তাদের উপরে ছড়ি ঘোরাবার সুযোগ দেওয়াকে বৈধ মনে করি না। তারা পুনরায় মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে ফিরে গেলে তিনি বললেন, তাহলে আমাদের এখানে যে মুহাজির ও আনসারগণ রয়েছেন, তারা কেন এ বিষয়টিতে ('আলী-র সাথে) অংশগ্রহণ করলেন না? এ প্রশ্ন নিয়ে তারা 'আলী (রা)-এর কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন, এ অধিকার শুধু বদরী সাহাবীগণের, অন্যদের নয়। আর যতজন বদরী সাহাবী পৃথিবীতে বেঁচে আছেন তারা সকলেই আমার সঙ্গে আছেন। তারা আমার হাতে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিতে বায়'আত করেছেন। কাজেই, কেউ যেন তোমাদের দীন ও তোমাদের নিজেদের বিষয়ে তোমাদের প্রতারিত না করে।

বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে রবী'উস সানী, জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখরা তিন মাস ধরে জবাব পাল্টা জবাব চলতে থাকলে এবং এ সময়ের মধ্যে তারা একের পর এক আলোচনার গুটি চালতে থাকলেন এবং কারীদের দুইদিকে গমনাগমন চলতে থাকল। তিন মাসে তারা পঁচাশিবার কথার গুটি চালাচালি করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক পর্যায়ে আবুদ দারদা (রা) ও আবূ উমামা (রা)[১] মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে গেলেন।

তারা বললেন, হে মু'আবিয়া! এ ব্যক্তির সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করার সূত্র কী? আল্লাহ্‌র কসম! সে ইসলাম গ্রহণে তোমার চেয়ে ও তোমার পিতার চেয়ে অগ্রণী, আত্মীয়তায় রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সঙ্গে অধিক নিকটবর্তী এবং এ (খিলাফতের) বিষয়টিতে তোমার চেয়ে অধিক অগ্রাধিকারী।

মু'আবিয়া (রা) বললেন, উসমানের খুনের দাবিতে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি এবং এ কারণে যে, সে তাঁর হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছে। কাজেই, তোমরা দুইজন ফিরে গিয়ে তাকে

---

১. মূল গ্রন্থ ও আল আখবারুত তিওয়াল-এর বর্ণনা অনুরূপই। ইবনুল আ'ছাম-এর ফুতূহে নাম রয়েছে আবুদ দারদা ও আবূ হুরায়রা (রা)। আবূদ দারদা-র নামটি এসেছে শুধু ওয়াকিদীর বর্ণনায়। তাবারীর তারীখ-ও ইবনুল আছীরের আল কামিলে ঘটনাটির উল্লেখমাত্র নেই। এছাড়া আমাদের বিগত নিকটবর্তী বর্ণনায় উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে আবুদ দারদা (রা)-এর মৃত্যুর কথা বিধৃত হয়েছে। (আরও দ্রষ্টব্য—আল ইসাবা, ৫/৪৬ ও তাহযীবুত তাহযীব, ৮/১৭৬)

বল, উসমানের হত্যা কারীদের বিরুদ্ধে আমাদের কিসাস গ্রহণের সুযোগ দিক। তারপর আমিই হব শামবাসীদের মধ্যে তার হাতে সর্বাগ্রে বায়'আতকারী। তারা দু'জন 'আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে কথাটি তাঁকে অবহিত করলেন। 'আলী (রা) বললেন, তোমরা এ লোকদের দেখছো তো, (এরা সকলেই উসমান হত্যাকারীদের পক্ষাবলম্বনকারী)। এ সময় এক বিশাল জনতা এগিয়ে এসে বলতে লাগল, 'আমরা সকলেই উসমান হত্যাকারী, যার ইচ্ছা হয় সে আমাদের সংগে বোঝাপড়া করুক!

বর্ণনাকারী বলেন, এ অবস্থা দেখে আবুদ দারদা ও আবূ উসামা (রা) চলে গেলেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন না।

'আমর ইব্‌ন সা'দ তার সনদে বর্ণনা করেছেন। যখন রজব মাস আগত হলো এবং মু'আবিয়া (রা) কারীগণের সকলে 'আলী (রা)-র বায়'আত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে শংকিত হলেন তখন তিনি একটি তীরের গায়ে লিখলেন, হে ইরাকবাসীগণ! মু'আবিয়া তোমাদের দিকে ফোরাতের পানি প্রবাহিত করে তোমাদের ডুবিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। কাজেই তোমরা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর।" পরে তীরটি ইরাকীদের বাহিনীর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো। লোকেরা তীরটি তুলে নিয়ে তার লেখা পড়তে লাগল এবং তা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হলো। পরে তারা বিষয়টি 'আলী (রা)-কে অবহিত করলে তিনি বললেন, 'এটা তো এমন একটা ব্যাপার যা কখনও হবে না, কখনও ঘটবে না।" কিন্তু কথাটি ছড়িয়ে পড়ল এবং অপরদিকে মু'আবিয়া (রা) দুইশত কর্মী পাঠিয়ে ফোরাতের তীর খনন করতে শুরু করলেন। ইরাকীদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তাদের মধ্যে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল এবং তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে 'আলী (রা)-এর কাছে গেল। তিনি বললেন, নির্বোধের দল! সে তো তোমাদের সঙ্গে কূটকৌশলের আচরণ করছে। তার উদ্দেশ্যে, তোমাদের এ অবস্থান হতে তোমাদের হটিয়ে দিয়ে এ স্থানটি তার দখলে নিয়ে নেয়া। কেননা, এটি তার অবস্থান ক্ষেত্রের চেয়ে উত্তম।

লোকেরা বলল, আমরা অবশ্যই এ স্থানটি খালি করে দিব। এ কথা বলে তারা প্রস্থান শুরু করে দিল এবং মু'আবিয়া (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে সেখানে অবস্থান নিলেন। 'আলী (রা) দিলেন সর্বশেষ স্থান ত্যাগকারী। তিনি এ সময় আক্ষেপ করে বলছিলেন। (কবিতা)

فلو انى اطعت عصمت قوم * الى ركن اليمامة اوشام

ولكنى اذا ابرمت امرا يخالفه الطغام بنوا الطغام -

'আমার আনুগত্য করা হলে আমি আমার সম্প্রদায়কে হিফাযত করতাম ইয়ামামা কিংবা শামের সুরক্ষিত কেন্দ্রে।

কিন্তু, আমি যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করি তখন আহম্মকের গোষ্ঠীরা তার বিরুদ্ধাচরণ করে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ অবস্থায় তারা যুল-হাজ্জাহ্ মাস পর্যন্ত অতিবাহিত করল। এরপরে শুরু হলো যুদ্ধ। 'আলী (রা) যুদ্ধের জন্য এক এক দিন এক একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করতে লাগলেন। অধিকাংশ দিন তিনি আশতারকে সেনাপতি নিয়োগ করতেন। মু'আবিয়া (রা) এক এক দিন এক একজনকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। পূর্ণ যুল্-হাজ্জাহ্ মাস যুদ্ধ চলল। এ সময় কোন কোন দিনি তারা দুই বার যুদ্ধে লিপ্ত হতো।

ইব্ন জারীর লিখেছেন, 'তারপর 'আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে দূতদের আনাগোনা চলতে থাকল এবং লোকেরা যুদ্ধ হতে বিরত রইল। এভাবে মুহাররম মাস শেষ হয়ে গেল এবং দুই পক্ষে কোন প্রকার সন্ধি সম্পাদিত হলো না। পরে আলী (রা) ইয়াযীদ (মারদাদ) ইব্ন ইবনুল হারিছ জুশামীকে আদেশ করলে সে সূর্যাস্তের সময় শামবাসীদের লক্ষ্য করে এ ঘোষণা দিল। "শোন! আমীরুল মু'মিনীন তোমাদের অবহিত করছেন, 'সত্যের দিকে তোমরা ফিরে আসবে এ উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করেছি এবং তোমাদের সামনে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছি, তোমরা তাতে সাড়া দাওনি। আমি এখন তোমাদের প্রতি সম্পর্ক ছিন্নতার স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছি। আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের ভালবাসেন না।"

শামীরা এ ঘোষণা শুনে তাদের আমীরগণের কাছে ছুটে গেল এবং ঘোষকের ঘোষণা সম্বন্ধে তাদের অবহিত করল। তখন মু'আবিয়া (রা) ও 'আমর ইবনুল আস (রা) উঠে পড়লেন এবং বাহিনীকে ডান ও বাম দলে সজ্জিত করলেন। 'আলী (রা)-ও রাতভর সেনা সজ্জা করলেন। যিনি কূফাবাসী অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য আশতার নাখ'ঈকে এবং তাদের পদাতিকদের জন্য 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-কে আমীর নিয়োগ করলেন। বসরার অশ্বারোহীদের আমীর নিযুক্ত করলেন সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ (রা)-কে এবং তাদের পদাতিকদের আমীর নিযুক্ত করলেন কায়স ইব্ন সা'দ ও হাশিম ইব্ন উতবাকে। কারীদের আমীর নিযুক্ত করলেন সা'দ (মিস'আর) ইব্ন ফাদাকী তামীমীকে।

আলী (রা) জনতার সামনে এসে বললেন, শামবাসীরা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত তারা যুদ্ধ শুরু করবে না; কোন আহতকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে না, কোন পলায়নকারীর পশ্চাদ্ধাবন করবে না, কোন নারীর পর্দা নষ্ট করবে না, বেইজ্জত করবে না। আমীর, নেতৃবৃন্দ ও পুণ্যবানদের বকাবকি করলেও নয়। মু'আবিয়া (রা) রাত শেষের ভোরে জনসমক্ষে বেরিয়ে এসে ডান বাহুর জন্য ইব্ন যুল কুলা' হিমইয়ারীকে, বাম বাহুর জন্য হাবীব ইব্ন মুসলিম ফিহরীকে, সম্মুখ বাহিনীর জন্য আবুল আ'ওয়ার সুলামীকে, দামিশকের অশ্বারোহী দলের জন্য 'আম্র ইবনুল 'আস (রা)-কে এবং তাদের পদাতিকদের জন্য যাহ্হাক ইব্ন কায়সকে সেনা পরিচালক নিযুক্ত করলেন। এ বিবরণ ইব্ন জারীর তাবারীর।

ইব্ন দীযীল (দায়যীল) জাবির জু'ফীর সনদে আবূ জা'ফর বাকির, ইয়াযীদ ইবনুল হাসান ইব্ন 'আলী প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন, মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে 'আলী (রা)-এর অগ্রাভিযানের সংবাদ পৌঁছলে তিনিও 'আলী (রা)-এর দিকে এগিয়ে চললেন। তিনি তাঁর অগ্রবাহিনীর জন্য সুফয়ান ইব্ন 'আম্র (আওফ) আবুল আ'ওয়ার সুলামীকে এবং পশ্চাত বাহিনীর জন্য বুস্র ইব্ন আরতাতকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। পরে সমগ্র বাহিনী সিফফীনের প্রান্তে সমবেত হলো। কালবীর বর্ণনায় আরও আছে, তিনি অগ্রবাহিনীর জন্য আবুল আ'ওয়ার সুলামীকে, পশ্চাত বাহিনীর জন্য বুল্রকে, অশ্বারোহীদের জন্য উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং পতাকা দিলেন আবদুর রহমান ইবনুল ওয়ালীদকে। এছাড়া তিনি ডান বাহুর (অশ্বারোহীদের) জন্য হাবীব ইব্ন মাসলামাকে তাদের পদাতিকদের জন্য ইয়াযীদ ইব্ন যাহার আনসীকে, বাম বাহুর (অশ্বারোহীদের) জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ইবনুল 'আস (রা)-কে তাদের পদাতিকদের জন্য হাবিস ইব্ন সা'দ তাঈকে,

দামিশকের অশ্বারোহীদের জন্য যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সকে ও তাদের পদাতিকতের জন্য ইয়াযীদ ইব্‌ন লাবীদ ইব্‌ন কুর্‌য বাজালীকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তদ্রূপ হিমসবাসীদের জন্য যুলকুলা'কে, ফিলিস্‌তীনীদের জন্য মাসলামা ইব্‌ন মাখলাদকে নিযুক্ত করলেন।

এরপর মু'আবিয়া (রা) লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি মহান আল্লাহ্‌র হাম্‌দ-স্তুতির পরে বললেন, হে লোকেরা! আল্লাহ্‌র কসম, আমি শামের কর্তৃত্ব অর্জন করেছি আনুগত্য দিয়েই। ইরাকীদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করব সহনশীলতা দিয়ে এবং হিজাযীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করব কোমলতা দিয়ে। তোমরা প্রস্তুতি নিয়ে অভিযানে বের হয়েছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা শামকে রক্ষা করবে ও ইরাক দখল করবে। আর প্রতিপক্ষ আভিযানে বের হয়েছে এ উদ্দেশ্যে তারা ইরাক রক্ষা করবে ও শাম দখল করবে, আমার জীবনের কসম! শামের জন্য ইরাকের জনতা নয়, তাদের সম্পদও নয় এবং ইরাকের জন্যও নয় শামের নির্বাচিত ও বুদ্ধিদীপ্ত অংশ। তবে প্রতিপক্ষের পেছনে আরও বহু সংখ্যাঙ্ক রয়েছে, আর তোমাদের পেছনে আর কেউ নেই। তোমরা তাদের উপর বিজয়ী হলে তা হবে তোমরা ধীরগম্ভীর পরিকল্পনা দিয়ে তারা বিজয়ী হলে তা হবে তোমাদের পরবর্তীদের উপরেই।

প্রতিপক্ষ তোমাদের মুখোমুখি হবে ইরাকীদের কূটকৌশল সহকারে, ইয়ামানীদের মমতা দিয়ে, হিজাযীদের বুদ্ধিদীপ্ততা দিয়ে এ মিসরীদের রূঢ়তা-কঠোরতা দিয়ে। কাল তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে আজ যারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (অর্থাৎ আত্ম সাহায্যের পন্থাই বিজয়ের পন্থা।)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

اِسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ -

আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ রয়েছেন– ধৈর্যশীলদের সঙ্গে। (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ১২৮)

'আলী (রা)-এর কাছে মু'আবিয়া (রা)-এর ভাষণ দেওয়ার সংবাদ পৌঁছলে তিনিও তাঁর অনুসারীদের সামনে দাঁড়িয়ে (ভাষণ দিলেন, তিনি) তাদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করলেন, তাদের সবর-সহনশীলতার প্রশংসা করলেন এবং শামীদের তুলনায় তাদের সংখ্যাধিক্য উল্লেখ করে সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ করলেন।

জাবির জু'ফী আবূ জা'ফর বাকির ও যায়দ ইব্‌ন আনাস প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন, 'আলী (রা) এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ইরাকীকে নিয়ে অভিযানে বের হয়েছিলেন এবং মু'আবিয়া (রা)-ও প্রায় অনুরূপ শামীদের সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিলেন, অন্যান্যের বর্ণনায়– 'আলী (রা)-এর সঙ্গে ছিল এক লাখ বা তার কিছু অধিক এবং মু'আবিয়া (রা)-এর সঙ্গে ছিল এক লাখ ত্রিশ হাজার। ইব্‌ন দযীল তার কিতাবে এ বর্ণনা দিয়েছেন।

শামীদের একটি দল যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন না করার অংগীকারে পরস্পর অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিল। এজন্য তারা নিজেদের পাগড়ি দিয়ে সংযুক্ত করে বেঁধে নিয়েছিল। তারা ছিল পাঁচ সারি এবং তাদের পশ্চাতে আরও ছয় সারি। অনুরূপ ইরাকীরাও ছিল এগার সারি। সফর মাসের প্রথম দিন এভাবেই তারা পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়াল। দিনটি ছিল বুধবার। এ দিনের যুদ্ধে ইরাকীদের সেনাপতি ছিল আশতার নাখ'ঈ এবং শামীদের সেনাপতি ছিল হাবীব

ইব্‌ন মাসলামা। এদিন তারা প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং দিন শেষে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে গেল। যুদ্ধের ফলাফলে উভয় পক্ষ ছিল সমান সমান– এক পক্ষ অপর পক্ষকে সমান সমান প্রতিঘাত করল।

পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে আবার তারা যুদ্ধ শুরু করল। এদিন ইরাকীদের সেনাপতি ছিল হাশিম ইব্‌ন উত্‌বা এবং শামীদের সেনাপতি ছিল আবুল আ'ওয়ার সুলামী। এদিনও তারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করল। অশ্বারোহীরা অশ্বারোহীদের উপর এবং পদাতিকরা পদাতিকদের উপর আক্রমণ চালাল। দিন শেষে তারা নিজ নিজ অবস্থানে ফিলে গেল। এ দিনের যুদ্ধে পক্ষদ্বয় একে অপরের সামনে দৃঢ়তার পরিচয় দিল এবং যুদ্ধের ফলাফল ছিল সমানে সমান। তৃতীয় দিন শুক্রবার উভয় পক্ষ ময়দানে এল। এ দিন ইরাকীদের পক্ষে (সেনাপতি ছিলেন) 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এবং শামীদের নিয়ে ময়দানে এলেন 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা)। লোকেরা এদিনও প্রচণ্ড যুদ্ধ করল এবং এক পর্যায়ে 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা) 'আম্মার (রা)-এর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে তাঁর অবস্থান হতে হটিয়ে দিলেন। অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক যিয়াদ ইবনুল নায্‌র হারিছী এক ব্যক্তিকে দ্বৈতযুদ্ধের আহ্বান জানাল। দুইজন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যখন তারা (দ্বৈত যুদ্ধের নিয়মানুসারে) পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলো তখন দেখা গেল যে, তারা পরস্পর এক-মায়ের সন্তান ভাই ভাই।[১] তখন তারা পরস্পর পৃথক হয়ে নিজ নিজ দলের কাছে চলে গেল। বিকালে উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে গেল। এদিনের যুদ্ধেও উভয়পক্ষ বীরত্ব ও দৃঢ় অবস্থানের পরাকাষ্ঠা দেখাল।

চতুর্থ দিন শনিবার পুনরায় দুই বাহিনী ময়দানে এল। এ দিন ইরাকী বাহিনীর পরিচালনায় ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী (রা) (যিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া নামে সমধিক পরিচিত)। তাঁর সঙ্গে ছিল বিশাল বাহিনী। এ দিন শামীদের বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব করছিলেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)। এদিনও উভয় পক্ষ প্রচণ্ড যুদ্ধ করল। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) সামনে বেরিয়ে এসে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াকে দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানালেন। ইবনুল হানাফিয়াও সামনে এগিয়ে গেলেন। দুইজন পরস্পরের সন্নিকট হওয়ার প্রাক্কালে 'আলী (রা) বললেন, দ্বৈত যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো কে কে ? লোকেরা বলল, আপনার ছেলে মুহাম্মাদ ও উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনামতে, 'আলী (রা) তাঁর বাহনটি দ্রুত চালিয়ে নিয়ে ছেলেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন এবং নিজে উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমার সংগে এগিয়ে এস। উবায়দুল্লাহ্ বললেন, আপনার সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে আমার প্রয়োজন নেই। 'আলী (রা) বললেন, কেন নয়? উবায়দুল্লাহ্ বলল, না। তখন আলী (রা) ফিরে এলেন এবং লোকেরা সে দিনের জন্য যুদ্ধে বিরতি দিল।

পঞ্চম দিন রবিবার আবার দুই বাহিনী ময়দানে হাজির হলো। এদিন ইরাকীদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) এবং শামীদের নেতৃত্বে ছিলেন ওয়ালীদ ইব্‌ন উক্‌বা (রা)– যুদ্ধ চলল প্রচণ্ড রূপে। আবূ মিখনাদের বর্ণনামতে ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আবাস (রা)-এর প্রতি বাজে উক্তি করল। সে বলল, তোমরা তোমাদের খলীফাকে হত্যা করেছ, কিন্তু যা চেয়েছিলে

১. যিয়াদ ইবনুন নায্‌রের প্রতিপক্ষ অপর ব্যক্তি ছিল 'আমর ইব্‌ন মু'আবিয়া ইবনুল মুনতাফিক ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন 'উজায়ল। দুইজনের মা ছিল বনূ ইয়াযীদের এক মহিলা। (তাবারী, ৬খ. ৭ পৃ)

তা পাওনি। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবেন। বর্ণনামতে এদিন ইব্‌ন আব্বাস (রা) নিজেও প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন।

ষষ্ঠ দিন সোমবারও লোকেরা ময়দানে বের হলো। এ দিন ইরাকীদের পরিচালক ছিল কায়স ইব্‌ন সা'দ এবং শামীদের পক্ষে ছিল যুল কুলা। এদিনও তারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করল এবং পরস্পর দৃঢ় অবস্থানের পরিচয় দিল ও শেষে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে গেল। সপ্তম দিন মঙ্গলবার (ইরাকীদের পক্ষে) ময়দানে এল আশতার নাখ'ঈ এবং অপরদিকে তার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হাবীব ইব্‌ন মাসলামা। এ দিনও তারা প্রচণ্ড লড়াই করল। এ সাতদিনের যুদ্ধে কোন পক্ষ অপর পক্ষের উপর বিজয়ী হতে পারল না।

আবূ মিখনাফ বলেছেন, মালিক ইব্‌ন আ'য়ান জুহানী যায়দ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব হতে বর্ণনা করেছেন, 'আলী (রা) বললেন, আর কতদিন আমরা সম্মিলিত রূপে তাদের প্রতিরোধে অবতীর্ণ হব না? পরে তিনি বুধবার বিকালে আসরের পরে লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لاَ يُبْرَمُ مَا نَقْضَ وَمَا اَبْرَمَ لَمْ يَنْقُضْهُ النَّاقِضَيْنَ - لَوْ شَاءَ مَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ مِنْ حَقِّهِ وَلاَ تَنَازَعَتْ الْاُمَّةُ فِىْ شَيْئٍ مِنْ اَمْرِهِ - وَلاَ جَحَدَ مِنْ خَلْقِهِ الْمَفْضُوْلُ ذَالْفَضْلِ فَضْلَهُ - وَقَدْ سَاقَتْنَا وَهٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ الْاَقْدَارِ وَالْقَتْ بَيْنَنَا فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ ، فَنَحْنُ مِنْ رَبِّنَا بِمَرَاٰى وَمَسْمَعٍ فَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَ النَّقْمَةَ وَكَانَ مِنْهُ التَّغْسِيْرِ حَتّٰى يُكَذِّبُ اللّٰهُ الظَّالِمُ، وَيُعَلِّمُ الْحَقَّ اَيْنَ مَصِيْرَهُ، وَلٰكِنَّهُ جَعَلَ الدُّنْيَا دَارُ الْاٰخِرَةِ عِنْدَهُ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَاعَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى - اَلاَ وَاَنَّكُمْ لاَ قَوْا الْقَوْمَ غَدًا فَاَطِيْلُوْا اللَّيْلَةَ الْقِيَامَ وَاَكْثَرُوْا تِلاَوَةَ الْقُرْاٰنِ وَاَسْئَلُوا اللّٰهَ النَّصَرَ وَالصَّبَرَ وَالْقُوَّةَ بِالْجِدِّ وَالْحَزْمِ وَكُوْنُوْا صَادِقِيْنَ -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনি যা ভেঙ্গে দেন তা কেউ সুদৃঢ় করতে পারে না এবং তিনি যা চূড়ান্ত করেন ভঙ্গকারীরা তা ভঙ্গ করতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টি দু'জনও মতভেদ করত না এবং উম্মত তাঁর নির্দেশিত কোন বিষয়ে ঝগড়া বিবাদ করত না এবং অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করত না। (অযোগ্য যোগ্যের যোগ্যতা অস্বীকার করত না।) ভাগ্যলিপি আমাদের ও লোকদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এবং এ স্থানটিতে ঠেলে দিয়েছে। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দর্শন ও শ্রবণ পরিধিতে রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলেই প্রতিশোধ নিবেন এবং তাঁর পক্ষ হতে কঠিনকরণ সংঘটিত হবে– অবশেষে আল্লাহ্ জালিমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন এবং সত্য তার প্রত্যাবর্তনের স্থান জেনে নিবে, কিন্তু তিনি দুনিয়াকে 'কর্মক্ষেত্র' বানিয়েছেন এবং তাঁর কাছে সংরক্ষিত আখিরাতকে করেছেন স্থিরতার ক্ষেত্র। "যারা মন্দ কাজ করে তাদের তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা ভাল কাজ করে তাদের দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম– ৫৩, আয়াত ঃ ৩১)

শোন! তোমরা আগামী দিন বিপক্ষদলের মুখোমুখি হবে। কাজেই আজ রাতে (ইবাদাত-তাহাজ্জুদে) দীর্ঘ কিয়াম করবে এবং অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করবে। আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য, সবর ও দৃঢ়তা এবং পরম ও অনমনীয় শক্তি প্রার্থনা করবে এবং নিষ্ঠাবান হবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় লোকেরা তাদের তরবারি বল্লম ও তীর-ধনুক সংস্কারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ অবস্থায় কা'ব ইব্‌ন জু'আয়ল তাগলিবী লোকদের পাশ দিয়ে পথ চলতে চলতে লোকদের প্রস্তুতি দেখে বলে উঠল (কবিতা)

اصبحت الامة فى امر عجب * هوالملك مجموع غدا لمن غلب

فقلت قولا غير كذب * ان غدا تهلك اعلام العرب ـ

উম্মত এক আজব পরিস্থিতিতে নিপতিত; আগামীকাল রাজত্ব সমন্বিত হবে বিজয়ীর জন্য।

আমি বলেছি একটি উক্তি যা মিথ্যে নয়; "আগামী দিন নিঃশেষ হবে আরবের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা।

বর্ণনাকারী বলেন, পরের ভোরে 'আলী (রা) তাঁর পরিকল্পনা মাফিক সেনা সজ্জা সম্পন্ন করলেন এবং মু'আবিয়া (রা)-ও অশ্বারোহণ করে তাঁর পরিকল্পনা মাফিক সেনাসজ্জা করলেন। 'আলী (রা) ইরাক হতে আগত প্রতিটি গোত্রের লোকদের শাম থেকে আগত তাদের স্বগোত্রীয়দের সামাল দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ দিন লোকেরা ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হলো। কেউ পলায়ন করছিল না এবং কোন পক্ষই প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করছিল না। বিকালে তারা যুদ্ধে বিরতি দিল। পরের দিন ভোরে 'আলী (রা) আঁধার থাকাকালে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং প্রত্যুষেই যুদ্ধ শুরু করিয়ে দিলেন। পরে শামীদের অভিমুখে এগিয়ে গেলেন। শামীরাও সমানতালে এগিয়ে এল।

যায়দ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব হতে মালিক ইব্‌ন আয়ালের মাধ্যমে আবূ মিখনাদের বর্ণনা অনুসারে–এ সময় 'আলী (রা) বললেন ঃ

اللّهم رب السقف المحفوظ المكفوف الذى جعلت سقفا الليل والنهار وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر و منازل النجوم و جعلت فيه سبطا من الملائكة لايشئمون العبادة ورب الارض التى جعلتها قرارصا للانام والهوام و الانعام وما لايحص مماترى والا ترى من خلقك العظيم ورب الفلك التى تجرى فى الحر ما ينفع الناس ورب السحاب المسخر بين السماء والارض ورب البحر المسجور المحيط بالعالم و رب الجبال الرواسى التى جعلتها للارض اوتادا وللخلق متاعا ـ ان اظهرتهم علينا على عدونا فجنبنا البغى والفساد وسدونا للحق وان اظهرتهم علينا فارزقنى الشهادة وجنب بقية اصحاب من الفتنة ـ

হে সংরক্ষিত সুরক্ষিত আসমানের মালিক! যাকে আপনি দিন ও রাতের জন্য ছাদ (আচ্ছাদন) করেছেন, সেখানে তৈরি করেছেন সূর্য ও চাঁদের চলাচল ক্ষেত্র ও তারকাদের (গ্রহ-নক্ষত্রের) অবস্থান ক্ষেত্র এবং তাতে রেখেছেন ফেরেশতা সম্প্রদায় যারা ইবাদতে ক্লান্তি অনুভব করে না। হে যমীনের মালিক! যাকে আপনি বসবাস ক্ষেত্র করেছেন মানব, পশু ও পোকা-মাকড়ের জন্য এবং আমরা যা দেখি তার অসংখ্যা অগণিতের জন্য ও আমরা যা দেখি না আপনার সে বিশাল সৃষ্টির জন্য। হে নৌযানসমূহের মালিক! যা মানুষের জন্য উপকারী জিনিসপত্র নিয়ে চলাচল করে। হে আসমান-যমীনের মাঝে (শূন্যে) ভাসমান মেঘের মালিক! হে বিশ্বজগত বেষ্টনকারী উথাল মাথা সাগরের মালিক! হে স্থির-অবিচল পর্বতমালার মালিক যাকে আপনি পৃথিবীর জন্য 'পেরেক' বানিয়েছেন এবং সৃষ্টির জন্য ভোগের সূত্র বানিয়েছেন, আপনি আমাদের প্রতিপক্ষের উপরে আমাদের বিজয়ী করলে আমাদের জুলুম-নির্যাতন ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হতে দূরে রাখবেন এবং সত্য-ন্যায়ের যথার্থ অনুসারী করবেন। আর আমাদের উপরে তাদের বিজয়ী করলে আমাকে শাহাদাত নসীব করবেন এবং আমার সংগীদের ফিতনা হতে দূরে রাখবেন।

এরপর 'আলী (রা) মদীনাবাসীদের মাঝে মূল কেন্দ্রীয় বাহিনীতে অবস্থান নিয়ে এগিয়ে চললেন। এ সময় ডান বাহুর পরিচালনায় ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুদায়ল (রা), বাম বাহুর পরিচালনায় ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) এবং কারীগণের নেতৃত্বে ছিলেন 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) ও কায়স ইব্ন সা'দ (রা)– জনতা ছিল নিজ নিজ পতাকার সঙ্গে। 'আলী (রা) তাদের নিয়ে ধীর গতিতে প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে চললেন।

অপর দিক হতে মু'আবিয়া (রা)ও এগিয়ে এলেন। শামবাসীরা তাঁর হাতে আমৃত্যু লড়াই করার বা'য়'আত করেছিল। তখন দুই পক্ষ একটি ভয়ংকর অবস্থানে ও মারাত্মক ব্যাপারে নিয়ে মুখোমুখি হলো। এ সময় 'আলী (রা) ডান বাহুর আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুদায়ল শামীদের বাম বাহুর উপর আক্রমণ চালালেন। এ বাম বাহু পরিচালনা করছিলেন হাবীব ইব্ন মাসলামা। আবদুল্লাহ্ তাঁর প্রতিপক্ষকে তাদের বাহিনীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেলেন। মু'আবিয়া (রা) সেখানে অবস্থান করছিলেন।

এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুদায়ল দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি লোকদের যুদ্ধে উৎসাহিত করলেন এবং সবর-দৃঢ়তা ও জিহাদে অনুপ্রাণিত করলেন। আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা) ও লোকদের সবর, অবিচলতা ও জিহাদে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং শামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করলেন। অন্যান্য আমীরগণও নিজ নিজ দলকে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। তাঁদের ভাষণে তাঁরা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থান হতে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন।

যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

"আল্লাহ্ সে মু'মিনদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে সীসা ঢালাই প্রাচীরের ন্যায় (দৃঢ়তার সঙ্গে)। (সূরা সাফ্ফ ৬১ ; আয়াত ঃ ৪)

আলী (রা) আরও বললেন ঃ

قدموا الدارع واخروا الحاسر وعضوا على الاضراس فانه انكى للسوف عن الهام والثبوا الى اطراف الرماح فانه افوق للاسنة ـ وغضوا الابصار فانه اربط للجاش واسكن للقلب واميتوا الاصوات فانه اطرد للفشل واولى بالوقار ـ راياتكم لا تميلوها ولاتزيلوها ولا تجعلوها الا بايدى شجحانكم ـ

বর্ম পরিহিতরা সামনে এবং বর্মহীনরা পিছনে থাকবে। তোমা শক্ত করে মাড়ি কামড়ে থাকবে। কেননা, তা মাথার খুলি তরবারির আঘাতকে অধিক অকার্যকর করে দেয়। বল্লমের অগ্রভাগ মযবুত করে ধরবে। কেননা এ পদ্ধতি বল্লমের ফলা অধিক সংরক্ষণ করে। দৃষ্টি অবনত রাখবে। কেননা তা কলিজা (হৃৎপিণ্ড) অধিক স্থির রাখে ও মনকে অধিক প্রশস্ত রাখে। আওয়ায স্তিমিত রাখবে (হৈ-হুল্লোড় করবে না)। কেননা, তা পদস্খলন অধিক বিদূরীত করে এবং অধিক গাম্ভীর্য রক্ষা করে। তোমাদের পতাকাগুলো কাত হতে দিবে না, স্থানচ্যুত হতে দিবে না। সেগুলো শুধু তোমাদের বাহাদুরদের হাতে দিবে।

ইতিহাসবিদ ও অন্যান্য বিষয়বিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, আলী (রা) সিফ্ফীন যুদ্ধের দিনগুলিতে বিভিন্ন সময়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করেছেন এবং অনেককে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছেন। কেউ কেউ তাঁর হাতে নিহতদের সংখ্যা পাঁচশত বলেছেন। এ সবের মধ্যে একটির বিবরণে আছে, কুরায়ব ইবনুস সাব্বাহ ইরাকী দলের চারজনকে হত্যা করেছিল, তাদের লাশ তার পায়ের তলে রেখে ঘোষণা দিয়েছিল 'কেউ কি আছে দ্বৈত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে? তখন 'আলী (রা) দ্বৈত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তার সামান এগিয়ে গেলেন। দুই যোদ্ধা কিছুক্ষণ যুদ্ধের পাঁয়তারা করল এবং এক পর্যায়ে 'আলী (রা) তাকে আঘাত করলেন এবং তাকে ধরাশায়ী করে ঘোষণা দিলেন ঃ আছে কোন বাহাদুর দ্বৈত যুদ্ধের জন্য? তখন হারিছ ইব্ন ওয়াদা'আ হিমইয়ারী তাঁর সামনে এগিয়ে এলে আলী (রা) তাকে হত্যা করলেন। এরপর দ্বৈত যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এল রাওওয়াদ ইব্ন হারিছ কুলা'ঈ। 'আলী (রা) তাকেও হত্যা করলেন।

পরবর্তী ব্যক্তিরূপে দ্বৈতযুদ্ধে অবতরণ করল মুতা' ইবনুল মুত্তালিব আল কায়সী। 'আলী (রা) তাকে হত্যা করে চার-এর সংখ্যাপূর্ণ করলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন- وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ (এবং নিষিদ্ধ/পবিত্র বিষয়সমূহ পরস্পর সমান সমান। (সূরা বাকারা ২; আয়াত ঃ ১৯৪) এ সময় 'আলী (রা) আওয়াজ দিয়ে বললেন, পোড়ার মুখো হে মু'আবিয়া (হিম্মত থাকে তো) তুমি আমার সামনে বেরিয়ে এসো! যাতে আমার ও তোমার দৃষ্টির সামনে আরবের মানুষগুলোর জীবন নাশ ঘটতে না থাকে। আওয়ায শুনে 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে বললেন, 'এ সুযোগ গ্রহণ কর! কেননা সে তো ঐ চার চনকে হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে! মু'আবিয়া (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি নিশ্চিতই জান যে, 'আলী কখনও পরাভূত হয়নি। তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি নিহত হই, যাতে তুমি আমার পরে নির্বিঘ্নে খিলাফতের মসনদ দখল করতে পার। তুমিই যাও না কেন? আমার মত লোককে প্রতারিত করা যায় না।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে— একদিন 'আলী (রা) 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা)-কে আক্রমণ করলেন এবং বল্লম দ্বারা আঘাত করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলেন। মাটিতে পড়ে যাওয়ার সময় 'আম্‌র (রা)-এর লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গেলে 'আলী (রা) সেখান হতে চলে গেলেন। 'আলী (রা)-এর লোকেরা তাঁকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! কি ব্যাপার,তাকে ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন, তোমরা কি জান, সে কে (কি ঘটেছে)? তারা বলল, না তিনি বললেন, এই তো 'আম্‌র ইবনুল আস, তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তা আমার মনে দায়র্দ্রতার (রক্ত সম্বন্ধের স্মরণ?) উদ্রেক করেছে, একারণে আমি সরে এসেছি। পরে 'আম্‌র (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে ফিরে গেলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি– এবং তোমার 'পাছা'রও প্রশংসা করছি। (তোমার পাছাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।)

ইবরাহীম ইবনুল হুমায়ন ইব্‌ন দীযীল বলেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া–নাস্‌র– আম্‌র ইব্‌ন যিম্মার–জাবির জু'ফী–নুমায়র আনসারী সনদ পরম্পরায় বর্ণিত, নুমায়র বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যেন এখনও শুনতে পাচ্ছি, আলী (রা) সিফফীন যুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের বলছেন, শোন! তোমরা কি আল্লাহ্‌র ক্রোধকে ভয় করছ না? আর কত কাল.....? পরে তিনি কিবলার দিকে ঘুরে দু'আ করতে লাগলেন। (বর্ণনাকরী বলেন) আল্লাহ্‌র কসম! আজ 'আলী (রা) যত লোককে আক্রান্ত করেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, কোন দলপতি এত লোক আক্রান্ত করেছেন, এমন আমরা শুনি নি। পরিসংখ্যানকারীদের বর্ণনা অনুসারে তিনি পাঁচ শতের অধিক লোককে হত্যা করেছেন। তিনি তরবারিসহ বেরিয়ে গিয়ে তরবারি দ্বারা আঘাত করলে প্রতিপক্ষ লুটিয়ে পড়ত। তিনি ফিরে এসে বলতেন, আল্লাহ্‌র কাছে ও তোমাদের কাছে আমি আমার ওযর অপারগতার কথা বলছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার ইচ্ছা ছিল তাকে স্থানচ্যুত করে হটিয়ে দেয়া। কিন্তু এ বিষয়ে আমার জন্য অন্তরায় (ওযর) ছিল এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি لَاسَيْفَ اِلاَّ ذُوْالْفَقَارِ وَ لاَ فَتٰى اِلاَّ عَلِىٌّ (অর্থ ঃ তরবারি তো আলীর তরবারিই। এবং সাহসী তরুণ তো একমাত্র 'আলী-ই।

বর্ণনাকারী বলেন, এর পর আলী (রা) তরবারিটি নিয়ে সেটিকে পরিচ্ছন্ন-কার্যক্ষম করতেন পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে। (এ সনদটি দুর্বল বিধায় হাদীসটি 'মুনকার' হাদীস)

ইয়াহ্‌ইয়া– ইব্‌ন জাহ্‌র– লায়ছ– ইয়াযীদ ইব্‌ন (আবু) হাবীব–সনদে বর্ণিত, সিফ্‌ফীনে 'আলী (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর সংগে উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীবকে অবহিত করেছেন .... ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব বলেছেন, ইব্‌ন নাহী'আ– ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব– সূত্রে রাবী'আ ইব্‌ন লাকীত হতে বর্ণনা করেছেন, রাবী'আ বলেন, আমরা 'আলী (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর সংগে সিফফীনে উপস্থিত ছিলাম, (বর্ণনাকারী বলেন) আকাশ আমাদের উপর তাজা রক্ত বর্ষণ করল। লায়ছ তার বর্ণনায় বলেছেন, এমন কি লোকেরা রক্ত দিয়ে পাত্র ও পেয়ালা পূর্ণ করতে লাগল। ইব্‌ন লাহী'আ বলেছেন, পাত্রগুলি পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা তা ঢেলে ফেলতাম।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ইরাকীদের ডান বাহুর আমীর) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বুদায়ল হাবীব ইব্‌ন মাসলামার পরিচালনাধীন শামীদের বাম বাহু তছনছ করে দিয়ে তাকে তাদের বাহিনীর কেন্দ্র পর্যন্ত ঠেলে দিয়েছিলেন। তখন মু'আবিয়া (রা) বাহাদুরগণকে পাল্টা আক্রমণের জন্য হাবীবকে সহায়তা দেয়ার আদেশ দিলেন এবং মু'আবিয়া (রা) হাবীবের কাছে বুদায়লের

উপর পুনঃ পাল্টা আক্রমণের আদেশ পাঠালেন। তখন হাবীব তার সাহায্যে আগত বাহাদুরদের নিয়ে ইরাকীদের ডান বাহুতে আঘাত হেনে তাদের অবস্থান হতে তাদের হটিয়ে দিল। এতে ডান বাহুর যোদ্ধারা তাদের আমীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পেছনে সরে গেল। এমনকি আমীরের সঙ্গে বিদ্যমান লোকের সংখ্যা তিন শতের বেশি রইল না। ইরাকী বাহিনীর অন্য সকলেও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং তখন 'আলী (রা)-এর সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত গোত্রসমূহের মধ্য হতে শুধু পবিত্র মক্কাবাসীদের ব্যতীত আর কেউ টিকে রইল না। পবিত্র মক্কাবাসীদের পরিচালনায় ছিলেন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা)। বারী'আ আলী (রা)-এর সঙ্গে অবিচল ছিলেন। শামী বাহিনী অতি দ্রুত এত নিকটে পৌঁছে গেল যে, তাদের তীর 'আলী (রা)-এর কাছে পৌঁছতে লাগল। এ সময় বনু উমায়ার এক মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) 'আলী (রা)-এর দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে আলী (রা)-এর জনৈক মাওলা তার পথে বাধা সৃষ্টি করল। উমাইয়া গোলাম বাধাদানকারীকে হত্যা করে 'আলী (রা)-এর দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। তখন তাঁর আশ-পাশে ছিল তাঁর পুত্রগণ–হাসান, হুসাইন ও মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া।

মাওলা গোলামটি 'আলী (রা)-এর একান্ত কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে ধরে ফেললেন এবং তাকে মাটিতে আঁছড়ে ফেলে দিলেন। এতে বাহু ও কাঁধ চূর্ণ হয়ে গেল এবং হুসায়ন ও মুহাম্মাদ দ্রুত তাদের তরবারি দিয়ে তার জীবন সাঙ্গ করে দিলেন। 'আলী (রা)-এর পুত্র হাসান (রা)-কে বললেন, যে তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, ওরা যা করল তুমি তা করলে না কেন? হাসান (রা) বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! ওরা দু'জনই তার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এ সময় শামীরা 'আলী (রা)-এর দিকে দ্রুত ছুটে আসতে শুরু করলে 'আলী (রা) স্বাভাবিক গতিতেই চলতে লাগলেন। শত্রুপক্ষের কাছে চলে আসা তাঁর চলার গতি মোটেই বৃদ্ধি করছিল না। তখন তাঁর পুত্র হাসান (রা) তাঁকে বললেন, আপনি যদি আপনার চলার গতি একটু বাড়িয়ে দিতেন।

'আলী (রা) বললেন ঃ

يا بنى ان لابيك يوما لن يعدوه لايبطى به عنه السعى ولايعجل به اليه المشى - ان اباك والله ما يبالى وقع على الموت او وقع عليه -

প্রিয় বৎস! তোমার পিতার জন্য একটি নির্ধারিত (মৃত্যুর) দিন আছে যা সে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারবে না। চেষ্টা (ও দৌড়ানো) সে দিনটিকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দিবে না এবং সাধারণ গতিতে হাঁটাও তাকে দ্রুত নিয়ে আসবে না। আল্লাহর কসম! তোমার পিতা এতে কোন পরোয়া করে না যে, সে মৃত্যুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিংবা মৃত্যু তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পরে 'আলী (রা) আশতার নাখ'ঈকে পরাস্ত পলায়নকারীদের কাছে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনার আদেশ দিলেন। আশতার দ্রুত পলায়নকারীদের সামনে গিয়ে তাদের ধমক দিতে ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন গোত্র ও বাহাদুরদের পাল্টা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। এতে কোন কোন দল তাকে অনুসরণ করল এবং কোন কোন দলো তাদের পলায়ন অব্যাহত রাখল। আশতার তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। এতে একটি বিশাল সংখ্যা সমবেত

হল এবং আশতার সামনে পেয়ে যাওয়া প্রতিটি দলকে ফিরিয়ে আনতে লাগল। এভাবে সে ডান বাহুর আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুদায়লের কাছে পৌঁছে গেল। ইব্‌ন বুদায়ল তখনও তার তিনশত যোদ্ধা নিয়ে নিজ অবস্থানে অবিচল ছিলেন। তারা আমীরুল মু'মিনীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এরা বলল, তিনি জীবিত ও সুস্থ আছেন। তখন তারা আশতারের দিকে ফিরে এলে সে তাদের নিয়ে এগিয়ে চলল এবং অবশেষে অনেক লোক ফিরে এলো। তখন ছিল আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। এ সময় ইব্‌ন বুদায়ল শামীদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলে আশতার তাকে তার অবস্থানে স্থির থাকার পরামর্শ দিল। কেননা, তার দৃষ্টিতে সেটাই ছিল উত্তম। ইব্‌ন বুদায়ল এ পরামর্শ গ্রহণে সম্মত হলেন না। তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর অবস্থান অভিমুখে আক্রমণ পরিচালিত করলেন। কাছাকাছি পৌঁছে তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে তাঁর অনুসারীদের সামনে দাঁড়ালো দেখতে পেলেন। তাঁর হাতে ছিল দুইটি তরবারি এবং তাঁর চারপাশে ছিল পাহাড়তুল্য বিশাল বাহিনী। ইব্‌ন বুদায়ল আরো কাছে পৌঁছলে তাদের একটি দল সম্মিলিত আক্রমণ করে তাকে হত্যা করল এবং তার মরদেহ মাটিতে ফেলে দিল। ইব্‌ন বুদায়লের সহযোদ্ধারা পরাস্ত হয়ে পালাতে লাগল। তাদের অধিকাংশ ছিল আহত।

ইব্‌ন বুদায়লের সহযোদ্ধারা পরাজিত হলে মু'আবিয়া (রা) তাঁর অনুসারীদের বললেন, দেখ তো তাদের আমীর কে ছিল। তারা তার লাশের কাছে এল, কিন্তু তাঁকে চিনতে পাল না। তখন মু'আবিয়া (রা) নিজেই এগিয়ে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সে ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুদায়ল। মু'আবিয়া (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ ঘটনাটি তেমনই হলো যেমন কবি হাতিম তাঈ বলেছেন ঃ

اخوا الحرب ان عضت به الحرب عضها * وان شمرت يوما به الحرب شمرا

ويحمى اذا ما الموت كان لقاؤه * كذلك ذو الاشبال يحمى إذا ما تامرا

كليت هزبر كان يحمى ذماره * رمته المنايا سهمها فتقطرا ـ

এমন যুদ্ধবাজ যে, যুদ্ধ তাকে কামড়ে দিলে সেও যুদ্ধকে কামড়ে দেয় এবং কখনও যুদ্ধ তার জন্য পায়ের গোছা উন্মুক্ত করলে (উলঙ্গ হলে) সেও পায়ের গোছা উন্মুক্ত করে (উলঙ্গ হয়)। মৃত্যু তার মুখোমুখি দাঁড়ালে সে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ করে। সিংহতুল্য বাহাদুর নেতৃত্ব গ্রহণ করলে এমনই প্রতিরোধ করে থাকে। হিংস্র ভয়ংকর ব্যাঘ্রের ন্যায় যে তার 'পরিজন'কে সুরক্ষা করে চলছিল, মৃত্যুদূত তার তীর দ্বারা তাকে বিদ্ধ করল, ফলে সে ধরাশায়ী হলো। এরপরে আশতার নাখ'ঈ পরাস্ত হয়ে পলায়নকারীদের মধ্য হতে যারা তার সংগে সমবেত হয়েছিল তাদের নিয়ে আক্রমণ করল এবং যথার্থ আক্রমণে প্রতিপক্ষের সে পাঁচ সারির মধ্যে ঢুকে পড়ল যারা মু'আবিয়া (রা)-এর চারপাশে অবস্থান নিয়েছিল এবং পলায়ন না করার ব্যাপারে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। আশতার চারটি সারি ভেদ করে ফেলল এবং তার ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে মাত্র একটি সারি অবশিষ্ট রইল। আশতারের বর্ণনা, 'আমি তখন এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখলাম এবং পালিয়ে বাঁচার উপক্রম করছিলাম। এ কঠিন মুহূর্তে ইবনুল ইতনাবার কবিতাই আমাকে অবিচল রেখেছিল। (ইবনুল ইতনাবার মা ইতনাবা ছিল বুলকীন (মিসরীয়-ফিলিস্তীনী) গোত্রের এবং আনসারী গোত্রের জাহিলী কবি।] (কবিতা)

ابت لى عفتى وابى بلائى * واقدامى على البطل المسيح

واعطائى على المكروه مالى * وضربى هامة الرجل السميع

وقولى كلما جشات وجاشت * مكان تحمدى او تستريحى -

'আমার সচ্চরিত্র আমার জীবন সংগ্রাম, দুর্ধর্ষ বাহাদুর অভিমুখে আমার নির্ভীক অগ্রগমন, অপছন্দনীয় বিষয়ের প্রতিরোধে আমার সম্পদ উৎসর্গীকরণ, উৎসর্গীত প্রাণ ব্যক্তির মস্তকের উপরে আমার আঘাত হানা এবং আমার (মনকে সম্বোধন করে আমার) উক্তি— 'স্থির থাক', তবেই (বীরত্বের কারণে) প্রশংসিত হবে কিংবা শান্তি লাভ করবে— এসব আমার পলায়নের ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করল।

আশতার বলেন, ব্যস, এ কবিতাই আমাকে সে সঙ্গীন পরিস্থিতিতে অবিচল রেখেছিল।

এখানে বিস্ময়ের সংগে লক্ষণীয় যে, ইব্‌ন দীযীল তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন, ইরাকীরা যৌথ ও সম্মিলিত আক্রমণ করল এবং তারা শামীদের সকল সারি হটিয়ে দিয়ে মু'আবিয়া (রা)-এর সন্নিকটে পৌঁছে দেন, মু'আবিয়া (রা) আত্মরক্ষার জন্য তাঁর ঘোড়া নিয়ে আসতে বললেন। মু'আবিয়া বলেন, আমি পা-দানিতে পা রাখার সময় 'আম্‌র ইবনুল ইতনাবার এ পংক্তিগুলো আবৃত্তি করলাম–

ابت لى عفتى وابى بلائى * واخذى الحمل بالثمن الربيح

واعطائى على المكروه مالى * وضربى هامة البطل المشيح

وقولى كلما جثات وجاشت * مكانك تحمدى اوى تستريحى -

(আমার সচ্চরিত্রতা এবং অতি উচ্চমূল্যে আমার বাহন সংগ্রহ করা দুর্ধর্ষ বাহাদুরের খুলিতে আমার আঘাত অস্বীকার করল।

এ বর্ণনা মতে কবিতা আবৃত্তি করে মু'আবিয়া (রা) অবিচল রইলেন এবং 'আমর ইবনুল আস (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আজিকার সবর-ধৈর্য আগামী দিনের গৌরব-গর্ব। আমর জবাবে বললেন, যথার্থ বলেছ। মু'আবিয়া বললেন, আমি যেহেতু দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন করেছি, কাজেই আমি আশা করছি যে, আখিরাতের কল্যাণও আমি অর্জন করব। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক এ বিষয়টি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর– আবদুর রহমান ইব্‌ন হাতিব সনদে মু'আবিয়া হতে বর্ণনা করেছেন।

এক পর্যায়ে মু'আবিয়া (রা) 'আলী (রা)-এর অশ্বারোহী দলের আমীর খালিদ ইবনুল মু'তামিরের কাছে এ মর্মে প্রস্তাব পাঠালেন যে, 'তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে আমার আনুগত্য করলে তোমার জন্য ইরাকের আমীর (গভর্নর) পদের অংগীকার রইল। খালিদ এ প্রস্তাবের লোভে পড়ে গেল। পরে মু'আবিয়া (রা) ক্ষমতাসীন হলে তাকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু খালিদ তা ভোগ করার সুযোগ পেলেন না।

অপরদিকে আলী (রা) তাঁর বাহিনীর ডান বাহুকে পুনঃ সমবেত হতে দেখলে তাদের কাছে গেলেন এবং কিছু লোককে তিনি ভর্ৎসনা করলেন কিছু লোকের অপারগতা গ্রহণ করলেন। তিনি তাদের অবিচল থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। তখন ইরাকীরা পুনঃ আক্রমণ শুরু করল এবং তাদের ব্যূহে শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো, এভাবে যুদ্ধের চাকা তাদের অনুকূলে ঘুরে গেল এবং তারা শামীদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে আক্রমণ চালাতে লাগল। বীর বাহাদুররা দ্বৈত ও সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং উভয় পক্ষের শীর্ষস্থানীয় বহু লোক নিহত হলো। -ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

কোন কোন বর্ণনামতে এ দিনের নিহতদের শামীদের মধ্যে শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। ইরাকীদের মধ্যে তার হত্যাকারী কে ছিল এ বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে।[১] ইবরাহীম ইবনুল হুসাইন ইব্ন দীযীল লিখেছেন, সেদিন যখন উবায়দুল্লাহ্ অন্যতম সেনাপতি রূপে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর দুই স্ত্রী-আসমা বিনতে উত্তারিদ ইব্ন হাসিব আত-তামীম ও বাহরিয়া বিনত হানি ইব্ন কাবীসা শায়বানী-কে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তারা দু'জন স্বামীর যুদ্ধ ও তার বীরত্ব-শক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করার জন্য তার পেছনে দু'টি বাহনে অবস্থান করতে লাগল। ইরাকী বাহিনীর অন্তর্গত কূফার বর্মধারী (বাহাদুর)-দের একটি দল তার বিপরীতে দাঁড়াল। দলটি পরিচালনা করছিল যিয়াদ ইব্ন খাসসা তামীমী। তারা সম্পূর্ণ একযোগে একক আক্রমণ চালিয়ে উবায়দুল্লাহ্-র সঙ্গীদের পরাস্ত করল এবং পরে তাকে হত্যা করল।

এ সময় বর্মধারী দলটি অবতরণ করে তাদের আমীরের জন্য তাঁবু স্থাপন করল। তাঁরা তাঁবুর একটি রশি বাঁধার জন্য কোন খুঁটি খুঁজে না পেয়ে রশিটি উবায়দুল্লাহ্র একটি পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিল। তাঁর স্ত্রীদ্বয় বিলাপ করতে করতে এগিয়ে এল এবং তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। এ সময় তাঁর স্ত্রী বাহরিয়া ইরাকী আমীরের কাছে সুপারিশ করলে আমীর তার লাশ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তখন তারা তাদের হাওদায় তুলে লাশ বহন করে নিয়ে গেল। যুলকুলা'ও এ সময় নিহত হয়েছিল। আবী বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর-এর নিহত হওয়া প্রসঙ্গে কা'ব ইব্ন জু'আয়ল তাগলিবীর শোকগাঁথা রচনা করল ঃ

الا انما تبكِي العيون لفارس * بصفين ولت خيله وهو واقف

تبدل من اسماء اسياف ; ائل * وكان فتى لو اخطأته المتالف

تركن عبيد اللّٰه بالقاع ثاويا * تسيل دماه كالعروق نوازف

ينوء ويغشاه شابيب من دم * كما لاح من جيب القميص الكفائف

১.- কেউ কেউ বলেছেন, হানি ইব্ন খাত্তাব আরহাবী কারো মতে মালিক ইব্ন 'আমর আত্তান'ঈ (?), কারো মতে মিহারায ইবনুস সাহ্সাহ, মরূজুয যাহাব (২/৪২৭)-এর বর্ণনা অনুসারে হুরায়দ ইব্ন জাবির জু'ফী। আল আখবারুত তিওয়াল (১৭৮ পৃ) এটিকে 'সর্বসম্মত' বলা হয়েছে। ইবনুল আ'ছামের ফুতূহে আছে, প্রামাণ্য মতে তাঁর হত্যাকারী ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন সিওয়ার আল আবদী।

وقد صبرت حول ابن عم محمد * لدى الموت ارباب المناقب شارف

فما فرحوا حتى راى الله صبرهم * وحتى رقت فوق الاكف المصاحف ـ

শোন! সিফফীন প্রান্তরের এক অশ্বারোহীর জন্য চোখগুলো ক্রন্দন করছে যার সঙ্গী ঘোড়সওয়াররা পালিয়ে গিয়েছে এবং সে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওয়াইলে তরবার ও আসমার মধ্যে সে রদবদল ও প্রতিবিনিময় করেছে (?) সে ছিল এক সাহসী যুবক। হায় যদি ধ্বংস ক্ষেত্রগুলো তাঁর ব্যাপারে লক্ষ্যচ্যুত হতো! তারা উবায়দুল্লাহ্কে উন্মুক্ত প্রান্তরে সমাহিত করে রেখে গেল। তার রক্ত প্রবাহিত হয়ে (অতিশয় রক্তক্ষরণে) শিরাগুলো ছিল রক্তশূন্য। ধরাশায়ী হলো এবং রক্তের প্রলেপ তাকে আচ্ছাদিত করে রাখল। যেমন কামীচের আঁচল (হাতা) হাত পাঞ্জাগুলো উঁকি দিতে থাকে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর চাচাত ভাই (আলী রা)-এর আশপাশে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্থৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাল সমুচ্চ শ্রেষ্ঠ গুণবান লোকেরা। তারা অবিচল রইল, যতক্ষণ না মহান আল্লাহ্ তাদের অবিচলতা দেখলেন এবং যতক্ষণ না (প্রতিপক্ষের) হাতে পবিত্র গ্রন্থ (কুরআন) উত্তোলিত হলো।

এ প্রসঙ্গে অন্য কেউ বলেছেন—

مُعَاوِى لاَتَنْهَضْ بِغَيْرِ وَثِيْقَةٍ * فَاِنَّكَ بَعْدَ الْيَوْمِ بِالذُّلِّ عَارِفُ ـ

ওহে মু'আবিয়া সিদ্ধ যুক্তি-প্রমাণ ব্যতীত দাঁড়াতে উদ্যত হয়ো না। কেননা, আজিকার পরে তুমি খ্যাতিমান হবে নীচতার সঙ্গে।

আবূ জাহ্ম আসাদী তার একটি কবিতায় এর জবাব দিয়েছিল, তাতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্গোক্তি রয়েছে। এ কারণে আমি জ্ঞাতানুসারে তা উদ্ধৃত করা বর্জন করলাম।

নিহতদের তালিকায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর পক্ষের 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)। শামী পক্ষ তাঁকে হত্যা করেছিল। তাঁর নিহত হওয়া দ্বারা তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি বাণীর অন্তর্নিহিত সত্যের সমুজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি বলেছিলেন যে, 'বিদ্রোহী' পক্ষ তাঁকে হত্যা করবে। এতে 'আলী (রা)-এর 'হক পন্থী' হওয়া এবং মু'আবিয়া (রা)-এর 'বিদ্রোহী' পক্ষ হওয়া প্রকাশ হলো এবং সেই সংগে নবূয়তের অন্যতম মু'জিযা (ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন) প্রকাশিত হলো।

ইব্ন জাবির আবূ মাখনাদের সূত্রধারায় বর্ণনা করেছেন, (আবূ মিখনাদ বলেন,) মালিক ইব্ন মা'য়ান জুহানী—যায়দ ইব্ন ওয়াহব জুহানী হতে বর্ণনা করেছেন, যে দিন 'আম্মার বললেন, কে আছে এমন যে তার পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং সম্পদ ও সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট হবে না! তখন একদল লোক তাঁর কাছে সমবেত হলে তিনি বললেন, "হে লোকেরা! চল, আমরা ঐ লোকগুলোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাই যারা উসমান (রা)-এর রক্তের দাবি তুলেছে এবং তিনি মজলুম হয়ে শহীদ হওয়ার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! তাদের উদ্দেশ্য তাঁর রক্তের বদলা নেওয়া নয়, তাঁর খুনের প্রতিশোধ নেয়াও নয়। কিন্তু ওরা দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করেছে এবং তাকে মজাদার মনে করেছে আর আখিরাতকে তিক্ত মনে করে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, সত্য যখন তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে তখন তাদের মাঝে এবং তাদের দুনিয়াও তাদের কামনা-বাসনায় লুটোপুটি খাওয়ার মাঝে অন্তরায়

সৃষ্টি করবে। ইসলামে তাদের এমন কোন পূর্ব অবদান নেই যা দিয়ে তাদের অনুকূলে জনতার আনুগত্যের এবং তাদের উপর কর্তৃত্বের দাবিদার হতে পারে। তাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সেরূপ বদ্ধমূল ও সুদৃঢ় হয়নি যা অন্তরে আল্লাহ্ভীতি সুদৃঢ় হওয়া লোকদের কামনা-বাসনা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যা দুনিয়াকে লক্ষ্য বানানো এবং তাতে উর্ধারোহণ হতে রুখতে পারে এবং যা তাদের সত্যের অনুসরণ ও ন্যায়পন্থীদের প্রতি আকৃষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

সুতরাং তারা তাদের অনুসারীদের এই বলে প্রতারিত করেছে যে, তাদের ইমাম (পুরোধা) মজলুম হয়ে শহীদ হয়েছেন, যাতে এ পন্থায় তারা স্বেচ্ছাচারী রাজা হতে পারে। এটি একটি কূট চক্রান্ত যা দিয়ে তারা তাদের ঈপ্সিত বাসনার কাছে উপনীত হয়েছে– যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এমন না হলে দুইজন মানুষও তাদের অনুসরণ করত না এবং তারা হত অতি লাঞ্ছিত, অতি অপমানিত ও অতি নগণ্য। কিন্তু বাতিল কথা উদাসীন লোকদের কানে এক ধরনের মধু বর্ষণ করে। কাজেই তোমরা মহান আল্লাহ্র দিকে পরিভ্রমণ কর উত্তম ভ্রমণ এবং তাঁকে স্মরণ কর অনেক অনেক স্মরণ।"

এরপর তিনি এগিয়ে গেলে 'আম্র ইবনুল 'আস (রা) ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) তাঁর সামনে এল। তিনি তাদের ভর্ৎসনা ও বকাবকি করলেন এবং সদুপদেশ দিলেন। বর্ণনাকারীগণ এ দু'জনকে লক্ষ্য করে তাঁর কিছু রূঢ় কথা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ সমধিক অবহিত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর–শু'বা– আম্র ইব্ন মুর্রা–আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামা (র) সূত্রে পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, ইব্ন সালামা বলেন, আমি সিফ্ফীন যুদ্ধের সময় 'আম্মার (রা)-কে দেখেছি, তিনি ছিলেন বেশ বৃদ্ধ, পীত (গৌর) বর্ণ দীর্ঘকায়। তাঁর হাতে ছিল একটি ক্ষুদে বল্লম (? পতাকা) (বার্ধক্যের কারণে) তাঁর হাত কাঁপছিল। তিনি বললেন। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! এ পতাকা (? বল্লম) নিয়ে আমি তিনবার রসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে থেকে যুদ্ধ করেছি, আজ এটি চতুর্থবার। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তারা যদি আমাদের আঘাত করে করে হাজার অঞ্চলের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দেয় তবুও আমি বিশ্বাস করব যে, আমাদের অনুসরণীয় মুরব্বীগণ হকের উপরে রয়েছেন এবং ওরা রয়েছে ভ্রান্তিতে।[১]

ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর– শু'বা এবং হাজ্জাজ– শু'বা (উভয় সনদ একত্রে)– কাতাদা আবূ নায্রা হতে– হাজ্জাজ আবূ নাদরা– কায়স ইব্ন আব্বাস (উবাদা) সূত্রে পরম্পরায়– কায়স বলেন, আমি 'আম্মার (রা)-কে বললাম, আচ্ছা বলুন তো, আপনারা যে 'আলী (রা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন তা কি আপনাদের চিন্তাপ্রসূত (ইজতিহাদ প্রসূত) ছিল? কেননা, ইজতিহাদ যেমন সঠিক হতে পারে তদ্রূপ সঠিকও হতে পারে, কিংবা তা আপনাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ প্রদত্ত কোন বিষয় ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এমন কোন বিশেষ নির্দেশ দেন নি যে নির্দেশ সমগ্র মানব জাতিকে দেন নি।[২] মুসলিম হাদীসটি শু'বা হতে রিওয়ায়াত করেছেন। এবং হুযায়ফা (রা) হতে মুনাফিকদের প্রসঙ্গে এর পরিপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে।

---

১. মুসনাদে আহমাদ, ৪ খ., ৩১৯ পৃ.।

২. মুসনাদে আহমাদ, ৪ খ., ২৬২, ৩১৯ পৃ. মুসলিম (মুনাফিক প্রসঙ্গ) হাদীস নং ২১৪৩।

Contents

এ বিষয়টি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে একদল তাবি'ঈ হতে বর্ণিত অপর একটি বর্ণনার সমতুল্য। বর্ণনাকারী তাবিঈ'গণের মধ্যে রয়েছেন, হারিছ ইব্ন সুওয়ায়দ, কায়স ইব্ন উবাদা (?আব্বাদ), আবূ জুহায়সা ওয়াহ্ব ইব্ন আবদুল্লাহ্ আসসাওয়াঈ, ইয়াযীদ ইবনুর রাশ্ক, আবূ হাস্সান আল আজরাদ (র) প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকে বলেছেন, আমি 'আলী (রা)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি এমন কোন বিষয় আছে যার বিশেষ নির্দেশ রসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাদের দিয়েছেন, সাধারণ মানুষদের তার নির্দেশ প্রদান করেন নি? আলী (রা) বললেন, না, যিনি বীজকে বিদীর্ণ (অংকুরিত) করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন তাঁর কসম! (আমার কাছে বিশেষ কিছু নেই), তবে কুরআনের মর্ম সম্পর্কে কোন বান্দাকে মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞান, এবং (এ বিষয়টি যে) 'কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা হবে না এবং ছাবীর (?'আয়র) হতে ছাওর পর্বত পর্যন্ত মদীনা 'হরম' রূপে পরিগণিত।

তদ্রূপ, বুখারী-মুসলিম 'আ'মাশ সূত্রের বর্ণনায় –আবূ ওয়াইল –সুফইয়ান ইব্ন মুসলিম সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। সাহল (রা) সিফফীন যুদ্ধের সময়ে বললেন, 'হে মানবমণ্ডলী! দীনের ব্যাপারে তোমাদের মতামত ও সিদ্ধান্তকে তোমরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে। কেননা, (তা নির্ভুল নাও হতে পারে।) আবূ জানদালের ঘটনার দিন (অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি, যা বাহ্যত মুসলমানদের স্বার্থ পরিপন্থী ও অবমাননাকর শর্তে সম্পাদিত হয়েছিল এবং একটি শর্তের বিধিতে মুসলমানদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী নির্যাতিত আবূ জানদালকে কাফিরদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছিল।) আমি (এবং অন্যান্য অনেক সাহাবী) নিজেকে এ অবস্থায় পেয়েছিলাম যে, আমার সাধ্য থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করতাম। (অথচ পরবর্তী সময়ে যে সব অপছন্দনীয় শর্তই মুসলমানদের জন্য সুফল বয়ে এনেছিল এবং পবিত্র মক্কা বিজয়ের পথ সুগম করেছিল।) আল্লাহ্‌র কসম! আমরা ইসলাম গ্রহণের পর হতে আমাদের ঘাবড়ে দেওয়া যে কোন ভয়ংকর বিষয়ের জন্য আমরা তরবারি কাঁধে তুলে নিয়েছি মহান আল্লাহ্ তার সবগুলোতেই আমাদের বোধগম্য ও দ্বিধামুক্ত পরিণতিতে উপনীত হওয়া সহজ করে দিয়েছেন, কিন্তু একমাত্র আমাদের বর্তমান সমস্যাটি ব্যতিক্রম। কেননা, এ ক্ষেত্রে আমরা তার একটি ছিদ্র বন্ধ করলে (একটি শুধরে আনলে) সাথে সাথে অপর একটি ছিদ্র খুলে যায় এবং আমরা তা সামাল দেওয়ার পন্থা খুঁজে পাই না।

আহমাদ (র) আরও বলেছেন, ওয়াকী'– সুফইয়ান– হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত– আবুল বুখতারী সনদে বর্ণিত। আবুল বুখতারী বলেন, সিফফীনের দিন 'আম্মার (রা) বললেন, আমার জন্য এক পাত্র দুধ নিয়ে আস।

কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন–

أٰخِرَ مَشْرَبَةٍ تَشْرَبُهَا مِنَ الدُّنْيَا تَشْرَبُهَا يَوْمَ تَقْتَلُ -

তুমি দুনিয়ার সর্বশেষ পানীয় যা পান করবে তা তুমি পান করবে তোমার নিহত হওয়ার দিন।[১] ইমাম আহমাদ (র) আরও বলেছেন, আবদুর রহমান– সুফইয়ান – হাবীব– আবুল বুখতারী সনদে– 'আম্মার (রা)-এর কাছে দুধের শরবত নিয়ে আসা হলে তিনি হাসলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন–

১. মুসনাদে আহমাদ, ৪খ. ২৬২, ৩১৯ পৃ.।

আমি সর্বশেষ যে পানীয় পান করব তা হবে দুধ– আমার মৃত্যুর (সন্নিকট) সময়ে।[১]

ইবরাহীম ইবনুল হাসান ইব্ন দীযীল বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন নাস্র–'আম্র ইব্ন আম্মার–জাবির জু'ফী–শা'বী– আহনাফ ইব্ন কায়স সনদে–আহনাফ বলেছেন, এরপর 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করলে ইব্ন জাওয়া আস্সরাকসাকী ও আবুল গাসিয়া আলফাযারী তাঁর উপর পাল্টা আক্রমণ করল। আবুল গাসিয়া তাঁকে তরবারির আঘাতে আহত করল এবং ইব্ন জাওয়া তাঁর মাথা কেটে ফেলল।[২]

আর ইতিপূর্বে যুল কুলা' আম্র ইবনুল 'আস (রা)-কে একথা বলতে শুনেছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-কে বলেছেন–

تَقْتُلَكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَاٰخِرَ شَرْبَةٌ تَشْرَبُهَا صَاعُ لَبَنٍ -

"তোমাকে হত্যা করবে বিদ্রোহী দলটি, তুমি সর্বশেষ পানীয় পান করবে এক সা' (পরিমাণ) দুধ। এ কারণে যুলকুলা' 'আমর (রা) বলতেন, 'দুর্ভাগা! হে আমর! এটা কি? (আম্মার ওদিকে কেন?) 'আম্র (রা) তাকে বলতেন, 'নিশ্চয় সে অচিরে আমাদের কাছে ফিরে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী সময়ে যুলকুলা' এবং তার পরে অম্মার (রা) নিহত হলে 'আম্র (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না যে, এ দুইজনের মধ্যে কার নিহত হওয়ায় অধিক আনন্দিত– আম্মারের নিহত হওয়ায় অথবা যুলকুলা'-এর? আল্লাহ্র কসম! (যুলকুলা' আগে নিহত না হলে এবং) 'আম্মার (রা) নিহত হওয়ার পরেও যুলকুলা' বেঁচে থাকলে সে অবশ্যই শামের বিপুল জনতা নিয়ে সরে যেত এবং আমাদের সেনাবাহিনীটি বিশৃংখল করে দিত। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় এক একজন মু'আবিয়া ও আম্র (রা)-এর কাছে এসে বলত, আমি আম্মারকে হত্যা করেছি।

'আম্র (রা) তাকে বলতেন, 'তুমি তাকে কি বলতে শুনেছ'? তখন তারা গোলমেলে কথা বলত। অবশেষে (ইব্ন) জাওয়া এসে আম্মার (রা) [কে হত্যা করার দাবি করল এবং] বলল, আমি তাকে বলতে শুনেছি, اَلْيَوْمَ اَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ "আজ আমি বন্ধুদের সাক্ষাত লাভ করব– মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর দলবলের।" 'আম্র (রা) তাকে বললেন, তুমি সত্য বলেছ, তুমিই তার যথার্থ হত্যাকারী। পরে তাকে বললেন, দাঁড়াও, শোন! আল্লাহ্র কসম! তোমার হাত দু'টি সফল হয়নি এবং তুমি তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ। ইব্ন দীযীল আবূ ইয়ুসুফ– মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক– আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বক্র– আবদুর রহমান কিন্দী– তার পিতা– সনদে 'আম্র ইবনুল 'আস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আম্মার (রা)-কে বলেছেন, تَقْتُلَكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ – বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে। একদল তাবি'ঈ হতেও সে এটি বর্ণনা করেছে যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল "হুযায়ল, মুজাহিদ,

---

১. মুসনাদে আহমাদ, ৪ খ., ৩১৯ পৃ.,

২. ফুতূহ ইবনুল আ'ছাম (৩খ. , ২৬৬ পৃ.–) তাঁকে হত্যা করেছিল ইবনুল জাওন আস সাকূনী, আল কামিল (৩খ. ৩১০ পৃ.), তাঁকে হত্যা করেছিল আবুল গাযিয়া এবং তাঁর মাথা কর্তন করেছিল ইব্ন হাওয়া আস সাকসাকী এবং বর্ণনান্তরে, আবুল গারিয়া। মরূজুয যাহাব (২খ. ৪২৩ পৃ.) হত্যাকারী ছির আবুল আদিয়া আমিলী ও ইব্ন জাওন আস সাকসাকী।

হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত ও হাব্বাঃ উরানী (র) এটি 'মুরসাল' রূপে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন দীযীল আবানের সনদে আনাস (রা) হতে এটি 'মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন এবং 'আম্‌র ইব্ন আম্মার– জাবির জু'ফী–আবুয যুবায়র সনদে হুযায়ফা (রা) হতেও মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন, مَاخُيِّرَ عَمَّارُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ الاَّ اخْتَارَ اَرْشَدَهُمَا 'আম্মারকে যে কোন দুইটি বিষয়ের মধ্যে পছন্দ করার ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হলে সে দুইটির মধ্যে অধিক কল্যাণ পূর্ণটি পছন্দ করবে।

উপরিউক্ত সনদে 'আম্‌র ইব্ন আম্মার– আয়সারিয়্যি–ইয়া'কূব ইব্ন রাকিত হতে বর্ণিত। ইয়াকূব বলেন, দুই ব্যক্তি 'আম্মার (রা)-কে হত্যা করা ও তাঁর 'সালাব' (নিহত যোদ্ধার পোশাক ও যুদ্ধাস্ত্রকে 'সালাব' বলে।)-এর দাবিতে কলহে লিপ্ত হলো। তারা 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা)-এর কাছে এসে এ বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করলে তিনি তাদের বললেন, কপাল পোড়ারা! আমার কাছ থেকে বেরিয়ে যাও! কুরায়শীরা 'আম্মার (রা)-কে নিয়ে তামাশা করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন–

مَالَهُمْ وَ لِعَمَّارٍ عَمَارُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ يَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ قَاتِلُ وَسَالِبُهُ فِى النَّارِ -

আম্মারকে নিয়ে তাদের কী হলো ? 'আম্মার তো তাদের জান্নাতের দিকে আহ্বান করছে আর তারা তাকে আহ্বান করছে জাহান্নামের দিকে। তাকে হত্যাকারী ও তার 'সালাব'-এর দাবিদার জাহান্নামী।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, মু'আবিয়া (রা) বলেছেন, 'আম্মারকে তারাই হত্যা করেছে যারা তাকে (যুদ্ধের ময়দানে) বের করে এনেছে– শামবাসীদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে।

ইবরাহীম ইবনুল হুসায়ন বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া– 'আদী ইব্ন উমার হুশায়ম–'আওয়াম্ম ইব্ন হাওশাব ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মাস'উদ – হানজালা ইব্ন খুওয়ায়লিদ সনদে–'আলী (? আম্‌র। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র ও মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে লোকজন উপস্থিত ছিল।

বর্ণনাকারী বলেন যে, সে মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে অবস্থান করছিল, এ সময় দুই ব্যক্তি এসে প্রত্যেকে আম্মা (রা)-কে হত্যা করার দাবি করতে লাগল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) তাদের বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের উচিত 'আম্মার হত্যার অবদান তার প্রতিপক্ষকে দিয়ে আনন্দিত হওয়া। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ – 'বিদ্রোহী' দলটি তাকে হত্যা করবে। তখন মু'আবিয়া (রা) 'আম্‌র (রা)-কে বললেন, 'তোমার এ পাগলকে থামিয়ে দিচ্ছ না কেন?' তখন 'আম্‌র (রা) পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে লক্ষ্য করে বললেন, 'তবে তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছ কেন ? আরদুল্লাহ্ (রা) বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আমার পিতা হায়াতে থাকা পর্যন্ত তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। এ কারণে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি বটে, কিন্তু (প্রত্যক্ষ) যুদ্ধ করছি না।'

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন নাস্‌র– হাফ্‌স ইব্ন ইমরান বারজামী– নাফি' ইব্ন 'উমার জুমাহী–ইব্ন আবূ মুলায়মা (রা) সনদে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্‌র (রা) তাঁর পিতাকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আপনার আনুগত্য করার আদেশ না দিলে আমি এ অভিযানে আপনার

সফরসঙ্গী হতাম না।' আপনি কি 'আম্মারকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেন নি- تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে?" ইয়াহ্ইয়া- আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ (?)- হুশায়ম- মুজালিদ শা'বী সনদে বর্ণিত। শা'বী বলেন, 'আম্মার (রা)-এর হত্যাকারী এসে মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে আপমানের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন 'আম্‌র (রা) সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং সেই সংগে তাকে জাহান্নামের 'সুসংবাদ' দাও। লোকটি বলল, 'আম্‌র যা বলছে তা কি আপনি শুনছেন না? মু'আবিয়া (রা) বললেন, সে ঠিকই বলছে। তবে তাকে তারাই হত্যা করেছে যারা তাকে (যুদ্ধের ময়দানে) নিয়ে এসেছে!

বিষয়টি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে একদল তাবি'ঈ হতে উদ্ধৃত বর্ণনার সমতুল। হারিছ ইব্‌ন সুওয়ায়দ, কায়স ইব্‌ন 'উবাদা, আবূ জুহায়ফা ওয়াহব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আস সাওয়াঈ, ইয়াযীদ ইব্‌ন শরীক, আবূ হাসসান আল আজরাফ প্রমুখ তাবে'ঈগণের প্রত্যেকে বলেছেন, আমি 'আলী (রা)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি এমন কোন বিষয় আছে, যার নির্দেশ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষভাবে আপনাদের দিয়েছে, অন্যান্য সাধারণ জনতাকে সে নির্দেশ দেন নি? তিনি বললেন, না, যিনি বীজ অংকুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন তাঁর কসম! (এমন কোন বিশেষ নির্দেশ তিনি আমাদের দেন নি,) তবে বিশেষ মর্মবোধ, যা কুরআনের ব্যাপারে কোন বান্দাকে মহান আল্লাহ্ দান করেন এবং যা কিছু এ পাতায় (খাতায়) আছে।

আমি বললাম, এ পাতায় কি আছে? দেখা গেল, তাতে আছে 'দিয়াত (রক্তপণ বিধি), বন্দীমুক্তি (বিধি) এবং এ বিধি যে, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা হবে না। এবং পবিত্র মদীনা দাবীর হতে ছাওর (পর্বতদ্বয়) পর্যন্ত 'হারাম' সাব্যস্ত হবে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আবূ ওয়াইল শাকীক ইব্‌ন সালাম। হতে আ'মাশের বর্ণিত হাদীসে আরও আছে, সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) সিফফীন যুদ্ধের দিনে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা দীনের বিষয়ে তোমাদের মতামতকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে। কেননা, আবূ জানদালের (হুদায়বিয়ার সন্ধির) ঘটনার দিন আমি নিজেকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার থাকলে অবশ্যই আমি তা প্রত্যাখ্যান করতাম।

আল্লাহ্‌র কসম! আমরা ইসলাম গ্রহণের পর হতে যখন কোন কঠিন সমস্যার সমাধানে তরবারি কাঁধে তুলে নিয়েছি তখন তা আমাদের পরিজ্ঞাত বিষয় রূপ সহজ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের বর্তমানের এ বিষয়টি, ইব্‌ন জারীর বলেন, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ- ওয়ালীদ ইব্‌ন সালিহ- 'আতা ইব্‌ন মুসলিম- আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ আবদুর রহমান সুলামী বলেছেন, আমরা সিফীনে ছিলাম 'আলী (রা)-এর সংগে এবং আমরা দুইজন লোককে তাঁর ঘোড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলাম। তাদের কর্তব্য ছিল তাঁর হিফাজত করা এবং আক্রমণ করা হতে তাঁকে বিরত রাখা। কখনও তারা একটু অমনোযোগী হলেই সে সুযোগে তিনি আক্রমণ চালাতেন এবং তরবারি রঙ্গীন না করে ফিরে আসতেন না। একদিন তিনি হামলা করলেন এবং তরবারি ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ফিরে এলেন না। ভাঙ্গা তরবারী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, এটি না ভাঙ্গলে আমি ফিরে আসতাম না। আবূ আবদুর রহমান বলেন, সে দিন আমি 'আম্মারকে দেখেছি যে, সিফফীনের যে কোন মাঠ প্রান্তের দিকে তিনি এগিয়ে যেতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের একটি দল তাঁর অনুগামী হতো। তাঁকে আমি

দেখেছি, তিনি 'আলী (রা)-এর পতাকাবাহী হাশিম ইব্ন উত্বা-র কাছে গিয়ে বললেন, হে হাশিম! এগিয়ে চলো! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে, মৃত্যু বল্লমের ডগায় এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে ও ডাগর নয়না হূরীরা সাজসজ্জা করেছে اَلْيَوْمَ اَلْقَى الْاَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ "আজি লভিব সাক্ষাত-সঙ্গ বন্ধুজনের, (প্রিয়) মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গী দলের।" একথা বলে তিনি ও হাশিম আক্রমণ চালালেন এবং দু'জনই শাহাদাতের সুধা পান করলেন। (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।)

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় 'আলী (রা) ও তাঁর অনুসারীগণ শামীদের বিরুদ্ধে একক সম্মিলিত আক্রমণ চালালেন, যেন তাঁরা দুইজন (আম্মার ও হাশিম) তাদের জন্য পথরেখা তৈরি করে গিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাত নেমে এলে আমি মনে মনে বললাম, আজ রাতে আমি শামীদের সেনা ছাউনিতে গিয়ে দেখব, 'আম্মার (রা) নিহত হওয়ায় যেরূপ প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যে হয়েছে, তাদের মধ্যেও সেরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে কি না? উল্লেখ্য যে, দিনের বেলা যুদ্ধ শেষে বিরতিকালে আমরা উভয় পক্ষ একে অপরের সঙ্গে আলাপচারিতা করতাম। আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করলাম। তখন লোকজন ঘুমিয়ে গিয়েছে (এবং পরিবেশ নিঝুম হয়েছে)। আমি তাদের ছাউনিতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, চারজন লোক আলাপে মগ্ন রয়েছে। তারা হলো মু'আবিয়া, আবুল আ'ওয়ার আস সুলামী, 'আম্‌র ইবনুল 'আস ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) এবং (আমার দৃষ্টিতে) আবদুল্লাহ্ ছিল এ চারজনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি।

তাদের পরস্পর কথাবার্তা শুনতে না পারার আশংকায় আমি আমার ঘোড়াটি তাদের মাঝ পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। তখন আবদুল্লাহ্ তার পিতাকে বলল, আব্বাজান? আপনারা আপনাদের আজিকার এ দিনটিতে এ লোকটিকে হত্যা করলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন তা ভুলে গিয়েছেন? 'আম্‌র (রা) বলল, তিনি ﷺ কী বলেছেন? আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, 'সে (আম্মার) কি আমাদের সঙ্গে ছিল না, যখন আমরা মসজিদ (নববী) নির্মাণ করছিলাম। তখন লোকেরা একটি একটি করে পাথর ইট বয়ে আনছিল, আর 'আম্মার বয়ে আনছিল দু'টি করে পাথর ও দু'টি করে ই'ট। এক সময় সে চেতনা হারিয়ে ফেললে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে আগমন করলেন এবং তার চেহারা হতে ধুলো-বালি মুছে দিতে লাগলেন ও বললেন–

وَيْحَكَ يَا بِنَ سُمَيَّةَ النَّاسِ يَنْقُلُوْنَ حَجْرًا حَجْرًا وَلِبْنَةً وَاَنْتَ تَنْقُلُ حَجَرَيْنِ حَجَرَيْنِ وَلِبْنَتَيْنِ رَغْبَةً مِنْكَ فِى الْاَجْرِ وَكُنْتَ مَعَ ذٰلِكَ وَيْحَكَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ـ

'তোমার পোড়া কপাল হে সুমায়্যা তনয়! লোকেরা এক একটি পাথর ও এক একটি ই'ট বয়ে আনছে, আর তুমি বয়ে আনছ দুই দুইটি পাথর ও দুই দুইটি ইট– সওয়াবের প্রতি তোমার অতি আগ্রহের কারণে। এতদ্‌সত্ত্বেও তুমি হে দুর্ভাগা! তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।'

এ সময় 'আম্‌র (রা) তাঁর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন এবং মু'আবিয়া (রা)-কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বললেন, হে মু'আবিয়া! আবদুল্লাহ্ যা বলছে তা কি তুমি শুনছ না? মু'আবিয়া (রা) বললেন, সে কি বলছে? 'আমর (রা) বললেন, সে বলছে .... বিষয়টি তাকে

অবহিত করলেন। তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, তুমি এক নির্বোধ বুড়ো, তুমি কোন কথা বলতে থাক, পরে তুমি নিজের (পেশাবেই) পিছলে পড়। আরে, আমরা কি আম্মারকে হত্যা করেছি ? আম্মারকে তারাই হত্যা করেছে যারা তাকে নিয়ে এসেছে। বর্ণনাকারী বলেন,এর পরপরই লোকেরা তাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল এবং জোর গলায় বলতে লাগল, 'আম্মারকে তারাই হত্যা করেছে যারা তাকে নিয়ে এসেছে। আমি বুঝতে পারছি না, কে ছিল অধিক বিস্ময় সৃষ্টিকারী – সে কিংবা তারা ?

ইমাম আহমাদ বলেন, আবূ মু'আবিয়া– আ'মাশ– আবদুর রহমান ইব্ন আবূ যিয়াদ– হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর সিফফীন হতে ফেরার সময় আমি তাঁর সংগে সফর করছিলাম। আমি ছিলাম তাঁর ও 'আম্র ইবনুল 'আস (রা)-এর মাঝে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) বলল, আব্বাজান! আপনি কি 'আম্মারের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেন নি– وَيْحَكَ يَابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الفِئَةُ الْبَاغِيَةُ 'তোমার দুর্ভাগ্য হে সুমায়্যা তনয়! বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।

বর্ণনাকারী বলনে, তখন 'আম্র (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে বললেন, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ, আবদুল্লাহ্ এ কি কথা বলছে? মু'আবিয়া (রা) বললেন, সে তো একটার পর একটা অজুহাত তুলতে থাকবেই। আমরা কি তাকে হত্যা করেছি? তাকে তারাই হত্যা করেছে যারা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে।[১] আবূ নু'আয়ম –সুফিয়ান ছাওরী –আ'মাশ সনদেও ইমাম আহমাদ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আহমাদের এ বর্ণনা তাঁর একক স্মরণীয়।

আমাদের মতে, হাদীসের বিশ্লেষণে মু'আবিয়া (রা)-এর এ ব্যাখ্যা অনেকটা অবান্তর। তবে মূল হাদীস শুধু আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (রা) হতেই বর্ণিত হয়নি। বরং আরও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর– শু'বা– খালিদ– ইকরিমা সূত্রে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আম্মার (রা)-কে বলেছেন, تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ – বিদ্রোহীরা তোমাকে হত্যা করবে।[২] ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে রিওয়ায়াত করেছেন– আবদুল 'আযীয ইবনুল মুখতার ও আবদুল ওয়াহ্হাব ছাকাফী– খালিদ আল হায্যা– 'ইকরিমা সূত্রে আবূ সা'ঈদ (রা) হতে–মসজিদ (নববী) নির্মাণের ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আম্মার (রা)-কে বলেছেন, يَوَيْحَ عَمَّارٍ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ হায় আম্মারের কপাল! সে তাদের ডাকবে জান্নাতের দিকে আর তারা তাকে ডাকবে জাহান্নামের দিকে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন 'আম্মার (রা) বলতেন, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ – আমি আল্লাহ্র কাছে 'ফিতনা' হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বুখারীর কোন কোন অনুলিপিতে (নুসখায়) আছে,

يَا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ -

---

১. তারীখে তাবারী, ৬ খ., ২২-২৩ পৃ.; বায়হাকী-দালাইল, ২খ. ৫৫২ পৃ. ; মুসলিম (আংশিক) ফিতনা অধ্যায়, ৪ খ. ২৩৩ পৃ. (আরবীয় মুদ্রণ), বুখারী, কিতাবুস সালাত, ফাতহুল বারী, ২খ. ৫৪১ পৃ., মুসনাদে আহমাদ, ৩খ, ৫পৃ, ৪খ. ৩১৯, ৬ খঃ ২৮৯ পৃ.

২. মুসনাদে আহমাদ, ২খ., ৫৬১ পৃ., ৫ খ., ৩০৬, ৩০৭ পৃ., ৬ খ., ৩০০, ৩১১ পৃ.

হায় আম্মারের কপাল! বিদ্রোহী দলটি তাকে হত্যা করবে, সে তাদের জান্নাতের দিকে ডাকবে, আর তারা তাকে ডাকবে জাহান্নামের দিকে। আহমাদ আরও বলেছেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ –শু'বা–'আম্‌র ইব্‌ন দীযার– আবূ হিশাম সনদে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আম্মার (রা)-কে বলেছেন, 'বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।'

মুসলিম শূ'বা সূত্রের হাদীস রূপে আবূ নাযরা– আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার চেয়ে উত্তম এক ব্যক্তি –অর্থাৎ আবূ কাতাদা –আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আম্মার (রা)-কে বলেছেন, 'বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।' মুসলিমের অপর একটি বর্ণনা– শু'বা সূত্রে খালিদ আল হায্‌যা –আবূল হাসানের দুই ছেলে হাসান ও সা'ঈদ –তাদের মা হাররা–উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আম্মার (রা)-কে বলেছেন, 'বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।' মুসলিম হাদীসটি আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা –ইব্‌ন উলায়্যা –ইব্‌ন 'আওন– হাসান– তাঁর পিতার সনদেও উম্মু সালামা (রা) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। একটি রিওয়ায়াতে অধিক বর্ণনা আছে– وَقَاتِلُهُ فِى النَّارِ। – এবং তাঁর হত্যাকারী জাহান্নামে যাবে।

বায়হাকী হাকিম প্রমুখ হতে আসমা– আবূ বক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আস সাখানী[১] –আবুল জাওয়াব –'আম্মার ইব্‌ন যুরায়ক (রুযায়ক?) –আম্মার আদ দুহানী[২] –সালিম ইব্‌ন আবুল সা'দ সনদে ইব্‌ন মাস'উদ (রা) হতে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'আম্মার (রা) সম্পর্কে বলতে শুনেছি, اِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ كَانَ ابْنُ سُمَيَّةَ عَلَى الْحَقِّ। – যখন লোকেরা মতবিরোধে লিপ্ত হবে তখন সুমায়্যা তনয় সত্যের উপরে থাকবে।

ইবরাহীম ইবনুল হুসায়ম ইব্‌ন দীযীল 'সীরাতে 'আলী'-তে বলেছেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ রাবীসী –আবূ কুরায়ব –আবূ মু'আবিয়া –'আম্মার ইব্‌ন যুরায়ক –'আম্মার আদ দুহানী –সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ সনদে বর্ণিত। সালিম বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, জুলুমের শিকার হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ আমাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন কিন্তু ফিতনা-দুর্যোগের শিকার হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নিরাপত্তা দেননি। বলুন তো, কোন ফিতনা-দুর্যোগ দেখা দিলে তখন আমি কিভাবে কী করব? ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বললেন, 'তুমি দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কিতাব আঁকড়ে থাকবে।' সে বলল, আচ্ছা যদি এমন হয় যে, প্রতিটি দলই এসে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহবান করে? ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, اِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ كَانَ ابْنُ سُمَيَّةَ مَعَ الْحَقِّ। যখন জনতা মতবিরোধে লিপ্ত হবে তখন সুমায়্যা তনয় সত্যের উপর থাকবে। ইব্‌ন দীযীল [illegible] 'আমার ইবনুল 'আস (রা) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে 'আম্মার (রা) প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে এবং তিনি হক দলের সঙ্গে থাকার কথা বিবৃত করেছেন। এ হাদীসের সনদ 'গরীব' (একক সূত্রের)।

বায়হাকী বলেছেন, 'আলী ইব্‌ন আহমাদ– ইব্‌ন 'আবদান – অহমাদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ আস্‌সাফ্‌ফার- আসফাতী – আবূ মুসা আয-যূসুফ ইবনুল মাজিশূন– তাঁর পিতা– আবূ

---

১. বায়হাকীর দালাইল ৬ খ., ৪৪২ পৃ. দ্র.–বিদায়া মূলগ্রন্থে এখানে (সা'আলী) আছে, যা সঠিক নয়।
২. বায়হাকীর দালাইল হতে, এখানে 'যাহাবী' সঠিক নয়।

উবায়দা– মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির 'সনদে 'আম্মার (রা)-এর জনৈকা মাওলা (আযাদকৃত দাসী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আম্মার (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন যাতে তিনি নিদ্রাহীনতার কারণে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। পরে তিনি চেতনা ফিরে পেলেন। তখন আমরা তাঁর চারপাশে বসে কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা কাঁদছ কেন? তোমরা কি আশংকা করছ যে, আমি আমার বিছানায় মৃত্যুবরণ করব? আমার 'প্রিয়ভাজন' ﷺ আমাকে অবহিত করে গিয়েছেন যে, বিদ্রোহী দল আমাকে হত্যা করবে এবং দুনিয়ায় আমার সর্বশেষ 'পাথেয়' হবে দুধের এক চুমুকে।[১]

আহমাদ বলেছেন, ইব্‌ন আবূ আদী–দাউদ-আবূ নাযরা সনদে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মসজিদ (নববী) নির্মাণের আদেশ দিলেন। আমরা এক একটি করে ইট বয়ে আনতে লাগলাম এবং 'আম্মার দুই দুইটি করে ইট বয়ে আনতে লাগল। এতে তার মাথা ধুলিমাখা হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে আমার সঙ্গী (সাহাবী)-গণ আমাকে বলেছেন, আমি নিজে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে শুনি নি (তাঁরা বলেছেন) যে, তিনি (সা) তার মাথার ধুলা ঝেড়ে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, وَيْحَكَ يَابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ। তোমার কপাল হে সুমায়্যা তনয়! বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।[২]

এটি আহমাদ (রা)-এর একক বর্ণনা। এ হাদীসে রাফিজী (শীআ) সম্প্রদায়ের লোকেরা الباغية। শব্দের পরে যে কথাটি বাড়িয়েছে– لاَ اَنَالَهَا وَاللّٰهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র কসম! কিয়ামতের দিন তারা আমার শাফা'আত পাবে না।"–এ বর্ধিত অংশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট সংযোজন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে হাদীস উভয় দলকে 'মুসলিম' অভিহিত করে প্রামাণ্য রূপে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আমি যেসব হাদীস উদ্ধৃত করব– ইনশাআল্লাহ্।

ইব্‌ন জারীর বলেছেন, একটি বর্ণনায় আছে, 'আম্মার (রা) শহীদ হলে 'আলী (রা) রাবী'আ ও হামাদান গোত্রদ্বয়কে বললেন, তোমরাই আমার বর্ম ও বল্লম। তখন প্রায় বার হাজার লোক তাঁর আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হলো। 'আরী (রা) তাঁর খচ্চরে আরোহণ করে তাদের সামনে সামনে এগিয়ে চললেন এবং তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা একক সম্মিলিত আক্রমণ চালাল। এতে শামীদের প্রতিটি সারি ভেঙ্গে গেল। তারা যে সারি পর্যন্ত পৌঁছতেন তাদের হত্যা করে ফেলতেন। এভাবে তারা মু'আবিয়া (রা)-এর কাছাকাছি পৌঁছলেন। 'আলী (রা) আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন ও বলছিলেন ঃ

أَضْرِبُهُمْ وَلاَ أَرَى مُعَاوِيَةَ * الْجَاحِظَ الْعَيْنِ عَظِيْمَ الْحَاوِيَةِ -

"ওদের তো আঘাত করছি, কিন্তু মু'আবিয়াকে দেখছি না। সেই উঁচু উঁচু চোখওয়ালা বিশাল উদরওয়ালা লোকটি।

১. বায়হাকী–দালাইলুন নুবুওয়াত; ৬ খ., ৪২০ পৃ.; মুসনাদে আহমাদ. ৪খ., ৩১৯ পৃ.; হাকিম–মুসতাদরাক, ৩খ., ৩৮৯ পৃ-৭

২. মুসনাদে আহমাদ, ২খ., ১৬১ পৃ., ৩খ, ৫ পৃ., ৬খ., ৩১৫ পৃ.

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর 'আলী (রা) মল্লযুদ্ধে (দ্বৈতযুদ্ধে) অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মু'আবিয়া (রা)-কে আহ্বান জানালে 'আমর ইব্ন 'আস (রা) তাঁকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সামনে আসার ইঙ্গিত করলে মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, 'তুমি তো জান যে, যে কেউ তার সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে সে তাকে হত্যা করেই ছেড়েছে। বরং তুমি আমার পরে এ.বিষয়টির (খলীফা হওয়ার) প্রতি লালায়িত হয়েছে।

এরপর বিশাল একদল নিয়ে মুহাম্মাদকে অগ্রবর্তী করা হলো। প্রতিপক্ষ প্রচণ্ডরূপে যুদ্ধ করলে 'আলী (রা) অপর একটি দল নিয়ে এগিয়ে চললেন এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ করলেন। এ সময় উভয় দলের অনেক অনেক লোক নিহত হলো যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইরাকী পক্ষে নিহতের সংখ্যাও ছিল অনেক। এ সময় মানুষের কর্তিত পাঞ্জা, বাহু এবং ঘাড় হতে বিচ্ছিন্ন মাথাগুলো উড়তে লাগল। (মহান আল্লাহ্ তাঁদের উপর রহম করুন!)

এ সময় মাগরিবের সালাতের সময় হয়ে গেল। কিন্তু যুদ্ধের প্রচণ্ডতার কারণে 'আলী (রা) লোকদের নিয়ে মাগরিব ও ইশার সালাত ইশারায় আদায় করতে বাধ্য হলেন। এ রাতে রাতভর যুদ্ধ চলতে থাকল এবং রাতটি ছিল মুসলমানদের ইতিহাসে নিকৃষ্টতার বিচারে চরম স্তরের। রাতটি "লায়লাতুল্ হারীর' (অপছন্দনীয় বা অকল্যাণকর রাত) নামে অভিহিত। রাতটি ছিল জুমু'আর পূর্ববর্তী রাত। এ রাতে বল্লমগুলো ভেঙ্গে চুড়ে গেল, তীর ফুরিয়ে গেল এবং লোকেরা তরবারি হাতে তুলে নিল। 'আলী (রা) বিভিন্ন গোত্রকে উদ্বুদ্ধ করে চলছিলেন এবং তাদের কাছে গিয়ে স্থির অবিচল থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সম্মুখ ভাগে; ডান বাহুর পরিচালনায় ছিল আশতার। বৃহস্পতিবার বিকালে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন বুদায়ল নিহত হলে শুক্রবারের পূর্ববর্তী রাতে আশতার ডান বাহুর পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। বাম বাহুর দায়িত্ব দিলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে। সব দিকেই লোকেরা যুদ্ধ করে চলছিল।

এ প্রসঙ্গে আমাদের সীরাত গ্রন্থকার মনীষীগণের বিবরণ এই যে, তারা প্রথমে বল্লম সড়কি দিয়ে যুদ্ধ করল। এবং সেগুলো ভেঙ্গে চুরে গেল। পরে তারা তীর দিয়ে যুদ্ধ করল এবং একসময় সব তীর শেষ হয়ে গেল। তখন তারা তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করল এবং এক সময় সেগুলোও ভেঙ্গে গেল। তখন তারা হাতাহাতি করে পাথর ছুঁড়ে ও মুখে মাটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে লড়াই অব্যাহত রাখল। অবশেষে তারা কামড়া-কামড়ি করল। অবস্থা ছিল এরূপ যে, দু'জন লড়তে লড়তে কাবু হয়ে পড়লে দু'জনই বসে বিশ্রাম নিত এবং এ সময় লাথালাথি চলতে থাকত। পরে আবার দু'জন দাঁড়িয়ে যথারীতি লড়াই শুরু করত। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

শুক্রবার সকাল হওয়া পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা চলতে থাকল। ফজরের সালাত তারা যুদ্ধরত অবস্থায় ইশারায় আদায় করল। এভাবে দিনের প্রথম প্রহর পার হয়ে গেল এবং শামীদের বিপক্ষে ইরাকীদের জয়ের পাল্লা ভারী হয়ে উঠল। এর কারণ ছিল এই যে, ডান বাহুর পরিচালনা আশতার নাখ'ঈর দায়িত্বে ন্যস্ত হলে সে তার বাহিনী নিয়ে শামীদের বিরুদ্ধে শক্ত আক্রমণ পরিচালিত করল এবং 'আলী (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে আশতারের অনুগমন করলে শামীদের প্রায় সকল সারি ভেঙ্গে গেল এবং পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো। এরূপ নাযুক সময়ে শামীরা বর্শার মাথায় কুরআন শরীফ তুলে ধরে আওয়াজ দিতে লাগল– "আমাদের ও তোমাদের মাঝে এটিই ফয়সালা করবে। লোকজন শেষ হেয় গেলে। (ইসলামী রাষ্ট্রের) সীমান্ত রক্ষা করবে কারা? মুশরিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে কারা?

ইব্‌ন জারীর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ (কুরআন শরীফ তুলে ধরার) বুদ্ধি দিয়েছিলেন 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা)। কারণ তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, ময়দানে ইরাকীরা বিজয়ী হতে চলছে তখন পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বিষয়টিকে বিলম্বিত করতে চাইলেন। কেননা, উভয় দল একে অপরের মুখোমুখি অনড় অবস্থানে ছিল, জনতার জীবন নাশ ঘটে চলছিল। 'আম্‌র (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে বললেন, আমি একটি বুদ্ধি স্থির করেছি যা বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দলের সমন্বিত হওয়ার অধিক সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং ওদের বিভক্তি বাড়িয়ে দিবে। আমার মতে আমরা কুরআন শরীফ তুলে ধরে ওদের সেদিকে আহ্বান করব। তাদের সকলে এ আহ্বানে সাড়া দিলে যুদ্ধ স্তিমিত হয়ে যাবে। আর তারা এতে মতবিরোধে লিপ্ত হলে একদল বলবে আমরা তাদের আহ্বানে সাড়া দেই, অপর দল বলবে-না, আমরা সাড়া দিব না। এতে তারা হীনবল হয়ে পড়বে এবং যুদ্ধে তাদের প্রভাব শেষ হয়ে যাবে।

ইমাম আহমাদ বলেছেন, ইয়া'লা ইব্‌ন উবায়দ–আবদুল 'আযীয ইব্‌ন সিয়াহ– হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত সনদে বর্ণনা করেছেন। হাবীব বলেন, আমি আবূ ওয়াইল (রা)-এর কাছে তাঁর বাড়ির মসজিদে গিয়ে সাক্ষাত করলাম। আমি তাকে নাহরাওয়ানে 'আলী (রা) যাদের হত্যা করেছিলেন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তারা কোন্ বিষয়ে তাঁর প্রতি সাড়া দিয়েছিল এবং কোন্ বিষয়ে বিরোধ করেছিল এবং কোন্ যুক্তিতে তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৈধ মনে করেছিলেন? আবূ ওয়াইল (রা) বললেন, আমরা সিফ্‌ফীনে (যুদ্ধরত) ছিলাম। যখন শামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লেলিহান শিখা উত্তেজিত হলো তখন তারা একটি টীলার উপরে সমবেত হলো। এ সময় 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে বললেন, আলী (রা)-এর কাছে একখানি কুরআন শরীফ পাঠিয়ে দিয়ে তাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের (ফয়সালার) প্রতি আহ্বান কর। কেননা, সে কিছুতেই তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। তখন এক ব্যক্তি তা নিয়ে এসে বলল, আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব (ফয়সালা করবে)।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ -

তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের অংশ দেওয়া হয়েছিল? তাদের আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; তারপর তাদের একদল ফিরে দাঁড়ায়। আর তারা বিমুখিতা দেখায়। (সূরা-আলে-ইমরান ৩; আয়াত ঃ ২৩)

আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমিই এর অধিক উপযোগী। আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাবই মীমাংসা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় খারিজীরা এল– যাদের সে যুগে আমরা 'কুররা' (কুরআনবিদ) নামে অভিহিত করতাম– তাদের তরবারি তখন কাঁধের উপর উত্তোলিত ছিল। তারা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! টীলাতে অবস্থানকারী ঐ লোকেরা কিসের অপেক্ষা করছে? আমরা কেন আমাদের তরবারিগুলো নিয়ে তাদের কাছে যাচ্ছি না যাতে মহান আল্লাহ্‌ই আমাদের ও তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন? এ সময় সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) কথা বললেন। তিনি বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের মতামতকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দৃষ্টিতে

দেখবে। (চূড়ান্ত সঠিক মনে করবে না।) কেননা, হুদায়বিয়ার ঘটনায় অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুশরিকদের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধির ঘটনায়– আমরা আমাদের এ অবস্থায় দেখেছি যে, ... আমরা যুদ্ধ করার সুযোগ পেলে যুদ্ধই করতাম। তখন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি হকের উপরে নই এবং তারা কি বাতিলের উপরে নয়? .... তিনি পূর্ণাঙ্গ হাদীস উল্লেখ করলেন, যা আমরা যথাস্থানে উদ্ধৃত করেছি।[১]

শামীদের পবিত্র কুরআন উত্তোলন

শামীরা কুরআন শরীফ উঁচিয়ে ধরলে ইরাকীরা বলল, "আমরা মহান আল্লাহ্র কিতাবে সাড়া দিব এবং সেদিকে ধাবিত হব।" আবূ মিখনাফ বলেছেন, আবদুর রহমান ইব্ন জুনদুব আযদী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আলী (রা) বললেন, "হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের ন্যায় ও সত্যের দিকে এবং শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চল। কেননা, মু'আবিয়া, 'আম্র ইবনুল 'আস, ইব্ন আবূ মু'আয়ত, হাবীব ইব্ন মাসলামা, ইব্ন আবূ সার্হ, যাহ্হাক ইব্ন কায়স- এরা দীন ও কুরআনের একনিষ্ঠ অনুসারী নয়। আমি ওদের ভাল করে চিনি। শৈশবেও আমি তাদের সঙ্গে কাটিয়েছি, যৌবনেও তাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। তারা ছিল দুষ্ট প্রকৃতির বালক ও দুষ্ট প্রকৃতির যুবক। তোমাদের কপাল পুড়ুক! আল্লাহ্র কসম! এরা কুরআন শরীফ এ কারণে উত্তোলন করেনি যে, শুধু তারাই তা পাঠ করে থাকে আর তাতে কি আছে তোমরা তা জান না। তারা শুধু প্রতারণা, কূটকৌশল ও চক্রান্তের উদ্দেশ্যেই তা উত্তোলন করেছে। শ্রোতারা (ইরাকীরা) বলল, আমাদের মহান আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হবে, আর আমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করব তা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়।

'আলী (রা) তাদের বললেন, আমি তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি এ উদ্দেশ্যে যাতে তারা মহান আল্লাহ্র কিতাবের আনুগত্য করে। কেননা তারা তাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র আদেশের অবাধ্য হয়েছে, তাঁর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার বর্জন করেছে এবং তাঁর কিতাবকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তখন মিস'আর ইব্ন ফাদাকী তামীমী ও যায়দ ইব্ন হুসায়ন তাঈ-সাবাঈ (আম্বাসী) ও তাদের অনুগামী একদল কুরআনবিদ পণ্ডিত– যারা পরে খারিজী মতাবলম্বী হয়েছিল– তারা বলল, হে 'আলী! যখন আপনাকে মহান আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাতে সাড়া দিন। অন্যথায় আপনাকে দলবলসহ ওদের দিকে ঠেলে দিব কিংবা আপনার সঙ্গেও সে আচরণই করব যা আমরা করেছি (উসমান) ইব্ন আফ্ফানের সঙ্গে। যে মহান আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে আমল করার ব্যাপারে আমাদের পরাভূত করে রেখেছিল। কাজেই, আমরা তাকে হত্যা করেছিলাম। আল্লাহ্র কসম! আপনিও অবশ্যই ওটা মেনে নিবেন, অন্যথায় অবশ্যই আমরা তা করব।

'আলী (রা) বললেন, তা-ই যদি হবে তবে তোমরা আমার পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি আমার নিষেধাজ্ঞা স্মরণে সংরক্ষণ করে রাখবে এবং আমাকে তোমাদের দেওয়া বক্তব্যও স্মরণে সংরক্ষণ করে রাখবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে তোমরা আমার আনুগত্য করতে চাইলে যুদ্ধ কর, আর আমার অবাধ্য হতে চাইলে তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই কর। তারা বলল, আপনি এখন

---

১. দ্রঃ মুসনাদে আহমাদ, ৩খ., ৪৮৫ পৃ., ৪৮৬ পৃ.

আশতারের কাছে লোক পাঠান, সে যেন আপনার কাছে চলে আসে এবং যুদ্ধ বন্ধ করে। তখন 'আলী (রা) যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তার কাছে লোক পাঠালেন।

হায়ছাম ইব্‌ন 'আদী খারিজীদের সম্পর্কে লিখিত তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাশির হামাদানী সিফ্‌ফীনে উপস্থিত লোকদের বরাতে এবং খারিজীদের কতক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির বরাতে– যাদের মিথ্যাবাদীরূপে অভিযুক্ত করা হয় না– আমাকে অবহিত করেছেন যে, 'আমার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) বিষয়টি অপছন্দ করে তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং 'আলী (রা) এমন কিছু কথা বললেন যা উল্লেখ করা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। তারপর তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্‌ "ব্যতীত কাউকে বিচারকরূপে সন্ধান করার আগে কে যাবে মহান আল্লাহ্‌র কাছে? এ কথা বলে তিনি আক্রমণ শুরু করলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) শামী পক্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ আহ্বান দাতাদের অন্যতম ছিলেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা)। তিনি ইরাকীদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের সন্ধি সম্পাদন, অস্ত্র বিরতি ও যুদ্ধ বর্জন এবং কুরআনের বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান জানালেন। তিনি তা করেছিলেন তাঁর প্রতি মু'আবিয়া (রা)-এর এতদসংক্রান্ত আদেশ পালনার্থে। (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) এ বিষয়টি গ্রহণ ও মেনে নেওয়ার জন্য 'আলী (রা)-কে পরামর্শ দানকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আশ'আছ ইব্‌ন কায়স কিন্দী (রা)।

এ প্রসঙ্গে অন্য একটি সূত্রে আবূ মিখনাফ বর্ণনা করেছেন, 'আলী (রা) আশতারের কাছে লোক পাঠালে সে তাকে বলল, 'তাঁকে [আলী (রা)-কে] গিয়ে বলুন, এটি এমন একটি নাযুক সময় যখন আমাকে আমার এ অবস্থান হতে বিচ্যুত করা সমীচীন নয়। আমি তো আশাবাদী যে, মহান আল্লাহ্‌ আমাকে বিজয় দান করবেন। কাজেই, আমাকে তাড়াহুড়োয় ফেলে দিবেন না। সংবাদ-বাহক–ইয়াযীদ ইব্‌ন হানি ফিরে এসে আলী (রা)-কে আশতারের বক্তব্য অবহিত করল। আশতার অনুকূল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনমনীয় রইল। ফলে হাঙ্গামা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। তখন প্রতিপক্ষের লোকেরা 'আলী (রা)-কে বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমরা দেখছি, আপনিই তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওযার আদেশ দিয়েছেন।' 'আলী (রা) বললেন, তোমরা কি আমাকে তাঁর সঙ্গে কানে কানে কথা বলতে দেখেছ? আমি কি প্রকাশ্যে আদেশ দিয়ে তার কাছে পাঠাই নি, যা তোমরা শুনতে পেয়েছিলে? লোকেরা বলল, তা হলে তাকে আপনার কাছে চলে আসার জন্য সংবাদ পাঠান। অন্যথায় আমরা আপনাকে বর্জন করব।

আলী (রা) ইয়াযীদ ইব্‌ন হানি-কে বললেন, কপাল পোড়া! যাও, তাকে গিয়ে বল, সে যেন আমার কাছে চলে আসে। কেননা, সংকট শুরু হয়ে গিয়েছে। ইয়াযীদ ইব্‌ন হানি আশতারের কাছে চলে গেল এবং আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ হতে যুদ্ধে বিরতি প্রদান করে তাঁর কাছে চলে আসার আদেশ অবহিত করল। আদেশ শুনে আশতার দুঃখ-ক্ষোভে অস্থির হয়ে বলতে লাগল, দুর্ভাগা! আমরা যে বিজয়ের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি, আর সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে। আমি (ইয়াযীদ) বললাম, 'এ দু'য়ের কোন্‌টি তোমার কাছে অধিক প্রিয়– তুমি চলে আসবে কিংবা আমীরুল মু'মিনীনকে হত্যা করা হবে, যে রূপে হত্যা করা হয়েছিল উসমান

(রা)-কে। তারপর তোমার এ বিজয় কোন্ কাজে আসবে?' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আশতার যুদ্ধ বন্ধ করে 'আলী (রা)-এর কাছে চলে এল। সে লোকদের লক্ষ্য করে বলল, হে ইরাকীরা! হে লাঞ্ছিত ও ভীরুর দল! যখন নাকি তোমরা প্রতিপক্ষকে পরাভূত করছিলে এবং তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল যে, তোমরা তাদের উপর বিজয়ী হবে, তখন তারা কুরআন শরীফ উঁচু করে ধরে তার বিধানের প্রতি তোমাদের আহ্বান করল। অথচ আল্লাহ্র কসম! ইতিপূর্বে তারা কুরআনে বর্ণিত মহান আল্লাহ্র আদেশ এবং যাঁর কাছে তা নাযিল করা হয়েছে তাঁর সুন্নাত বর্জন করেছিল। কাজেই, তোমরা তাদের আহ্বান গ্রহণ কর না। তোমরা আমাকে এতটুকু সময় দাও, আমি তো জয়লাভের অনুভূতি উপলব্ধি করছি। তারা বলল, না। আশতার বলল, আমাকে একটু ঘোড়া দৌড়াবার সুযোগ দাও, এখন আমি বিজয়ে নিশ্চিত আশাবাদী। তারা বললো, তা হলে তো আমরাও তোমার অন্যায়ের অংশীদার হব।

তারপর আশতার শামীদের আহ্বানে সাড়া প্রদানে উদ্বুদ্ধকারী কুরআনবিদদের সঙ্গে বিতর্ক করতে লাগল। তার যুক্তি ছিল– যদি শামীদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধে প্রথমাংশ হক ও সঠিক হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে আপত্তি কোথায়? আর যদি তা বাতিল হয় তবে তোমরা তোমাদের পক্ষের নিহতদের জাহান্নামী হওয়ার সাক্ষ্য দাও। জবাবে তারা বলল, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন ব্যাপার নয়, আমরা কখনও তোমার অনুগামী নই। তোমার সহযাত্রীও নই। আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম মহান আল্লাহ্র জন্য, এখন যে যুদ্ধ বর্জন করলাম তা-ও মহান আল্লাহ্র জন্যই। আশতার বলল, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের সংগে প্রতারণা করা হয়েছে, তোমরা সে প্রতারণার শিকার হয়েছ। তোমাদের যুদ্ধ বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ। হে মন্দ ভাগ্যের (কালো কপালধারী) লোকেরা! আমরা তোমাদের সালাত-ইবাদাতকে মনে করতাম দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও মহান আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভের প্রতি আকর্ষণ। এখন দেখছি, তোমরা মৃত্যু হতে দুনিয়ার দিকেই পলায়ন করছ। হে দাঁত পড়া বুড়ো উটের তুল্য লোকেরা! তোমরা এ ঘটনার পরে আর রাব্বানী (আল্লাহ্ওয়ালা) নও! তোমাদের দুর্গতি হোক জালিম সম্প্রদায়ের দুর্গতির ন্যায়।' একথা শুনে তারা আশতারকে গালি দিল এবং সেও তাদের গালাগালি করল। তারা তাদের চাবুক দিয়ে আশতারের বাহনের মুখে আঘাত করল এবং তাদের মধ্যে আরও অনেক ব্যাপার ঘটল।

মোটকথা, ইরাকীদের অধিকাংশ ও শামীদের সকলেই অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও সন্ধি ও যুদ্ধবিরতির প্রতি আগ্রহান্বিত হলো। তাদের লক্ষ্য ছিল হয়তো এভাবে এমন কোন ঐকমত্য সৃষ্টি হবে যা মুসলমানদের জীবন রক্ষা করবে। কেননা, বিগত সংঘাতের দিনগুলিতে অগণিত মানব সন্তান নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে শেষের তিনদিনে, যার শেষ সময় ছিল জুমু'আর পূর্ববর্তী রাত যা লায়লাতুল হারীর নামে অভিহিত। এ সময় উভয় বাহিনী বীরত্ব, বাহাদুরী ও স্থৈর্যের এমন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে যার নজির পাওয়া যায় না। এ কারণেই কেউই রণভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছিল না, বরং তারা ছিল স্থির অবিচল। যাতে একাধিক বর্ণনামতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সত্তর হাজারে। পঁয়তাল্লিশ হাজার শাম পক্ষীয়দের এবং পঁচিশ হাজার ইরাক পক্ষীয়দের। এ বর্ণনা ইব্ন সীরীন ও সায়ফ প্রমুখের। আবুল হাসান ইবনুল বাররা– যিনি ইরাকী পক্ষের লোক ছিলেন– তাঁর বর্ণনায় অধিক তথ্য

রয়েছে পঁচিশ জন বদরী সাহাবীর শহীদ হওয়ার। এ সময়কালে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ হয়েছিল নব্বই বার।

সিফফীনে পক্ষদ্বয় কতদিন অবস্থান করেছিল এ বিষয় ইব্‌ন সীরীন ও সায়ফ-এর বর্ণনায় বিরোধ রয়েছে। সায়ফের বর্ণনায় সাত মাস কিংবা নয় মাস। আবুল হাসান ইবনুল বাররা বলেছেন, একশত দশ দিন। আমার (গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীরের) মতে– আবূ মিখনাফের বিবরণ অনুসারে সময়কাল ছিল যুল্-হাজ্জাহ্ চাঁদের সূচনা হতে সফরের তের (? সতর) তারিখ পর্যন্ত। কাজেই তা হবে সাতাত্তর (?) দিন।[১] মহান আল্লাহ্ সমধিক অবগত। যুহরী বলেছেন, আমার প্রাপ্ত তথ্য মতে (শহীদানের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার কারণে) এক এক কবরে পঞ্চাশ জন করে দাফন করা হয়েছিল। উল্লিখিত সমগ্র বিবরণ ইব্‌ন জারীর তাবারী (তারীখে তাবারী) ও আল মুন্‌তাজাম গ্রন্থে ইবনুল আওযীর প্রদত্ত বিবরণের সার-সংক্ষেপ।

বায়হাকী ইয়াকূব ইব্‌ন সুফইয়ান-আবুল ইয়ামান-সাফওয়ান ইব্‌ন 'আম্‌র সনদে বর্ণনা করেছেন, শামীদের মোট সংখ্যা ছিল ষাট হাজার, এদের মধ্যে নিহত হয়েছিল বিশ হাজার, আর ইরাকীদের মোট সংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার, এদের মধ্যে নিহত হয়েছিল চল্লিশ হাজার।[২] বায়হাকী সিফ্‌ফীনে এ ঘটনাকে সে হাদীসটির বাস্তবায়নরূপে সাব্যস্ত করেছেন যেটি বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে আবদুর রায্‌যাক –মা'মার –হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী শু'আয়ব –যুহরী –আবূ সালামা সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হতে, অনুরূপ শু'আয়ব –আবুয যিনাদ –আল আ'রাজ সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হতে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন। (হাদীসের ভাষ্য) তিনি (সা) বলেছেন–

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ يَقْتُلُ (؟يَكُوْنُ) بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ -

–কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দু'টি বিরাট দল যুদ্ধ করবে, তাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং দুই দলের প্রতিটির দাবি হবে অভিন্ন।[৩] হাদীসখানি মুআলিদ আবুল হাওয়ারী সূত্রে আবূ সা'ঈদ (রা) হতে মারফূ'রূপে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ছাওরীও ইব্‌ন

---

১. হিসাবটি অস্পষ্ট। এর কারণ মুদ্রণ প্রমাদ হতে পারে। যুল-হাজ্জাহর শুরু থেকে তেরই সফর পর্যন্ত হলে তিহাত্তর দিন হবে। অন্যথায় সফরের সতের তারিখ سبع عشرة পর্যন্ত অথবা সফরের তের দিন বাকি থাকা পর্যন্ত (ثلاث عشره بقيت) হবে। সে ক্ষেত্রে সাতাত্তর দিন হবে। –অনুবাদক

২. দ্রঃ বায়হাকী, দালাইলুন নুবুওয়াত, ৬খ. ৪১৯ পৃ., মরূজুয্ যাহাব ২ খ. ৪৩৭ পৃ.-র বর্ণনা -শাম পক্ষে উপস্থিত যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ পঞ্চাশ হাজার। খাদিম অনুচর (নারী ও শিশুরা) ছিল এ হিসাবের অতিরিক্ত। ইরাক পক্ষের যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার এবং খাদিম-অনুচর (নারী ও শিশুরা) ছিল এর অতিরিক্ত।

৩. দ্রঃ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব-২৫, আলামাতুন নুবুওয়াতি ফিল ইসলাম। অর্থাৎ মু'জিযা প্রসংগ, কিতাবুল ফিতান, বাব-২৫; কিতাবুল মুরতদ্দীন, বাব-৮; মুসলিম। কিতাবুল ফিতান, বাব-৪, হাদীস নং ১৭; মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ২খ., ৩১৩ পৃ.।

জাদ'আন– আবূ নাযরা সূত্রে আবূ সা'ঈদ (রা) হতে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। সে বর্ণনায় আছে, আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন–

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ فِيْهِمَا هُمْ كَذٰلِكَ مَرَقَ مِنْهُمْ مَارِقَةٌ تَقْتُلُهُمْ اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ -

–কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দু'টি বিরাট দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তাদের উভয়ের দাবি হবে এক। তাদের এ অবস্থায় একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, দুই দলের মধ্যে সত্যের অধিক নিকটবর্তী দলটি বিচ্ছিন্ন দলটিকে হত্যা করবে।

এছাড়া মাহ্দী ও ইসহাক– সুফিয়ান– মানসূর– রিব্'ঈ ইব্ন খিরাশ (হিরাশ)– বারা' ইব্ন নাজিয়া কাহিলী সনদে ইব্ন মাসউদ (রা) হতে ইমাম আহমাদের হাদীস আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন–

اِنَّ رِحَا الْاِسْلاَمِ سَتَزُوْلُ لِخَمْسٍ وَّ ثَلاَثِيْنَ اَوْسِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ - فَاِنْ يَهْلِكُوْا فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ وَاِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ عَامًا -

ইসলামের চাকা পঁয়ত্রিশতম বা ছত্রিশতম বছরে হুমকির শিকার হবে। যা সে সময় তারা শেষ হয়ে যায় তবে তো তারা সে পথেই যাবে। আর যদি তাদের দীন তাদের জন্য স্থিতিবান থাকে, তবে তা স্থিতিবান থাকবে সত্তুর বছর। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হিসাব কি বিগত দিনসহ কিংবা আগত দিনের? তিনি ﷺ বললেন, না, বরং আগত দিনের।[১] ইবরাহীম ইবনুল হুমায়ন ইব্ন দীযীল তার 'আলী (রা)-এর সীরাত সংক্রান্ত সংকলন গ্রন্থে হাদীস আবূ নু'আয়ম ফায্ল ইব্ন দুবায়ন –শারীক –মানসূর সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আরও আছে, আবূ নু'আয়ম –শারীক ইব্ন আবদুল্লাহ্ নাখ'ঈ –মুজালিদ – 'আমির শা'বী –মাসরূক সনদে আবদুল্লাহ্ (ইব্ন আস'উদ রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন ঃ

اِنَّ رَحَا الْاِسْلاَمِ سَتَزُوْلُ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ سَنَةً فَاِنْ يَصْطَلِحُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ يَاْكُلُوْا الدُّنْيَا سَبْعِيْنَ عَامًا رَغَدًا وَاِنْ يَقْتَتِلُوْا يَرْكَبُوْا سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ -

ইসলামের চাকা পঁয়ত্রিশ বছর পরে ধ্বংসের মুখোমুখি হবে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে আপোসরফা করে নিলে সত্তুর বছর পর্যন্ত নির্বিঘ্নে দুনিয়া ভোগ করবে আর খুনাখুনি করলে তাদের পূর্ববর্তীদের পথের আরোহী হবে।

ইব্ন দীযীল বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর–আবদুল্লাহ্ ইব্ন খিরাশ শায়বানী–'আওয়াম ইব্ন হাওশাব–ইবরাহীম তামীমী (রা) সনদে বর্ণিত। ইবরাহীম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, تَدُوْرُ رَحَا الْاِسْلاَمِ عِنْدَ قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ بَنِى اُمَيَّةَ – বনূ উমায়্যার এক ব্যক্তি

---

১. মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ১ খ., ৩৯০, ৩৯৩, ৩৯৫ ৪৬১ পৃ.; আবূ দাউদ, কিতাবুল ফিতান-প্রারম্ভ; হাকিম, মুসতাদরাক, ৪ খ., ৫২১ পৃ.; হাকিমের মন্তব্য, এ হাদীসের সনদ প্রামাণ্য; তবে বুখারী ও মুসলিম এটি রিওয়ায়াত করেন নি। এ বিষয়ে যাহাবী হাকীমের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

নিহত হওয়ার সময়ে ইসলামের চাকা ঘুরে (?) যাবে। এক ব্যক্তি দ্বারা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু উদ্দেশ্য। ইব্ন দীযীল আরও বলেছেন, হাকাম– নাফি– সাফওয়ান ইব্ন 'আম্র– প্রবীণ (শায়খ)গণ হতে বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জনৈক আনসারী ব্যক্তির জানাযার জন্য আহ্বান করা হলো। তিনি যখন সেখানে বসে জানাযার অপেক্ষা করছিলেন তখন বললেন, كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا رَاَعَيْتُمْ جَبَلَيْنَ [كذا] فِى الْاِسْلَامِ – তোমাদের কী অবস্থা হবে যখন তোমরা মুসলমানদের (এরূপে) দু'টি বিশাল দলের সংঘাতের সম্মুখীন হবে? তখন আবূ বকর (রা) বললেন, যে উম্মতের আ'বূদ এক ও নবী এক, তাদের মধ্যেও কি এমন হবে? তিনি ﷺ বললেন, হ্যাঁ। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি কি সে যুগ পাব ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি ﷺ বললেন, না। 'উমর (রা) বললেন, তবে আমি কি তা দেখতে পাব ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি ﷺ বললেন, না। 'উসমান (রা) বললেন, তবে আমি কি তা পাব ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি (সা) বললেন, نَعَمْ ! بِكَ يُفْتَنُوْنَ – হ্যাঁ, তোমাকে উপলক্ষ করেই তারা সংঘত-সংকটে আক্রান্ত হবে।

'উমর (রা) একবার ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি রূপে মতবিরোধে লিপ্ত হবে অথচ তাদের আল্লাহ্ এক, তাদের কিতাব এক এবং তাদের মিল্লাত ও মতবাদ এক? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, اِنَّهُ يَجِيْئُ قَوْمٌ لَا يَفْهَمُوْنَ الْقُرْاٰنَ كَمَا نَفْهَمُهُ فَيَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ فَاِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ اقْتَتَلُوْا – অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে যারা কুরআন সেরূপে বুঝবে না যেরূপে আমরা বুঝে থাকি, ফলে তারা তাতে মতবিরোধে লিপ্ত হবে এবং যখন তারা কুরআনের ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হবে তখন তারা যুদ্ধ-হানাহানি করবে। তখন উমর (রা) এ জবাবের স্বীকৃতি প্রদান করলেন।

ইব্ন দীযীল আরও বলেছেন, আবূ নু'আয়ম–সা'ঈদ ইব্ন আবদুর রহমান, যিনি আবূ হাযযার ভাই–মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন হতে, তিনি বলেন, 'উসমান (রা)-কে শহীদ করা হলে 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) বললেন, তাঁর হত্যার ব্যাপারে দু'টি ভেড়ীও গুঁতোগুঁতি করবে না। (কোন সংঘাত দলাদলি হবে না।) পরে সিফফীন যুদ্ধে তাঁর চোখ ফুঁড়ে গেলে কেউ তাকে বলল, (আপনি তো বলেছিলেন,) তাঁর (উসমান) হত্যার ব্যাপারে দুটি ভেড়ীও গুঁতোগুঁতি করবে না! 'আদী (রা) বললেন, হ্যাঁ, তবে অনেক চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হবে।

কা'ব আল আহবার (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সিফীন অঞ্চলে পথ চলার সময় সেখানকার পাথর দেখে বললেন :

لَقَدْ اقْتَتَلَ فِىْ هٰذَا الْمَوْضَعِ بَنُو اِسْرَائِيْلَ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَاِنَّ الْعَرَبَ سَتَقْتَتِلُ فِيْهَا الْعَاشِرَةَ ـ حَتّٰى يَتَقَاذَفُوا بِالْحِجَارَةِ الَّتِى تَقَاذَفَ فِيْهَا (؟بِهَا) بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ وَيَتَفَانُوْا كَمَا تَفَانُوْا ـ

– বনী ইসরাইল এ স্থানে নয়বার যুদ্ধ করেছে এবং আরববাসীরা এখানে দশমবার যুদ্ধ করবে। এমনকি বনী ইসরাঈল যে সব পাথর পরস্পরকে ছুঁড়ে মেরেছিল তারাও সে সব পাথর পরস্পরকে ছুঁড়ে মারবে এবং যে ভাবে তারা খতম হয়েছিল এরাও সেভাবে খতম হবে।

হাদীসে যথার্থরূপে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

سَأَلْتُ رَبِّىْ اَنْ لاَ يُهْلِكَ اُمَّتِىْ عَامَّةٍ فَاَعْطَانِيْهِمَا ـ وَسَأَلْتُهُ اَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سَوَاهُمْ فَيَسْتَبِحُ بَيْضَتَهُمْ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ اَنْ لاَسَلَّطَ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ فَمَنَعَنِيْهَا ـ

–আমি আমার পালনকর্তার কাছে দরখাস্ত করলাম যে, তারা যেন কোন ব্যাপক দুর্ভিক্ষে শেষ না হয়ে যায়। তিনি তা আমার জন্য মন্জুর করলেন। আমি তাঁর কাছে দরখাস্ত করলাম যে, আমার উম্মতের উপর বাইরের কোন শত্রুকে যেন এমন ক্ষমতা-প্রতিপত্তি না দেওয়া হয় যাতে তারা উন্নতের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ বিনাশ করে দিবে। তিনি তা আমাকে দান করলেন। আমি আরও দরখাস্ত করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের এক দলকে অপর দলের উপর প্রতিপত্তি না দেন। তিনি তা মঞ্জুর করলেন না।[১]

বিষয়টি আমি اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ (অর্থ ঃ .... অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে ও এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন করতে-তিনিই সক্ষম.....সূরা আন'আম ৬; আয়াত ঃ ৬৫) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন هٰذَا اَهْوَنُ– এটি তুলনামূলক সহজ।

---

১. মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, বাব-৫, হাদীস নং ২২১, ২২১৬

Contents

সালিসি ঘটনা

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা ও নীতিমালা লিখিত হওয়ার পর উভয় পক্ষ সালিসির মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়। আলোচনায় সাব্যস্ত হয় যে, আলী ও মু'আবিয়া নিজ নিজ পক্ষ হতে একজন করে বিচারক নিযুক্ত করবেন। বিচারকদ্বয় ঐকমত্য হয়ে এমন একটি ব্যবস্থা খুঁজে বের করবেন, যা সমস্ত মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সে মতে আমীর মু'আবিয়া তাঁর পক্ষ হতে আমর ইব্‌ন আসকে বিচারক নিয়োগ করেন। হযরত আলী (রা) তাঁর পক্ষ হতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন (যদি তা করা হতো তবে কতইনা মংগল হতো); কিন্তু এতে বাঁধ সাধলো কুররা সম্প্রদায়– যাদের বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারা বললো, আমরা এ কাজে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ব্যতীত অন্য কাউকে নিয়োগ করতে রাজী নই। হাইছাম ইব্‌ন আদী তার 'কিতাবুল খাওয়ারিজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ মূসা আশ'আরীর নাম সর্ব প্রথম যিনি প্রস্তাব করেন, তিনি আশ'আছ ইব্‌ন কাইস। ইয়ামনবাসীরা তার প্রস্তাব সমর্থন করে। তারা যুক্তি দেখায় যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) মানুষকে এ ফিৎনায় ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত হওয়া থেকে নিবৃত রাখার চেষ্টা করেছেন। গৃহ-যুদ্ধের সময় তিনি এলাকা ত্যাগ করে হিজাযের সীমান্ত এলাকায় গিয়ে অবস্থান করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে হযরত আলী আশতারকে বিচারক নিয়োগ করতে চান। তখন তাঁর পক্ষের প্রতিবাদী গ্রুপ বলতে লাগলো, সে-ই তো যুদ্ধের আগুন লাগিয়েছে এবং মাটি রক্তে রঞ্জিত করেছে।

অনন্যোপায় হয়ে হযরত আলী (রা) বললেন ঃ তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর। এ সময় আহনাফ হযরত আলীকে সম্বোধন করে বললো ঃ আপনি নিশ্চিতভাবে প্রতারিত হতে যাচ্ছেন। জড় পাথরের ন্যায় এক ব্যক্তিকে আপনার বিচারক নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের সাথে বুঝাপড়া করতে হলে তাদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে বাছাই করতে হবে– যে তাদের কাছে নিজেকে ঘনিষ্ঠ করে তুলে ধরবে– তাদের হাতের মুঠোয় চলে যাবে; কিন্তু মনের দিক থেকে নক্ষত্রের ন্যায় দূরে অবস্থান করবে। কাজেই আমাকে যদি আপনি বিচারক নিয়োগ করতে নাও চান, তবে আমাকে অন্তত দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে নিযুক্ত করুন। তাদের যে কোন মারপ্যাঁচ আমি বুঝতে ও কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো, কিন্তু আমি আপনার পক্ষে যে প্যাঁচ দিব তা যদি ওরা খুলতে সক্ষম হয় তবে সাথে সাথে অনুরূপ কিংবা তার চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম আরো প্যাঁচ দিয়ে তাদেরকে কাবু করে ফেলবো। কিন্তু আলীর পক্ষের যেসব লোক বিচারক নির্ধারণে ভূমিকা রাখছিল তারা আবূ মূসা আশ'আরী ব্যতীত অন্য কাউকে বিচারক নিয়োগ করতে রাজি হলো না।

অবশেষে আবূ মূসা আশ'আরীই আলীর পক্ষে বিচারক নিযুক্ত হলেন। ঐ সময় তিনি দূরে নির্বাসন জীবন-যাপন করছিলেন। তাকে নিয়ে আসার জন্যে দূত প্রেরণ করা হলো। দূত তাকে সংবাদ জানালো যে, জনগণ যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একমত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে তিনি বলে উঠলেন 'আল-হাম্‌দু লিল্লাহ'। কিন্তু এরপরই যখন জানানো হলো যে, আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে, তখন তিনি বললেন– 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' দূতগণ তাকে নিয়ে এসে হযরত আলীর কাছে হাজির করলেন। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রথমে লেখা হয় ঃ

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه على بن أبى طالب امير المؤمنين -

(..... অর্থাৎ এই চুক্তিপত্র যা আমীরুল্ মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব কর্তৃক সম্পাদিত হলো।) এটুকু লেখা হলে আমর ইব্‌ন আস প্রতিবাদ করে লেখককে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন শব্দ লেখা যাবে না। শুধু আলী ও তার পিতার নাম লিখুন। তিনি আপনাদের আমীর হতে পারেন। আমাদের আমীর নন। আহনাফ বললেন, তা হবে না। আমীরুল মু'মিনীন লেখতেই হবে। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন শব্দটি কেটে দাও এবং শুধু আলী ইব্‌ন আবূ তালিব লিখ। এ কথা বলে তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। সে দিন সন্ধি পত্রে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' লেখা হলে পবিত্র মক্কাবাসীরা আপত্তি করে বলেছিল 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' লেখা যাবে না, বরং লেখতে হবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ। এরপর লেখক চুক্তিপত্রে লিখল ঃ

هذا ما تقاضى عليه على بن ابى طالب ومعاوية بن ابى سفيان، قاضى على على اهل العراق ومن معهم من شيعتهم والمسلمين، وقاضى معاوية على اهل الشام ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين انا ننزل عند حكم اللّٰه وكتابه ونحى ما احى اللّٰه، نميت ما امات اللّٰه فما وجد الحكمان فى كتاب اللّٰه وهما ابو موسى الاشعرى وعمرو بن العاص - عملا به وما لم يجدا فى كتاب اللّٰه فالسنة العادلة الجامعة غير المتفرقة -

অর্থ ঃ এই চুক্তিপত্র আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ও মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে লিখিত হলো। আলী ইরাকবাসী ও তাদের সমর্থক মুসলমানদের পক্ষ হতে বিচারক নিযুক্ত করলেন। আর মু'আবিয়া সিরিয়াবাসী ও তার অনুগামী মু'মিন মুসলমানদের পক্ষ হতে বিচারক নিয়োগ করলেন। আমরা অবশ্যই মহান আল্লাহ্‌র হুকুম ও তাঁর কিতাবের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। আমরা তাই বাঁচিয়ে রাখবো যা আল্লাহ পাক বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং তাই খতম করবো যা আল্লাহ্ পাক খতম করে দিয়েছেন। বিচারকদ্বয় অর্থাৎ আবূ মূসা আশ'আরী ও আমর ইব্‌ন আস মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পাবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে। আর যদি মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে পাওয়া না যায়, তবে সুন্নাতে রাসূলের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যা আমাদের মাঝে ন্যায়-নীতির মাধ্যমে ঐক্যমত্য সৃষ্টি করবে– বিভক্তি এনে দিবে না।

এরপর উভয় বিচারক তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে ও পরিবারবর্গের জন্যে আলী, মু'আবিয়া এবং উভয়ের সৈন্যবাহিনীর নিকট থেকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। তারা আরও প্রতিশ্রুতি নেয় যে, সকল উম্মত তাদেরকে বিচার কাজে সহযোগিতা করবে। দুই পক্ষের সকল মু'মিন মুসলমান চুক্তি অনুযায়ী চলতে বাধ্য থাকবে। আগামী রমযান পর্যন্ত বিচারের সময় নির্ধারণ করা হয়। তবে বিচারকদ্বয় যদি প্রয়োজন মনে করেন এবং একমত হয়ে সময় আরও কিছু বাড়াতে চান, তা পারবেন। হিজরী ৩৭ সালের সফর মাসের ১৩ তারিখ বুধবারে এ চুক্তিনামা লেখা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, সালিস বিচারের জন্যে আলী ও মু'আবিয়া রমযান মাসে 'দুমাতুল জানদাল' নামক স্থানে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক বিচারকের সাথে নিজ নিজ পক্ষের চারশ করে লোক থাকবে। আগামী রমযানে যদি দুমাতুল জানদালে বিচারকদ্বয় বসতে না পারেন, তা হলে পরের বছর যে কোন সময় তারা আয্‌রাহ্ নামক স্থানে বসে সালিসির কাজ সম্পন্ন করবেন।

হাইছাম তার 'কিতাবুল খাওয়ারিজ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আশ'আছ ইব্‌ন কাইস লিখিত চুক্তিপত্রটি নিয়ে মু'আবিয়ার কাছে যান। তিনি পড়ে দেখেন, তাতে আলীর নামের সাথে আমীরুল মু'মিনীন লেখা হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আলী যদি আমীরুল মু'মিনীন হয়, তা হলে তো আমরা তার সাথে যুদ্ধ করতাম না। এখানে কেবল তার নামটি থাকবে। অবশ্য প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য থাকার কারণে তার নাম আমার নামের আগে আসবে। আশ'আছ ইব্‌ন কাইস আলীর কাছে ফিরে এসে মু'আবিয়া যেভাবে বলেছেন সেভাবে চুক্তিপত্র লেখেন। হাইছাম আরও উল্লেখ করেছেন যে, সিরিয়াবাসীরা চুক্তিপত্রে মু'আবিয়ার নামের পূর্বে আলীর নাম লেখতে এবং সিরিয়াবাসীদের নামের পূর্বে ইরাকবাসীদের নাম উল্লেখ করায় আপত্তি জানায়। ফলে দুটি চুক্তিনামা লেখা হয়। একটিতে আলীর পূর্বে মু'আবিয়ার নাম এবং ইরাকবাসীর পূর্বে সিরিয়াবাসীর নাম উল্লেখ করা হয় এবং ঐ চুক্তিনামাটি সিরিয়াবাসীদের কাছে দেওয়া হয়।

আর অপরটিতে আলী ও ইরাকীদের নাম প্রথমে লিখে পরে মু'আবিয়া ও সিরীয়দের নাম উল্লেখ করা হয় এবং তা ইরাকীদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। সালিস নিযুক্তিকালে হযরত আলীর সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে নিম্নোক্ত দশ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যথা ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আশআছ ইব্‌ন কাইস আল-কিন্‌দী, সাঈদ-ইব্‌ন কাইস আল-হামাদানী। আবদুল্লাহ ইব্‌ন তুফাইল আল মুআফিরী,[১] হাজার ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-কিনদী,[২] ওয়ারকা ইব্‌ন সুমায়া আল-আজালী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন বিলাল আল-আজালী,[৩] উক্‌বা ইবন যিয়াদ আল-আনসারী, ইয়াযীদ ইব্‌ন জুহ্‌ফা আত্‌তায়মী[৪] এবং মালিক ইব্‌ন কা'ব আল-হামাদানী। অপর দিকে সিরীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নিম্নোক্ত দশজন যথা ঃ আবূল আ'ওয়ার আস-সুলামী, হাবিব ইব্‌ন মাসলামাহ্, আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ, মুখারিক ইব্‌ন হারিছ

---

১. তাবারী ও কামিলে : আল-আমিরী
২. তাবারী ও কামিলে আদী;
৩. তাবারী ও কামিল : আল মহল;
৪. তাবারী ও কামিল : হুজজিয়া : আখবারুত তিওয়াল : হুজজিয়্যতুন নাকারী।

আয্-যুবাইদী, ওয়াইল ইব্ন আলকামাহ্ আল আদাবী[১] আলকামাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-হাযরামী, হামযা ইব্ন মালিক আল-হামাদানী, সুধায়' ইব্ন ইয়াযীদ আল-হাযরামী, উত্বাহ্ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (মু'আবিয়ার ভাই) এবং ইয়াযীদ ইব্ন হুর আল আবাসী। চুক্তিপত্র লেখা শেষ হলে আশআছ ইব্ন কাইস তা জনগণের সামনে পড়ে শুনান এবং উভয় পক্ষের কাছে পেশ করেন। এরপর লোকজন নিজ নিজ পক্ষের মৃতদের কবর দেওয়ার কাজ শুরু করেন।

যুহরী বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, এক এক কবরে পঞ্চাশ করে লাশ দাফন করা হয়। এ যুদ্ধে হযরত আলীর হাতে সিরিয়ার বহু সৈন্য বন্দী হয়। যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি এদেরকে মুক্ত করে দেন। এদের সমপরিমাণ বা তার কাছাকাছি সংখ্যক ইরাকী সৈন্যও আমীর মু'আবিয়ার হাতে বন্দী হয়। সিরীয় বন্দীদের হত্যা করা হয়েছে ধারণা করে মু'আবিয়া এদেরকে হত্যা করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তারা যখন মুক্ত হয়ে ফিরে আসলো তখন মু'আবিয়াও এদেরকে ছেড়ে দেন। কথিত আছে, ইয্দ গোত্রের আমর ইব্ন আওস নামক এক ব্যক্তি মু'আবিয়ার বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মু'আবিয়া তাকে হত্যা করতে সংকল্প করেন। অবস্থা দেখে সে বললো, আমার উপর দয়া করুন। আপনি আমার মামা। মু'আবিয়া বললেন, দূর হ! আমি আবার তোর কিসের মামা ? আমর বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা হলেন মু'মিনগণের জননী, এবং আমি তাঁর ছেলে।[২] আর আপনি হলেন উম্মে হাবীবার ভাই, তাই আপনি আমার মামা। এ কথা শুনে মু'আবিয়া হতবাক হয়ে যান এবং তাকে আযাদ করে দেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আনআম সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কথা উল্লেখ পূর্বক বলেন ঃ তারা ছিল আরব সম্প্রদায়। জাহিলী যুগে একজনের সাথে অন্যের পরিচয় ছিল। ইসলামে এসে তাদের পারস্পরিক মিলন ঘটে। তাদের মধ্যে ছিল গোত্রীয় প্রীতি ও ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে তারা পরস্পর ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায় এবং পলায়ন করতে সংকোচ বোধ করে। যুদ্ধের ময়দানে যখন তারা একে অন্যের মুকাবিলায় আসে তখন এই বাহিনীর সৈন্য ঐ বাহিনীতে এবং ঐ বাহিনীর সৈন্য এই বাহিনীতে ঢুকে পড়ে। এরপর তাদের আপনজনদের লাশ খুঁজে বের করে দাফন করে দিত। শা'বী বলেন, এরা সব জান্নাতবাসী। একজনের সাথে অন্যজনের সাক্ষাৎ হওয়ার পর কেউ কাউকে ছেড়ে যায়নি।

খারিজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব

সালিসি চুক্তির পর আশআছ ইব্ন কাইস তামীম গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে চুক্তিনামাটি পড়ে শুনান। সেখানে ছিল রাবী'আ ইব্ন হানজালাহ্ বংশের সন্তান উরওয়াহ্ ইব্ন

---

১. তাবারী ও কামিলে এ নাম নেই। সেখানে এর পরিবর্তে যামাল ইব্ন আমর আল-উযরীর নাম আছে। উপস্থিতগণের নামের জন্যে দ্রঃ তাবারী ৬খ., পৃ.-৩০; কামিল ৩খ., পৃ- ৩১৮, ৩১৯; আখবারুত-তিওয়াল, পৃ. ১৯৫, ১৯৬।

২. ইতিহাসের সকল গ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে, আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার (রামালা) প্রথম স্বামী ছিল উবাইদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ। ইসলাম গ্রহণ করে তারা উভয়ে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যায়। সেখানে উবাইদুল্লাহ খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়; কিন্তু, উম্মে হাবীবা মুসলমানই থেকে যায়। বলা হয়েছে যে, তার কন্যা হাবীবা আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করে। সন্ধির বছর- ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজ্জাশীর কাছে দূত পাঠিয়ে চারশ' দিরহাম মহরে তাকে বিবাহ করেন। তারপর খালিদ ইব্ন সাঈদ এবং আমর ইব্ন আস উম্মে হাবীবাকে পবিত্র মদীনায় নিয়ে আসে। ইতিহাসের কোন উৎস থেকেই জানা যায় না যে, আমর নামে তার কোন পুত্র ছিল; কিংবা ইয্দ গোত্রের কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ ছিল।

উযায়না (উযায়না মাতার নাম, পিতার নাম জারীর)। সে আবূ বিলাল ইব্ন মিরদাস ইব্ন জারীর-এর ভাই। সে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা কি ধর্মীয় বিষয়ে ফয়সালার জন্যে মানুষকে বিচারক নিয়োগ করছো ? এ কথা বলেই সে আশআছ ইব্ন কাইসের বাহনের পশ্চাৎ ভাগে তরবারি দিয়ে আঘাত হানলো। এতে আশআছ ও তার কওমের লোকেরা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। ফলে আহ্নাফ ইব্ন কাইস ও তাদের গোত্রের নেতৃস্থানীয় একটি দল এসে আশআছ ইব্ন কাইসের কাছে এ ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। খারিজী সম্প্রদায়ের ধারণা মতে যিনি সর্ব প্রথম তাদেরকে নেতৃত্ব দেন তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাব রাসিবী। গ্রন্থকারের মতে প্রথমটাই সঠিক। আলীর পক্ষের কিছু সংখ্যক লোক যারা কুর্‌রা নামে পরিচিত ছিল তারা ঐ ব্যক্তির মতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ঘোষণা দেয় لا حكم الا لله (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও হুকুম দেওয়ার এখতিয়ার নেই)। এ কারণে এ দলকে 'মাহ্কামিয়্যা' নামে অভিহিত করা হয়।[১] তারপর লোকজন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে নিজ নিজ এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। মু'আবিয়া তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দামেশকে যায়। আর হযরত আলী (রা) কূফার উদ্দেশ্যে হীত-এর পথ ধরে অগ্রসর হন। তিনি যখন কূফায় পৌঁছেন, তখন শুনতে পান এক ব্যক্তি বলছে, আলী গিয়েছিলো। কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে এসেছে।

এ কথা শুনে হযরত আলী (রা) বললেন, যাদেরকে আমরা ছেড়ে এসেছি তারা অবশ্যই ওদের তুলনায় উত্তম। তিনি কবিতায় বললেন ঃ

اخوك الذى ان اخرجتك ملمة * من الدهر لم يبرح لبثك راحما

وليس اخوك بالذى ان تشعبت * عليك امورا ظل يلحاك لائما

অর্থাৎ, তোমার ভাই হওয়ার যোগ্য সে, সময়ের বিবর্তন যদি তোমাকে দীর্ঘ দিন বিপর্যস্ত করে রাখে, তখন যে তোমার পাশে সহানুভূতির মন নিয়ে সর্বক্ষণ অবস্থান করে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তোমার ভাই হওয়ার যোগ্য নয়; যখন তোমার উপর নানা রকম বিপদ এসে তোমাকে জর্জরিত করছে আর সে তখন তিরস্কারের বলি ছুঁড়ছে।

এরপর হযরত আলী (রা) আল্লাহ্কে স্মরণ করতে করতে কূফার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। তিনি যখন কূফা নগরীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেন, তখন তাঁর বাহিনীর প্রায় বার হাজার লোক তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যায়। এরাই ইতিহাসে খারিজী নামে বিখ্যাত। তারা আলীর সাথে একই শহরে বসবাস করতে অস্বীকার করে এবং হারুরা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করে। তাদের মতে হযরত আলী (রা) কয়েকটি অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে পড়েছেন যার দরুন তারা আর তাঁকে মেনে নিতে পারছে না। আলী (রা) তাদের সাথে কথা বলার জন্যে আবদুল্লাহ ইব্ন

১. মিলাল ওয়ান নাহাল পৃ. ৫০; আল-ফিরাক বায়নাল ফিরাক পৃ. ৫১। গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে, প্রথম মাহ্কামার কথা। শাহ্রাস্তানী বলেন, এরা ঐসব লোক যারা সালিসদ্বয়ের নিযুক্তির পর আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং হারুরায় সমবেত হয়। এদেরকে হারুরিয়্যাহ্ বলা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল বার হাজার এবং নেতৃত্বে ছিল ইবনুল কাওয়া, ইতাব ইব্ন আ'ওয়ার এবং আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাব আর রাসিবী। বর্ণিত আছে, খারিজীদের মধ্য থেকে সর্ব প্রথম তরবারি উত্তোলন করে উরওয়াহ্ ইব্ন জারীর বা ইব্ন উযায়নাহ্– সে মিরদাস খারিজীর ভাই। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে সে রক্ষা পায় এবং মু'আবিয়ার রাজত্বকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকে। অবশেষে যিয়াদ ইব্ন আবিহী তাকে হত্যা করে।

আব্বাসকে প্রেরণ করেন। ইব্ন আব্বাস তাদের কাছে গিয়ে তাদের অভিযোগ শোনেন ও জওয়াব দেন। ফলে তাদের অধিকাংশ লোক মত পরিবর্তন করে ফিরে আসে, আর অবশিষ্টরা আপন মতে অনড় থাকে। হযরত আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সে বর্ণনা সামনে বিস্তারিতভাবে আসছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সর্বসম্মত সহীহ্ হাদীসে এই খারিজী সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন; জনগণের মধ্যে যখন বিভেদ সৃষ্টি হবে, তখন একদল লোক ইসলাম থেকে বেরিয়ে ভ্রান্ত পথে চলে যাবে। কোন বর্ণনায় আছে মুসলমানদের মধ্যে যখন বিভেদ সৃষ্টি হবে; আবার কোন বর্ণনায় আছে আমার উম্মতের মধ্যে যখন বিভেদ সৃষ্টি হবে .....। তখন বিভেদকারী দু'দলের মধ্যে যারা উত্তম তারা ওদেরকে হত্যা করবে। এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে শব্দের বিভিন্ন পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাদের কাছে ওয়াকী ও 'আফ্ফান ইব্ন কাসিম ইব্ন ফজল আবূ নাদরার সূত্রে আবূ সাঈদ (খুদরী) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সময় একদল লোক দীন থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন বিবদমান দল দু'টির মধ্যে যারা ন্যায়ের কাছাকাছি তারা এদেরকে হত্যা করবে। ইমাম মুসলিম এ হাদীস শাইবান ইব্ন ফাররুখ থেকে কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, আমাদের নিকট আবূ আওয়ানা কাতাদা থেকে, তিনি আবূ নাদরা থেকে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমার উম্মত দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এদের মধ্য থেকে আর একটি দলের উদ্ভব হবে। ঐ দু'দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দল এদেরকে হত্যা করবে। ইমাম মুসলিমও এ হাদীস কাতাদা ও আবূ দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ থেকে আবূ নাদয়ার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইব্ন আদী। তিনি সুলাইমান থেকে, তিনি আবূ নাদরাহ্ থেকে। তিনি আবূ সাঈদ থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করলেন। যারা হবে তার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মধ্যে মত বিরোধের সময় এদের উদ্ভব হবে। তাদের মাথা থাকবে মুণ্ডিত। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। বিদ্যমান দু'টি দলের মধ্যে যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী তারা এদেরকে হত্যা করবে। আবূ সাঈদ বলেন, হে ইরাকবাসী! তোমরাই তাদেরকে হত্যা করে দিয়েছো। ইমাম আহমদ বলেন, আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর। তিনি আওফ থেকে, তিনি আবূ নাদরাহ্ থেকে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মত দু'দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্য থেকে তৃতীয় আর একটি দল আবির্ভূত হবে। এদেরকে হত্যা করবে উক্ত দুই দলের মধ্যে যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী। আহমদ এ হাদীস ইয়াহ্ইয়া কাত্তানের সূত্রে 'আওফ আ'রাবীর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এভাবে হাদীসটি আবূ নাদ্রা মুনযির ইব্ন মালিক ইব্ন কিত্আতা আবাদী থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ নাদরাহ্ একজন উচ্চ পর্যায়ের ছিকাহ্ রাবী। ইমাম মুসলিমও এ হাদীস সুফিয়ান ছাওরী—হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত– দাহ্হাক মাশরিকী সনদে আবূ সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখিত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নবুওয়াত প্রমাণকারী হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা নবী ﷺ এ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বাস্তবক্ষেত্রে তা সে রকমই পাওয়া গিয়েছে। এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, সিরিয়া বাহিনী ও ইরাক বাহিনী উভয় দলই মুসলমান। রাফিযী সম্প্রদায় ও নির্বোধ মূর্খ লোকেরা সিরীয় পক্ষকে যে কাফির বলে অভিহিত করে তা আদৌ ঠিক নয়। হাদীস থেকে আরও বোঝা যায় যে, দু'পক্ষের মধ্যে আলীর পক্ষই ছিল সত্যের অধিক নিকটবর্তী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব এই যে, হযরত আলী ছিলেন সঠিক অবস্থানে। আর মু'আবিয়া ছিলেন মুজতাহিদ। আল্লাহ্ চাইলে তিনি পুরস্কৃত হবেন। কিন্তু আলী যেহেতু ইমাম ছিলেন, সে জন্যে তিনি দ্বিগুণ পুরস্কার পারেন। সহীহ বুখারীতে এ প্রসঙ্গে আমর ইব্‌ন আসের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শাসক যখন ইজতিহাদ (সঠিক সিদ্ধান্তের জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা) করে, এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তা হলে সে পাবে দু'টি পুরস্কার। আর যদি ইজতিহাদ করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তবে সে পাবে একটি পুরস্কার। খারিজীদের সাথে হযরত আলীর যুদ্ধের বর্ণনা সামনে আসছে। সেই সাথে মাখদাজের বর্ণনাও করা হবে, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলে যাওয়ায় হযরত আলীর মনে প্রশান্তি আসে এবং তিনি শুকরানা সিজদা আদায় করেন।

অনুচ্ছেদ

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সিফফীনের ঘটনার পরে হযরত আলী সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে কূফায় চলে আসেন। তিনি যখন কূফায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর বাহিনীর একটি অংশ পৃথক হয়ে যায়। কারও মতে তাদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার, কারও মতে বার হাজার। কারও মতে বার হাজারের কম। এরা হযরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করে পৃথক হয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ এনে তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এদেরকে বোঝাবার জন্যে হযরত আলী (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসকে প্রেরণ করেন। তিনি গিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন ও অভিযোগের জওয়াব দেন। বস্তুত এ সব অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন। কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তারা এ অভিযোগগুলো এনেছিল। আলোচনার ফলে কিছু লোক তাদের মত পরবর্তন করল। আর কিছু লোক আপন ভ্রান্ত মতে অটল রয়ে গেল।

এক বর্ণনা মতে হযরত আলী (রা) তাদের কাছে যান, তাদের অভিযোগ দূর করেন এবং তাদের মতামত পরিবর্তন করাতে সক্ষম হন। ফলে তারা আলীর সাথে কূফায় প্রবেশ করে এবং তাঁর সাথে থাকার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু পরে তারা প্রতিজ্ঞা ভংগ করে এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, এখন থেকে তারা امر بالمعروف - نهى عن المنكر – অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকবে এবং মানুষের কাছে এর প্রচার করবে। তারা নাহরাওয়ান নামক স্থানে সংঘবদ্ধ হয়। হযরত আলী সেখানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইসহাক ইব্‌ন ঈসা তিবা' ..... উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন আয়ায ইব্‌ন আমর আল-কারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকে হযরত আলীর প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট আগমন করে। আমরা তখন তাঁর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ! আমি তোমার কাছে যা জিজ্ঞেস করবো সে বিষয়ে

কি তুমি সত্য কথা বলবে ? যদি বলো, তা হলে আমাকে **ঐ দলের কথা জানাও** যাদেরকে আলী হত্যা করেছে।

আবদুল্লাহ্ বললো, কেন আমি আপনাকে সত্য কথা বলবো না ? আয়েশা (রা) বললেন, তা হলে তুমি তাদের ঘটনা শুনাও। আবদুল্লাহ্ বললো, আলী যখন মু'আবিয়াকে চুক্তিপত্র লিখে দেন এবং সালিস নিযুক্ত করেন, তখন তাঁর দল থেকে আট হাজার কারী বেরিয়ে যায় এবং কূফা নগরীর উপকণ্ঠে হারুরা নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হয়। তারা আলীর উপরে দোষারোপ ও তাঁকে তিরস্কার করে বলতে থাকে– মহান আল্লাহ্ আপনাকে যে জামা পরিধান করিয়েছিলেন, আপনি সে জামা খুলে ফেলেছেন। যে উপাধিতে মহান আল্লাহ্ আপনাকে ভূষিত করেছিলেন আপনি সে উপাধি প্রত্যাহার করেছেন। এরপর আপনি আরও অগ্রসর হয়ে মহান আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করেছেন। অথচ মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও ফয়সালা করার অধিকার নেই। হযরত আলীর কাছে যখন তাদের এসব অভিযোগের কথা পৌঁছলো এবং তিনি জানতে পারলেন যে, এসব অভিযোগের ভিত্তিতে তারা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তিনি এক ঘোষণাকারীর মাধ্যমে নির্দেশ জারি করলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে যেন কেবল ঐসব লোক প্রবেশ করে যারা পবিত্র কুরআন বহন করে। (হাফেজে কুরআন)।

আমীরুল মু'মিনীনের দরবার যখন কারীদের সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি পবিত্র কুরআনের একটি কপি এনে সবার সম্মুখে রাখলেন। এরপর তিনি হাতের আংগুল দ্বারা পবিত্র কুরআনের উপর জোরে টোকা মেরে বললেন, ওহে কুরআন ! তুমি লোকদেরকে তোমার কথা জানাও। উপস্থিত লোকজন আলীকে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি পবিত্র কুরআনের কপির কাছে এ কি জিজ্ঞেস করছেন ? ও তো কাগজ আর কালি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা তো ওর মধ্যে যা দেখি তা নিয়ে কথা বলছি। তা হলে এরূপ করায় আপনার উদ্দেশ্য কি ? তিনি জওবাবে বললেন ঃ তোমাদের ঐসব সাথী যারা আমার থেকে পৃথক হয়ে অবস্থান নিয়েছে, তাদের ও আমার মাঝে মহান আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে একজন পুরুষ ও একজন নারীর ব্যাপারে বলেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ـ

অর্থ ঃ তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন (নিসা ঃ ৩৫)।

সে ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সমস্ত উম্মতের রক্ত ও সম্মান একজন নারী ও একজন পুরুষের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারা আমার উপর আরও অভিযোগ এনেছে যে, আমি মু'আবিয়াকে যে চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছি, তাতে লিখেছি আলী ইব্ন আবূ তালিব। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল ইব্ন আমর আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নিজ কওমের সাথে সন্ধিপত্র লেখেন, তখন আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমে লেখলেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সুহাইল আপত্তি

জানিয়ে বললো ঃ আমি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখতে রাজী নই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা হলে কিভাবে লিখব ? সুহাইল বললো, লিখব বিছমিকা আল্লাহুম্মা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাই লিখ। সুহাইল সেভাবেই লিখল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এখন লিখ– 'এই সন্ধিপত্র, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পাদন করলেন। সুহাইল বলল ঃ আমি যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, তা হলে তো আপনার সাথে আমার কোন বিরোধই থাকতো না। অবশেষে লেখা হলো ঃ এই সন্ধিপত্র যা আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ কুরাইশদের সাথে সম্পাদন করলেন। মহান আল্লাহ্ আপন কিতাবে ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ـ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে .... তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (আহযাব ঃ ২১)।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ বলেন, এরপর হযরত আলী তাদের কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসকে প্রেরণ করেন। আমিও তার সাথে সাথে গেলাম। তাদের বাহিনীর মধ্যভাগে যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম, ইবনুল কাওয়া দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বলছে, হে কুরআন বহনকারীগণ! ইনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস, তোমরা যদি কেউ তাকে না চিন, তবে আমি তাকে ভালরূপেই চিনি। মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের যেসব বিষয়ে তিনি অবহিত নন সে সব বিষয়ে তিনি বিতর্ক করে থাকেন। তার সম্পর্কে ও তার কওম সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে যে; بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ বস্তুত তারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায় (যুখরুফ ঃ ৫৮)

কাজেই তোমরা তাকে তার নেতার কাছে চলে যেতে বলো এবং মহান আল্লাহ্‌র কি কিতাবের কোন বিষয় নিয়ে তার সাথে মত বিনিময় করো না। তখন জনতার মধ্য হতে কেউ কেউ বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তার সাথে মত বিনিময় করবো। তিনি যদি সঠিক কথা বলেন, আমরা তা বুঝবো এবং অবশ্যই তা গ্রহণ করবো। আর যদি তিনি কোন ভ্রান্ত কথা বলেন, তবে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস তিনদিন পর্যন্ত সেখানে তাদের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। অবশেষে তাদের মধ্য থেকে চার হাজার লোক তওবা করে ফিরে আসে ইবনুল কাওয়াও তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইব্‌ন আব্বাস এদেরকে হযরত আলী (রা)-এর কাছে কূফায় নিয়ে আসেন। অবশিষ্ট লোকদের কাছে হযরত আলী বার্তা পাঠিয়ে জানান যে, তোমরা আমাদের ও অন্যদের কর্মনীতি দেখেছ। কাজেই তোমরা যেথায় ইচ্ছা অবস্থান কর। উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক। আর তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত থাকলো যে, তোমরা অন্যায়ভাবে কারও রক্তপাত ঘটাবে না। ডাকাতি, রাহাজানি করবে না এবং যিম্মীদের উপর অত্যাচার চালাবে না। যদি এর কোনটিতে লিপ্ত হয়ে পড় তবে তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ – আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না (আনফাল ঃ ৫৮)।

হযরত আয়েশা (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদকে বললেন, হে ইব্‌ন শাদ্দাদ! এরপরেই কি আলী তাদেরকে হত্যা করেছিল ? জওয়াবে ইব্‌ন শাদ্দাদ বললো, আল্লাহ্‌র কসম! ওদের বিরুদ্ধে তখনই অভিযান পাঠানো হয়েছে, যখন ওরা ডাকাতি, রাহাজানি শুরু করেছে, খুন-খারাবি ছড়িয়ে দিয়েছে এবং যিম্মীদের উপর অত্যাচার করে তাদের সবকিছু নিজেদের জন্যে

হালাল করে নিয়েছে। আয়েশা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ ! ইব্ন শাদ্দাদ বললো, আল্লাহ্ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, ঘটনা এ রকমই।

আয়েশা (রা) বললেন ঃ ইরাকীদের পক্ষ হতে আমার কাছে যুছ-ছাদিয়্যি কিংবা যুছ-ছুদাইয়্যা (খারিজীদের প্রধান হারকূস ইব্ন যুহাইরের উপাধি) সম্পর্কে যে সংবাদ পৌঁছেছে সে সম্পর্কে তুমি কি জান ? ইব্ন শাদ্দাদ বললেন ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতদের মধ্যে আমি তার লাশ দেখেছি। তখন হযরত আলীর সাথেই আমি ছিলাম। তিনি লোকদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি একে চিন ? আগন্তুকদের অধিকাংশই এ জওয়াব দিল যে, আমরা তাকে অমুক গোত্রের মসজিদে দেখেছি, আমরা তাকে অমুক কবীলার মসজিদে সালাত আদায় করতে দেখেছি। এর চেয়ে বেশি কিছু পরিচয় আর কেউ দিতে পারেনি। আয়েশা (রা) জানতে চাইলেন যে, তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আলী কি উক্তি করেছিল ? ইরাকীরা তো এ সম্পর্কে এক কথা বলে থাকে। ইব্ন শাদ্দাদ বললো, আমি শুনেছি তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।"

আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কি এ কথা ছাড়া তাঁকে অন্য কিছু বলতে শুনেছ ? ইব্ন শাদ্দাদ বললেন, আল্লাহ্র পানাহ্ চাই। আমি তাঁকে এ কথা ছাড়া অন্য কিছু বলতে শুনিনি। আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। মহান আল্লাহ্ আলীর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তার অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি কোন বিস্ময়কর কিছু দেখতেন— তখনই এ কথা বলতেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। কিন্তু ইরাকীরা তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করতো ও তাঁর সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কথা বলতো। আহমদ এ হাদীস মুফরাদ বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদ সহীহ। জিয়া একে পছন্দ করেছেন। উক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, খারিজীদের মূল সংখ্যা ছিল আট হাজার। অবশ্যই এরা সবাই ছিল কারী (হাফিজে কুরআন)। অন্যান্য লোক এসে তাদের মাযহাব গ্রহণ করায় সংখ্যা বেড়ে বার হাজার কিংবা ষোল হাজারে উন্নীত হয়। ইব্ন আব্বাস তাদের সাথে আলোচনা করার ফলে তাদের থেকে চার হাজার লোক ফিরে আসে এবং অবশিষ্টরা স্ব-মতে বহাল থাকে।

এ হাদীস ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান .... সাম্মাকের সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। আলীকে তাদের সমালোচনার কারণ ছিল এই যে, তিনি মানুষকে ফয়সালাকারী নিযুক্ত করেছিলেন। শাসকের পদবীকে তিনি মুছে দিয়েছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করেছেন; অথচ শত্রুদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ও বন্দী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করেননি। প্রথম দুটি অভিযোগের (সালিস ও মুছে ফেলা) জওয়াবে তিনি যা বলেন, ইতিপূর্বে তা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অভিযোগের জওয়াবে তিনি বলেন ঃ বন্দীদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীনও (মু'মিনীদের জননী) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এখন যদি তোমরা দাবি করো যে, তোমাদের কোন উম্মুল মু'মিনীন নেই, তবে তা হবে তোমাদের জন্যে কুফরী কাজ। আবার যদি উম্মুল মু'মিনীনগণকে বন্দী করে রাখাকে বৈধ মনে করো, তাও হবে কুফরী কাজ। বর্ণনাকারী বলেন, এবার তাদের মধ্য থেকে দু হাজার লোক বেরিয়ে আসে। বাকি সকলেই বিদ্রোহ করে। এরপর তাদের সাথে যুদ্ধ হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস যখন তাদের মাঝে যান তখন তিনি একটি অলংকার পরিধান করেছিলেন। অলংকার দেখে তারা বিতর্ক শুরু করলে ইব্ন আব্বাস নিম্নের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ـ

অর্থ ঃ বল, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্যে যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে ? (আ'রাফ ঃ ৩২)। ইব্ন জারীর লিখেছেন যে, খারিজীদের অবশিষ্ট লোকদের কাছে হযরত আলী (রা) স্বয়ং গমন করেন। তিনি তাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত চালিয়ে যান। অবশেষে তারা সকলেই তাঁর সাথে কুফায় চলে আসে। সে দিনটি ছিল ঈদুল ফিত্‌র বা ঈদুল আযহার দিন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। এরপর তারা আলীর কথাবার্তায় বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। তাঁকে গালমন্দ করে এবং তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করতে থাকে। ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন ঃ হযরত আলী (রা) একদিন সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁকে লক্ষ্য করে জনৈক খারিজী এ আয়াতটি পড়ে ঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (যুমার ঃ ৬৫)। জওয়াবে হযরত আলী (রা) নিম্নের আয়াত পড়লেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لاَيُوْقِنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ কাজেই, তুমি ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। (রূম ঃ ৬০)

ইব্ন জারীর বলেন, এ ঘটনা হয়েছিল তখন যখন হযরত আলী (রা) খুত্‌বা পাঠ করছিলেন। ইব্ন জারীর আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তা হলো, হযরত আলী (রা) একদিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় এক খারিজী দাঁড়িয়ে বললো, হে আলী ! আপনি মহান আল্লাহ্‌র দীনে মানুষকে শরীক করেছেন। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত হুকুম দেওয়ার অধিকার আর কারও নেই। এ সময় চারদিক থেকে একই আওয়াজ উঠলো- لا حكم الا لله ـ لا حكم الا لله আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুম নেই। আলী বললেন ঃ কথাটি সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ (كلمة حق يراد بها الباطل) তারপর তিনি বললেন, যত দিন তোমাদের দায়িত্ব আমাদের উপরে ছিল ততদিন আমরা তোমাদের গনীমত দেওয়া বন্ধ করিনি এবং আল্লাহ্‌র মসজিদে সালাত আদায় করতে বাধা দেইনি। এখন তোমাদের উপর আমরা আগেই হামলা করবো না। যদি তোমরা প্রথমে হামলা না করো। এরপর তারা সবাই কূফা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাহরাওয়ান নামক স্থানে সমবেত হয়। সালিসদ্বয়ের ফয়সালার পর আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

দুমাতুল জানদালে সালিসদ্বয়ের উপস্থিতি আবূ মূসা ও আমর ইবনুল আস

সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সময় সালিস নিয়োগে উভয় পক্ষের শর্ত অনুযায়ী রমযান মাসে উভয় সালিস দুমাতুল জানদালে উপস্থিত হয়। ওয়াকিদী বলেন, তাদের উপস্থিতি ছিল শা'বান মাসে। হযরত আলী (রা) রমযান মাসের শুরুতে শুরাইহ্ ইব্ন হানীর নেতৃত্বে চারশ' অশ্বারোহীর সাথে আবূ মূসা আশ্'আরীকে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসকে সবকিছু পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে একই সাথে পাঠান। অপর দিকে মু'আবিয়াও সিরিয়ার চারশ' অশ্বারোহী সংগে দিয়ে আমর ইব্ন আসকে প্রেরণ করেন। এদের সাথে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর। উভয় দল

আযরাহ্ প্রদেশের দুমাতুল জানদাল নামক স্থানে একত্রিত হয়। এ স্থানটি কূফা ও শাম থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত। এখান থেকে উভয় শহরের দূরত্ব নয় মারহালা। সালিস কার্য দেখার জন্যে মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর, মুগীরাহ্ ইবন শু'বাহ্, আবদুর রহমান ইবন হারিছ ইবন হিশাম মাখযূমী, আবদুর রহমান ইবন আবদে ইয়াগূছ যুহরী এবং আবূ জাহাম ইবন হুযাইফাহ্। কেউ কেউ বলেছেন যে, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাসও সেখানে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্যরা তা অস্বীকার করেন।

ইব্ন জারীর লিখেছেন, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস গোলযোগ থেকে দূরে থাকার জন্যে মরূদ্যানে বণূ সালিমের কুয়ার কাছে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিলেন। তার ছেলে উমর ইবন সা'দ তথায় গিয়ে বললো, আব্বাজান ! সিফফীন প্রান্তরে মানুষের কি অবস্থা হয়েছে তা আপনি শুনেছেন। সেখানে মুসলিম জনতা আবূ মূসা আশ'আরী ও আমর ইব্ন আসকে সালিস নিযুক্ত করেছেন। কুরায়শদের অনেকেই সালিস বৈঠকে উপস্থিত হয়েছে। আপনিও তথায় চলুন। আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগী এবং মজলিসে শূরার অন্যতম সদস্য। এই উম্মতের কোন ক্ষতিকর কাজে আপনি জড়িত হননি। কাজেই, আপনি এই সালিসি বৈঠকে উপস্থিত হন। খিলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার অধিক যোগ্য ব্যক্তি এখন আপনিই। পিতা বললেন, আমি তা করবো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, অচিরেই সমাজের বুকে ফিৎনা দেখা দিবে। সে সময়ে যে ব্যক্তি লুকিয়ে থাকবে ও সতর্ক থাকবে সে-ই ভাল থাকতে পারবে। আল্লাহ্র কসম! আমি কখনই এ জাতীয় কাজে অংশগ্রহণ করবো না।

ইমাম আহমদ ..... আমির ইবন সা'দ (ইবন আবূ ওয়াক্কাস) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমির ইবন সাদের ভাই উমর ইবন সা'দ কিছু বকরী সাথে নিয়ে পবিত্র মদীনার বাইরে তার পিতা সা'দের কাছে যায়। সা'দ তাকে দেখেই বললেন ঃ "এই আগমনকারী আরোহীর অনিষ্ট হতে আমি মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যখন সে কাছে আসলো তখন বললো, হে পিতা! আপনি কি এতে সন্তুষ্ট যে, মেষ-বকরী নিয়ে এখানে আপনি বেদুঈনী জীবন-যাপন করবেন আর ওদিকে লোকজন রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে পবিত্র মদীনায় গোলমাল করছে ? এ কথা শুনে সা'দ উমরের বুকে হাত মেরে বললেন, চুপ থাক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ অখ্যাত, মুত্তাকী ও চিন্তামুক্ত মানুষকে ভালবাসেন। ইমাম মুসলিমও তাঁর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ এ সম্পর্কে আরও একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

তিনি আবদুল মালিক ইব্ন আমর থেকে ..... উমর ইব্ন সা'দের সূত্রে তাঁর পিতা সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেন। একদিন তার ছেলে আমির এসে তাকে বললো, হে পিতা! মুসলমান জনসাধারণ জাগতিক বিষয় নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত আছে, আর আপনি এখানে নিরিবিলি বসে আছেন ? সা'দ বললেন, হে বৎস! তুম কি বলতে চাও যে, এই ফিৎনার মধ্যে প্রবেশ করে আমি তাতে নেতৃত্ব দিব ? আল্লাহ্র কসম, তা কিছুতেই হবে না। তবে, যদি আমার হাতে একটা তলোয়ার থাকে, আর তা দিয়ে কোন মু'মিনকে আঘাত করি তবে তার থেকে আমি সংযত রাখবো। আর যদি কোন কাফিরদের উপর আঘাত করি, তা হলে তাকে তো হত্যা করে

দিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– মহান আল্লাহ্ নির্লোভ, অপ্রসিদ্ধ ও মুত্তাকী লোকদের ভালবাসেন। এ হাদীসের বক্তব্য পূর্বের হাদীসের বক্তব্যের বিপরীত।[১]

বস্তুত উমর ইব্ন সা'দ আপন ভ্রাতা 'আমির ইব্ন সা'দের সহযোগিতায় স্বীয় পিতাকে সালিসি বৈঠকে উপস্থিত করতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তথাকার লোকেরা মু'আবিয়া ও আলীর পক্ষ ত্যাগ করে তার পিতাকে শাসক নির্বাচন করে। কিন্তু সা'দ এতে অস্বীকৃতি জানান এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। জীবন ধারণের জন্যে সামান্য উপকরণ ও লোকালয় থেকে দূরে নিরিবিলি থাকাকেই তিনি পছন্দ করেন। এ পর্যায়ে মুসলিম শরীফে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, জীবন যাপনের মত কিছু রিযিক পেয়েছে এবং মহান আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন তাতেই সে সন্তুষ্ট থেকেছে। পক্ষান্তরে সা'দের পুত্র উমর ইব্ন সা'দ শাসন ক্ষমতার প্রতি আগ্রহী ছিল। এটা তার নীতি ও নেশায় পরিণত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সে ঐ বাহিনীর সেনাপতির পদ লাভ করে, যে বাহিনী হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-কে হত্যা করেছিল। সামনে যথাস্থানে এর বর্ণনা আসবে। তার পিতা (সা'দ) যেভাবে সরল জীবন-যাপন করেছিলেন যদি উমর তা অনুসরণ করতো তা হলে এর কিছুই হতো না।

মোটকথা সালিসি বৈঠকে সা'দ উপস্থিত ছিলেন না। উপস্থিত থাকার ইচ্ছা এবং কল্পনাও তিনি করেননি। তারাই উপস্থিত ছিল যাদের নাম উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সালিসদ্বয় মুসলমানদের মধ্যে শান্তি-নিরাপত্তা পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় নির্ধারণকল্পে সংলাপ শুরু করে। অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে ঐকমত্যে পৌঁছে যে, তারা দুজনেই আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-কে অপসারণ করবে— তারপরে খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের মতামতের উপর ছেড়ে দিবে। তারা একমত হয়ে ইচ্ছা করলে এ দুজনের মধ্যে যিনি অধিক যোগ্য তাকে অথবা এ দু'জকে বাদ দিয়ে তৃতীয় কাউকে খলীফা নির্বাচিত করবে। আবূ মূসা আশ'আরী এ পদের জন্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের নাম প্রস্তাব করলে আমর ইব্ন আস নিজের পুত্রের নাম উল্লেখ করে বলেন, আমার পুত্র আবদুল্লাহকেই খলীফা মনোনীত করুন। সেও তো ইল্ম, আমল ও সত্য সাধনায় আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাবের কাছাকাছি। জবাবে আবূ মূসা বলেন, কিন্তু তুমি যে তাকে ফিৎনার মধ্যে তোমার সাথে কাজে লাগিয়েছ। এতদসত্ত্বেও সে একজন সত্যপন্থী লোক।

আবূ মাখনাফ বলেন ঃ আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেছেন নাফি' থেকে, তিনি ইব্ন উমর থেকে। তিনি বলেন, আমর ইব্ন আস বলেছিল– খিলাফতের এ পদ এমন লোককেই দেওয়া উচিত যার মাড়ির দাঁত আছে যা দিয়ে সে নিজেও খেতে পারে, অপরকেও খাওয়াতে পারে (অর্থাৎ অভিজ্ঞ)। কিন্তু ইব্ন উমরের মধ্যে কিছুটা উদাসীনতার ভাব আছে। ইব্ন যুবাইর তাকে বললেন, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সজাগ। ইব্ন উমর বললেন, না আল্লাহ্র কসম! আমি এ পদের জন্যে কখনও সামান্যতম ঘুষ দিব না। এরপর ইব্ন উমর আমর ইবন আসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে ইব্ন আস! আরবের জনগণ বর্শা ও তরবারি ব্যবহারের পর

১. মাসউদী ২/৪৩৮ : আখবারুত তিওয়াল পৃ. ১৯৮ এর মতে সাদ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাবারী ৬/৩৮-এর মতে উপস্থিত ছিলেন না— ইবনুল আছীর, কামিল ৩/ ৩৩০ তাবারীর মত সমর্থন করেন।

গোলমাল নিষ্পত্তির বিষয়টি তোমার উপর অর্পণ করেছে। অতএব এখন তুমি তাদেরকে অনুরূপ বা তার চেয়ে জঘন্য আরেকটি ফিৎনার মধ্যে নিক্ষেপ করো না। আমর ইব্ন আস আবূ মূসার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মু'আবিয়াকে খলীফা বানাবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু আবূ মূসা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরকে খলীফা পদের জন্যে প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু আবূ মূসা এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। এক পর্যায়ে আবূ মূসা আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে খিলাফতের পদে মনোনীত করার জন্যে ইব্ন আসের নিকট প্রস্তাব করলে তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তারা দু'জনেই মু'আবিয়া ও আলীকে পদচ্যুত করে খলীফা নির্বাচনের ভার জনগণের উপর ছেড়ে দিবে। তারা পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের পছন্দ মত কাউকে খলীফা নির্বাচিত করবে। এরপর সালিসদ্বয় সেই মজলিসের কাছে আসেন যেখানে উভয় পক্ষের লোকজন সমবেত ছিল। আমর ইব্ন আস প্রতিটি ক্ষেত্রে আবূ মূসাকে অগ্রাধিকার দিত, তার সম্মান ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। কোন ব্যাপারেই তিনি নিজেকে অগ্রগামী করতেন না। এবারও তিনি একইভাবে আবূ মূসাকে বললেন, আপনি অগ্রসর হোন এবং যে ব্যাপারে আমরা ঐকমত্য হয়েছি তা লোকদের অবহিত করুন। আবূ মূসা জনসম্মুখে এসে প্রথমে মহান আল্লাহ্র প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর দরূদ পড়েন। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে জনমণ্ডলী! আমরা দুজনে এ উম্মতের কল্যাণের বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি। মুসলমানদের এই দুঃখজনক বিভক্তি দেখে সংশোধনের একটি পথ ছাড়া অন্য কোন উপায় খুঁজে পাইনি। আমি ও আমর একটি বিষয়ে একমত হয়েছি। তা হলো ঃ

আমরা আলী ও মু'আবিয়াকে অপসারণ করবো এবং নিষ্পত্তির বিষয়টি শূরার উপর ছেড়ে দিব। মুসলিম উম্মাহ্ যাকে পছন্দ করে তাকেই নিজেদের শাসক বানাবে। সুতরাং আমি আলী ও মু'আবিয়াকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করলাম। এ ঘোষণা দিয়ে তিনি স্থান ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ান। আমর ইব্ন আস এসে ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুনগান করে বলেন ঃ এই ব্যক্তি এতক্ষণে যা কিছু বলেছেন, আপনারা তা শুনেছেন। তিনি তাঁর লোককে (আলীকে) অপসারণ করেছেন। তদ্রূপ আমিও তাকে অপসারণের ঘোষণা দিলাম। কিন্তু আমি আমার লোক মু'আবিয়াকে স্বপদে বহাল রাখলাম। কারণ তিনি খলীফা উসমান ইব্ন আফফানের নিকটাত্মীয় এবং তাঁর খুনের বিচারপ্রার্থী। আর এই পদের জন্যে তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি। আমর ইব্ন আস চিন্তা করলেন যে, এই পরিস্থিতিতে জনগণকে নেতৃত্বহীন বা ইমামবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দিলে ফিত্না ও বিভেদ যে পরিমাণ আছে তার থেকে অনেকগুণ বেড়ে যাবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই জন্যে তিনি কল্যাণ মনে করে মু'আবিয়াকে বহাল রাখেন। এটা ছিল তার ইজতিহাদ। আর ইজতিহাদ ভুলও হতে পারে, সঠিকও হতে পারে। কথিত আছে যে, রায় ঘোষণার পরে আবূ মূসা আমর ইব্ন আসকে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় সমালোচনা করেন। প্রতি উত্তরে ইব্ন আসও আবূ মূসাকে অনুরূপ কড়া কথা বলেন।

ইব্ন জারীর লিখেছেন যে, হযরত আলীর সেনাধ্যক্ষ শুরাইহ্ ইব্ন হানী আমর ইব্ন আসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাকে কোড়া মারেন। আমরের এক ছেলে কাছেই দাঁড়িয়ে

ছিল তাকেও তিনি কোড়া মারেন। এরপর লোকজন নিজ নিজ এলাকার দিকে যাত্রা করে। আমর ইব্ন আস ও তার সংগীরা মু'আবিয়ার কাছে পৌঁছে তাকে খিলাফতের রাজকীয় মুকুট পরিয়ে দেয়। অপর দিকে আবূ মূসা আলীর সম্মুখে যেতে লজ্জাবোধ করে সরাসরি পবিত্র মক্কায় চলে গেলেন। ইব্ন আব্বাস ও শুরাইহ্ ইব্ন হানী আলীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে আবূ মূসা ও ইব্ন আসের কার্য-বিবরণী পেশ করেন। সবাই বুঝলো যে, আবূ মূসার মধ্যে বিচক্ষণতার দারুণ অভাব। আমর ইব্ন আসের সাথে তার কোন তুলনা করা যায় না।

আবূ মাখনাফ আবূ জানাব কালবীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আমর ইব্ন আসের কর্মকাণ্ডের সংবাদ হযরত আলীর কাছে পৌঁছলে তিনি কুনূতের মধ্যে মু'আবিয়া, আমর ইব্ন আস, আবূল-আ'ওয়ার সুলামী, হাবীব ইব্ন মাসলামা, যাহ্হাক ইব্ন কাইস, আবদুর রাহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ও ওয়ালীদ ইব্ন উকবার উপর অভিশাপ করতেন। এ সংবাদ মু'আবিয়ার কাছে পৌঁছলে তিনিও কুনূতের মধ্যে আলী, হাসান, হুসায়ন, ইব্ন আব্বাস ও আশতার নাখঈর উপর অভিশাপ বর্ষণ করতেন, কিন্তু এ বর্ণনা সঠিক নয়।

ইমাম বায়হাকী তার দালাইল গ্রন্থে এ জাতীয় একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তিনি আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবদান, আহমাদ ইব্ন উবাইদ সাফার, ইসমাঈল ইব্ন ফযল, কুতাইবাহ্ ইব্ন সাঈদ, জারীর, যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ও হাবীব ইব্ন ইয়াসার-এর সূত্রে সুওয়াইদ ইব্ন গাফলা হতে বর্ণনা করেন। সুওয়াইদ বলেন, একদা আমি হযরত আলীর সংগে ফোরাত নদীর তীর দিয়ে হাঁটছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন; বনী ইসরাঈল পারস্পরিক মত-বিরোধে লিপ্ত হয়। এ মত-বিরোধ চলতে থাকলে তা নিষ্পত্তির জন্যে তারা দু'জন সালিস নিয়োগ করে। কিন্তু সালিসদ্বয়ও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে। এই উম্মতের মধ্যেও অচিরেই মত-বিরোধ দেখা দিবে এবং তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে। শেষে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে তারা দু'জন সালিস নিয়োগ করবে। কিন্তু সালিসদ্বয় পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের অনুসারীরাও পথভ্রষ্ট হবে। কিন্তু এ হাদীস মুনকার এবং মারফূ' বর্ণনা মওযূ'। কেননা, আলীর যদি এ হাদীস জানা থাকতো তা হলে তিনি কখনও সালিস নিয়োগের প্রস্তাব সমর্থন করতেন না এবং মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার পথ সুগম করে দিতেন না। যেমন এ হাদীস থেকে স্পষ্টত তাই বোঝা যাচ্ছে। এ হাদীস অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ হলো সনদে উল্লেখিত রাবী যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-কিন্দী, আল-হিস্ইয়ারী, আল-আ'মা (অন্ধ)। ইব্ন মুঈনের মন্তব্য হলো, হাদীস বর্ণনায় তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

খারিজীদের কূফা ত্যাগ ও আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

হযরত আলী (রা) যখন আবূ মূসা আশ'আরীকে প্রয়োজনীয় সৈন্যসহ দুমাতুল জানদালে পাঠান তখন খারিজীরা তাদের তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়। আলীর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে এবং প্রকাশ্যভাবে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে। তাদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি– যুর'আ ইব্ন বার্‌জ তাঈ এবং হারকূস ইব্ন যুহাইর সা'দী আলীর কাছে এসে বলতে লাগলো لاحكم إلا لله - আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও হুকুম নেই। আলীও বললেন لاحكم إلا لله আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও হুকুম নেই। হারকূস বললো, আপনি নিজের কৃত

গুনাহ্ থেকে তওবা করুন এবং আমাদের সংগে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন। আলী (রা) বললেন, আমি তো তোমাদের থেকে তাই চেয়েছিলাম কিন্তু তোমরাই তো অস্বীকার করলে। এখন তাদের ও আমাদের মধ্যে একটা লিখিত চুক্তিপত্র হয়েছে। আর চুক্তির ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ - তোমরা আল্লাহ্র অংগীকার পূর্ণ করো যখন পরস্পর অংগীকার কর (নাহ্ল ঃ ৯১)।

হারকূস বললো, এ অংগীকার একটি পাপ, এর থেকে আপনার তওবা করা উচিত। আলী (রা) বললেন, এটি পাপ নয়, বরং বলা যায় এটা একটি দুর্বল মত। আমি তো তোমাদের কাছে সালিসি প্রস্তাবের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে সতর্ক করে এর থেকে ফিরে থাকতে বলেছিলাম। যুরআ ইব্ন বুর্জ বললো, হে আলী! আপনি যদি আল্লাহ্র কিতাবে সালিস মানা ত্যাগ না করেন তা হলে আমরা আল্লাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আলী বললেন, তুমি ধ্বংস হও! তুমি কি আমাকে লাশ মনে করেছো। মনে রেখ, তোমার দেহ মাটিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। যুরআ বললো, সেটাইতো আমার কাম্য। আলী বললেন, তুমি যদি সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে তা হলে দুনিয়া থেকে বিদায়কালে প্রশান্তি লাভ করতে। কিন্তু শয়তান যে তোমাদেরকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেলেছে। এরপর তারা উভয়ে সেখান থেকে দর্পভরে চলে যায় এবং জনগণের মধ্যে এসব কথা নিয়ে প্রচার প্রপাগান্ডা করতে থাকে। আলী যখন খুত্বা দিতে থাকেন তখন তারা শোরগোল করে খুতবায় বাধার সৃষ্টি করতো, গালাগাল দিতো এবং কুরআনের আয়াত পড়ে কটাক্ষ করতো। কোন এক জুমুআর খুতবায় তিনি খারিজীদের বিষয়ে আলোচনার মধ্যে তাদেরকে সমালোচনা করেন ও তিরস্কার জানান। তখন খারিজীদের একটি দল প্রতিবাদ জানাতে দাঁড়িয়ে যায় এবং সবাই চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে ৮ لا حكم الا لله আল্লাহ্ ছাড়া কোন হুকুমদাতা নেই। তাদের একজন কানে আংগুল প্রবেশ করে এ আয়াত পড়তে থাকে ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে। তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (যুমার ঃ ৬৫)।

এ আয়াত শুনে হযরত আলী (রা) মিম্বরের উপর থেকে এর সমর্থন করে উভয় হাত উলটপালট করে বললেন, আমরা তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্র ফয়সালার অপেক্ষায় আছি। এরপর আলী (রা) বললেন, তোমরা আমাদের থেকে যে ব্যবহার পাবে তা হলো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের মসজিদে সালাত আদায় করতে নিষেধ করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহ না কর। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দায়-দায়িত্ব আমাদের উপর থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করবো না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার না তুলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না।

আবূ মাখনাফ আবদুল মালিকের সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) যখন আবূ মূসাকে সালিস কার্যকর করার জন্যে পাঠান, তখন সকল খারিজী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব রাসিবির গৃহে সমবেত হয়। ইব্ন ওহাব তাদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেয়। দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত হতে, আখিরাত ও জান্নাতের প্রতি লালায়িত হতে এবং ভাল কাজের

আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে তাদেরকে উৎসাহিত করে। এরপর সে তাদেরকে বলে, সালিসের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট জুলুম– আমরা এ সালিস মানি না। যে জনপদের অধিবাসীরা জালিম সে জনপদ থেকে আমাদের ভাইদের বের করে পার্শ্ববর্তী এই পাহাড়ের কোন ঘাঁটিতে কিংবা কোন শহরে নিয়ে চলো। এরপর হারকূস ইব্ন যুহাইর ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হয়। মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করার পর বলে, এই নশ্বর দুনিয়ার সম্পদ খুবই কম। শীঘ্রই এখান থেকে সবাইকে চলে যেতে হবে। এখানকার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য যেন তোমাদেরকে আকর্ষণ করতে না পারে। সত্যের দাবি ও জুলুমের উচ্ছেদ কামনা থেকে কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে ফিরিয়ে না রাখে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

আল্লাহ্ তাদেরই সংগে আছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ (নাহল ঃ ১২৮)।

এরপর সিনান ইব্ন হামযাহ্ আসাদী উঠে বললো, ভাইসব! তোমরা যা চিন্তা-উপলব্ধি করেছ এটাই আসল চিন্তা-উপলব্ধি। আর তোমরা যা আলোচনা করছো এটাই সত্য-সঠিক। এখন এ কাজ পরিচালনার জন্যে তোমাদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নিযুক্ত কর। তোমাদের একটা স্তম্ভের দরকার। একটা পতাকার দরকার– যাকে কেন্দ্র করে তোমরা পরিচালিত হবে এবং যার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সিনানের ঘোষণা মতে তারা তাদের নেতা যাইদ ইব্ন হাসান তাঈর নিকট আমীর পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু এ পদ গ্রহণ করতে সে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর পর্যায়ক্রমে হারকূস ইব্ন যুহাইর, হামযাহ্ ইব্ন সিনান ও শুরাইহ্ ইব্ন আবূ আওফা আবাসির নিকট আমীরের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু সকলেই এ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। অবশেষে তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব রাসিবীর কাছে প্রস্তাব দিলে সে গ্রহণ করে এবং বলে ঃ আল্লাহ্র কসম! দুনিয়ার লোভে আমি এ পদ গ্রহণ করছি না। আর মৃত্যু থেকে পালাবার ভয়ে ছাড়তেও পারছি না। এ পর্ব শেষ হলে তারা যাইদ ইব্ন হাসান তাঈ সান্বাসীর গৃহে সমবেত হয়। সেখানে ইব্ন ওহাব তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধে তৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ উপলক্ষে সে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পড়ে শোনায়। যথা ঃ

يَا دَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করবে। (সাদ ঃ ২৬)।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তাঁরাই কাফির' (মায়িদা ঃ ৪৪)।

কোন আয়াতে আছে, তারাই ফাসিক; কোন আয়াতে আছে, 'তারাই জালিম'। এ আয়াতগুলোও সে তিলাওয়াত করে শোনায়। এরপর সে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের একই কিবলার অনুসারী– যাদের কাছে আমরা দাওয়াত পৌঁছাতে চাই, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে চলছে। কিতাবের বিধানকে উপেক্ষা করছে এবং কথায় ও কাজে জুলুমের আশ্রয় নিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মু'মিনদের উপর ফরজ। এ ভাষণ শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাখবুরা সুলামী নামে জনৈক খারিজী ক্রন্দন করতে থাকে। এরপর সে তাদেরকে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার জন্যে উত্তেজনাকর ভাষণ দেয়। ভাষণে বলে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে তোমরা ওদের মুখে ও কপালে তলোয়ার মার। যদি তোমরা আল্লাহ্র ইচ্ছায় বিজয় লাভ কর তা হলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর হুকুম পালনকারীদের সমান সওয়াব দিবেন। আর যদি তোমরা মারা যাও, তা হলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের দিকে যাওয়ার চেয়ে অধিক ফযীলতের কাজ আর কি থাকতে পারে ?

গ্রন্থকার বলেন, খারিজীরা ছিল বনী-আদমের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে তাঁর সৃষ্টিকে বিভিন্ন রূপ দান করেছেন এবং তাঁর মহা শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। জনৈক প্রাচীন মনীষী কতই না ভাল উক্তি করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে খারিজীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً - اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ - فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا -

অর্থ ঃ "বল, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের ? ওরা তারাই, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই করছে। ওরা তারাই, যারা অস্বীকার করে ওদের প্রতিপালকের নির্দেশাবলী এবং তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে ওদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। কাজেই কিয়ামতের দিন ওদের জন্যে ওজনের কোন ব্যবস্থা রাখবো না" (কাহ্ফ ঃ ১০৩-১০৫)।

মোটকথা খারিজীদের এ দলটি ভ্রান্তির ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কথায় ও কাজে তারা অত্যন্ত রুষ্ট ও রুক্ষ। আলোচনা শেষে তারা ঐকমত্যে পৌঁছে যে, মুসলমানদের এ এলাকা ছেড়ে মাদাইন শহরে চলে যাবে। তাদের যুক্তি হলো, মাদাইন শহর তারা দখল করে সেখানে নিরাপত্তা দুর্গ তৈরি করবে। সেখান থেকে বসরা ও অন্যান্য স্থানে তাদের সম.আদর্শের যে সব লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাদেরকে সংবাদ দিয়ে এখানে জড়ো করবে। এই পরিকল্পনা যখন প্রায় চূড়ান্ত তখন যাইদ ইব্ন হাসান তাঈ বললো, তোমরা মাদাইন দখল করতে পারবে না, সেখানে দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী আছে। তাদেরকে তোমরা কিছুতেই পর্যুদস্ত করতে পারবে না। তারা তোমাদেরকে তাড়িয়ে দিবে। বরং আমার পরামর্শ হলো, তোমরা তোমাদের সকল সাথী বন্ধুদেরকে নাহ্রে জাওখার পুলের কাছে সমবেত হতে বলো। যাইদ আরও বললো, কূফা থেকে তোমরা দলবদ্ধভাবে বের হইও না; বরং একজন একজন করে হও। যাতে কেউ তোমাদের বিষয়টি বুঝতে না পারে। এ পরামর্শ সকলের পছন্দ হলো।

তাই তারা বসরা ও অন্যান্য স্থানে তাদের অনুসারীদের নিকট পত্রসহ লোক পাঠালো যেন তারা দ্রুত নাহ্‌রে গিয়ে সমবেত হয়। শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ একক শক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর তারা পর্যায়ক্রমে একে একে বের হয়ে যায়। কেউ যাতে তাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে বাধা দিতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। নিজেদের পিতা-মাতা, মামা-খালাসহ সকল পর্যায়ের আত্মীয়দের পশ্চাতে ফেলে এই সুধারণা নিয়ে তারা পৃথক হয়ে যায় যে, এর দ্বারাই আসমান যমীনের প্রতিপালক তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। বস্তুত এটা ছিল তাদের চরম মূর্খতা এবং ইল্‌ম ও জ্ঞানের স্বল্পতারই পরিচায়ক। ওরা বুঝতে পারেনি যে, এটা ছিল তাদের ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ, সকল কবীরা গুনাহের মধ্যে বড় কবীরা গুনাহ্। মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। অভিশপ্ত শয়তানই তাদের নিকট এ জঘন্য কাজকে আকর্ষণীয় ভাল কাজ হিসেবে দেখায়। শয়তান যখন আসমান থেকে বিতাড়িত হয়, তখনই সে পিতা আদমের বিরুদ্ধে এবং তাঁর পরে তাঁর সন্তানদের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী শত্রুতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহান আল্লাহ্‌র নিকট আমরা শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা জানাই।

রওয়ানা হয়ে আসা লোকদের একটি দল তাদের সন্তান ও ভ্রাতাগণকে ভয়-ভীতি ও তিরস্কার করে ফিরিয়ে দেয়। তবে তাদের এক অংশ স্থির থেকে যায় আর কিছু অংশ পালিয়ে খারিজীদের সাথে মিলিত হয়ে চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হয়, অবিশষ্টরা ঐ স্থানে চলে যায়। বসরা ও অন্যান্য জায়গায় যাদের কাছে পত্র দেওয়া হয়েছিল তারা এদের কাছে চলে আসে। এভাবে তাদের সকল জনশক্তি নাহ্‌রাওয়ানে এসে একত্রিত হয়। এখানে তারা বিরাট শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। বহু বীর বাহাদুর তাদের বাহিনীকে শক্তিশালী করে। এদের মোকাবিলা করা ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা অসম্ভব বলে মনে করা হয়। এদের দ্বারা নৈকট্য লাভের আশা করা হতো। বস্তুত সাহায্য কামনার স্থান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোথাও নেই।

আবূ মাখনাফ আবূ রওকের সূত্রে শা'বী থেকে বর্ণনা করেন ঃ খারিজীরা যখন নাহ্‌রাওয়ানে বেরিয়ে গেল, আবূ মূসা পালিয়ে পবিত্র মক্কায় চলে গেল এবং ইব্‌ন আব্বাসকে বসরায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো তখন 'আলী কূফায় জনগণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার পর তিনি বলেন ঃ বর্তমান সময়ে জাতির উপর দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে এসেছে, পতিত হয়েছে ঘৃণিত ভয়াবহ অবস্থা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। জেনে রেখ, অপরাধ সর্বদা ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হয় এবং পরিণামে অনুশোচনার জন্ম দেয়। আমি তোমাদেরকে এ দু'ব্যক্তি সম্পর্কে ও এ সালিস সম্পর্কে আমার মতামত জানিয়েছি এবং আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি। কিন্তু তোমরা যা চেয়েছিলে তা ছাড়া অন্য কিছু মানতে রাজি হওনি। ফলে আমার ও তোমাদের অবস্থা তাই হয়েছে যা হাওয়াযিন নেতা (দুরাইদ) বলেছে। যথা ঃ

بذلتُ لهم نصحي بمنعرجِ اللوى * فلم يستبينوا الرُّشدَ إلا ضُحى الغدِ -

অর্থ ঃ আমি ওদেরকে ঝাণ্ডা স্থাপনের ব্যাপারে কতই না পরামর্শ দিলাম। কিন্তু আগামী দিনের প্রভাত ছাড়া সঠিক পন্থা বুঝবার চেষ্টা ওরা করেনি।

এরপর হযরত আলী (রা) সালিসদ্বয়ের কৃতকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাদের ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি বলেন, এর মধ্যে যা কিছু আছে তা

তাদের উপরই বর্তাবে। এ কথা বলে তিনি সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেন। বের হওয়ার জন্যে সোমবার দিন ধার্য করেন। সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার জন্যে তিনি ইব্ন আব্বাস ও বসরাবাসীদের নিকট আহ্বান জানান। এই সাথে খারিজীদের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, সালিসদ্বয় যে ফয়সালা করেছে তা তাদের উপর প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আমি এখন সিরিয়ার বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সুতরাং চিঠি পাওয়া মাত্র তোমরা চলে এসো। আমরা একযোগে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আলী (রা)-এর এ পত্র পেয়ে তারা জওয়াবে লিখলো– আপনি মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাগ করেননি; বরং আপনার নিজের স্বার্থের জন্যে রাগ করেছেন, কাজেই আপনি যদি নিজেকে কাফির বলে স্বীকার করেন এবং সে জন্যে তওবা করেন তবে আমরা আপনার এ আহ্বান নিয়ে বিবেচনা করবো। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিচ্ছি–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ ـ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চুক্তি ভংগকারীদেরকে পছন্দ করেন না (আনফাল ঃ ৫৮)।'

আলী (রা) যখন তাদের চিঠি পাঠ করলেন, তখন তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন। এখন তিনি সিরিয়ার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। অচিরেই তিনি বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন এবং নাখীলায় উপনীত হন। পয়ষট্টি হাজার সৈন্য তাকে অনুসরণ করে চলে। বসরা থেকে আরও তিন হাজার দুশ অশ্বারোহী ইব্ন আব্বাস কর্তৃক প্রেরিত হয়। তারাও আলীর সৈন্য বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। এছাড়া জারিয়া ইব্ন কুদামার নেতৃত্বে ছিল এক হাজার পাঁচ শ' এবং আবুল আসওয়াদ দুয়ালীর নেতৃত্বে ছিল আরও এক হাজার সাত শ' সৈন্য। আলীর নেতৃত্বে সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় আটষাট্টি হাজার দু'শ। সিরিয়া অভিমুখে যাত্রাকালে তিনি যুদ্ধের সময় শত্রুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ করার ও অসীম ধৈর্য প্রদর্শন করার জন্যে উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণ দেন। ঠিক এ সময় খারিজীদের সম্পর্কে তাঁর কাছে সংবাদ এলো যে, তারা সমাজে ফিত্না-ফ্যাসাদ বিস্তার করছে, খুন-রাহাজানিসহ নানা প্রকার হারাম কাজ করে চলছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাব্বাবকেও তারা হত্যা করেছে। ইব্ন খাব্বাবকে ও তার অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে তারা বন্দী করে এনে জিজ্ঞেস করে, তোমার পরিচয় কি? সে বললো, আমার নাম আবদুল্লাহ ইব্ন খাব্বাব। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী। তোমরা আমাকে ভীতি প্রদর্শন করছো। তারা তাঁকে অভয় দিয়ে বললো, আপনি আপনার পিতার থেকে যে হাদীসটি শুনেছেন তা আমাদেরকে শুনান। তিনি বললেন, আমি আমার পিতার থেকে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন গৃহে অবস্থানকারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে ভাল অবস্থায় থাকবে। আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তি থেকে ভাল অবস্থায় থাকবে। আবার হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ে চলা ব্যক্তি থেকে ভাল অবস্থায় থাকবে (ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشى والماشى خير من الساعى)। তারা তাঁর হাতে বেড়ি পরিয়ে সাথে নিয়ে চললো।

পথিমধ্যে জনৈক যিম্মীর একটি শূকর দেখে তাদের একজন শূকরটিকে মেরে চামড়া খুলে ফেললো। অন্য একজন তাকে বললো, তুমি এ কাজ করলে কেন? এ তো এক যিম্মীর

মালিকানাধীন শূকর। তখন সে ঐ যিম্মীর কাছে গিয়ে তাকে নিজের কৃতকর্মের কথা বলে সম্মত করে আসে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি খেজুর গাছ থেকে একটি খেজুর পড়তে দেখে দলের একজনে খেজুরটি উঠিয়ে মুখে পুরে দেয়। অন্য একজন তাকে বললো, খেজুরটি তুমি খেয়ে ফেললে, অথচ মালিকের অনুমতিও নেওনি, মূল্যও দেওনি। তখন সে ব্যক্তি মুখের ভিতর থেকে খেজুরটি ফেলে দিল। এতদসত্ত্বেও তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাব্‌বাবকে টেনে নিয়ে যবাই করে দিল। এরপর তারা তাঁর স্ত্রীর কাছে যায়। স্ত্রী তাদেরকে বললো, আমি অন্তঃসত্তা, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। পাষণ্ডরা তার কোন কথায় কান দিল না। বরং তাকে যবাই করে পেট ফেড়ে সন্তান বের করে দেয়।

হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীর কাছে দ্রুত এ সংবাদ পৌঁছে গেল। এতে তারা ঘাবড়িয়ে গেল। হতে পারে তারা যখন সিরিয়ায় গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে তখন এরা পুরুষশূন্য এদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর ঐরূপ নারকীয় ঘটনা ঘটাতে পারে। সুতরাং তারা এ ব্যাপারে শংকিত হয়ে আলী (রা)-কে পরামর্শ দিল যে, সিরিয়া যাওয়া মুলতবি রেখে আগে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হোক। এটা শেষ করে সিরিয়ায় গেলে আমাদের লোকেরা ওদের অত্যাচারের আশংকা থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। এ পরামর্শের উপরে সকলে ঐকমত্য পোষণ করে। এ ব্যবস্থার মধ্যে তাদেরও সিরিয়াবাসীদের জন্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত ছিল। এ সিদ্ধান্তের পর হযরত আলী (রা) হারিছ ইব্‌ন মুররা আবাদী নামক একজনকে দূত হিসেবে খারিজীদের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি দূতকে বলে দেন যে, ওদের সকল পরিকল্পনা ও তৎপরতা সংগ্রহ করে আমার কাছে সুস্পষ্ট তথ্য দিয়ে পত্র দিও। দূত যখন খারিজীদের মাঝে যায় তখন তারা কোন সুযোগ না দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। আলীর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সিরিয়ার অভিযান মুলতবি রেখে প্রথমে খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন।

খারিজীদের বিরুদ্ধে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর অভিযান

আলী (রা) ও তাঁর অনুগত সৈন্যরা যখন খারিজীদের বিরুদ্ধে প্রথমে মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন তখন দ্রুত যাত্রা করার ঘোষণা দেন। সহসাই সৈন্যরা যাত্রা শুরু করে পুল অতিক্রম করে গেল। সেখানে তিনি সকলকে নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। সালাত শেষ হলে আবার যাত্রা আরম্ভ করেন। একটানা চলে প্রথমে পাদ্রী আবদুর রহমানের গির্জা এবং তারপরে পাদ্রী আবূ মূসার গির্জা অতিক্রম করে ফোরাত উপকূলে উপনীত হন। সেখানে এক জ্যোতিষীর[১] সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জ্যোতিষী হযরত আলী (রা)-কে দিবসের একটি নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে বলে ঠিক ঐ সময়ে আপনি যাত্রা করবেন। ঐ সময় ব্যতীত অন্য সময়ে যাত্রা করলে বিপদে পড়ার আশংকা আছে। কিন্তু আলী (রা) জ্যোতিষীর প্রদর্শিত সময় বাদ দিয়ে ভিন্ন সময়ে যাত্রা করেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে বিজয় দান করেন।

---

১. মুসাফির ইব্‌ন আফীফ আল-ইযদী দ্র. কামিল ৩/৩৪৩

এ প্রসঙ্গে আলী বলেন, আমি চেয়েছি লোকে যাতে বুঝতে পারে যে, জ্যোতিষীর বাণী ঠিক না। আমার আরও আশংকা ছিল যে, বিজয় হলে মূর্খ লোকেরা বলবে– জ্যোতিষীর বাণী অনুসরণ করায়ই বিজয় সম্ভব হয়েছে। হযরত আলী (রা) আম্বারের উপকণ্ঠে প্রবেশ করেন এবং কাইস ইব্ন সা'দকে সম্মুখে মাদাইন পাঠিয়ে দেন। তাকে মাদাইনের প্রশাসক সা'দ ইব্ন মাসউদ (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের ভাই)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে মাদাইনের সৈন্যদের সাথে মিলিত হওয়ার সংবাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন। সকল দিক থেকে সৈন্যরা এসে আলী (রা)-এর কাছে একত্রিত হয়। এখান থেকে তিনি খারিজীদের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে জানান যে, তোমাদের যে সব লোক আমাদের ভাইদের হত্যা করেছে তাদেরকে আমাদের হাতে অর্পণ কর। আমরা তাদেরকে মৃত্যু দণ্ড দিব। এরপরে তোমাদের সাথে আমাদের আর কোন সংঘর্ষ নেই।

আমরা সিরিয়ায় চলে যাব। হয়তো এরপর মহান আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে পরিবর্তন এনে দিবেন এবং এখন যে পথে রয়েছ তার থেকে উত্তম পথে ফিরে আসার তাওফীক দান করবেন। এর জওয়াবে তারা আলী (রা)-কে জানাল, আমরা সকলে মিলে তোমাদের ভাইদের হত্যা করেছি। শুধু তাই নয়, তাদের ও তোমাদের হত্যা করা ন্যায়সংগত বলে আমরা বিশ্বাস করি। তখন কাইস ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদাহ্ অগ্রসর হয়ে তারা যে ভয়াবহ কাজে জড়িয়ে পড়েছে এবং যে মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে সে বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তার উপদেশে কোন কাজ হলো না। এরপর আবূ আইয়ূব আনসারীও তাদেরকে ভয়-ভীতি ও দুঃখময় সংবাদ শুনান। কিন্তু তার কথায়ও তাদেরকে প্রভাবিত করলো না। এরপর আমীরুল-মু'মিনীন আলী ইবন্ আবূ তালিব তাদের কাছে গেলেন। তিনি তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তারপর সাবধান করলেন, সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, ভয় দেখালেন ও ভীতি প্রদর্শন করলেন। তারপরে বললেন, তোমরা এমন একটি বিষয়ে আমার উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছো, যে বিষয়ের দিকে তোমরাই আমাকে আহ্বান জানিয়েছিলে আর আমি তা করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ করনি। এখন সেই আমি ও তোমরা এই অবস্থায় আছি। কাজেই তোমরা যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলে আবার সেখানে ফিরে যাও। মহান আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ো না।

কেননা তোমাদের প্রবৃত্তি এমন একটি বিষয়কে তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে যার উপর ভিত্তি করে তোমরা মুসলমানদের হত্যা করছো। আল্লাহ্র কসম! ঐ যুক্তিতে যদি একটি মুরগীও হত্যা কর সেটিও মহান আল্লাহ্র নিকট মহাপাপ হিসেবেই গণ্য হবে। মুসলমানদের হত্যা করা তো অনেক দূরের ব্যাপার। এ কথার কোন জওয়াব তারা দিতে পারেনি। বরং তাদের লোকদের জানিয়ে দিল যে, ওদের সাথে কোন আলোচনা করো না, কোন কতা বলো না। তার বদলে মহান আল্লাহ্র সাথে মিলনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। চলো চলো, জান্নাতের দিকে চলো। তারা অগ্রসর হয়ে যুদ্ধের জন্যে সারিবদ্ধ হলো এবং হামলা করার প্রস্তুতি নিল। এ উদ্দেশ্যে মাইমানাহ্ (দক্ষিণ) দলে যাইদ ইব্ন হাসান তাঈকে; মাইসারাহ্ (বাম) দলে শুরাইহ্ ইব্ন আওয়াকে; অশ্বারোহী দলে হামযা ইব্ন সিনানকে এবং পদাতিক দলে হারকূস ইব্ন যুহাইর সা'দীকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত করে। আলী ও তাঁর সংগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

অপর দিকে হযরত আলী (রা) তাঁর সৈন্য বাহিনীর মাইমানাহ্ অংশে হুজর ইব্ন আদীকে; মাইসারাহ্ অংশে শাব্‌ছ ইব্ন রিবঈ অথবা মা'কিল ইব্ন কাইস রায়াহীকে; অশ্বারোহী অংশে আবূ আইয়ূব আনসারীকে; পদাতিক অংশে আবূ কাতাদা আনসারীকে এবং মদীনা থেকে আগত সাত শ' সৈন্যের উপরে কাইস ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদাকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর হযরত আলী আবূ আইয়ূব আনসারীকে একটি নিরাপত্তা ঝাণ্ডা স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং খারিজীদের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দিতে বলেন যে, যারা এই ঝাণ্ডার নিচে এসে দাঁড়াবে তারা নিরাপদ। যারা কূফা অথবা মাদাইনে চলে যাবে তারাও নিরাপদ। তোমাদের মধ্যে যারা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছে তারা ছাড়া অন্য কারও সাথে যুদ্ধ করার আমাদের প্রয়োজন নেই। এ ঘোষণা দেওয়ার পর খারিজীদের মধ্য হতে বহু সংখ্যক লোক ফিরে আসে, যাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব রাসিবীর নেতত্বে অবশিষ্ট থাকে মাত্র এক হাজার কিংবা তার চেয়েও কম। এরা আলীর দিকে অগ্রসর হলো। তখন আলী তার অশ্বারোহী বাহিনীকে সম্মুখে রাখলেন, তাদের কাছে রাখলেন তীরন্দাজ বাহিনী আর পদাতিক বাহিনী রাখলেন অশ্বারোহীদের পশ্চাতে, এরপর তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, ওরা তোমাদের উপর হামলা শুরু না করা পর্যন্ত তোমরা সংযত থাকবে।

ইতিমধ্যে খারিজীরা- لا حكم الا لله আল্লাহ্ ছাড়া কারও কোন হুকুম নেই, 'চলো চলো জান্নাতে চলো' বলতে বলতে আলীর বাহিনীর সম্মুখ ভাগে অশ্বারোহী দলের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিল। এ আক্রমণ তাদেরকে ছত্রভংগ করে দিল। এমন কি এদের একদল মাইমানায় এবং অপর দল মাইসারায় চলে গেল। এবার তীরন্দাজ বাহিনী তাদের মুকাবিলা করলো। এরা তাদের মুখের উপর তীর ছুঁড়তে লাগলো। মায়মানা ও মাইসারা থেকে অশ্বারোহী দল এদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। পদাতিক বাহিনীও বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়লো। এভাবে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে খারিজীদের সমূলে বিনাশ করে দেয়। তাদের মৃতদেহগুলো অশ্বের খুরের নিচে পড়ে থাকে। যুদ্ধে খারিজীদের নেতৃবৃন্দ যথা ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব, হারকূস ইব্ন যুহাইর, শুরাইহ্ ইব্ন আওফা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাখবুরাহ্ সুলামী সবাই নিহত হয়। আল্লাহ্ তাদের পরিণতি মন্দ করুন।

আবূ আইয়ূব বলেন, যুদ্ধের সময় এক খারিজীকে আমি বর্শা মারি। বর্শা তার পেট ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! দোযখের সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বললো, অচিরেই তুমি জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে দোযখে যাওয়ার অধিক যোগ্য কে ? এ যুদ্ধে আলীর দলের মাত্র সাত ব্যক্তি মারা যায়। যুদ্ধ শেষে আলী শত্রুদের লাশের ভিতর দিয়ে হেঁটে যান এবং বলেন ধিক তোমাদের! সে-ই তোমাদের ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, যে তোমাদের ধোঁকা দিয়েছে (لقد ضركم من غركم)। সাথীরা জিজ্ঞেস করলো, আমীরুল মু'মিনীন! কে তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে ? তিনি বললেন, শয়তান ও নফসে আম্মারাহ্ (কুপ্রবৃত্তি)। এগুলো এদেরকে ভবিষ্যতের মিথ্যা আশা দিয়ে প্রতারিত করেছে এবং পাপ কাজকে আকর্ষণীয় পুণ্যের কাজ হিসেবে দেখিয়েছে। এবং এরাই বিজয় লাভ করবে বলে সুসংবাদে মাতিয়ে রেখেছে। শত্রুদের থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র ও আসবাবপত্র হযরত আলী (রা) সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

হাইছাম ইব্‌ন আদী কিতাবুল খাওয়ারিজে মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাইস আসাদী ও মানসূর ইব্‌ন দীনার থেকে আবদুল মালিক ইব্‌ন সাবুরার সূত্রে নাযাল ইব্‌ন সাবুরা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাহরাওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী খারিজীদের থেকে যা কিছু লাভ করেন তা বণ্টনের জন্যে পাঁচ ভাগ করেননি বরং সবটাই তাদের পরিবারের নিকট ফিরিয়ে দেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত একখানা চিরুনি তাঁর কাছে আনা হলে তিনি তাও ফেরত দেন। আবূ মাখনাফ আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ হুর্‌রাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী যিছ্-ছুদাইয়াকে খুঁজতে বের হন। সাথে ছিল সুলাইমান ইব্‌ন ছুমামাহ্ হানাফী, আবূ জাবরা ও রাইয়ান ইব্‌ন সাবুরাহ্ ইব্‌ন হাওযা। অনুসন্ধানের পর রাইয়ান তাকে নদীর পাশে এক গর্তের মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশটি লাশের মধ্যে দেখতে পেল। তাকে সেখান থেকে বের করে তার বাজুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা গেল, তার স্কন্ধের উপর জমাট মাংসের একটি পিণ্ড উঁচু হয়ে আছে। দেখতে মহিলাদের স্তনের মত দেখায়। স্তনের অগ্রভাগের বোঁটার ন্যায় তাতেও বোঁটা আছে। আর বোঁটার উপরে কয়েকটি কাল চুল আছে। মাংস পিণ্ডের বোঁটা ধরে টানলে লম্বা হয়ে অন্য হাত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আবার ছেড়ে দিলে স্কন্ধের কাছে চলে আসে— ঠিক মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় অবস্থা। আলী (রা) তাকে দেখেই বলে উঠলেন ঃ আল্লাহু আকবার। আল্লাহ্‌র কসম, আমি মিথ্যা বলিনি। জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যদি আমাকে বড় বুযুর্গ হয়ে গেছি বলে আমার আমলের চর্চা না করতে তা হলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম যে, এদের হত্যা করার মধ্যে আল্লাহ্ পুরস্কারের কি ফয়সালা করেছেন।

হাইছাম ইব্‌ন আদী তার খাওয়ারিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাবীআ আখনাসী নাফি ইব্‌ন মাসলামাহ্ আখনাসী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুছ্-ছুদাইয়া ছিল বুজাইলাহ্ গোত্রের উরানাহ্ সম্প্রদায়ের লোক। সে ছিল অতিশয় কৃষ্ণ-বর্ণ। তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হতো যা তার বাহিনীর সকলেই জানতো। এর পূর্বে আমাদের সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল। সে আমাদের কাছে আসতো, আমরাও তার কাছে যেতাম। আবূ ইসমাঈল হানাফী রাইয়ান ইব্‌ন সাবূরাহ্ হানাফী থেকে বর্ণনা করেন যে, নাহরাওয়ান যুদ্ধে আমরা আলীর সাথে অংশগ্রহণ করি। তিনি যখন মাখদাজকে দেখলেন তখন দীর্ঘ সিজদা করেন। সুফিয়ান ছাওরী মুহাম্মদ ইব্‌ন কাইস হামদানীর সূত্রে তার গোত্রের আবূ মূসা নামে পরিচিত এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী যখন মাখদাজকে দেখতে পান তখন দীর্ঘ সময় ধরে শোকরানা সিজদা করেন।

ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইসহাক ইসমাঈলের সূত্রে হুব্বাতুল উরানী থেকে বর্ণনা করেন যে, নাহরাওয়ানের যুদ্ধ শেষে সৈন্যরা যখন ফিরে আসছিল তখন লোকজন বলতে লাগলো ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি খারিজীদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, কখনও না, আল্লাহ্‌র কসম! তারা অবশ্যই পুরুষ লোকের পৃষ্ঠদেশে এবং মেয়ে লোকের রেহেমে বিদ্যমান আছে। যখন এ দুই ধারা থেকে তারা বেরিয়ে আসবে তখন যার সাথেই তার সাক্ষাৎ হবে তার উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে সে ফিৎনা সৃষ্টি করতে থাকবে— এর ব্যতিক্রম হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওহাব রাসিবী, এতো অধিক ইবাদত ও সিজদা করতো যে, তার সিজদার স্থানসমূহের চামড়া শুকিয়ে গিয়েছিল। লোকে তাঁকে

যুল-বায়্যিনাত উপাধিতে ভূষিত করে। হাইছাম জনৈক খারিজীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব আলীর প্রতি বিদ্বেষ রাখার কারণে তাকে জাহিদ (অস্বীকারকারী) নামে অভিহিত করা হতো। হাইছাম ইব্ন আদী বলেন, ইসমাঈল খালিদের সূত্রে আলকামা ইব্ন আমির থেকে বর্ণনা করেন। আলীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয় যে, খারিজীরা মুশরিক কি না ? তিনি বললেন, শির্ক থেকে বাঁচার জন্যেই তো তারা আলাদা হয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, তা হলে কি তারা মুনাফিক ? তিনি বললেন, মুনাফিকরা আল্লাহ্র ইবাদত খুব কমই করে থাকে। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! তবে তাদের অবস্থানটা কি? আলী (রা) বললেনঃ তারা আমাদের ভাই। আমাদের বিরুদ্ধে ওরা বিদ্রোহ করেছে। সেই বিদ্রোহের কারণেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়েছি। ইব্ন জারীরসহ অন্যান্য গ্রন্থকারও এসব কথা লিখেছেন।

খারিজী সম্প্রদায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত মারফূ' হাদীসসমূহ

প্রথম হাদীস ঃ আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তার থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যাইদ ইব্ন ওহাব, সুওয়াইদ ইব্ন গাফলা। তারিক ইব্ন যিয়াদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ, উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি', উবাইদাহ্ ইব্ন আমর সালমানী, কুলাইব আবূ আসিম, আবূ কাছীর ও আবূ মারইয়াম, আবূ মূসা, আবূ ওয়াইল আল ওয়াজী। এই বারটি সূত্রে আলী থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সনদসহ হাদীসগুলো আমরা সামনে উল্লেখ করব। এ জাতীয় হাদীস তাওয়াতুর-এর সংজ্ঞায় পড়ে।

সূত্র ঃ ১

মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেন ঃ আবদ ইব্ন হুমাইদ, আবদুর রায্যাক, হামসাম, আবদুল মালিক ইব্ন আবূ সুলাইমান, সালমা ইব্ন কুহাইল, যাইদ ইব্ন ওহাব জুহানী থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আলীর সাথে খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করেছিলেন। আলী (রা) বললেন! হে মানব মণ্ডলী! আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমার উম্মত থেকে এমন একদল লোক বের হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে। কিন্তু তোমাদের কিরাআত তাদের কিরাআতের তুলনায় তুচ্ছ মনে হবে। তোমাদের সালাত তাদের সালাতের তুলনায় কিছুই নয় এবং তোমাদের সাওম তাদের সাওমের তুলনায় কিছুই মনে হবে না। তারা কুরআন পাঠ করবে এই ভেবে যে, কুরআন তাদের কল্যাণ দান করবে কিন্তু আসলে তা তাদের অকল্যাণ ডেকে আনবে। তাদের সালাত তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর তার শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। যে সেনাদলের হাতে তারা আক্রান্ত হবে তাদের সম্পর্কে তাদের নবীর মুখে যে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে তা যদি সেনাদল জানতো তবে অবশ্যই তারা আমল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতো।

তাদের নিদর্শন এই যে, তাদের মধ্যে এমন এক লোক হবে যার বাহু থাকবে, কিন্তু তাতে হাত থাকবে না। বাহুর শেষ প্রান্ত দেখতে স্তনের বোটার মত দেখাবে। বোঁটার উপরে থাকবে কতগুলো সাদা পশম। তোমরা এদেরকে উপেক্ষা করে মুআবিয়া ও সিরিয়াবাসীদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছ। তোমাদের অবর্তমানে এরা তোমাদের সন্তানদের উপর চড়াও হবে এবং তোমাদের সম্পদ বিনষ্ট করবে। আল্লাহ্র কসম! আমার আশংকা হয় যে, এরাই হবে সেই সম্প্রদায়।

কেননা, এরা অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটিয়েছে ও মানুষের গবাদি পশু লুণ্ঠন করেছে। কাজেই আল্লাহ্‌র নামে তোমরা আগে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলো। সালমা বলেন, এরপর যাইদ ইব্‌ন ওহাব সৈন্যদের বিভিন্ন মনযিলে অবতরণের বর্ণনা দেন। এরপর যেতে যেতে আমরা একটা পুল অতিক্রম করি। তাদের সাথে আমাদের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন দেখি, খারিজীদের পক্ষে সেদিন সেনাপতিত্ব করছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওহাব রাসিবী। সে তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে— তোমরা বর্শা রেখে দাও এবং তরবারি খাপমুক্ত কর। আমি আশংকা করছি, তারা তোমাদের প্রতি হামলা করবে। যেমন হামলা করেছিল হারূরার দিন। তারা ফিরে গিয়ে বর্শা রেখে দিল এবং তরবারি কোষমুক্ত করলো। ইতিমধ্যে মুসলমানগণ তাদের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ শুরু করে দিল।

বর্ণনাকারী বলেন, তারা নিহত হয়ে একের পর এক ধরাশায়ী হতে থাকে। সে দিন মুসলমানদের মধ্য হতে মাত্র দু'ব্যক্তিই কেবল শহীদ হয়। আলী (রা) তখন বললেন, তোমরা এদের মধ্যে খাটো হাত বিশিষ্ট লোকটিকে তালাশ কর। তারা লোকটিকে তালাশ করলো কিন্তু পেলো না। এরপর আলী (রা) স্বয়ং দাঁড়ান এবং একের পর এক পতিত লাশগুলোর কাছে যান। তিনি লাশগুলো সরাবার নির্দেশ দেন। তথায় মাটির সাথে লেগে থাকা অবস্থায় ঐ লোকটিকে পাওয়া যায়। আলী (রা) আল্লাহু আকবার বলে ধ্বনি দেন এবং বলেন, মহান আল্লাহ্ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন। এ সময় উবাইদাহ্ সালমানী দাঁড়িয়ে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। এ কথা কি আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। উবাইদাহ্ তিনবার আলীর কাছে শপথ দাবি করে। আলী (রা) প্রতিবারে শপথ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তিনি এ কথা শুনেছেন। এটা মুসলিমে বর্ণিত শব্দ। আবূ দাউদ এ হাদীস হাসান ইব্‌ন আলী আল-খিলাল-এর সূত্রে আবদুর রায্‌যাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সূত্র ঃ ২

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ওয়াকী', আ'মাশ ও আবদুর রাহমান, সুফিয়ান, আ'মাশ ইব্‌ন খাইছামাহ্, সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফলার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তোমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন জানিও যে, রাসূলুল্লাহ্‌র নামে কোন মিথ্যা কথা বলার চেয়ে আকাশ থেকে পতিত হওয়াও আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আর আমি ও তোমরা যখন পরস্পর কথা বলি তখন মনে রেখো— যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করা বৈধ। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনেছি। তিনি বলেছেন, শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক বের হবে। তাদের বয়স কম হবে এবং জ্ঞানের দিক থেকে তারা হবে মূর্খ। তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের ন্যায় উত্তম কথা বলবে। তারা কুরআন পাঠ করবে। কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। আবদুর রহমান বলেছেন— তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে। যখন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তখন তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। কেননা, তাদেরকে হত্যা করার মাঝে রয়েছে কিয়ামতের দিন

আল্লাহ্র নিকট প্রতিদান ঐ ব্যক্তির জন্যে যে তাদেরকে হত্যা করেছে। এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আ'মাশ থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সূত্র ঃ ৩

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আবূ নুআইম, ওয়ালীদ ইব্ন কাসিম হামদানী, ইসরাঈল, ইবরাহীম ইব্ন আবদুল আ'লা, তারিক ইব্ন যিয়াদ-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) নাহরাওয়ান অভিযানে গমন করেন। ওয়ালীদ তার বর্ণনায় বলেন, আমরাও তার সাথে খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাই। তিনি বললেন, খাটো হাতওয়ালা লোকটিকে তালাশ কর। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, শীঘ্রই এমন একটা দল বের হবে যারা কথা বলবে সঠিক। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমন বের হয়ে যায় তীর তার শিকার ভেদ করে। তাদের নিদর্শন হবে কিংবা তাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় লোক হবে। তার হাত হবে খাটো। তার হাতে কিছু কালো চুল থাকবে। যদি ঐ দলের মধ্যে এই হাত-খাটো লোকটি থাকে আর তাদেরকে তোমরা হত্যা কর, তবে তোমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদেরই হত্যা করবে। কিন্তু যদি ঐ দলে সে না থাকে তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম দলকেই হত্যা করা হবে। ওয়ালীদ তার বর্ণনায় বলেন, এরপর আমরা খুব কাঁদলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হাত-খাটো লোকটিকে পেয়ে গেলাম। তখন আমরা সবাই সিজদায় পড়ে গেলাম। আর আলী (রা)ও আমাদের সাথে সিজদা করলেন। ইমাম আহমদ এই সূত্রে একাই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সূত্র ঃ ৪

আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ আলী (রা) থেকে ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন।

সূত্র ঃ ৫

ইমাম মুসলিম বলেন ঃ আবুত্-তাহির ও ইউনুস ইব্ন আবদুল-আ'লা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব, আমর ইব্ন হারিছ, বুকাইর ইব্ন আশাজ্জ, বিশর ইব্ন সাঈদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি' (রাসূলুল্লাহ্ -এর মুক্ত গোলাম)-এর সূত্রে বর্ণিত। হারুরিয়ায় গমনকারী খারিজী মতাবলম্বী লোকেরা যখন বেরিয়ে গেল তখন তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি') আলী ইব্ন আবূ তালিবের সংগে ছিলেন। তারা বলতে লাগলো لا حكم إلا لله - হুকুম একমাত্র আল্লাহ্র। তখন আলী (রা) বললেন, কথা তো হক কিন্ত উদ্দেশ্য খারাপ (كلمة حق اريد بها باطل)। রাসূলুল্লাহ্ কতিপয় লোকের নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, সে নিদর্শনগুলো আমি এদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে দেখতে পাচ্ছি। তারা মুখে সত্য কথা বলবে কিন্তু এ কথা তাদের এ স্থান অতিক্রম করবে না। এ সময় তিনি নিজ কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করেন। তারা সৃষ্টি জগতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক। তাদের মধ্যে একজন কাল লোক হবে। তার একটি হাত বকরীর স্তনের মত অথবা স্তনের বোঁটার মত। যখন আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করলেন তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে তালাশ কর। তারা তালাশ করলো। কিন্তু কিছুই পেল না। তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও এবং আরও তালাশ কর। আল্লাহ্র কসম! আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমার

নিকট মিথ্যা বলা হয়নি। এ কথা তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন। অবশেষে তারা তাকে লাশের স্তূপের মধ্যে পেয়ে গেল। তাকে উঠিয়ে আলীর কাছে নিয়ে আসে এবং তার সামনে রেখে দেয়। উবাইদুল্লাহ্ বলেন, তাদের এ ঘটনাবলীর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম এবং আলী (রা) তাদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা আমি শুনেছিলাম। ইউনুস তার বর্ণনায় এ কথা অতিরিক্ত বলেছেন যে, বুকাইর বলেন, ইব্ন হুনাইন থেকে এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবন হুনাইন) সেই কাল লোকটিকে দেখেছেন। এ সূত্রে হাদীসটি কেবল মুসলিমই উল্লেখ করেছেন।

সূত্র ঃ ৬

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ইসমাঈল, আইয়ূব, মুহাম্মাদ, উবাইদাহ্ সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। উবাইদাহ্ বলেন, একদা আলী (রা)-এর সামনে খারিজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে খাটো হাত বা ছোট হাত কিংবা বলেছেন অসমাপ্ত হাত বিশিষ্ট এক লোক হবে। তোমরা অতি আবেগ আপ্লুত না হলে তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, আপনি এ কথা মুহাম্মদ ﷺ থেকে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি, এ কা'বাগৃহের মালিকের শপথ; হ্যাঁ, এ কা'বাগৃহের মালিকের শপথ; হ্যাঁ, এ কা'বা গৃহের মালিকের শপথ।

আহমাদ বলেন ঃ ওয়াকী', জারীর ইব্ন হাযিম ও আবূ আমির ইব্ন 'আলা, ইব্ন সীরীন, উবাইদাহ্ সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদল লোকের আবির্ভাব হবে। তাদের মাঝে খাটো হাত বিশিষ্ট এক লোক থাকবে। তোমরা যদি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করতে, তাহলে তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্র যে ওয়াদা নবী ﷺ-এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম। উবাইদাহ্ বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম— আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সে কথা শুনেছেন? তিনি বলরেন, হ্যাঁ, কা'বা গৃহের মালিকের শপথ; হ্যাঁ, কা'বা গৃহের মালিকে শপথ।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ইয়াযীদ, হিশাম, মুহাম্মদ, উবাইদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহরাওয়ানের খারিজীদের সম্পর্কে আলী (রা) বলেন, তাদের মধ্যে ছোট-হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি হবে। তোমরা যদি অতি আগ্রহী না হতে, তা হলে যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র পুরস্কারের যে ফয়সালা তাঁর নবীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে, তবে আমি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করতাম। উবাইদাহ্ বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি তা শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কা'বা ঘরের মালিকের শপথ। এ কথাটি আলী (রা) তিনবার শপথ করে বলেন।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ইব্ন আবূ আদী, ইব্ন আওন, মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাইদাহ্ আমাকে বলেছেন, আমি তাঁর (আলীর) থেকে যা শুনেছি, তা বাদে অন্য কিছু বলবো না। মুহাম্মদ বলেন, উবাইদা আমাদের কাছে কথাটি তিনবার শপথ করে বলেছেন। আর আলীও উবাইদার কাছে শপথ করেছেন। উবাইদা বলেন, আলী (রা) বলেছেন, তোমরা যদি

আবেগের আতিশয্য না দেখাতে, তা হলে যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্যে আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম। রাবী বলেন, আপনি কি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট থেকে এ কথা শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কা'বা গৃহের মালিকের শপথ, হ্যাঁ; কা'বা গৃহের মালিকের শপথ; হ্যাঁ, কা'বা গৃহের মালিকের শপথ। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি থাকবে যার হাত হবে খাটো বা ছোট বা অপূর্ণ।

এ হাদীস ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার সনদ এ রকম ঃ ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়া ও হাম্মাদ ইব্ন যাইদ উভয়ে আইয়ূব থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না থেকে, তিনি ইব্ন আদী থেকে, তিনি ইব্ন আওন থেকে উভয়ে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন থেকে, তিনি উবাইদা থেকে, তিনি আলী থেকে। আমরা এ হাদীস বিভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ স্থানে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন থেকে সনদের ধারা বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন হলফ করে বলেছেন যে, তিনি উবাইদা থেকে শুনেছেন। উবাইদা হলফ করে বলেছেন যে, তিনি আলী (রা) থেকে শুনেছেন। আর আলী (রা) হলফ করে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন। আলী (রা) আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আসমান থেকে যমীনে পড়ে মৃত্যু বরণ করাও আমার নিকট শ্রেয়।

সূত্র ঃ ৭

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল বলেন ঃ ইসমাঈল আবূ মা'মার, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদরীস, আসিম ইব্ন কুলাইব সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা কুলাইব বলেন, আমি একবার আলীর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় একজন লোক তার কাছে আগমন করে। পরিধানে তার সফরের পোশাক। সে আলীর কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি আগন্তুককে উপেক্ষা করে লোকজনের সাথে কথা বলতে থাকেন। আলী (রা) বললেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাই। তাঁর কাছে তখন আয়েশা (রা) বসেছিলেন। এ সময় তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এমন অবস্থা যে দিন হবে সে দিন তুমি কি করবে ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা কুরআন পড়বে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন থেকে তারা এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে চলে যায়। তাদের মাঝে খাটো-হাত বিশিষ্ট এক লোক হবে। তার হাত দু'টি দেখতে হাবশী নারীদের স্তনের ন্যায় মনে হবে। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি— আমি কি তোমাদেরকে জানিয়েছি *যে সে তাদের* মাঝে আছে ? এরপর তিনি হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। এছাড়াও এ হাদীস আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ আবূ খাইছামাহ্ যুহাইর ইব্ন হারব থেকে, কাসিম ইব্ন মালিক থেকে, তিনি আসিম ইব্ন কুলাইব থেকে, তিনি তার পিতা (কুলাইব) থেকে, তিনি আলী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ সনদ খুবই মযবুত।

সূত্র ঃ ৮

হাফিজ আবূ বকর খতীবে বাগদাদী বলেন ঃ আবুল কাসিম আযহারী, আলী ইব্ন আবদুর রাহমান আল কিনানী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতা, সুলাইমান আল-হাযরামী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল হামীদ আল হামানী, খালিদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, আতা ইব্ন ছায়িব, মাইসারাহ্

সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ জুহাইফাহ বলেছেন, আমরা যখন হারুরাহ্[১] যুদ্ধ শেষ করি, তখন আলী (রা) বললেন, ওদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যার বাহুর মধ্যে হাড় নেই এবং বাহুটি দেখতে স্তনের বোঁটার ন্যায় দেখায়। বোঁটার উপর কয়েকটি লম্বা কোকড়ান চুল আছে। লোকজন তাকে তালাশ করলো। কিন্তু পেল না। বর্ণনাকারী জুহাইফা বলেন, আলী (রা) তখন এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে অমন বিচলিত হতে আর কখনও দেখিনি। লোকজন এসে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা তো তাকে তালাশ করে পেলাম না। আলী (রা) বললেন, সর্বনাশ তোমাদের। এই জায়গাটির নাম কি ? তারা বললো, এ জায়গার নাম নাহরাওয়ান। তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যে বলছো, সে অবশ্যই এদের মাঝে আছে। এরপর আমরা লাশগুলো ওলট-পালট করে দেখলাম। কিন্তু তাকে পেলাম না। অগত্যা আমরা আলীর কাছে ফিরে এসে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা তো তাকে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, এ স্থানটির নাম কি ? আমরা বললাম, নাহরাওয়ান। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আর তোমরা মিথ্যা বলছো। সে অবশ্যই এদের মধ্যে আছে। তখন লোকজন গিয়ে আবারও খুঁজতে লাগলো। শেষে পার্শ্ববর্তী এক নালার মধ্যে তাকে পেয়ে গেলাম এবং সাথে করে নিয়ে আসলাম। আমি তার বাহুর দিকে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, তাতে কোন হাড় নেই। নারীদের স্তনের বোঁটার মতো দেখা যাচ্ছে। আর তাতে কয়েকটি লম্বা চুল কুকড়িয়ে আছে।

সূত্র ঃ ৯

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আবূ সাঈদ (বনু হাশিমের মুক্ত গোলাম), ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম আল আবাদী, আবূ কাছীর (আনসারের মুক্ত গোলাম) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহরাওয়ানবাসীরা যে স্থানে নিহত হয়েছিল সে স্থানে আমি আমার মুনীবের সাথে আলী ইব্ন আবূ তালিবের সংগে ছিলাম। আমি তখন উপলব্ধি করলাম যে, ওদেরকে হত্যা করায় মুসলমান সৈন্যগণ মনে মনে ব্যথিত হয়েছে। তখন আলী (রা) বললেন, হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এমন এক সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, যারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে। যেমন তীর তার লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে চলে যায়। এরা আর কখনও দীনের মধ্যে ফিরে আসবে না। যেমন ফিরে আসে না নিক্ষিপ্ত তীর ধনুকের তূণের মধ্যে। ঐ সম্প্রদায়ের নিদর্শন এই যে, তাদের মধ্যে খাটো-হাত বিশিষ্ট একজন কৃষ্ণকায় লোক থাকবে। তার একটি হাত মহিলাদের স্তনের মত দেখাবে! তাতে একটি বোঁটা থাকবে মেয়ে লোকের স্তনের বোঁটার ন্যায়। বোঁটার চারপাশে থাকবে সাতটি চুল। তোমরা তাকে তালাশ কর। আমি তাকে ওদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তারা তাকে তালাশ করে নদীর পাড়ে অন্যান্য লাশের নিচে পেয়ে গেল এবং সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসলো! হযরত আলী (রা) আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। তার গলায় একটি আরবী ধনুক ঝুলান ছিল। তিনি তা নিজ হাতে তুলে নিয়ে তার সেই খাটো হাতের উপর মারছিলেন এবং মুখে বলছিলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য বলেছেন। অন্যান্য সবাই খাটো-হাত ওয়ালাকে দেখেই আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেয় এবং

---

১. হারুরিয়া ঃ খারিজী সম্প্রদায়ের একটি অংশের নাম, কূফার একটি গ্রামের নাম হারূরা, এখানে তারা সমবেত হয়ে আহলে আদল—ন্যায়বাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অংগীকারাবদ্ধ হয়। এ কারণে তাদেরকে হারুরিয়া বলা হয়।

খুশি প্রকাশ করে। ইতিপূর্বে তাদের অন্তরে যে ব্যথা-দুশ্চিন্তা ছিল তাও দূর হয়ে যায়। এ হাদীস শুধু আহমাদই বর্ণনা করেছেন।

সূত্র ঃ ১০

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বলেন ঃ আবূ খাইছামাহ্, শাবাবাহ্ ইব্ন সাওয়ার, নাঈম ইব্ন হাকীম, আবূ মারইয়াম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদল লোক হবে যারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। সুখবর তাদের জন্যে যারা তাদের হত্যা করতে পারবে। বস্তুত মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করেছিল। তাদের নিদর্শন হলো খাটো-হাত বিশিষ্ট এক লোক।

আবূ দাউদ তার সুনান গ্রন্থে লিখেছেন ঃ বিশ্র ইব্ন খালিদ, শাবাবাহ্ ইব্ন সাওয়ার, নাঈম ইব্ন হাকীম, আবূ মারইয়াম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ হাত-খাটো লোকটি সেই দিনগুলোতে আমাদের সাথে ছিল। দিন-রাত সে আমাদের সাথে মসজিদে বসেছে। সে ছিল দরিদ্র। মিসকীন লোকদের সাথে থাকতে দেখেছি। অন্য লোকদের সাথে সে আলীর বাড়িতে খানায় অংশগ্রহণ করতো। আমি তাকে আমার টুপি দান করেছি। আবূ মারইয়াম বলেন, হাত-খাটো লোকটির নামডাক ছিল স্তনওয়ালা নাফি'। তার হাতখানা ছিল মহিলাদের স্তনের ন্যায়। হাতের শেষ প্রান্তে স্তনের বোঁটার ন্যায় একটি বোঁটা ছিল। বোঁটার উপর বিড়ালের মোঁচের মতো কতিপয় চুল ছিল।

সূত্র ঃ ১১

হাফিজ আবূ বকর বাইহাকী তার দালাইল গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ আলী রোযবারী, আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন শাওযাব আল-মাকরী আল-ওয়াসিতী ; শু'আইব ইব্ন আইয়ুব, আবূল ফযল ইব্ন দুকাইন, সুফিয়ান ছাওরী, মুহাম্মদ ইব্ন কাইস সূত্রে তার সম্প্রদায়ের আবূ মূসা নামক এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা খাটো হাতওয়ালাকে সন্ধান কর। লোকজন সন্ধান করলো। কিন্তু তাকে পেলো না। হযরত আলী (রা) তখন পেরেশানীতে ঘর্মাক্ত হয়ে যান এবং বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকেও মিথ্যা সংবাদ বলা হয়নি। এরপর আরও অনুসন্ধানের পর তাকে নদীর মধ্যে বা গর্তের মধ্যে পাওয়া যায়। আলী (রা) তখন কৃতজ্ঞতার সিজদা করেন।

সূত্র ঃ ১২

আবূ বকর বায্যার বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার, আবদুস-সামাদ, সুওয়াইদ ইব্ন উবাইদ আল-'আজালী, আবূ মূসা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারূরিয়াদের সাথে যুদ্ধের সময় আমি হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিবের সংগে ছিলাম। আমার সাথে ছিল আমার মাওলা। আলী (রা) ঘোষণা করলেন, ওদের মাঝে এক ব্যক্তি আছে যার একটি হাত মহিলাদের স্তনের ন্যায়– তাকে তোমরা খুঁজে বের কর। নবী ﷺ আমাকে জানিয়েছেন য, সে আমার প্রতিপক্ষ হবে। এ কথা শুনে লোকজন শত্রুদের লাশগুলো উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখলো। কিন্তু

তাকে পেল না। তারা বললো, খেজুর বৃক্ষের নিচে সাতটি লাশ পড়ে আছে সেগুলো আমরা উল্টিয়ে দেখিনি। আলী (রা) বললেন, বল কি ? সর্বনাশ তোমাদের। ওগুলোর মধ্যে ভাল করে দেখ। আবূ মূসা বলেন, আমি দেখলাম, সেই লোকটির দু' পায়ে দু'টি রশি বাঁধা আছে। লোকজন রশি ধরে তাকে টেনে এনে আলী (রা)-এর সম্মুখে রেখে দিল। তাকে দেখে আলী (রা) সিজদায় পড়ে যান। তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে তারা জান্নাতে যাবে। আর ওদের নিহতরা যাবে জাহান্নামে। বর্ণনা শেষে বায্যার বলেন, আবূ মূসা আলী (রা) থেকে এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

সূত্র ঃ ১৩

বায্যার বলেন ঃ ইউসূফ ইব্ন মূসা, ইসহাক ইবন্ সুলাইমান আর-রাযী। আবূ সুফিয়ান, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাকীক ইব্ন সালমা অর্থাৎ আবূ ওয়াইলকে বললাম, আমাকে যীছ-ছুদাইয়া সম্পর্কে কিছু জানাও। শাকীক বললো, আমরা যখন তাদের সাথে যুদ্ধ করলাম, তখন আলী বললেন, তোমরা এই এই আলামত বিশিষ্ট লোকটিকে তালাশ কর। আমরা তালাশ করলাম। কিন্তু তাকে পেলাম না। আলী (রা) এ সংবাদ শুনে কাঁদলেন। তিনি বললেন, তোমরা তাকে আরও তালাশ কর। আল্লাহ্র কসম! আমি মিথ্যা কথা বলিনি এবং আমাকেও মিথ্যা কথা বলা হয়নি। রাবী বলেন, আমরা তালাশ করলাম। কিন্তু তার সন্ধান পেলাম না। শুনে আলী (রা) আবারও কাঁদলেন এবং বললেন, তাকে তালাশ কর। আল্লাহ্র কসম! আমি মিথ্যা বলিনি। আর আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি। রাবী বলেন, আমরা আবারও তালাশ করলাম। কিন্তু তাকে পেলাম না। রাবী বলেন, এবার তিনি তার শাহবা নামক খচ্চরের উপর আরোহণ করলেন। তখন আমরাও তালাশে বের হলাম এবং এবার তাকে একটা খেজুর গাছের নিচে পেয়ে গেলাম। হযরত আলী তাকে দেখে সিজদায় চলে যান। বায্যার বলেন, হাবীব শাকীকের সূত্রে আলী থেকে এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।

সূত্র ঃ ১৪

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বলেন ঃ উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারীরী, হাম্মাদ ইব্ন যাইদ, জামীল ইব্ন মুর্রাহ্, আবুল ওয়াসী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) যখন নাহরাওয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা খাটো হাতওয়ালা লোকটিকে খুঁজে বের কর। লোকেরা তাকে নিহতদের মধ্যে খোঁজ করলো। কিন্তু পেল না। তারা আলীকে জানালো যে, আমরা তাকে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, ফিরে গিয়ে আবার তালাশ কর। আল্লাহ্র কসম! আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি। তারা ফিরে গিয়ে আবারও তালাশ করলো কিন্তু পেল না। এভাবে বারবার তারা তালাশ করে এবং তিনি বারবার তাদেরকে ফেরত পাঠান। প্রতি বারেই তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি মিথ্যা বলিনি, আর আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি। অবশেষে তারা তাকে লাশের নিচে মাটিমাখা অবস্থায় দেখতে পায়। সেখান থেকে তাকে বের করে আলীর কাছে নিয়ে আসে। আবুল ওয়াযী বলেন, আমি যেন তাকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। নিরেট কাল হাবশী, স্তন বাহুর সাথে মিশে আছে। তার একটি হাত দেখতে মহিলাদের স্তনের মতো। তাতে কাঠ বিড়ালীর লেজের চুলের

ন্যায় কিছু চুল আছে। আবূ দাউদ এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন হিসাব, হাম্মাদ ইব্‌ন যাইদ, জামীল ইব্‌ন ইবন মুররাহ্, আবুল ওয়াযী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুল ওয়াযীর নাম উবাদ ইব্‌ন নুসাইব। তবে আবূ দাউদ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ আরও বলেন ঃ হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ শা'ইর, আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সালিহ্ সূত্রে বর্ণিত। তার নিকট আবুল ওয়াযী উবাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা হারূরাহ্ থেকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের সাথে কূফায় ফিরে আসছিলাম। দু'দিন বা তিনদিন চলার পর আমাদের থেকে অনেকগুলো লোক আলাদা হয়ে চলে যায়। আমরা আলী (রা)-কে ঘটনা জানালাম। তিনি বললেন, তাদের ব্যাপারে তোমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। ওরা আবার চলে আসবে। এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব আল্লাহ্‌র প্রশংসাপূর্বক বলেন ঃ আমার বন্ধু আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐ দলের নেতৃত্ব দিবে একজন খাটো হাতওয়ালা লোক। তার স্তনের বোঁটায় কাঠ বিড়ালীর লেজের চুলের ন্যায় কিছু চুল হবে। তোমরা তাকে তালাশ কর। কিন্তু তালাশ করে তাকে পাওয়া গেল না। আমরা এসে আলী (রা)-কে জানালাম যে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ জওয়াব শুনে তিনি বলতে লাগলেন, ওগুলো ভাল করে উলটপালট করে দেখ। ইতিমধ্যে জনৈক কূফাবাসী এসে বললো, এই তো সে। তখন আলী (রা) বললেন, আল্লাহু আকবার। তোমাদের মাঝে এমন কেউ আসবে কি যে তোমাদেরকে জানাতে পারবে যে, এর পিতা কে ? লোকজন বলতে লাগলো। এই তো মালিক, এই তো মালিক। আলী (রা) বললেন, কার পুত্র সে ?

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ আরও বলেন ঃ হাজ্জাজ ইব্‌ন শা'ইর, আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সালিহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূল ওয়াযী ইবাদ তাকে বলেছেন ঃ আমরা আলী (রা)-এর সাথে কূফায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম। এরপর তিনি খাটো-হাত বিশিষ্ট লোকটির বর্ণনা দেন। আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মিথ্যা বলি নাই, আর আমার কাছেও মিথ্যা বলা হয় নাই। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। জেনে রেখ, আমার বন্ধু আমাকে জিনদের তিন ভাই সম্পর্কে বলেছেন। এ হচ্ছে তাদের মধ্যে বড়। দ্বিতীয় জিনের বিরাট এক বাহিনী আছে। আর তৃতীয় জিনের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে। উপরোক্ত সনদে বর্ণিত এ হাদীস খুবই অপ্রসিদ্ধ। যদি এ হাদীস সহীহ হয়, তবে হতে পারে, যুছ্-ছুদাইয়া জিন ছিল। বরং বলা যায়, সে ছিল শয়তান— হয় মানুষ শয়তান না হয় জিন শয়তান।

যাই হোক, এ হাদীস আলী (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে এতে অধিক সংখ্যক লোক এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কোন মিথ্যার উপরে এতো লোকের একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন রাবীর বর্ণনায় শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও মূল ঘটনা সবাই বর্ণনা করেছেন। আসল কথা ও প্রকৃত অর্থ বর্ণনার মধ্যে সকল রাবীর মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খারিজীদের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এবং তাদের নিদর্শন হিসেবে যুছ্-ছুদাইয়া সম্পর্কে যা বলেছেন—সে সম্পর্কে আলীর বর্ণনার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। সামনে দেখা যাবে যে, হযরত আলী (রা) ছাড়াও বেশ কিছু সাহাবীও ঐ ঘটনা নিজ নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন।

যে সব সাহাবী থেকে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আনাস ইব্ন মালিক, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ রাফি' ইব্ন আমর আল-গিফারী, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, আবূ সাঈদ সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান আনসারী, সুহাইল ইব্ন হানীফ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, আলী, আবূ যার্র ও উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)।

এ ব্যাপারে প্রথমে আমরা আলী (রা) বর্ণিত হাদীস বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছি। কেননা তিনি হলেন খলীফা চতুষ্টয়ের অন্যতম, আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন এবং ঘটনার সাথে জড়িত। এরপর আমরা ইব্ন মাসউদ বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করবো। কেননা খারিজী সম্প্রদায়ের ঘটনার পর সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই প্রথম ইনতিকাল করেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণিত

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বুকাইর, আবূ বকর ইব্ন 'আইয়াশ, আসিম, যার্র, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শেষ যুগে একদল লোক বের হবে, জ্ঞানের দিক থেকে তারা হবে মূর্খ এবং তাদের বয়স হবে কম। তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের ন্যায় উত্তম কথা বলবে। তারা মুখে কুরআন পাঠ করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে। যারা তাদের নাগাল পাবে তারা যেন তাদেরকে হত্যা করে। কেননা তাদেরকে হত্যা করার মাঝে রয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট প্রতিদান ঐ ব্যক্তিদের জন্যে যারা তাদেরকে হত্যা করবে। তিরমিযী এ হাদীস আবূ কুরাইবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মাজাহ্ এ হাদীস আবূ বকর ইব্ন আবূ শাইবাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন যুরারাহ্ থেকে। তারপর তিনজনই আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী একে হাসান সহীহ বলেছেন। ইব্ন মাসউদ খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে ইনতিকাল করেন। কাজেই খারিজীদের সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা অধিক শক্তিশালী।

তৃতীয় হাদীস ঃ আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণিত

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ইসমাঈল, সুলাইমান তাইমী, আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন বলে আমাকে জানান হয়েছে, তবে আমি নিজে তাঁর থেকে শুনিনি। সে কথাটি হলো-"তোমাদের মধ্যে একটি দল হবে, যারা নির্জনে ইবাদত করবে ও দীনের আনুগত্য করবে। এমনভাবে তা করবে যে মানুষ তা দেখে মোহিত হবে এবং তারা নিজেরাও আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। অথচ দীন থেকে তারা এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন বের হয়ে যায় তীর তার শিকার ভেদ করে।

ভিন্ন সূত্র ঃ ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আওযা'ঈ কাতাদা সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক ও আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। আহমাদ বলেন, আবুল মুগীরা আনাসের সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন। এরপর বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে মতভেদ ও অনৈক্য দেখা দিবে। একদল এমন হবে যারা কথা বলবে উত্তম, কিন্তু কাজ করবে খারাপ। (يحسنون القيل ويسيئون الفعل) তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে

নামবে না।। তাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাত নিম্ন মনে হবে এবং তাদের সওমের তুলনায় তোমাদের সওম তুচ্ছ মনে হবে। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর তার লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বের হয়ে যায়। তীর যেমন নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর ধনুকে ফিরে আসে না, তারাও আর দীনের মধ্যে ফিরে আসবে না। তারা হবে সৃষ্টিকুলের নিকৃষ্টতম লোক এবং স্বভাব-চরিত্রে সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ। যারা তাদেরকে হত্যা করবে, তাদের জন্যে সুসংবাদ। তারা মানুষকে আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তার কিছুই তাদের মধ্যে থাকবে না। যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করবে।

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের নিদর্শন কি হবে ? তিনি বললেন, মুণ্ডিত মস্তক। আবূ দাঊদ এ হাদীস তার সুনান গ্রন্থে নাসর ইব্ন আসিম আনতাকী, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম ও কাইস ইব্ন ইসমাঈল হালবী, উভয়ে আওযাঈ থেকে কাতাদা ও আবূ সাঈদ সূত্রে আনাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও আবূ দাউদ ও ইবন মাজাহ্ এ হাদীস আবদুর রায্যাক, মা'মার, কাতাদা সূত্রে কেবল আনাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বায্যার আবূ সুফিয়ান ও আবূ ইয়া'লার সূত্রে তারা ইয়াযীদ রুক্কাশীর সূত্রে এবং উভয়ে আনাস ইব্ন মালিক থেকে খারিজীদের সম্বন্ধে আবূ সাঈদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সামনে এ হাদীস বর্ণিত হবে।

চতুর্থ হাদীস ঃ জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণিত

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ হাসান ইব্ন মূসা, ইব্ন শিহাব, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, আবুয্-যুবাইর সূত্রে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিইর্‌রানায় আমি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সংগে ছিলাম। বিলালের কাপড়ের মধ্যে রাখা রৌপ্য তিনি মানুষের মধ্যে বণ্টন করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইনসাফ করুন। তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি যদি ইনসাফ না করে থাকি তবে আর কে ইনসাফ করবে ? ইনসাফ না করলে তো আমিই ব্যর্থ হবো। এ সময় উমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিককে হত্যা করে ফেলি। তিনি বললেন, আল্লাহ্র পানা চাই— তা হলে লোকে বলবে, আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। এই ব্যক্তি ও তার সংগীরা কুরআন পাঠ করে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যায়, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আলী ইব্ন আইয়াশ, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, আবুয্-যুবাইর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমার চোখ দেখেছে ও কান শুনছে। রাসূলুল্লাহ্ﷺ জিইর্‌রানায় অবস্থানকালে বিলালের কাপড়ে রক্ষিত রৌপ্য হাতে নিয়ে মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো,– আপনি ন্যায়ভাবে করুন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন, তোমার সর্বনাম হোক! আমি যদি ন্যায়ভাবে না করি, তবে আর কে ন্যায়ভাবে করবে ? তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি এ খবীছ মুনাফিককে হত্যা করে দিই। রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন, আল্লাহ্র আশ্রয় চাই, তা হলে লোকে বলাবলি করবে যে, আমি আমার সাথীদেরকে হত্যা করি।

এ লোক এবং তার সহচররা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর মধ্যে প্রবেশ করে না। এরা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যায়, যেমন বের হয়ে যায় তীর তার শিকার ভেদ করে। এরপর ইমাম আহমাদ আরও একটি সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেন। সনদটি এই ঃ

আবূ মুগীরা, মুআয ইব্‌ন রিফাআ, আবুয্‌-যুবাইর সূত্রে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জিইর্‌রানায়[১] থেকে হাওয়াযিন যুদ্ধের গনীমত বণ্টন করেন, তখন বনু তামীমের এক লোক দাঁড়িয়ে বললো, হে মুহাম্মদ! ন্যায়নীতি অবলম্বন করুন। তিনি বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক, আমি ন্যায়-নীতি অবলম্বন না করলে আর কে আছে যে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করবে ? আমি যদি ন্যায়-নীতি অবলম্বন না করি তা হলে তো আমিই বঞ্চিত হয়ে যাব। উমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি উঠে এই মুনাফিককে হত্যা করে দিব না ? তিনি বললেন, আল্লাহর আশ্রয় চাই, তা করা হলে উম্মতরা পরস্পর শুনতে থাকবে যে, মুহাম্মদ তাঁর সাথীকে হত্যা করে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই লোক এবং তার সংগীরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। এরা দীন থেকে বের হয়ে যায়, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়।

মু'আয বলেন, আবুয্‌-যুবাইর আমাকে বলেছেন যে, আমি এ হাদীস যুহরীর কাছে পেশ করেছি। তিনি এর কোন বিষয়ে আপত্তি ও বিরোধিতা করেননি। শুধু তিনি বলেছেন (سهم অর্থ) النضو। (ফলক ও কাঁটাবিহীন তীর) আমি বললাম, القدح। (ফলক ও কাঁটাযুক্ত তীর)। তিনি বললেন, তুমি কি আরবের লোক নও ? ইমাম মুসলিম এ হাদীস মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্, লাইছ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না সূত্রে এবং ইমাম নাসাঈ-লাইছ, মালিক ইব্‌ন আনাসের সূত্রে এবং তারা সবাই-ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাফি' ইব্‌ন আমর আনসারী ও আবূ যার্র (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম হাদীস ঃ বর্ণনাকারী- সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উহাইব যুহরী, অপর নাম সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান বলেন ঃ হুমাইদী, সুফিয়ান ইব্‌ন উইয়াইনা, আলা ইব্‌ন আবূ আইয়াশ, আবুত্ তুফাইল, বকর ইব্‌ন কারওয়াশ সূত্রে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুছ্‌ছাদিয়্যার (স্তনওয়ালা) প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক বলেন, সে হচ্ছে পর্বত গুহার শয়তান,-অশ্বের রাখাল। বুজাইল গোত্রের এক লোক তাকে নামিয়ে আনে। লোকটির নাম আশহাব বা ইবনুল আশহাব। সে কওমের মধ্যে অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুফিয়ান বলেন, 'আম্মারুয্‌-যাহবী আমাকে জানিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি আগমন করে-যার নাম আশহাব। ইমাম আহমাদ এ হাদীস সুফিয়ান ইব্‌ন উইয়াইনাহ্ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে লেখা আছে, গিরিগুহায় অবস্থানকারী শয়তান, যাকে বুজাইলা গোত্রের এক ব্যক্তি নামিয়ে দেয়। ইমাম বুখারী আলী ইব্‌ন মাদানী থেকে বর্ণনা করেন যে, বাকর ইব্‌ন কারওয়াশের নাম এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও শুনিনি।

---

১. জিইররানাহ্ বা জি'রানা ঃ পবিত্র মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী একটি কূপের নাম। পবিত্র মক্কা থেকে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত।

ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয, তার পিতা মু'আয, শু'বাহ্, আবূ ইসহাক, হামিদ হামদানী সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, পর্বত-গুহার শয়তানকে আলী (রা) হত্যা করেছেন। হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী বলেন, এর অর্থ হলো আলীর নির্দেশে তার সাথীরা তাকে হত্যা করে। হাইছাম ইব্ন আদী বলেন ঃ ইসরাঈল ইব্ন ইউনুস তার পিতামহ ইসহাক সাবীঈর মাধ্যমে জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যে, আলী (রা) খারিজীদের হত্যা করেছেন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব পর্বত-গুহার শয়তানকে হত্যা করেছেন।

ষষ্ঠ হাদীস ঃ বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান আনসারী। তার থেকে বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত

সূত্র ঃ ১

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ বকর ইব্ন আবাসী, জামি' ইব্ন কাতার আল-হাবতী, আবূ রুবাতাহ্ শাদ্দাদ ইব্ন উমার আল-আনাসী সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অমুক, অমুক উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একজন লোক অতি উত্তম বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করছে। শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, তুমি তার কাছে চলে যাও এবং তাকে হত্যা করে এসো। রাবী বলেন, আবূ বকর তার কাছে চলে গেলেন। কিন্তু যখন তাকে ঐ অবস্থায় দেখলেন তখন তাকে হত্যা করা অপছন্দ করেন এবং তিনি নবী করীম (সা)-এর কাছে ফিরে এলেন। তখন নবী করীম (সা) উমর (রা)-কে বললেন, তুমি যাও এবং তাকে হত্যা কর। উমর (রা) গিয়ে তাকে ঐ অবস্থায় পান যে অবস্থায় আবূ বকর (রা) দেখেছিলেন। তিনি হত্যা করতে কুণ্ঠিত হন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে বলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ্! আমি তাকে অতিশয় বিনয় অবস্থায় ইবাদত করতে দেখেছি। সে জন্যে তাকে হত্যা করতে সংকোচ বোধ করেছি। এবার তিনি আলী (রা)-কে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে হত্যা কর। আলী (রা) গিয়ে তাকে তথায় না পেয়ে ফিরে এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে দেখতে পাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এই ব্যক্তি এবং তার সমর্থকরা কুরআন পাঠ করে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। এরপর আর কখনও তারা দীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমন নিক্ষিপ্ত তীর তূনির মধ্যে ফিরে আসে না। কাজেই ওদেরকে হত্যা কর। এরা সৃষ্টি জগতের মধ্যে নিকৃষ্টতম লোক। বায্যার তার মুসনাদ গ্রন্থে আ'মাশ, আবূ সুফিয়ান, আনাস ইব্ন মালিক এবং আবূ ইয়া'লা, আবূ খাইছামা, উমর ইব্ন ইউনুস, ইকরামা ইব্ন আম্মার ও ইয়াযীদ রুক্কাশী, আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে এই ঘটনা আরও দীর্ঘ ও অতিরিক্ত তথ্যসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

সূত্র ঃ ২

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আবূ আহমাদ, সুফিয়ান, হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত, যাহ্হাক আল-মাশরিকী, আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) এ হাদীসের মধ্যে উল্লেখ

করেন, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের সময় একদল লোক বের হবে যাদেরকে তারাই হত্যা করবে যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী। এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। সামনে আবূ সালমার আলোচনায় আবূ সাঈদ সূত্রে আমরা এ হাদীস বর্ণনা করবো।

সূত্র ঃ ৩

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ওয়াকী', ইকরামা ইব্ন আম্মার, আসিম ইব্ন শামীখ সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন ব্যাপারে শপথ করতেন তখন তা অত্যন্ত সুদৃঢ় করতেন। তিনি বলেছেন ঃ ঐ সত্তার কসম যার হাতের মুঠোয় আবুল কাসিমের জীবন, আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক বের হবে যাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমল অতি তুচ্ছ মনে হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাদের চিনবার মতো কোন নিদর্শন আছে কি ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে দুই (খাটো) হাতওয়ালা কিংবা দু'স্তনওয়ালা একজন পুরুষ লোক থাকবে এবং তারা হবে মস্তক মুণ্ডিত। আবূ সাঈদ বলেন, বিশজন কিংবা বিশের বেশি সংখ্যক সাহাবী আমাকে বলেছেন যে, আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করেছেন। বর্ণনাকারী (আসিম) বলেন, আবূ সাঈদ বৃদ্ধকালে হাত-কাঁপা অবস্থায় উপনীত হয়েও বলতেন, আমার মতে ওদেরকে হত্যা করা সমসংখ্যক (দুর্ধর্ষ) তুর্কী হত্যা করার চেয়ে অধিক হালাল। আবূ দাঊদ এ হাদীস আহমাদ ইব্ন হাম্বলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সূত্র ঃ ৪

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আবদুর রায্যাক, সুফিয়ান, তার পিতা (উইয়াইনা), ইব্ন আবূ নুআইম সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে কিছু মাটি মিশ্রিত স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা আক্রা' ইব্ন্ হাবিস হানযালী- তিনি বনু মুজাশী'র একজন, উইয়াইনা ইব্ন বদর আল-ফাযারী, আলকামা ইব্ন উলাছাহ্ অথবা বনু কিলাবের আমীর ইবনুত্ তুফাইল ও বনু নুবহানের যাইদ আল-খাইল তাঈর মধ্যে বণ্টন করে দেন। এতে কুরাইশ ও আনসাররা ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, আপনি নজদের সর্দারদের দিচ্ছেন আর আমাদের বাদ দিচ্ছেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তাদের মন আকৃষ্ট করার জন্যে এরকম করছি। ইতিমধ্যে কোটরাগত চোখ, উঁচু কপাল, ঘন দাড়ি, ফোলা গাল, মুণ্ডিত মস্তক এক ব্যক্তি এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্কে ভয় কর। তিনি বললেন, আমি যদি আল্লাহ্র অবাধ্য হই, তবে তাঁর আনুগত্য করবে কে ? পৃথিবীর অধিবাসীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ আমাকে বিশ্বাস করেন অথচ তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছো না। উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে একজন তাকে হত্যা করার জন্যে নবী করীম ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। সম্ভবত তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ হবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। এরপর লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ লোকটির বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে বেরিয়ে যায় তীর শিকার ভেদ করে। তারা মূর্তিপূজকদের

বাদ দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করবে। আমি যদি তাদের পাই তা হলে অবশ্যই আদ সম্প্রদায়ের মত তাদের হত্যা করতাম। ইমাম বুখারী আবদুর রায্যাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ এরপর মুহাম্মদ ইব্ন ফুযাইল, আম্মারাহ্ ইব্ন কা'কা', আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ যু'ম সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন।

এ বর্ণনায় নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে, খালিদ ঐ লোকটিতে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিল। তবে এতে উমর কর্তৃক হত্যার প্রার্থনা অস্বীকার করা হয়নি। বুখারী ও মুসলিমে আম্মারা ইব্ন কা'কা' থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, এর ঔরস থেকে একদল লোক সৃষ্টি হবে। অথচ আমরা যে খারিজীদের আলোচনা করেছি তারা এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেনি। বরং আমার জানা মতে এ লোকের বংশ থেকে খারিজীদের একজন লোকও জন্ম হয়নি। হতে পারে তার বংশ বলে এখানে তার আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বুঝান হয়েছে। এ ব্যক্তির নাম যুল-খুওয়াইসিরা তামিমী, কারও মতে হারকূস।

সূত্র ঃ ৫

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আফ্ফান, মাহ্দী ইব্ন মাইমূন, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, মা'বাদ ইব্ন সীরীন সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, পূর্ব দিক থেকে একদল লোক বের হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এরপর আর কখনও তারা দীনের মধ্যে ফিরে আসবে না। যেমন তীর ছেড়ে দেওয়ার পর ধনুকে ফিরে আসে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, এদের নিদর্শন কি ? তিনি বললেন, এদের নিদর্শন মুণ্ডিত মস্তক বা নেড়ে-মাথা। ইমাম বুখারী এ হাদীস আবুন-নু'মান মুহাম্মদ ইব্ন ফযল সূত্রে মাহ্দী ইব্ন মাইমূন থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সূত্র ঃ ৬

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ, সুওয়াইদ ইব্ন্ নাজীহ্, ইয়াযীদ আল-ফকীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রা)-কে জানালাম, আমাদের মাঝে এমন কিছু লোকের প্রকাশ ঘটেছে যারা আমাদের চেয়ে উত্তমভাবে কুরআন পাঠ করে; আমাদের চেয়ে অধিক সালাত আদায় করে; আমাদের চেয়ে বেশি সেলায়ে রেহেমী রক্ষা করে; আমাদের চেয়ে অধিক পরিমাণ সাওম পালন করে। কিন্তু তারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। তখন আবূ সাঈদ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। এই সূত্রে এ হাদীস কেবল আহমাদই বর্ণনা করেছেন। সিহাহ সিত্তার কোন একটিতেও এ সূত্র বর্ণিত হয়নি। তবে হাদীসের সনদে কোন দোষ নেই। এর সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য। তাতে সুওয়াইদ ইব্ন নাজীহ অপ্রকাশিত।

সূত্র ঃ ৭

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আবদুর রায্যাক, মা'মার, যুহরী, আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু গনীমতের মাল বণ্টন

করছিলেন। এমন সময় তামীম গোত্রের যুল-খুওয়াইসারা এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি (বণ্টনে) ইনসাফ করুন। তিনি বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে ইনসাফ করবে কে ? উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, একে যেতে দাও। তার এমন কিছু সংগী-সাথী রয়েছে যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে খুব তুচ্ছ মনে হবে। আর তাদের সাওমের তুলনায় তোমাদের সাওমকে মূল্যহীন মনে হবে। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, তীর শিকার ভেদ করে যেমন বেরিয়ে যায়। এরপর তীরের পালক দেখা হবে কিন্তু তাতে কিছুই পাওয়া যাবে না। তারপর তীরের মধ্যবর্তী অংশ দেখা হবে, কিন্তু সেখানেও কিছুই পাওয়া যাবে না। এরপর তীরের কাঠের অংশ দেখা হবে কিন্তু সেখানেও কিছু পাওয়া যাবে না। এরপর তীরের অগ্রভাগ দেখা হবে কিন্তু তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভূড়ি ভেদ করে রক্তমাংস অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে।

এদের নিদর্শন হলো তাদের মধ্যে একজন কাল মানুষ থাকবে যার একটি বাহু মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় হবে অথবা বাড়তি মাংস টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধকালে আত্মপ্রকাশ করবে। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হয় ঃ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ (ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সদকা বণ্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। তাওবা ঃ ৫৮)।

আবূ সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছি। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী (রা) যখন তাদের সাথে যুদ্ধ করেন আমিও তার সাথে ছিলাম। তখন ঐ ব্যক্তিকে যেসব চিহ্নসহ সামনে আনা হয় যেসব চিহ্নের কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন। ইমাম বুখারী এ হাদীস আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, হিশাম ইব্ন ইউসুফ, মা'মার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বুখারী শু'বার সূত্রেও বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম এ হাদীস ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে মুসলিমের বর্ণনার আর একটি সূত্র এ রকম ঃ হারমালাহ্ ও আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান উভয়ে ইব্ন ওহাব থেকে, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আবূ সালমা ও যাহ্হাক হামদানী থেকে এবং উভয়ে আবূ সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

এরপর ইমাম আহমাদ এ হাদীস মুহাম্মদ ইব্ন মুসআব, আওযা'ঈ, যুহরী, আবূ সালমা ও যাহ্হাক মাশরিকী সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা করেন। এ বর্ণনায় আছে যে, উমর (রা)-ই ঐ লোকটিকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিল। এ বর্ণনায় আরও আছে যে, মুসলমানদের মতবিরোধকালে তাদের আবির্ভাব ঘটবে এবং দুই দলের মধ্যে মহান আল্লাহ্র নিকট অধিক পছন্দনীয় দল তাদেরকে হত্যা করবে। আবূ সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে আমি স্বয়ং এ কথা শুনেছি। আলী (রা) যখন তাদের সাথে যুদ্ধ করেন তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। এরপর নিহতদের লাশের মধ্যে তাকে তালাশ করা হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার যেসব আলামত বলেছিলেন সেসব আলামতসহ তাকে পাওয়া যায়।

ইমাম বুখারী এ হাদীস দুহাইম, ওয়ালীদ,আওযাঈ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আমি আবদুর রহমান ইব্ন মালিককে শুনিয়েছি যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিছ তাইমী, আবূ সালামাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ -কে বলতে শুনেছি। তোমাদের মাঝে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যাদের সালাতের কাছে তোমাদের সালাত নগণ্য বলে মনে হবে এবং তাদের সাওম ও আমলের সামনে তোমাদের সাওম ও আমল তুচ্ছ মনে হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারপর তীরের অগ্রভাগের লোহা পরীক্ষা করে দেখা হবে কিন্তু কিছুই দৃষ্ট হবে না। এরপর মধ্যবর্তী অংশ লক্ষ্য করা হবে কিন্তু কিছুই দৃষ্ট হবে না। তারপর পালকে নজর দেওয়া হবে কিন্তু সেখানেও কিছু দৃষ্ট হবে না। সে তার প্রতিও লক্ষ্য করবে।

আবদুর রহমান বলেন, এ হাদীস মালিক আমাদের নিকট এভাবে বর্ণনা করেছেন। আর বুখারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফের সূত্রে মালিক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না, আবদুল ওহাব, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম, আবূ সালামা ও আতা ইব্ন ইয়াসার সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াযীদ, মুহাম্মদ ইব্ন আমর, আবূ সালামার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবূ সাঈদের নিকট এসে বললো, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ -কে হারূরিয়্যাদের (খারিজীদের) সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, আমি তাঁকে এইরূপ আলোচনা করতে শুনেছি যে, একদল লোক হবে যারা দীনের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তাদের সালাতের সামনে তোমাদের সালাত তোমাদের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হবে। অনুরূপ তাদের সাওমের তুলনায় তোমাদের সাওম নগণ্য মনে হবে। পক্ষান্তরে তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এরপর শিকারী তার তীরের অগ্রভাগের লোহা পরীক্ষা করে দেখে কিন্তু তাতে কিছুই দেখে না। এরপর কাঠের অংশে লক্ষ্য করে দেখে কিন্তু সেখানেও কিছু দেখে না। এরপর পালকের প্রতি তাকায় যে এখানে কিছু লেগে আছে কি না ? ইবন মাজা এ হাদীস আবূ বকর ইব্ন আবূ শাইবার সূত্রে ইয়াযীদ ইব্ন হারূন থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সূত্র ঃ ৮

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ইব্ন আবূ আদী, সুলায়মান, আবূ নাযরা সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। নবী করীম একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করলেন যারা তাঁর উম্মতের মাঝেই সৃষ্টি হবে। তারা আবির্ভূত হবে ঐ সময় যখন মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। তাদের নিদর্শন এই যে, তাদের মাথা মুণ্ডান থাকবে। তারা সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট লোক এবং জঘন্য চরিত্রের অধিকারী হবে। তাদেরকে দু'দলের এমন একটি দল হত্যা করবে যারা হকের অধিক নিকটবর্তী হবে। এরপর নবী করীম তাদের একটি উপমা বর্ণনা করলেন অথবা বললেন ঃ এক ব্যক্তি শিকার ও লক্ষ্যস্থল ঠিক করে তীর নিক্ষেপ করলো। এরপর সে তীরের অগ্রভাগের লোহা পরীক্ষা করে দেখলো কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র রক্তও সে দেখতে পেল না। এরপর মধ্যবর্তী

অংশ পরীক্ষা করলো কিন্তু এখানেও সে কোন রক্ত দেখলো না। এরপর সে হাতল পরীক্ষা করে দেখলো কিন্তু তাতেও কিছু পেল না। আবূ সাঈদ বলেন, হে ইরাকবাসী! তোমরাই তাদেরকে হত্যা করেছো। এ ছাড়াও ইমাম আহমাদ এ হাদীস মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ আদী, সুলাইমান ইবন্ তাইখান তায়মী। আবূ নাযরা মুনযির ইব্ন মালিক ইব্ন কাত্আই সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

অষ্টম হাদীস ঃ বর্ণনাকারী সালমান ফারসী (রা)

হাইছাম ইব্ন আদী বলেন ঃ সুলাইমান ইব্ন মুগীরাহ্ সূত্রে হাসীদ ইব্ন হিলাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি কতিপয় লোকের একটি দলের নিকট আসে। সে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলো– এই তাঁবুটি কার ? তারা জানালো, তাঁবুটি সালমান ফারসীর। সে বললো, তোমরা কি আমার সাথে যাবে না ? তিনি আমাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন আর আমরা শুনবো। তাদের মধ্য হতে কয়েকজন তার সাথী হলো। লোকটি এদেরকে সাথে নিয়ে ঐ তাঁবুতে গিয়ে তাঁবুওয়ালাকে বললো, হে আবূ আবদুল্লাহ্! (সালমান ফারসী) আপনার তাঁবু যদি আমাদের কাছে হতো এবং আপনি আমাদের মধ্যে থাকতেন তা হলে আপনি আমাদেরকে নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন এবং আমরাও শুনে ধন্য হতাম! তিনি বললেন, তোমার পরিচয় কি ? লোকটি বললো, আমি অমুকের ছেলে অমুক। সালমান বললেন, তোমার সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে জেনেছি। আমার কাছে খবর এসেছে যে, তুমি মহান আল্লাহ্র রাস্তায় দ্রুত অগ্রসর হও; শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের সেবা-যত্ন কর। এর থেকে একটি বিষয়ও যদি তোমার থেকে লোপ পায় তা হলে তুমি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ আমাদেরকে অবহিত করে গেছেন। বর্ণনাকারীগণ বলেন, এই ব্যক্তিকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারিজীদের লাশের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

নবম হাদীস ঃ সাহল ইব্ন হুনাইফ আনসারী (রা) বর্ণিত

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আবুন-নযর, হাযাম ইব্ন ইসমাঈল আল-আমিরী। আবূ ইসহাক শাইবানী ইয়ুস্র ইব্ন আমর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে হারূরিয়্যাহ্ (খারিজী) সম্প্রদায় সম্পর্কে যা শুনেছেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যতটুকু শুনেছি ততটুকুই বলবো। তার থেকে বিন্দুমাত্রও বেশি বলবো না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি যাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তারা এই দিক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এ বলে তিনি ইরাকের দিকে হাতের ইশারা করলেন। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি কি তাদের কোন নিদর্শন উল্লেখ করেছেন ? তিনি বললেন, আমি এটুকুই শুনেছি। এর চেয়ে বেশি বলতে পারবো না। এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদের সূত্রে, মুসলিমে আলী ইব্ন মাসহার ও আওয়াম ইব্ন হাওশাবের সূত্রে এবং নাসাঈতে মুহাম্মদ ইব্ন ফুযাইলের সূত্রে সবগুলোই আবূ ইসহাক শাইবানী থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন ঃ আবূ বকর ইব্ন আবূ শাইবাহ্, আলী

ইব্‌ন মাসহার, শাইবানী, ইয়ুসর ইব্‌ন আমর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইব্‌ন হুনাইফকে জিজ্ঞেস করলাম– আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ -কে খারিজীদের সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। এ কথা বলে তিনি পূর্ব দিকে হাতের দ্বারা ইশারা করে বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা মুখে কুরআন পাঠ করে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এ হাদীস আবূ কামিল, আবদুল-ওয়াহিদ, সুলাইমান শাইবানী সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে এ কথা আছে যে, "সেখান থেকে একটি দল বের হবে।" আবূ বকর ইব্‌ন আবূ ও ইসহাক উভয়ে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। আবূ বকর বলেন ঃ ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব, আবূ ইসহাক শাইবানী, ইয়াসার ইব্‌ন আমর সূত্রে সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফ থেকে বর্ণিত। নবী করীম বলেন, একদল লোকের ফিৎনা পূর্বদিক থেকে আসবে। তাদের মস্তক মুণ্ডিত থাকবে।

দশম হাদীস ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণিত

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার বলেন ঃ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা, হাসান ইব্‌ন রাবী', আবুল আহ্‌ওয়াস, সাম্মাক, ইকরামা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য হতে একদল লোক কুরআন পাঠ করবে অথচ তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। ইব্‌ন মাজা এ হাদীস আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শাইবাহ্ ও সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ থেকে আবুল ওয়াসের সূত্রে তার সনদে বর্ণনা করেন।

একাদশ হাদীস ঃ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ইয়াযীদ,আবূ হিসাব ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ হাব্বা, শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য হতে একদল লোক বের হবে যাদের আমল হবে খারাপ। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। ইয়াযীদ বলেন, তিনি নিশ্চিতভাবে এ কথা বলেছেন যে, তোমরা তাদের আমলের তুলনায় নিজেদের আমলকে তুচ্ছ গণ্য করবে। তারা মুসলমানদের হত্যা করবে। এ দল যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তাদের জন্যে সুসংবাদ এবং যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্যেও সুসংবাদ। যখনই তারা মস্তক উত্তোলন করবে তখনই মহান আল্লাহ্ তাদেরকে নির্মূল করে দিবেন। যখনই তাদের মধ্য হতে কেউ মাথা উঁচু করবে তখনই মহান আল্লাহ্ তাদেরকে খতম করে দিবেন। যখনই তারা মথাচাড়া দিয়ে উঠবে তখনই মহান আল্লাহ্ তাদেরকে দাবিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ এ কথাটি বিশ বা ততোধিকবার উচ্চারণ করতে থাকেন এবং আমি শুনতে থাকি। ইমাম আহমাদ একাই এই সনদে বর্ণনা করেছেন। সালিম ও নাফি সূত্রে ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ বলেন ঃ ফিত্‌না এই দিক থেকে উত্থিত হবে যেখান থেকে শয়তানের শিং গজায়। এ সময় তিনি হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করেন।

দ্বাদশ হাদীস ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আবদুর রায্যাক, মা'মার কাতাদা সূত্রে শাহর ইব্ন হাওশাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার বাইআত গ্রহণের সময় যখন উপস্থিত হলো তখন আমি সিরিয়ায় গমন করি। সেখানে গিয়ে নওফুল বাকালীর[১] অবস্থান স্থল সম্পর্কে আমি অবগত হই। আমি তার নিকট চলে যাই। এমন সময় এক ব্যক্তি কাল কাপড় পরিধান করে তথায় আসে। তখন লোকজন সে স্থান ছেড়ে চলে যায়। দেখা গেল আগন্তুক ব্যক্তি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস। নওফ লোকটিকে দেখেই আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি শুনেছি– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শীঘ্রই হিজরতের পর হিজরত করার সময় আসবে। লোকজন ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের জায়গায় সমবেত হবে। মাটির উপরে কেবল নিকৃষ্ট লোকই বেঁচে থাকবে। তাদের স্বদেশ তাদেরকে নিক্ষেপ করবে। দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকে অপছন্দ করবেন। বিশেষ এক আগুন তাদেরকে বানর ও শূকরদের[২] সাথে এক জায়গায় একত্রিত করবে। তুমি তাদের সাথে রাত কাটাবে যখন তারা রাত যাপন করবে। তুমি তাদের সাথে দুপুরে শয়ন করবে, যখন তারা দুপুরে শয়ন করবে। তারা যা রেখে দিবে তাই তুমি আহার করবে।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি শুনেছি– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্য হতে একটি দল পূর্ব দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর মধ্যে প্রবেশ করবে না। যখনই তাদের কোন দল খাড়া হবে তখনই তাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে। এ কথাটি তিনি দশবারেরও অধিকবার উচ্চারণ করেন। যখনই তাদের কোন দল প্রকাশ হবে তখনই তাদেরকে শেষ করা হবে। এরপর যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদের মাঝে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। আবূ দাউদ তার সুনান গ্রন্থে এ হাদীসের প্রথম অংশ কাওয়ারীরী, মুআয ইব্ন হিশাম, তার পিতা কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ ও আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিবের বর্ণিত হাদীস পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ হাদীস ঃ আবূ যর (রা) বর্ণিত

মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ বলেন ঃ শাইবান ইব্ন ফাররূখ, সুলাইমান ইবন মুগীরা, হাবীব ইব্ন হিলাল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিত সূত্রে আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার পর আমার উম্মত থেকে অথবা অচিরেই আমার পর আমার উম্মত থেকে এমন এক কওম আবির্ভূত হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের হলকুম অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমন বেরিয়ে যায় তীর শিকার ভেদ করে। এরপর তারা আর দীনের দিকে ফিরে আসবে না। তারা হবে সৃষ্টি জগতের সর্ব নিকৃষ্ট লোক এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রও হবে নীচু ধরনের। ইব্ন সামিত বলেন, হাকিম গিফারীর ভাই রাফি' ইব্ন আমর গিফারীর সাথে সাক্ষাৎ করে আমি বললাম, আবূ যার থেকে এ কেমন হাদীস শুনলাম! রাফি' বললেন, এ হাদীস তো আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

---

১. নওফ ইব্ন ফুযালা আল-বাকালী, তাবিঈ, দামিশকের ইমাম।

২. ইয়াহূদী ও নাসারা

চতুর্দশ হাদীস ঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণিত

হাফিজ বাইহাকী বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিজ, আবূ সাঈদ ইব্ন আমর, আবুল আব্বাস আল-আসাম্ম, সারী ইবন্ ইয়াহ্ইয়া, আহমাদ ইব্ন ইউনুস, আলী ইব্ন আব্বাস, হাবীব ইব্ন মাসলামা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (রা) বলেছেন ঃ আয়েশা (রা) জানেন যে, নাহরাওয়ানের বিদ্রোহী সৈন্যরা মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক অভিশপ্ত। ইব্ন আব্বাস বলেন, পূর্বাঞ্চলে সৈন্যদেরকে উসমান (রা) হত্যা করেছেন। হাইছাম ইব্ন আদী বলেন ঃ ইসরাঈল, ইউনুস, [illegible] আবূ ইসহাক সাবীঈ, জনৈক ব্যক্তি সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, আলী (রা) খারিজীদের হত্যা করেছেন। এ সংবাদ শুনে আয়েশা (রা) বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব পর্বত গুহার শয়তান অর্থাৎ মাখদাজ– খাটো হাতওয়ালাকে হত্যা করেছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আম্মারা ইব্ন সুবাইহ, সাহ্ল ইব্ন আমির বাজালী, আবূ খালিদ, মুজালিদ, শা'বী, মাসরূক সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খারিজীদের প্রসংগ উল্লেখ করে বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে তারা হবে সর্ব নিকৃষ্ট লোক। যারা তাদেরকে হত্যা করবে, তারা হবে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ। বায্যার বলেন ঃ ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ, সুলাইমান ইব্ন করম, আতা ইব্ন সায়িব, আবুয্-যুহা, মাসরূক সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। মাসরূক বলেন, আমি দেখেছি, আলী (রা) সেই নিকৃষ্ট লোকগুলোকে হত্যা করেছেন। তারা হলো নাহরাওয়ানের খারিজী সম্প্রদায়। এরপর বায্যার বলেন ঃ আতা, আবুয-যুহা, মাসরূক সূত্রে কেবল এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আবার আতা থেকে সুলাইমান ইব্ন করম ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন কিনা জানি না। আবার সুলাইমান ইব্ন করমের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের সমালোচনা আছে। তবে প্রথমোক্ত সনদ এই সনদকে সমর্থন করছে। এবং এই সনদ প্রথম সনদকে সমর্থন করছে। ফলে উভয় সনদ একটা অন্যটার সম্পূরক। অবশ্য উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসের তুলনায় এ হাদীস গরীব— অপ্রসিদ্ধ।

ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব বর্ণিত আলী (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সে হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, আয়েশা (রা) খারিজীদের হাদীস বিশেষ করে স্তনওয়ালার বিষয়টা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হাদীসের এতগুলো সূত্র আমরা এ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করলাম। যাতে এগুলো পাঠ করার পর প্রত্যেকে বুঝতে পারে যে, খারিজী ও স্তনওয়ালার ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব এবং নবুওয়াতের অন্যতম শক্তিশালী দলীল। একাধিক ইমাম এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন।

মাসরূক বলেন, পরবর্তীকালে আমি স্তনওয়ালা সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর মতামত জানতে চাই। দেখলাম, অনেকগুলো সূত্র এ হাদীস হওয়ায় এর সত্যতা তিনি মেনে নিয়েছেন। হাফিজ আবূ বকর বাইহাকী তার দালাইল গ্রন্থে বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্, হুসাইন ইব্ন হাসান ইব্ন আমির কিন্দী, মুহাম্মদ ইব্ন সাদাকাহ্ কাতিব, আহমদ ইব্ন আবান, হাসান ইব্ন উইয়াইনাহ্। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুস সাফর, আমির শা'বী, মাসরূক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারূরিয়াহ

রণাঙ্গনে আলী যে স্তনওয়ালাকে হত্যা করেছিলেন সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি কি না, সে সম্পর্কে আয়েশা (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেন। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমাকে এমন কিছু সাক্ষ্য জোগাড় করে দাও, যারা তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছে। আমি তখন কুফায় চলে যাই।

ঐ সময় তথায় লোকজন সাতদলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দল থেকে দশজন করে লোকের সাক্ষ্য আমি লিখিতভাবে নিলাম এবং আয়েশা (রা)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন, এরা সবাই কি তাকে (আলীকে) সহযোগিতা করেছে ? আমি বললাম যে, তাদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমাকে জানিয়েছে যে, তারা সকলেই তাঁকে (আলীকে) সহযোগিতা করেছে। তখন আয়েশা (রা) বললেন, অমুকের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ! সে আমাকে লিখেছে যে, সে তাদেরকে মিসরের নীল নদের কাছে ভাল অবস্থায় দেখেছে। এ সময় আয়েশা (রা)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানি বন্ধ হলে বললেন, মহান আল্লাহ্ আলীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সাথে আমার সেরূপ সম্পর্কই ছিল যেরূপ সম্পর্ক থাকে কোন স্ত্রী লোকের শ্বশুর বাড়ির লোকের সাথে।

দুইজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আরও একটি হাদীস

হাইছাম ইব্ন আদী কিতাবুল্ খাওয়ারিজে লিখেন, আমার নিকট সুলাইমান ইব্ন মুগীরাহ, হাবীব ইব্ন হিলাল থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হিজাজের দুইজন অধিবাসী ইরাকে আগমন করেন। তাদের কাছে ইরাক আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের নিকট আলোচনা করেছিলেন। তাদেরকে পাওয়ার আশায় আমরা এখানে আগমন করেছি। কিন্তু এসে দেখি আলী ইব্ন আবূ তালিব পূর্বেই তাদের কাছে চলে গেছেন। এ কথা দ্বারা নাহরাওয়ানের খারিজীদের কথাই বুঝাচ্ছিলেন।

খারিজীদের বিরুদ্ধে আলীর যুদ্ধ সম্পর্কীয় হাদীস

ইমাম আহমাদ বলেন, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ..... আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপেক্ষায় বসেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আমাদের নিকট আসেন। আমরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জুতা ছিঁড়ে যায়। আলী (রা) জুতাটি সিলাই করতে গিয়ে পিছনে পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাঁটতে থাকেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে চলতে থাকি। কিছুদূর যাওয়ার পর আলীর ফিরে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে যান। আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে থাকি। তিনি বললেন, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে কেন্দ্র করে আমি যেমন যুদ্ধ করেছি, তেমন পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্যে একজন যুদ্ধ করবে। কে হবে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি, তার পরিচয় জানার জন্যে তারা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলো। সেখানে আবূ বকর এবং উমর (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না, সে লোকটি এখন জুতা সেলাই করছে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে তাঁর নিকট চলে গেলাম। রাবী বলেন, আমাদের ধারণা হলো যে, তিনি এ সংবাদ ইতিমধ্যেই শুনেছেন। আহমাদ এ হাদীস

ওয়াকী' ও আবূ উসামা সূত্রে কত্‌র ইব্‌ন খলীফা বর্ণনা করেছেন। হাফিজ আবূ ইয়া'লা বলেন, ইসমাইল ইব্‌ন মূসা ....আলী ইব্‌ন রাবীআহ্‌ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলীকে তোমাদের এই মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ আমাকে জানিয়েছেন যে, চুক্তি ভঙ্গকারী, অত্যাচারী ও দীন ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ হবে। আবূ বকর ইব্‌ন মুকরী .....রাবী' ইব্‌ন সাহ্‌ল ফাযারী থেকে এ হাদীস অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ হাদীস গরীব ও মুনকার। অবশ্য আলী ও অন্যান্যের থেকে বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যয়ীফ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। চুক্তি ভঙ্গকারী বলতে জামাল যুদ্ধে আলীর প্রতিপক্ষ। অত্যাচারী বলতে সিরিয়াবাসী এবং দীন ত্যাগকারী বলতে খারিজীদের বোঝান হয়েছে। হাফিজ আবূ আহমাদ ইব্‌ন আদী তার কামিল গ্রন্থে আহমাদ ইব্‌ন হাফস আল-বাগদাদী .....আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, চুক্তি ভঙ্গকারী, অত্যাচারী ও দীন ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাফিজ আবূ বকর খতীবে বাগদাদী বলেন, আয্‌হারী ....খালিদ আল-মিসরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমিরুল মু'মিনীন আলী (রা)-কে নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাকে প্রতিশ্রুতি ভংগকারী, দীন ত্যাগকারী ও জুলুমকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন। হাফিজ আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির তার গ্রন্থে এ হাদীস মুহাম্মদ ইব্‌ন ফারাজ জুনদিয়াপুরী .... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আমাকে আদেশ করা হয়েছে যথা ঃ দীন ত্যাগকারী, অত্যাচারকারী ও চুক্তি ভংগকারী। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্‌ বলেন, আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন গানাম হানজালী ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন প্রকার লোকের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা হলো বিদ্রোহী, চুক্তিভঙ্গকারী ও দীন ত্যাগকারী। বিদ্রোহী হলো সিরিয়ার লোকজন। চুক্তি ভংগকারীদের কথা তিনি বলেছেন, আর দীন ত্যাগকারীরা হলো নাহ্‌রাওয়ানের লোক। অর্থাৎ হারুরিয়্যা সম্প্রদায়। হাফিজ ইব্‌ন কাসীর বলেন, আবুল কাসিম যাহির ইব্‌ন তাহির .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী, দীন ত্যাগকারী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ইব্‌ন মাসউদের হাদীস

হাফিজ বলেন ঃ ইমাম আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন হাসান ফকীহ ..... আবদুল্লাহ্‌ (ইবন মাসউদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বের হয়ে উম্মে সালামার গৃহে আসেন। আলী তথায় আগমন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন, হে উম্মে সালামা! আমার পরে এ-ই চুক্তি ভংগকারী, অত্যাচারী ও দীন ত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

আবূ সাঈদের হাদীস

হাকিম বলেন ঃ আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাহীম শাইবানী .....আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাদেরকে চুক্তি ভংগকারী, অত্যাচারী ও দীন ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌!

আমাদেরকে তো ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু, কার নেতৃত্বে এ যুদ্ধ করবো? তিনি বললেন, আলী ইব্ন আবূ তালিবের সাথে। সে যুদ্ধে আম্মার ইব্ন ইয়াসিরও তার সঙ্গে থাকবেন।

আবূ আইয়ূবের হাদীস

হাকিম বলেন, আবুল হাসান আলী ইব্ন হাম্মাদ আল-মু'দিল ..... মুখান্নাফ ইব্ন সুলাইমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ আইয়ূব (আনসারী)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে মুশরিকদের বিরুদ্ধে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। আর এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন? জওয়াবে তিনি বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুক্তি ভংগকারী, দীন ত্যাগকারী ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাকিম বলেন, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন বালুয়াহ .....ইতাব ইব্ন ছা'লাবাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি উমর ইব্ন খাত্তাবের খিলাফতকালে একবার বলেছিলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্ন আবূ তালিবের সংগে থেকে চুক্তি ভংগকারী, অত্যাচারী ও দীন ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। খাতীবে বোগদাদী বলেন ঃ হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুকরী ..... আল কামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আবূ আইয়ূব যখন সিফফীন যুদ্ধ শেষে ফিরে আসেন তখন আমরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আবূ আইয়ূব! মহান আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। মুহাম্মদ ﷺ আপনার গৃহে অবস্থান করেছেন। তাঁর উষ্ট্রী অন্য কারও দরজায় না থেমে আপনার দরজার সামনে বসে পড়ে। এর দ্বারা মহান আল্লাহ্ আপনাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। অথচ আপনি তলোয়ার কাঁধে নিয়ে لا اله الا الله কালিমায় বিশ্বাসীদের উপর আক্রমণ করছেন।

আবূ আইয়ূব আনসারী বললেন, শোনো, অনুসন্ধানকারী তার লোকজনকে মিথ্যা সংবাদ দেয় না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আলীর সংগে থেকে তিন শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা হলো শপথ ভংগকারী, জুলুম অত্যাচারকারী ও দীন পরিত্যাগকারী (ناكثون - قاسطون - مارقون) এদের মধ্যে শপথ ভংগকারীদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি। তারা হলো জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধে তালহা ও যুবাইরের পক্ষের লোকজন। আর জালিম ও অত্যাচারী হলো মু'আবিয়া ও আমর (ইবনুল আস) যাদের সাথে যুদ্ধ করে আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম। আর দীন ত্যাগকারীরা হলো তারাফাত, সাঈফাত, নাখীলাত ও নাহরাওয়ানের লোকজন। আল্লাহ্র কসম! জানিনা, তারা কোথায় আছে; কিন্তু যুদ্ধ তাদের সাথে হবেই ইনশাআল্লাহ্!

বর্ণনাকারী বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আম্মারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আম্মার! একদল বিদ্রোহী লোক তোমাকে হত্যা করবে। তখন তুমি থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হক থাকবে তোমার সাথে (يا عمار تقتلك الفئة الباغية وانت مذاك مع الحق والحق معك) হে আম্মার ইব্ন ইয়াসার ! যদি তুমি দেখ যে, আলী একটি উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছে, আর অন্য লোকেরা যাচ্ছে ভিন্ন উপত্যকা দিয়ে তা হলে তুমি আলীর সাথে যেও। কেননা, সে তোমাকে খারাপ পথে নিবে না এবং হিদায়াতের পথ থেকে বেরও করে দিবে না।

হে আম্মার ! যে ব্যক্তি আলীকে তার দুশমনদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে গলায় তলোয়ার ঝুলাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার গলায় দু'টি মুক্তার মালা পরিয়ে দিবেন।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আলীর দুশমনদের সাহায্য করার জন্যে তলোয়ার গলায় ঝুলাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার গলায় দু'টি আগুনের মালা ঝুলিয়ে দিবেন। আমরা বললাম, ভাই! বাস, আর বলা লাগবে না; থামুন, আর বলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। এটা স্পষ্টত একটা জাল হাদীস। কারণ এর একজন বর্ণনাকারীর নাম মু'আল্লা ইব্ন আবদুর রহমান। মুহাদ্দিসদের নিকট তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়– মাত্‌রূকুল হাদীস, বিক্ষিপ্ত বর্ণনা।

অনুচ্ছেদ

ইমাম হাইছাম ইব্ন আদীর রচিত কিতাবুল খাওয়ারিজ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এ কিতাবে তিনি ঈসা ইব্ন দায়াব্ব থেকে বর্ণনা করেন। আলী (রা) যখন নাহ্‌রাওয়ান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন জনগণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। ভাষণে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করার পর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিশাল বিজয় দান করেছেন। এখন তোমাদের আর এক শত্রু সিরিয়াবাসীদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ কর। উপস্থিত লোকেরা বললো, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমাদের কাছে যে বর্শা ছিল তা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, তরবারিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে এবং সড়কির ফলা বেঁকে গেছে। কাজেই চলুন এই মুহূর্তে আমরা আমাদের শহরে ফিরে যাই। এরপর আমরা উত্তম যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আসতে পারবো। এছাড়াও হে আমিরুল মু'মিনীন! আমাদের দল থেকে অনেকেই ছুটে গেছে এবং অনেকেই মারা গেছে, তাই সৈন্য সংখ্যা আরও বাড়িয়ে শত্রুদের উপর একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আসতে পারবো। উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে আশ্'আছ ইব্ন কাইস উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। তারপর হযরত আলী (রা) তাদের থেকে বাই'আত গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে নাখিলায় এসে অবস্থান করেন। এখানে এসে তিনি তাদেরকে সেনা ছাউনিতে সর্বক্ষণ অবস্থান করতে, শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুপ্রেরণা লাভ করতে এবং স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে কম যাতায়াত করতে আদেশ দেন। সৈন্যরা কিছু দিন যাবত আলীর নির্দেশ ও পরামর্শ মতে তথায় অবস্থান করে। এরপর তারা ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে পড়তে থাকে।[১] অবশেষে দেখা গেল কিছু সংখ্যক শীর্ষ স্থানীয় লোক ব্যতীত আর কেউ সেখানে নেই। তখন আলী (রা) তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন।

যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। যিনি সৃষ্টি জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। যিনি রাতের অন্ধকার চিরে দিনের উদ্ভাবন করেন। যিনি মৃতকে পুনর্জীবন দানকারী এবং কবরবাসীদের পুনরুত্থানকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। বান্দাহর সর্বোত্তম ওয়াসীলা হলো ঈমান ও মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। আমি উপদেশ দিচ্ছি, ইখলাস অবলম্বন করার। কেননা, এটাই মানবীয় স্বভাব। সালাত কায়েম

---

১. আখবারুত তিওয়াল পৃ. ২১১ ঃ মাত্র এক হাজারের মত নেতৃস্থানীয় লোক তার সাথে থেকে যায়।

করার, কেননা এটাই মুসলিম উম্মাহর পরিচয়। যাকাত আদায় করার, কেননা এটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। রমযান মাসে সাওম পালন করবে। কেননা এটা আযাব থেকে ঢালের ন্যায় রক্ষা করবে। বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে, কেননা এটা দারিদ্র দূর করে এবং পাপ মিটিয়ে দেয়। সেলায়ে রেহেমী বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। কেননা এতে সম্পদ বাড়ে, বয়স বৃদ্ধি পায় এবং আপন লোকদের সাথে সুসম্পর্ক স্থায়ী হয়। দান-খয়রাত গোপনে কর। কেননা এর দ্বারা পাপ মোচন হয় এবং মহান আল্লাহ্র রোষ নির্বাপিত হয়। ভাল কাজে নিয়োজিত থাক। কেননা এর ফলে নিকৃষ্ট মৃত্যু হতে রক্ষা পাবে এবং ভয় ও আশংকা থেকে বেঁচে যাবে।

মহান আল্লাহ্র যিকরে লিপ্ত থাক। কেননা এটাই উত্তম যিকির। মুত্তাকীদের জন্যে পুরস্কারের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সে দিকে ধাবিত হও। কেননা মহান আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সবচেয়ে সত্য ও নির্ভরযোগ্য; তোমাদের নবীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর। কেননা এটাই সর্বোত্তম পথ। তাঁর নীতি-আদর্শ অবলম্বন কর। কেননা এটাই সর্বোত্তম নীতি-আদর্শ। মহান আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষা কর। কেননা এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। দীনের জ্ঞান লাভ কর। কেননা এর দ্বারা কাল্বের উন্নতি ঘটে। তাঁর নূরের দ্বারা তৃপ্তি লাভ কর। কেননা এর দ্বারা অন্তরের তৃপ্তি অনুভূত হয়। উত্তমভাবে এ কিতাব তিলাওয়াত কর। কেননা এটা অতি উত্তম ঘটনায় ভরপুর। যখন তোমাদের সামনে এ কিতাব পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ও নীরব থাক, তা হলে আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে।

এই কিতাবের জ্ঞান থেকে যখন কোন পথনির্দেশ পাও, তখন সেই নির্দেশনা মতে আমল কর, তাহলে সঠিক পথে থাকতে পারবে। কেননা কোন আলিম যদি তার ইল্ম অনুযায়ী আমল না করে তা সে ব্যক্তি ঐ মূর্খ লোকের সমতুল্য যে অত্যাচারী ও মূর্খতার কারণে সঠিক পথ পায় না। বরং আমি দেখেছি, আমল বিহীন আলিম দিশেহারা জাহিল ও মূর্খ লোকের তুলনায় অধিক অনুশোচনার যোগ্য এবং তাদের বিপক্ষে দলীল অত্যন্ত মযবুত। উভয়জনই বিপথগামী ও ধ্বংসের মুখোমুখি। তোমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগো না, ভুগলে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়বে। আর সংশয়গ্রস্ত হলে কুফরীতে লিপ্ত হবে। নিজেদের জন্যে সহজ পথ অবলম্বন করো না, তা হলে উদাসীন হয়ে যাবে। আর হক ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে উদাসীন হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মনে রেখো, তাকওয়ার পথ অবলম্বন করাই হলো বিচক্ষণতা। আর কাউকে ধোঁকা না দেওয়া হচ্ছে আস্থাবান হওয়ার উপায়। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র অধিক আনুগত্য করে সে ব্যক্তিই হবে নিজের জন্যে অধিক কল্যাণকামী। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্র সাথে যে বেশি নাফরমানী করে সে নিজের সাথে ততো বেশি প্রতারণা করে। যে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করবে সে নিরাপদে থাকবে ও সুসংবাদ লাভ করবে। আর যে মহান আল্লাহ্র অবাধ্য হবে, সে ত্রাসে থাকবে ও অনুশোচনা করবে। এরপর তোমরা আল্লাহ্র নিকট ইয়াকীন ও নিশ্চয়তা প্রার্থনা কর এবং সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় তাঁর প্রতি ধাবিত হও। অন্তরের মধ্যে উত্তম যে জিনিসটি থাকে তা হলো ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা। শরী'আতের প্রমাণ ভিত্তিক বিষয়গুলোই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর শরী'আতের মধ্যে প্রমাণবিহীন নতুন আমদানীকৃত বিষয়গুলো হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট। দীনের মধ্যে সকল নতুন প্রথাই বিদ্'আত। প্রতিটি নতুন রেওয়াজই মনগড়া হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি দীনের মধ্যে নতুন প্রথা আমদানী করে সে ধ্বংস হয়।

কেউ বিদ্‘আত চালু করলে সে অবশ্যই সুন্নাত ত্যাগ করে। আসল প্রতারিত সেই, যে দীনের ব্যাপারে প্রতারিত হয়। যে প্রতারিত হয় সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। আমলের প্রদর্শন করা এক প্রকার শির্‌ক। আর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা হচ্ছে প্রকৃত আমল ও ঈমান। যে মজলিসে হাসি-তামাশা ও গল্প-গুজব হয় সেখানে কুরআন-চর্চা অনুপস্থিত থাকে এবং শয়তান হাজির থাকে। আর সবরকম খারাপ চিন্তা সেখান থেকে উদ্‌গত হয়। মহিলাদের সংগে উঠাবসা করলে অন্তর বক্র হয়ে যায়, চক্ষু সে দিকে ধাবিত হয়। এ জাতীয় মজলিস হলো শয়তানের ফাঁদ। তোমরা আল্লাহ্‌কে সত্য বলে জানো। কেননা যে সত্যবাদী, আল্লাহ্ তার সাথেই থাকেন। মিথ্যা বর্জন কর, কেননা মিথ্যা মানুষকে ঈমান থেকে দূরে নিয়ে যায়।

স্মরণ রেখ, সত্য হলো মুক্তি ও মর্যাদা লাভের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। আর মিথ্যা নিকৃষ্টতা ও ধ্বংসের আধার। সাবধান! যাকে হক বলে জানো তা অকপটে প্রকাশ কর এবং সে অনুযায়ী আমল কর, তা হলে হকপন্থী হিসেবে বিবেচিত হবে। যারা তোমাদের কাছে আমানত রাখে তাদের আমানত ফেরত দিও। যে সব আত্মীয় তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সাথে তোমরা সুসম্পর্ক রক্ষা কর। যারা তোমাদেরকে বঞ্চিত রাখে তাদেরকে প্রাপ্যের থেকে কিছু অতিরিক্ত দাও। অংগীকার করলে তা পূরণ কর। বিচার ফয়সালা করলে ইনসাফের সাথে কর। পূর্ব-পুরুষদের নিয়ে গর্ব করো না। কাউকে খারাপ উপাধিতে ডেকো না। কাউকে উপহাস করো না। কেউ কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ো না। দুর্বল, মজলুম, ঋণগ্রস্ত, মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় পথিক, সায়েল ও বন্দীদের প্রতি সদয় হও। বিধবা ও ইয়াতীমের প্রতি দয়াশীল হও। সালামের প্রসার ঘটাও। যে সালাম দেয় তার উত্তরে অনুরূপ বা তার চেয়ে উত্তম ভাষায় জবাব দাও। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

অর্থ ঃ সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর (সূরা মায়িদা ঃ ২)।

অতিথিদের সেবা কর। প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। রোগীর সেবা-যত্ন কর। জানাযায় শরীক হও। সকলে মহান আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে মিলেমিশে থাক। এরপর শোনো, দুনিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে এবং বিদায়ের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। আর আখিরাত ছায়া মেলেছে এবং উদয়ের জন্যে উঁকি মারছে। আজ প্রতিযোগিতা, কাল ফলাফল। প্রতিযোগিতায় যে এগিয়ে যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে পিছিয়ে পড়বে সে জাহান্নামে যাবে। সতর্ক হও ! আজ তোমরা মুক্ত, এর পশ্চাতে রয়েছে মৃত্যু, বয়স তাকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। মৃত্যু আগমনের পূর্বে এ অবকাশ কালে যে ব্যক্তি তার আমলকে শুধু মহান আল্লাহ্‌র জন্যে করতে সক্ষম হয়েছে সে ব্যক্তি তার কাজ উত্তমভাবেই সম্পন্ন করলো এবং তার কাম্য ফল লাভ করলো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ রকম করতে ব্যর্থ হলো সে তার কর্মকেই নষ্ট করলো, উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলো, সাফল্য থেকে বঞ্চিত হলো।

কাজেই ভয় ও আশা উভয়টা সহকারে আমল করো। মনের মধ্যে যদি আশার ভাব জাগ্রত হয়, তবে মহান আল্লাহ্র শুক্র আদায় কর এবং সেই সাথে ভীতির ভাব আনার চেষ্টা কর। আর যদি মনের মধ্যে ভয়ের ভাব অনুভব কর তা হলে মহান আল্লাহ্কে স্মরণ কর ও ভয়ের সাথে আশাকেও সংযুক্ত কর। কেননা আল্লাহ্ মুসলমানকে ভাল কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর শুক্র আদায়কারীকে অধিক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি এমন জান্নাত দেখিনি যার অন্বেষণকারী ঘুমিয়ে থাকে। আর এমন জাহান্নামও দেখিনি যা থেকে পলায়নকারী গভীর নিদ্রায় বিভোর হয়ে আছে। আমি এমন উপার্জনকারী দেখিনি, যে এমন এক দিনের জন্যে অধিক পরিমাণ উপার্জন করে, যেই দিনে আরও প্রচুর মাল সঞ্চয় করে রাখা হয়, সকল গোপন ফাঁস হয়ে যায়, বড় বড় গোনাহ সেখানে একত্রিত হবে। হক যাকে কল্যাণ দানে বিরত থাকে বাতিল তাকে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখে। যে ব্যক্তির সাথে সঠিক পথ টিকে থাকতে পারে না, ভ্রান্ত পথ তাকে সজোরে টেনে নিয়ে যায়। দৃঢ় বিশ্বাস যার মধ্যে নেই, সন্দেহ সংশয় এসে তার মনে বাসা বাঁধে। বর্তমান থেকে যে শিক্ষা নেয় না, দূরের ব্যাপারে সে হয় অন্ধ এবং অদৃশ্য তাকে উপকার করতে অক্ষম। তোমাদেরকে এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পাথেয় সংগে নিতে বলা হয়েছে। তোমাদের ব্যাপারে আমি দুটো জিনিসের সর্বাধিক ভয় করি। একটি হলো সীমাহীন আশা, আর দ্বিতীয়টি হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ। সীমাহীন আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ হক থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। স্মরণ রেখ, দুনিয়া পশ্চাত দিকে ধাবিত হয়েছে। আর আখিরাত সম্মুখ পানে এগিয়ে আসছে। এ দুটোরই অনুরক্ত সন্তান আছে তাই পারলে আখিরাতের সন্তান হও; দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা আজ আমল আছে হিসাব নেই; কিন্তু আগামী কাল হিসাব থাকবে আমল নেই।

(اليومَ عمل ولاحساب وغدا حساب، ولا عمل)

এ এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। উচ্চাংগের ও কল্যাণকর ভাষণ। সমস্ত ভাল দিকই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সব রকম মন্দ দিক উল্লেখ পূর্বক তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুত্তাসিল সনদে একাধিক সূত্রে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইব্ন জারীর লিখেছেন ঃ ইরাকবাসীরা যখন সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে যেতে কাপুরুষতা দেখাচ্ছিল, তখন আলী (রা) তাদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দান করেন। ভাষণের মধ্যে তিনি তাদেরকে সাবধান করেন, সতর্ক করেন, ধমক দেন এবং বিভিন্ন সূরা থেকে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত উদ্ধৃত করেন। তিনি তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু তারা সেখানে অভিযানে যেতে অস্বীকার করে। তাকে সহযোগিতা না করে বরং বিরোধিতাই করতে থাকে। নিজেদের অবস্থানে তারা অটল হয়ে থাকে। আলীর থেকে পৃথক হয়ে তারা এদিক-ওদিক চলে যায়। এ অবস্থার পর আলী কূফায় চলে আসেন।

অনুচ্ছেদ

হাইছাম ইব্ন আদী বলেন ঃ নাহ্রাওয়ানের ঘটনার পর হারিছ[১] ইব্ন রাশিদ নাজী নামক এক ব্যক্তি বসরাবাসীদের সংগে নিয়ে আলীর কাছে এসে অভিযোগের সুরে জানায়, আপনি

১. হারিছ, হুওয়াইরিছ, খিররাইত ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়।

নাহ্‌রাওয়ানদের এই কারণে হত্যা করেছেন যে, তারা সালিসি ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর আপনি দাবি করেন যে, সিরিয়াবাসীদের আপনি অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা আপনি ভংগ করতে পারবেন না। অথচ আসল ঘটনা এই যে, উভয় সালিস আপনার অপসারণের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। তবে মু'আবিয়াকে খলীফা করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়। আমর ইব্‌ন আস তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু আবূ মূসা বিরোধিতা করে। কাজেই সালিসদ্বয়ের ঐকমত্য অনুযায়ী আপনি অপসারিত। এখন আমি আপনাকে ও সেই সাথে মু'আবিয়াকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করছি। হারিছকে তার গোত্র বনু নাজিয়াহ ও অন্যান্য গোত্রের অসংখ্য লোক নেতা হিসেবে মেনে নেয়। তারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এঁদেরকে দমন করার জন্যে আলী (রা) মা'কিল ইব্‌ন কাইসকে বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং বনু নাজিয়ার পাঁচশ' লোককে বন্দী করেন। বন্দীদেরকে আলীর নিকট নিয়ে আসার জন্যে মা'কিল সেখান থেকে যাত্রা করেন। পথে মুসকিলা ইব্‌ন হুবাইরা আবুল মিগলাসের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সে ছিল একটি প্রদেশে[১] আলীর নিয়োগকৃত শাসনকর্তা। বন্দীরা মুসকালার নিকট তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে নিষ্কৃতির জন্যে ফরিয়াদ জানায়।

মুসকালা মা'কালের নিকট থেকে সকল বন্দীকে পাঁচ লাখ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়। মা'কাল মূল্য দিতে বললে মুসকালা গোপনে বসরায় ইব্‌ন আব্বাসের কাছে চলে আসে। খবর পেয়ে মা'কাল ইব্‌ন আব্বাসকে পত্রের মাধ্যমে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। মুসকালা ইব্‌ন আব্বাসকে বললো, আমি আপনার কাছে মূল্য দেওয়ার জন্যে এসেছি। এরপর সে পালিয়ে আলীর নিকট চলে যায়। তখন মা'কাল ও ইব্‌ন আব্বাস উভয়ে আলীর নিকট ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে পত্র দেয়। পত্র পেয়ে আলী (রা) মুসকালার নিকট বন্দী ক্রয়ের মূল্য দেওয়ার জন্যে বলেন। মুসকালা বন্দী ক্রয়ের মূল্য হতে দু'লাখ দিরহাম আলীর হাতে ন্যস্ত করে। এরপর সে সেখান থেকে দ্রুত পলায়ন করে সিরিয়ায় মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের কাছে চলে যায়। এ দিকে আলী বন্দীদের মুক্তি অনুমোদন করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন মুসকালার কাছে, কি পরিমাণ অর্থ পাওনা আছে ? এরপর আলী (রা)-এর নির্দেশে কূফায় অবস্থিত মুসকালার বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

হাইছাম বলেন, সুফিয়ান ছাওরী ও ইসরাঈল সূত্রে আম্মার দুহানীর মাধ্যমে আবুত-তুফাইল থেকে বর্ণিত যে, বনু নাজিয়ার লোকজন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। মা'কাল ইব্‌ন কাইসকে তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়। তিনি গিয়ে তাদেরকে বন্দী করেন। মুসকালা আলীর নিকট হতে তিন লাখ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেয় এবং নিজে পালিয়ে মু'আবিয়ার সাথে মিলিত হয়। হাইছাম বলেন, এটা নিছক শী'আ সম্প্রদায়ের উক্তি। কেননা, আবূ বকর সিদ্দীকের আমলে মুরতাদ হওয়ার ঘটনার পর আর কোন আরব গোত্র মুরতাদ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। হাইছাম বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন তরফা তাঈ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আদী ইব্‌ন হাতিম একদা আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে ভাষণ দানরত অবস্থায় বলেন ঃ আপনি নাহ্‌রাওয়ানদের এই অপরাধে হত্যা করেছেন যে, তারা

---

১. প্রদেশটির নাম ইরদো শীর খারা (اردشیر خره) কামিল।

আপনার নেতৃত্ব মানেনি। একইভাবে নেতৃত্বের প্রশ্নে আপনি হুরাইছ ইব্ন রাশিদকে হত্যা করেছেন। আল্লাহ্র কসম ! তাদের উভয়ের মাঝে এক কদম পরিমাণ স্থান খালি নেই। তখন আলী (রা) তাকে বললেন, চুপ থাক! তুমি ছিলে এক আরব বেদুঈন, গতকাল পর্যন্তও তাঈ পাহাড়ের হায়েনা ভক্ষণ করেছো। আদী জওয়াবে আলী (রা)-কে বললো, আল্লাহ্র কসম ! আমরাও গত দিন পর্যন্ত আপনাকে পবিত্র মদীনার অপোক্ত কাঁচা খেজুর খেয়ে জীবন-ধারণ করতে দেখেছি।

হাইছাম বলেন, বসরার জনৈক ব্যক্তি আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে তাকে হত্যা করা হয়। ঐ ব্যক্তির অনুসারীরা আশরাস ইব্ন আওফ শাইবানীকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। হযরত আলী (রা) আশরাস ও তার অনুচরদের হত্যা করেন। হাইছাম বলেন, এরপর কূফার অধিবাসী উরাইনার অন্যতম সদস্য আশহাব ইব্ন বিশ্র বাজালী আলীর সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে তাকে ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করা হয়। হাইছাম বলেন, এরপর কূফার অধিবাসী বনু ছা'লাবার সদস্য সাঈদ ইব্ন নাগাদ তামীমী আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে মাদাইনের উচ্চ ভূমিতে দারাবজান পুলের নিকটে তাকে হত্যা করা হয়। হাইছাম বলেন, আমাকে এসব ঘটনা জানিয়েছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আইয়াশ তার উস্তাদদের সূত্রে।

অনুচ্ছেদ

ইবন জারীর এ বিষয়ের অন্যতম ইমাম আবূ মাখনাম লূত ইব্ন ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনা করেন যে, নাহ্রাওয়ানে খারিজীদের সাথে আলীর যুদ্ধ এ বছরেই অর্থাৎ হিজরী সাঁইত্রিশ সালে সংঘটিত হয়। ইব্ন জারীর বলেন, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হিজরী আটত্রিশ সালে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। ইব্ন জারীর এ মতকেই সঠিক বলে মন্তব্য করেন। গ্রন্থকার বলেন, এ মতই যথার্থ। আটত্রিশ সালের বর্ণনায় আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবো। ইব্ন জারীর বলেন, আলী লোকজন সহকারে এ বছর হজ্জ সম্পাদন করেন (অর্থাৎ সাঁইত্রিশ সালে)। ইয়ামান ও তার আশপাশ এলাকায় আলীর প্রতিনিধি ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস। পবিত্র মক্কায় কাছাম ইব্ন আব্বাস, পবিত্র মদীনায় তামাম ইব্ন আব্বাস কারও মতে সাহল ইব্ন হুনাইফ। বসরায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, এখানে বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন আবুল আসওয়াদ দুআলী এবং মিসরের প্রতিনিধি ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর। আর আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব অবস্থান করতেন কূফায়। মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান সিরিয়ায় তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রাখেন। গ্রন্থকার বলেন, মু'আবিয়া মিসরকে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের কাছ থেকে দখলে নেওয়ার সংকল্প করছিলেন।

হিজরী ৩৭ সালে যে সব মহান ব্যক্তির মৃত্যু হয়

১. খাব্বাব ইব্ন ইরত্ ঃ খাব্বাব ইব্ন ইরত্ ইব্ন জানদালা ইব্ন সা'দ ইব্ন খুযাইমা জাহিলী যুগে একবার বন্দী হন। আনমার খুযাঈ তাকে ক্রয় করে নিয়ে যায়। এ মহিলাটি সে যুগে নারীদের খাতনা করাতো। সে ছিল সিবা' ইব্ন আবদুল উয্যার মা (উম্মে সিবা')। সিবা' ইব্ন আবদুল উয্যা বনু যাহরার হালীফ ছিল। হামযা (রা) উহুদের যুদ্ধে তাকে হত্যা করেছিলেন। দারে আরকামের পূর্বেই খাব্বাব ইসলামে দীক্ষিত হন। খাব্বাব তাদের মধ্যে

অন্যতম যাদেরকে ঈমান আনার কারণে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি এ শাস্তির সময় ধৈর্য ধারণ করতেন ও সওয়াবের আশা করতেন। তিনি হিজরত করেন এবং বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শা'বী বলেন, খাব্বাব একদা উমর (রা)-এর দরবারে যান। তিনি তাঁকে উচ্চ মর্যাদার আসনে বসতে দিয়ে বলেন ঃ এই স্থানে বসার যোগ্য বিলাল ব্যতীত তোমার উপরে আর কেউ নেই। খাব্বাব বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! বিলালকেও শাস্তি দেওয়া হতো; কিন্তু শাস্তি থেকে বাঁচাবার মত লোক তার পক্ষে ছিল। কিন্তু আমার শাস্তি থেকে রক্ষা করার মত কোন সাহায্যকারী ছিল না।

এক দিনের ঘটনা– কাফিররা প্রজ্বলিত অগ্নিতে আমাকে শুইয়ে দেয়। একজন আমার বুকের উপর পা রেখে চেপে ধরে। ফলে অংগারতুল্য মাটির উপরে আমার পিঠ লেগে থাকে। এ কথা বলে তিনি পিঠের কাপড় উঠিয়ে দেখান। দেখা গেল গোটা পিঠ সাদা হয়ে আছে (রাজিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি পীড়িত হয়ে পড়লে একদল সাহাবা তাকে দেখতে যান। তারা খাব্বাবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ খাব্বাব! সুসংবাদ গ্রহণ কর। আগামী কাল তুমি প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হবে। খাব্বার বললেন, আল্লাহ্র কসম ! আমার ভাইয়েরা তো আগেই চলে গেছে। দুনিয়ায় তারা কিছুই ভোগ করতে পারেনি। আর আমরা তো তাদের লাগানো গাছের পাকা ফল পেড়ে খাচ্ছি। এ বিষয়টিই আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে ফেলেছে। শা'বী বলেন, খাব্বাব হিজরী সাঁইত্রিশ সনে তেষট্টি বছর বয়সে কূফায় ইনতিকাল করেন। তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যাকে কূফার প্রকাশ্য স্থানে দাফন করা হয়।

২. খুযাইমাহ্ ইব্ন ছাবিত ইব্ন ফাকাহ্ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন সাইদাহ্ আনসারী ও দুই শাহাদাতের অধিকারী। পবিত্র মক্কা বিজয় অভিযানে বনু হাতমার পতাকা তাঁর হাতে ছিল। সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি আলীর পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং এই যুদ্ধে নিহত হন।

৩. সফীনাহ্ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুক্ত গোলাম। তাঁর জীবন কথা ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্র মুক্ত গোলামদের বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে।

৪. আবদুল্লাহ্ ইবনুল আরকাম ইব্ন আবুল আরকাম। তিনি পবিত্র মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে থেকে তিনি ওহী লিপিবদ্ধ করতেন। ওহী অধ্যায়ে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুদাইল ইব্ন ওয়ারকাহ্ আল-খুযাঈ। সিফ্ফীন যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এ যুদ্ধে তিনি আলীর পক্ষে সৈন্য বাহিনীর মাইমানা অংশের আমীর নিযুক্ত হন। আশ্তার নাখঈ তার অধীনে থেকে যুদ্ধ করে।

৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাব্বাব ইব্ন ইরত্। নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাকে আবদুল্লাহ্ আল খায়র বলে সম্বোধন করা হতো। ইতিপূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, খারিজীরা তাকে নাহ্রাওয়ানে হত্যা করে এই সাঁইত্রিশ হিজরী সনে। এরপর যখন আলী (রা) সেখানে আসেন তখন তাদেরকে বলেন, তোমরা আবদুল্লাহ্র হত্যাকারীকে আমাদের কাছে অর্পণ কর তা হলে নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু তারা বললো, আমরা সকলে মিলে তাকে হত্যা করেছি। এরপর তাদের সাথে আলী (রা) যুদ্ধ করেন।

৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারাহ্। তিনিও ছিলেন একজন ওহীলেখক। ইসলামের প্রথম দিকে তিনি মুসলমান হন এবং ওহী লিপিবদ্ধ করেন। এরপর মুরতাদ হয়ে যান। পরে

পবিত্র মক্কা বিজয়কালে আবার ইসলামে ফিরে আসেন। উসমান (রা) তার নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। তিনি ছিলেন উসমানের বৈপিত্রেয় ভাই। এবার তিনি একনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেন। আমর ইব্ন আ'সের মৃত্যুর পর উসমান (রা) তাকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি আফ্রিকা ও (মিসরের দক্ষিণাঞ্চল) নওবায় যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং উন্দুলুস্ (স্পেন) জয় করেন। তিনি নৌ-পথে রোমের সাথে সমুদ্রে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের এতো পরিমাণ লোক হতাহত হয় যে, তাদের রক্তে সমুদ্রের পানির উপরিভাগ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। এরপর উসমান (রা)-এর অবরোধকালে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হুযাইফা তার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মিসর থেকে তাকে বের করে দেয়। এই সনেই তিনি ইনতিকাল করেন। আলী ও মু'আবিয়া (রা) উভয় থেকে তিনি দূরে অবস্থান করেন। একবার ফজরের সালাতে দুই সালামের মাঝখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৮. আম্মার ইব্ন ইয়াসার আবুল ইয়াক্জান আল-আবাসী, তিনি ছিলেন ইয়ামানের আবাস গোত্রের লোক। বনু মাখযুমের হালীফ ছিলেন তিনি। ইসলামের সূচনাকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ঈমান আনার কারণে তাকে, তার পিতাকে ও তার মাতা সুমাইয়াকে নির্যাতন করা হয়। কথিত আছে, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইবাদত করার জন্যে গৃহাভ্যন্তরে মসজিদ তৈরি করেন। বদরসহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি সিফফীন যুদ্ধে নিহত হন। কিভাবে নিহত হন সে বর্ণনা আমরা সেখানে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আম্মারকে বলেছিলেন, বিদ্রোহী দলের লোকেরা তোমাকে হত্যা করবে (تقتلك الفئة الباغية)। তিরমিযী হাসানের সূত্রে আনাস থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির অপেক্ষায় জান্নাত খুবই উদগ্রীব। তাঁরা হচ্ছেন আলী, আম্মার ও সালমান (রা)। এ পর্যায়ে আর একটি হাদীস ছাওরী, কাইস ইব্ন রাবী ও শারীক আল-কাযী এবং আরও কতিপয় লোক— আবূ ইসহাক, হানী ইব্ন হানীর মাধ্যমে আলী থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার ভিতরে যাওয়ার জন্যে আম্মার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মারহাবা! আনন্দ সহকারে এসো এবং আনন্দ দান করে এসো।

ইবরাহীম ইব্ন হুসাইন বলেন, ইয়াহ্ইয়া ..... আমর ইব্ন শুরাহ্বীল থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আম্মারের পা থেকে আরম্ভ করে হাড়ের নরম অংশ পর্যন্ত ঈমানে পরিপূর্ণ। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআল্লা ....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবাদের মধ্যে আম্মার ইব্ন ইয়াসার ব্যতীত আর কারও সম্পর্কে কিছু বলার ইচ্ছে আমার নেই। কেননা, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আম্মার ইব্ন ইয়াসারের দু'পায়ের নরম গোশ্ত থেকে কানের লতি পর্যন্ত ঈমানে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া....আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার সিরিয়ায় যাই। সেখানে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বলেন, আমার ও আম্মারের মাঝে একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়। এরপর তিনি আমার বিরুদ্ধে রাসূল ﷺ -এর নিকট অভিযোগ দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, খালিদ! আম্মারকে কষ্ট দিও না। কেননা যে ব্যক্তি আম্মারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তার প্রতি মহান আল্লাহ্ নারাজ। আর যে ব্যক্তি আম্মারের কাছে ফিরে আসে, তার প্রতি মহান আল্লাহ্ রাজী। এরপর একদিন আমি তার সংগে সাক্ষাৎ করে তার মনের ক্ষোভ বিদূরিত করতে সক্ষম হই।

আম্মারের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রচুর হাদীস বর্ণিত আছে। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি একানব্বই মতান্তরে তিরানব্বই অথবা চুরানব্বই বছর বয়সে সিফফীনের যুদ্ধে শহীদ হন। আবুল গাদিয়া নামক এক পাষণ্ডের বর্শার আঘাতে তিনি বাহন থেকে নিচে পড়ে যান। তারপর আর এক নর-ঘাতক এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দুই নরপিশাচ মু'আবিয়ার কাছে গিয়ে প্রত্যেকে দাবি করে যে সে-ই হত্যা করেছে। তখন আমর ইব্ন আস তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, এখান থেকে বেরিয়ে যাও! আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের আগুনের মধ্যে গিয়ে তোমরা এভাবে বিতর্ক করতে থাকবে। মু'আবিয়া আমরের মুখে এ কথা শুনে ওদেরকে শুনাবার জন্যে তাকে তিরস্কার করেন। তখন আমর মু'আবিয়াকে বললেন, আপনিও তো এ কথা জানেন। কতই না ভাল হতো– যদি এ ঘটনার বিশ বছর আগে মারা যেতাম।

ওয়াকিদী বলেন ঃ হাসান ইব্ন হুসাইন ইব্ন আম্মারা আবূ ইসহাকের সূত্রে আসিম থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) আম্মার ইব্ন ইয়াসারের জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। তাকে গোসল করান হয়নি। আম্মারের সাথে হাশিম ইব্ন উতবার জানাযা নামাযও পড়ান হয়। জানাযার সময় আম্মারকে রাখা হয় আলীর সামনে এবং হাশিমকে রাখা হয় তারপরে কিবলার দিকে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, সিফফীন ময়দানেই তার কবর অবস্থিত আছে। আম্মারের শরীরের রং ছিল গেরুয়া বর্ণের, লম্বা দেহ, দুই কাঁধের মাঝে প্রশস্ত স্থান, ঘন কাল চোখ বিশিষ্ট সুপুরুষ ছিলেন তিনি। বার্ধক্য তার শরীরে কোন পরিবর্তন ঘটায়নি।

৯. রুবায় বিনত মুআওওয়াজ ইব্ন আফরা'। এই মহিলা সাহাবী প্রথম যুগের মুসলমান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করতেন এবং আহতদের পানি পান করান ও প্রাথমিক চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতেন। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সনে সিফফীনের ঘটনায় বিপুল সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটে। কেউ বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধে সিরিয়ার পক্ষে পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং ইরাকের পক্ষে পঁচিশ হাজার লোক নিহত হয়। কারও বর্ণনা মতে ইরাকের এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে চল্লিশ হাজার এবং সিরিয়ার ষাট হাজার সৈন্যের মধ্যে বিশ হাজর নিহত হয়। যাই হোক, এদের মধ্যে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু এখানে বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ নেই।

হিজরী আটত্রিশ সন

এ সনেই আমীর মু'আবিয়া আমর ইব্ন আসকে মিসরে প্রেরণ করেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের কাছ থেকে মিসর দখল করে নেন। মু'আবিয়া আমরকে তথার শাসক নিয়োগ করেন। এ সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেওয়া হবে। এর আগে হযরত আলী (রা) কাইস ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদাকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন হুজাইফার কবজা থেকে মিসরকে মুক্ত করেন। উসমান (রা)-কে যখন অবরোধ করা হয় তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারাহকে তথায় কাজ করতে বারণ করা হয়। উসমান (রা) মিসরের কর্তৃত্ব থেকে আমর ইব্ন আসকে অপসারণ করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারাহকে তথায় নিয়োগ দিয়েছিলেন।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, এই আমর ইব্ন আসই মিসর জয় করেছিলেন। এরপর আলী (রা) কাইস ইব্ন সা'দকে পরিবর্তন করে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরকে মিসরের শাসনভার অর্পণ করেন। পরে অবশ্য আলী (রা) কাইস ইব্ন সা'দকে পরিবর্তন করার জন্যে অনুশোচনা করেন। কাইসকে পরিবর্তন করার কারণ এটাই ছিল যে, তিনি ছিলেন মু'আবিয়া ও আমরের সম পর্যায়ের। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের মধ্যে সেই যোগ্যতা ছিল না, যার দ্বারা তিনি মু'আবিয়া ও আমরের মুকাবিলা করতে পারেন। কাইস ইব্ন সা'দ অপসারিত হওয়ার পর পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখান থেকে আলীর কাছে ইরাকে চলে আসেন। মু'আবিয়া বলতেন, আল্লাহ্র কসম ! আলীর কাছে এক লাখ যোদ্ধা থাকার বদলে শুধু কাইস ইব্ন সাদ থাকায় আমি বেশি বিচলিত। সিফ্ফীন যুদ্ধে কাইস আলীর সংগে ছিলেন। সিফ্ফীন থেকে ফিরে আসার পর আলী (রা) জানতে পারেন যে, মিসরবাসী মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। কেননা তখন তার বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ বছর বা তার কাছাকাছি। তখন তিনি মিসরের শাসনভার কাইস ইব্ন সা'দ কিংবা আশ্তার নাখঈর উপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। কাইস ইব্ন সা'দকে তিনি সেনাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। আর আশ্তার নাখঈ ছিলেন মুসিল ও নাসিবীন প্রদেশে আলীর শাসনকর্তা।

সিফ্ফীনের পরে আলী (রা) আশ্তারকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান এবং মিসরের শাসনভার তাঁর উপর অর্পণ করেন। মু'আবিয়া যখন শুনতে পেলেন যে, মিসরের শাসনভার মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের পরিবর্তে আশ্তার নাখঈর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তখন তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেননা তিনি ইতিমধ্যেই মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের হাত থেকে মিসর ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে লালায়িত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, আশতারের বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা এ উদ্দেশ্য সফল হতে দিবে না। আশতার মিসরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা

শুরু করেন। তিনি যখন কুলযুম[১] পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন ঐ এলাকার খারাজ আদায়কারী খানেস্‌তার[২] তাকে অভ্যর্থনা জানায়। সে আশ্‌তারকে সমাদর করে খাদ্য ও বিষ মিশ্রিত মধুর শরবত পরিবেশন করে। পানাহারের পর বিষক্রিয়ায় তিনি সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ সংবাদ যখন মু'আবিযা, আমর ও সিরিয়াবাসীর নিকট পৌঁছে তখন তারা বলে ওঠে যে, মধুর মধ্যেও আল্লাহ্‌র সৈন্য থাকে।

ইব্‌ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লেখেন যে, মু'আবিয়া স্বয়ং এই ব্যক্তির কাছে গিয়ে আশ্‌তারকে হত্যা করতে বলেছিলেন এবং বিনিময়ে তাকে অনেক কিছু দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন।[৩] সে কারণে ঐ ব্যক্তি আশ্‌তারকে কৌশলে হত্যা করে। তবে এ বর্ণনা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। যদি বর্ণনাটিকে সঠিক ধরা হয় তা হলে বলা যায় যে, মু'আবিয়া আশ্‌তারকে হত্যা করা বৈধ মনে করেছিলেন। কেননা, আশ্‌তার ছিলেন উসমানের অন্যতম হত্যাকারী। প্রকৃত ব্যাপার হলো আশ্‌তার নাখঈর মৃত্যুতে মু'আবিয়া ও সিরিয়াবাসী আনন্দে ফেটে পড়ে। আলী (রা) যখন আশ্‌তারের মৃত্যু সংবাদ শুনেন তখন দুঃখে-শোকে ভেংগে পড়েন। এমন একজন বীর পুরুষকে হারিয়ে তিনি আফসোস প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরকে মিসরে স্থায়িভাবে শাসনকার্য অব্যাহত রাখার জন্যে চিঠি প্রেরণ করেন।[৪] কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ছিলেন দুর্বল-চিত্তের অধিকারী। তদুপরি মিসরের খারবাতা অঞ্চলের বাসিন্দারা ছিল উসমানের সমর্থক। তারাও ছিল আলী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তারা তাদের বিরোধিতাকে আরও জোরদার করে তুলে যখন আলী সিফফীন থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সালিস-কার্যক্রম ভেংগে যায় ও ইরাকীরা সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করে।

দুমাতুল-জানদালের সালিস-বিচার ভেংগে যাওয়ার পর সিরিয়াবাসীরা মু'আবিয়াকে খলীফা হিসেবে মেনে নেয় এবং তাদের রাজনৈতিক শক্তিকে সুসংহত করে। এ সময় মু'আবিয়া তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করেন যথা ঃ আমর ইব্‌ন আস, শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন সামিত, আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ, যাহ্‌হাক ইব্‌ন কাইস, বুসার ইব্‌ন আবূ আরতাত, আবুল আ'ওয়ার সুলামী, হামযা ইব্‌ন সিনান প্রমুখ। তিনি মিসর অভিযান সম্পর্কে এদের নিকট পরামর্শ চান। তারা সবাই একবাক্যে জানিয়ে দেয়, আপনি যেথায় ইচ্ছা সেথায় চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি (سر حيث شئت فنحن معك)। মু'আবিযা ঘোষণা দিলেন, মিসর বিজিত হলে আমর ইব্‌ন আস হবে সেখানকার শাসনকর্তা। এ কথা শুনে আমর ইব্‌ন আস অত্যন্ত খুশি হন।

আমর ইব্‌ন আস তখন মু'আবিয়াকে বললেন, আমি মনে করি আপনি এখনই মিসরে কিছু লোক প্রেরণ করুন এবং তাদের সাথে এমন একজন লোক দিন যে হবে বিশ্বস্ত ও যুদ্ধ সম্পর্কে

---

১. পবিত্র মক্কা ও মিসরের পথে একটি স্থানের নাম কুলযুম। এ থেকে বাহরে কুলযুম নাম হয়েছে।

২. তাবারীতে আছে জায়েসতার।

৩. তাবারী ৬/৫৪, কামিল ৩/৩৫৩ দ্র. মু'আবিয়া ওয়াদা করেছিলেন যে,আমার ও তোমার জীবদ্দশায় তোমার থেকে খারাজ নেওয়া হবে না। মুরূজুয-যাহাব-বিশ বছর খারাজ মাফ।

৪. মুরূজুয-যাহাব ২/৪৫৫ দ্র. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের নিহত হওয়ার পর আশতারকে মিসরে প্রেরণ করা হয়। কিন্দীর উলাতু মিসর পৃ. ৪৬-মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ৩৭ সালের রমযান মাসে আশতারের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসেন।

অভিজ্ঞ। কেননা সেখানে উসমান (রা) সমর্থক একটি দল আছে। বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধের সময় এদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। মু'আবিয়া বললেন, আমি ভাল মনে করছি যে, ওখানে আমাদের গ্রুপের যারা আছে তাদের নিকট আমি এই মর্মে একটি পত্র দিব যে মিসর অভিযানে এখান থেকে সৈন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। আর বিরুদ্ধবাদীদের নিকটও একটি পত্র দিব এই মর্মে যে, তারা যেন আমাদের লোকদের সাথে সন্ধি করে নেয়। মু'আবিয়া আমরকে বললেন, তোমার মধ্যে আছে দ্রুত কাজ করার স্বভাব, আর আমার মধ্যে আছে ধীর-স্থিরভাবে কাজ করার নীতি।

আমর বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে যে বুঝ দিয়েছেন সেমতে কাজ করুন। আল্লাহ্র কসম ! আপনার ও তাদের মাঝে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ অবধারিত। তখন মু'আবিয়া মাসলামা ইব্ন মুখাল্লাদ আনসারী ও মু'আবিয়া ইব্ন খাদীজের নিকট পত্র লিখলেন। এরা দু'জন হলেন মিসরে উসমানী গ্রুপের শীর্ষ নেতা। এ গ্রুপের লোকেরা কখনও আলীর বাই'আত গ্রহণ করেনি এবং মিসরে তার প্রতিনিধির কোন নির্দেশ মেনে নেয়নি। এদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, শীঘ্রই মিসর আক্রমণকারী সেনাদল সেখানে পৌঁছবে। মু'আবিয়া তার মুক্ত গোলাম সুবায় এর নিকট পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। মু'আবিয়ার পত্র যখন মাসলামা ও মু'আবিয়া ইব্ন খাদীজের হস্তগত হয়, তখন তারা অত্যন্ত খুশি হয় এবং অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতার সুসংবাদ দিয়ে মু'আবিয়ার পত্রের জওয়াব লিখে পাঠায়। মিসরের খবর জানার পর মু'আবিয়া ছয় হাজার সৈন্যসহ আমর ইব্ন আসকে তথায় প্রেরণ করেন। আমরকে বিদায় করার সময় মু'আবিয়া কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হন। এ সময় তিনি আমরকে আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত রাখতে, দয়া প্রদর্শন করতে, সুযোগ দিতে ও ধীর মস্তিষ্কে কাজ করার উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন, যারা যুদ্ধ করতে চায় তাদের সাথে যুদ্ধ করবে; আর যারা যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকবে তাদের ক্ষমা করে দিবে এবং সাধারণভাবে মানুষকে সন্ধি-সমঝোতা ও ঐক্যের দিকে আহ্বান জানাবে। বিজয় লাভ করলে তোমার সাহায্যকারীদের উচিত মর্যাদা দিবে।

এসব আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমর ইব্ন আস মিসরের পথে যাত্রা করেন। তিনি মিসরে পৌঁছলে সেখানকার উসমানী গ্রুপ তার সংগে মিলিত হয় এবং তিনি তাদের নেতৃত্ব দেন। এরপর আমর ইব্ন আস মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের কাছে এক পত্র লিখে পাঠান। পত্রের মর্ম এই ঃ আপনি ক্ষমতা ত্যাগ করুন। আমি চাই না আমার পক্ষ থেকে আপনার কোন ক্ষতি হোক। এ শহরের লোকজন আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, আপনার শাসন প্রত্যাখ্যান করেছে, আপনার আনুগত্যে অপমান বোধ করছে। এরা আপনাকে পরিত্যাগ করেছে। আপনি যদি উটের পেটে বাঁধা বস্তা ফেলে দেন, এরা তা আপনাকে ফেরত দিবে। সুতরাং এ দেশ ছেড়ে আপনি চলে যান। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। এরপর সালাম।

আমর নিজের পত্রের সাথে মু'আবিয়ার লিখিত পত্রটিও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের কাছে পাঠিয়ে দেন। মু'আবিয়ার পত্রের বক্তব্য এই ঃ বিদ্রোহ ও জুলুমের পশ্চাতে থাকে ভয়ংকর বিপর্যয়। যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে রক্তপাত ঘটায় সে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না। উসমানের বিরুদ্ধে তোমার চেয়ে কঠিন ভূমিকা আর কারও ছিল বলে আমাদের জানা নেই। তুমি-ই তো তাঁর কান ও ঘাড়ের মাঝখানে চাপাতি দ্বারা আঘাত করেছিলে। এরপরও তুমি মনে করেছ যে তোমার ব্যাপারে আমরা ঘুমিয়ে আছি কিংবা ওসব

ভুলে গিয়েছি ? সে কারণেই তুমি ঐ শহরে এসে শাসন চালাবার সাহস দেখাচ্ছ। অথচ ওখানকার অধিকাংশ অধিবাসী আমার সমর্থক। আমি তোমার বিরুদ্ধে এমন এক বাহিনী পাঠিয়েছি যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে। তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা করবেন না। এরপর সালাম।

বর্ণনাকারী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর উভয় পত্র একত্রে আলীর কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই সাথে তাঁকে অবহিত করেন যে, মু'আবিয়ার পক্ষ থেকে সৈন্যবাহিনীসহ আমর ইব্‌ন আস মিসরে এসে গেছে। এখন যদি মিসরকে আপনার দখলে রাখা প্রয়োজন মনে করেন তবে আমার নিকট সৈন্য ও সম্পদ দ্রুত পাঠিয়ে দিন। এরপর সালাম। চিঠির জওয়াবে আলী (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরকে লিখে পাঠান যে, ধৈর্য ধারণ কর ও শত্রুদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। আমি শীঘ্রই তোমার নিকট সৈন্য ও সম্পদ প্রেরণ করছি। এছাড়াও সাধ্যমত সৈন্য সরবরাহ করে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

আলী (রা)-এর জওয়াব পেয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মু'আবিয়ার নিকট তার চিঠির কড়া উত্তর পাঠান। অনুরূপভাবে আমর ইব্‌ন আসের নিকটও শক্ত ভাষায় তার চিঠির জওয়াব প্রেরণ করেন। এরপর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর জনতার উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তিনি তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সিরীয় বাহিনীর মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে আমর ইব্‌ন আস তার সৈন্যবাহিনীসহ মিসরে পৌঁছে গেছেন। মিসরের উসমানী গ্রুপও তার সাথে যুক্ত হয়েছে। সবমিলে আমরের বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ষোল হাজার। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের আহ্বানে মিসরের দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সাড়া দেয়। তিনি তাদেরকে নিয়ে অগ্রসর হন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর তার বাহিনীর সম্মুখ ভাগে কিনানা ইব্‌ন বিশ্‌রকে রাখেন। কিনানা বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। সিরিয়ার সৈন্য সামনে পড়া মাত্রই তাকে হত্যা করতে থাকেন। অবশেষে তারা কিনানার চাপে কোণঠাসা হয়ে আমর ইব্‌ন আ'সের নিকট ফিরে যায়। আমর ইব্‌ন আস তখন কিনানার বিরুদ্ধে মু'আবিয়া ইব্‌ন খাদীজকে পাঠান। তিনি কিনানাকে পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণ করেন। সিরিয়ার অন্যান্য সৈন্য সম্মুখ দিক দিয়ে আক্রমণ চালায়। এভাবে কিনানা চতুর্দিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। তিনি তখন অশ্ব থেকে মাটিতে নেমে যুদ্ধ করেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে থাকেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰه كِتَابًا مُّؤَجَّلاً ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারও মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু এর মেয়াদ অবধারিত (আলে-ইমরান ঃ ১৪৫)।

এরপর যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি নিহত হন। কিনানার নিহত হওয়ার সাথে সাথে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের সৈন্যরা রণে ভংগ দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। এদিকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর রণক্ষেত্র থেকে ফিরে যাওয়ার সময় পথে একটি বিধ্বস্ত ঘর দেখে তার মধ্যে আত্মগোপন করেন। আমর ইব্‌ন আস মিসরের ফুসতাত শহরে চলে যান। মু'আবিয়া ইব্‌ন খাদীজ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের সন্ধানে বের হন। পথে সংবাদ নিতে নিতে তিনি অগ্রসর হন। যার সংগে দেখা হতো তাকে তিনি জিজ্ঞেস করতেন– এ পথ দিয়ে কোন

অপরিচিত লোক গিয়েছে কিনা ? তারা উত্তর দিত— না, কাউকে যেতে দেখিনি। কিন্তু একজন লোক বললো আমি একটি লোককে এই বিধ্বস্ত ঘরে বসে থাকতে দেখেছি। সেদিকে তাকিয়েই সে বলে উঠলো, কা'বার মালিকের কসম! ঐ তো, ঐ দেখা যায় তাকে।

সন্ধানকারীরা বিধ্বস্ত ঘরটিতে প্রবেশ করে তাকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। এ সময় পানির প্রচণ্ড পিপাসায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের ভাই আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর আমর ইব্‌ন আসের নিকট হাজির হয়ে বলেন, আমার ভাইকে কি এরূপ নির্মমভাবে হত্যা করা হবে ? আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর আমর ইব্‌ন আসের সাথেই মিসর এসেছিলেন। তখন আমর ইব্‌ন আস মু'আবিয়া ইব্‌ন খাদীজকে সংবাদ পাঠান যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরকে হত্যা না করে যেন আমার নিকট নিয়ে আসা হয়। সংবাদ পেয়ে মু'আবিয়া বললো, তা কখনও হতে পারে না যে, ওরা (সিরীয়রা) কিনানাকে হত্যা করবে আর আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরকে ছেড়ে দিব। অথচ সে উসমানের অন্যতম হত্যাকারী। উসমানও তখন তাদের কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর পান করার জন্যে তাদের কাছে সামান্য পানি প্রার্থনা করেন। মু'আবিয়া বললেন, তোমাকে যদি এক ফোঁটা পানিও পান করতে দিই তাহলে আল্লাহ্ কখনও আমাকে পানি পান করাবেন না। তোমরা উসমান (রা)-কে পানি পান করতে বাধা প্রদান করেছিলে এবং সাওম পালনরত অবস্থায় তাকে হত্যা করেছিলে। আল্লাহ্ তাঁকে খাঁটি শরাব পান করাবার জন্যে নিয়ে গেছেন।

ইবন জারীর লিখেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মু'আবিয়া ইব্‌ন খাদীজ[১], আমর ইব্‌ন আস, মু'আবিয়া ও উসমান ইব্‌ন আফফান থেকে এই একইরূপ আচরণ পায়। যা হোক এ সময় মু'আবিয়া ইব্‌ন খাদীজ অত্যধিক ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন এবং সামনে গিয়ে তাকে হত্যা করেন। এরপর তার লাশ মৃত দুর্গন্ধময় গাধার সাথে একত্র করে আগুনে জালিয়ে দেন। এ সংবাদ আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন এবং মুহাম্মদের পরিবারবর্গকে নিজের কাছে নিয়ে নেন। মুহাম্মদের পুত্র কাসিমও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সকল সালাতের পর মু'আবিয়া ও আমর ইব্‌ন আসের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করতেন।

ওয়াকিদী লিখেছেন ঃ আমর ইব্‌ন আস চার হাজার সৈন্য নিয়ে মিসরে আসেন। এ দলের মধ্যে ছিল আবুল আওয়ার সুলামী। মাসান্নাত নামক স্থানে এ দলের সাথে মিসরীয়দের মুকাবিলা হয়। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধের এক পর্যায়ে কিনানা ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌ন ইতাব তুজীবী নিহত হয়। তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে জাবালা ইব্‌ন মাসরূক নামক এক ব্যক্তির কাছে আত্মগোপন করে। কিন্তু গোপন সংবাদ পেয়ে মু'আবিয়া ইব্‌ন খাদীজ লোকজন নিয়ে তাকে ঘিরে ফেলে। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর বেরিয়ে এসে তাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং নিহত হয়। ওয়াকিদী বলেন, এ ঘটনা এ বছর সফর মাসে সংঘটিত হয়।

ওয়াকিদী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের নিহত হওয়ার পর আলী (রা) আশতার নাখঈকে মিসরে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, এ সনেরই শা'বান মাসে আযরূহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ দিকে আমর ইব্‌ন আস ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে

---

১. ভিন্ন মতে হুদায়জ।

মু'আবিয়ার নিকট পত্র লেখেন। তিনি জানান যে, মহান আল্লাহ্ আপনাকে মিসরের বিজয় দান করেছেন। এখানকার লোকজন আনুগত্য মেনে নিয়েছে এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়েছে। হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ কালবী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর নিহত হওয়ার পর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযাইফার তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেছে। উসমান (রা) হত্যায় অনুপ্রেরণা দানকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন অন্যতম। আমর ইব্‌ন আস তাকে মু'আবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযাইফা আমীর মু'আবিয়ার মামাতো ভাই হওয়ার কারণে আমর তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন।

মু'আবিয়া তাকে ফিলিস্তীন কারাগারে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু কারাগার থেকে সে পালিয়ে যায় এবং বালকা এলাকায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন জিলামর সাথে মিলিত হয়। সেখানে এক গুহার মধ্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযাইফা আত্মগোপন করে। একটি বন্য গাধা আশ্রয় নেওয়ার জন্যে ঐ গুহার কাছে আসে। কিন্তু গুহার মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষ দেখতে গিয়েই সে ছুটে পালায়। গাধার এ কাণ্ড দেখে সেখানে কর্মরত একদল কাঠুরিয়া বিস্মিত হয়। তারা গুহার কাছে গিয়ে মুহাম্মদকে দেখতে পায়। এরপর সেখানে আরও লোকজনের আগমন ঘটতে থাকে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জিলামের মনে ভয় হলো যে, এরা তাকে মু'আবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে এবং তিনি হয়তো তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এ কথা ভেবে সে তার শিরশ্চেদ করে দেয়। ইবনুল কালবী এ ঘটনা এরূপেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওয়াকিদী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুজাইফা হিজরী ছত্রিশ সনে নিহত হয়েছেন।

ইবরাহীম ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন দীযবীল তার গ্রন্থে লেখেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ, ইব্‌ন লাহইয়া, ইয়াযীদ ইব্‌ন হাবীব সূত্রে বর্ণিত। আমর ইব্‌ন আস মিসরের জনৈক কিবতীর প্রচুর অর্থ আটক করেন। কেননা সে তার নিকট অবস্থান করতো এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য রোমে পাচার করে দিত। এ ব্যাপারে সে তাদের সাথে নিয়মিত পত্র যোগাযোগ করতো। এ অপরাধে তিনি ঐ কিবতীর পঞ্চাশ উরদুবেরও বেশি দীনার আটক করেন। আবূ সালিহ বলেন, এক উরদুবে ছয় ওয়ায়বাত এবং এক ওয়ায়বাত এক কফীযের সমান। এক ওয়ায়বাতের মূল্য হিসেব করে দেখা গেছে যে, এর পরিমাণ দাঁড়ায় উনচল্লিশ হাজার দীনার। এ হিসেব মতে কিবতীর থেকে আটককৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় তের কোটি দীনার। আবূ মাখসাফ তার সূত্রে বলেন ঃ আলী (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো যে, মিসরের পতন হয়েছে, আমর সেখানকার ক্ষমতা দখল করেছে, জনগণ তার ও মু'আবিয়ার আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে— তখন তিনি জনতার উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি তাদেরকে জিহাদের অনুপ্রেরণা দান করেন, ধৈর্য ধারণ করতে বলেন এবং সিরিয়া ও মিসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে আগমীকাল কূফা ও হীরার মধ্যবর্তী জুরআ নামক স্থানে একত্রিত হতে বলেন।

পরদিন তিনি তো সেখানে গিয়ে অবস্থান করেন কিন্তু একজন সৈন্যও তথায় গেল না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দকে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হলে আলী (রা) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর। তিনি যা সিদ্ধান্ত করেছেন, তাই কার্যকর হয়েছে। তিনি যা নির্ধারণ করেছেন, তাই বাস্তবায়িত

হয়েছে। তিনি আমাকে পরীক্ষা নিচ্ছেন তোমাদের দ্বারা এবং ঐসব লোকের দ্বারা যাদেরকে আমি নির্দেশ দিই। কিন্তু তারা তা মানে না। আহ্বান করি কিন্তু আহ্বানে সাড়া দেয় না। এটা কত বড় বিস্ময়কর ব্যাপার যে, মু'আবিয়া নিকৃষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোকদের আহবান করলে কোন সাহায্য অনুদান ছাড়াই বিনাবাক্যে তারা তার আহবানে সাড়া দেয়। এক বছরে দুইবার কিংবা তিনবার অভিযানে ডাক দিলেও তারা পূর্ণ আনুগত্য দেখায়, অভিযান যেখানে বা যাদের বিরুদ্ধে হোক না কেন ? অথচ আমি যখন তোমাদের আহবান করি তখন তোমরা আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও, অবাধ্য হও এবং আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হও। অথচ তোমরা জ্ঞানীগুণী ও সমাজের উৎকৃষ্ট শ্রেণী, তদুপরি আমার পক্ষ থেকে সাহায্য অনুদানের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

আলী (রা)-এর ভাষণ এ পর্যন্ত শেষ হলে মালিক ইব্ন কা'ব আওসী দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদেরকে আলীর নির্দেশ শুনতে, মানতে এবং আনুগত্য করতে আহবান জানান। তার আহবানে দু'হাজার লোক সাড়া দেয় ও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়। এই মালিক ইব্ন কা'বকেই তাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়। তিনি তাদেরকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। পাঁচ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মিসর থেকে একটি দল আগমন করে। এ দলের লোকেরা মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের সাথে ছিল। তারা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে জানাল যুদ্ধ কি রকম হলো, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর কিভাবে নিহত হলেন এবং মিসরে আমরের শক্তি কিভাবে সুদৃঢ় হয়েছে। এ সংবাদ জানার পর আলী (রা) লোক পাঠিয়ে মালিক ইব্ন কা'বকে মধ্যপথ থেকে ফিরিয়ে আনেন। কেননা তিনি আশংকা বোধ করলেন যে, মিসরে পৌঁছার আগেই সিরীয়দের পক্ষ হতে এদের উপর হামলা হতে পারে।

এ দিকে ইরাকীরা আলী (রা)-এর আদেশ-নিষেধ অমান্য করা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং তার কথা, কাজ ও নির্দেশ থেকে দূরে থাকার নীতিতে অটল হয়ে থাকলো। কারণ তারা ছিল মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নীচমনা, দুষ্কৃতিকারী ও অপরাধপ্রবণ। এরপর আলী (রা) ইব্ন আব্বাসের নিকট পত্র লেখেন। তিনি ছিলেন আলীর পক্ষ থেকে বসরার শাসনকর্তা। পত্রে তিনি ইরাকীদের বিদ্বেষ ও বিরোধিতার অভিযোগ করেন। ইব্ন আব্বাস আলীর পত্রের জবাব দেন। তিনি তাকে সান্ত্বনা দেন ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের জন্যে শোক প্রকাশ করেন। তাদের অন্যায় আচরণের জন্যে ধৈর্য ধারণ করার ও মানুষকে সংশোধন করার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেননা দুনিয়ার চেয়ে মহান আল্লাহর প্রতিদান অতি উত্তম। পত্র দেওয়ার পর ইব্ন আব্বাস যিয়াদকে স্থলাভিষিক্ত রেখে আলীর কাছে কূফায় চলে আসেন। মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান এ সময় আবদুল্লাহ ইব্ন আমর হাযরামীকে একটি পত্রসহ বসরায় প্রেরণ করেন। তিনি বসরাবাসীকে আমর ইব্ন আসের নির্দেশ মেনে নেওয়ার আহবান জানান। ইবনুল হাযরামী বসরায় এসে বনু তামীমের নিকট অবতরণ করেন। বনু তামীম তাকে আশ্রয় দেয়।

এ সংবাদ পেয়ে যিয়াদ আ'য়ুন ইব্ন যাবীআকে একদল লোকসহ তাদের কাছে প্রেরণ করেন। তখন উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং আ'য়ুন ইব্ন যাবীআ নিহত হন। ইব্ন আব্বাস বসরা থেকে চলে যাওয়ার পরে এখানে কি ঘটেছে সে বিষয়ে অবগত করে যিয়াদ আলীর কাছে এক পত্র দেন। তখন আলী (রা) জারিয়া ইব্ন কুদামা তামীমীকে পঞ্চাশ জন সৈন্যসহ তার গোত্র বনু তামীমের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বনু তামীমের উদ্দেশ্যে একটি পত্র

লিখে তার কাছে পাঠান। এতে বনু তামীমের অধিকাংশ লোক ইব্‌ন হাযরামীর সমর্থন ত্যাগ করে। এরপর জারিয়া ইব্‌ন কুদামা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর হাযরামীকে তার দলবলসহ একটি ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখেন। তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশজন, মতান্তরে সত্তরজন। এদের সবাইকে তিনি আগুন দ্বারা পুড়িয়ে মারেন। এর আগে তিনি তাদেরকে সুযোগ দেন ও সতর্ক করেন। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি এবং তাদের উদ্দেশ্য ত্যাগ করেনি।

অনুচ্ছেদ

ইব্‌ন জারীর এই বছরে (আটত্রিশ সালে) নাহ্‌রাওয়ানদের সাথে আলীর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াকে সঠিক বলেছেন। তার মতে হুরাইছ[১] ইব্‌ন রাশিদ নাজীর বিদ্রোহও এ সনেই হুরাইছের সাথে তার কওমের তিনশ লোক ছিল। প্রথম থেকে সে আলী (রা)-এর সাথে কূফায় থাকতো। হঠাৎ একদিন আলীর সম্মুখে এসে সে বলতে লাগলো— আলী! আল্লাহ্‌র কসম! এখন থেকে আর আপনার হুকুম মানবো না। আপনার পিছনে সালাত আদায় করবো না। আগামীকাল আপনার থেকে বিদায় নিব।

আলী (রা) বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! এ রকম যদি কর তা হলে তোমার প্রতিপালকের নাফরমানী করবে, তোমার অংগীকার ভংগ হবে এবং নিজের ক্ষতি নিজেই করবে। আচ্ছা বলো তো, তুমি এ রকম কেন করতে চাও ? সে বললো, আপনি আল্লাহ্‌র কিতাবের উপরে মানুষকে বিচারক বানিয়েছেন এবং কঠিন অবস্থায় হক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনি দুর্বল। তাছাড়া যারা জালিম তাদের দিকে আপনি ঝুঁকে পড়েছেন। এ কারণে আপনাকে আমরা তিরস্কার করি এবং আপনাকে (তাদেরকে ঃ তাবারী) আমরা শাস্তি দিব। আপনাদের সকলের থেকে (আলী ও মু'আবিয়া) আমরা পৃথক হয়ে যাবো। এরপর সে তার সাথীদের কাছে চলে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে বসরা অভিমুখে রওনা হয়।

আলী (রা) এদের উদ্দেশ্যে মা'কাল ইব্‌ন কাইসকে প্রেরণ করেন এবং তার পশ্চাতে খালিদ ইব্‌ন মা'দান তাঈকে পাঠিয়ে দেন। ব্যক্তি হিসেবে খালিদ (রা) ছিলেন যোগ্য, ধার্মিক, বীর ও সাহসী। আলী তাকে নির্দেশ দেন মা'কালের কথা শুনতে ও তার আনুগত্য করতে। উভয় দল যখন একত্রিত হলো তখন সবাই মিলে এক বাহিনীতে পরিণত হয়। এরপর তারা হুরাইছের সন্ধানে বের হয়। অবশেষে রাম হুরমুয পর্বতের কাছে তাকে পেয়ে যায়। খালিদ (রা) বলেন, আমরা ব্যূহ রচনা করে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। মা'কাল ব্যূহের মাইমানাহ্ অংশের দায়িত্ব দেন ইয়াযীদ ইব্‌ন মা'কালকে এবং মাইসারাহ্ অংশের দায়িত্ব দেন মিনজাব ইব্‌ন রাশিদ জাবীকে। ওদিকে হুরাইছের সাথে যে সব আরব ছিল তাদেরকে রাখে মাইমানাহ্ অংশে এবং তার অনুসারী কুর্দী ও অনারবদের রাখে মাইসারাহ্ অংশে। মা'কাল ইব্‌ন কাইস আমাদের মাঝে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা দেন ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! শত্রুদের উপর প্রথমে আক্রমণ করো না, দৃষ্টিকে অবনমিত রাখ। কথা কম বল, শুধু তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা আক্রমণ করবে।

এ যুদ্ধের জন্যে তোমাদের পুরস্কারের সুসংবাদ আছে। কেননা দীন পরিত্যাগকারী লোকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করছো এবং এমন অনারবদের সাথে লড়াই করছো যারা খারাজ

---

১. তাবারী, কামিল, ইবনুল আছামের ফুতূহ ও তাজরীদে হুরাইছের পরিবর্তে খিররীত বলা হয়েছে।

(রাজস্ব) দেওয়া বন্ধ করেছে— যারা চোর এবং কুর্দী কাফির। আমি যখন আক্রমণ করবো তখন তোমরা একযোগে তীব্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরপর তিনি তার বাহনকে[১] দু'বার নাড়া দেন। তৃতীয় বার নাড়া দিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। সাথে সাথে আমরাও সকলে একযোগে আক্রমণ করি। আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের আক্রমণের মুখে তারা এক ঘণ্টাও টিকে থাকতে পারেনি। পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। অনারব ও কুর্দীদের মধ্য হতে প্রায় তিনশ'জনকে আমরা হত্যা করি। হুরাইছ পালিয়ে আসয়াফে তার কওমের লোকদের কাছে চলে যায়। সেখানে তার কওমের প্রচুর লোকজন বসবাস করতো। মা'কালের বাহিনী তার পিছনে পিছনে ছুটে যায় এবং সমুদ্র তীরে তার কওমের লোকজনসহ তাকে হত্যা করে। নু'মান ইব্‌ন সুহবান হুরাইছকে হত্যা করে। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তার সাথে আরও একশ' সত্তরজন নিহত হয়।

ইব্‌ন জারীর এ ঘটনা ছাড়াও এমন বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন যাতে খারিজীদের সাথে আলীর পক্ষের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ উমর ইব্‌ন শাইবাহ্ ..... মুজাহিদ সূত্রে শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) যখন নাহরাওয়ানদের হত্যা করেন তখন বিপুল সংখ্যক লোক তার বিরুদ্ধে চলে যায়। তাঁর আশপাশের লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বনু নাজিয়াহ্ বিরোধিতা শুরু করে । এ সুযোগে ইবনুল হাযরামী বসরায় অভিযান চালায়। পাহাড়ী লোকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যারা খারাজ দিত তারা খারাজ দেওয়া বন্ধ করতে উদ্যত হয়। পারস্যবাসীরা সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফকে সেখান থেকে বের করে দেয়। তিনি ছিলেন পারস্যের শাসনকর্তা। তখন ইব্‌ন আব্বাস যিয়াদ ইব্‌ন আবীহীকে পারস্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করতে পরামর্শ দেন। আলী (রা) তাকে পারস্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। পরের বছর তিনি বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে পারস্য যান এবং খারাজ আদায় করতে তাদেরকে সম্মত করেন।

হিজরী আটত্রিশ সালে যে সব সাহাবীর ইনতিকাল হয়

১. সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফ ইব্‌ন ওয়াহিব ইব্‌ন আলীম[২] ইব্‌ন ছা'লাবাহ্ আল আনসারী আল-আওসী। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের সময়ও ময়দানে অবিচল থাকেন। এ ছাড়া ইসলামের সকল যুদ্ধে তিনি উপস্থিত থাকেন। তিনি আলীর পক্ষে থাকেন এবং তার সাথে সকল যুদ্ধে অংশ নেন। কেবল উষ্ট্রের যুদ্ধে যেতে পারেননি। কেননা এ সময় আলী (রা) তাকে পবিত্র মদীনায় থাকার দায়িত্ব প্রদান করেন। আটত্রিশ সনে তিনি কূফায় ইন্তিকাল করেন। আলী পাঁচ বা ছয় তাকবীরে তার নামাযে জানাযা পড়ান এবং বলেন, সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফ একজন বদরী সাহাবী (রা)।

২. সানওয়ান ইব্‌ন বাইযাহ্— সুহাইল ইব্‌ন বাইযার ভাই। ইসলামের সবক'টি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং আটত্রিশ সালের রমযান মাসে ইনতিকাল করেন। তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।

---

১. তাবারীতে আছে পতাকা একং কামিলে আছে মাথা।
২. ইসাবাহ ২/৮৭; ইসতিআব ২/৯২; আল আকীম।

৩. সুহাইল ইব্ন সিনান ইব্ন মালিক রূমী। তার পূর্ব পুরুষ ছিল ইয়ামানী। তার কুনিয়াত আবূ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসিত। তার পিতা কিংবা চাচা আইলায় কিসরার (পারস্য সম্রাট) কর্মচারী ছিলেন। মুসেল শহরে দজলা নদীর তীরে ভিন্ন মতে ফোরাত নদীর তীরে তারা বসবাস করতেন। সুহাইবের বাল্যকালে রোমানরা তাদের এলাকা আক্রমণ করে এবং তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। কিছুকাল সেখানে বন্দী থাকার পর বনু কালবের লোকেরা সুহাইবকে কিনে নেয়। বনু কালব তাকে পবিত্র মক্কায় বিক্রীর জন্য নিয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইব্ন জাদ'আন তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়। এরপর তিনি পবিত্র মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আবির্ভূত হন তখন সুহাইব তাঁর উপর ঈমান আনেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ঈমান গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তেত্রিশজন লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর সুহাইব ও আম্মার একই দিনে মুসলমান হন।

তিনি ছিলেন সেই সব অসহায়দের একজন যাদেরকে মহান আল্লাহ্র পথে শাস্তি দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিজরতের কয়েক দিন পর সুহাইব হিজরত করেন। মুশরিকরা তাকে হিজরত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য পথে বাধা দিল। সুহাইব তাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে চামড়ার ব্যাগ থেকে তীর বের করে সামনে রেখে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমরা জান যে, তীর নিক্ষেপে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক পারদর্শী। আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে তোমরা কিছুতেই আসতে পারবে না। যারাই আসতে চেষ্টা করবে এক একটা তীর মেরে আমি প্রত্যেককে হত্যা করবো। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করবো। আর যদি তোমাদের উদ্দেশ্য অর্থ হয়ে থাকে তা হলে আমার অর্থের সন্ধান দিচ্ছি। দেখ অমুক জায়গায় মাটির নিচে তা পোঁতা আছে। এরপর তারা ফিরে যায় এবং তার নির্দেশিত স্থান থেকে পুঁতে রাখা অর্থ তুলে নেয়। সুহাইব যখন পবিত্র মদীনায় পৌঁছে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখে বললেন ঃ আবূ ইয়াহ্ইয়া (সুহাইব) লাভজনক ব্যবসা করেছে। এ সময় মহান আল্লাহ্ কুরআনের এ আয়াত নাজিল করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ -

মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মবিক্রী করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু (বাকারা ঃ ২০৭)।

হাম্মাদ ইব্ন সালমা আলী ইব্ন ইয়াযীদ সূত্রে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেন যে, সুহাইব বদর, উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। উমর (রা) যখন পরামর্শের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করেন তখন সুহাইবই সালাতের ইমামতি করতেন। উসমান (রা)-কে নিয়োগ করা পর্যন্ত তিনি এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

উমরের ওয়াসিয়াত অনুযায়ী তিনিই তার জানাযা সালাতের ইমামতি করেন। সুহাইব ছিলেন উমরের অন্তরঙ্গ সাথী। তাঁর গায়ের রং ছিল গাঢ় লাল। বেশি লম্বাও না, বেঁটেও না। জোড় ভ্রূ এবং মাথায় ঘন চুল। তার কথায় ছিল প্রচুর জড়তা। অত্যন্ত মর্যাদা ও দীনদারী থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে রসিকতা ও হাস্যরসের প্রবণতা দেখা যেত। বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তাজা কাঁকুড়া খেতে দেখে বললেন ঃ তোমার চোখ উঠেছে আর তুমি তাজা কাঁকুড়া

খাচ্ছ? সুহাইবের একটি চোখ তখন চোখওঠা রোগে ভুগছিল। সুহাইব জবাব দিলেন, আমি আমার ভাল চোখের এক কিনারা দিয়ে খাচ্ছি। জওয়াব শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে দিলেন। হিজরী আটত্রিশ সালে তিনি পবিত্র মদীনায় ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ তাঁর ইনতিকালের সাল উনচল্লিশ বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে সুহাইবের বয়স হয়েছিল সত্তর বছরের কিছু বেশি।

৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে হেরেম শরীফের মধ্যে এক বৃক্ষের নিচে ভূমিষ্ঠ হন। তার মাতার নাম আসমা বিনত উমাইস। আবূ বকর সিদ্দীকের ইনতিকালের সময় উপস্থিত হলে আপন স্ত্রী আসমাকে গোসল করাবার ওয়াসিয়াত করে যান। সে অনুযায়ী আসমা তাকে গোসল করান। স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত শেষ হলে আলী (রা) আসমাকে বিবাহ করেন। তখন থেকে মুহাম্মদ আলীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়। আলী (রা) খলীফা হওয়ার পর মিসরে কাইস ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদার পরে মুহাম্মদকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। হিজরী আটত্রিশ সন আরম্ভ হলে মু'আবিয়া আমর ইব্ন আসকে মিসর অভিযানে প্রেরণ করেন। আমর মিসর দখল করে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরকে হত্যা করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ত্রিশ থেকে দু'বছর কম।

৫. আসমা বিনত উমাইস ইব্ন মা'বাদ ইব্ন হারিছ আল-খাছ আমিয়্যা। তিনি পবিত্র মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বামী জা'ফর ইব্ন আবূ তালিবের সাথে হাবশায় হিজরত করেন এবং পরে তার সাথে খাইবারে আগমন করেন। জা'ফর ইব্ন আবূ তালিবের ঔরসে আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ও আওন জন্মগ্রহণ করে। মূতার যুদ্ধে জা'ফর শহীদ হলে আবূ বকর সিদ্দীক আসমাকে বিবাহ করেন। এখানে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর জন্মগ্রহণ করেন, যিনি পরবর্তীকালে মিসরের আমীর হন। এরপর আবূ বকর সিদ্দীকের মৃত্যু হলে আলী ইব্ন আবূ তালিব আসমাকে বিবাহ করেন। তার ঔরসে ইয়াহ্ইয়া ও আওনের জন্ম হয়। আসমা বিনত উমাইস উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা বিনত হারিসের বৈপিত্রেয় বোন। অনুরূপ তিনি আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফজলেরও বৈপিত্রেয় বোন। আসমার বৈপিত্রেয় বোন মোট নয়জন। আসমার সহোদরা বোন সালমা বিনত উমাইস আব্বাসের স্ত্রী। তার ঔরসে সালমার এক কন্যা সন্তান জন্ম হয়, নাম আম্মারা।

হিজরী উনচল্লিশ সাল

এই সনে মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান্ আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কেননা তিনি দেখলেন যে, আবূ মুসা আশ'আরী ও আমর ইব্‌ন আস ঐকমত্য হয়ে আলীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেছে এবং তদস্থলে আমর ইব্‌ন আস মু'আবিয়াকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কাজেই, এমতাবস্থায় তার ক্ষমতা গ্রহণের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাঁর ধারণা মতে এখন থেকে তাঁরই আনুগত্য করা সকলের উপর অপরিহার্য। তিনি আরও দেখলেন যে, ইরাকী সৈন্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলীর আনুগত্য করছে না এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশ মানছে না। এ অবস্থায় আলীর ক্ষমতা লাভের আশা কখনই পূরণ হবে না। কাজেই মু'আবিয়া বুঝে নিলেন যে, এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তিনি ক্ষমতা অর্জনের অধিকতর যোগ্য।

এ বছরে তিনি যাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চল দখলের জন্যে প্রেরণ করেন তাদের মধ্যে নু'মান ইব্‌ন বশীর অন্যতম। দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে তাকে তিনি আইনুত-তামারে[১] পাঠান। সেখানে মালিক ইব্‌ন কা'ব আরহাবী আলীর পক্ষ হতে এক হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত ছিল। সিরীয় সৈন্যদের আগমনের সংবাদ শুনে মালিকের সৈন্যরা তাকে ফেলে পালিয়ে চলে যায়। মালিক ইব্‌ন কা'বের নিকট মাত্র একশ' সৈন্য অবশিষ্ট থাকে। মালিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে আলীর কাছে পত্র পাঠান। আলী তখন মালিক ইব্‌ন কা'বের সাহায্যার্থে যাওয়ার জন্যে সৈন্যদের আহ্বান জানান। কিন্তু সৈন্যরা বিভিন্ন ধরনের বানোয়াট ওজর আপত্তি তুলে ধরে, কাপুরুষত্ব প্রদর্শন করে এবং যুদ্ধে যেতে কেউই রাযী হলো না। তখন আলী তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন।

তিনি বলেন ঃ হে কূফাবাসী! তোমরা যখনই কোন সিরীয় বাহিনীর আগমন বার্তা পাও, তখন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দাও। যেমন গোসাপ তার গর্তে এবং গোরখোর তার আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করে। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা যাকে প্রতারণা কর সে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যায়। আর যে তোমাদের উপর বিজয় লাভ করে সে সঠিক তীর ব্যবহারের দ্বারাই বিজয় লাভ করে থাকে। আহ্বান করলে কোন যোগ্য লোক মিলে না। পরামর্শের সময় আস্থাভাজন কোন ভাই এগিয়ে আসে না। আমরা আল্লাহ্‌র জন্যে এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। আমি তোমাদের নিকট যা প্রত্যাশা করেছিলাম, সে ব্যাপারে তোমরা অন্ধ, কিছুই দেখছো না।

---

১. আইনুত-তামার ঃ কূফার পশ্চিমে আম্বারের কাছে অবস্থিত। হিজরী বার সনে আবূ বকর সিদ্দীকের আমলে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুসলমানরা এ অঞ্চলটি দখল করে।

মূক,– কোন কথাই বলছো না। বধির, কোন কথাই কানে প্রবেশ করছে না। আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্যে এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন নু'মান ইব্‌ন বশীর তাদের উপর আক্রমণ করে এবং প্রচণ্ড লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এ দিকে মালিক ইব্‌ন কা'বের সাথে একশ' জন মাত্র সৈন্য ছিল। তারা যুদ্ধ করতে করতে তলোয়ারের ধার ভেঙ্গে ফেলে এবং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। অবস্থা যখন এ রকম তখন মুখনাফ ইব্‌ন সুলাইমের পক্ষ থেকে তার পুত্র আবদুর রহমান ইব্‌ন মুখনাফ পঞ্চাশজন সৈন্যসহ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সিরীয়রা এদেরকে দেখে মনে করে যে, বিশাল সাহায্যকারী বাহিনী এসে গেছে। তাই তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে। মালিক ইব্‌ন কা'ব তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তিনজনকে হত্যা করে। অবশিষ্টরা বেঁচে যেতে সমর্থ হয়। ফলে এ যাত্রায় তাদের উদ্দেশ্য সফল হলো না।

মু'আবিয়া এ বছরে সুফিয়ান ইব্‌ন আওফের নেতৃত্বে ছয় হাজার সৈন্য দিয়ে অভিযানে প্রেরণ করেন। তাকে প্রথমে হীত এবং পরে আম্বার ও মাদাইন আক্রমণের নির্দেশ দেন। সুফিয়ান প্রথমে হীত্ পৌঁছে। কিন্তু সেখানে কোন বাধার সম্মুখীন না হওয়ায় সেখান থেকে আম্বারে চলে আসে। এখানে আলীর পাঁচশত সৈন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কিছু আগে এরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় তখন সেখানে মাত্র একশ' সৈন্য বিদ্যমান ছিল। সংখ্যায় কম থাকার কারণে সুফিয়ান তাদের সাথে যুদ্ধ করে। এরা ধৈর্যের সাথে লড়াই চালিয়ে যায়। অবশেষে তাদের আমীর আশরাস ইব্‌ন হাসান বাকরী নিহত হয় এবং তার দলের আরও ত্রিশজন প্রাণ হারায়। সুফিয়ান আম্বারে লুণ্ঠন চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নিয়ে সিরিয়া প্রত্যাবর্তন করে। আলী এ সংবাদ পেয়ে নিজেই তাদেরকে ধরার জন্যে যাত্রা করেন এবং নুখাইলায় অবতরণ করেন। সেখানে লোকজন তাকে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার যাওয়া লাগবে না। আমরাই আপনার জন্যে যথেষ্ট। আলী বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা আমার জন্যেও যথেষ্ট নও। তিনি সা'দ ইব্‌ন কাইসকে সিরীয় বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। সা'দ শত্রুদের সন্ধানে হীত পর্যন্ত পৌঁছেও না পেয়ে ফিরে আসেন।

আমীর মু'আবিয়া এ সনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসআদা ফাযারীকে যাকাত আদায় করার জন্যে এক হাজার সাতশ' সৈন্যসহ তাইমাহ[১] অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এ এলাকার বেদুঈন ও গ্রাম্য লোকদের থেকে যাকাত ও সাদকা গ্রহণের দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত হন। মু'আবিয়া তাকে আরও নির্দেশ দিলেন যে, কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করবে। এরপর পবিত্র মদীনা, মক্কা ও হিজায থেকে যাকাত আদায় করার নির্দেশও তাকে দেন। এরপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসআদা তাইমাহ্ চলে যান। সেখানে অসংখ্য লোক তার কাছে ভিড় জমায়। আলী এ সংবাদ জানতে পেরে মুসায়্যিব ইব্‌ন নাজরাহ্ ফাযারীকে দুই হাজার সৈন্যসহ আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তাইমাহ্ এলাকার এ যুদ্ধ চলে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়া পর্যন্ত।

মুসায়্যাব ইব্‌ন নাজরাহ্ এ সময় ইব্‌ন মাসআদার উপর আক্রমণ করে এবং তিনবার তরবারির আঘাত হানেন। তবে এ সব আঘাতে তিনি তাকে হত্যা করতে চাননি। বরং তাকে

---

১. সিরিয়ার সীমান্ত জুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার নাম তাইমাহ্।

বলছিলেন, "চলে যাও," "চলে যাও"। তখন ইব্‌ন মাসআদা তার দলের এক অংশকে নিয়ে নিকটবর্তী একটি দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং অন্য অংশ সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। এ দিকে ইব্‌ন নাজরার সংগৃহীত যাকাতের উটগুলো বেদুঈনরা লুট করে নিয়ে যায়। মুসায়্যাব ইব্‌ন নাজরাহ্ তিন দিন পর্যন্ত দুর্গটি ঘেরাও করে রাখেন। তিন দিন পর দুর্গের প্রবেশ দ্বারে এক খণ্ড কাষ্ঠ রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। দুর্গের লোকগণ তাদের নিশ্চিত ধ্বংস বুঝতে পেরে দুর্গের উপর থেকে উঁকি মেরে মুসায়্যাবের কাছে আকুতি জানায় এবং স্ব-গোত্রীয় লোকের উপর করুণা প্রদর্শনের আবেদন জানায়। এতে তাদের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয় এবং আগুন নিভিয়ে দেয়। রাত্রিকালে দুর্গের পতন হয় এবং ইব্‌ন মাসআদা দলবলসহ সিরিয়া পালিয়ে যায়। তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন শাবীব মুসায়্যাব ইব্‌ন নাজরাকে ওদের পশ্চাতে ধাওয়া করে পাকড়াও করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু, মুসায়্যাব তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আবদুর রহমান তখন বললো, আপনি আমীরুল মু'মিনীনকে ধোঁকা দিলেন আর ওদের উপর করুণা দেখালেন।

এ বছরে মু'আবিয়া যাহ্হাক ইব্‌ন কাইসকে তিন হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করেন এবং আলীর অনুগত সৈন্যদের উপর হামলা ও লুট-তরাজ করার নির্দেশ দেন। এ সংবাদ পেয়ে আলী চার হাজার সৈন্যসহ হাজার ইব্‌ন আদীকে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্যে পঞ্চাশ দিরহাম করে ব্যয় করেন। তাদসুর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মুকাবিলা হয়। যাহ্হাকের দলের উনিশজন ও হাজারের পক্ষের দু'জন নিহত হয়। রাত্রিবেলা যুদ্ধ বন্ধ হলে যাহ্হাক তার লোকজনসহ সিরিয়ায় পালিয়ে যায়।

এ সনে মু'আবিয়া নিজেও বিরাট বাহিনীসহ অভিযানে বের হন এবং দজলা পর্যন্ত এসে ঘুরেফিরে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ ঘটনা মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ওয়াকিদীর সূত্রে এবং আবূ মা'শারও বর্ণনা করেছেন।

এ বছরে আলী (রা) যিয়াদ ইব্‌ন আবীহিকে পারস্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। পারস্যবাসীরা খারাজ দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং আলীর আনুগত্য পরিহার করে। ইতিপূর্বে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, জারিয়াহ্ ইব্‌ন কুদামাহ্ ইবনুল হাযরামী ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে মারে। এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে মানুষের অন্তর আলীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা আলীর বিরোধিতা করে এবং ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক খারাজ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে পারস্যের অধিবাসীরা বেশি ক্ষিপ্ত হয়। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তথাকার শাসক সাহ্ল ইব্‌ন হুনাইফকে বহিষ্কার করে। আটত্রিশ সনের আলোচনায় এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আলী (রা) তখন পারস্যে নতুন শাসক নিয়োগ করার ব্যাপারে তার লোকদের সাথে পরামর্শ করেন। ইব্‌ন আব্বাস ও জারিয়াহ্ ইব্‌ন কুদামাহ্ যিয়াদ ইব্‌ন আবীহির নাম প্রস্তাব করেন। কারণ যিয়াদ দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। আলী এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তিনি তাকে চার হাজার অশ্বারোহীসহ পারস্য ও কিরমানের শাসক হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি এ বছরেই তথায় গিয়ে লোকজনকে সতর্ক করে দেন এবং আনুগত্য না করলে ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। শেষ পর্যন্ত তারা আনুগত্য মেনে নেয় এবং খারাজসহ অন্যান্য সরকারী প্রাপ্য যথাযথভাবে প্রদান করতে থাকে। যিয়াদ পারস্যবাসীদের কাছে ইনসাফ ও আমানতের মূর্ত

প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এমনকি সে দেশের লোক এ রকম উক্তি করতে থাকে যে, আমরা পারস্য সম্রাট আনওশেরোয়ানের কোমলতা, উদারতা ও দূরদর্শিতা তথা তার সার্বিক চরিত্রের সাথে এই আরব শাসকের চরিত্রের চেয়ে অধিক সাদৃশ্য আর কোন ব্যক্তিকে দেখিনি। দেশটি সত্যিই তার ন্যায়নীতি, তার জ্ঞান ও তার দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। তিনি সেখানে সরকারী সম্পদ রাখার জন্যে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। যিয়াদ দুর্গ নামে তা প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীকালে মানসূর আশকারীও সেখানে দুর্গ নির্মাণ করেন। তা মানসূর দুর্গ নামে খ্যাত।

ওয়াকিদী বলেন ঃ এ বছর হজ্জের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়ে আলী (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসকে আমীরে হজ্জ করে পবিত্র মক্কায় পাঠান। অপরদিকে মু'আবিয়া মানুষকে নিয়ে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইয়াযীদ ইব্ন সাখবুরাকে আমীরে হজ্জ করে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করেন। উভয়ে পবিত্র মক্কা পৌঁছবার পর পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। কেউ কাউকে মেনে নিতে রাজি নয়। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। তারা ঐকমত্য হয়ে শাইবাহ্ ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ তালহা হাজারীকে আমীরে হজ্জ বানায়। তিনিই সে বছর সকল হাজীকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন এবং হজ্জের দিনগুলোতে সালাতের ইমামতি করেন।

আবুল হাসান মাদাইনী বলেন, আলীর খিলাফতকালে এবং তাঁর শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত কোন বছরই হজ্জ পালন করেননি। ইয়াযীদ ইব্ন সাখবুরার সাথে যার দ্বন্দ্ব হয় এবং শাইবাহ্ ইব্ন উসমানকে আমীরে হজ্জ করতে ঐকমত্য হয় তিনি হলেন কাসাম ইব্ন আব্বাস। ইব্ন জারীর বলেন, আবুল হাসান মাদাইনীর ন্যায় আবূ মুসআবও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর বলেন ঃ বিভিন্ন প্রদেশে আলীর সেইসব শাসনকর্তা এ বছরও নিয়োজিত থাকেন, যারা গত বছরে কর্মরত ছিলেন। আটত্রিশ সনের বর্ণনায় আমরা তাদের নাম উল্লেখ করেছি। ব্যতিক্রম কেবল ইব্ন আব্বাসের ক্ষেত্রে। কেননা তিনি এ বছর বসরা ছেড়ে দিয়ে কূফায় চলে আসেন এবং যিয়াদ ইব্ন আবীহিকে বসরায় তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তারপর এ সনের মধ্যেই যিয়াদ ইব্ন আবীহি পারস্য ও কিরমানের শাসনকর্তা হয়ে সেখানে চলে যান।

এ বছরে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন

১. সা'দ আল কুরাজী ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় কুবা মসজিদের মুওয়াযযিন ছিলেন। উমর (রা) খলীফা হওয়ার পর তিনি তাঁকে মসজিদে নববীতে মুওয়ায্যিন করেন। তার পিতা ছিলেন আম্মার ইব্ন ইয়াসিরের মুক্ত গোলাম। আবূ বকর, উমর ও আলীর সময়ে তিনি বর্শা বহন করে ঈদগাহে নিয়ে যেতেন। দীর্ঘকাল যাবত তাঁর বংশে মুওয়ায্যিনের পদ বহাল ছিল।

২. উকবাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন ছা'লাবাহ্ আবূ মাসঊদ বদরী। সঠিক বর্ণনা মতে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। অবশ্য তিনি বদরের পানির নিকট বসবাস করতেন। আকাবার শপথকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ছিলেন প্রথম সারির সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। আলী (রা)-এর সময় সিফ্ফীন ও অন্যান্য যুদ্ধকালে তিনি কূফায় আলীর প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন।

হিজরী চল্লিশ সন

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এ বছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মু'আবিয়া কর্তৃক বুসর ইব্‌ন আবূ আরতাতকে তিন হাজার যোদ্ধাসহ হিজায অভিযানে প্রেরণ করা। তিনি যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বাকাঈর সূত্রে আওয়ানা থেকে বর্ণনা করেন। সালিসদ্বয়ের রায় ঘোষণার পর মু'আবিয়া বনু লুওয়াই গোত্রের বুসর ইব্‌ন আবূ আরতাতকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তারা সিরিয়া থেকে যাত্রা করে পবিত্র মদীনায় পৌঁছে। ঐ সময় পবিত্র মদীনায় আলীর শাসনকর্তা ছিলেন আবূ আইয়ূব আনসারী। আগমনকারীদের ভয়ে আবূ আইয়ূব কূফায় আলীর কাছে চলে আসেন। বুসর বিনা বাধায় পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করে। এরপর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, হে দীনার ! হে নাজ্জার! হে যুরাইক! আমার নেতা কোথায় ? কোথায় আমার নেতা ? গতকাল এখানেই তার হাতে আমি আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেছি– এখন তিনি কোথায় ? উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি এ কথা বলেন। এরপর বলেন, হে মদীনাবাসীরা মু'আবিয়া যদি আমার থেকে অঙ্গীকার না নিতেন তা হলে পবিত্র মদীনার কোন যুবক আজ হত্যার কবল থেকে রেহাই পেতো না।

এরপর তিনি মদীনাবাসীদের থেকে মু'আবিয়ার পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করেন। তারপর বনু সালামাহ গোত্রে দূত প্রেরণ করে এ সংবাদ জানান যে, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কোন নিরাপত্তা নেই, কোন বায়'আত নেই যতক্ষণ না তোমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহকে আমার কাছে নিয়ে আস। অর্থাৎ যতক্ষণ সে বায়'বাত গ্রহণ না করে। তখন জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামার কাছে গিয়ে বলেন, আমাকে পরামর্শ দিন। এদের কাছে বায়'আত গ্রহণ স্পষ্ট ভ্রান্ত। আবার বায়'আত না করলে হত্যার আশংকা। উম্মে সালামা পরামর্শ দিলেন ঃ বায়'আত গ্রহণ করাই নিরাপদ বলে মনে হয়। আমি আমার ছেলে উমরকে এবং জামাতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাম্‌আকে (উম্মে সালামার কন্যা যয়নাবের স্বামী) বায়'আত গ্রহণ করতে বলে দিয়েছি। এরপর জাবির এসে বায়'আত গ্রহণ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, বুসর পবিত্র মদীনার কিছু বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে চলে যান এবং পবিত্র মক্কায় পৌঁছেন। সেখানে আবূ মূসা আশ'আরী এই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েন যে, হয়তো তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু বুসর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন সাহাবীর সাথে এরূপ আচরণ করবো না। এরপর তিনি তার থেকে আলাদা হয়ে যান। এ ঘটনার কিছু পূর্বে আবূ মূসা ইয়ামানবাসীদের কাছে এক পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে, মু'আবিয়ার পক্ষ থেকে একটি বাহিনী তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে। যারা তার কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এরপর বুসর ইয়ামানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তথাকার শাসক উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস পালিয়ে আলীর কাছে কূফায় চলে যান।

ইয়ামান ছেড়ে আসার সময় তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল মাদান হারিছীকে তার প্রতিনিধি করে আসেন। বুসর ইয়ামানে প্রবেশ করেই আবদুল্লাহ ও তার ছেলেকে হত্যা করেন। বুসর উবাইদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের সমুদয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। তার দুই শিশু ছেলে আবদুর রহমান ও কসমও বন্দী হয়। বুসর শিশুদ্বয়কেও হত্যা করেন। কথিত আছে, এই অভিযানের বুসর অসংখ্য আলী সমর্থকদের হত্যা করেন। মাগাযী ও সীরাত গ্রন্থকারদের নিকট এ ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। তবে এর যথার্থতা নিয়ে আমার সন্দেহ হয়।

বুসরের এসব কর্মকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে আলী (রা) জারিয়া ইব্ন কুদামাকে দুই হাজার সৈন্যসহ এবং ওহাব ইব্ন মাসউদকে দুই হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। জারিয়াহ্ নাজরানে পৌছে অবস্থান করেন এবং সেখানে উসমানের বহু সমর্থককে হত্যা করেন। বুসর তার বাহিনীসহ পলায়ন করেন। জারিয়াহ্ তার পশ্চাদ্ধাবন করে পবিত্র মক্কায় পৌছাল। জারিয়াহ্ মক্কাবাসীদের বলেন, তোমরা বায়'আত গ্রহণ কর। তারা বললো, আমরা কার বায়'আত গ্রহণ করবো ? আমীরুল মু'মিনীন তো শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা আর কার বায়'আত গ্রহণ করবো ? জারিয়াহ্ বললেন, আলীর সমর্থকরা যার বায়'আত গ্রহণ করে তোমরাও তার বায়'আত গ্রহণ কর। অবশেষে চাপের মুখে তারা ভয়ে বায়'আত গ্রহণ করলো। এরপর জারিয়াহ্ সেখান থেকে যাত্রা করে পবিত্র মদীনায় আসেন। সেখানে এসে জানেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) সালাতের ইমামতি করছেন। জারিয়াহ্র সংবাদ পেয়ে তিনি সেখান থেকে পলায়ন করেন। জারিয়াহ্ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি যদি আবূ সাননূরকে। (আবূ হুরায়রাকে) ধরতে পারতাম, তা হলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এরপর জারিয়াহ্ মদীনাবাসীদের বলেন, তোমরা হাসান ইব্ন আলীর বায়'আত গ্রহণ কর। মদীনাবাসীরা হাসান ইব্ন আলীর বায়'আত গ্রহণ করে। জারিয়াহ্ কিছু দিন পবিত্র মদীনায় অবস্থান করে কূফায় প্রত্যাবর্তন করেন। আবূ হুরায়রা (রা) ফিরে এসে পবিত্র মদীনায় সালাতের ইমামতি করেন।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ এ বছরে আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যে অনেক পত্র লেখালেখির পর সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বলা হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। ইরাকের কর্তৃত্ব থাকবে আলীর হাতে এবং সিরিয়ার কর্তৃত্ব থাকবে মু'আবিয়ার হাতে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর হামলা, সৈন্য চালনা ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করবে না। ইব্ন জারীর যিয়াদের সূত্রে ইব্ন ইসহাক থেকে চুক্তির সারমর্ম এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মু'আবিয়া আলীর কাছে লেখেন ঃ মুসলিম উম্মাহ একে অপরকে হত্যা করে চলছে– অর্থাৎ ইরাক তোমার আর সিরিয়া আমার। আলী (রা) এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। এরপর উভয় পক্ষ পরস্পর হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। প্রত্যেকের সৈন্যবাহিনী নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর এ চুক্তিকে কেন্দ্র করে সবকিছু চলতে থাকে।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ এ বছরেই ইব্ন আব্বাস বসরার শাসনকর্তার পদ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র মক্কায় চলে আসেন। অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থকার এ কথাই লিখেছেন। তবে কিছু গ্রন্থকার এ মত অস্বীকার করে বলেছেন যে, আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হওয়া পর্যন্ত তিনি বসরার শাসনকর্তা হিসেবে বহাল থাকেন। এমনকি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় ইব্ন আব্বাস

(রা) তথায় উপস্থিতও ছিলেন। এ মত পোষণকারীদের মধ্যে আবূ উবাইদাহ্ অন্যতম। সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এরপর ইব্ন জারীর বসরা থেকে ইব্ন আব্বাসের চলে আসার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) কোন এক ব্যাপারে আলাপ প্রসঙ্গে কাজী আবুল আসওয়াদ দুয়ালীকে কিছু তিক্ত কথা বলেন। আবুল আসওয়াদ আলীর নিকট ইব্ন আব্বাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন যে, ইব্ন আব্বাস বাইতুল মাল থেকে কিছু সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে খরচ করেছেন। এ ব্যাপারে আপত্তি করায় তিনি আমাকে অপদস্ত করেছেন। অভিযোগ পেয়ে আলী (রা) পত্রের মাধ্যমে ইব্ন আব্বাসকে তিরস্কার করেন এবং আবুল আসওয়াদকে তার আনুগত্য থেকে মুক্ত করে দেন। এতে ইব্ন আব্বাস মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আলীর কাছে পত্র দিয়ে জানান যে, আপনি আপনার পছন্দের লোককে এখানকার শাসক হিসেবে পাঠান। আমি চলে যাচ্ছি— সালাম। এরপর ইব্ন আব্বাস তার মাতুল বনু হিলালসহ পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা হন। পুরা বনু কাইস তার সঙ্গী হয়। বস্তুত ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর চাকুরীকালীন জমাকৃত অর্থ ও ফাই থেকে প্রাপ্ত সম্পদ যা তার নিজস্ব মালিকাধীন ছিল এবং বায়তুলমালে সংরক্ষিত ছিল সেটাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ইব্ন আব্বাস যখন যাত্রা শুরু করেন তখন বনু গানামসহ আরও কিছু গোত্র এগিয়ে গিয়ে তাঁকে যাওয়া থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। অবশেষে বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তিনি পবিত্র মক্কায় পৌছে যান।

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিবের শাহাদাত

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিবের উপরে একের পর এক প্রতিকূল অবস্থা এসে তাঁকে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে। তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ইরাকবাসীরা তাঁর বিরোধিতা করে। তাঁর সঙ্গে থাকতে তারা অস্বীকৃতি জানায়। পক্ষান্তরে, সিরিয়াবাসীদের তৎপরতা অধিক জোরদার হয়। ডানে-বামে তথা চতুর্দিক থেকে তারা প্রবেশ করতে থাকে। তাদের বক্তব্য হলো– দুই সালিসের রায়ের আলোকে মু'আবিয়াই আমীর হওয়ার অধিকারী। কেননা, তারা দু'জনই আলীকে খিলাফত থেকে অপসারণ করেছেন। আর খিলাফতের শূন্য পদে আমর ইব্ন আস মু'আবিয়াকে খলীফা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এ কারণে সালিসি রায়ের পর সিরিয়াবাসীরা মু'আবিয়াকে আমীর উপাধিতে আখ্যায়িত করে। সিরিয়াবাসীদের শক্তি ক্রমান্বয়ে যতই বাড়তে থাকে ইরাকবাসীদের শক্তি ততই দুর্বল হতে থাকে। ইরাকীদের অবস্থা হলো এই ; অথচ ঐ যুগে বিশ্ববাসীর মধ্যে তাদের আমীর আলী ইব্ন আবূ তালিবই ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বড় ইবাদতকারী, বড় ত্যাগী, বড় আলিম এবং মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি বেশি ভীত।

এতোসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতা করে এবং তাঁর থেকে সরে দাঁড়ায়। ফলে, তিনি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেন এবং মৃত্যু কামনা করেন। ফিৎনার আধিক্য ও পরীক্ষার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ কিসে হতভাগ্যকে আটকিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ কেন সে অপেক্ষা করছে, কেন সে হত্যা করছে না ?

এরপর তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! এটাকে (দাঁড়ির দিকে ইঙ্গিত) রঞ্জিত করবে এই স্থানের (মাথার দিকে ইঙ্গিত) রক্ত। যেমন ইমাম বায়হাকী হাকিমের সূত্রে ..... ছা'লাবাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ ঐ সত্তার কসম ! যিনি বীজ হতে চারা অংকুরিত করেন এবং বীর্য থেকে প্রাণী সৃষ্টি করেন, এটাকে অবশ্য এটা রঞ্জিত করবে; অর্থাৎ দাঁড়িকে মস্তক রঞ্জিত করবে। কাজেই কিসে সে হতভাগ্যকে আটকিয়ে রেখেছে? তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা' বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি কোন ব্যক্তি এহেন কাজ করে, তবে আমরা তাকে যবেহ করে দিব। আলী (রা) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমার হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যেন এমন কেউ নিহত না হয় যে আমাকে হত্যা করেনি। লোকজন বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমাদের জন্যে কোন খলীফা নির্বাচন করে যাবেন না ? তিনি বললেন, না। বরং আমি তোমাদেরকে সেই অবস্থায় রেখে যেতে চাই, যে অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র পিয়ারা রাসূল তোমাদেরকে রেখে গিয়েছিলেন। লোকজন বললো, আমাদেরকে শাসকবিহীন অবস্থায় রেখে মহান আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে আপনি কি জওয়াব দিবেন ? তিনি বললেন ঃ আমি বলবো, হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে তাদের খলীফা বানিয়েছিলেন, যতদিন আপনার ইচ্ছা ছিল। এরপর আপনি আমাকে উঠিয়ে এনেছেন। আমি আপনার হিফাজতে তাদেরকে রেখে এসেছি। আপনি যদি চান তাদেরকে কল্যাণ দান করুন, আর যদি আপনি চান তাদেরকে বিপর্যস্ত করুন।

ভিন্ন সূত্র

আবূ দাউদ তাইয়ালিসী তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বলেন ঃ শরীক উসমান ইব্‌ন মুগীরার সূত্রে যাইদ ইব্‌ন ওহাব থেকে বর্ণনা করেন, খারিজী সম্প্রদায়ের কিছু লোক আলীর কাছে এসে বললো ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। কেননা, আপনি মৃত। আলী বললেন ঃ না, ঐ সত্তার কসম! যিনি বীজ থেকে উদ্‌গত করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন, আমি নিহত। এই জায়গায় আঘাত করা হবে এবং এটাকে রঞ্জিত করবে। এ কথা বলার সময় তিনি দাঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করেন। এটা প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার এবং চূড়ান্ত ফয়সালা, যে মিথ্যা কথা বলে সে ধ্বংস।

অপর সূত্র

হাফিজ আবূ ইয়া'লা বলেন ঃ সুওয়ায়িদ ইব্‌ন সাঈদ ..... সুহাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রাচীন যুগের হতভাগ্য ব্যক্তি কে ? আমি বললাম, সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রীকে হত্যাকারী। তিনি বললেন, জওয়াব ঠিক হয়েছে। এবার বল ঃ শেষ যুগের হতভাগ্য ব্যক্তি কে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর জওয়াব আমার জানা নেই। তিনি বললেন, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তোমার এই স্থানে আঘাত করবে। এ কথা বলার সময় তিনি মাথার তালুর দিকে ইঙ্গিত করেন এবং এটা এটাকে রঞ্জিত করবে। অর্থাৎ মাথার রক্তে দাড়ি রঞ্জিত হবে। এ কারণে তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি চাই তোমাদের মধ্যকার সেই হতভাগ্য ব্যক্তি যদি তৎপর হতো!

আলী (রা) থেকে আরেক সূত্র

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ওয়াকী' ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি আলী (রা) বলতেন, এইটা এইটাকে রঞ্জিত করবে। কাজেই হতভাগ্য ব্যক্তিটি

আমার ব্যাপারে অপেক্ষা করছে কেন? লোকজন বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! কে সে ব্যক্তি, আমাদেরকে জানান, আমরা তাকে হত্যা করে ফেলি। আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম ! তা হলে তো আমাকে যে হত্যা করেনি তাকে হত্যা করা হবে। তারা বললো, তা হলে আমাদের জন্যে একজন আমীর নির্বাচন করুন। আলী বললেন, না বরং আমি তোমাদেরকে সেভাবে রেখে যাব যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেখে গেছেন। তারা বললো, তা হলে আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে গিয়ে কি উত্তর দিবেন? তিনি বললেন, আমি বলবো, হে আল্লাহ্ ! আপনার যদ্দিন খুশি তদ্দিন আমাকে তাদের মাঝে রেখেছেন। এরপর আমাকে আপনার নিকটে নিয়ে এসেছেন। আর আপনি তাদের মাঝে বিরাজমান। এখন আপনি চাইলে তাদের মঙ্গল করুন, চাইলে অমঙ্গল করুন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আসওয়াদ ইব্ন আমির ..... আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) এক ভাষণে আমাদেরকে বলেন, সেই সত্তার কসম! যিনি বীজ থেকে অংকুরিত করেন এবং রূহ্ সৃষ্টি করেন, এইটা এইটাকে রঞ্জিত করবেই। রাবী বলেন, তখন লোকজন বললো, কে সে ব্যক্তি আমাদের জানান। আমরা তার মূলোৎপাটন করে দিব, অথবা আমরা তাকে যবাই করবো। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এরূপ করলে আমাকে হত্যা করেনি এমন লোককে হত্যা করা হবে। তারা বললো, আপনি যখন তা জানেন, তখন আপনার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন, না বরং আমি তোমাদেরকে তার উপর সোপর্দ করে যেতে চাই যার উপর মহান আল্লাহ্র পিয়ারা রাসূল তোমাদেরকে সোপর্দ করে গেছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে ভিন্ন সূত্র

ইমাম আহমদ বলেন ঃ হাশিম ইব্ন কাসিম ....., ফুযালাহ্ ইব্ন আবূ ফুযালাহ্ থেকে বর্ণিত। আবূ ফুযালাহ্ বদরী সাহাবী। ফুযালাহ্ বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে আমি আমার পিতার সাথে তাকে দেখতে যাই। আমার পিতা তাকে বলেন, আপনার যদি মৃত্যু এসে যায়, তবে আপনার এ গৃহে জুহাইনার আরব ছাড়া আর কে বসবাস করবে ? আপনাকে পবিত্র মদীনায় নিয়ে যাওয়া হোক। যদি মৃত্যু আসে তাহলে আপনার সংগীরাই হবে আপনার আপনজন। তারাই আপনার নামাযে জানাযা পড়বে। আলী (রা) তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিশ্চিত করে বলেছেন, আমাকে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমি মরবো না। তারপর এইটা রঞ্জিত হবে অর্থাৎ দাড়ি– এইটার রক্ত দ্বারা অর্থাৎ মাথার তালুর রক্ত দ্বারা। রাবী বলেন, এরপর আলী আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং আবূ ফুযালাহ্ সিফ্ফীন যুদ্ধে নিহত হয়। বায়হাকী এ হাদীস তাঁর দালাইল গ্রন্থে হাকিমের সূত্রে .... আবুন নাযর হাশিম ইব্ন কাসিম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ভিন্ন সূত্র

হাফিজ আবূ বকর বায্যার তাঁর মুসনাদে বলেন ঃ আহমদ ইব্ন আবান কুরাশী, সুফিয়ান ইব্ন উইয়াইনা কূফী (যাকে আবদুল মালিক ইব্ন আ'যুন বলা হয়)। আবূ হারব ইব্ন আবুল আসওয়াদ, তার পিতা আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইব্ন আবূ তালিবকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম বলেছেন– তখন আমি

(ইরাকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে) ঘোড়ার জিনে পা রাখার লোহার আংটিতে পা রাখছিলাম, আপনি ইরাকে যাবেন না। সেখানে গেলে আপনাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা হবে। আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! নবী করীম ﷺ ইতিপূর্বে আমাকে এ কথা বলেছেন।

আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি ব্যতীত আর কোন যোদ্ধাকে আমি এরূপ বলতে ইতিপূর্বে শুনিনি। এরপর বায্‌যার বলেন, এই সনদে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ব্যতীত অন্য কাউকে এ হাদীস বলতে আমি শুনিনি এবং আবূ হারব থেকে আবদুল মালিক ইব্‌ন আ'য়ুন ছাড়া অন্য কেউ এটা বর্ণনা করেছে বলে আমার জানা নেই। আর ইব্‌ন উয়াইনাহ্ ব্যতীত আর কেউ আবদুল মালিক থেকে এটা বর্ণনাও করেনি। বায্‌যার এরূপ মন্তব্য করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, বিভিন্ন সনদে আমি এর বিপরীত বর্ণনা পেয়েছি। বায়হাকী এটা উল্লেখ করার পর এসব সনদের কয়েকটি সনদ বর্ণনা করেছেন। বস্তুত সুনানের কিতাবে সহীহ সনদে যায়দ ইব্‌ন আসলামের সূত্রে আবূ সিনান দুওয়ালির মাধ্যমে আলী (রা) থেকে নবী করীম ﷺ কর্তৃক তাঁর হত্যার ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আর এক হাদীস

খতীব বাগদাদী বলেন ঃ আলী ইব্‌ন কাসিম বসরী ..... জামির ইব্‌ন সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলীকে বলেছিলেন, প্রাচীন যুগের হতভাগ্য ব্যক্তি কে? উত্তরে আলী (রা) বলেছিলেন, উষ্ট্রী হত্যাকারী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করেন, বল, শেষ যুগের হতভাগ্য ব্যক্তি কে? আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তোমার হত্যাকারী।

অনুরূপ অর্থে আর এক হাদীস

ইমাম বায়হাকী ফাতার ইব্‌ন খলীফা ও আবদুল আযীয ইব্‌ন সিয়াহ সূত্রে বর্ণনা করেন। তারা উভয়ে হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত থেকে তিনি ছা'লাবাহ হামানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আলীকে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে এক ভাষণে এ কথা বলতে শুনেছি যে, উম্মী নবী ﷺ আমাকে ওসীয়াত করে গেছেন যে, আমার পরে মুসলিম উম্মাহ তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ হাদীসের রাবী ছা'লাবাহ ইব্‌ন যায়দ সমালোচিত ব্যক্তি। বায়হাকী বলেন, আমরা এ হাদীস আলী (রা) থেকে ভিন্ন সনদে মাহফূজ বা সমর্থন হিসেবে বর্ণনা করেছি। আবূ আলী রোযবারী ..... আবূ ইদরীস ইয্‌দী সূত্রে আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সব গোপন কথা বলে গেছেন, তার মধ্যে একটি কথা এই যে, আমার পরে মুসলিম উম্মাহ তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এ হাদীস যদি সহীহ হয়, তাহলে এর দ্বারা ঐ সব লোকের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা আলীর প্রতি বিদ্রোহ করেছে এবং পরে তাঁকে হত্যা করেছে।

আ'মাশ বলেন ঃ আমর ইব্‌ন মুররাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিছ সূত্রে যুহাইর ইব্‌ন আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আলী (রা) জুমুআর সালাতের খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। খুতবার মধ্যে তিনি বলেন, আমি জেনেছি যে, বুসর ইয়ামানে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্‌র কসম! খুব শীঘ্রই ঐ দল তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবে। আর তোমাদের উপর তাদের বিজয়ের

কারণ হলো ঃ তোমরা তোমাদের ইমামের বিরুদ্ধাচরণ কর, আর তারা তাদের ইমামের আনুগত্য করে; তোমরা খেয়ানত কর, আর তারা আমানত রক্ষা করে; তোমরা ভাঙ্গার কাজে লিপ্ত আর তারা গড়ার কাজে ব্যাপৃত। আমি অমুককে পাঠিয়েছিলাম। সে খেয়ানত করেছে ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অমুককে পাঠালাম, সেও খেয়ানত করলো ও বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং মালগুলো মু'আবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দিলো। আমি যদি তোমাদের কারও নিকট একটা তীরও আমানত রাখি, তবে সে তার সংশ্লিষ্ট রশি পর্যন্ত নিয়ে যাবে। হে আল্লাহ্ ! আপনি ওদরেকে নিকৃষ্ট বানিয়েছেন, তাই ওরা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আপনি ওদেরকে অপছন্দ করেন, তাই ওরা আমাকে অপছন্দ করে। হে আল্লাহ্ ! ওদেরকে আমার থেকে নিষ্কৃতি দিন এবং আমকেও ওদের থেকে মুক্ত করুন। রাবী যুহাইর বলেন, এরপর পরবর্তী জুমুআর আগেই আলী (রা) আততায়ীর হাতে নিহত হন।

আলী (রা)-এর হত্যার ঘটনা

ইব্ন জারীর অধিকাংশ ঐতিহাসিক, সীরাত গ্রন্থকার ও অন্য মনীষীগণ বলেছেন, তিনজন খারিজী এ হত্যাকাণ্ডে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। তারা হলো– ১. আবদুর রহমান ইব্ন আমর ওরফে ইব্ন মুলজিম আল-হিময়ারী আল-কিন্দী আল-মিসরী কিন্দার বনূ হানিফার মিত্র। গোধূম বর্ণ, উজ্জ্বল চেহারা, দুই কানের লতি পর্যন্ত লম্বা চুল এবং ললাটে তার সিজদার চিহ্ন। ২. বারক ইব্ন আবদুল্লাহ তামীমী এবং ৩. আমর ইব্ন বকর তামীমী। এরা তিনজন একত্রিত হয়ে নাহ্রাওয়ানে আলীর হাতে তাদের ভাইদের নিহত হওয়ার ঘটনা আলোচনা করে অনুশোচনা ব্যক্ত করে বলে– এরাই যখন মারা গেল, তখন আমাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? তারা তো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করতো না। আমরা যদি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসব পথভ্রষ্ট নেতাদের (ائمة الضلال) হত্যা করি, তাহলে সারা দেশের মানুষ এদের জুলুম থেকে নাজাত পাবে। তেমনি আমাদের নিহত ভাইদের প্রতিশোধও গ্রহণ করা হবে। তখন ইব্ন মুলজিম বললো, আমি আলী ইব্ন আবূ তালিবের দায়িত্ব নিলাম। বারক বললো, আমি মু'আবিয়ার দায়িত্ব নিলাম। আমর ইব্ন বকর বললো, আমি আমর ইব্ন আসের দায়িত্ব নিলাম। এরপর তিনজন শপথের মাধ্যমে অঙ্গীকার করলো যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বের লোককে হত্যা করা থেকে ক্ষান্ত হবে না। হয় তার শত্রুকে হত্যা করবে, না হয় নিজে নিহত হবে। এরপর তারা নিজ নিজ তলোয়ারে বিষ সংযোগ করলো এবং হত্যাকাণ্ড ঘটাবার জন্যে রমযানের সতের তারিখ দিন ধার্য করলো। যে যাকে হত্যা করার দায়িত্ব নিল সে যে শহরে থাকে সে দিকে তারা রওনা হয়ে গেল।

ইব্ন মুলজিম কূফা গিয়ে পৌঁছলো। সে তার উদ্দেশ্য গোপন রেখে অবস্থান করতে থাকে। কূফায় তার নিজ সম্প্রদায়ের যেসব খারিজী বসবাস করতো তাদের কাছেও সে তার উদ্দেশ্য গোপন রাখে। একদিন বনু রাবাবের কতিপয় লোকের এক বৈঠকে ইব্ন মুলজিম বসে আছে। বৈঠকে তারা নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধে নিজেদের নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে ঐ গোত্রের এক মহিলা তথায় উপস্থিত হয়। মহিলার নাম কিতাম বিনত শাজানাহ্। নাহ্রাওয়ানে তার পিতা ও ভাই আলীর হাতে নিহত হয়। মহিলাটি ছিল সে যুগের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অনিন্দ্য সুন্দরী। সারাক্ষণ মসজিদে ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতো। মহিলার

উপর দৃষ্টি পড়তেই তার সৌন্দর্য দর্শনে ইব্ন মুলজিম আত্মহারা হয়ে যায়। এমনকি তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই সে বিস্মৃত হয়ে পড়ে।

অবশেষে সে মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মহিলা তিন হাজার দিরহাম, একজন খাদেম, একজন দাসী ও আলী ইব্ন আবূ তালিবকে হত্যার শর্তে প্রস্তাবে সম্মত হয়। ইব্ন মুলজিম সকল শর্ত মেনে নেয়। প্রথম তিনটি তখনই আদায় করে এবং শেষেরটি সম্পর্কে জানায় যে, আমি এ শহরে কেবল আলীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এসেছি। উভয়ের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় এবং একত্রে বসবাস করে। মহিলা আলীর হত্যা ত্বরান্বিত করতে ইব্ন মুলজিমকে উত্তেজিত করতে থাকে। সে তার নিজের রাবাব গোত্রের ওয়ারদান নামক এক ব্যক্তিকে আলীর হত্যা কাজে সহযোগী হিসেবে ইব্ন মুলজিমের সাথী বানিয়ে দেয়।

আবদুর রহমান ইব্ন মুলজিম শাবীব ইব্ন নাজদাতাল আশজাঈ আল-হারূরী নামক আর এক ব্যক্তিকে তার কাজে সহযোগী বানাবার চেষ্টা করে। ইব্ন মুলজিম তার কাছে গিয়ে বলে : তুমি কি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে চাও? সে বললো, কিভাবে ? ইব্ন মুলজিম বললো, আলীকে হত্যা করতে হবে। শাবীব বললো, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক ! তুমি তো এক বীভৎস কাজের পরিকল্পনা নিয়ে এসেছো। আচ্ছা, কিভাবে তাকে হত্যা করবে, বলো ? ইব্ন মুলজিম বললো, আমি মসজিদে লুকিয়ে থাকবো। তিনি যখন ফজরের সালাতে আসবেন তখন তাকে আঘাত হানবো ও হত্যা করবো। এরপর যদি বেঁচে যাই তাহলে তো অন্তরে তৃপ্তি বোধ করলাম ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হলাম। আর যদি মারা পড়ি তা হলে আল্লাহ্র কাছে যে প্রতিদান পাবো তা দুনিয়ার থেকে বহুগুণে উত্তম। শাবীব বললো, তোমার সর্বনাশ হোক ! যদি আলী ব্যতীত অন্য কেউ হতো তা হলে আমার কাছে সহজ লাগতো। তুমি তো জান যে, আলী (রা) হচ্ছে প্রথম সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁকে হত্যা করতে আমি অন্তরের সাড়া পাচ্ছি না।

ইব্ন মুলজিম বললো, তোমার কি জানা নেই যে, নাহ্রাওয়ানে আলী আমাদের লোকদের হত্যা করেছেন ? শাবীব বললো, হ্যাঁ, তা করেছেন। ইব্ন মুলজিম বললো, তা হলে আমাদের যেসব ভাইদের তিনি হত্যা করেছেন তার পরিবর্তে আমরা তাকে হত্যা করবো। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর শাবীব ইব্ন মুলজিমের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করলো। ইতিমধ্যে রমযান মাস এসে গেল। তখন ইব্ন মুলজিম তার সাথীদেরকে সতের রমযান শুক্রবার রাতে হামলা চালাবার কথা জানিয়ে দিল। তাদেরকে সে আরও জানালো যে, আমার আরও দুই সঙ্গী আছে যারা এই একই সময়ে মু'আবিয়া ও আমর ইব্ন আসের উপর হামলা করবে। নির্ধারিত সময়ে তারা তিনজন অর্থাৎ ইব্ন মুলজিম ওয়ারদান ও শাবীব তলোয়ার সজ্জিত হয়ে মসজিদের যেই দরজা দিয়ে আলী বের হন সেই দরজার কাছে গিয়ে অবস্থান নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আলী (রা) তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে মসজিদে রওনা হন। আসার পথে লোকদের ঘুম থেকে জাগাবার জন্যে আস্-সালাত আস্-সালাত শব্দে আহ্বান করেন। মসিজদে ঢুকার প্রাক্কালে প্রথমে শাবীব তার তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু সে আঘাত আলীর গায়ে না লেগে মসজিদের প্রাচীরে তাকের উপর লাগে। এরপর ইব্ন মুলজিম আলীর মাথার উপরিভাগে আঘাত করে। তখন আলীর মস্তক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে দাড়ি ভিজে যেতে থাকে।

ইব্‌ন মুলজিম যখন আঘাত করে তখন মুখে এই কথা উচ্চারণ করে ঃ

لاَ حُكْمُ اِلاَّ اللّٰهِ لَيْسَ لَكَ يَا عَلِىُّ وَلاَ لاَصْحَابِكَ ـ

অর্থাৎ— আল্লাহ্ ছাড়া কারও হুকুম করার অধিকার নেই। হে আলী ! তোমারও নেই এবং তোমার অনুসারীদেরও নেই। এ সময় সে নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ ـ

অর্থাৎ— মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র। (সূরা বাকারা ঃ ২০৭)

আলী (রা) তখন আততায়ীকে ধরার জন্যে চিৎকার করে লোকজনকে আহ্বান করেন। ওয়ারদান পালিয়ে যাবার সময় হাযরা-মাওতের এক লোক তাকে ধরে ফেলে ও হত্যা করে। শাবীব পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। লোকে চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেনি। ইব্‌ন মুলজিম ধৃত হয়। সালাতে ইমামতি করার জন্যে আলী জা'দাতা ইব্‌ন হুবাইরা ইব্‌ন আবূ ওহাবকে নির্দেশ দেন। তিনি ফজরের সালাতে ইমামতি করেন। আলীকে তার গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আবদুর রহমান ইব্‌ন মুলজিমকে ঘাড়মোড়া অবস্থায় তার সামনে হাযির করা হয়। আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আমি কি তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবো না ? সে বললো, হ্যাঁ। আলী বললেন, তুমি এ কাজ কেন করলে? সে বললো, আমি চল্লিশ দিন যাবত এ তরবারির ধার দিয়েছি এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছি যেন সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক এ তরবারির আঘাতে নিহত হয়।

আলী (রা) বললেন, আমি দেখছি এর দ্বারা তোমাকে হত্যা করা হবে এবং তুমিই হবে সৃষ্টি জগতের নিকৃষ্টতম লোক। এরপর আলী সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যদি মারা যাই, তবে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করবে। আর যদি বেঁচে যাই তা হলে আমিই সিদ্ধান্ত নিব, তার ব্যাপারে কি করা যায়। এ সময় জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তা হলে আমরা কি হাসানের নিকট বায়'আত গ্রহণ করবো? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আদেশও করছি না, নিষেধও করছি না। এ ব্যাপারে কি করবে তোমরাই ভাল জান। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আলীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। তিনি বারবার কালেমায়ে তাওহীদ পড়তে থাকেন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। এ কালেমা ব্যতীত অন্য কোন কথা তিনি মুখে উচ্চারণ করেন নি। তবে কেউ কেউ বলেন, সর্বশেষে তার মুখে নিম্নের আয়াতটি উচ্চারিত হয় ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ـ

অর্থাৎ– কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে। (সূরা যিলযাল ঃ ৭ - ৮)।

এরপর তিনি তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হুসাইনকে ডেকে উপদেশ দেন ঃ সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে, সালাত কায়েম করবে। যাকাত আদায় করবে, ক্রোধ নিবারণ করবে, সেলায়ে রেহেমী রক্ষা করবে, মূর্খদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে, দীনের গভীর জ্ঞান

অর্জন করবে, দৃঢ়তার সাথে কাজ করবে, কুরআনের হিফাজত করবে, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে, নির্লজ্জতা থেকে দূরে থাকবে। তিনি তাদের বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়ার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেও উপদেশ দেন। এরপর তিনি মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়াকে উদ্দেশ্য করে ঐসব উপদেশ দেন যা হাসান- হুসাইনকে দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি তাকে হাসান-হুসাইনের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং তাদেরকে না জানিয়ে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নিতেও উপদেশ দান করেন। আলী (রা)-এর এ সব উপদেশের কথা তার কিতাবুল ওয়াসিয়্যাতে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

আলী (রা)-এর ওয়াসিয়্যাতের কথাগুলো নিম্নরূপ ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এটা আলী ইব্ন আবূ তালিবের ওয়াসিয়্যাত। তিনি প্রথমে পড়েন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি তাঁকে হিদায়াত ও দীনে হকসহ পাঠিয়েছেন যাতে অন্যান্য সকল দীনের উপর একে জয়ী করতে পারে। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যে নিবেদিত। তাঁর কোন শরীক নেই, এটা বলার জন্যেই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই সর্বপ্রথম তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছি। হে হাসান! আমি তোমাকে, আমার সকল সন্তানকে ও যাদের কাছে আমার এ ওয়াসিয়্যাত লিপি পৌঁছবে সকলের কাছে আমার এ উপদেশ রইল ঃ তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলবে। খাঁটি মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। সকলে মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর। ছিন্নভিন্ন হয়ে থেকো না।

আমি আবুল কাসিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সালাত ও সিয়ামের ব্যাপকতার তুলনায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সুসম্পর্কের গুরুত্ব অনেক বেশী। তোমরা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের অধিকারের প্রতি যত্নবান থাকিও। তাদের অধিকার প্রদানপূর্বক সম্পর্ক রক্ষা করিও। আল্লাহ্ তোমাদের হিসাব সহজ করে নিবেন। ইয়াতীমদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। তাদের খোরাক বন্ধ করো না। তোমরা বেঁচে থাকতে যেন তারা ধ্বংস হয়ে না যায়। প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা তাদের অধিকারের ব্যাপারে তোমাদের নবীর ওয়াসিয়্যাত রয়েছে। তিনি প্রতিবেশীর ব্যাপারে সর্বদা ওয়াসিয়্যাত করতেন। এমনকি আমাদের মনে হতে লাগলো যে, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকেও ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন। পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। এমন যেন না হয় যে, কুরআন অনুসরণে অন্যরা তোমাদের চেয়ে এগিয়ে যাবে। সালাতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ সালাত হচ্ছে দীনের স্তম্ভ। তোমাদের প্রতিপালকের ঘর সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর। যতদিন জীবিত থাক, তোমাদের থেকে যেন তা খালি না হয়। যদি তা ত্যাগ করা হয়, তা হলে পরস্পর বিতর্ক করো না। রমযান মাসের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা এ মাসের সিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে ঢালস্বরূপ। আল্লাহ্র পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা যাকাত আল্লাহ্র ক্রোধকে নির্বাপিত করে। তোমাদের নবীর যিম্মীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের সম্মুখে যেন তাদের উপর

অত্যাচার না হয়। তোমাদের নবীর সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাদের সম্পর্কে সংযত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ফকীর ও মিসকীনদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। তাদেরকে তোমাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে রেখো। তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা, তাঁর জীবনের সর্বশেষ উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ আমি দুই শ্রেণীর দুর্বলদের ব্যাপারে সদয় হতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি। তারা হলো, নারী ও দাস-দাসী। সালাত, সালাত, আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করো না, এ মনোভাব তোমাদেরকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে যারা তোমাদের আক্রমণ করতে চায় কিংবা যারা তোমাদের উপর বিদ্রোহ করতে চায়। মানুষের সাথে সদালাপ কর। মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে সে আদেশই করেছেন। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ত্যাগ করো না। যদি এ নীতি অবলম্বন কর, তা হলে নিকৃষ্ট লোকদের হাতে নেতৃত্ব চলে যাবে। তখন তোমরা দু'আ করবে, কিন্তু সে দু'আ কবূল হবে না। পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং একে অপরের জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে। কারও দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা, সম্পর্ক ছিন্ন করা ও অনৈক্য সৃষ্টি করা থেকে সাবধান থাকবে। ভাল কাজে ও তাক্ওয়ামূলক কাজে একে অপরের সহযোগিতা কর। পাপ কাজে ও সীমালংঘনমূলক কাজে কারও সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্কে সদা-সর্বদা ভয় করিও। তিনি কঠিন শাস্তি দানকারী।

আহলে বাইতের কোন ক্ষতি করা থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করুন। তোমাদের নবী করীমﷺ তোমাদের উপর হিফাজতের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। আমি তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্র দায়িত্বে রেখে যাচ্ছি। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্। এরপর তিনি সকল কথা বন্ধ করে কেবল لا اله الا الله কালেমা পড়তে থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁর নির্ধারিত নিঃশ্বাস শেষ হয়ে যায়। সাথে সাথে পার্থিব জীবনের চির অবসান ঘটে। তাঁর ইন্তিকালের তারিখ চল্লিশ হিজরী সনের রমযান মাস।

ইন্তিকালের পর আলী (রা)-কে তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হুসাইন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর গোসল করায়। হাসান জানাযা নামাযের ইমামতি করেন, তিনি নয় তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করেন।[১] ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আবূ আহমাদ যুবাইরী ..... আবূ ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মুলজিম যখন আলীকে আঘাত করে। তখন তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা তার সাথে সেরূপ আচরণ কর, যেমন রাসূলুল্লাহ্ﷺ যে ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাইতেন তখন বলতেন ওকে হত্যা কর, তারপরে পুড়িয়ে দাও। বর্ণিত আছে যে, ইব্ন মুলজিমকে যখন আলীর সামনে দাঁড় করান হয় তখন আলী তনয়া উম্মে কুলসুম তাকে লক্ষ্য করে বলেন, ধিক তোমাকে! কেন তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে মারতে গেলে? সে বললো, আমি তো তোমার পিতাকে মেরেছি। উম্মে কুলসুম বললো, এতে তার কোন ক্ষতি হবে না। ইব্ন মুলজিম বললো, তা হলে তোমরা কাঁদছো কেন? আল্লাহ্র কসম! আমি তার উপর এমন জোরে তলোয়ার মেরেছি, যদি তা গোটা শহরবাসীর উপর মারতাম তা হলে সকলের মৃত্যুর জন্যে

---

১. ইব্ন সা'দ ৩/ ৩৮ ঃ চার তাকবীর এবং মুরূজুয্ যাহাব ২/ ৪৬১ ঃ সাত তাকবীর।

যথেষ্ট হতো। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি এক মাস যাবত এ তরবারি শান দিয়েছি। এক হাজার দিরহাম দিয়ে এটা খরিদ করেছি এবং এক হাজার দিরহাম খরচ করে বিষ মিশিয়ে শান দিয়েছি।

হাইছাম ইব্‌ন আদী বলেন ঃ বুজাইলা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার কওমের প্রবীণদের থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন মুলজিম তামীমে রাবাবের এক মহিলাকে দেখতে পায়। নাম তার কাতাম। মহিলাটি ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। সে খারিজীদের মতবাদ সম্পর্কে অবগত হয়। এই মতবাদ পোষণ করার কারণেই আলী (রা) তার কওমের লোকদের হত্যা করেছে। ইব্‌ন মুলজিম তাকে দেখেই তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। মহিলা বললো, তোমাকে বিবাহ করতে পারি যদি তুমি আমাকে তিন হাজার দিরহাম, একজন গোলাম ও একজন দাসী দিতে পার। ইব্‌ন মুলজিম সব শর্ত মেনে নিয়ে তাকে বিবাহ করে। এরপর তার সাথে বাসর যাপন হলে মহিলা বললো. এই মিঞা! তুমি আমাকে রঞ্জিত করেছো এখন অন্যকে রঞ্জিত কর। তখন ইব্‌ন মুলজিম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে। মহিলাও তার সাথে বেরিয়ে যায়। সে ইব্‌ন মুলজিমের জন্যে মসজিদের মধ্যে একটি গম্বুজ তৈরি করে। আলী আস্‌-সালাত আস্‌-সালাত বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে আসেন। আবদুর রহমান তার পেছনে পেছনে চলে। এক পর্যায়ে তলোয়ার দ্বারা তার মাথার তালুতে সজোরে আঘাত করে। ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বিষয়ে ইব্‌ন আবূ মাইয়াস আল-মুরাদী কবিতায় বলেন ঃ

فلم ا مهرا ساقهُ ذو سماحةٍ * كمهرِ قطام بينا غير معجم

ثلاثةُ الافٍ وعبدٌ وقينةٌ * وقتل على بالحسام المصمم

فلا مهرَ أغلا من على وإنْ غلا * ولافتك إلا دون فتكِ ابن ملجم

অর্থ ঃ কাতামের বিবাহে সে চড়া মূল্যের মহর হাঁকানো হয়েছে, আরব-আজমের আর কোন উদার বদান্য ব্যক্তি এ রকম করেছে কিনা দেখিনি। তা হলো তিন হাজার দিরহাম, একজন গোলাম, একজন দাসী ও তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা আলীকে হত্যা করা।

কাজেই, অন্য মহর মূল্যবান হলে আলীর মহর সবচেয়ে বেশি মূল্যবান এবং অন্যান্য হত্যা হত্যার মধ্যে গণ্য হলেও সবই ইব্‌ন মুলজিমের হত্যার চেয়ে নিম্নমানের।

এ কবিতাগুলো ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন শাসের বলে দাবি করেন। ইব্‌ন শাসের নিম্নের কবিতাও ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন ঃ

ونحن ضربنا مالكَ الخير حيدرًا * أبا حسنٍ مأمومة فتقطرا

ونحن خلعنا ملكهُ من نظامه * بضربةِ سيفٍ إذ غلا وتجبرا

ونحن كرامُ في الهياجِ اعزةٌ * إذا الموتُ بالموتِ ارتدى وتأزرا

অর্থ ঃ হে আবূ হাসান ইমাম হায়দার! তোমার সাথে কোন কল্যাণ নেই। কেননা আমরা তোমাকে আঘাত করে রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছি।

আমরা তলোয়ার চালিয়ে তার শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করেছি। কেননা তিনি দাম্ভিক ও অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন।

আমরা সম্মানিত, সাহসী ও শক্তিশালী। কেননা মৃত্যুর বিনিময়ে মৃত্যু তার চাদর ও পায়জামা পোশাকে আবৃত্ত হয়ে বিদায় নিয়েছে।

তাবিঈগণের যুগের ইমরান ইব্ন হাতান নামক জনৈক খারিজী যিনি আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বুখারীতে তা উদ্ধৃত হয়েছে তিনি ইব্ন মুলজিমের প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা বলেছেন ঃ

ياضربة من تقى ما أرادَ بها * إلا ليبلغَ من ذى العرش » رضوانا

إنى لاذكرهُ يوما فاحسبهُ * اوفى البريةِ عندَ اللهِ ميزانا

অর্থ ঃ সেই আল্লাহ্ ভীরু লোকটির তরবারির আঘাত আমার মনে পড়ে। যেই আঘাতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আরশের অধিপতির সন্তুষ্টির লাভ করা।

আজ আমি তাকে স্মরণ করছি এবং ভাবছি আল্লাহ্র নিকট তার পাল্লা সবার চেয়ে ভারি হবে।

মু'আবিয়াকে হত্যার দায়িত্ব নিয়েছিল বারক। নির্ধারিত দিনে মু'আবিয়া ফজরের সালাত আদায়ের জন্যে বের হলে পথে বারক তাঁকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। কেউ বলেছেন, বিষযুক্ত খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আঘাতটি তাঁর নিতম্বে লাগে। এবং সেখান থেকে কিছু অংশ কেটে যায়। লোকজন খারিজীকে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে দেয়। মারার পূর্বে সে মু'আবিয়াকে বলেছিল, আমাকে ছেড়ে দিন আমি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিবো। মু'আবিয়া বললো, কি সে সুসংবাদ? সে বললো, আমার আর এক ভাই আজ আলী ইব্ন আবূ তালিবকে হত্যা করেছে। মু'আবিয়া বললেন, হয়তো সে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। খারিজী বললো, অবশ্যই হয়েছে। কেননা আলী কোন দেহরক্ষী রাখেন না। এরপর মু'আবিয়ার নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।[১] চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার আনা হয়। ডাক্তার জখম দেখে মু'আবিয়াকে জানায় যে, আপনার জখমে বিষ আছে। এর চিকিৎসায় হয় এখানে উত্তপ্ত লোহার দাগ দিতে হবে; নতুবা এমন একটা তরল ঔষধ পান করতে হবে. যার দ্বারা বিষ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার আর সন্তানাদি হবে না। মু'আবিয়া বললেন, আমি আগুনের দাগ দেওয়া কষ্ট সহ্য করতে পারবো না। তবে আগামীতে সন্তান না হলেও বর্তমান দুই ছেলে ইয়াযীদ ও আবদুল্লাহকে দেখে আমার চোখ জুড়াবে। অবশেষে ডাক্তার তাঁকে তরল ঔষধ সেবন করায়। এর ফলে তার ব্যথা কমে যায়, জখম শুকিয়ে যায় এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। এ ঘটনার পরে মু'আবিয়া মসজিদে জামি'র মধ্যে নিজের জন্যে একটা সুরক্ষিত কক্ষ তৈরি করেন। সিজদার সময় তাঁর চারপাশে পাহারাদার দণ্ডায়মান থাকতো। এভাবে মু'আবিয়াই সর্বপ্রথম দেহরক্ষীর ব্যবস্থার প্রচলন করেন।

আমর ইব্ন আসকে হত্যা করার দায়িত্ব নিয়েছিল আমর ইব্ন বকর। সেও নির্ধারিত দিনে ফজরের সালাতে যাওয়ার সময় তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পথে ওঁত পেতে বসে থাকে। কিন্তু

---

১. মুরূজুয যাহাব ২/৪৬৪ ঃ কারও মতে খারিজী আটক রাখা হয়। আলীর হত্যার সংবাদ আসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কামিল্ ৩/৩৯৩ ঃ মু'আবিয়া তাকে হত্যা না করে হাত-পা কেটে ছেড়ে দেয়। পরে বসরায় যিয়াদ তাকে হত্যা করে।

ঘটনাক্রমে ঐ সময় আমরের ভীষণ পেটে ব্যথা হওয়ায় তিনি মসজিদে আসতে পারেন নি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে খারিজা ইব্ন আবূ হাবিবাকে পাঠিয়ে দেন। খারিজা ছিলেন বনূ আমির ইব্ন লুওয়াই-এর লোক এবং আমর ইব্ন আসের অন্যতম পুলিশ অফিসার। খারিজী তাকে আমর ইব্ন আস মনে করে একই আঘাতে হত্যা চূড়ান্ত করে ফেলে। লোকজন খারিজীকে ধরে ফেলে। প্রকৃত অবস্থা জানার পর সে বললো, আমি তো চেয়েছিলাম আমরকে মারতে, কিন্তু আল্লাহ্ মারতে চেয়েছেন খারিজিয়্যাকে। এরপর হত্যাকারীকে নাক-কান কেটে বধ করা হয়। কারও বর্ণনা মতে, উপরোক্ত মন্তব্যটি আমর ইব্ন আসের। খারিজীকে ধরে তাঁর কাছে হাজির করা হলে, তিনি জিজ্ঞেস করেন, এর কি হয়েছে ? লোকজন বললো, সে আপনার স্থলাভিষিক্ত খারিজিয়্যাকে হত্যা করেছে। তখন আমরের নির্দেশে তার শিরশ্ছেদ করা হয়।

যা হোক আলীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে হাসান নয় তাকবীরে তার সালাতে জানাযা আদায় করেন। এরপর কূফার রাজপ্রাসাদে তাঁকে দাফন করা হয়। কেননা আশংকা ছিল, বাইরে দাফন করা হলে খারিজীরা কবর খুঁড়ে তার লাশ নিয়ে যেতো। আলীর দাফন সংক্রান্ত এটাই প্রসিদ্ধ কথা। কেউ কেউ বলেছেন, আলীর মরদেহ কাফন পরিয়ে তার বাহনের উপর রেখে দেওয়া হয়। বাহন তাকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। কেউ আর জানতে পারেনি– বাহন কোথায় তাকে নিয়ে গেছে। এ মতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অলীক, অজ্ঞতাপ্রসূত, বিবেক ও শরী'আত পরিপন্থী। আলীর ভক্ত অধিকাংশ রাফিযীর বিশ্বাস যে, নাজাফের মাশহাদ নামক স্থানে আলীর কবর অবস্থিত। কিন্তু তাদের এ বিশ্বাসের কোন প্রমাণ বা ভিত্তি নেই। বরং বলা হয়ে থাকে যে, রাফিযীরা যেটাকে আলীর কবর মনে করে প্রকৃতপক্ষে সেটা মুগীরা ইব্ন শু'বার কবর। যেমন খতীবে বাগদাদী হাফিজ আবূ নুআইমের সূত্রে, আবূ বকর তালিহী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ হাজরামী হাফিজ-এর মাধ্যমে মাতার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শী'আ সম্প্রদায় নাজাফে যে কবরটিকে আলীর কবর বলে শ্রদ্ধা করে, তারা যদি জানতো যে, প্রকৃতপক্ষে এটা কার কবর, তা হলে এর উপর তারা পাথর নিক্ষেপ করতো। আসলে এটা মুগীরা ইব্ন শু'বার কবর।

ওয়াকিদী বলেন ঃ আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সুবরাতা সূত্রে ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ ফারওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী বাকিরকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আলী যখন শহীদ হন, তখন তাঁর বয়স কত হয়েছিল? তিনি বললেন, তেষট্টি বছর। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কোথায় দাফন করা হয়েছে? তিনি জানালেন তাকে রাত্রিবেলা কূফায় দাফন করা হয়। তবে দাফনের স্থানটি গোপন রাখা হয়। জা'ফর সাদিক হতে এক বর্ণনা মতে মৃত্যুকালে আলীর বয়স ছিল আটান্ন বছর। ওয়াকিদী বলেছেন, কূফার জামে মসজিদের সম্মুখে আলীকে দাফন করা হয়। কিন্তু, প্রসিদ্ধ মতে রাজপ্রাসাদেই দাফন করা হয়।

খতীবে বাগদাদী আবূ নুআইম ফযল ইব্ন দুকাইন থেকে বর্ণনা করেন ঃ হাসান ও হুসাইন আলীর নাশ কূফা থেকে স্থানান্তর করে পবিত্র মদীনায় নিয়ে যায় এবং বাকী' নামক গোরস্তানে ফাতিমার কবরের পাশে দাফন করে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, পবিত্র মদীনায় নেওয়ার জন্যে লাশ উটের পিঠে উঠাবার পর উটটি পথ হারিয়ে গায়েব হয়ে যায়। তায় গোত্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তারা উটের পিঠে মাল আছে মনে করে উটটি আটক করে। কিন্তু তারা

দেখলো উটের পিঠে রক্ষিত সিন্দুকের মধ্যে একজন অজ্ঞাত মানুষের লাশ। তখন তারা লাশসহ সিন্দুক মাটির নিচে পুঁতে রাখে। ফলে কেউ জানতে পারলো না যে, তাঁর কবর কোথায়। এ ঘটনাও খতীব বর্ণনা করেছেন। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির হাসান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আলীর লাশ জা'দাহ্ পরিবারের কোন এক ঘরের একটি কক্ষে দাফন করেছি।

আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যখন তার ছেলে ইয়াযীদের ঘরের ভিত্তি খনন করান তখন খননকারীরা মাটির নিচ থেকে একটি লাশ তুলে আনে। লাশটির মাথার চুল ও দাড়ি ধবধবে সাদা ও তরতাজা। মনে হয় যেন গতকালই দাফন করা হয়েছে। খালিদ লাশটিকে পুড়িয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। কিন্তু শীঘ্রই আল্লাহ্ তার মনের পরিবর্তন করে দেন। ফলে তিনি কিবাতের তৈরি কাপড় এনে তাতে জড়িয়ে ও খোশবু লাগিয়ে পুনরায় সে স্থানে দাফন করে রাখেন। বর্ণনাকারীগণ বলেন, ঐ স্থানটি মসজিদের সম্মুখে সবুজ দরজা বরাবর এক মুচির বাড়িতে অবস্থিত। ঐ স্থানে কোন লোক গিয়ে স্থির থাকতে পারে না। অস্থিরতার চাপে ফিরে আসতে হয়। জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ সাদিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলীর সালাতে জানাযা রাতে পড়া হয় এবং কূফায় দাফন করা হয়। তাঁর কবরের স্থানটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে রাজ-প্রাসাদের নিকটেই অবস্থিত। ইব্‌ন কালবী বলেন ঃ আলী (রা)-কে দাফন করার সময় হাসান, হুসাইন, ইব্‌ন হানাফিয়াহ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ও আহলে বাইতের সদস্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা কূফার উচ্চ ভূমিতে তাঁকে দাফন করেন। তবে কবরের কোন চিহ্ন তারা রাখেন নি। খারিজীসহ অন্যান্য শত্রুর অনিষ্টের আশংকা থেকে রক্ষা করতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মোটকথা, আলী (রা) হিজরী চল্লিশ সনের সতেরই রমযান জুমুআর দিন ফজরের সময় শহীদ হন। কেউ বলেছেন, তিনি রবিউল আওয়াল মাসে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু প্রথম মতই সঠিক ও প্রসিদ্ধ। কূফায় তাঁকে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। ওয়াকিদী, ইব্‌ন জারীর ও অন্য ঐতিহাসিকগণ একেই সঠিক বলে অভিহিত করেছেন। কারও মতে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি বছর এবং কারও মতে আটষট্টি বছর। তাঁর খিলাফতকাল ছিল মাত্র চার বছর নয় মাস। যখন আলী (রা)-এর শাহাদত লাভ হয়, তখন হাসান (রা) ইব্‌ন মুলজিমকে সামনে আনার আদেশ দেন। তাকে সামনে আনা হলে সে হাসানকে বললো, আমি আপনার কাছে একটি আবেদন করতে চাই। হাসান বললেন, কি আবেদন, বল ? ইব্‌ন মুলজিম বললো, আমি হাতিমে কা'বায় বসে আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকার করেছিলাম যে, হয় আমি আলী ও মু'আবিয়াকে হত্যা করবো, না হয় নিজে মারা যাবো। এখন যদি আপনি আমাকে ছেড়ে দিন তবে আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম না হই কিংবা হত্যা করে জীবিত থাকি তবে আল্লাহ্‌র কসম আমি ফিরে এসে আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করবো। হাসান বললেন, কখনও না। এখনই তোমাকে জাহান্নামে পাঠাবো। এরপর তিনি অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করেন। লোকজন তাকে ধরে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তারপর তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুলজিমের দুই হাত ও দুই পা কেটে দেয়। উভয় চোখ উপড়ে ফেলে। এতদসত্ত্বেও ইব্‌ন মুলজিম 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযি খালাক' সূরা সম্পূর্ণ পাঠ করে।

এরপর তার জিহ্বা কর্তন করার উদ্যোগ নিলে সে চিৎকার করে বলতে থাকে— আমার জীবনের এমন একটা মুহূর্তও কাটাতে চাই না, যে মুহূর্তে আমি আল্লাহ্র যিকির করতে পারবো না। এরপর তার জিহ্বা কর্তন করে হত্যা করা হয় এবং একটা বাঁশের ঝুড়িতে রেখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ইব্ন জারীর বলেন ঃ আমার কাছে হারিছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ইব্ন সা'দের সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন উমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আলী (রা) হিজরী চল্লিশ সনে তেষট্টি বছর বয়সে জুমুআর দিনে আঘাত প্রাপ্ত হন। এরপর জুমুআর দিন ও শনিবার পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। রবিবার রাতে তিনি ইনতিকাল করেন। তখন রমযান মাস শেষ হতে এগার দিন বাকি ছিল। ওয়াকিদী বলেন, দলীল-প্রমাণে এ মতই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

আলী (রা)-এর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের বর্ণনা

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ হাজ্জাজ ..... আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসানের জন্ম হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে বললেন, আমার নাতিটিকে আমাকে দেখাও, তোমরা এর কি নাম রেখেছ ? আমি বললাম, ওর নাম রেখেছি হারব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না, তার নাম হবে হাসান। এরপর হুসাইন জন্মগ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে বললেন, আমার নাতিটিকে নিয়ে এসো, তোমরা এর কি নাম রেখেছ ? আমি বললাম, ওর নাম রেখেছি হারব। তিনি বললেন, না, ওর নাম হবে হুসাইন। এরপর তৃতীয় ছেলে জন্ম হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে বললেন, আমার নাতিটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো, তোমরা এর কি নাম রেখেছ? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, না, ওর নাম মুহসিন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি হারুন (আ)-এর ছেলেগণের নাম অনুসারে এদের নাম রেখেছি। তাঁর ছেলেগণের নাম ছিল শাবার, শুবাইর ও মুশাবির। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ..... সালিম ইব্ন আবুল জা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি একজন যুদ্ধ-পছন্দ লোক। তাই হাসান জন্ম হলে আমি তার নাম রাখি হারব (যুদ্ধ)। এরপর হাদীসের বাকি অংশ পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি তৃতীয় ছেলের উল্লেখ করেননি। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (রা) প্রথমে হাসানের নাম হামযাহ্ ও হুসাইনের নাম জা'ফর রাখেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ নাম পরিবর্তন করে দেন।

আলী (রা)-এর প্রথমা স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা। বদর যুদ্ধের পর তিনি ফাতিমাকে ঘরে তুলে আনেন। তার গর্ভে হাসান ও হুসাইন জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণিত হয়েছে যে, মুহসিন নামে তৃতীয় ছেলে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু শিশুকালেই মারা যায়। যয়নাব কুবরা ও উম্মে কুলসুম নামে ফাতিমার দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই উম্মে কুলসুমকে উমর ইব্ন খাত্তাব বিবাহ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের ছয় মাস পরে ফাতিমার ইনতিকাল হয়। এই সময়ের মধ্যে আলী (রা) অন্য কাউকে বিবাহ করেননি। তবে ফাতিমার ইনতিকালের পর আলী (রা) অনেকগুলো বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন আলীর জীবদ্দশায় মারা যান। কয়েকজনকে তালাক দেন। শাহাদতের সময় চার স্ত্রী রেখে যান।

তার অন্যান্য স্ত্রীর মধ্যে একজন হলেন উম্মুল বানীন বিনত হারাম। হারাম হলো আবুল মাজান ইব্ন খালিদ ইব্ন রবী'আহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন আমির ইব্ন কিলাব। এই স্ত্রীর গর্ভে

আব্বাস, জা'ফর, আবদুল্লাহ্ ও উসমান জন্মগ্রহণ করেন। এরা সবাই কারবালা প্রান্তরে ভ্রাতা হুসাইনের সাথে শহীদ হন। এদের মধ্যে আব্বাস ব্যতীত আর কারও উত্তরাধিকারী ছিল না।

আর এক স্ত্রী হলেন লায়লা বিনত মাসঊদ ইব্ন খালিদ ইব্ন মালিক তামীমী। তার গর্ভে আবদুল্লাহ্ ও আবূ বকরের জন্ম হয়। হিশাম কালবী বলেন, এরা দু'জনও কারবালায় শহীদ হন। ওয়াকিদী বলেন, উবাইদুল্লাহকে মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদ ইয়াওমুদ দারে হত্যা করে।

আর এক স্ত্রীর নাম আসমা বিনত উমাইস খাছআমী। তার গর্ভে ইয়াহ্ইয়া ও মুহাম্মদ আল আসগার জন্মলাভ করে। এটা ইব্ন কালবীর বর্ণনা। কিন্তু ওয়াকিদী বলেন, তাদের দু'জনের নাম ইয়াহ্ইয়া ও আওন। ওয়াকিদীর মতে মুহাম্মদ আল-আসগার উম্মে ওলাদের সন্তান।

আলীর আর এক স্ত্রী হলেন উম্মে হাবীবাহ বিনত যামআ[১] ইব্ন বুজাইর ইব্ন আবদ ইব্ন আলকামাহ্। এ স্ত্রী হলো উম্মে ওলাদ। খালিদ আইনুত তামারে হামলা করে বনু তাগলিব থেকে যাদেরকে বন্দী করেন উম্মে হাবীবাহ্ ছিলেন ঐ বন্দীদের মধ্য থেকে আলীর প্রাপ্ত অংশ। তার গর্ভে জন্ম হয় উমর। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। রুকাইয়্যাহ্ নামে আর এক কন্যা সন্তানও তার থেকে জন্ম হয়।

আর এক স্ত্রীর নাম উম্মে সাঈদ বিনত উরওয়াহ্ ইব্ন মাসঊদ ইব্ন মুআত্তাব ইব্ন মালিক আছ-ছাকাফী। তার গর্ভে উম্মুল হাসান ও রামালাহ্ আল-কুবরা জন্মগ্রহণ করে।

আলীর স্ত্রীদের তালিকায় আর এক স্ত্রী হলেন ইমরুল কাইসের কন্যা[২] ইবনাতু ইমরুল কায়স ইব্ন আদী ইব্ন আওস ইব্ন জাবির ইব্ন কা'ব ইব্ন উলাইম ইব্ন কালব আল-কালবী। তার গর্ভে জারিয়াহ্ জন্মলাভ করে। শৈশবে সে আলীর সাথে মসজিদে যেত। লোকে তাকে জিজ্ঞেস করতো তোমার মাতুল কারা? সে জওয়াবে ওয়াহ্ ওয়াহ্ বলতো। এর দ্বারা সে বুঝাতো যে, আমার মাতুল বনু কালব (কালব মানে কুকুর)।

আলী (রা)-এর আর এক স্ত্রী হলেন উমামাহ্ বিনত আবুল আস ইব্ন রবী' ইব্ন আবদে শামস ইব্ন আবদে মানাফ ইব্ন কুসাই। তার মায়ের নাম যয়নাব বিনত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। এই উমামা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই নাতনী যাকে তিনি সালাতের মধ্যে দাঁড়াবার সময় কোলে তুলে নিতেন এবং সিজদার সময় নামিয়ে দিতেন। তার থেকে মুহাম্মদ আল-আওসাত জন্মগ্রহণ করে। আলীর অপর ছেলে মুহাম্মদ আল-আকবার হচ্ছে হানফিয়ার গর্ভজাত সন্তান। হানফিয়ার নাম খাওলাহ্ বিনত জা'ফর ইব্ন কাইস ইব্ন মুসলিমাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন ছা'লাবাহ্ ইব্ন ইয়ারবূ' ইব্ন ছা'লাবাহ্ ইব্ন সওয়াল ইব্ন হানাফিয়াহ্ ইব্ন লুজাইমা ইব্ন সাআব ইব্ন আলী ইব্ন বাকার ইব্ন ওয়াইল। আবূ বকর সিদ্দীকের খিলাফতকালে রিদ্দার যুদ্ধে খালিদ তাকে বনু হানফিয়ার বন্দী হিসেবে নিয়ে আসে। বন্দী বণ্টনের সময় সে আলী ইব্ন আবূ তালিবের অংশে পড়ে। তারই গর্ভজাত সন্তান এই মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়াহ্ শীআ সম্প্রদায়ের এক অংশ মুহাম্মদ ইব্ন হানফিয়াকে ইমাম ও মা'সুম (নিষ্পাপ পবিত্র) বলে দাবি

---

১. তাবারী, কামিল, ইব্ন সা'দ। তার নাম সাহবা বিনত রবীআ ইব্ন বুজাইর....।

২. ইব্ন সা'দ ও তাবারীতে তার নাম মাহ্ইয়াত। কিন্তু কামিলে তার নাম মাখবাত বলা হয়েছে।

করে। তিনি অবশ্যই একজন উচ্চ স্তরের মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি মা'সুম বা নিষ্পাপ ছিলেন না। তার পিতাও মা'সুম নন। এমনকি তার পিতার (আলীর) পূর্বেকার খুলাফায়ে রাশিদীন যারা ছিলেন তারা তার পিতার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তারাও নিশ্চিত মা'সুম ছিলেন না (ليسو ابو اجب العصمة) এ বিষয়ের আলোচনা যথাস্থানে সঠিকভাবে করা আছে।

আলী (রা)-এর বেশ কিছু উম্মে ওলাদ ছিল।[১] তাদের থেকেও অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কেননা, তিনি চার স্ত্রী ও উনিশ উম্মে ওলাদ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। এসব উম্মে ওলাদের এমন অনেক সন্তান আছে যাদের মায়ের সঠিক পরিচয় জানা যায়নি। যেমন উম্মে হানী, মাইমুনা, যয়নাব আস-সুগরা, রামালা আল-কুবরা, উম্মে কুলসুম আস-সুগরা, ফাতিমা উমামা, খাদীজা উম্মুল কিরাম, উম্মে জা'ফর, উম্মে সালমা ও জুমানা। ইব্ন জারীর বলেন, আলীর সর্বমোট সন্তানদের মধ্যে পুরুষ চৌদ্দজন এবং মহিলা সতেরজন।[২] ওয়াকিদী বলেন ঃ আলীর সন্তানদের মধ্যে মাত্র পাঁচ জনের বংশধারা চালু ছিল। তারা হলেন– হাসান, হুসাইন, মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়াহ্, আব্বাস ইবনুল কিলাবিয়াহ্ ও উমর ইবনুত তাগলিবিয়া।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ ইব্ন সিনান আল-কামাম ..... খালিদ ইব্ন জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) শহীদ হলে তাঁর ছেলে হাসান দাঁড়িয়ে এক ভাষণে বলেন ঃ তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে এমন এক রাতে হত্যা করলে যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। যে রাতে ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং যে রাতে মূসা (আ)-এর সাথী ইউশা' ইব্ন নূনকে শহীদ করা হয়েছিল। আল্লাহ্র কসম! তার মত মহান ব্যক্তি তাঁর পূর্বেও আগমন করেনি আর তার পরেও আগমন করবে না। আল্লাহ্র কসম ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কোন অভিযানে প্রেরণ করলে জিবরাঈল ফেরেশতা থাকতেন তার ডান পাশে এবং মিকাঈল ফেরেশতা থাকতেন তার বাম পাশে। আল্লাহ্র কসম ! তিনি ফিতনার মুকাবিলা করার জন্যে আটশ কিংবা নয়শ' ঢাল ও মস্তকাবরণ রেখে গেছেন। এ হাদীস অত্যন্ত গরীব। এর বক্তব্যের মধ্যে আপত্তিকর কথা রয়েছে। আবূ ইয়া'লাও ..... মিসকীনের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ওয়াকী' ..... হুবাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হাসান ইব্ন আলী আমাদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন ঃ গতকাল তোমাদের মাঝ থেকে এমন এক ব্যক্তি বিদায় নিয়েছে, যার ইল্ম ও জ্ঞানের ধারেকাছে তার পূর্বেও কেউ আসতে পারেনি, আর পরেও কেউ আসতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিয়ে কোন অভিযানে প্রেরণ করলে জিবরাঈল (আ) তাঁর ডানপাশে এবং মিকাঈল (আ) বামপাশে থাকতো। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তারা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না। যাইদ আল-আম্মী ও শু'আইব ইব্ন খালিদ আবূ ইসহাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাসান তাঁর বক্তৃতায় আরও বলেন, শাহাদাতের সময় তিনি সাতশ' দিরহাম রেখে গেছেন।

---

১. উম্মে ওলাদ সেই দাসীকে বলে যে, মালিকের ঔরসে সন্তান অথবা সন্ততির জন্ম দিয়েছে।

২. ইব্ন সা'দের মতে উনিশজন।

গোলাম ক্রয়ের জন্যে তিনি এ অর্থ সংরক্ষণ করেছিলেন।[১] ইমাম আহমাদ বলেন ঃ হাজ্জাজ ..... আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ -এর সাথে ছিলাম। তখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমি পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলাম। আর আজ আমার যাকাতের পরিমাণ চল্লিশ হাজার দিরহাম। আসওয়াদের সূত্রে শারীক থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনায় আছে, আলী বলেন, আমার যাকাতের পরিমাণ চল্লিশ হাজার দীনার।

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিবের কতিপয় ফযীলত (বৈশিষ্ট্য)

আলী (রা)-এর ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্বের একটি দিক হলো, যে দশজনের জান্নাতে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বংশীয় সূত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ্ -এর সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি। কেননা তিনি হলেন আলী ইব্ন আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিবের নাম শাইবা ইব্ন হাশিম। হাশিমের নাম আমর ইব্ন আবদে মানাফ। আবদে মানাফের নাম মুগীরা ইব্ন কুসায়। কুসায় এর নাম যাইদ ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুওয়াই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ন নাযর ইব্ন কিনানা ইব্ন খুয়াইমা ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নাযার ইব্ন সা'দ ইব্ন আদনান। আলীর কুনিয়াত আবুল হাসান আল কুরাইশী আল-হাশিমী। বংশীয় সূত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ্ -এর চাচাত ভাই। আলীর মাতার নাম ফাতিমা বিনত আসাদ ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদে মানাফ। যুবাইর ইব্ন বাকার বলেন ঃ ফাতিমা প্রথম হাশিমী মহিলা যিনি হাশিমী সন্তান (আলী)-কে জন্মদান করেন। ফাতিমা ইসলাম গ্রহণ করেন ও হিজরত করেন। আলীর পিতা রাসূলুল্লাহ্ -এর স্নেহময় দয়ালু চাচা আবূ তালিব। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল ও একাধিক বংশ বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতবর্গ বলেছেন যে, আবূ তালিবের নাম ছিল আবদে মানাফ।

রাফিযী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, আবূ তালিবের নাম ইমরান। তারা বলে কুরআনে নিম্নোল্লিখিত আয়াতে ইমরানের বংশধর বলতে আবূ তালিবের বংশধর বুঝানো হয়েছে। যথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন (আলে ইমরান ঃ ৩৩)।

এ ব্যাপারে রাফিযীরা দারুণ ভুলে নিমজ্জিত। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এ মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে তারা কুরআনের এ আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা করে দেখেনি। কেননা, এ আয়াতের পরেই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اِذْ قَالَتِ امْرَءَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا ....

---

১. মাসউদী ঃ মুরূজুম-যাহাব, ২/৪৬১ ও ইবনুল আ'ছাম : ফুতূহ, ৪/১৪৬ এভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে ফুতূহ গ্রন্থে এ কথা অতিরিক্ত আছে যে, হাসান বলেছেন, এ অর্থ বাইতুল মালে ফেরত দেওয়ার জন্যে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

অর্থাৎ– স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্যে আমি উৎসর্গ করলাম (আলে-ইমরান ঃ ৩৫)।

এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে মারইয়াম বিনত ইমরান (আ)-এর জন্মের কথা বলা হয়েছে। আবূ তালিব স্বভাব সুলভভাবেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অত্যধিক স্নেহ করতেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর ঈমান আনেননি। শেষ পর্যন্ত তার পূর্ব-পূরুষের ধর্মের উপর বিশ্বাস রেখেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সহীহ বুখারীতে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালিবের মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে বসে তাওহীদের কালিমা পেশ করেন। আবূ তালিবও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার দিকে ঝুঁকে গিয়েছেন। ঠিক সে সময়ে আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উমাইয়্যাহ বলে উঠলো– হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করছো? শেষ পর্যন্ত তিনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকার করেন এবং আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর মৃত্যু বরণ করার ঘোষণা দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন ঃ আমি আপনার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ নাযিল করেন ঃ

إِنَّكَ لَاتَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

অর্থাৎ– তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা, সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে (কাসাস ঃ ৫৬)।

এরপর পবিত্র মদীনায় নিম্নোল্লিখিত আয়াত নাযিল করেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ـ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ـ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ـ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ـ

অর্থাৎ– আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনগণের জন্যে সঙ্গত নয়। যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই ওরা জাহান্নামী। ইবরাহীম তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইবরাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল (সূরা তাওবা ঃ ১১৩–১১৪)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আবির্ভাবের আলোচনার প্রথম দিকে আমরা এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। সেখানে রাফিযীদের দলীল-প্রমাণ বিহীন দাবি এবং কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী মনগড়া বিশ্বাস যে, আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন– তার অসারতা প্রমাণ করেছি।

আলী (রা) ইসলামের সূচনালগ্নে মুসলমান হন। প্রসিদ্ধ মতে তিনি তখনও প্রাপ্ত বয়স্ক হননি। বলা হয়ে থাকে যে, বালকদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন মহিলাদের মধ্যে খাদীজা, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক এবং গোলামদের মধ্যে যাইদ ইব্ন হারিসা সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

তিরমিযী ও আবূ ইয়া'লা ইসমাঈল ইব্ন সুদ্দীর সূত্রে ..... আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোমবারে নবুওয়াত প্রকাশের আদেশ লাভ করেন এবং আলী মঙ্গলবারে সালাত আদায় করেন। আরও কেউ কেউ এ হাদীস হাব্বাহ ইব্ন জুরওয়াইন সূত্রে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। সালমা ইব্ন কুহাইল-হাব্বাহর সূত্রে আলী থেকে বর্ণনা করেন। আলী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সাত বছর যাবত আল্লাহ্র ইবাদত করেছি যখন আর কেউ তার ইবাদত করতো না। হাদীস মিথ্যা— এ কখনও সহীহ হতে পারে না। সুফিয়ান ছাওরী ও শু'বা সালমা থেকে হাব্বার সূত্রে আলী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছি। এ হাদীসও সহীহ্ নয়। এর সনদে হাব্বাহ দুর্বল রাবী। সুওয়াইদ ইব্ন সা'দ ..... মু'আযাতাল আদাবিয়্যা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি বসরার মিম্বরে আলী ইব্ন আবূ তালিবকে বলতে শুনেছি যে, আমি হলাম সিদ্দীকে আকবার। আবূ বকরের পূর্বে আমি ঈমান এনেছি এবং তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইমাম বুখারী বলেছেন এ হাদীস সহীহ নয়। এর বিপরীতে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণ আছে যে, আলী কূফার মিম্বরে বসে বলেছেন ঃ হে লোক সকল! নবীর পরে এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবূ বকর, তারপরে উমর। তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে যদি আমার নাম বলতে ইচ্ছা করতাম তা হলে বলতে পারতাম। শাইখাইনের ফযীলাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ সুলাইমান ইব্ন দাউদ ..... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে খাদীজার পরে সর্ব প্রথম যিনি সালাত আদায় করেছেন কিংবা ইসলাম কবূল করেছেন তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব। তিরমিযী এ হাদীস শু'বাহ্ থেকে আবূ বালাজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যাইদ ইব্ন আরকাম ও আবূ আইয়ূব আনসারী থেকে বর্ণিত যে, আলী অন্যদের থেকে সাত বছর পূর্ব হতে সালাত শুরু করেন। এ বর্ণনা সঠিক নয়– তা যার থেকেই বর্ণিত হোক না কেন। অনেকগুলো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এ উম্মতের মধ্যে আলীই সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এ জাতীয় কোন হাদীসই সহীহ না। এ সব হাদীসের মধ্যে যেগুলো উত্তম তা আমরা উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে বিপরীত বর্ণনাও এসেছে। হাফিজুল কাবীর আবুল কাসিম ইব্ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে এসব হাদীস সনদসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক, তার ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারেন। তিরমিযী ও নাসাঈ আমর ইব্ন মুররাহ্ হতে তালহা ইব্ন যাইদের সূত্রে যাইদ ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সর্ব প্রথম যিনি ইসলাম কবূল করেন তিনি আলী (রা)। তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান সহীহ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যতদিন পবিত্র মক্কায় ছিলেন ততদিন আলী (রা) তাঁর সংগে ছিলেন। তখন আলী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর বাড়িতে থাকতেন। আলীর পিতার জীবদ্দশায় দুর্ভিক্ষ ও পরিবারের সদস্য বেশি হওয়ার কারণে দারিদ্র

নেমে আসলে আলী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভিভাবকত্বে থাকেন। এরপর থেকে হিজরত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ই তার যাবতীয় খরচ বহন করেন।

হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে মানুষের গচ্ছিত আমানত তথা অর্থ-সম্পদ মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্যে তিনি আলী (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। ঐ সময় তিনি তার কওমের নিকট আল-আমীন বলে খ্যাত ছিলেন। সে জন্যে তারা তাদের মাল ও মূল্যবান সম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতো। আমানতের মাল ফেরত দেওয়ার পর আলী (রা) হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে চলে যান এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলীর প্রতি আজীবন সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সকল যুদ্ধে রাসূলে পাকের সঙ্গে থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপস্থিতিতে আলী (রা) অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। সীরাতের আলোচনায় আমরা বিস্তারিতভাবে এসব বর্ণনা করেছি। কাজেই এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। বদর, উহুদ, আহযাব, খাইবার ইত্যাদি যুদ্ধে তার বীরত্বের প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে পবিত্র মদীনায় তাঁর পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব দেন এবং বলেন, তুমি কি আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সন্তুষ্ট, যেমন মূসার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন হারূন। তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূল ﷺ তনয়া ফাতিমা (রা)-এর সাথে আলী (রা)-এর বিবাহ হয় এবং বদর যুদ্ধের পর তাঁকে ঘরে তুলে আনেন। এখানে সে আলোচনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পবিত্র মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী গাদীরে খোম নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাথীদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। সে দিন ছিল যিলহজ্জ মাসের বার তারিখ। ভাষণে তিনি বলেন ঃ আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। কোন কোন বর্ণনায় আছে ঃ হে আল্লাহ্! আলী (রা)-কে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আপনিও তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন। আর আলীর সাথে যে শত্রুতা করে আপনিও তার সাথে শত্রুতা করুন। আলীকে যে সাহায্য করবে আপনিও তাকে সাহায্য করুন। আলীকে যে ত্যাগ করবে আপনিও তাকে ত্যাগ করুন। এ দুই বর্ণনার মধ্যে প্রথমটি মাহফুজ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই ভাষণ প্রদানের ও আলীর মর্যাদা তুলে ধরার পশ্চাতে সূক্ষ্ম কারণ ছিল। সে কারণটি ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। তা হলো ঃ আলী ও খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামনের আমীর করে প্রেরণ করেন। আলী ইয়ামান থেকে চলে আসেন এবং বিদায় হজ্জের সময় পবিত্র মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মিলিত হন। এ বিষয় নিয়ে অনেক কথা ওঠে। তার সাথে আসা কোন কোন লোক তাদের প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে আনায় সমালোচনা করে। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে চলে আসতে খুবই তাড়াহুড়া করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সকল কার্যাবলী যখন সম্পন্ন করেন, তখন আলী (রা)-এর প্রতি যেসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা আরোপ করা হচ্ছে তা থেকে তার মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন।

রাফিযী সম্প্রদায় এ দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করে। বার্মেকী বংশের শাসনকালে তারা বাগদাদের চারশ' বর্গমাইল এলাকা জুড়ে খুশিতে ঢোল-তবলা বাজাতো। এ বিষয়ে

আমরা পরে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ্। এরপর প্রায় বিশ দিন পর্যন্ত প্রতিটি দোকানের দরজায় তারা কম্বল ঝুলিয়ে রাখে এবং ভুসি ও ছাই উড়াতে থাকে। তারপর আশুরার দিন সকালে শহরের শিশু-কিশোর ও মহিলারা অলি-গলি প্রদক্ষিণ করে হুসাইনের উপর মাতম করে। এ সময় তার শাহাদত সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট কবিতা গযল গায়। আমরা যথাস্থানে হুসাইনের শাহাদতের সঠিক বর্ণনা তুলে ধরবো, ইনশা আল্লাহ্। বনী উমাইয়ার কোন কোন লোক আলীর আবূ তুরাব উপাধিকে মিথ্যা বলে থাকে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আলী ফাতিমার উপর অভিমান করে মসজিদে এসে শুয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ এসে দেখেন যে, আলী ঘুমিয়ে আছে এবং ধুলা-মাটি তার দেহে লেগে আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে তার শরীর থেকে ধুলা-মাটি ঝেড়ে দেন এবং বলেন اجلس يا ابا تراب। ওহে আবূ তুরাব! উঠে বস (তুরাব মানে মাটি)।

ভ্রাতৃ বন্ধনের বর্ণনা

হাকিম বলেন ঃ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল জুনাইদ ..... আবূ উমামাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ যখন মুসলমানগণের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপন করে দেন, তখন তিনি আলী ও তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্কের কথা জানিয়ে দেন। এরপর হাকিম বলেন, মাকহুল থেকে এ হাদীস উপরোক্ত সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে সংগ্রহ করিনি। এ হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের কাছে কৌতূহল সৃষ্টি করতো। কেননা সিরিয়াবাসী রাবীদের মাধ্যমে এটা বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীসের সহীহ হওয়া প্রশ্নাতীত নয়। আনাস ও উমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি আমার ভাই। এভাবে যাইদ ইব্ন আবূ আওফ, ইব্ন আব্বাস, মাহদূজ ইব্ন যাইদ আয-যুহালী, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, আমির ইব্ন রাবীআহ্, আবূ যার্র ও স্বয়ং আলী থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সকল সনদই দুর্বল যার দ্বারা কোন প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না।

একাধিক সূত্রে আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহ্র গোলাম এবং তাঁর রাসূলের ভাই। আমার পরে এ দাবি মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কেউ করবে না। তিরমিযী বলেন ঃ ইউসুফ ইব্ন মূসা আলকাত্তান বাগদাদী ..... ইব্ন উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ সাহাবাগণের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। এ সময় আলী (রা) অশ্রুসজল নয়নে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সাহাবাগণের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন কিন্তু আমার সাথে কারও ভ্রাতৃ সম্পর্ক করেননি। তখন রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন, দুনিয়ায় ও আখিরাতে তুমি আমার ভাই। এরপর তিরমিযী বলেন, এ হাদীস হাসান গরীব। এ হাদীস যাইদ ইব্ন আবূ আওফা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি একজন বদরী সাহাবী। রাসূলুল্লাহ্ﷺ উমরকে বলেছিলেন, তুমি কি জান, আল্লাহ্ বদরী সাহাবীগণের প্রতি সদয় হয়ে বলে দিয়েছেন ঃ তোমাদের যা ইচ্ছে কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে আলী (রা) মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আলীর ছিল বীরত্বের সুখ্যাতি। রাসূলুল্লাহ্ﷺ বদর যুদ্ধের পতাকা আলীর হাতে অর্পণ করেন। অথচ তখন তার বয়স ছিল মাত্র বার বছর। হাকাম মুকসিমের সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে এ কথা বর্ণনা

করেছেন। ইসলামের সকল যুদ্ধে মুহাজিরগণের পতাকা আলীর হাতেই থাকতো। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব এবং কাতাদাহ্ও অনুরূপ কথা বলেছেন।

খাইছামাহ্ ইব্‌ন সুলাইমান আতরাবিলাসী আল হাফিজ বলেন ঃ আহমাদ ইব্‌ন হাযিম ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিয়ামতের দিন আপনার পতাকা কে বহন করবে? তিনি বললেন, আর কে? কিয়ামতে আমার পতাকা সেই বহন করবে, যে দুনিয়ায় তা বহন করে অর্থাৎ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব। এ হাদীসের সনদ দুর্বল। ইব্‌ন আসাকির এ হাদীস আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে সনদও সহীহ নয়। হাসান ইব্‌ন আরাফাহ্ বলেন ঃ আম্মার ইব্‌ন মুহাম্মদ ..... আবূ জা'ফর ইব্‌ন আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়েছিল যে, যুলফিকার ছাড়া আর কোন তলোয়ার নেই এবং আলী ছাড়া আর কোন যুবক নেই। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির বলেন, এটা মুরসাল হাদীস। প্রকৃত পক্ষে, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের যুলফিকার তলোয়ার আলীকে দান করেছিলেন। এরপরে তিনি তা আলীকে স্থায়িভাবে দিয়ে দেন। যুবাইর ইব্‌ন বাকার বলেন ঃ আলী ইব্‌ন মুগীরা মা'মার ইব্‌ন মুছান্না সূত্রে বলেন, বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকা ছিল তালহা ইব্‌ন আবূ তালহার হাতে। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব তাকে হত্যা করেন।

এ সম্পর্কে হাজ্জাজ ইব্‌ন আলাত কবিতায় বলেন ঃ

لله اى مذنب عن حربه * اعنى ابنَ فاطمةِ المعمِ المخولا

جادت يداكَ لهُ بعاجلِ طعنةٍ * تركت طليحةَ للجبينِ مجندلا

وشددت شدة باسلٍ فكشفتهم * بالحقِ إذ يهوونَ اخولَ اخولا

وعللتَ سيفكَ بالدماءِ ولم تكن * لترده كرانٍ حتى ينهلا ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় বর্শা দ্বারা যে আঘাত দেওয়া হয়, তাতে কোন দোষ নেই। অর্থাৎ ফাতিমার ছেলে তার মামুদের উপরে যে আঘাত করেছিল। তোমার বাহু তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে দ্রুত আঘাত করতে উদারতা প্রদর্শন করে। ফলে তুলাইহাকে এক বৃহৎ পাষাণের মত রেখে দেয়।

ক্ষুরধার তরবারি দ্বারা তুমি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছ, ফলে তাদের সম্মুখে তুমি সত্যকে প্রকাশ করে দিলে যখন মামুর বংশের লোকেরা আক্রমণের উদ্যোগ নেয়।

আর তুমি তোমার তলোয়ারকে খুনে রঞ্জিত করে রেখে দিলে। এ রকম প্রচণ্ড আক্রমণ ছাড়া তাদেরকে তুমি হটাতে পারতে না।

আলী (রা) বাই'আতুর রিজওয়ানের ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحتَ الشَّجَرَةَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তো মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাই'আত গ্রহণ করল (ফাত্হ ঃ ১৮)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যারা বৃক্ষতলে বাই'আত গ্রহণ করেছিল তাদের কেউ জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না। সহীহ হাদীস গ্রন্থে ও অন্যান্য কিতাবে আছে যে, খাইবার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দিব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করবে না। তার হাতেই আল্লাহ্ খাইবারের বিজয় দান করবেন। পুরা সৈন্যবাহিনী এ চিন্তা ও আলোচনায় রাত কাটিয়ে দিল যে, আগামীকাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কার হাতে এ পতাকা তুলে দেন। উমর (রা) বলেন : ما حببت الامارة الا يومئذ। আমি কখনও নেতৃত্ব কামনা করিনি; কিন্তু সে দিন এ কামনা করেছিলাম। পরদিন সকালে আল্লাহ্র রাসূল আলীর হাতে পতাকা তুলে দেন এবং তার হাতে খাইবার বিজয় হয়। এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহলের সূত্রে অনেকেই বর্ণনা করেছেন যথা : মালিক, হাসান, ইয়া'কূব ইব্ন আবদুর রাহমান, জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, আবদুল আযীয ইব্ন মুখতার ও খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল। ইমাম মুসলিম এ সব সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আবূ হাযিমও এ হাদীস সাহল ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে তা বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকাল বেলা আলী (রা)-কে ডেকে পাঠান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসেন। তখন তার চোখ উঠেছিল। তিনি তার চোখে সামান্য থুথু ছিটিয়ে দেন। এতে সে সুস্থ হয়ে যায়। এ হাদীস সালমা ইব্ন আকওয়া তার পিতা থেকে এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবাইদ তার মুক্ত গোলাম সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে তা বর্ণিত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন : যুবাইদা .... সালামা ইব্ন আমর ইব্ন আকওয়া' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর সিদ্দীকের হাতে পতাকা দিয়ে খাইবারের কোন এক দুর্গের পতনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করেও বিজয় লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। এরপর উমর ইব্ন খাত্তাবকে প্রেরণ করেন। তিনিও সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়ে চলে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আগামীকাল আমি এ পতাকা এমন এক ব্যক্তির কাছে দিব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। সে খালি হাতে আসবে না। আল্লাহ্ তার হাতে দুর্গের পতন ঘটাবেন। সালামা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলীকে ডেকে পাঠান। তখন আলীর চোখে ছিল যন্ত্রণা। তিনি তার চোখে সামান্য থুথু দিয়ে বলেন : তুমি এ পতাকা লও ও যাত্রা কর। তারপর লড়াই চালিয়ে যাও। আল্লাহ্ তোমার হাতে বিজয় দিবেন। সালামা বলেন, আলী (রা) পতাকা নিয়ে দৌড়াতে থাকেন। আমি তার পশ্চাতে তাকে অনুসরণ করে চলছিলাম। তিনি সেই দুর্গের পাশে পাথরের মধ্যে পতাকা গেড়ে দেন। দুর্গের উপর থেকে জনৈক ইয়াহূদী তাকে দেখে বললো, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি আবূ তালিবের ছেলে আলী। ইয়াহূদী বললো– সেই সত্তার কসম ! যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত প্রেরণ করেছেন, এবার তোমরা বিজয় লাভ করবে। সালামা বলেন, মহান আল্লাহ্ তার হাতে দুর্গের বিজয় দান করেন। বিজয়ের পর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ইকরামা ইব্ন আম্মার এ হাদীস ছায়িবের মুক্ত গোলাম আতার সূত্রে সালামা ইব্ন আকওয়া' থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আছে যে, আলীকে রাসূলুল্লাহ্

ﷺ-এর কাছে ধরে আনা হয়। তখন তার চোখে অসুখ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার চোখে থুথু মুবারক ছিটিয়ে দেন। এতে তিনি সুস্থ হয়ে যান।

বুরাইদাহ ইব্ন হাসীবের বর্ণনা ঃ ইমাম আহমাদ বলেন ঃ যাইদ ইব্ন হুবাব ..... বুরাইদাহ্ ইব্ন হাসীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাইবার অবরোধ করি। আবূ বকর (রা) ছিলেন পতাকাধারী। কিন্তু আমাদের বিজয় হলো না। তিনি ফিরে এলেন। পরদিন পতাকা নিলেন উমর (রা)। তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এবারও জয় হলো না। ফিরে এলেন তিনি। মুসলমানগণ এ দিন প্রাণপণ চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আগামীকাল আমি পতাকা এমন একজনের কাছে দিব, যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন এবং সেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। সে বিজয় না নিয়ে ফিরবে না। আমরা এ আনন্দে রাত কাটালাম যে, আগামীকাল আমাদের বিজয় আসছে। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত শেষে দণ্ডায়মান হন। তারপর পতাকা আনতে বলেন। লোকজন সালাতের কাতারেই আছে। তিনি আলী (রা)-কে আহ্বান করলেন। আলী (রা) চোখওঠা রোগে ভুগছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চোখে নিজের থুথু লাগিয়ে দেন। এরপর তাঁর কাছে পতাকা অর্পণ করেন। তিনি যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন। বুরাইদাহ্ বলেন, আমি ছিলাম ঐ পতাকা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকারীদের মধ্যে একজন। নাসাঈ হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ থেকে এ হাদীস আরও দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর ইমাম আহমাদ এ হাদীস মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও রাওহ্ থেকে তারা উভয়ে আওফ থেকে তিনি মাইমুন আবূ আবদুল্লাহ কুরদী থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ্ থেকে তিনি তার পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এ হাদীস বিনদার ও গুনদুর থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তার বর্ণনায় কবিতার উল্লেখ আছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের বর্ণনা ঃ হুশাইম আওয়াম ইব্ন হাওশাব থেকে তিনি হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত থেকে তিনি ইব্ন উমর থেকে বুরাইদার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া কাছীরুন-নাওয়া জামি' ইব্ন উমাইর থেকে তিনি ইব্ন উমর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় আছে যে, আলী (রা) বলেন ঃ ঐ দিনের পরে আর কখনও আমি চোখের রোগে আক্রান্ত হইনি। এ হাদীস ইমাম আহমাদ ওয়াকী' থেকে তিনি হিশাম ইব্ন সাঈদ থেকে তিনি উমর ইব্ন উসাইদ থেকে তিনি ইব্ন উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস পরে আসছে।

ইব্ন আব্বাসের বর্ণনা ঃ আবূ ইয়া'লা বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়াহ ইব্ন আবদুল হামীদ ..... আমর ইব্ন মাইমূনের সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি আগামীকাল পতাকা এমন একজনকে দিব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। সে মতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আলী কোথায় ? লোকজন বললো, সে আটা পিষছে। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে অন্য কেউ কি আটা পিষ্তে রাজি আছে ? এরপর আলীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আনা হয়। তখন তিনি তার কাছে পতাকা প্রদান করেন। এ সময় সাফিয়াহ্ বিনত হাই ইব্ন আখতাব সেখানে উপস্থিত হয়। এ হাদীসটি আলোচনা সনদে গরীব। একটা দীর্ঘ হাদীসের এটা সার সংক্ষেপ। ইমাম আহমদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাম্মাদ থেকে ..... আমর ইব্ন মাইমূনের সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে পূর্ণ হাদীস

বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাম্মাদ থেকে তিনি আবূ আওয়ালা থেকে তিনি আবূ বালজ থেকে তিনি আমর ইব্ন মাইমূন থেকে বর্ণনা করেন।

আমর ইব্ন মাইমূন বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাসের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তার কাছে নয়জন লোকের একটি দল এসে বললো, হে ইব্ন আব্বাস!। হয় আপনি উঠে আমাদের নিকট আসুন; না হয় ঐ লোকগুলোকে সরিয়ে দিন। ইব্ন আব্বাস বললেন, আমিই তোমাদের নিকট আসছি। এ সময়ে তার চোখ ভাল ছিল– অন্ধ হয়ে যাননি। এরপর তারা ইব্ন আব্বাসের সাথে কথা শুরু করলো এবং অনেক আলোচনা করলো। তারা কি বলেছিল, আমরা তা জানতে পারিনি। এরপর তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উফ-তুফ করে বললেন, ওরা এমন এক ব্যক্তির সমালোচনা করছে যে দশজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্যতম। তারা এমন এক ব্যক্তির নিন্দা-মন্দ করছে যাঁর সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছিলেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তিকে এবার পাঠাব যাকে আল্লাহ্ কখনও ব্যর্থ করবেন না এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।

ইব্ন আব্বাস বলেন, ঐ মর্যাদা লাভের জন্যে অনেকেই উদগ্রীব হয়েছিল। অবশেষে নবী করীম ﷺ বললেন, আলী কোথায়? লোকেরা জানালো, সে চাক্কি দিয়ে আটা পিষছে। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ আটা পিষুক। এরপর আলী (রা) আসলেন। তার চোখওঠা রোগ হয়েছিল। যার ফলে চোখ মেলে দেখতে পারছিলেন না। নবী করীম ﷺ তার দু'চোখে ফুক দিলেন। এরপর পতাকা তিনবার ঝাঁকি দিয়ে আলীর কাছে প্রদান করেন। এ সময় তিনি সাফিয়া বিনত হাই ইব্ন আখতাবের নিকট যান। ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অমুককে সূরা তাওবার ঘোষণাসহ (পবিত্র মক্কায়) প্রেরণ করেন। কিন্তু তার পেছনে পেছনে আলীকেও পাঠান। তিনি সেটা গ্রহণ করেন। নবী করীম ﷺ তখন বলেন, এটা নিয়ে সে-ই যেতে পারবে যে আমার এবং আমি তার। ইব্ন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাচাত ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে দুনিয়ায় ও আখিরাতে আমার সাথে থাকতে আগ্রহী? তাদের মধ্য হতে কেউ এ আহ্বানে সাড়া দিলো না। তখন আলী (রা) তাঁর সাথেই বসা ছিলেন। তিনি বললেন, দুনিয়া ও আখিরাতে আমি আপনার সাথে থাকতে আগ্রহী। এরপর তিনি তাঁকে রেখে তাদের প্রবীণদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহকালে ও পরকালে আমার সংগী হতে চাও? এ আহ্বানেও কেউ সাড়া দিল না। আমি ইহকালে ও পরকালে আপনার সঙ্গী হতে চাই। তখন রাসূল ﷺ বললেন, দুনিয়ায় এবং আখিরাতে তুমিই আমার সঙ্গী।

ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ খাদীজা (রা)-এর পরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হলেন আলী (রা)। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাপড় আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনের মাথার উপর রেখে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

অর্থাৎ– হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)।

ইব্‌ন আব্বাস বলেন, আলী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড়ের ন্যায় কাপড় খরিদ করে তাঁর স্থানে শুয়ে থাকেন। সে সময় মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছিল। আবূ বকর (রা) সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে আসেন। আলী (রা) তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। আবূ বকর মনে করছেন আল্লাহ্‌র নবী শুয়ে আছেন। তাই তিনি ডাক দিলেন ইয়া নবী আল্লাহ্! আলী (রা) জেগে উঠে বললেন, আল্লাহ্‌র নবী বিরে মায়মূনার দিকে বেরিয়ে গেছেন। আপনি সেখানে তাঁর কাছে চলে যান। তখন আবূ বকর (রা) তথায় গিয়ে তাঁকে পেয়ে যান এবং এক সাথে গুহায় প্রবেশ করেন। ইব্‌ন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি যেভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হতো সেভাবে আলীর প্রতিও প্রস্তর বর্ষণ করা হতো। তিনি তাঁর জায়গায় অবস্থান করেন। আলী (রা) মাথায় কাপড় পেঁচিয়ে রাখেন। ভোর হওয়ার পূর্বে তা খোলেন না। যখন ভোর হয় তখন মাথার থেকে কাপড় খুলে রাখেন। মুশরিকরা তাকে বললো, তুমি নিকৃষ্ট লোক। আমরা তোমার সঙ্গীর উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি এখানে নেই। অথচ তুমি রয়েছো। এটা আমাদের জানা ছিল না। ইব্‌ন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন, তখন আলী (রা) এসে তাঁকে বলেন, আমি কি আপনার সঙ্গী হবো? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না। এ জওয়াব শুনে আলী (রা) কাঁদতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হারূন যেমন মূসার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, তুমি কি তদ্রূপ আমার স্থলাভিষিক্ত হতে সন্তুষ্ট নও ? তবে পার্থক্য এই যে, হারূন নবী ছিলেন আর তুমি নবী নও। আমি চলে যাব আর তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত থাকবে না– তা হয় না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন, সকল মু'মিনের জন্যে তুমি আমার ওয়ালী থাকবে, আমার বিদায়ের পর। ইব্‌ন আব্বাস বলেন ঃ আলীর দরজা ব্যতীত মসজিদে যাওয়ার সকল দরজা তিনি বন্ধ করে দেন। কাজেই, জুনুবী অবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন। কেননা এই দরজাই ছিল তার যাতায়াতের পথ। এটা ব্যতীত যাতায়াতের অন্য কোন পথ ছিল না। ইব্‌ন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, বৃক্ষতলে যারা বাই'আত নিয়েছিল তাদের প্রতি মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন। এরপরে কি তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে, তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন? ইব্‌ন আব্বাস বলেন, উমর যখন বলেছিল, আমাকে অনুমতি দিন এ মুনাফিকের অর্থাৎ হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন নবী করীম ﷺ উমরকে বলেছিলেন, তুমি কি জান, মহান আল্লাহ্ আহলে বদরদের প্রতি সদয় হয়ে বলে দিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছে তাই কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসের কিছু অংশ শু'বার সূত্রে আবূ বালজ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ সুলাইম থেকে বর্ণনা করে গরীব বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম নাসাঈও এর কিছু অংশ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্নার সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী তার তারিখে বলেন ঃ উমর ইব্‌ন আবদুল ওহাব রামাহী .... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ আমি এ পতাকা এমন একজনকে দিব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। এরপর তিনি আলীকে ডেকে পাঠান। আলী চোখের পীড়ায় ভুগছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার চক্ষুদ্বয়ে ফুঁক দেন এবং পতাকা

তার হাতে তুলে দেন। এরপর তার চেহারা অন্য দিকে না ঘুরাতেই চক্ষুদ্বয় ভাল হয়ে যায় এবং এরপর আর কখনও তার চোখে কোন পীড়া হয়নি। আবুল কাসিম বগবী এ হাদীস ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ..... ইমরানের সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এ হাদীস আব্বাস আম্বারীর সূত্রে উমর ইব্ন আবদুল ওহাব থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ সম্পর্কে আবূ সাঈদের বর্ণনা ঃ ইমাম আহমাদ বলেন ঃ মুস'আব ইব্ন মিকদাস ও হাজীন ইব্ন মুছান্না ..... আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পতাকা হাতে নিয়ে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, এ পতাকার হক আদায় করতে কে গ্রহণ করতে চাও। এক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে বললো, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও। এরপর আর এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকেও বললেন, তুমি ফিরে যাও। তারপর নবী করীম ﷺ বললেন, সেই সত্তার কসম ! যিনি মুহাম্মদের চেহারাকে সম্মানিত করেছেন, আমি এ পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে পলায়ন করবে না। তারপর আলী (রা) এগিয়ে আসলেন। তিনি পতাকা নিয়ে যুদ্ধে গমন করেন। মহান আল্লাহ্ তার হাতে খাইবার ও ফাদাক-এর বিজয় দান করেন। তিনি এ বিজিত দু'এলাকা থেকে খেজুর ও চট নিয়ে ফিরে আসেন। আবূ ইয়া'লা এ হাদীস হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদের সূত্রে ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনার শুরুতে আছে– যুবাইর এসে বললো, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি যাও। এরপর অন্য একজন এলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকেও বললেন, তুমি যাও। এরপর হাদীসের বাকি অংশ তিনি উপরের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

এ সম্পর্কে আলী ইব্ন আবূ তালিবের বর্ণনা ঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ওয়াকী' ..... আবূ লাইলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আলী (রা)-এর সাথে সফর করতেন। আলীর অভ্যাস ছিল– তিনি শীতকালে গরমের কাপড় পরতেন এবং গ্রীষ্মকাল শীতের কাপড় পরিধান করতেন। আবূ লাইলার পিতাকে লোকজন বললো, এ রকম করার কারণ যদি আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন। এরপর তিনি এর কারণ সম্পর্কে আলীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াবে বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠান। তখন খাইবারের যুদ্ধ চলছিল। আমি ছিলাম চোখওঠা রোগে আক্রান্ত। আমি এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো চোখওঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। তিনি আমার চোখে থুক দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি এর থেকে গরম ও শীত দূর করে দাও। তখন থেকে আর কখনও আমি গরম ও শীত অনুভব করি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরপর বললেন, আমি এমন এক ব্যক্তির কাছে পতাকা দেব, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করবে না। নবী করীম ﷺ-এর সাহাবাগণ এ মর্যাদা পাওয়ার তীব্র আগ্রহ দেখায়। অবশেষে তিনি তা আমাকে প্রদান করেন। অনেকেই এ হাদীস মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লাইলার থেকে তার পিতার সূত্রে আলী থেকে দীর্ঘাকার বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়া'লা বলেন ঃ যুহাইর, জারীর, মুগীরাহ্, উম্মে কাইম সনদে বর্ণিত। উম্মে কাইম বলেন, আমি আলীকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, খাইবার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার মুখে হাত বুলিয়ে, চোখে থুক দিয়ে ও আমাকে পতাকা দিয়ে দেন। সে দিন থেকে আর কখনও আমি চোখের রোগে আক্রান্ত হইনি এবং ব্যথাও অনুভব করিনি।

এ সম্পর্কে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাসের বর্ণনা ঃ বুখারী ও মুসলিমে আছে শু'বা হতে সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাসের সূত্রে তার পিতা সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আলীকে বললেন, হারূন যেমন মূসার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, তদ্রূপ তুমি কি আমার স্থলাভিষিক্ত হতে রাজী নও? তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে কোন নবী নেই। আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযী বলেন, কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ, হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল, বুকাইর ইব্‌ন মিসমার, আমির ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস সনদে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান সা'দকে বলেছিল, আবূ তুরাবকে গালাগাল করতে তোমার বাধা কিসের ? সা'দ বলেছিলেন, তিনটি বিষয়ের স্মরণ আমাকে এ কাজে বাধা দেয়। যে তিনটি বিষয় আল্লাহ্‌র রাসূল তাকে বলেছিলেন, এর একটিও যদি আমার সম্পর্কে বলা হতো তা হলে আমি মূল্যবান লাল উটের মালিক হওয়ার থেকেও অধিক খুশি হতাম।

আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে বলতে শুনেছি— যখন তিনি কোন এক যুদ্ধে আলী (রা)-কে বাড়িতে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। আলী বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি কি আমাকে নারী ও শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্যে রেখে যেতে চাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বলেছিলেন, হারূন যেমন মূসার প্রতিনিধি ছিলেন তদ্রূপ তুমি কি আমার প্রতিনিধি থাকতে রাযী নও ? অবশ্য আমার পরে কোন নবী নেই। খাইবারের যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দেব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। সা'দ বলেন, আমি মনে মনে এই মর্যাদা পাওয়ার আশা করছিলাম। শেষে তিনি আলী (রা)-কে ডেকে আনতে বলেন। চোখের রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আলীকে তাঁর নিকট আনা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলীর চোখে কিছু থুথু লাগিয়ে দেন এবং তার কাছে পতাকা প্রদান করেন। আল্লাহ্ পাক তাকে সে যুদ্ধে বিজয় দান করেন।

কুরআন মজীদের এ আয়াতটি যখন নাজিল হয় ঃ

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ -

অর্থাৎ- তুমি বল, এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের ছেলেগণকে ও তোমাদের ছেলেগণকে। আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে। আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে (আল-ইমরান ঃ ৬১)।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনকে ডেকে একত্র করে বলেন, হে আল্লাহ্! এরা আমার আহ্‌ল ও পরিবারের লোক। মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ এ হাদীস সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিবের সূত্রে সা'দ থেকে বর্ণনা করেন। তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলীকে বললেন, আমার স্থলে তুমি সে রকম, যে রকম ছিল মূসার স্থলে হারূন। তিরমিযী বলেন, সা'দ থেকে সাঈদের সূত্রে বর্ণনাটি গরীব। ইমাম আহমদ বলেন, আহমাদ যুবাইরী ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর সনদে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাবূক যুদ্ধে বের হন তখন আলী (রা)-কে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। আলী (রা) বললেন, আমাকে যুদ্ধে না নিয়ে বাড়িতে রেখে যাচ্ছেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার

স্থলে তোমার সেই মর্যাদা, যেমন মূসার স্থলে ছিল হারূনের মর্যাদা। তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে কোন নবী নেই। হাদীসের উল্লিখিত সনদ খুবই উৎকৃষ্ট। তবে গ্রন্থকারগণ এর তাখরীজ করেনি।

হাসান ইব্ন আরফাহ্ আবাদী বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন হাযিম আবূ মু'আবিয়া যারীর .... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মু'আবিয়া হজ্জে আগমন করেন। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস তার কাছে আসেন। তারা আলীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে সা'দ বলেন, আলীর বিশেষ তিনটি মর্যাদা আছে। তন্মধ্যে একটি মর্যাদাও যদি আমার থাকতো তা হলে দুনিয়া ও তার মধ্যের যাবতীয় সম্পদের মালিক হওয়ার চেয়েও বেশি খুশি হতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আরও বলতে শুনেছি যে, আগামীকাল আমি এমন একজনকে পতাকা দেব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমার স্থলে তোমার সেই ভূমিকা, মূসার স্থলে হারূনের ছিল সেই ভূমিকা। তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে কোন নবী নেই। এ বর্ণনার সনদ হাসান। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর তাখরীজ করেনি।

আবূ যুরআ দামিশকী বলেন ঃ আহমাদ ইব্ন খালিদ যাহাবী আবূ সাঈদ .... আবূ নাজীহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া যখন হজ্জ করতে আসেন, তখন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের হাত ধরে বলেন, হে আবূ ইসহাক! আমরা এমন এক কাওম যাদেরকে ধারাবাহিক যুদ্ধবিগ্রহ হজ্জ পালন থেকে দীর্ঘ দিন দূরে সরিয়ে রেখেছে। ফলে হজ্জের অনেক নিয়ম-নীতি প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। কাজেই তুমি তাওয়াফ কর। আমরা তোমাকে অনুসরণ করে তাওয়াফ করবো। আবূ নাজীহ বলেন, হজ্জ সম্পন্ন হলে মু'আবিয়া তাকে বিশেষ পরামর্শ গৃহে নিয়ে যান এবং নিজের আসনের উপরে অতি নিকটে তাকে বসান। এরপর আলী ইব্ন আবূ তালিবের প্রসঙ্গ তুলে তার সমালোচনা করতে থাকেন। তখন সা'দ বললেন, আপনি আমাকে আপনার গৃহে এনে নিজের আসনে বসতে দিয়ে আলীর সমালোচনা করছেন এবং তাকে গালাগাল দিচ্ছেন। আল্লাহর কসম! তার তিনটি বিশেষ মর্যাদার একটি মর্যাদাও যদি আমার থাকতো তা হলে সূর্য যা কিছুর উপরে উদিত হয় সে সবের মালিক হওয়ার চেয়েও অধিক সন্তুষ্ট হতাম। তাবূক যুদ্ধের প্রাক্কালে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছিলেন, তা যদি আমাকে বলতেন। তাকে বলেছিলেন, আমার স্থলে তুমি সেরূপ, যেরূপ ছিল মূসার স্থলে হারূন। অবশ্য আমার পরে কোন নবী নেই। তবে সূর্য যার উপর উদিত হয় তার মালিক হওয়ার চেয়েও আমি অধিক খুশি হতাম। খাইবারের যুদ্ধের সময় তিনি আলী (রা)-কে যা বলেছিলেন তা যদি আমার ক্ষেত্রে বলতেন।

তিনি বলেছিলেন, আমি এমন একজনকে পতাকা প্রদান করবো যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। তার হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার লোক নয়। তবে সূর্য যার উপর উদিত হয় তার অধিকারী হওয়ার চেয়েও আমি অধিক খুশি হতাম। আর আমি যদি তাঁর কন্যার স্বামী হতাম এবং তাঁর গর্ভে আমার সন্তান জন্মলাভ করতো তা হলে সূর্য যার উপর উদয় হয় তার মালিক

হওয়ার চেয়ে নিজেকে অধিক ধন্য মনে করতাম। আজকের পর আর কখনও আমি আপনার সাথে কোন গৃহে প্রবেশ করবো না। এরপর সা'দ তার চাদর ঝেড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন।

আহমাদ বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর .... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পবিত্র মদীনায় আলী (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত রেখে যুদ্ধে গমন করেন। আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মধ্যে আপনার স্থলাভিষিক্ত করছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি আমার স্থলে হারূনের ন্যায় মূসার স্থলে থাকতে রাজী নও ? তবে আমার পরে কোন নবী নেই। এ হাদীসের সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। অবশ্য তারা এ সনদ তাখরীজ করেনি। এ হাদীস আবূ আ'ওয়ালাহ্ আ'মাশের সূত্রে হাকাম ইব্ন মুস'আব থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ তায়ালিমীও এ হাদীস শু'বাহ্ আসিম, মুস'আব সনদে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ বনু হাশিমের মাওলা আবূ সাঈদ ..... 'আয়িশাহ বিনত সা'দ তার পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আলীও বের হয়ে যান। ছানিয়াতুল বিদায় পৌঁছে দেখেন আলী (রা) কাঁদছে এবং কেঁদে কেঁদে বলছে— যারা যুদ্ধে যেতে অক্ষম আপনি আমাকে তাদের সাথে রেখে যাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি রাযী নও আমার থেকে সেই মর্যাদায় থাকতে, যে মর্যাদায় ছিল হারূন মূসার থেকে। তবে নবুওয়ত ব্যতীত। এ রিওয়ায়েতের সনদও সহীহ। তবে তারা এর তাখরীজ করেনি। বেশ কিছু সংখ্যক রাবী আয়েশা বিনত সা'দের সূত্রে তার পিতা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির বলেন ঃ সাহাবাদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা ঃ উমর, আলী, ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর, মু'আবিয়া, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, জাবির ইব্ন সামুরাহ্। আবূ সাঈদ, বারা ইব্ন আমির, যাইদ ইব্ন আরকাম, যাইদ ইব্ন আবূ আওফা, নাবীত ইব্ন শারীত, হাবাশী ইব্ন জুনাদা, মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিছ, আনাস ইব্ন মালিক, আবুল ফযল, উম্মে সালমা, আসমা বিনত উমাইস ও ফাতিমা বিনত হামযা। ইব্ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে এ সব হাদীস বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এভাবে তিনি তার সাথী-সঙ্গী, সমালোচক ও গবেষক সকলের সামনে বিষয়টি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন–

رحمه رب العباد يوم التناد -

উমর (রা)-এর বর্ণনা ঃ আবূ ইয়া'লা বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ..... আবূ হুরায়রা সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আলী ইব্ন আবূ তালিবকে তিনটি মর্যাদা দান করা হয়েছে। একটি মর্যাদাও যদি আমার থাকতো, তা হলে আমর নিকট তা মূল্যবান লাল উটের চেয়েও অধিক প্রিয় হতো। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে মর্যদাগুলি কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করা, মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তার বসবাসের ব্যবস্থা। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে মসজিদে যা হালাল ছিল আলীর জন্যেও তা হালাল হয় এবং খাইবার যুদ্ধে তার হাতে পতাকা প্রদান। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীস উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন উমরের বর্ণনা ঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ওয়াকী'.... ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ -এর সময় আমরা বলতাম– মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবূ বকর, তারপরে উমর (রা)। অথচ আবূ তালিবের ছেলেকে এমন তিনটি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যেগুলো আমাকে দেওয়া হলে মূল্যবান লাল উটের মালিক হওয়ার থেকেও অধিক খুশি হতাম। এরপর তিনি উক্ত তিনটি বিষয় উল্লেখ করেন। আহমাদ ও তিরমিযী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আকীল সূত্রে জাবির থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ আলী (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি কি আনন্দবোধ কর না যে, আমার কাছে তোমার সেই মর্যাদা, যেমন ছিল মূসার কাছে হারূনের মর্যাদা ? অবশ্য আমার পরে আর কোন নবী নেই। আহমাদ এ হাদীস আতিয়্যার সূত্রে আবূ সাইদ থেকে রাসূলুল্লাহ্ -এর অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, আমার পক্ষ থেকে তুমি মূসার পক্ষ হতে হারূনের ন্যায়। তবে আমার পরে কোন নবী নেই। তিবরানী এ হাদীস আবদুল আযীয ইব্‌ন হাকীমের সূত্রে ইব্‌ন উমর থেকে মারফূ' (সরাসরি) বর্ণনা করেছেন। সালমা ইব্‌ন কুহাইল এ হাদীস আমির ইব্‌ন সা'দ থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ আলী (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমার কাছে তোমার সেই মর্যাদা, যেমনটি ছিল মূসার কাছে হারূনের মর্যাদা, তবে আমার পরে কোন নবী নেই। সালামা বলেন, আমি বনু মাওহাবের এক মুক্ত গোলামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন আমি ইব্‌ন আব্বাসকে বলতে শুনেছি– নবী করীম অনুরূপ বলেছেন।

আলী (রা)-এর সাথে ফাতিমাতুয্ যোহ্‌রার বিবাহ

সুফিয়ান ছাওরী বলেন ঃ ইব্‌ন আবূ নাজীহ তার পিতা আবূ নাজীহ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কূফার মসজিদের মিম্বরে আলী (রা)-কে বলতে শুনেছেন। আলী (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ -এর কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেওয়ার সংকল্প করি। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, আমার তো কিছুই নেই। আবার চিন্তা করলাম আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্-এর সুসম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন আছে। তাই আমি শেষ পর্যন্ত বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে ফেললাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন, তোমার কাছে কি কোন অর্থ-সম্পদ আছে ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি অমুক দিন তোমাকে হাতমী[১] বর্ম দিয়েছিলাম, সেটি কোথায় ? আমি বললাম, সেটি আমার নিকট আছে।

রাসূলুল্লাহ্ বললেন, তুমি ফাতিমাকে (মহ্‌র বাবদ) এটি দিয়ে দাও। আমি দিয়ে দিলাম। তখন তিনি আমার সাথে ফাতিমাকে বিবাহ দিলেন। এরপর যে রাতে আমি তাঁকে ঘরে আনলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত তোমরা কিছু বলাবলি করো না। কিছু সময় পর তিনি আমাদের কাছে আসেন। তখন আমাদের গায়ের উপর একটি শাল বা চাদর ছড়িয়ে দেওয়া ছিল। তাঁর আগমনে আমরা বিচলিত হয়ে পড়লাম, তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে থাক। তারপর তিনি এক পেয়ালা পানি আনিয়ে তাতে দু'আ পড়ে আমার ও ফাতিমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নিকট আমি বেশি প্রিয় না ফাতিমা ? তিনি বললেন, সে আমার কাছে বেশি প্রিয়, আর তুমি আমার কাছে তার তুলনায় অধিক আদরের।

---

১. হাতমা ইব্‌ন মুহারিবের দিকে সম্পর্ক করে বলা হয়েছে। কেননা, সে বর্ম নির্মাণ করতো।

নাসাঈ এ হাদীস আবদুল করীম ইব্ন সালীতের সূত্রে, তিনি ইব্ন বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা বুরাইদা থেকে উপরোক্ত বর্ণনার চেয়ে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আছে যে, আলী ফাতিমার ওয়ালীমা খাওয়ানোর জন্যে সা'দ-এর থেকে একটি দুম্বা ও কয়েকজন আনসারের কাছ থেকে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করেন। আরও আছে যে, তাদের গায়ে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার পর দু'আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্! তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে আপনি বরকত দান করুন। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর আওযায়ী থেকে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর থেকে, তিনি আবূ সালামা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা বলেন, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফাতিমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে তিনি ফাতিমার কাছে গিয়ে বললেন, হে প্রিয় কন্যা! আমার চাচাতো ভাই আলী তোমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে। এ সম্পর্কে তোমার মতামত কি? প্রস্তাব শুনে ফাতিমা কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তার পর বললেন, আব্বাজান! মনে হয় আপনি আমাকে এক কুরাইশ ফকীরের কাছে সঁপে দিতে চাচ্ছেন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যেই সত্তা আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম! আসমানের উপর থেকে আল্লাহ্র নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এ সম্পর্কে মুখ খুলিনি। তখন ফাতিমা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যাতে খুশি, আমিও তাতে সন্তুষ্ট। এ কথার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমার কাছ থেকে বেরিয়ে আসেন। মুসলমানগণ তাঁর কাছে এসে জড়ো হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আলী! তুমি নিজেই প্রস্তাব দাও।

তখন আলী (রা) বললেন, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা যার ক্ষয় নেই এবং ইনি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ ﷺ চারশ দিরহাম মহরের বিনিময়ে তাঁর কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়েছেন। এখন তিনি যা বলেন, তোমরা তা শুনো ও সাক্ষী থাকো। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি আমার কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছি। এ বর্ণনা করেছেন ইব্ন আসাকির। কিন্তু তিনি মুনকার রাবী। আলী ও ফাতিমার বিবাহকে কেন্দ্র করে বহু সংখ্যক মুনকার ও মাওযূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে– কিতাব দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় আমরা সেগুলি বর্ণনা-করা থেকে বিরত থাকলাম। তবে হাফিজ ইব্ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে উত্তম সনদে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী আবূ খালিদের সূত্রে শা'বী থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেছেন ঃ দুম্বার একটি চামড়া ব্যতীত আমাদের আর কোন আসবাব ছিল না। এ চামড়ার এক পাশে আমরা ঘুমোতাম আর অন্য পাশে ফাতিমা আটা পিষতো। শা'বী থেকে মুজালিদের বর্ণনায় আছে যে, দিনের বেলা ঐ চামড়ার উপর উটকে ঘাস খেতে দিতাম এবং ফাতিমা ব্যতীত এর অন্য কোন খাদিম ছিল না।

আরও একটি হাদীস

ইমাম আহমদ বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ..... সাইদ ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীর ঘর থেকে সরাসরি মসজিদে যাওয়ার পথ ছিল। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোষণা করে দেন যে, আলীর পথ ব্যতীত অন্য সকলের পথ বন্ধ করে দাও। রাবী বলেন, এ ঘোষণা দেওয়ার পর লোকের মধ্যে কানা-ঘুষা চলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা বুঝতে পেরে লোকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাষণে বলেন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। সকল গুণগান তাঁর। এরপর কথা হচ্ছে, আমি আলীর পথ ব্যতীত অন্য সকলের পথ

বন্ধ করতে বলেছি। এ নিয়ে তোমাদের মধ্যে নানা রকম কথা চলছে। তবে জেনে রাখ, আমি নিজের সিদ্ধান্তে কারও পথ বন্ধ করিনি এবং কারও পথ খোলা রাখিনি। বরং আমাকে এ ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। আর আমি সে আদেশ পালন করেছি। আবুল আশহাব ..... বারা' ইব্‌ন আযিব থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে আহমদ ও নাসাঈর বর্ণিত আবূ আওয়ানার সূত্রে ..... ইব্‌ন আব্বাসের দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও আলীর দরজা ব্যতীত অন্যান্য দরজা বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শু'বা আবূ বালজ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপ আবূ ইয়া'লা ..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের সকল দরজা বন্ধ করে দেন এবং কেবল আলীর দরজা খোলা রাখেন। এতে কিছু লোক কানা–ঘুষা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলে দেন যে, তার দরজা আমি খোলা রাখিনি বরং আল্লাহই খোলা রেখেছেন। এ হাদীসের সাথে বুখারী শরীফে বর্ণিত সে হাদীসের কোন বিরোধ নেই। যেখানে বলা হয়েছে যে, মুমূর্ষুকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, মসজিদে সরাসরি প্রবেশের সকল পথ বন্ধ করে দাও; কেবল আবূ বকর সিদ্দীকের পথ খোলা রাখ। কেননা আলীর ক্ষেত্রে তার পথ খোলা রাখার কথা বলেছিলেন তিনি জীবিত থাকাকালে। কেননা ফাতিমাকে তার ঘর থেকে পিতার ঘরে আসার প্রয়োজন ছিল। তাঁর প্রতি সদয় হয়ে তিনি এ রকম করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ইনতিকালের পরে প্রয়োজন আর থাকেনি। তখন আবূ বকর সিদ্দীকের জন্যে পথ খোলা রাখার প্রয়োজন হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে তিনি ছিলেন মুসলমানদের খলীফা। মসজিদে গিয়ে মানুষকে নিয়ে তাকে সালাতের ইমামতি করতে হতো। রাসূলের এ উক্তির মধ্যে পরবর্তীকালে আবূ বকরের খিলাফতের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে।

তিরমিযী বলেন ঃ আলী ইব্‌ন মুনযির ..... আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে বলেছিলেন, হে আলী! মসজিদের মধ্যে আমি এবং তুমি ব্যতীত অন্য কারও জন্যে জুনুবী হওয়া বৈধ নয়। আলী ইব্‌ন মুনযির বলেন, আমি যিরার ইব্‌ন সুরাদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ হাদীসটির অর্থ কি ? যিরার বললেন, এর অর্থ হলো, আমি এবং তুমি ব্যতীত জুনুবী অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। এরপর তিরমিযী বলেন, এ হাদীস হাসান গরীব। উল্লিখিত সনদ ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এ হাদীস আমাদের জানা নেই। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল অবশ্য এ হাদীস শুনেছেন। ইব্‌ন আসাকির এ হাদীস কাছীরুন নাওয়ার সূত্রে আতিয়্যার মাধ্যমে আবূ সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর ইব্‌ন আসাকির আবূ নুআইমের সূত্রে ..... উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোগাক্রান্ত অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের শেষ প্রান্তে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেন যে, কোন জুনুবী কিংবা কোন হায়িজা নারীর জন্যে মসজিদে অবস্থান করা অথবা মসজিদের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করা হালাল নয়। তবে কেবল মুহাম্মদ, তাঁর স্ত্রীগণ, আলী ও ফাতিমা বিনত মুহাম্মদের জন্যে হালাল আছে। সাবধান! আমি তোমাদের কাছে নাম প্রকাশ করে দিলাম যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। এ হাদীসের সনদ গরীব। তা ছাড়া এর মধ্যে অন্য দুর্বলতাও আছে। এরপর ইব্‌ন আসাকির আবূ রাফি' বর্ণিত হাদীসও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সনদেও গারাবাত আছে।

আর একটি হাদীস

হাকিম ও আরও কতিপয় গ্রন্থকার সাঈদ ইব্ন জুবাইরের সূত্রে ইব্ন আব্বাসের মাধ্যমে বুরাইদা ইব্ন হুসাইব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলীর সাথে আমি ইয়ামান যুদ্ধে যাই। সেখানে আমি তার থেকে একটা অসংগত কাজ দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে আমি আলীর প্রসঙ্গ তুলে সে বিষয়টি উল্লেখ করি এবং তার ব্যাপারে নিন্দাসূচক কথা বলি। এতে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনি বললেন, হে বুরাইদা! আমি কি মু'মিনগণের জন্যে তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক কল্যাণকামী নই? আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইব্ন নুমাইর ..... বুরাইদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামান অভিযানে দু'টি দল প্রেরণ করেন। এক দলের নেতৃত্বে ছিলেন আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং অন্য দলের অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ। যাত্রাকালে তিনি বলে দেন যে, দু'দল একত্রিত হলে উভয় দলের নেতা হবে আলী। আর যখন দু'দল পৃথক হয়ে যাবে তখন দু'জনের প্রত্যেকেই স্বস্ব বাহিনীর নেতৃত্ব দিবে। রাবী বুরাইদা বলেন, ইয়ামানের বনু যায়িদার সাথে আমাদের মুকাবিলা হয়। আমরা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধে মুসলমানরা মুশরিকদের উপর বিজয় লাভ করে। ফলে তাদের যুবক যোদ্ধাদের আমরা হত্যা করি এবং স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী করি। বন্দীদের মধ্য হতে এক মহিলাকে আলী নিজের জন্যে রেখে দেন।

বুরাইদা বলেন ঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে একটি পত্রসহ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করেন। আমি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যথারীতি পত্রটি পৌঁছে দিই। পত্রটি তিনি একজনকে দিয়ে পড়িয়ে শুনেন। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাকে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে পাঠিয়েছেন এবং তার আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে হিসেবে তিনি আমাকে যে পত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন আমি তা আপনার নিকট পৌঁছে দিয়েছি মাত্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আলীর সমালোচনা করো না। কেননা, সে আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। আমার পরে সে হবে তোমাদের অভিভাবক। হাদীসের এ ভাষ্য মুনকার। এর এক রাবী আজলাহ একজন শীআ। এ জাতীয় রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, যখন সে একা বর্ণনাকারী হয়। অবশ্য তার ন্যায় আরও একজন এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে আজলাহ অপেক্ষা অধিক দুর্বল।

এ সম্পর্কে মাহফূজ বর্ণনা হচ্ছে সেটি যা আহমদ বর্ণনা করেছেন ওয়াকী' থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি সা'দ ইব্ন উবাইদাহ্ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। বুরাইদাহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক। হাসান ইব্ন আরফাহ্ এবং আহমদও আ'মাশ থেকে এ বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ আবু কুরাইবের সূত্রে আবূ মু'আবিয়া থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ বলেন ঃ রাওহ্ ইব্ন আলী ইব্ন সুওয়ায়িদ ইব্ন মুনজাওফ আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরাইদাহ্ সূত্রে তার পিতা বুরাইদাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী

(রা)-কে গনীমতের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আনার জন্যে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের নিকট প্রেরণ করেন। বুরাইদাহ্ বলেন, সকাল বেলা দেখা গেল আলীর মাথা থেকে পানি টপকাচ্ছে। তখন খালিদ বুরাইদাকে বললেন, লক্ষ্য করেছ, এ লোকটি কি কর্ম করেছে? রাবী বলেন, আমি যখন ফিরে আসি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আলীর ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি এবং আলীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে বুরাইদাহ্! তুমি কি আলীর প্রতি ক্রোধ রাখ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি তখন আমাকে বললেন, তার প্রতি ক্রোধ রেখো না; বরং তাকে মুহব্বত কর। কেননা, খুমুসে সে এর চেয়েও বেশি পাবে। বুখারী তার সহীহ্ গ্রন্থে এ হাদীস বিনদার রাওহ্ -এর সূত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ বর্ণনা করেন। তিনি আবদুল জলীল থেকে শুনেছেন। আবদুল জলীল বলেন, আমি এক বৈঠকে উপস্থিত হই। ঐ বৈঠকে আবূ মিজলায ও বুরাইদার দুই ছেলে শরীক ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ্ বললেন, আমার পিতা বুরাইদাহ্ আমাকে বলেছেন যে, আমি আলীর উপরে এতো ক্রোধান্বিত ছিলাম যে, অতো ক্রোধ অন্য কারও উপর ছিল না। অপর দিকে কুরাইশের এক ব্যক্তিকে আমি মুহব্বত করতাম। তাকে মুহব্বত করতাম শুধু এ কারণে যে, আলীর প্রতি তার ক্রোধ ছিল। বুরাইদাহ্ বলেন, ঐ ব্যক্তিকে এক অশ্বারোহী বাহিনীর নেতা হিসেবে অভিযানে প্রেরণ করা হয়। আমি তার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে অভিযানে গমন করি। তার বাহিনীতে যাওয়ার কারণ ঐ একটাই-আলীর প্রতি তার ক্রোধ। সে অভিযানে অনেক বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। এর খুমুস বের করে নেওয়ার জন্যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পত্র দিই। তিনি এ কাজে আলীকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। বুরাইদাহ্ বলেন, বন্দীদের মধ্যে ওয়াছীফাহ নামের এক সুন্দরী মহিলা ছিল। আলী খুমুস বের করেন ও বণ্টন করেন। পরে যখন তিনি ঘর থেকে বের হন তখন দেখা গেল তার মাথা হতে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

তাকে দেখে আমরা বললাম, হে আবুল হাসান! এ কি অবস্থা! তিনি বললেন, কেন বন্দীদের মাঝে তোমরা কি ওয়াছীফাহকে দেখনি? আমি বন্দীদের বণ্টন করেছি, খুমুস বের করেছি। ওয়াছীফাহ্ খুমুসের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর সে নবীর পরিবারভুক্ত হয় এবং অবশেষে আলীর অধিকারে আসে। ফলে তার সাথে আমি রাত যাপন করি। বুরাইদাহ্ বলেন, আমি যে নেতার বাহিনীতে গিয়েছিলাম তিনি এ ঘটনার উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক পত্র লিখেন। আমি নেতাকে বললাম, চিঠির সাথে আমাকে পাঠান। তিনি আমাকে চিঠির সাথে সমর্থক হিসেবে প্রেরণ করেন। বুরাইদাহ্ বলেন, আমি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে চিঠি পড়ে শুনালাম এবং চিঠির বক্তব্য সত্য বলে সমর্থন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ও চিঠি তাঁর হাতে নিয়ে বললেন, তুমি কি আলীর প্রতি ক্রোধ রাখ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আলীর প্রতি ক্রোধ রেখো না। আর যদি তাকে ভালবাস তা হলে সে ভালবাসা আরো *বৃদ্ধি করে দাও। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, খুমুসের মধ্যে আলীর পরিবারের যে* অংশ আছে তা ওয়াছীফাহ্র চেয়ে অনেক বেশি।

বুরাইদাহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা শোনার পর আমার নিকট আলীর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না। আবদুল্লাহ্ বলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ

নেই– এ হাদীস বর্ণনায় আমার ও নবী করীম ﷺ-এর মাঝে আমার পিতা বুরাইদাহ্ ছাড়া আর কোন মাধ্যম নেই। আহমাদ এ হাদীস মুফরাদ বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি অনেকেই আবুল জাওয়াব ..... বারা ইব্ন আযিব সনদে বুরাইদাহ্ ইব্ন হুসাইবের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, অবশ্য এ সনদ গরীব। তিরমিযী এ হাদীস আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যিয়াদের সূত্রে আবুল জাওয়াব আহ্ওয়াস ইব্ন জাওয়াব থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী একে হাসান গরীব অভিহিত করে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ ব্যতীত অন্য কারও থেকে আমরা এ বর্ণনা শুনিনি।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আবদুর রায্যাক ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক অভিযানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আলী ইব্ন আবূ তালিবকে বাহিনীর অধিনায়ক করেন। সে সফরে আলী (রা) একটি নতুন ঘটনা সৃষ্টি করেন। মুহাম্মদ ﷺ-এর চারজন সাহাবী এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানাবার জন্যে পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

ইমরান বলেন, আমরা কোন সফর থেকে ফিরে আসলে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করতাম। ইমরান ইব্ন হুসাইন বলেন, এ নিয়মানুযায়ী আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলে উক্ত চার সাহাবী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়। একজন দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আলী এই এই কাজ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কথাকে উপেক্ষা করলেন। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আলী এমন এমন কাজ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকেও উপেক্ষা করলেন। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আলী এই এই কাজ করেছে। তারপর চতুর্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আলী এমন এমন কাজ করেছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চতুর্থ ব্যক্তির দিকে ফিরে তাকান। এ সময় তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি বলেন, আলীকে ছাড়, আলীকে ছাড়, আলীকে ছাড়। আলী আমার থেকে এবং আমি আলীর থেকে। আমার পরে সেই হবে প্রত্যেক মু'মিনের অভিভাবক।

তিরমিযী ও নাসাঈ এ হাদীস কুতাইবার সূত্রে জা'ফর ইব্ন সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিরমিযীর বর্ণনা অনেক দীর্ঘ। সে বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ আছে যে, আলী এক বন্দী মহিলার সাথে রাত যাপন করেন। বর্ণনা শেষে তিরমিযী বলেন, এর সনদ হাসান গরীব। জা'ফর ইব্ন সুলাইমান ব্যতীত অন্য কারও থেকে আমরা এ বর্ণনা পাইনি। আবূ ইয়া'লা মূসিলী এ হাদীস আবদুল্লাহ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারীরী। হাসান ইব্ন উমর ইব্ন শাকীক আল-হারামী ও মুআল্লা ইব্ন মাহদীর সূত্রে জা'ফর ইব্ন সুলাইমান থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

খাইছামাহ্ ইব্ন সুলাইমান বলেন ঃ আহমদ ইব্ন হাযিম ..... ওহাব ইব্ন হাম্মাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলীর সাথে পবিত্র মদীনা হতে পবিত্র মক্কা পর্যন্ত সফর করেছি। এ সময়ে আমি তার থেকে কিছু অসঙ্গত কাজ দেখতে পাই। তখন আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যদি আমি সফর থেকে ফিরে যেতে পারি তা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করবো। তিনি বলেন, সফর থেকে ফিরে এসে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আলীর বিষয়ে অবহিত করি। তিনি আমাকে বললেন, আলীর সম্পর্কে

এমন কথা বলো না। কেননা, আমার পরে আলী হবে তোমাদের অভিভাবক। আবূ দাউদ তায়ালিসী বলেন, শু'বা ..... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা আলীকে বলেছিলেন, আমার পরে তুমি হবে সকল মু'মিনীনের অভিভাবক। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম ..... যয়নাব বিনত কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্বামী আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার লোকজন আলীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করে। তখন তিনি আমাদের মাঝে এক ভাষণ দেন। আমি সে ভাষণ শুনেছি। তিনি বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর না। আল্লাহ্র কসম! সে আল্লাহ্র সত্তায় কিংবা আল্লাহ্র রাস্তায় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। আহমাদ এ হাদীস মুফরাদ বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ বায়হাকী বলেন ঃ আবুল হাসান ইব্ন ফযল আল-কাত্তান ..... যয়নাব বিনত কা'ব ইব্ন আজুরার সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্ন আবূ তালিবকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। আবূ সাঈদ বলেন, যারা তার সাথে সহযাত্রী হয়েছিল আমিও তাদের মধ্যে একজন। ইয়ামানে পৌঁছার পর আলীর সামনে যখন সদকার উট হাযির করা হয় তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমাদের উট ছেড়ে দিয়ে সদকার উট বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পারি কি না ? কেননা, আমাদের উটগুলো সফরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি আমাদের সেরূপ করার অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন, এসব উটে তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তদ্রূপ অন্যান্য মুসলমানেরও অধিকার রয়েছে। এরপর আলী ইয়ামানে তার কাজ সম্পন্ন করে দ্রুত পবিত্র মক্কায় চলে আসেন এবং সে বছরের হজ্জ পালন করেন। ফিরে আসার সময় তিনি অন্য এক ব্যক্তিকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করে দেন। হজ্জ শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলীকে বললেন, তুমি ইয়ামানে ফিরে যাও এবং তোমার সাথীদের সাথে মিলিত হও।

আবূ সাঈদ বলেন, যে ব্যক্তিকে আলী আমীর নিযুক্ত করেছিলেন তার নিকট আমরা সেই বিষয়ে জিজ্ঞেস করি যা আলী নিষেধ করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে তার অনুমতি দেন। আলী ফিরে এসে দেখেন যে, সদকার উট বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। উটের উপর ব্যবহারের আলামত দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি ঐ আমীরকে তিরস্কার ও গালমন্দ করেন। আমি তখন মনে মনে আল্লাহ্র নামে শপথ করলাম যে, যদি পবিত্র মদীনায় ফিরে যেতে পারি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ আসে তা হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলবো এবং আমাদের প্রতি কঠোরতা ও সংকীর্ণতার কথা জানাবো। আবূ সাঈদ বলেন, পবিত্র মদীনায় ফিরে এসে আমি আমার শপথকৃত বিষয় জানাবার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। কিন্তু, পথে আবূ বকরের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে দেখে থেমে যান ও ধন্যবাদ জানান। তিনি আমার খবরাদি নেন এবং আমিও তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞেস করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কখন পৌঁছেছো ? আমি বললাম, গত রাতে পৌঁছেছি। তারপর আমার সাথে তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জানান, সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন শহীদ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। তিনি বললেন, তাকে আসতে বল। ভিতরে প্রবেশ করে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মুবারকবাদ জানাই। তিনিও

আমাকে মুবারকবাদ দেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজ-খবর নেন। আমি এ সময় আমার জিজ্ঞাসার বিষয়টি গোপন রাখছিলাম।

সুযোগ পেয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আলীর কাছ থেকে আমরা কঠোরতা, সংকীর্ণতা ও দুর্ব্যবহার পেয়েছি। তিনি আমার কথা উপেক্ষা করে অন্য কথায় প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু আলীর ব্যবহারের কথা আমি বারবার বলে চললাম। এক পর্যায়ে তিনি আমার কথার মাঝখানে আমার উরুতে হাত মেরে বললেন (আমি তার পাশেই বসা ছিলাম), ওহে সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন শহীদ! তোমার ভাই আলীর ব্যাপারে এসব কথা বন্ধ রাখ। আল্লাহ্র কসম! আমি ভাল করেই জানি আল্লাহ্র পথে সে অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণ। আবূ সাঈদ বলেন, আমি মনে মনে বললাম, ওহে সা'দ ইব্ন মালিক! তোমাকে যদি তোমার মা হারিয়ে ফেলতো! আজ কয়েক দিন যাবত আমি তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়ে জড়িত রয়েছি এবং আমি ভাবিনি যে, আমি অন্যায় করছি। আল্লাহ্র কসম! আমি আর কখনও আলীর নিন্দা-মন্দ করবো না– গোপনেও নয় এবং প্রকাশ্যেও নয়।

ইউনুস ইব্ন বুকাইর বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ..... আমর ইব্ন শাশ আসলামী থেকে বর্ণিত। ইব্ন শাশ হলেন হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম সাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ আলীর নেতৃত্বে যে বাহিনী ইয়ামানে প্রেরণ করেন আমি ঐ বাহিনীর একজন সদস্য ছিলাম। কোন এক ব্যাপারে আলী আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেন। এতে তাঁর প্রতি আমি অন্তরে অসন্তুষ্টি অনুভব করি। পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর পবিত্র মদীনার বিভিন্ন বৈঠকে আমি আলীর বিষয়টা অভিযোগ আকারে আলোচনা করি এবং যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তাকেই বিষয়টি জানাই। এক দিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ﷺ মসজিদে বসে আছেন। আমিও তথায় আগমন করি। তিনি যখন দেখলেন যে, আমি তাঁর চক্ষুদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে আছি তখন তিনিও আমার দিকে তাকান। অবশেষে আমি তার কাছে গিয়ে বসে পড়ি। বসার পর তিনি আমাকে বললেন ঃ ওহে আমর! আল্লাহ্র কসম! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি বললাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া হতে আমি আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাই, ইসলামে আশ্রয় চাই। তখন তিনি বললেন ঃ যে আলীকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়।

ইমাম আহমাদ এ হাদীস ইয়া'কূব ..... আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার সনদে তার মামা আমর ইব্ন শাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে অনেকেই এ হাদীস মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে আবান ইব্ন ফযল থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবে সাঈফ ইব্ন উমর এ হাদীস আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ থেকে, তিনি আবান ইব্ন সালিহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে বক্তব্যটি এসেছে এভাবে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়, সে আমাকেই কষ্ট দেয়। আর যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়। আব্বাস ইব্ন ইয়া'কূব রাওয়াজিনী মূসা ইব্ন উমাইর থেকে তিনি আকীল ইব্ন নাজদাতা ইব্ন হুবাইরাতা, তিনি আমর ইব্ন শাশ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন, হে আমর! নিশ্চয়ই যে আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।

আবূ ইয়া'লা বলেন ঃ মাহমূদ ইব্ন খাদাশ ..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মসজিদে বসে আছি, আমার সাথে আরও দুইব্যক্তি বসে আছে।

আমরা আলীর কোন এক আচরণে কষ্ট পেয়েছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে আসলেন। তাঁর চেহারায় ক্রোধের আলামত ফুটে উঠেছিল। আমি তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইলাম। তিনি বললেন, কি হলো তোমাদের, কি হলো আমার ? যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দেয়, সে আমাকেই কষ্ট দেয়।

গাদীরে খাম-এর ঘটনা[১]

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ও আবূ নুআইম আল মুআন্না উভয়ে কাতার থেকে, তিনি আবুত-তুফাইল থেকে বর্ণনা করেন। আবুত-তুফাইল বলেন, আলী– কূফার উম্মুক্ত স্থান রাহ্বায়[২] লোকজন সমবেত করেন, এরপর তাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলেন, গাদীরে খাম দিবসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছিলেন তা তোমাদের মধ্যে যে সব মুসলমান শুনেছিল তারা দাঁড়িয়ে বলুক।

এ কথার পর উপস্থিত লোকদের অনেকেই দাঁড়িয়ে যায়। আবূ নুআইম বলেন, অনেক লোক দণ্ডায়মান হয়। তারা সাক্ষ্য দেয় যে, সে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলীর হাত ধারণ করে জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমরা কি জান যে, আমি মু'মিনগণের জন্যে তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক আপন ? তারা জওয়াবে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ কথা যথার্থ। তখন তিনি বলেন, আমি যার অভিভাবক এও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ্! এর সাথে যে বন্ধুত্ব রাখবে তাকে আপনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন; আর এর সাথে যে শত্রুতা পোষণ করবে আপনি তার সাথে শত্রুতার সম্পর্ক করুন। রাবী আবূ নুআইম বলেন, আমার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ জাগায় আমি বেরিয়ে যাইদ ইব্ন আরকামের কাছে গিয়ে বললাম, আমি আলীকে এই এই কথা বলতে শুনলাম। যাইদ ইব্ন আরকাম বললেন, তুমি এতে সন্দেহ কর কেন? আমিই তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি। ইমাম নাসাঈ এ ঘটনা হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিতের সূত্রে আবুত্-তুফাইল থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

আবূ বকর আশ-শাফিঈ বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন সুলাইমান ..... যাইদ ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী লোকদেরকে শপথ দিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে কে শুনেছে যে, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ্! তাকে যে বন্ধু জানে আপনি তাকে বন্ধু বানান এবং তাকে যে শত্রু জানে আপনিও তাকে শত্রু জানুন। তখন ষোল ব্যক্তি দাঁড়িয়ে এ কথার সাক্ষ্য দেয়। আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

আবূ ইয়া'লা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ তার পিতার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন ঃ কাওয়ারীরী ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাহ্বাতে আলী যখন লোকদের কাছে কসম দিয়ে কথা বলেছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, গাদীরে খামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছিলেন তা তোমাদের মধ্যে কে কে শুনেছে ? আলী তথায় দাঁড়িয়েছিলেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক। এ কথা যারা শুনেছিলে তারা সাক্ষ্য দাও।

---

১. খাম বা খুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনার মাঝে জুহ্ফা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি জলাধার।
২. রাহ্বা অর্থ খোলা জায়গা। এখানে কূফার একটি স্থান বুঝান হয়েছে।

আবদুর রহমান বলেন, এরপর বারজন বদরী সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি তাদের একজনের পরিধানে ছিল পাজামা। তারা বললো, আমরা গাদীরে খাম দিবসে রাসূলুল্লহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমি কি মু'মিনগণের জন্যে তাদের নিজেদের চেয়ে ও তাদের মায়েদের স্বামীদের চেয়ে অধিক আপন নই ? আমরা বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে বন্ধু বানান যে আলীকে বন্ধু বানায় এবং আপনি তার সাথে শত্রুতা করেন যে আলীর সাথে শত্রুতা করে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লাইলা থেকে এ হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তারপর বারজন লোক দাঁড়িয়ে বললো, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি এবং তাঁর কথা শুনেছি যখন তিনি আপনার হাত ধরে বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি তাকে বন্ধু বানান যে আলীকে বন্ধু বানায় এবং তার সাথে শত্রুতা করেন যে আলীর সাথে শত্রুতা করে। আপনি তাকে সাহায্য করুন যে আলীকে সাহায্য করেন এবং তাকে পরিত্যাগ করুন যে আলীকে পরিত্যাগ করে। এ হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আবূ দাঊদ আত-তাহবী যার নাম ঈসা ইব্ন মুসলিম ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লাইলা থেকে। দার কুতনী এ বর্ণনাকে গরীব বলেছেন। তিবরানী বলেন ঃ আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কাইসান মাদীনী ..... ইমাইরাহ্ ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি– আলী (রা) মিম্বরের উপর বসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে কসম দিয়ে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাদীরে খাম দিবসে যা কিছু বলেছিলেন তোমাদের মধ্যে সে কথা শ্রবণকারী কেউ আছে কি ? তখন বারজন লোক দাঁড়িয়ে গেল। তাদের মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সাঈদ ও আনাস ইব্ন মালিকও ছিলেন। তারা সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তারা বলতে শুনেছেন যে, আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে বন্ধু বানান, যে আলীকে বন্ধু বানায়। আপনি তাকে শত্রু বানান, যে আলীকে শত্রু বানায়।

আবুল আব্বাস ইব্ন উকদাতাল হাফিজ আশ-শীঈ .... আমর ইব্ন মুররাহ্ সাঈদ ইব্ন ওহাব ও যাইদ ইব্ন নাকী থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা রাহবাহ্ নামক জায়গায় আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি। এরপর সে কথার উল্লেখ করেন। তখন তেরজন লোক দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ্! যারা আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে আপনিও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখুন। আর যারা তার সাথে শত্রুতা রাখে তাদের সাথে আপনিও শত্রুতা রাখুন। যারা তার সাথে মহব্বত রাখে, আপনি তাদেরকে মহব্বত করুন। আর যারা তার সাথে বিদ্বেষ রাখে আপনিও তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখুন। যারা তাকে সাহায্য করে, আপনি তাদেরকে সাহায্য করুন। আর যারা তাকে বর্জন করে, আপনি তাদেরকে বর্জন করুন। আবূ ইসহাক বলেন, তিনি এ হাদীস বর্ণনা শেষে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ বকর! এ সনদের শাইখ কারা ? আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ..... আবূ ইসহাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রায্যাক বলেন, ইসরাঈল, আবূ ইসহাক সনদে সাঈদ ইব্ন ওহাব ও আবদে খাইর থেকে বর্ণনা করেন। তারা উভয়ে বলেন, আমরা কূফার রাহ্বাতে আলীকে বলতে শুনেছি যে,

তিনি আল্লাহ্র শপথ করে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে কে শুনেছে যে, আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। তখন কয়েকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছে।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ..... সাঈদ ইব্ন ওহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী লোকদের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করলে পাঁচজন বা ছয়জন সাহাবী দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম ..... রাবাহ ইব্ন হারিছ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোক রাহবাতে আলীর সামনে হাযির হয়ে বললো, السلام عليكم يامرلانا। সালাম আপনার উপর, হে আমাদের অভিভাবক! আলী বললেন, আমি কিভাবে তোমাদের অভিভাবক। তোমরা তো আরব জনগোষ্ঠী ? তারা বললো, আমরা গাদীরে খাম দিবসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেছেন ঃ আমি যার অভিভাবক, এই আলীও তার অভিভাবক। রাবাহ বলেন, ঐ লোকগুলো চলে গেলে আমি তাদের অনুসরণ করলাম এবং কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা ? তারা বললেন, এরা সবাই আনসার। আবূ আইয়ূব আনসারীও তাদের মধ্যে ছিলেন।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শাইবাহ্ বলেন ঃ শারীক, হানাশ সূত্রে রাবাহ ইব্ন হারিছ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলীর সাথে রাহ্বাতে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হয়। সফরের আলামত তার উপর স্পষ্ট। ঐ লোকটি এসে বললো السلام عليكم। يامرلانا আপনার উপর সালাম হে আমার মাওলা! উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ইনি কে ? তখন আবূ আইয়ূব বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। আহমাদ বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ..... যিয়াদ ইব্ন আবূ যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইব্ন আবূ তালিবকে লোকের সামনে কসম করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি এমন কোন মুসলমান আছে কি, যে গাদীরে খামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্য শুনেছে ? তখন বারজন বদরী সাহাবী দাঁড়িয়ে সে কথার সাক্ষ্য দেয়। আহমাদ বলেন, ইব্ন নুমাইর ..... ইব্ন উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাহবাতে আলীকে বলতে শুনেছি। তিনি লোকদের কসম করে বলেন, গাদীরে খাম দিবসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছিলেন, তা শুনেছে এমন কেউ আছে কি? তখন তেরজন লোক দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক।

আহমাদ বলেন ঃ হাজ্জাজ ইব্ন শাইর ...... আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাদীরে খামে বলেছিলেন, আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। রাবী বলেন, পরবর্তীতে লোকে এর সাথে আরও কিছু কথা জুড়ে দিয়েছে। যেমন হে আল্লাহ্! যে আলীকে বন্ধু বানায় তাকে আপনি বন্ধু করে নিন, আর যে তাকে শত্রু জানে তার সাথে আপনি শত্রুতার ব্যবহার করুন। এ হাদীস আলী (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। যাইদ ইব্ন আরকাম থেকেও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

গুনদুর বলেন, শু'বাহ্ ...... আবূ মারইয়াম অথবা যাইদ ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। সাঈদ ইব্ন জুবাইর বলেন, ইতিপূর্বে আমি এ হাদীস ইব্ন আব্বাস থেকে শুনেছি। তিরমিযী এ হাদীস বিনদারের সূত্রে গুনদুর থেকে বর্ণনা করে বলেছেন তা হাসান, গরীব। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আফফান .... যাইদ ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে এক উপত্যকায় অবতরণ করি। উপত্যকাটির নাম খাম। তিনি আমাদেরকে সালাতের প্রস্তুতি নিতে বললেন। এরপর যোহরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি কিছু বক্তব্য রাখেন। তখন বাবলা বৃক্ষের উপর কাপড় রেখে রৌদ্র থেকে ছায়া দেওয়া হয়। তিনি বললেন, তোমরা কি জাননা, অথবা বলেছেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দিবে না যে, প্রত্যেক মু'মিনের জন্যে আমি তার নিজের চেয়ে অধিক আপন ? উপস্থিত সবাই বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে শত্রু বানান যে আলীকে শত্রু বানায়। আর তাকে বন্ধু বানান যে আলীকে বন্ধু বানায়। আহমদ অনুরূপ বর্ণনা গুনদুরের সূত্রে ভিন্ন সনদে যাইদ ইব্ন আরকাম থেকে বলেছেন। যাইদ ইব্ন আরকাম থেকে বেশ কিছু রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন– আবূ ইসহাক সাবীঈ, হাবীব আসাফ, আতিয়্যাহ্ আওফী, আবূ আবদুল্লাহ শামী ও আবুত-তুফাইল আমির ইব্ন ওয়াছিলা।

মা'রূফ ইব্ন হারবুয আবুত-তুফাইলের সূত্রে হুযাইফা ইব্ন উসাইদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে বাতহার বৃক্ষাদির কাছে থামার নির্দেশ দেন। বৃক্ষাদির কাছেই সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন ঃ লোক সকল! লাতীফুল খাবীর আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন যে, যে কোন নবীকে তার পূর্ববর্তী নবীর অর্ধেক বয়স দান করা হয়। আমার ধারণা খুব শিগগিরই আমার ডাক এসে যাবে, আর আমি সে ডাকে সাড়া দিব। আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তোমরাও জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা তখন কি জওয়াব দিবে ? তারা বললো, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আপনার দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন, উপদেশ দান করেছেন এবং অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ফলে মহান আল্লাহ্ আপনাকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করবেন। তিনি বললেন, তোমরা কি এ কথার সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, মৃত্যু সত্য, কিয়ামত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে ? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, আমরা ও সবের সাক্ষ্য দিই।

তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন। এরপর তিনি বললেন, লোক সকল! আল্লাহ্ আমার অভিভাবক আর আমি মু'মিনদের অভিভাবক। আর আমি তাদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। আমি যার অভিভাবক এও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে বন্ধু করুন যে একে বন্ধু বানায় এবং তাকে আপনার শত্রু করুন যে একে শত্রু বানায়। এরপর তিনি বলেন ঃ লোক সকল! আমি তোমাদের আগে বিদায় নিব। হাউযে কাউসারে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। সে হাউযের দীর্ঘতা হবে আমার চোখ হতে সানআ পর্যন্ত দূরত্বের সমান। তার পানপাত্রের সংখ্যা হবে নক্ষত্রের সংখ্যার সমান। পান পাত্রগুলো রৌপ্য নির্মিত। তোমরা যখন আমার সাথে মিলিত হবে তখন আমি তোমাদের নিকট

এ দুটি ভার বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। কাজেই ভেবে দেখ এ দুটির সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ করবে ? এরমধ্যে বড় ভার বস্তুটি হলো আল্লাহ্র কিতাব। এর একটা দিক রয়েছে আল্লাহ্র হাতে আর একটি দিক আছে তোমাদের হাতে। কাজেই একে শক্তভাবে ধারণ করবে। একে ত্যাগ করবে না, পরিবর্তন করবে না। আর একটি হলো আমার পরিবার— আহলে বাইত। কেননা, আল্লাহ্ লাতীফুল খাবীর আমাকে জানিয়েছেন যে, এ দুটির একটি থেকে আরেকটি কখনও পৃথক হবে না, হাওযে আমার কাছে না আসা পর্যন্ত। এ হাদীস ইব্ন আসাকির মা'রূফের সূত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রায্যাক বলেন ঃ মা'মার ...... বারা ইব্ন আযিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ -এর সাথে বের হই। চলতে চলতে গাদীরে খাম-এ অবতরণ করি। সেখানে সকলকে একত্র করার জন্যে তিনি ঘোষক পাঠান। একত্রিত হওয়ার পর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের চেয়ে আপন নই ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের কাছে তোমাদের মায়েদের চেয়ে আপন নই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের কাছে তোমাদের পিতাদের চেয়ে আপন নই ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি কি নই, আমি কি নই, আমি কি নই ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আপনি অভিভাবক হন তার যে তাকে অভিভাবক মানে এবং আপনি বিরোধিতা করেন তার যে তার বিরোধিতা করে। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব আলী (রা)-কে বললেন, সৌভাগ্য তোমার হে আবূ তালিবের নন্দন! আজ হতে তুমি সমস্ত মু'মিনের অভিভাবক হয়ে গেলে। ইব্ন মাজাহ্ এ হাদীস হাম্মাদ ইব্ন সালমার সূত্রে ...... বারা ইব্ন আযিব থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মূসা ইব্ন উসমান হাযরামী আবূ ইসহাকের সূত্রে বারা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস আরও বর্ণিত হয়েছে সা'দ, তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ্, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (তার থেকে বিভিন্ন সূত্রে), আবূ সাঈদ খুদরী, হাবাশী ইব্ন জুনাদাহ্, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্, উমর ইব্ন খাত্তাব ও আবূ হুরায়রা থেকে। আবূ হুরায়রা থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ সবের মধ্যে হাফিজ আবূ বকর খাতীব বাগদাদী আবদুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বুশরান সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীস সবচেয়ে গরীব। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি যিল্হজ্জ মাসের আঠারো তারিখে সাওম পালন করবে সে ব্যক্তি ষাট মাস সাওম পালন করার সওয়াব পাবে। এ আঠারো যিল্হজ্জ তারিখ ছিল গাদীরে খাম দিবস। সে দিন রাসূলুল্লাহ্ আলী ইব্ন আবূ তালিবের হাত ধারণ করে লোকদের বলেছিলেন, আমি কি মু'মিনগণের অভিভাবক নই! সাহাবাগণ বললেন হ্যাঁ-ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তিনি তখন বললেন, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব আলীকে বললেন, বাহ্ঃ বাহ্ঃ হে আবূ তালিবের নন্দন! তুমি তো আমার অভিভাবক ও সকল মুসলমানের অভিভাবক হয়ে গেলে। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর যে ব্যক্তি রজব মাসের সাতাইশ তারিখে সাওম পালন করবে সে ব্যক্তিকে ষাট মাস সাওম পালন করার সওয়াব দেওয়া হবে। এই দিনে জিবরাঈল ফেরেশতা সর্ব প্রথম রিসালাতের কাজ নিয়ে অবতরণ করেন।

খাতীবে বাগদাদী বলেন, এ হাদীস হাবশূনের বর্ণনা বলে প্রসিদ্ধ। তিনি একাই তা বর্ণনা করেছেন। তার অনুসরণ করেছেন আহমদ ইব্ন উবাইদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ইব্ন সালিম ইব্ন মাহরান— যিনি ইব্ন নাবারী নামে খ্যাত। তিনি আলী ইব্ন সাঈদ শামী থেকে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীস কয়েকটি কারণে মুনকার হওয়ার যোগ্য। একটি হলো গাদীরে খাম দিবসে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত নাযিল হওয়ার কথা। ইব্ন হারূন আবাদী সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনাও সহীহ নয়। বস্তুত এ আয়াত নাযিল হয়েছিল আরাফাত দিবসে। বুখারী ও মুসলিমে উমর ইব্ন খাত্তাব থেকে এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ঐ সব সাহাসী ব্যতীত যাদের নাম "আমি যার অভিভাবক" বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, তাদের থেকে যে সনদে বর্ণিত হয়েছে সে সব সনদ দুর্বল।

পাখির হাদীস

বিভিন্ন গ্রন্থকার এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। নানা সনদে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি সনদই সমালোচনাযোগ্য। আমরা এ গ্রন্থে তার কতিপয় দিক উল্লেখ করেছি। তিরমিযী বলেন ঃ সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী .... আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট খাদ্য হিসেবে পাখি ছিল। তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় যে, তাকে আমার কাছে এনে দিন। সে আমার সাথে এই পাখি আহার করবে। এরপর আলী এলেন এবং তাঁর সাথে আহার করলেন। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের সনদ গরীব। সুদ্দী থেকে উক্ত সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদ আমাদের জানা নেই। তিরমিযী বলেন, আনাস থেকে এ হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। আবূ ইয়া'লা এ হাদীস হুসাইন ইব্ন হাম্মাদ সূত্রে ..... ঈসা ইব্ন উমর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইয়া'লা বলেন, কুত্ন ইব্ন বশীর ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আনাস সূত্রে আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হাদিয়া হিসেবে হাজাল পাখি ভুনা, রুটি ও অন্যান্য খাদ্য সরবরাহ করা হয়। তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিকে আমার নিকট এনে দিন। যাতে সে আমার সাথে এ খানায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তখন আয়েশা (রা) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমার পিতাকে এ সুযোগ দিন। হাফ্সাহ্ বললেন, হে আল্লাহ্! আমার পিতাকে এ মর্যাদা দান করুন। আনাস বলেন, আমি দু'আ করলাম, হে আল্লাহ্! সা'দ ইব্ন উবাদাকে এ সম্মান দান করুন। আনাস বলেন, এ সময় আমি দরজায় শব্দ করতে শুনতে পাই। আগন্তুককে আমি বলে দিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজনীয় কাজে আছেন আপনি চলে যান। কিছুক্ষণ পরে আবার দরজায় আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেরিয়ে দেখি দরজার কাছে আলী (রা) দণ্ডায়মান। আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাজে আছেন, এখন ফিরে যান। এরপর আবার দরজায় আওয়াজ শুনতে পাই। এবার আলী (রা) বাহির থেকে সালাম দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার আওয়াজ শুনে বললেন, দেখো তো কে এসেছে? আমি বেরিয়ে দেখি আলী (রা) দণ্ডায়মান। আমি ভিতরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সংবাদ জানালাম। তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে আসতে দাও। আমি অনুমতি দিলে আলী (রা)

ভিতরে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাকে মহব্বত করুন যে একে মহব্বত করে।

হাকিম তার মুসতাদরাকে এ হাদীস আবূ আলী হাফিজ ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ সনদে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ গরীব। হাকিম বলেন, এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত। কিন্তু তার এ মন্তব্য ঠিক নয়। কেননা, আবূ ইলাসা মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আইয়ায মা'রূফ ও পরিচিত ব্যক্তি। কিন্তু অনেকেই তার এ হাদীস তার পিতার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর যারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আবুল কাসিম তিবরানী অন্যতম। এরপর বলেন, তিনি তার পিতার থেকে মুফরাদ বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন, আনাস থেকে এ হাদীস ত্রিশজনেরও অধিক রাবী এ বর্ণনা করেছেন। আমাদের শাইখ হাফিযুল কাবীর আবূ আবদুল্লাহ যাহাবী বলেন, তাদেরকে ছিকাহ্ শর্তে আলাদা করা হয়েছে যাতে ইসনাদ করা সম্ভব হয়। তারপরে হাকিম বলেন; আলী, আবূ সাঈদ ও সাফীনাহ্ থেকে বর্ণনাগুলো সহীহ আছে। আমাদের শাইখ আবূ আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহ্র কসম! এর একটি সনদও সহীহ না। হাকিম এ হাদীস ইবরাহীম ইব্‌ন ছাবিত কাসসার (তিনি মাজহূল) ছাবিত বালানীর সূত্রে আনাস থেকে বর্ণনা করেন। আনাস বলেন, একবার মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ আলীকে গালাগালি করতে করতে প্রবেশ করে। তখন আনাস তাকে বলেন, আলীকে গালাগাল দেওয়া বন্ধ কর। এরপর তিনি উক্ত হাদীস বিস্তারিত বর্ণনা করেন। কিন্তু এ হাদীস সনদ ও মতনের দিক দিয়ে মুনকার। হাকিম তার মুসতাদরাকে এ দুটি ব্যতীত আর কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।

ইব্‌ন আবূ হাতিম আম্মার ইব্‌ন খালিদ ওয়াসিতী সূত্রে ..... আনাস থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাকীমের সনদ থেকে উত্তম। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ আবুল আ'লা এ হাদীস আলী ইব্‌ন যাইদ থেকে তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব থেকে তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্‌ন মালিক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ পাখি ভোনা আসে। তিনি তখন আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ্! সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় তাকে আমার কাছে এনে দিন। যাতে সে আমার সাথে এই পাখির গোশ্ত খেতে পারে। এরপর উপরের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফফা ...... হাসানের সূত্রে আনাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আলী ইব্‌ন হাসান শামী ..... কাতাদার সূত্রে আনাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আহমদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ওয়ারতানিস ..... উসমান তাবীল-এর সূত্রে আনাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা ..... মাইমূন আবূ খালাফের সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

দার কুতনী বলেন, মাইমূন আবূ খালাফের হাদীস কেবল মিসকীন ইব্‌ন আবদুল আযীয বর্ণনা করেছেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন কুতাইবাহ্ ..... যুবাইর ইব্‌ন আদীর সূত্রে আনাস থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন ইয়া'কূব ইসহাক ইব্‌ন ফয়েজ এ হাদীস মাযাহ ইব্‌ন জারূদ থেকে তিনি আবদুল আযীয ইব্‌ন যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আনাস ইব্‌ন মালিককে বসরা থেকে ডেকে আনেন। তারপর তাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট একটি পাখি হাদিয়া আসে।

রাসূলুল্লাহ্ -এর নির্দেশক্রমে পাখিটি ভুনা করা হয় ও খানা পাক করা হয়। তখন তিনি দু'আ করেন– হে আল্লাহ্! আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকটিকে আমার কাছে এনে দিন। সে আমার সাথে খাবে। এরপর হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করেন।

খাতীবে বাগদাদী বলেন ঃ হাসান ইব্‌ন আবূ বুকাইর ..... আবুল হিন্দী সূত্রে আনাস থেকে বর্ণিত। এরপর উপরের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। হাকিম ইব্‌ন মুহাম্মদ এ হাদীস মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলাইমের সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে উপরের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবূ ইয়া'লা বলেন ঃ হাসান ইব্‌ন হাম্মাদ ওয়াররাক ..... ঈসা ইব্‌ন উমরের সূত্রে ইসমাঈল সুদ্দী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ -এর নিকট ছিল একটি পাখি। তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয় যে, তাকে আমার কাছে এনে দিন। সে আমার সাথে এই পাখি আহার করবে। এরপর আবূ বকর আসলেন, কিন্তু তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। এরপর উমর আসলেন, তাকেও ফিরিয়ে দিলেন। এরপর উসমান আসলেন। তিনি তাকেও ফেরৎ পাঠান। এরপর আলী আসলেন। তিনি তাকে প্রবেশের অনুমতি দেন।

আবুল কাসিম ইব্‌ন উক্‌দাহ্ বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হাসান ..... আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে একটি পাখি হাদিয়া আসে। আহারের জন্যে তার সামনে তা রাখা হয়। তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় লোককে আমার নিকট এনে দিন। সে আমার সাথে খাবে। আনাস বলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে আলী (রা) এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনি ? তিনি বললেন, আমি আলী। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ব্যক্তিগত কাজে আছেন। আলী তিনবার এ রকম করেন। চতুর্থ বার এসে আলী দরজায় পা দ্বারা আঘাত করেন এবং ভিতরে প্রবেশ করেন। নবী করীম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল ? আলী বললেন, আমি ইতিপূর্বে তিনবার এসেছি। কিন্তু আনাস আমাকে প্রবেশ করতে দেয়নি। নবী করীম আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ রকম করলে কেন ? আনাস বললেন, আমি কামনা করছিলাম যেন সে লোকটি আমার কাওম থেকে হোক। হাকিম নিসাপুরী এ হাদীস আবদান ইব্‌ন ইয়াযীদ ..... হুসাইন ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর সূত্রে আনাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এরপর হাকিম বলেন, এ হাদীস আমরা উল্লিখিত সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে গ্রহণ করিনি। ইব্‌ন আসাকির এ হাদীস হারাছ ইব্‌ন নাবহান থেকে কূফার ইসমাঈলের সূত্রে আনাস থেকে, হাফ্‌স ইব্‌ন উমর মাহরিকামী থেকে ..... আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলাইমানের সূত্রে আনাস থেকে এবং সুলাইমান ইব্‌ন করম থেকে ..... আবূ হুযাইফাহ্ আকীলীর সূত্রে আনাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইয়া'লা বলেন ঃ আবূ হিশাম ..... মুসলিম মালাঈ সূত্রে আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আইমান রাসূলুল্লাহ্ -কে একভি ভুনা পাখি হাদিয়া দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ দু'আ করলেন; হে আল্লাহ্! আপনি যাকে মহব্বত করেন তাকে আমার কাছে এনে দিন। সে আমার সাথে এ পাখির গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে। আনাস বলেন, কিছু সময় পর আলী (রা) আসেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চান। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ এখন ব্যক্তিগত কাজে আছেন। এ কথা শুনে আলী (রা) ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় এসে

প্রবেশের অনুমতি চান। আমি বললাম, তিনি এখনও তার প্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত আছেন। আলী এবারও চলে গেলেন। কিছু সময় পর তিনি আবার আসেন ও প্রবেশের অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ্ আলীর কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তিনি আনাসকে বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও। আলী (রা) ভিতরে প্রবেশ করেন। তখনও পাখি রাসূলুল্লাহ্-এর সামনে রয়েছে। আলী (রা) সেখান থেকে আহার করলেন ও আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। এ হলো বিভিন্ন সূত্র যেগুলির মাধ্যমে আনাস ইব্ন মালিক থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর প্রতিটি সূত্রে আছে দুর্বলতা ও সমালোচনা।

আমাদের শাইখ আবূ আবদুল্লাহ যাহাবী তার গ্রন্থে এ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন যার সংখ্যা আমাদের উপরে বর্ণিত সূত্রসমূহের প্রায় সমান হবে। এ ছাড়া এ হাদীসটি অনেকগুলি বাতিল ও অন্ধকারময় সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ, আবূ ইমাম খালিদ ইব্ন উবাইদ, দীনার আবূ কাইসান, যিয়াদ ইব্ন মুহাম্মদ ছাকাফী, যিয়াদ আবাসী, যিয়াদ ইব্ন মুনযির, সা'দ ইব্ন মাইসারাহ্ বিকরী, সুলাইমান তাইমী, সুলাইমান ইব্ন আলী আল-আমীর সালামাহ্ ইব্ন ওয়ারদান, সাবাহ ইব্ন মহারিব, তাল্হা ইব্ন মুসার্রাফ, আবুয যিনাদ, আবদুল আ'লা ইব্ন আমির, উমর ইব্ন রাশিদ, উমর ইব্ন আবূ হাফ্স্ ছাকাফী যারীর, উমর ইব্ন সুলাইম রাজালী, উমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ছাকাফী, উসমান তাবীল, আলী ইব্ন আবূ রাফি', ঈসা ইব্ন তাহমান, আতিয়্যাহ্ আওফী, উব্বাদ ইব্ন আবদুস-সামাদ, আম্মার যাহাবী, আব্বাস ইব্ন আলী, ফুযাইল ইব্ন গযওয়ান, কাসিম ইব্ন জুনদুব, কুলছূম ইব্ন জাবার, মুহাম্মদ ইব্ন আলী বাকির, যুহরী, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন মালিক ছাকাফী, মুহাম্মদ ইব্ন জাহাদাহ্ মাইমূন ইব্ন মাহরান, মূসা তাবীল, মাইসূন ইব্ন জাবির সুলামী, মানসূর ইব্ন আবদুল হামীদ, মুআল্লা ইব্ন আনাস, মাইমূন আবূ খালাফ জিরাফ। কারও মতে এ পর্যায়ে আরো আছে আবূ খালিদ, মাতার ইব্ন খালিদ, মু'আবিয়াহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর, মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ জুহানী, নাফি' মওলা ইব্ন উমর নযর ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক; ইউসুফ ইব্ন ইবরাহীম, ইউনুস ইব্ন হাইয়্যান, ইয়াযীদ ইব্ন সুফিয়ান, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, আবুল মালীহ, আবুল হাকাম, আবূ দাউদ সাবিঈ, আবূ হামযাহ্ ওয়াসিতী, আবূ হুযাইফাহ্ উকায়লী ও ইবরাহীম ইব্ন হাদবাহ্। সকলের নাম উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, এদের সর্বমোট সংখ্যা নব্বই-এর উপরে। এরমধ্যে সবচেয়ে নিকটতম সূত্র গরীব যয়ীফ, এর পরের স্তর ঐ সব সূত্র যার মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে। আর সর্বশেষ হচ্ছে মনগড়া সূত্র।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্-এর মুক্ত গোলাম সাফীনার হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। কাজেই আবুল কাসিম বাগাবী ও আবূ ইয়া'লা মূসিলী বলেন ঃ কাওয়ারীরী ..... ছাবিত বাজালীর সূত্রে সাফীনাহ্ মাওলা রাসূলুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক আনসার মহিলা রাসূলুল্লাহ্-এর জন্যে দুটি রুটির মাঝে দুটি পাখি হাদিয়া পাঠায়। তখন আমি ও আনাস ব্যতীত ঘরে আর কেউ ছিল না। পরে রাসূলুল্লাহ্ বাড়ি আসেন। তিনি খানা পরিবেশন করতে বলেন। আমি জানালাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! জনৈক আসনারী মহিলা আপনার জন্যে হাদিয়া পাঠিয়েছে। এই বলে আমি রান্না করা পাখি দুটো তাঁর সামনে পেশ করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! সৃষ্টি কুলের মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার নিকট ও আপনার রাসূলের নিকট অধিক প্রিয় তাকে আমার কাছে পৌছে দিন। কিছু সময় পর আলী

Contents

ইব্‌ন আবূ তালিব এসে দরজায় আস্তে শব্দ করেন। আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবুল হাসান। এরপর তিনি পুনরায় দরজায় শব্দ করেন এবং জোরে আওয়াজ দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে কে? আমি বললাম, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব। তিনি বললেন, তার জন্যে দরজা খুলে দাও। আমি দরজা খুলে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নিয়ে পাখির গোশ্‌ত আহার করেন এবং খেয়ে শেষ করে ফেলেন। ইব্‌ন আব্বাস থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ

আবূ মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাইদ ..... দাউদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস পিতার মাধ্যমে দাদা ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর জন্যে একটি রান্না করা পাখি সরবরাহ করা হয়। তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! যে লোকটিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসে তাকে আমার কাছে এনে দিন। কিছু সময়ের মধ্যে আলী (রা) আসলেন, তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্! আপনি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন। আলী থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যথা ঃ আব্বাস ইব্‌ন ইয়া'কূব বলেন, ঈসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আলী তার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সূত্রে আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুবারা নামক একটি পাখি রান্না করে রাসূলুল্লহ্ ﷺ-কে খাওয়ার জন্যে হাদিয়া দেওয়া হয়। সময়মত উক্ত খাদ্য তাঁর সামনে পরিবেশন করা হয়। আনাস ইব্‌ন মালিক ছিলেন তাঁর দারোয়ান। নবী করীম ﷺ হাত উত্তোলন করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে যে বেশি প্রিয় তাকে আমার কাছে এনে দিন। সে আমার সাথে এ পাখি আহার করবে। কিছুক্ষণের মধ্যে আলী (রা) তথায় এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আনাস তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন। এ কথা শুনে আলী (রা) চলে যান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় দু'আ করলেন। এবারও আলী (রা) এসে ফিরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃতীয়বার দু'আ করলেন। এবার আলী (রা) আসলে তাঁকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্! এ আমার বন্ধু। এরপর তিনি তাঁর সাথে আহার করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আহার করেন। তারপর আলী (রা) প্রস্থান করেন।

আনাস বলেন, খানা শেষে আলী (রা) চলে যাওয়ার সময় তার শব্দ শুনে আমি বললাম, হে আবুল হাসান! আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা আপনার সাথে আমি একটা অপরাধ করে ফেলেছি আর আমার কাছে একটা সুসংবাদ আছে। এরপর আমি তাঁকে সেসব কথা জানালাম যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ব্যাপারে করেছিলেন। ফলে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন, আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আমার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। সুসংবাদ জানাবার ফলে আমার অপরাধ বিদূরিত হয়ে যায়।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর হাদীসও এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আসাকির বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির সূত্রে জাবির থেকে অনুরূপ হাদীস দীর্ঘাকারে বর্ণিত হয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাকিম এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু এর সনদে ত্রুটি আছে এবং কতিপয় রাবী দুর্বল। হাবাশী ইব্‌ন জুনাদা থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে বর্ণনাও সহীহ নয়। এ সম্পর্কে ইয়া'লা ইব্‌ন মুর্‌রার বর্ণিত হাদীসেও ত্রুটি রয়েছে। আবূ রাফি'র বর্ণিত হাদীসও সহীহ নয়। এ জাতীয় হাদীসের উপর অনেকে মুসান্নাফ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যাহ।

হাফিজ আবূ তাহির মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন হামদান। এ সব হাদীসই আমাদের শাইখ আবূ আবদুল্লাহ্ যাহাবী তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ও মুফাসসির আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী এ সব হাদীসের উপর একটি খণ্ড লিখেছেন যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এরপর আমি কাযী আবূ বকর বাকিল্লানীর রচিত একটি বড় কিতাবে দেখি, তিনি ঐ সব হাদীসের প্রতিবাদ করেছেন এবং সনদ ও মতনের দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। যাই হোক্ এ সব হাদীসের সূত্রের সংখ্যা যতই বেশি হোক এর সহীহ হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

আলী (রা)-এর ফযীলত সম্পর্কে আরও কতিপয় হাদীস

আবূ বকর শাফিঈ বলেন ঃ বিশ্র ইব্ন মূসা আসাদী ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে জনৈক আনসার মাহিলার খেজুর বাগানে যাই। বাগানটির নাম ইছরাফ। বাগানের প্রাচীরের পাশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে আমি বিছানা বিছিয়ে দিই। প্রাচীরের সাথে ছিল পানির ঝরনা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এখনই তোমাদের কাছে একজন জান্নাতী লোক আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবূ বকর এসে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় বললেন, এখনই তোমাদের মাঝে একজন জান্নাতী লোক আসবেন। একটু পরে তথায় উমর (রা) আসলেন। এরপর আবার তিনি বললেন, এখনই তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতী লোক আসবেন। জাবির বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রাচীরের নিচে মাথা ঝুঁকিয়ে বলছেন, হে আল্লাহ্! আপনি যদি চান তা হলে আলী (রা)-কে সে ব্যক্তি করতে পারেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যে আলী (রা) এসে উপস্থিত হন। এরপর আনসার মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে একটি বকরী যবেহ করে রান্না করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা আহার করলেন, এবং আমরাও আহার করলাম। যুহরের সালাতের সময় হলে তিনিও সালাত আদায় করলেন, আমরাও সালাত আদায় করি। তিনিও ওযূ করেননি আমরাও ওযূ করিনি। যখন আসরের ওয়াক্ত হলো তখন তিনি সালাত আদায় করলেন, ওযূ করলেন না এবং আমরাও ওযূ করলাম না।

হাদীস ঃ আবূ ইয়া'লা বলেন ঃ হাসান ইব্ন হাম্মাদ কূফী ..... জুমায়' ইব্ন উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আয়েশার কাছে যাই এবং তাকে আলী (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। জওয়াবে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আলীর চেয়ে অধিক প্রিয় কোন পুরুষ দেখিনি এবং আলীর স্ত্রীর চেয়ে অধিক স্নেহভাজন কোন মহিলা দেখিনি। একাধিক শীআ বর্ণনাকারী এ হাদীস জুমায় ইব্ন উমাইর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদীস ঃ ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বুকায়র ..... আবূ আবদুল্লাহ জাদালী আল-বাজালী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার উম্মে সালামার কাছে যাই। তিনি আমাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গালি দেয় ? আমি বললাম, মা'আশাল্লাহ্! অথবা সুবহানাল্লাহ্! অথবা এ জাতীয় অন্য কোন শব্দ। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি— যে আলীকে গালি দেয় সে আমাকেই গালি দেয়। আবূ ইয়া'লা এ হাদীস উবাইদুল্লাহ ইব্ন মূসা ..... আবূ আবদুল্লাহ বাজালী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উম্মে সালামা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গালি দেয় ? আমি বললাম, তা কি করে সম্ভব! তিনি বললেন,

আলীকে এবং যে তাকে ভালবাসে তাকে কি গালি দেওয়া হয় না ? শুন! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে ভালবাসতেন। উম্মে সালামা থেকে এ হাদীস আরও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে সালামা জাবির ও আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসার ও তোমার প্রতি বিদ্বেষ রাখার কথা বলবে সে মিথ্যা কথা বলবে। কিন্তু এ সকল হাদীসের সনদ দুর্বল। এর দ্বারা কোন প্রমাণ দেওয়া চলে না।

হাদীস ঃ আবদুর রায্যাক বলেন ঃ শুরা ... যার্র ইব্ন হুবাইশের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলীকে বলতে শুনেছি– ঐ সত্তার কসম! যিনি বীজ ফাটিয়ে চারা উদ্গত করেন ও পানি সৃষ্টি করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছেন, তোমাকে মু'মিন ব্যতীত কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত কেউ শত্রুতা করবে না। এ হাদীস আহমদ ইব্ন উমাইর থেকে এবং ওয়াকী' আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ আবূ মু'আবিয়াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ফুযাইল, আবদুল্লাহ ইব্ন দাউদ হারবী, উবাইদুল্লাহ ইব্ন মূসা, মুহাযির ইব্ন মুওয়াররি' ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ঈসা রামালী আ'মাশ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এ হাদীস ..... থেকে বর্ণনা করেছেন। গাসসান ইব্ন হাসসান সু'বাহ্ থেকে আদী ইব্ন ছাবিতের সূত্রে আলী থেকে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সনদে আলী থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উপরে আমরা যে সনদে বর্ণনা করেছি তা এ সব সনদ অপেক্ষা অধিক সহীহ।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ উস্মান ইব্ন আবূ শাইবাহ্ ..... উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আলীর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, কোন মু'মিন তোমার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না এবং কোন মুনাফিক তোমাকে ভালবাসবে না। উম্মে সালামা থেকে ভিন্ন সনদে ভিন্ন শব্দে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা সহীহ নয়। ইব্ন উকদাতা এ হাদীস হাসান ইব্ন আলী ইব্ন বাযীগ ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দাবি করে যে সে আমার উপর ও আমার আনীত দীনের উপর ঈমান রাখে অথচ সে আলীর প্রতি বিদ্বেষ রাখে সে নি:সন্দেহে মিথ্যাবাদী– সে মু'মিন নয়। এ বর্ণনাটি এ সনদে ত্রুটিপূর্ণ, দলীল হওয়ার যোগ্য নয়।

হাসান ইব্ন আরফাহ্ বলেন ঃ সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ওয়াররক ..... আম্মার ইব্ন ইয়াসির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে আলীর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে তোমাকে ভালবাসে ও তোমার নীতিকে সত্য জানে; আর ধ্বংস তার যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ রাখে ও তোমার নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে। এ হাদীসের কাছাকাছি অর্থে আরও বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবগুলোই মাওযূ' ভিত্তিহীন। একাধিক বর্ণনাকারী আবুল আযহার আহমদ ইব্ন আযহার ..... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আলীর প্রতি তাকালেন এবং বললেন, তুমি দুনিয়ায় সর্দার এবং আখিরাতেও সর্দার। যে তোমাকে ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে। যে তোমার প্রিয় সে আল্লাহ্রও প্রিয়। যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে। যে তোমার দুশমন সে আল্লাহরও দুশমন। মহা অকল্যাণ তার, যে আমার পরে তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।

একাধিক বর্ণনকারী হারিছ ইব্ন হাসীরাহ্, আবূ সাদিক, বারীআহ্ ইব্ নাজিদ সনদে আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ﷺ একদিন আমাকে ডেকে বলেন ঃ তোমার মধ্যে ঈসা ইব্ন মারইয়ামের দৃষ্টান্ত আছে। ইয়াহূদীরা তার প্রতি চরমভাবে বিদ্বেষ পোষণ করে। এমনকি তাঁর মাতার উপর জঘন্য কলংক আরোপ করে। পক্ষান্তরে, নাসারাগণ তাঁকে অতিশয় ভালবাসে। এমনকি তারা তাঁকে এমন মর্যাদায় ভূষিত করে যার অধিকারী তিনি নন। আলী (রা) বলেন, জেনে রেখো, আমার ব্যাপারে দু'দল লোক ধ্বংসের পথে যাবে। একদল আমাকে অতিমাত্রায় ভালবাসবে। এমনকি তারা আমাকে এমন মর্যাদা দান করবে, যা আমার মধ্যে নেই। আর একদল লোক হিংসায় আমার সাথে এমন শত্রুতা করবে যে আমার প্রতি অন্যায় অপবাদ দিবে। জেনে রেখো, আমি নবী নই, আমার প্রতি ওহী আসে না। বরং আমি সাধ্যমত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করি। কাজেই আমি তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত্যের দিকে আহবান করবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য, তা তোমাদের পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদের বর্ণনা ঃ ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল হামীদ ..... আবাইয়াহ্ সূত্রে আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমি হব জাহান্নাম বণ্টনকারী। আমি বলবো এটা তোমার এবং এটি আমার। ইয়া'কূব বলেন, মূসা ইব্ন তারীফ দুর্বল রাবী–আদালতের অভাব এবং আবাইয়াহ্ তার চেয়েও নিম্নমানের। তার বর্ণনার কোন মূল্য নেই। বলা হয় যে, আবূ মুআবিয়া হাদীস বর্ণনা করার জন্যে আ'মাশকে তিরস্কার করেন। তখন আ'মাশ তাকে বললেন, আমি যখন ভুলে যাবো, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো। বলা হয়, রাফিযী সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে আ'মাশ এটা বর্ণনা করেছেন। কেননা, রাফিযীরা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতো, তাই আ'মাশ এর প্রতিবাদ করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, সাধারণ মানুষর ধারণা বরং তাদের মধ্যে এটা বহুল প্রচারিত যে, আলী হাওযে কাউসারের পানি পান করাবেন। বস্তুত এ কথার কোনই ভিত্তি নেই। কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে এর বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এ সম্পর্কে যেটা প্রমাণিত তা হলো রাসূলুল্লাহ্ﷺ-ই উম্মতকে হাউযে কাউসারের পানি পান করাবেন। আম জনগণের মধ্যে এ ধরনের আরও একটি কথা প্রচারিত আছে যে, কিয়ামতের দিন মাত্র চারজন লোক ব্যতীত আর কেউ বাহনে চড়তে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ﷺ বুরাকের উপর থাকবেন। সালিহ (আ) তার উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করবেন। হামযা থাকবেন তার আযবা' উটের উপর। আর আলী (রা) জান্নাতের একটি উটের উপর আরোহণ করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চৈঃস্বরে বলতে বলতে আসবেন। আলী (রা) সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত এরূপ আরেকটি বিষয় হলো, কিয়ামতের দিন কেউ বলবে আলীকে ধরো। কেউ বলবে আলীকে আমার কাছে এনে দাও ইত্যাদি। এ সবের একটিরও কোন ভিত্তি নেই। বরং এগুলো সবই রাফিযীদের মনগড়া তৈরি কথা-বার্তা। এর কোন সনদই সহীহ্ নয়। কেউ যদি এর উপর বিশ্বাস রাখে তবে মৃত্যুকালে ঈমানহারা হওয়ার আশংকা আছে। গায়রুল্লাহর নামে যে শপথ করে সে শির্ক করে।

হাদীস ঃ ইমাম আহমাদ, বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ্ﷺ তখন আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যথার তীব্রতায় আমি মুখ দিয়ে বলে চলছিলাম, হে আল্লাহ! আমার যদি মৃত্যু ঘনিয়ে এসে থাকে তাহলে মৃত্যু দিয়ে আমাকে শান্তি দিন, যদি মৃত্যু দেরিতে হয় তা হলে ব্যথা দূর করে